নূরুল হাওয়াশী

শরহে উসূলুশ শাশী

আরবি-বাংলা

مكمل نور الحواشى شرح أصول الشاشى

ইসলামিয়া কুতুবখানা ■ ঢাকা

নূরুল হাওয়াশী

শরহে উসূলুশ শাশী

আরবি-বাংলা

উর্দূ অনুবাদ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম

শায়খুল হাদীস, দারুল উলূম হোসাইনিয়া মাদ্‌রাসা, ওলামা বাজার, ফেনী

বঙ্গানুবাদ

মাওলানা মাহমুদ হাসান কাসেমী

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

মাওলানা আবুল কালাম মাসুম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ - اَمَّا بَعْدُ :

যে-কোন ইল্‌ম অধ্যয়নের পূর্বে সে ইলমের সাথে প্রথমে পরিচিত হতে হয়। আর পরিচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হলো সে ইলমের تَعْرِيْف (সংজ্ঞা), غَرَض (উদ্দেশ্য) ও مَوْضُوْع (আলোচ্য বিষয়) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। আর এর সাথে সাথে সে ইল্‌ম সংকলনের ইতিহাস সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন হলো, ঐ ইল্‌ম যে পুস্তকের মাধ্যমে শিখবো সে পুস্তকের লিখকের কিঞ্চিৎ জীবনচরিত সম্পর্কে জেনে নেওয়া ও এ বিষয়ের ওপর পঠিত কিতাবখানার মানগত মর্যাদা কতটুকু? তা নির্বাচন করা। তাই উসূলুশ্ শাশী গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখার প্রারম্ভে ভূমিকা স্বরূপ উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করার প্রয়াস নিচ্ছি।

উসূলে ফিক্‌হ-এর পরিচয়

এর পরিচয় দু'ভাবে করা যায়—

১. تَعْرِيْف اِضَافِيْ বা সম্বন্ধ পদীয় সংজ্ঞা : অর্থাৎ, যার মধ্যে اُصُوْلُ الْفِقْهِ বাক্যটির দু'টি অংশ (اَلْفِقْهُ ও اُصُوْل) -এর পৃথক পৃথক সংজ্ঞা দেওয়া হয় বা مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْهِ-কে আলাদা আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, তাকেই تَعْرِيْف اِضَافِيْ বলা হয়।

২. تَعْرِيْف لَقَبِيْ বা পদবী পদীয় সংজ্ঞা : অর্থাৎ, যার মধ্যে اُصُوْلُ الْفِقْهِ বাক্যটির কোনো অংশকে পৃথক না করে এটিকে একটি ইল্‌মের নাম হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়াকে تَعْرِيْف لَقَبِيْ বলা হয়।

✪ تَعْرِيْف اِضَافِيْ বা সম্বন্ধ পদীয় সংজ্ঞা :

এখানে দু'টি শব্দ রয়েছে— (১) اُصُوْل এবং (২) اَلْفِقْهُ

اُصُوْل-এর পরিচয় : এটা اَصْل -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো– মূল ভিত্তি, গোড়া বা যার ওপর কোনো জিনিস নির্ভরশীল হয়। তবে اَصْل শব্দটি সাধারণত চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়—

১. اَصْل -এর অর্থ– رَاجِح বা অগ্রগণ্য, শক্তিমান, প্রবল।
যথা— كِتَابُ اللّٰهِ اَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ اِلَى السُّنَّةِ অর্থাৎ, হাদীসের তুলনায় আল্লাহর কিতাব অগ্রগণ্য।

২. اَصْل -এর অর্থ– قَاعِدَة বা নিয়ম, সূত্র।
যথা— اَلْفَاعِلُ مَرْفُوْعٌ اَصْلٌ مِنْ اُصُوْلِ النَّحْوِ অর্থাৎ, কর্তা পেশযুক্ত হওয়া আরবি ব্যাকরণের সূত্রসমূহ হতে একটি সূত্র।

৩. اَصْل -এর অর্থ– اِسْتِصْحَاب বা মূল অবস্থা, সঙ্গী করা, প্রকৃত অবস্থা। যথা— طَهَارَةُ الْمَاءِ اَصْلٌ অর্থাৎ, পানির মূল অবস্থা হলো পবিত্রতা বা পবিত্র হওয়া।

৪. اَصْل -এর অর্থ– دَلِيْل বা প্রমাণ।
যথা— "اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ" اَصْلٌ لِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ, আল্লাহর বাণী "তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর" এটা সালাত ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ - اَمَّا بَعْدُ :

যে-কোন ইল্‌ম অধ্যয়নের পূর্বে সে ইলমের সাথে প্রথমে পরিচিত হতে হয়। আর পরিচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হলো সে ইলমের تَعْرِيْف (সংজ্ঞা), غَرَض (উদ্দেশ্য) ও مَوْضُوْع (আলোচ্য বিষয়) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। আর এর সাথে সাথে সে ইল্‌ম সংকলনের ইতিহাস সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন হলো, ঐ ইল্‌ম যে পুস্তকের মাধ্যমে শিখবো সে পুস্তকের লিখকের কিঞ্চিৎ জীবনচরিত সম্পর্কে জেনে নেওয়া ও এ বিষয়ের ওপর পঠিত কিতাবখানার মানগত মর্যাদা কতটুকু? তা নির্বাচন করা। তাই উসূলুশ্ শাশী গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখার প্রারম্ভে ভূমিকা স্বরূপ উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করার প্রয়াস নিচ্ছি।

উসূলে ফিক্‌হ-এর পরিচয়

এর পরিচয় দু'ভাবে করা যায়—

১. **تَعْرِيْف اِضَافِيْ বা সম্বন্ধ পদীয় সংজ্ঞা :** অর্থাৎ, যার মধ্যে اُصُوْلُ الْفِقْهِ বাক্যটির দু'টি অংশ (اُصُوْل ও اَلْفِقْهُ) -এর পৃথক পৃথক সংজ্ঞা দেওয়া হয় বা مُضَاف ও مُضَافْ اِلَيْهِ-কে আলাদা আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, তাকেই تَعْرِيْف اِضَافِيْ বলা হয়।

২. **تَعْرِيْف لَقَبِيْ বা পদবী পদীয় সংজ্ঞা :** অর্থাৎ, যার মধ্যে اُصُوْلُ الْفِقْهِ বাক্যটির কোনো অংশকে পৃথক না করে এটিকে একটি ইল্‌মের নাম হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়াকে تَعْرِيْف لَقَبِيْ বলা হয়।

❂ تَعْرِيْف اِضَافِيْ বা সম্বন্ধ পদীয় সংজ্ঞা :

এখানে দু'টি শব্দ রয়েছে— (১) اُصُوْل এবং (২) اَلْفِقْهُ

اُصُوْل-এর পরিচয় : এটা اَصْل -এর বহুবচন। এর অর্থ হলো– মূল ভিত্তি, গোড়া বা যার ওপর কোনো জিনিস নির্ভরশীল হয়। তবে اَصْل শব্দটি সাধারণত চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়—

১. اَصْل -এর অর্থ– رَاجِح বা অগ্রগণ্য, শক্তিমান, প্রবল।
যথা— كِتَابُ اللّٰهِ اَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ اِلَى السُّنَّةِ অর্থাৎ, হাদীসের তুলনায় আল্লাহর কিতাব অগ্রগণ্য।

২. اَصْل -এর অর্থ– قَاعِدَة বা নিয়ম, সূত্র।
যথা— اَلْفَاعِلُ مَرْفُوْعٌ اَصْلٌ مِنْ اُصُوْلِ النَّحْوِ অর্থাৎ, কর্তা পেশযুক্ত হওয়া আরবি ব্যাকরণের সূত্রসমূহ হতে একটি সূত্র।

৩. اَصْلٌ -এর অর্থ– اِسْتِصْحَاب বা মূল অবস্থা, সঙ্গী করা, প্রকৃত অবস্থা। যথা— طَهَارَةُ الْمَاءِ اَصْلٌ অর্থাৎ, পানির মূল অবস্থা হলো পবিত্রতা বা পবিত্র হওয়া।

৪. اَصْلٌ -এর অর্থ– دَلِيْل বা প্রমাণ।
যথা— "اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ" اَصْلٌ لِوُجُوْبِ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ, আল্লাহর বাণী "তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর" এটা সালাত ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ।

اَلْفِقْهُ-এর পরিচয় : ফিক্হ অর্থ হলো– উপলব্ধি করা, স্মৃতিপটে আনা, জ্ঞান রাজ্যে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা, ছেদন করা, খোলা ও বাস্তবতা অর্জনের নিমিত্তে পর্যলোচনা করা।

পরিভাষায় فِقْه বলা হয়– اَلْفِقْهُ عِلْمٌ بِالْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ অর্থাৎ, শরিয়তের বিধানাবলিকে বিস্তারিত দলিল-প্রমাণসহ জানা ও বুঝার নাম।

تَعْرِيْف لَقَبِىْ ✪ বা পদবী পদীয় সংজ্ঞা :

এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী (র.) বলেছেন—

هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ يَتَوَصَّلُ بِهَا اِلَى اِسْتِنْبَاطِ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلٰى دَلَائِلِهَا

অর্থাৎ, উসূলে ফিক্হ এমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা করার নাম, যা ফিক্হ শাস্ত্রের হুকুম-আহকাম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রমাণ দ্বারা উদঘাটন করতে সাহায্য করে।

আল্লামা নিযামুদ্দীন শাশী (র.) বলেন— هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ يَتَوَصَّلُ بِهَا اِلَى اِسْتِنْبَاطِ اَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ عَلٰى دَلَائِلِهَا অর্থাৎ, তা এমন একটি প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা শিক্ষা করার নাম, যার দ্বারা ফিক্হের হুকুমসমূহ ভালভাবে প্রমাণ দ্বারা উদঘাটন করতে সাহায্য করে। যথা— আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক যাকাত হলো মামূর বিহী, আর প্রত্যেক মামূর বিহী ওয়াজিব, বিধায় যাকাতও ওয়াজিব। এটাই ফিক্হ শাস্ত্রের নির্দেশ যা উসূলে ফিক্হের প্রতিষ্ঠিত সূত্র দ্বারা উদঘাটিত হলো।

مَوْضُوْع বা আলোচ্য বিষয় :

উসূলে ফিক্হের আলোচ্য বিষয় হলো– دَلَائِل اَرْبَعَة তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।

غَرْض বা উদ্দেশ্য :

এর উদ্দেশ্য হলো, শরিয়তের নির্দেশাবলি জেনে পার্থিব জিন্দেগীর শান্তি ও পরলৌকিক জীবনের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করা।

উসূলে ফিক্হ-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইসলামি আইনশাস্ত্র সম্পাদনার সাথে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ফিক্হ-এর পারিভাষিক মানদণ্ড নির্ণয়ের নিমিত্তে কতটুকু অবদান রেখেছেন তা উদঘাটন করা সাধ্যাতীত। আল্লামা খিযরী (র.) লিখেছেন— ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) উসূলে ফিক্হ কিতাব রচনা করেছেন, তবে তা বর্তমান বিশ্বের কোন পাঠাগারে বিদ্যমান নেই। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর 'রিসালায়ে উসূলে ফিক্হ' যা কিতাবুল উম্ম-এর প্রারম্ভিক আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে— সর্বত্র পাওয়া যায়, উহা ইল্ম বা শাস্ত্রের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর উসূলের উপস্থাপনার পদ্ধতি কুরআন, সুন্নাহ নির্দেশাবলি, নিষেধসমূহ, হাদীসের অবস্থান, নসখ, খবরে ওয়াহিদ, ইজমা, কিয়াস, ইসতিহ্সান ইত্যাদির বিভিন্ন পরিচ্ছেদ পৃথক পৃথকভাবে ছিল। অতঃপর ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদদের একটি জামায়াত ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর কিতাবকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন, যাচাই-বাছাই ও সংশোধন করত সুন্দরভাবে উসূলে ফিক্হ শাস্ত্রের অমূল্য কিতাবাদি সংকলন করেন।

উসূলে ফিক্হ গ্রন্থটি দু'টি পদ্ধতিতে প্রথমে লিপিবদ্ধ করা হয়—

(১) দার্শনিক পদ্ধতি ও (২) ইসলামি আইন শাস্ত্রের পদ্ধতি।

১. দার্শনিক পদ্ধতিতে লিখিত সুপ্রসিদ্ধ চারখানা গ্রন্থ হচ্ছে—

(ক) কিতাবুল বুরহান ঃ প্রণেতা শাফিয়ী মাযহাবের ইমাম আবুল মু'আলী আবদুল মালিক ইবনে আবদুল্লাহ জুবিনী। (ওফাত ঃ ৪৭৮ হিজরি)

(খ) আল-মুসতাশরাফ ঃ হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ মুহাম্মদ বইনে মুহাম্মদ গাযযালী। (জন্ম ঃ ৪৫০ হিঃ ওফাতঃ ৫০৫ হিজরি)

(গ) কিতাবুল আহাদ ঃ আবুল হুসাইন বসরী মু'তাযেলী। (ওফাতঃ ৪৩৩ হিজরি)

(ঘ) কিতাবুল আহাদ ঃ আবদুল জাব্বার মু'তাযেলী। (ওফাত ঃ ৬৫৫ হিজরি)

মুতাআখখিরীনদের মধ্য হতে—

(ক) ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.)-এর (জন্ম ঃ ৫৪৪ হি. মৃত্যু ঃ ৬০৬ হি.) আল মাহ্সূল ফী উসূলিল ফিক্হ।

(খ) ইমাম শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে আবী আলী মুহাম্মদ ওরফে সাইফুদ্দীন আমুদী (ওফাতঃ ৬৩১ হি.) 'আহকামুল আহকাম ফী উসূলিল আহকাম' নামক উসূলদ্বয়ে পূর্ববর্তী গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সারবস্তু বিদ্যমান ছিল।

(গ) ইমাম রাযীর ছাত্র আল্লামা সিরাজুদ্দীন আবুস্ সানা মাহমুদ ইবনে আবী বকর আরমুয়ীর (ওফাত ঃ ৬৮২ হিঃ) 'তাহসিল' কিতাব, আল্লাম কাযী তাজুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আরমুয়ীর (ওফাত ঃ ৬৫৬ হি.) 'হাসিল' কিতাব এবং ইমাম রাযী (র.)-এর 'মাহসূল' কিতাবসহ গ্রন্থত্রয়ের সার-সংক্ষেপ ও পূর্বাভাস নিয়ে আল্লামা শিহাবুদ্দীন কিরওয়ানী (মৃত্যু ঃ ৬৮৪ হি.) যাচাই-বাছাইপূর্বক "তানকীহাত" নামক পুস্তক খানা সংকলন করেন।

(ঘ) আল্লামা মহীউদ্দিন ইবনে আরাবীর (ওফাত ঃ ৬২৮ হি.) 'তালখীসু কিতাবিল মাহ্সূল ফী ইলমিল উসূল'।

(ঙ) কাযী বায়যাবীর (ওফাতঃ ৬৮৫ হি.) 'মিনহায' নামক গ্রন্থ গুরুত্বের দাবি রাখে।

(চ) ইমাম ইবনে হাজিব (ওফাতঃ ৬৪৬ হিঃ) 'কিতাবুল আহকাম'কে সংক্ষেপ করে "মুখতাসারে কাবীর" পরে আরো সংক্ষেপ করত 'মুখতাসারে সগীর' নাম দিয়ে একখানা ইসলামী আইন শাস্ত্রের মূলনীতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২. ইসলামি আইন শাস্ত্রের পদ্ধতি মোতাবেক লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে হানাফী মাযাহাবের ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদরাই অধিক গ্রন্থ সংকলন ও রচনা করেন।

মৌলিক গ্রন্থাদির মধ্যে ইমাম আবূ বকর জাস্সাস (র.)-এর (ওফাতঃ ৩৭০ হি.) 'উসূল', আল্লামা আবূ যায়েদ দাবূসীর (ওফাতঃ ৮৩০ হি.) কিতাবুল আসারার ও তাকবীমুল আদিল্লা অতি উত্তম ও প্রসিদ্ধ।

শেষ যুগের ইমাম ফাখরুল ইসলাম বাযদাবীর 'কিতাবুল উসূল' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। যার ব্যাখ্যা করেন আবদুল আযীয বুখারী (র.) 'কাশফুল আসরার' নামে।

ইমাম আহমদ ইবনে সা'আতি (ওফাতঃ ৬৮৭ হি.) 'কাওয়ায়েদ' ও 'আল-বাদায়িউ' নামে দু'খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইমাম শায়খ আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে মাহমূদ নসফী (ওফাতঃ ৭০১ হি.) উসূলে বাযদাবীর সংক্ষিপ্ত-সার সংকলন করে 'কিতাবুল মিনা' নামে সুন্দর একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। আল্লামা শায়খ হাফেয আহমদ মোল্লা জিয়ূন 'নূরুল আন্ওয়ার' নামে ইহার শরাহ লিখেন, যা প্রতিটি মাদ্রাসায় পাঠ্য রয়েছে।

জালালুদ্দীন খাব্বাবী 'আল মুগনীন' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার ব্যাখ্যা করেন আল্লামা সিরাজুদ্দীন হিন্দী। 'তাহবীর ইবনে হাম্মাম ওয়া তাওযীহ-ই-সদরুশ শরীয়াহ' উসূলে ফিক্হের উত্তম সংকলন গ্রন্থ।

পাক-ভারত উপমহাদেশে আল্লামা মুহিব্বুল্লাহ বিহারীর 'মুসাল্লামুছ ছুবূত' যা 'তাহরীরে ইবনে হাম্মান মুখতাসারে ইবনে হাজিব' এবং 'মিনহাযে বায়যাবী' গ্রন্থদ্বয় ও স্বীয় উক্তি কর্তৃক সংকলিত অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ এবং গুরুত্বের দাবিদার।

মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওরফে হুসসামুদ্দীন রচিত 'আল-মুনতাখাব ফী উসূলিল মাযহাব' যা 'হুসসামুদ্দীন' নামে পরিচিত এবং নিযামুদ্দীন শাশীর 'উসূলুশ্ শাশী' মাদ্রাসার প্রারম্ভিক শ্রেণীসমূহের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

<u>বিঃ দ্রঃ</u> ফিকহ্ শাস্ত্রের বিস্তারিত ইতিহাস ও এ বিষয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের জীবনচরিতকে জানতে হলে ইসলামিয়া কুতুবখানা কর্তৃক প্রকাশিত আল-মুখতাসারুল কুদূরী-এর ভূমিকা অধ্যায়ন করুন। এ দু'টো কিতাব একই ক্লাশের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সে বিষয়গুলো এ কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ করা হলো না।

গ্রন্থকার পরিচিতি

'উসূলুশ্ শাশী' হানাফী ফিক্হ -এর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থের গ্রন্থকার এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি যশোঃগৌরব পছন্দ করতেন না। সেহেতু তিনি মানুষের খেদমতের মাধ্যমে উভয় জাহানে কল্যাণ লাভের মানসে নিজ গ্রন্থের কোথাও নিজের নাম প্রকাশ করেননি। এ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারগণও গ্রন্থকার সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। দক্ষিণ ভারতের হায়দারাবাদের আসেফিয়া গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সূচিতে এ গ্রন্থের একটি হাতে লেখা কপি রয়েছে, তাতে গ্রন্থকারের স্থান খালি রয়েছে। مَخْبُوْبُ إِكْتِفَاءُ الْقَنُوْعِ بِمَا هُوَ الْاَلْبَابِ فِىْ تَعْرِيْفِ الْكُتُبِ وَالْكِتَابِ নামক গ্রন্থসূচিতেও এ ব্যাপারে কিছুই উল্লেখ নেই। مطبوع গ্রন্থসূচিতে উসূলে ফিক্হ অধ্যায়ে শুধু اَلشَّاشِىْ اَلْمُلَقَّبُ بِالْقَفَالِ কথাটিই উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু ইহা উসূলুশ্ শাশীর ব্যাপারে বলা হয়নি। কেননা, 'কাফাল' উপাধি দুই ব্যক্তির ছিল, একজন ছিলেন আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল

আল-কাফাল (মৃত্যু ঃ ৩৪১ হিঃ), দ্বিতীয়জন ছিলেন আবূ বকর আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-কাফাল। উল্লিখিত একজনও উসূলুশ্ শাশী গ্রন্থকার নন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী অথচ উসূলুশ্ শাশী হানাফী ফিক্হ-এর সমর্থনে লিখিত। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন মারুযী গ্রন্থের লেখক।

১১৮৯ হিজরি সনে মিসরে একটি গ্রন্থসূচিতে উসূলুশ্ শাশীর গ্রন্থকারের নাম ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম শাশী বলে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার অধীনস্থ সমরকন্দ প্রদেশের 'শাশ' নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বহুদিন এ অঞ্চলটি মুসলিম শাসনাধীনে ছিল। মধ্য এশিয়ার এ অঞ্চটিতে ইসলামি দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক প্রখ্যাত পন্ডিত জন্মগ্রহণ করেছেন। আল্লামা শাশী ফিকহ শাস্ত্রের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। হানাফী ফিক্হ -এর অনুসারী ছিলেন। গ্রন্থকার ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম ৩২৫ সনে মিসরে ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা আবদুল হাই লাখনুবী اَلْفَوَائِدُ الْبَهِيَّةُ নামক গ্রন্থে কাশ্ফ্ গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, উসূলুশ্ শাশীর গ্রন্থকারের নাম নিযামুদ্দীন। এ মতটি সঠিক হলে গ্রন্থকার খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে পরিচয় পাওয়া যায় না। কেননা, ইতিহাস গ্রন্থাবলিতে এ নামের গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায় না।

মূলকথা হলো, উসূলুশ্ শাশী গ্রন্থকারের মূলনাম হলো ইব্রাহীম ইবনে ইসহাক এবং তাঁর উপাধি হলো নিযামুদ্দীন। তাঁর নামটি লিখা হত 'নিযামুদ্দীন ইব্রাহীম ইবনে ইসহাক' এভাবে। তাই ইব্রাহীম ও নিযামুদ্দীন এ দু'টোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

<u>নামকরণ :</u> গ্রন্থকার এ কিতাবটি রচনা করে এর নামকরণ করেন— "اَلْكِتَابُ الْخَمْسِيْنَ فِىْ اُصُوْلِ الْحَنَفِيَّةِ" কেননা, এ কিতাবখানি তিনি পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করার পর রচনা করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি মাত্র পঞ্চাশ দিনে এ কিতাবটি রচনা করেন, বিধায় একে اَلْخَمْسِيْنَ নামে নামকরণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর জন্মস্থানের দিকে নিসবত করে এর নামকরণ করা হয় "اُصُوْلُ الشَّاشِىْ" বলে।

<u>বৈশিষ্ট্য :</u> এ কিতাবটিতে হানাফী ও শাফিয়ী মাযহাবের অধিকাংশ বিতর্কিত মসআলাগুলোকে যুক্তির কষ্টি পাথরে ভালভাবে যাচাই-বাছাই করার পর উপস্থাপন করা হয়েছে, যা পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এমনকি দীর্ঘকাল যাবৎ এ গ্রন্থখানি মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত, যা আজও বিরাজমান।

<u>এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ :</u> এ কিতাবের অনেকগুলো ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১ সর্বপ্রথম এ কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেন হিজরি ৭৮০ সালে মুহাম্মদ ইবনে হাসান খারেযেমী। যিনি শামসুদ্দীন শাশী নামে পরিচিত। (মৃত ঃ ৭৮১ হিঃ)

—আহসানুল হাওয়াশী আলা উসূলুশ্ শাশী– মাওলানা বরকতুল্লাহ ইবনে আহমাদুল্লাহ ইবনে নি'মাতুল্লাহ লখনুবী (র.)।

—উমদাতুল হাওয়াশী– মাওঃ ফয়জুল হাসান ইবনে ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী (র.)।

—ফুসূলুল হাওয়াশী আলা উসূলুশ্ শাশী।

—নূরুল হাওয়াশী শরহে উসূলুশ্ শাশী। (আরবী-বাংলা)

—যিয়াউল হাওয়াশী। (আরবী-বাংলা)

—যুবদাতুল হাওয়াশী। (আরবী-বাংলা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নমে আরম্ভ করছি)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعْلٰى مَنْزِلَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِكَرِيْمِ خِطَابِهٖ وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعٰلِمِيْنَ بِمَعَانِىْ كِتَابِهٖ وَخَصَّ الْمُسْتَنْبِطِيْنَ مِنْهُمْ بِمَزِيْدِ الْاِصَابَةِ وَثَوَابِهٖ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْحَمْدُ সমস্ত প্রশংসা لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলার জন্য اَلَّذِىْ যিনি اَعْلٰى সমুন্নত করেছেন مَنْزِلَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদের মর্যাদা بِكَرِيْمِ خِطَابِهٖ স্বীয় সম্মানজনক সম্বোধন দ্বারা وَرَفَعَ সুউচ্চ করেছেন دَرَجَةَ মর্যাদা الْعَالِمِيْنَ জ্ঞানী. উপলব্ধিকারী بِمَعَانِىْ كِتَابِهٖ তার কিতাবের মর্মার্থ দ্বারা وَخَصَّ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন الْمُسْتَنْبِطِيْنَ مِنْهُمْ তাদের মধ্যে মুজতাহিদগণকে بِمَزِيْدِ الْاِصَابَةِ অধিক সঠিকতা وَثَوَابِهٖ এবং অশেষ পূণ্য প্রদানের মাধ্যমে।

সরল অনুবাদ : সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের মালিক মহান আল্লাহর জন্য। যিনি সস্নেহে সম্বোধন ও সম্মানিত উপাধি কর্তৃক ঈমানদারদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং কুরআনে হাকীমের নিগূঢ় মর্ম ও ভাব উদঘাটন ও উপলব্ধিকারী জ্ঞানীদেরদেরকে উচ্চাসনে সমাসীন করেছেন। বিশেষত তাঁদের মধ্যকার মুজতাহিদ (গবেষক) গণকে অধিকতর পূর্ণ ও নির্ভুলতার বৈশিষ্ট্য প্রদান করছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ -এর ব্যাখ্যা :

মুসান্নিফ (র.) স্বীয় কিতাবকে بَسْمَلَةٌ ও حَمْدَلَةٌ দ্বারা আরম্ভ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে—

- বরকতের জন্য।
- পবিত্র কুরআনের অনুসরণার্থে। কেননা, কুরআনকে بَسْمَلَةٌ ও حَمْدَلَةٌ দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে।
- হাদীসের ওপর আমল করতে গিয়ে। কেননা, মহানবী ﷺ বলেছেন— কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে بَسْمَلَةٌ ও حمدلة দ্বারা আরম্ভ না করা হলে তা বরকত ও কল্যাণ শূন্য হয়ে পড়ে।
- আকাবিরে আসলাফের অনুকরণ করে। কেননা, তাঁরা স্বীয় গ্রন্থকে بَسْمَلَةٌ ও حَمْدَلَةٌ দ্বারা আরম্ভ করতেন।

حَمْد এর সংজ্ঞা ঃ এটা বাবে سَمِعَ -এর মাসদার। অর্থ হলো– প্রশংসা করা। পরিভাষায় حَمْد বলা হয় هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِىْ نِعْمَةً كَانَ اَوْ غَيْرَهَا "অর্থাৎ, হামদ বলা হয়, মানুষের সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের ওপর মুখে গুণকীর্তন করা। এ প্রশংসা নিয়ামতের বিনিময় হোক বা নিয়ামত বিহীন হোক"। এখানে اَلْحَمْدُ -এর "ال" টি দু'টি জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে—

(১) اِسْتِغْرَاقٌ -এর জন্য, (২) جِنْس-এর জন্য। অর্থাৎ, সকল প্রশংস বা যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।

اَعْلٰى শব্দটি ব্যবহারের কারণ :

قَوْلُهٗ اَعْلٰى مَنْزِلَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ ঃ মুসান্নিফ (র.) এখানে اَعْلٰى শব্দটি প্রয়োগ করে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন—

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি প্রকৃত মু'মিন হও।—(আলে-ইমরান-১৩৯)

এবং يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও আ...

مُؤْمِنِيْنَ-এর বিশ্লেষণ : এটা বাবে اِفْعَالٌ হতে اِسْم فَاعِلْ-এর جَمْع مُذَكَّرْ-এর সীগাহ। এর অর্থ হলো— বিশ্বাস স্থাপন করা বা কাউকে সত্যবাদী বলে সত্যায়ন করা।

শরিয়তের পরিভাষায়— تَصْدِيْقُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِلْمِ مَجِيْئِهٖ مُتَوَاتِرًا

অর্থাৎ, মহানবী ﷺ যে দীন নিয়ে এ ধারিত্রীর বুকে আগমন করেছেন, তাকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে তদনুযায়ী স্বীয় জীবন পরিচালনা করাকেই اِيْمَانٌ বলা হয়।

قَوْلُهٗ بِكَرِيْمِ خِطَابِهٖ -এর ব্যাখ্যা :

এখানে كَرِيْم হলো صِفَةٌ আর خِطَابٌ হলো مَوْصُوْف এখানে اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ হয়েছে। অর্থ হলো— তাঁর সম্মানসূচক সম্বোধন।

মহান রাব্বুল আলামীন মু'মিন ও কাফিরদেরকে একইভাবে একই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেননি; বরং মু'মিনদের মায়া-মমতা ও স্নেহের পরশে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করেছেন, আর কাফিরদেরকে দয়ামায়াহীনভাবে يَاَيُّهَا النَّاسُ বা يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ বলে সম্বোধন করেছেন। আর গ্রন্থকার মু'মিনদের প্রতি মায়া-মমতার পরশ বুলিত আল্লাহর সম্বোধনকে كَرِيْمُ خِطَابِهٖ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। মূলত كَرِيْم শব্দটি ৫টি অর্থে ব্যবহার হয়—

১. যে ব্যক্তির পাওয়ার অধিকার নেই, এমন ব্যক্তিকে কিছু দান করা।
২. প্রার্থীকে কিছু দান করে খোঁটা না দেওয়া।
৩. এমন দানবীর যিনি সামান্য পরিমাণ প্রার্থনা করলেও প্রচুর পরিমাণে দিয়ে থাকেন।
৪. শরীফ, ভদ্র, সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত।
৫. অধিক কল্যাণ, অনেক উপকারী।

আর উক্ত ইবারাতে ৪র্থ ও ৫ম অর্থটিই যথোপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

قَوْلُهٗ رَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِيْنَ -এর ব্যাখ্যা :

লিখক এখানে আলিমের মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে رَفَعَ শব্দ প্রয়োগ করছেন। আর رَفَعَ শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে মূলত তিনি সূরায়ে মুজাদালার ১১ নং আয়াতের প্রতি ইশারা করছেন। যার অর্থ হলো— "আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও আলিমদেরকে উচ্চমর্যাদা প্রদান করছেন"। اَلْعَالِمِيْنَ এটি اَلْعِلْمُ মাসদার হতে اِسْم فَاعِلْ -এর جَمْع مُذَكَّرْ -এর সীগাহ্। এর শাব্দিক অর্থ হলো— জ্ঞানীগণ। মুসান্নিফ এখানে اَلْعَالِمِيْنَ শব্দ প্রয়োগ করে কুরআন ও হাদীসের পাণ্ডিত্য অর্জনকারী জ্ঞানী সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন। যাঁরা কুরআন ও হাদীস হতে অসংখ্য মাসআলা-মাসায়েল বের করার মাধ্যমে ইসলামি বহু মৌলিক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। বর্তমান যুগে যাঁরা ফকীহ নামেই সর্বাধিক পরিচিত। আল্লামা রূমী (র.) বলেন—

علم دین فقه ست وتفسیر وحدیث + هر که خواند جز ازیں گردد خبیث

অর্থাৎ, হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ্ হলো ইলমে দিন। আর এগুলো ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোনো ইলম চর্চা করে সেই খারাপ।

قَوْلُهٗ خَصَّ الْمُسْتَنْبِطِيْنَ -এর ব্যাখ্যা :

اَلْمُسْتَنْبِطِيْنَ শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَالٌ হতে اِسْم فَاعِلْ-এর جَمْع مُذَكَّرْ -এর সীগাহ। এর অর্থ হলো— اِسْتِخْرَاجٌ বা اِجْتِهَادٌ অর্থাৎ, উদঘাটন করা, বের করা, উদ্ভাবন করা ইত্যাদি।

শরিয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট পন্থায় নীতিমালার ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীস হতে চিন্তা ও গাবেষণার মাধ্যমে মাসআলা উদঘাটন করাকে اِسْتِنْبَاطٌ বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ হতে যাঁরা উল্লিখিত পদ্ধতিতে মাসআলাসমূহ বের করেন তাঁদেরকেই اَلْمُسْتَنْبِطِيْنَ বলা হয়।

লিখক এখানে خَصَّ শব্দটি اَلْمُسْتَنْبِطِيْنَ -এর জন্য ব্যবহার করেছেন। কেননা, মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কঠোর সাধনার প্রয়োজন হয়, আর কঠোর সাধনা করাই হলো উন্নতির চাবিকাঠি। যেহেতু মুজতাহিদ প্রথমত শরিয়তের চারটি মূলনীতি তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস-এর ওপর গবেষণা করে কারণ নির্ণয় করত মাসআলাসমূহ বের করেন এবং সামঞ্জস্য বিধান করত তার ভিত্তিতে শরয়ী বিধানসমূহ নির্ণয় করেন। এ কারণেই তিনি যদি এ চেষ্টা, সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সঠিক দিকে উপনীত হন, তবে তাঁর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব। আর যদি সঠিক দিকে উপনীত হতে নাও পারেন, তবুও তাঁর মেহনত করার বদৌলতে তাঁকে একটি ছওয়াব প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে আলিমের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয়; বরং কোনো আলিম যদি ভুল ফতোয়া প্রদান করেন, তবে তাঁর গুনাহ্ হবে। কেননা, নবী কারীম ﷺ বলেছেন— مَنْ اَفْتٰى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ অর্থাৎ, যদি কেউ কোনো ব্যক্তিকে ভুল ফতোয়া প্রদান করে, (তবে উক্ত ফতোয়ার ওপর আমল করার ফলে যে গুনাহ হবে) সে গুনাহ ফতোয়া দাতার ওপরই বর্তাবে।

اَلْمُجْتَهِدِيْنَ না বলে اَلْمُسْتَنْبِطِيْنَ বলার কারণ :

اَلْاِسْتِنْبَاطُ শব্দের অর্থ হলো– কূপ হতে পানি বের করা, আর কূপ হতে পানি বের করতে বহু কষ্টের প্রয়োজন হয়। তদ্রূপ কুরআন ও হাদীস হতে তাদ্বীক দিয়ে মাসআলা বের করতে যথেষ্ট কষ্ট হবে। আর কষ্ট হবে এ বিষয়টি বুঝানোর জন্যই اَلْمُسْتَنْبِطِيْنَ বলেছেন, اَلْمُجْتَهِدِيْنَ বলেননি। কেননা, اَلْاِجْتِهَادُ -এর মধ্যে সে কষ্টের বিষয়টি অনুভূত হয় না।

ইজতিহাদ কাকে বলে :

সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে কুরআনের সঠিক মর্ম উপলব্ধির নিমিত্তে অবিশ্রান্ত ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নাম (اِجْتِهَاد) ইজতিহাদ। যাঁরা এ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত তাঁরা হলেন মুজতাহিদ (مُجْتَهِدٌ)।

ইজতিহাদের শর্ত :

কুরআনে কারীমের ব্যুৎপত্তি, ব্যবহারগত শাব্দিক ও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞান অর্জন করা, বিশেষ করে আহকামের পাঁচশত আয়াত সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া, হাদীস শাস্ত্রের বিভাগসহ পাণ্ডিত্য অর্জন করা ও কিয়াসের বিভিন্ন পন্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

মু'মিন, আলিম ও মুসতাম্বিত-এর ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগের কারণ :

গ্রন্থকার মু'মিনদের ব্যাপারে اَعْلٰى শব্দ, আলিমদের ব্যাপারে رَفَعَ শব্দ এবং মুসতাম্বিতদের ব্যাপারে خَصَّ শব্দটি বলেছেন। তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন— اَعْلٰى শব্দটি সরফ শাস্ত্রের পরিভাষায় نَاقِصْ বা ত্রুটিযুক্ত। মু'মিনগণ যদিও ইসলামের আলোতে আলোকিত কিন্তু আলিমদের তুলনায় দুর্বল, আর এ কারণেই গ্রন্থকার মু'মিনদের ক্ষেত্রে اَعْلٰى তথা نَاقِصْ শব্দ ব্যবহার করেছেন। رَفَعَ শব্দটি সরফ শাস্ত্রের পরিভাষায় صَحِيْح বা ত্রুটিমুক্ত। যেহেতু আলিমগণ মূর্খতার ত্রুটি হতে মুক্ত, তাই তাঁদের ক্ষেত্রে رَفَعَ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। আর خَصَّ শব্দটি مُضَاعَفْ বা দ্বিগুণিত। যেহেতু মুসতামবিতগণ দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করেন, তাই তাঁদের ক্ষেত্রে خَصَّ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ وَاَصْحَابِهٖ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَحْبَابِهٖ وَبَعْدُ فَاِنَّ اُصُوْلَ الْفِقْهِ اَرْبَعَةٌ : كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَسُنَّةُ رَسُوْلِهٖ وَاِجْمَاعُ الْاُمَّةِ وَالْقِيَاسُ فَلَابُدَّ مِنَ الْبَحْثِ فِىْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ لِيُعْلَمَ بِذٰلِكَ طَرِيْقُ تَخْرِيْجِ الْاَحْكَامِ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَالصَّلٰوةُ পরিপূর্ণ রহমত ও দরুদ বর্ষিত হোক عَلَى النَّبِيِّ মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর وَاَصْحَابِهٖ এবং তার সাহাবীদের উপর وَالسَّلَامُ আর শান্তি বর্ষিত হোক عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ আবূ হানীফা (র.)-এর উপর وَاَحْبَابِهٖ এবং তার বন্ধু বান্ধবদের উপর وَبَعْدُ অতঃপর فَاِنَّ নিশ্চয় اُصُوْلَ الْفِقْهِ ফিক্হ শাস্ত্রের মূলনীতি اَرْبَعَةٌ চারটি كِتَابُ اللّٰهِ আল্লাহ কিতাব অর্থাৎ কুরআন মাজীদ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهٖ তাঁর রাসূলের সুন্নত অর্থাৎ হাদীস শরীফ وَاِجْمَاعُ الْاُمَّةِ এবং উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) وَالْقِيَاسُ এবং কিয়াস فَلَابُدَّ সুতরাং আবশ্যক مِنَ الْبَحْثِ আলোচনা অনুসন্ধান করা فِىْ كُلِّ وَاحِدٍ প্রত্যেকটি নিয়ে مِنْ هٰذِهِ الْاَقْسَامِ এই প্রকারগুলোর لِيُعْلَمَ بِذٰلِكَ তা দ্বারা যাতে অবগত হওয়া যায় طَرِيْقُ পদ্ধতি শরিয়তের বিধান تَخْرِيْجِ الْاَحْكَامِ উদ্ভাবন।

সরল অনুবাদ : আর মহানবী ﷺ ও তাঁর সাথীদের ওপর দরূদ ও আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমত এবং ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) ও তাঁর বন্ধুদের ওপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক। (গ্রন্থকার আল্লাহর প্রশংসা, মহানবী ﷺ ও সাহাবীদের প্রতি সালাম ও দরূদ পেশ করার পর তাঁর মূল বক্তব্য উপস্থান করছেন।) অতঃপর নিশ্চয়ই ফিক্হ শাস্ত্রের মূলনীতি চারটি— (১) كِتَابُ اللّٰهِ (আল্লাহর কিতাব), (২) سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ (সুন্নাতে রাসূল (সাঃ), (৩) اِجْمَاعُ الْاُمَّةِ (উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার মুজাতাহিদদের অধিকাংশের সমষ্টিগত মতবাদ) ও (৪) قِيَاسٌ (কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুজাতাহিদদের বিবেক বিবেচনা)। অতঃপর প্রত্যেক মূলনীতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ ধর্মী আলোচনা পর্যালোচনা আবশ্যক, যাতে শরিয়তের বিধিমালা উপস্থাপনের উদ্ভাবনী পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ الخ-এর ব্যাখ্যা :

এ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। এটি (ص، ل، و) হতে গঠিত। এর অর্থ– সালাত, দোয়া, দরূদ ইত্যাদি। তবে صَلٰوةٌ শব্দটি সাধারণত চার অর্থে ব্যবহৃত হয়— (১) রহমত— صَلٰوةٌ শব্দটি যদি আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত হয়। (২) দরূদ– صَلٰوةٌ শব্দটি যদি মানুষের দিকে সম্পর্কিত হয়। (৩) তাসবীহ– صَلٰوةٌ শব্দটি যদি চতুষ্পদ জন্তু ও পাখির দিকে সম্পর্কিত হয়। (৪) ক্ষমা প্রার্থনা– صَلٰوةٌ শব্দটি যদি ফেরেশতার দিকে সম্পর্কিত হয়।

حَمْد-এর সাথে সালাত উল্লেখ করার কারণ :

লিখক اَلْحَمْدُ-এর পর اَلصَّلٰوةُ-কে আনয়নের কয়েকটি কারণ হতে পারে—

১. আয়াতে কারীমার অনুকরণ করে। কেননা, আয়াতে حَمْد-এর পর صَلٰوة-কে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. اَلصَّلٰوةُ উল্লেখ করার দ্বারা তিনি পবিত্র কুরআনের বাণী— صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-এর ওপর আমল করেছেন।

৩. হামদ্-এর পূর্ণতা লাভের জন্য اَلْحَمْدُ-এর পর اَلصَّلٰوةُ-কে উল্লেখ করেছেন। কেননা, اَلْحَمْدُ-এর সাথে صَلٰوة বা দরূদ না হলে حَمْد পরিপূর্ণ হয় না।

اَلنَّبِيُّ : এ শব্দটি نَبَأٌ হতে গঠিত। যার অর্থ হলো— সংবাদ বাহক, বার্তাবাহক, দূত ইত্যাদি। اَلنَّبِيُّ শব্দটি اَلرَّسُوْلُ -এর مُرَادِفٌ বা সমার্থবোধক। প্রয়োগের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। যেমন, আল্লাহর বাণী— كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ الخ এখানে رُسُلِهٖ দ্বারা সমস্ত নবীদের ওপর ঈমান আনয়নের কথা বুঝানো হয়েছে।

তবে করো কারো মতে, নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান। তাঁরাও কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকেন। যেমন, আল্লাহর বাণী— وَاَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَلَا نَبِيٍّ এখানে নবীকে রাসূলের ওপর আতফ করা হয়েছে, আর عَطْف এর ক্ষেত্রে مَعْطُوْف টি সাধারণত مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর বিপরীত হয়ে থাকে। কাজেই বুঝা গেল যে, নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান।

আবার নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে ওলামাগণ বিভিন্ন মত পোষণ করছেন—

করো মতে, রাসূল বলা হয় এমন ঐশী নির্বাচিত ব্যক্তিকে, যাঁকে নতুন কিতাব ও নতুন শরিয়ত প্রদান করা হয়েছে। আর নবী হলো এমন ঐশী বার্তাবাহক, যাঁকে নির্বাচন করে তার প্রতি ওহি প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নতুন কিতাব ও নতুন শরিয়ত প্রদান করা হয়নি; বরং পূর্বের নবীর প্রচার কার্যে সাহায্য করার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে।

কারো মতে, রাসূলের নিকট ওহি অবতীর্ণ হয় জিব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সরাসরি, আর নবীর নিকট সেভাবে নয়; বরং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে।

করো মতে, নবী ও রাসূলের মধ্যে নির্দিষ্ট ও ব্যাপক অর্থের সম্পর্ক। কেননা, রাসূলের জন্য স্বতন্ত্র শরিয়ত হওয়া আবশ্যক, আর নবীর জন্য তা আবশ্যক নয়।

এখানে রাসূল না বলে নবী বলার কারণ কি :

এ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারকগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো—

কুরআনে يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ বলা হয়েছে, তাই মুসান্নিফ (র.)-সে আয়াতের অনুসরণ করে রাসূলের পরিবর্তে এখানে নবী শব্দের প্রয়োগ করছেন।

রাসূল শব্দের প্রয়োগ নবী ছাড়া ফেরেশতা এবং বাদশাহ্দের নিযুক্ত প্রতিনিধির জন্যও ব্যবহার হয়ে থাকে, কিন্তু اَلنَّبِيُّ শব্দটি এ সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না বিধায় এখানে اَلنَّبِيُّ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

আসল কথা হলো, মুসান্নিফ (র.) তিনি লিখতে যেয়ে اَلنَّبِيُّ শব্দটি প্রয়োগ করছেন। তিনি اَلنَّبِيُّ লিখার দ্বারা اَلرَّسُوْلُ -কেন লিখলেন না এ সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার কল্পনাও করেননি। যদি করতেন, তাহলে اَلنَّبِيُّ -এর সাথে اَلرَّسُوْلُ -কেও সংযুক্ত করে দিতেন বা নবী লিখার কারণ বর্ণনা করে দিতেন।

قَوْلُهٗ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَحْبَابِهٖ -এর ব্যাখ্যা :

আমরা জানি যে, সালাত বা দরূদ ও সালাম নবী করীম ﷺ-এর জন্য ব্যবহার হয়, অন্য কারো জন্য নয়। তবে সালাম শব্দটি অন্যান্য নবী ও ফেরেশতার জন্য ব্যবহার হয়। তবে সালাত ও সালাম শব্দ দু'টি নবী করীম ﷺ-এর নামের অধীনস্থ করে অন্যান্যদের প্রতিও ব্যবহার করা যায়, একাকী কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। যথা— وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ কিন্তু اَلسَّلَامُ عَلٰى عَبْدِ الْكَرِيْمِ বা اَلصَّلٰوةُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ব্যবহার করা যায় না। তবুও মুসান্নিফ কি করে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও তাঁর সাথী সঙ্গীদের জন্য এককভাবে সালাম শব্দের প্রয়োগ করলেন? এর জবাবে বলা হয় যে—

ইমাম শাফিয়ী (র.) এ মাসআলায় ওলামাদের মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, কোনো কোনো ওলামার নিকট اَلسَّلَامُ শব্দের প্রয়োগ নবী ছাড়া অন্যান্যাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। হয়তো বা লিখক সে মতের অনুসারী ছিলেন বিধায় اَلسَّلَامُ عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ লিখেছেন।

অথবা, ইমাম আযম (র.)-এর প্রতি লিখকের অগাধ ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও اَلسَّلَامُ عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَحْبَابِهٖ লিখে ফেলেছেন।

অথবা, اَلسَّلَامُ -এর প্রয়োগ ক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য না করে তিনি এর শাব্দিক অর্থের (শান্তি) প্রতি খেয়াল করে اَلسَّلَامُ عَلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَحْبَابِهٖ লিখেছেন

ইমাম আযম (র.) ও তাঁর সাথীদেরকে খাস করার কারণ :

গ্রন্থকার বিশেষভাবে ইমাম আঁবূ হানীফা (র.)-এর কথা এ জন্য উল্লেখ করছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-উসূলে ফিক্‌হ শাস্ত্রের উদ্ভাবক। তাছাড়া গ্রন্থকার স্বীয় উক্তির মাধ্যমে এ দিকেও ইঙ্গিত করছেন যে, তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর اَحْبَابٌ ও اَصْحَابٌ বা সঙ্গী-সাথী বলতে ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.)-কে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু এ ইমামত্রয়ের রচনা ও সম্পাদনার মাধ্যমেই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করছে, তাই গ্রন্থকার বিশেষভাবে তাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهٗ وَبَعْدُ فَاِنَّ اُصُوْلَ الْفِقْهِ اَرْبَعَةٌ الخ -এর ব্যাখ্যা :

فَاءْ বর্ণের বিশ্লেষণ : فَاِنَّ -এর فَاءْ বর্ণটি জাযাবোধক। এর পূর্বে اَمَّا পদটি উহ্য রয়েছে। মূল বাক্যটি ছিল- اَمَّا بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ আর وَبَعْدُ -এর وَاوْ টি اَمَّا -এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অথবা, এখানে শর্ত উহ্য রয়েছে। মূল বাক্যটি ছিল—فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْحَمْدِ وَالصَّلٰوةِ فَاَقُوْلُ اِنَّ اُصُوْلَ الْفِقْهِ শর্ত ও জাযা-এর একাংশকে বিলুপ্ত করে فَاءْ বর্ণটি اِنَّ-এর সাথে যুক্ত করে فَاِنَّ বলা হয়েছে।

(اُصُوْلُ الْفِقْهِ -এর বিস্তারিত আলোচনা কিতাবের ভূমিকায় করা হয়েছে বিধায় এখানে করা হলো না। অনুগ্রহপূর্বক ভূমিকাটি দেখে নিন।)

قَوْلُهٗ اَرْبَعَةٌ-এর আলোচনা :

ফিক্‌হের মূল নীতিমালাকে চারে সীমাবদ্ধ করার কারণ :

উসূলে ফিক্‌হ হলো চারটি— (১) কুরআন (২) সুন্নাত-ই-রাসূল ﷺ, (৩) ইজমায়ে উম্মত ও (৪) কিয়াস। এ চার নীতিমালায় ফিক্‌হের উসূলকে সীমাবদ্ধ করার কারণ হলো, শরিয়তের বিধানের দলিলগুলি প্রথমত দুই প্রকার : হয়তো ওহি হবে অথবা ওহি হবে না। যদি উহা ওহি হয়ে থাকে, তবে ইহা পঠিত হবে বা অপঠিত হবে। যদি ওহিটি পঠিত হয় তখন কুরআন, আর যদি ওহিটি অপঠিত হয়, তখন একে হাদীস বলে। আর যদি দলিলটি ওহি না হয়ে থাকে, তবে যদি তা কালের সকল আহলে ইজতিহাদ-এর ঐকমত্যে হয় তবে তাকে ইজমা বলা হয়, আর যদি আহলে ইজতিহাদের ঐকমত্যে না হয় তবে তাকে কিয়াস বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, হুকুম বা আদেশ ওহি অথবা ইজতিহাদ দ্বারা প্রামাণিত হতে হবে নতুবা তা শরয়ী হুকুম হতে পারে না।

একটি সংশয় ও তার নিরসন :

কারো কারো মতে, উসূলে ফিক্‌হকে উল্লিখিত চারটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। কেননা, এ দলিল চতুষ্টয় ছাড়া আরো চার প্রকার দলিল রয়েছে। তাহলো- (১) পূববর্তী নবীদের শরিয়ত, (২) সর্বসাধারণের অভ্যাস ও রীতিনীতি, (৩) সাহাবীদের বাণী ও (৪) ইসতিসহাবে হাল বা মূল অবস্থা। সুতরাং শরয়ী দলিলের সংখ্যা চার নয়; বরং এর সংখ্যা আট।

এর নিরসন কল্পে বলা হয় যে, পূর্ববর্তী নবীদের শরিয়ত যদি কুরআন সম্মত হয়, তবে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর যদি হাদীস সম্মত তবে তা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। সর্বসাধারণের অভ্যাস ও রীতিনীতি যদি এমন হয় যে, মুজতাহিদগণ উহার বিরুদ্ধাচারণ করেননি, তবে তা ইজমার অন্তর্ভুক্ত হবে, আর মুজতাহিদগণ উহার বিরুদ্ধাচরণ করে থাকলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। সাহাবীদের বাণী যদি যুক্তিসঙ্গত হয় হবে তা কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর যদি যুক্তি বহির্ভূত হয়, তবে তা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। ইসতিসহাবে হাল বা মূল অবস্থা কিয়াসের মধ্যেই গণ্য হবে। কেননা, বর্তমানকে অতীতের ওপর কিয়াস করার নামই ইসতিসহাবে হাল। সুতরাং এগুলি দলিল চতুষ্টয়েরই অন্তর্ভুক্ত।

اَلْبَحْثُ الْاَوَّلُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تعَالٰى

فَصْلٌ فِى الْخَاصِّ وَالْعَامِّ : فَالْخَاصُّ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ اَوْ لِمُسَمًّى مَعْلُوْمٍ عَلَى الْاِنْفِرَادِ كَقَوْلِنَا فِىْ تَخْصِيْصِ الْفَرْدِ زَيْدٌ وَفِىْ تَخْصِيْصِ النَّوْعِ رجلٌ وَفِىْ تَخْصِيْصِ الْجِنْسِ اِنْسَانٌ -

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْخَاصُّ وَالْعَامُّ খাস এবং عَامْ-এর আলোচনা সম্পর্কীত فَالْخَاصُّ খাস হলো لَفْظٌ এমন শব্দ وُضِعَ গঠন করা হয়েছে لِمَعْنًى مَعْلُوْمٍ নির্দিষ্ট অর্থ اَوْ অথবা لِمُسَمًّى مَعْلُوْمٍ নির্দিষ্ট ব্যক্তি عَلَى الْاِنْفِرَادِ পৃথকভাবে كَقَوْلِنَا যেমন আমাদের উক্তি تَخْصِيْصُ الْفَرْدِ ব্যক্তিকে নির্দিষ্টকরণ تَخْصِيْصُ النَّوْعِ শ্রেণীকে নির্দিষ্টকরণ تَخْصِيْصُ الْجِنْسِ জাতিতে নির্দিষ্টকরণ।

প্রথম আলোচনা আল্লাহর কিতাব (কুরআন) সম্পর্কে

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : خاص (নির্দিষ্ট) ও عام (ব্যাপক) প্রসঙ্গে। সুতরাং خاص এমন শব্দকে বলে, যাকে পৃথক ভাবে مَعْنـى مَعْلُوْم (নির্দিষ্ট অর্থ) বা مُسَمّٰى مَعْلُوْم (নির্দিষ্ট নাম) বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। যথা— আমাদের কথা زَيْد কোনো ব্যক্তিকে নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং رَجُلْ (একজন পুরুষ) কোনো শ্রেণীকে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে এবং اِنْسَانْ (মানুষ) কোনো জাতিকে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ كِتَابُ اللّٰهِ -এর আলোচনা :

كِتَابُ اللّٰهِ -এর পরিচয় দিতে গিয়ে আল-মানারের লিখক শায়খ আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ নাসাফী (র.) বলেন—

اَمَّا الْكِتَابُ فَالْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَاشُبْهَةٍ وَهُوَ اِسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا

অর্থাৎ, কিতাবুল্লাহ হলো আল-কুরআন, যা রাসূল ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, যাকে মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা সন্দেহাতীতভাবে পেয়ারা নবী ﷺ হতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর তা শব্দ ও অর্থের সমষ্টির নাম। এর অপর নাম হলো كَلَامُ اللّٰهِ (কালামুল্লাহ)।

ধারিত্রীর বুকে কুরআন যেভাবে এলো :

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বপ্রথম অনন্ত কাল হতেই সংরক্ষিত ছিল লাওহে মাহ্‌ফূযে। এরপর লাওহে মাহ্‌ফূয হতে একই সাথে কুরআনকে অবতীর্ণ করা হলো দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে। এরপর কুরআন অবতীর্ণ হলো সুদীর্ঘ তেইশ বছরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরে। তাঁর হৃদয়ে গেঁথে দেওয়া হলো কুরআনের প্রতিটি বাণীকে। রাসূল ﷺ-এর বক্ষে ধীরে ধীরে সংরক্ষিত করা হলো কুরআনকে। তিনি সাহাবীদের শুনালেন, তাঁরাও তা সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিলেন। মুখস্থ করলেন, চামড়ায় লিখলেন। হাড়ে লিখলেন, লিখলেন আরো কত কিছুতে। আর এগুলোকে প্রত্যেকেই সযত্নে রেখে দিলেন আপন তত্ত্বাবধানে। কারো নিকট এক সূরা, কারো

কাছে দু'চার আয়াত, কারো কাছে আরো বেশি, এভাবেই মানুষের বক্ষে আর বিক্ষিপ্ত আকারে সংরক্ষিত ছিল পবিত্র কুরআন। তেইশ বছরের কুরআান নাজিলের ইতি টেনে মহানবী ﷺ চলে গেলেন পরপারে। কুরআন সে ভাবেই রয়ে গেল সহাবীদের নিকটে।

খেলাফতে অধিষ্ঠিত হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। ইসলাম বিস্তৃতির জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হযরত সাহাবায়ে কেরাম। ইয়ামামার রণাঙ্গনে শহীদ হয়ে গেলেন সাতশত হাফিয সাহাবী। চৈতন্য ফিরে এলো সাহাবাদের মনে। হযরত ওমরের পরামর্শে একত্রিত করা হলো পবিত্র কুরআনের বিক্ষিপ্ত সূরা ও আয়াতগুলোকে। আর একটি সুন্দর পাণ্ডুলিপিতে একত্রিত করে তা জমা রাখা হলো রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে। এভাবেই চলে গেল বহু দিন... বহু বছর।

যুগ এলো হযরত ওসমান (রা.)-এর। ইসলাম বিস্তৃত হয়ে গেল বিশ্বের আনাচে-কানাচে। কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকট মতানৈক্য দেখা দিল— দেখা দিল মত পার্থক্যের। তাই হযরত ওসমান (রা.)-এর নির্দেশক্রমে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত কুরআন হতে নকল করে সাতটি কপি ইসলামী সাম্রাজ্যের সাত কোণে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, কুরআন শিক্ষার মতপার্থক্যকে রহিত করা হলো। তাইতো হযরত ওসমান (রা.)-কে জামে' কুরআন বা কুরআন একত্রকারী বলা হয়।

কিতাবুল্লাহকে আগে আনার কারণ :

যেহেতু অস্তিত্ব এবং মর্যাদার দিক দিয়ে কিতাবুল্লাহ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। তাছাড়া কিতাবুল্লাহ শরিয়তের মূল ও সর্বপ্রকার ইল্মের উৎস, তাই গ্রন্থকার দলিল চতুষ্টয়ের মধ্য হতে কিতাবুল্লাহর আলোচনা অগ্রে আনয়ন করেছেন।

কিতাবুল্লাহ্-এর প্রকারভেদ :

উল্লেখ্য যে, কিতাবুল্লাহ-এর অপর নাম হলো كَلَامُ اللّٰهِ, এবং كَلَامُ اللّٰهِ দু'প্রকার। যথা— (১) كَلَامٌ نَفْسِيٌّ (২) كلام لفظي. كَلَامٌ نَفْسِيٌّ ঐ كلام-কে বলে, যা খোদার ذات বা অস্তিত্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত। উহাকে قَدِيْم বলে। এবং علم ইত্যাদির অনুরূপ كلام ও খোদা তা'আলার صفة বা গুণ, আর এ كلام অর্থের অন্তর্ভুক্ত এবং এ كلام শব্দ, আওয়াজ, হরফ, তারকীব ইত্যাদি হতে মুক্ত। কেননা, এ সকল হলো حوادث আর حوادث-এর সমষ্টি قديم হতে পারে না। আর এ كلام সাধারণত كَلَامٌ لَفْظِيٌّ-এর ব্যতিক্রম। আমাদের নিকট যে কুরআন বর্তমানে আছে তা حادث كلام لفظي এবং نَفْسِيّ যা كَلَامٌ نَفْسِيٌّ-এর প্রতি ইঙ্গিতকারী। কেননা, আমাদের কুরআন حُرُوْف، اَلْفَاظْ، اَصْوَاتٌ ইত্যাদির সমষ্টি। আর হরফ ইত্যাদি হলো حَادِثٌ

কুরআন اَلْفَاظْ ও مَعَانِيْ উভয়ের সমষ্টি কি :

জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, কুরআনে কারীম الفاظ ও معانى উভয়ের সমষ্টির নাম, শুধু الفاظ-এর নাম কুরআন নয়। যেমন— কুরআনের সংজ্ঞা تَنْزِيْل ، كِتَابَتْ ، نَقْل দ্বারা হওয়ায় কুরআন শুধু الفاظ-এর নাম হওয়ার ধারণা হয়। কেননা, উল্লিখিত তিনটি الفاظ-এর বৈশিষ্ট্য معانى-এর বৈশিষ্ট্য নয়।

আর কুরআন শুধু معانى-এর নামও নয় যেমন— ইমাম আবূ হনীফা (র.) ফারসী ভাষায় কুরআন পড়া জায়েজ রাখায় কুরআন শুধু معانى-এর নাম হওয়ার ধারণা হয়।

হাঁ, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, সালাত ফারসীতে কুরআন তিলাওয়াত করার একটি বিশেষ কারণ ছিল নতুবা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, যদি কেউ অনিচ্ছাকৃত আরবি শব্দের স্থলে সমঅর্থ বিশিষ্ট কোনো ফারসী শব্দ বলে ফেলে, তাহলে তার সালাত সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ সালাতে ইচ্ছাকৃতভাবে আরবি শব্দের স্থলে ফারসীতে কুরআন তিলাওয়াত করে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এমন ব্যক্তিকে যিন্দীক বলে আখ্যায়িত করেন এবং আরবি ভাষার পরিবর্তে ফারসী ভাষায় কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করাকে ইমাম সাহেব হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

قُرَّاءُ سَبْعَةٌ বা قِرَائَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ-এর বিবরণ :

প্রসিদ্ধ সাতজন কারী হতে যেই কিরাআত বর্ণিত আছে, তাকে قِرَائَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ বলে। আর কারীদেরকে قُرَّاءُ سَبْعَةٌ বলে। সাতজন কারী হলেন— (১) নাফে, (২) ইবনে কাছীর, (৩) আবূ ওমর, (৪) ইবনে আমের, (৫) আসেম, (৬) হামযা,

(৭) কেসায়ী। আর তিনজন কারীর কিরাআতকে মাশহুর বলে। এ তিন জনের মধ্যে ইয়াকুব, হাজরমী ইত্যাদি। উল্লিখিত দশজন কারী ব্যতীত অন্যান্য কারীদের কিরাআতকে 'কিরাআতে সায্যাহ' বলা হয়।

خَاصْ ও عَامْ -কে একই অধ্যায়ে বর্ণনার কারণ কি :

قَوْلُهُ فِى الْخَاصِّ وَالْعَامِّ الخ : গ্রন্থকার দু'টি কারণে خاص ও عام -কে একই অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। কারণ দুটি হলো—

১. خاص ও عام উভয়টি যে-কোনো একটি অর্থের জন্য গঠিত হয়েছে। পার্থক্য হলো, خاص শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক; আর عام শব্দটি ব্যাপকার্থক। পক্ষান্তরে مُشْتَرَكْ ও مُؤَوَّلْ -এর অর্থ একাধিক, তাই উহাদেরকে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. خَاصْ দ্বারা সাব্যস্ত বিধান যেমন অকাট্য, অনুরূপভাবে عام দ্বারা সাব্যস্ত বিধানও অকাট্য কিন্তু مُشْتَرَكْ ও مُؤَوَّلْ এর ব্যতিক্রম। কেননা, এগুলোর দ্বারা যে বিধান সাব্যস্ত হয়, তা অকাট্য নয়।

عَامْ -এর পূর্বে কেন خَاصْ -এর আলোচনা করা হলো :

গ্রন্থকার দু'টি কারণে خاص -এর আলোচনাকে عام -এর পূর্বে এনেছেন; তাহলো—

১. خَاصْ শব্দটি অর্থের দিক দিয়ে একক এবং عام শব্দটি مركب বা যৌগিক। আর مفرد পদটি مركب -এর তুলনায় অগ্রগণ্য হয়ে থাকে, বিধায় خاص -এর আলোচনাকে عام -এর পূর্বে এনেছেন।

২. خاص দ্বারা যে বিধান সাব্যস্ত হয় তাতে আলিমদের কোনো মতবিরোধ নেই; বরং বিষয়টি সর্বসম্মত। পক্ষান্তরে عام দ্বারা যে বিধান সাব্যস্ত হয় তাতে আলিমদের মতবিরোধ রয়েছে। আর তাই গ্রন্থকার সর্বসম্মত বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের পূর্বে উল্লেখ করেছেন।

خَاصْ -এর পরিচয় :

خاص প্রত্যেক এমন শব্দকে বলে, যাকে পৃথকভাবে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বা কোনো নির্দিষ্ট নাম বুঝানোর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা— ثَلَاثَةٌ এ শব্দটি নির্দিষ্ট সংখ্যা তিন (৩) -এর জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই ثَلَاثَةٌ শব্দটি বললে তিন ছাড়া অন্য কোন সংখ্যা বা অর্থকে বুঝাবে না। অদ্রূপ زيد শব্দটি দ্বারা নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। زَيْدٌ শব্দটি ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কাজেই বুঝা গেল যে, এ শব্দ দু'টি হলো خاص

এখানে مَعْنَى مَعْلُوْمٌ বা নির্দিষ্ট অর্থ উল্লেখ করার পর مُسَمَّى مَعْلُوْمٌ বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে خاص-এরপর عام-কে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, مَعْنَى مَعْلُوْمٌ এটা مُسَمَّى مَعْلُوْمٌ -কে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু مسمى -এর মাঝে নির্দিষ্টতা বেশি প্রকাশ করার জন্য مَعْنَى مَعْلُوْمٌ -এরপর مُسَمَّى مَعْلُوْمٌ শব্দকে বাড়ানো হয়েছে। যেহেতু خُصُوص جِنْس ও خُصُوْص نَوْعٌ -এর তুলনায় خُصُوص شَخْص বেশি মজবুত।

অথবা, এখানে مَعْنَى -এর অর্থ হবে أَعْرَاض আর مُسَمَّى -এর অর্থ হবে جَوْهَر এবং بَيَاضْ، سَوَادْ، جَهْل، عِلْم ইত্যাদি مَعْنَى مَعْلُوْمْ -এর জন্য নির্দিষ্ট এবং جَمَادَاتْ ، حَيْوَانَاتْ ইত্যাদি مُسَمَّى مَعْلُوْمْ-এর জন্য নির্ধারিত। কেননা প্রথম প্রকারের الفاظ -এর অর্থ— أَعْرَاضْ এবং দ্বিতীয় প্রকার اَلْفَاظْ -এর অর্থ جَوَاهِرَ

অথবা, বলা হবে যে, مَعْنَى مَعْلُوْمْ -এর অর্থ جُزْئِى خَاص আর مُسَمَّى مَعْلُوْمْ এর দ্বারা مَفْهُوْمَاتْ كُلِّيَّةٌ আর এ অবস্থায় مَعْنَى مَعْلُوْمْ -এর জন্য বানানো خاص - এর উপমা হলো— زيد আর مُسَمَّى مَعْلُوْمْ -এর জন্য বানানো خَاصْ -এর উপমা হলো— رَجُلْ এবং اِنْسَانْ আর خاص -এর উভয় প্রকারের উপমাই লিখকের বর্ণনায় বিরাজমান হবে।

এরপর خَاصْ -এর পরিচয়ে বলা হয়েছে— وُضِعَ لِمَعْنًى اَوْ مُسَمًّى এর দ্বারা اَلْفَاظْ مُهْمَلَةْ -কে বের করা হয়েছে এবং معلوم-এর قيد দ্বারা مشترك ও مجمل -কে বের করা হয়েছে। কেননা, مُشْتَرَكْ-এর অর্থ এবং مُجْمَلْ-এর অর্থ জানা যায় না। এবং عَلَى الْاِنْفِرَادْ -এর قيد দ্বারা ... পৃথক করা হয়েছে। যেহেতু عَلَى টা সাধারণভাবে

কোনো এক সম্প্রদায়ের জন্য গঠন করা হয়েছে, কোনো একক সংখ্যাকে বুঝানোর জন্য নয়। এরূপর خاص শব্দটি যে নির্দিষ্ট فرد -এর জন্য গঠিত, তা একজন ব্যক্তিও হতে পারে বা এক শ্রেণীও হতে পারে বা কোনো এক জাতিও হতে পারে। যেরূপ زيد শব্দ দ্বারা فرد شخص বা কোনো এক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে এবং رجل দ্বারা কোন এক فرد نوعى বা কোনো শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে এবং انسان -এর দ্বারা فرد جنسى বা কোনো এক জাতিকে বুঝানো হয়েছে। অথচ এগুলো সবই خاص -এর অন্তর্ভুক্ত। এবং ফুকাহাগণ إِتِّحَادُ أَغْرَاضٍ ও إِخْتِلَافُ أَغْرَاضٍ -এর ভিত্তিতে جنس ও نوع -কে নির্ধারণ করে থাকেন। যথা— انسان -এর মধ্যে পুরুষ হলো এক نوع আর মহিলা হলো অপর نوع বা শ্রেণী। কেননা, পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন ব্যবসা-বাণিজ্য, রক্ষণা-বেক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করা ইত্যাদি কাজের জন্য। আর মহিলাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা.এবং সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ইত্যাদি কর্ম সম্পাদনের জন্য। এ কারণেই নারীদেরকে নবুয়ত ও রেসালাত প্রদান করা হয়নি। আর حُدُوْد ও قِصَاص -নারীদের সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হবে না এবং তাদের উপর ঈদ ও জুমুআ আদায় করা ওয়াজিব নয়। কাজেই رَجُل -এর সমস্ত أَفْرَاد একই উদ্দেশ্যের আওতাধীন হওয়ার কারণে رجل এক نوع হবে। আর মহিলাদের সকল সংখ্যা একই উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে امرأة এক نوع হবে। আর উভয়টি انسان -এর অন্তর্ভুক্ত থাকায় তা جنس হবে। কিন্তু زَيْد -এর অর্থের মতো رجل এবং انسان-এর অর্থের মধ্যেও معلوم এবং منفرد অর্থ পাওয়া যায়। তবে পার্থক্য হলো مَعْنَى زَيْد একটি ব্যক্তির সাথে নির্ধারিত, কিন্তু رجل এবং اِنْسَانٌ-এর অর্থ কোনো خاص ব্যক্তির সাথে নির্ধারিত নয়; বরং رجل শব্দ عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدْلِيَّتِ তথা পরিবর্তনের নিয়ম মতে زَيْد، عَمْرٌو، بَكْر، خَالِدْ প্রত্যেককে বুঝায়। আর انسان পরিবর্তনের নিয়মে তথা عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدْلِيَّتِ হিসেবে عَمْرو ، زَيْد ، فَاطِمَه، زَيْنَبْ ، خَالِدْ ، بَكْر প্রত্যেককে বুঝায়। কিন্তু পুরুষের দুই সংখ্যার ওপর رجل এবং মানুষেরই দুই সংখ্যার ওপর اِنْسَانٌ প্রযোজ্য হয় না। এ জন্য দুই বুঝানোর জন্য رَجُلَانِ অথবা اِنْسَانَانِ বলা আবশ্যক। সুতরাং জানা গেল যে, اِنْسَانٌ যাকে বুঝায় সে পুরুষও হতে পারে এবং নারীও হতে পারে, কিন্তু رجل শুধু পুরুষের এক ব্যক্তিকে বুঝাবে নারীর এক সংখ্যাকে বুঝাবে না।

خَاصّ -এর সংজ্ঞায় أَوْ ব্যবহারের কারণ :

উল্লেখ্য যে, او শব্দটি হলো সন্দেহসূচক। কোনো কিছুর পরিচয় বা সংজ্ঞা দিতে গিয়ে او শব্দটি প্রয়োগ করা বৈধ নয়। তথাপিও গ্রন্থকার خاص -এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কিভাবে او শব্দের প্রয়োগ করলেন? এর জবাবে বলা হয় যে, গ্রন্থকার خاص -এর সংজ্ঞা বর্ণনা করতে যেয়ে যে او বর্ণটি প্রয়োগ করেছেন তা সন্দেহসূচক او নয়; বরং তা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো خاص -এর প্রকারভেদ বর্ণনা করা। অর্থাৎ, খাস দুই প্রকার ঃ (১) خَاصُّ مَعَانِىْ তথা অর্থবোধক খাস, (২) خَاصُّ مُسَمّٰى তথা ব্যক্তি বা বস্তুবাচক খাস।

فَرْد ، نَوْع ও جِنْس-এর পরিচয় :

فَرْدٌ ঃ কোনো একক ব্যক্তি বা বস্তুকে বলে। যেমন– যায়েদ।

نَوْعٌ ঃ এমন একটি كُلِّىْ বা সমষ্টিবাচক শব্দ ,যার অধীনে এমন বহুসংখ্যক একক রয়েছে, যাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভিন্ন। যেমন– পুরুষ বা নারী ইত্যাদি।

جِنْس ঃ এমন একটি كلى বা সমষ্টিবাচক শব্দ, যার অধীনে এমন বহু একক রয়েছে, যাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিভিন্ন। যেমন– اِنْسَانٌ মানব, ইহার অধীনে নারী ও পুরুষ উভয়ই আছে। আর নারীর উদ্দেশ্য ও পুরুষের উদ্দেশ্য ভিন্ন। এটাই উসূল শাস্ত্রবিদগণের অভিমত।

وَالْعَامُّ كُلُّ لَفْظٍ يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْاَفْرَادِ اِمَّا لَفْظًا كَقَوْلِنَا مُسْلِمُوْنَ وَ مُشْرِكُوْنَ وَاِمَّا مَعْنًى كَقَوْلِنَا مَنْ وَمَا ، وَحُكْمُ الْخَاصِّ مِنَ الْكِتَابِ وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِهٖ لَامُحَالَةَ فَاِنْ قَابَلَهٗ خَبَرُ الْوَاحِدِ اَوِ الْقِيَاسُ فَاِنْ اَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُوْنِ تَغَيُّرٍ فِىْ حُكْمِ الْخَاصِّ يُعْمَلُ بِهِمَا وَاِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهٗ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْعَامُّ আর আম হচ্ছে- كُلُّ لَفْظٍ প্রত্যেক এমন শব্দ يَنْتَظِمُ অন্তর্ভুক্ত করে جَمْعًا مِنَ الْاَفْرَادِ এককসমূহের একদলকে اِمَّا لَفْظًا হয়তোবা শাব্দিক গঠনের দিক থেকে كَقَوْلِنَا যেমন আমাদের উক্তি مُسْلِمُوْنَ মুসলমানগণ مُشْرِكُوْنَ মুশরিকগণ وَاِمَّا مَعْنًى কিংবা অর্থের দিক থেকে وَحُكْمُ الْخَاصِّ مِنَ الْكِتَابِ কুরআন শরীফের খাস এর বিধান হচ্ছে وُجُوْبُ الْعَمَلِ উহার ওপর আমল করা কর্তব্য لَامُحَالَةَ নিশ্চিতভাবে, সন্দেহাতীতরূপে فَاِنْ সুতরাং যদি قَابَلَ মোকাবেলায় আসে خَبَرُ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহেদ اَوِ الْقِيَاسِ অথবা কিয়াস فَاِنْ اَمْكَنَ যদি সম্ভব হয় اَلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান بِدُوْنِ تَغَيُّرٍ পরিবর্তন ব্যতীত فِىْ حُكْمِ الْخَاصِّ খাসের হুকুমের মধ্যে يُعْمَلُ بِهِمَا উভয়ের ওপর আমল করা হবে وَاِلَّا নতুবা يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর ওপর আমল করা হবে وَيُتْرَكُ আর বর্জন করা হবে مَا يُقَابِلُهٗ উহার প্রতিদ্বন্দ্বী।

সরল অনুবাদ ঃ اَلْعَامُّ প্রত্যেক এমন শব্দকে বলা হয় যা অর্থ বা শব্দের দিক দিয়ে বহু সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুকে শামিল করে। শব্দের দিক হতে শামিল করার উপমা مُسْلِمُوْنَ (মুসলমানগণ) مُشْرِكُوْنَ (অংশীবাদীগণ)। অর্থের দিক হতে শামিল করার উদাহরণ– من (জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণীসমূহ), ما (জ্ঞানহীন প্রাণী বা বস্তুসমূহ) এবং কিতাবুল্লাহ-এ বর্ণিত خاص-এর হুকুম হলো, তার সাথে আমল করা অবশ্যই কর্তব্য বা জরুরি। যদি قياس বা خبر واحد তার মোকাবেলায় আসে, তবে যদি خاص-এর হুকুমে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন ব্যতিত উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়, তাহলে উভয়ের ওপর আমল করা হবে। অন্যথায় কিতাবুল্লাহর ওপর আমল করা হবে। এবং যা তার মোকাবেলা করে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْعَامُّ كُلُّ لَفْظٍ الخ-এর আলোচনা ঃ

উক্ত ইবারাতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) عام-এর পরিচয় এমনভাবে তুলে ধরেছেন, যার দ্বারা عام-এর প্রকারভেদও ফুটে ওঠে। সুতরাং বুঝা যায় যে, عام টা সাধারণত দুই প্রকার ঃ

১. যা বহুসংখ্য জনসমষ্টি ও বস্তুকে শব্দগতভাবে একই সাথে অন্তর্ভুক্ত করবে। যেমন– مُسْلِمُوْنَ ও مُشْرِكُوْنَ প্রথম শব্দটি মুসলিম জনসমষ্টির জন্য প্রযোজ্য, আর দ্বিতীয় শব্দটি অংশীদারদের বৃহৎ সমষ্টিকে বুঝানোর নিমিত্তে উপস্থাপিত।

২. যা ভাবার্থের সমষ্টিকে বুঝাবে কিন্তু শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহুবচন হবে না। যেমন– من ও ما শব্দ দু'টি এক বচনের; কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে সমষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং ما শব্দটি غَيْرُ ذَوِى الْعُقُوْلِ (বিবেকহীন প্রাণীসমূহ)-এর ক্ষেত্রে এবং من শব্দটি ذَوِى الْعُقُوْلِ (বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণীসমূহ) অর্থাৎ, মানুষের বেলায় প্রযোজ্য।

عَامٌ-এর فَوَائِدُ قُيُوْدُ ঃ

عَامٌ-এর সংজ্ঞায় كُلُّ لَفْظٍ পদ جنس-এর স্থলে। কেননা, ইহা عَامٌ، خَاصٌ، مُشْتَرَكٌ، مُؤَوَّلٌ প্রত্যেকটিই হতে পারে। আর يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْاَفْرَادِ -এর قيد-এর দ্বারা خاص এবং مُشْتَرَكٌ উভয়টি عام-এর সংজ্ঞা হতে বের হয়ে গেছে।

কেননা, خَاصّ শুধু একটি সংখ্যাকে এবং مُشْتَرَكٌ একের পরিবর্তে এক সংখ্যাকে বুঝায়। সুতরাং এগুলো عام হতে পারে না। অনুরূপ আলোচ্য قيد-এর কারণে أَسْمَاءُ عَدَدٍ ও বের হয়ে গেছে। কেননা, اسماء عدد - مَجْمُوْعَةٌ বা সমষ্টিকে বুঝায়, جَمَاعَةٌ বা সম্প্রদায়কে বুঝায় না। مجموعه এবং جماعة -এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, جماعة -এর মধ্যে আধিক্যের বিবেচনা হয়, কিন্তু مجموعه-এর মধ্যে তা হয় না। এ জন্যই বলা হয় যে, مُسْلِمُوْنَ শব্দ اَفْرَادٌ -কে অন্তর্ভুক্ত করে, আর عِشْرُوْنَ শব্দ اجزاء -কে অন্তর্ভুক্ত করে।

قَوْلُهُ وَحُكْمُ الْخَاصِّ الخ :

خَاصّ -এর হুকুম নিয়ে দু'টি মতামত রয়েছে—

১. জমহুরে ফুকাহা ও মাশায়েখে ইরাকীদের মতে, খাসের ওপর অকাট্যভাবে আমল করা ওয়াজিব; কিছুতেই তার আমলকে রহিত করা যাবে না।

২. মাশায়েখে সামারকন্দ ও ইমাম শাফিরী (রঃ)-এর সাথীদের মতে, خَاصّ-এর ওপর আমল করা অকাট্যভাবে ওয়াজিব নয়; বরং সন্দেহজনকভাবে ওয়াজিব। কেননা, خَاصّ-এর মধ্যে مَجَازٌ-এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আর যার মধ্যে مَجَازٌ -এর সম্ভাবনা থাকে তার ওপর অকাট্যভাবে আমল ওয়াজিব হতে পারে না। কাজেই خَاصّ -এর ওপরও অকাট্যভাবে আমল ওয়াজিব নয়।

<u>হানাফীদের পক্ষ হতে এর জবাব :</u> ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে যে, مجاز-এর সম্ভাবনা আছে, সে সম্ভাবনার পিছনে কোনো দলিল-প্রমাণ নেই, আর যে সম্ভাবনার পিছনে দলিল নেই সে সম্ভাবনা عمل ওয়াজিব হওয়ার বাধা প্রদানকারী হতে পারে না। যেমন— আমাদের উক্তি زيد قائم-এর মধ্যে উভয় শব্দ خاص এবং উভয় শব্দ নিজ নিজ অর্থকে অকাট্যভাবে বুঝায়। আর এ কথা বলা যে, সম্ভবত زيد এ উক্তিতে مجازى অর্থে ব্যবহৃত, এ সম্ভাবনা দলিলবিহীন ও ভিত্তিহীন। সুতরাং এ সম্ভাবনা زَيْدٌ তার مُسَمّٰى-এর ওপর অকাট্যভাবে دلالة করার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না। অতঃপর خبر واحد অথবা قِيَاسٌ যদি خَاصّ-এর পরিপন্থী হয়, তাহলে প্রথমে দেখতে হবে যে, خَاصّ-এর অর্থের মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধন ব্যতীত উভয়ের ওপরই عَمَلٌ সম্ভব হবে কিনা? যদি উভয়ের ওপর عَمَلٌ করা সমম্ভব হয়, তাহলে উভয়ের ওপর عَمَلٌ করা যাবে। আর যদি خاص এর মধ্যে কোনো পবিরর্তন সাধন ব্যতীত عمل করা সম্ভব না হয়, তাহলে خاص -এর ওপর عمل করতে হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর عَمَل বর্জন করতে হবে।

خَاصّ -এর মোকাবেলা করার অর্থ :

خَبَرُ وَاحِدٌ এবং قِيَاسٌ কুরআনের خَاصّ-এর মোকাবেলায় হওয়ার অর্থ হলো, বাহ্যিকভাবে এরা خاص-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া। নতুবা خبر واحد এবং قياس মূলত خَاصّ -এর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। কেননা, خاص সাধারণত قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ তথা অকাট্যভাবে প্রমাণকারী। আর خَبَرُ وَاحِدٌ ও قياس সন্দেহজনক তথা ظَنِّيُّ الدَّلَالَةِ আর ظنى সাধারণত قطعى -এর মোকাবেলা করতে পারে না। আর خبر واحد অথবা خاص এ দু'টি قياس -এর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার অবস্থায় সামঞ্জস্যের জন্য خبر واحد অথবা قِيَاس-এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে হবে, خاص-এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা যাবে না এ জন্য গ্রন্থকার خاص-এর হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন না হওয়ার শর্ত করেছেন।

خَبَرُ وَاحِدٌ বা قِيَاسٌ যদি خَاصّ-এর মুকাবেলা করে তখন কি করবে :

যদি খবরে ওয়াহেদ অথবা কিয়াস খাস-এর বিপরীতে আসে তখন প্রথমত দেখতে হবে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা বিধান সম্ভব কিনা, যদি সম্ভব হয়, তবে উভয়ের ওপর আমল করতে হবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে কোনো প্রকার সমঝোতা বিধান সম্ভব না হয়, তাহলে খাসের ওপর আমল করতে হবে এবং খবরে ওয়াহেদ অথবা কিয়াসকে ত্যাগ করতে হবে। কেননা, পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ঐ দুইটি হতে সবল ও অধিকারী।

مِثَالُهٗ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ" فَاِنَّ لَفْظَةَ الثَّلٰثَةِ خَاصٌّ فِىْ تَعْرِيْفِ عَدَدٍ مَعْلُوْمٍ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهٖ وَلَوْ حُمِلَ الْاَقْرَاءُ عَلَى الْاَطْهَارِ كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الشَّافِعِىُّ (رح) بِاعْتِبَارِ اَنَّ الطُّهْرَ مُذَكَّرٌ دُوْنَ الْحَيْضِ وَقَدْ وَرَدَ الْكِتَابُ فِى الْجَمْعِ بِلَفْظِ التَّانِيْثِ دَلَّ عَلٰى اَنَّهٗ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ وَهُوَ الطُّهْرُ لَزِمَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهٰذَا الْخَاصِّ لِاَنَّ مَنْ حَمَلَهٗ عَلَى الطُّهْرِ لَايُوْجِبُ ثَلٰثَةَ اَطْهَارٍ بَلْ طُهْرَيْنِ وَبَعْضَ الثَّالِثِ وَهُوَ الَّذِىْ وَقَعَ فِيْهِ الطَّلَاقُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ ঃ مِثَالُهٗ - خَاصٌ -এর উদাহরণ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী يَتَرَبَّصْنَ অপেক্ষা করবে بِاَنْفُسِهِنَّ নিজেদের ব্যাপারে ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ তিন হায়েয فَاِنَّ কেননা لَفْظَةَ الثَّلٰثَةِ শব্দটি خَاصٌّ খাছ فِىْ تَعْرِيْفِ عَدَدٍ مَعْلُوْمٍ নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানোর ক্ষেত্রে। فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهٖ সুতরাং তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। فَلَوْ তবে যদি حُمِلَ ধরে নেওয়া হয় الْاَقْرَاءُ - قُرُوْءٌ শব্দটিকে عَلَى الْاَطْهَارِ তোহরের (পবিত্রতার) অর্থে كَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الشَّافِعِىُّ যে মত দিয়েছেন ইমাম শাফেয়ী (র.) بِاعْتِبَارِ এ হিসেবে যে, الطُّهْرَ তোহর শব্দটি مُذَكَّرٌ পুংলিঙ্গ دُوْنَ নয় الْحَيْضِ হায়েয শব্দটি وَقَدْ وَرَدَ الْكِتَابُ আর কুরআন শরীফে এসেছে فِى الْجَمْعِ বহুবচন قُرُوْءٌ) শব্দটি)-এর বহুবচন وَهُوَ الطُّهْرُ আর তা হচ্ছে তোহর لَزِمَ আবশ্যিক হয় تَرْكُ الْعَمَلِ আমল বর্জন করা بِهٰذَا الْخَاصِّ এই খাসের ওপর لِاَنَّ কেননা مَنْ যিনি حَمَلَهٗ ব্যবহার করেন عَلَى الطُّهْرِ তুহর অর্থে لَايُوْجِبُ অপরিহার্য হয় না ثَلٰثَةَ اَطْهَارٍ তিন তোহর بَلْ বরং طُهْرَيْنِ দুই তোহর وَبَعْضَ الثَّالِثِ তৃতীয়টার আংশিক وَهُوَ الَّذِىْ আর তা হচ্ছে وَقَعَ فِيْهِ الطَّلَاقُ যার মধ্যে তালাক পতিত হয়েছে সেটা।

সরল অনুবাদ ঃ তার (خَاصٌ -এর) উপমা হলো, মহান আল্লাহর বাণী— يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ (অর্থাৎ, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ নিজেদের ব্যাপারে তিন قروء পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।) সুতরাং ثلاثة শব্দটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার পরিচয়ের ক্ষেত্রে একটি خاص শব্দ, কাজেই তার ওপর আমল করা ওয়াজিব হবে। যদি ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতানুসারে قروء দ্বারা طهر (পবিত্রতা) উদ্দেশ্য করা হয়, এ হিসেবে যে, طهر শব্দটি مذكر আর حيض শব্দটি مذكر নয়। আর পবিত্র কুরআনে قروء-এর مميز - ثلاثة শব্দটিকে مؤنث নেওয়া হয়েছে, এতে বুঝা যায় যে, এটা مذكر-এর বহুবচন, আর তাহলো طهر (যদি এ মত গ্রহণ করা হয়) তবে খাসের আমলকে বাদ দেওয়া লাযেম আসে। কেননা, যারা قروء দ্বারা طهر -এর অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন তারা তিন طهر প্রমাণ করতে পারেন না; বরং দুই طهر ও তৃতীয় طهر -এর কিছু অংশ প্রমাণ করতে পারেন যাতে তালাক সঙ্ঘটিত হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ مِثَالُهٗ الخ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি :

এখানে মুসান্নিফ (র.) পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের অংশ এনে خاص-এর একটি উপমা পেশ করেছেন। আয়াতটি হলো— يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দতের বর্ণনা দিয়েছেন। অর্থাৎ, তালাক প্রাপ্তা মহিলাদে...

بَيَانُ الْاِخْتِلَافِ বা মতভেদের বর্ণনা : এ মাসআলায় হানাফী ও শাফিয়ীদের মাঝে তুমুল মতানৈক্য রয়েছে—

হানাফীদের মতে, তাদের ইদ্দত হলো তিন হায়েয।

শাফিয়ীদের মতে, তাদের ইদ্দত হলো তিন তুহুর।

سَبَبُ الْاِخْتِلَافِ বা মতভেদের কারণ : এ মতপার্থক্যের কারণ হলো দু'টি।

১. قُرُوْء শব্দটি مُشْتَرَكٌ শব্দ। এর মধ্যে হায়েয ও তুহুর উভয় অর্থই বিদ্যমান।

২. خَاصّ -এর হুকুম নিয়ে মতপার্থক্য।

এ দু'টি কারণে এ মাসআলায় হানাফী ও শাফিয়ীদের মাঝে মতবিরোধ তুঙ্গে রয়েছে। আর এটি ইস্যু করে আরো অগণিত মাসআলায় উভয়ের মাঝে মতবিরোধ চলছে, যা সামনে বর্ণিত হবে।

اَدِلَّةُ الشَّوَافِعْ বা শাফিয়ীদের দলিল : ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর পক্ষ হতে দু'টি দলিল উপস্থাপন করা হয়।

প্রথমত: قروء শব্দটির দু'টি অর্থ — (১) طُهْر (২) حَيْض এবং قروء শব্দটির অর্থ যখন طهر হবে তখন তা مذكر হবে এবং قروء -এর অর্থ যখন حيض হবে তখন তা مؤنث হবে। এবং আরবি সংখ্যাগুলোতে مذكر ও مؤنث -এর তারতম্য গ্রহণীয় হয়। সুতরাং আরব ভাষীদের নীতিমালা হলো তিন হতে দশ পর্যন্ত সংখ্যার ক্ষেত্রে معدود যদি مذكر হয় তবে عدد টি مؤنث হবে। এবার কুরআনের আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন, দেখুন তথায় ثلاثة শব্দটি যা عدد তা مؤنث হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, এখানে قروء **শব্দটি** مذكر হবে। আর قروء -এর অর্থ طهر নিলেই তো তা مذكر হয়, অন্যথায় নয়। কাজেই এখানে قروء দ্বারা طهر ই উদ্দেশ্য অর্থাৎ তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলাগণ তিন طهر পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ -এর মধ্যে لام-এর অর্থ— وقت তাতে অর্থ এই দাঁড়াল যে, তোমরা মহিলাদেরকে তাদের ইদ্দতের সময় তালাক প্রদান কর। আর হায়েযের মধ্যে তালাক দেয়া বিদআত এবং সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এতে বুঝা গেল যে, ইদ্দতের সময় হলো طهر হায়েয নয়। সুতরাং ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে قروء শব্দের দ্বারা اطهار অর্থ নেওয়া হয়েছে।

دَلِيْلُ الْاَحْنَافِ বা হানফীদের দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত তিন হায়েয এবং আল্লাহর বাণী— ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ-এর অর্থ— ثَلٰثَةَ حِيَضٍ অর্থাৎ, তিন হায়েয। এর যুক্তি এই যে, ثلثة শব্দ خاص অর্থ— তিন। আর যদি قروء শব্দের অর্থ— طهر নেওয়া হয়, তাহলে সে خاص তথা তিনের ওপর আমল হবে না। কেননা, ইহা দুরূহ ব্যাপার যে طهر আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে তালাক দেওয়া যাবে। অতএব, যে طهر-এর মধ্যে তালাক হবে তা অবশ্যই আংশিক হবে। অতএব, তালাক প্রদানকৃত طهر ছাড়া যদি পৃথক তিন طهر ধরে নেওয়া হয়, তাহলে ইদ্দত তিন طهر হতে বেশি হবে, আর যদি তালাক প্রদত্ত طهر ব্যতীত দুই طهر হয়, তাহলে মোট তিন طهر হবে না, সর্বাবস্থায় ثلثة-এর ওপর আমল হবে না। বস্তুত কুরআনের خاص শব্দের ওপর আমল অকাট্যভাবে ওয়াজিব। সুতরাং বাধ্যতামূলকভাবে قروء-এর অর্থ حيض -ই গ্রহণ করতে হবে।

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ বা বিরুদ্ধবাদীদের উত্তর : আহনাফের পক্ষ হতে তাদের জওয়াব বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হয়েছে।

১ম উত্তর : ইমাম শাফিয়ী (র.) قُرُوْء -এর অর্থ— اِطْهَار নেওয়ার ওপর নাহবীদের قَاعِدَة দ্বারা যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন সে قاعده দ্বারা خاص-এর مَفْهُوْم-কে পরিবর্তন করা সহীহ হবে না। কেননা, قِيَاس দ্বারা خَاص-এর মোকাবিলা করা চলে না। সুতরাং قروء অর্থ— حَيْض হয়ে ثَلٰثَة অর্থের ওপর আমল করতে হবে এবং خَاص-এর ওপর আমলের প্রয়োজনে নাহুর قَاعِدَة বর্জন করতে হবে।

২য় উত্তর ঃ তাদের উক্ত দাবি যদি মেনেও নেওয়া হয়, তবুও তা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা– مُؤَنَّثْ غَيْر حَقِيْقِي -এর ক্ষেত্রে عدد -কে مذكر ও مؤنث উভয়ই নেওয়া জায়েজ, যেমনটি فعل -এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যথা– طَلَعَتِ الشَّمْسُ এবং طَلَعَ الشَّمْسُ উভয় ভাবেই ব্যবহার হতে পারে।

৩য় উত্তর ঃ عدد টা مذكر বা مؤنث হয় শব্দের হিসেবে। অর্থাৎ, শব্দটি যদি مذكر হয় (معدود) তবে عدد টা مؤنث হবে, অর্থের কোনো ধর্তব্য নেই। তাই এখানে ثلاثة টা مؤنث হয়েছে قروء শব্দটি مذكر হওয়ার কারণে। এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে নয়।

৪র্থ উত্তর ঃ ইমাম শাফিয়ী (র.) যে বলেছেন– قُرُوْء অর্থ– حَيْض হলে قروء শব্দটি مؤنث হওয়া বাঞ্ছণীয় হবে ইহা ঠিক নয়, কেননা শব্দের مرادف স্ত্রীলিঙ্গ হলে শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন بر এবং حِنْطَةٌ উভয়টির অর্থ– গম। এখানে بر শব্দ مذكر আর حِنْطَةٌ শব্দ مؤنث ইহাতে بر শব্দ مؤنث হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তদ্রূপ حيض শব্দ مؤنث হওয়াতে قروء শব্দ مؤنث হওয়া বাঞ্ছণীয় নয়। সুতরাং এ প্রেক্ষিতে নাহুর قاعدة-এরও বিরোধিতা হয়নি।

৫ম উত্তর ঃ ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় اِسْتِدْلَالْ -এর উত্তর এই যে, طَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ -এর لام অর্থ– وقت নয়; বরং لام টি এখানে سببية অর্থে ব্যবহৃত তথা لِأَجْلِ عِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ, তোমরা এমন طهر-এর মধ্যে তালাক দাও, যার মধ্যে সহবাস পাওয়া যায়নি, যাতে তালাকপ্রাপ্তা মহিলা হায়েযের দ্বারা ইদ্দত পালন করতে পারে। আর যদি এমন طهر-এর মধ্যে তালাক দাও যার মধ্যে সহবাস পাওয়া গেছে, তখন স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তখন সে হায়েযের দ্বারা ইদ্দত পালন করার ব্যাপারে সমস্যা দেখা দেবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ لعدتهن দ্বারা তালাকের ইদ্দত طهر হওয়া সাব্যস্ত হলো না।

تَرْجِيْعُ الرَّاجِحْ ঃ

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এ মাসআলায় আহনাফের চিন্তাধারাই বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত। কেননা, خاص-এর ওপর আমল করা হলো ওয়াজিব। আর শাফিয়ীদের মতানুসারে খাসের ওপর আমল হচ্ছে না। তদুপরী তাদের উপস্থাপিত দলিলগুলো অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত। আর এগুলো দিয়ে প্রমাণ পেশ করা যায় না।

একটি প্রশ্ন ও তার সদুত্তর ঃ

যদি ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর অভিমতের ওপর এ আপত্তি করা হয় যে, হায়েযের অবস্থায় তালাক দেওয়া যদিও নিষিদ্ধ, কিন্তু তালাক দিলে তাহা সঙ্ঘটিত হবে। তখন তালাক অর্পণকৃত হায়েযের আংশিক আর পরের দুই বা তিনি হায়েযসহ মোট সরাসরি তিন হায়েয হবে না; বরং তিন হায়েযের কম বা বেশি হবে, এতেও ثلثة শব্দের ওপর আমল করা হবে না।

ইহার উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ দ্বারা শরয়ী তালাকের ইদ্দত বর্ণনা করা হয়েছে। শরিয়ত অনুমোদিত তালাক নয় এমন তালাকের ইদ্দত আয়াতে বর্ণিত হয়নি। হায়েয অবস্থায় তালাকের ইদ্দত অন্য দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হবে।

فَيُخَرَّجُ عَلٰى هٰذَا حُكْمُ الرَّجْعَةِ فِى الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَزَوَالِهِ وَتَصْحِيْحِ نِكَاحِ الْغَيْرِ وَابْطَالِهِ وَحُكْمُ الْحَبْسِ وَالْاِطْلَاقِ وَالْمَسْكَنِ وَالْاِنْفَاقِ وَالْخُلْعِ وَ الطَّلَاقِ وَتَزَوُّجِ الزَّوْجِ بِاُخْتِهَا وَاَرْبَعٍ سِوَاهَا وَاَحْكَامِ الْمِيْرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تِعْدَادِهَا -

---

শাব্দিক অনুবাদ ঃ فَيُخَرَّجُ অতঃপর বের করা হয় عَلٰى هٰذَا এই মতানৈক্যের ভিত্তিতে حُكْمُ الرَّجْعَةِ স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার থাকার বিধান فِى الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ তৃতীয় হায়েযের মধ্যে وَزَوَالِهِ কিংবা অধিকার না থাকার বিধান تَصْحِيْحِ শুদ্ধ হওয়া نِكَاحِ الْغَيْرِ অন্য স্বামীর সঙ্গে বিবাহ وَابْطَالِهِ কিংবা সেটা বাতিল হওয়ার বিধান وَحُكْمُ الْحَبْسِ আবদ্ধ থাকার বিধান وَالْاِطْلَاقِ কিংবা আবদ্ধ না থাকার বিধান وَالْمَسْكَنِ وَالْاِنْفَاقِ বাসস্থান এবং ভরণপোষণ وَالْخُلْعِ খোলা করার বিধান وَالطَّلَاقِ তালাক প্রদানের বিধান وَتَزَوُّجِ الزَّوْجِ بِاُخْتِهَا উক্ত মহিলার বোনের সঙ্গে স্বামীর বিবাহের অধিকার وَاَرْبَعٍ سِوَاهَا তাকে ব্যতীত অন্য চারজন স্ত্রী বিবাহধীন রাখার বিধান وَاَحْكَامِ الْمِيْرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تِعْدَادِهَا এবং মিরাসের বিধান উহাদের সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও।

সরল অনুবাদ ঃ এরই ভিত্তিতে (কতিপয় মাসআলা) বের করা হয়েছে। (যা আহনাফ ও শাফিয়ীদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুক্ত।)

১. তৃতীয় হায়েযে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার থাকা বা খর্ব হওয়ার বিধান।
২. অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধন বিশুদ্ধ হওয়া বা বাতিল হওয়া।
৩. তালাকপ্রাপ্তা নারী স্বীয় আবাস স্থলে আবদ্ধ থাকা বা না থাকা।
৪. তালাকপ্রাপ্তার বাসস্থান ও খাদ্য দেওয়া না দেওয়ার বিধান।
৫. তালাকপ্রাপ্তা স্বামীর সাথে খোলা করা ও স্বামী কর্তৃক পুনরায় তালাক দেওয়ার বিধান।
৬. তালাকপ্রাপ্তার বোনকে বা সে মহিলা ব্যতীত অপর চারজন মহিলাকে বিবাহ করার বিধান।
৭. এবং মিরাসের বিধান উহাদের সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَيُخَرَّجُ عَلٰى هٰذَا الخ-এর আলোচনা ঃ

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) আহনাফ ও শাফিয়ীদের মাঝে বিতর্কিত ৭টি মাসআলার বর্ণনা করেছেন—

১. মহিলাকে যদি এক তালাক বা দুই তালাকে রিজয়ী প্রদান করা হয়, তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তালাকের পরে তৃতীয় হায়েযের মধ্যে তালাকদাতা সে মহিলাকে রাজাআত করতে পারে। আর ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে রাজাআত করতে পারবে না। কেননা, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, যে তুহুরের মধ্যে তালাক পতিত হবে সে তুহুর এবং তার পরের দুই তুহুর দ্বারা ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং তৃতীয় হায়েযের মধ্যে সে মহিলা ইদ্দতের মধ্যে রইল না। আর ইদ্দতের পরে রাজাআত সহীহ হবে না। যেহেতু ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, তালাকের ইদ্দত হলো তুহুর।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তালাকের পরে তৃতীয় হায়েযের মধ্যে তালাকদাতা তালাকপ্রদত্তাকে রাজাআত করতে পারবে। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মহিলার তালাকের ইদ্দত হলো হায়েয সুতরাং তালাকের পরের তৃতীয় হায়েয শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার ইদ্দত অবশিষ্ট থাকবে। যেহেতু ইমাম সাহেবের মতে তালাকের ইদ্দত হলো হায়েয, তাই ইদ্দতের মধ্যে তাকে রাজাআত করা সহীহ হবে।

২. তালাকের পরের তৃতীয় হায়েযের মধ্যে সেই তালাকপ্রদত্তা মহিলাকে অন্য পুরুষ বিবাহ করতে পারবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর অভিমত হলো অন্য পুরুষ তাকে বিবাহ করতে পারবে। কেননা, শাফিয়ী (র.)-এর মতে, তৃতীয় হায়েযের পূর্বেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত তৃতীয় হায়েযের মধ্যেও অবিশষ্ট আছে, বিধায় অন্য পুরুষের সাথে তার বিবাহ বাতিল হবে। কেননা, মহিলার ইদ্দত অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় তার বিবাহ সহীহ হবে না।

৩. তৃতীয় হয়েযে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, শেষ হয়ে গেছে, বিধায় মহিলা স্বামীর বাড়ি ছেড়ে যেতে পারে।

ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে, সেই মহিলা স্বামীর বাড়ি ছেড়ে অনত্র যেতে পারবে না। কেননা, তৃতীয় হায়েযে মহিলার ইদ্দত শেষ হয়নি।

৪. যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তৃতীয় হায়েযেও মহিলার ইদ্দত শেষ হয়নি, তাই ইমাম সাহেবের মতে তালাকপ্রাপ্তা মহিলা তৃতীয় হায়েযের মধ্যেও স্বামীর পক্ষ হতে বাসস্থান এবং খাওয়া পরার ব্যবস্থা পাবে। কেননা, সে এখনও ইদ্দতের মধ্যে আছে।

ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, মহিলা তৃতীয় হায়েযে স্বামীর পক্ষ হতে খাওয়া, পরা, বাসস্থান কিছুই পাবে না। কেননা, তৃতীয় হায়েযের পূর্বেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে।

৫. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যেহেতু তৃতীয় হায়েযে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত শেষ হয়নি, তাই তৃতীয় হায়েযে স্বামী-স্ত্রীর সাথে খোলা করতে পারে এবং অবিশষ্ট তালাক দিতে পারে।

আর ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, তৃতীয় হায়েযের মধ্যে তালাকদাতা মহিলার সাথে খোলা করা বা তালাক দেওয়া কিছুই করতে পারবে না। কেননা, ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, তৃতীয় হায়েযের মধ্যে তার ইদ্দত অবশিষ্ট নেই।

৬. ইমাম আবূ হানীফা (র.) মতে, তৃতীয় হায়েযের মধ্যে তালাকপ্রাপ্তা নারীর বোন অথবা তাকে ছাড়া আরো চারজনকে বিবাহ করতে পারবে না। কারণ, তার ইদ্দত শেষ হয়নি। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর নিকট পারবে। কেননা, তিন তুহরের মধ্যেমে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে, বিধায় এখন সে তার বোনকে বা তাকে ছাড়া আরো চারজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে।

৭. ইমাম আযম (র.)-এর মতে, যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর স্বামী তৃতীয় হায়েযে মৃত্যুবরণ করে, তবে উক্ত নারী স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হবে এবং স্বামী তার জন্য অসিয়ত করতে পারবে না। কারণ, ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত বৈধ নয়।

ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, তৃতীয় হায়েযে স্ত্রীর ইদ্দতের সময়কাল শেষ হয়ে যাবার ফলে মহিলাটি তালাকদাতার স্ত্রীর গন্ডি হতে বেরিয়ে গেল। কাজেই সে স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে না। কিন্তু তার জন্য যদি কোনো অসিয়ত করে যায়, তবে সে তার প্রাপক হবে।

قَوْلُهُ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا-এর ব্যাখ্যা :

এখানে مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا দ্বারা বুঝানো হলো যে, মিরাসের সকল বিধানগুলো কার্যকর হবে কি হবে না? এ সকল আহকাম ও অবস্থার মাঝেও উল্লিখিত মতভেদগুলো প্রযোজ্য হবে। ইমাম আযম (র.)-এর নিকট মিরাসের যাবতীয় আহকাম তালাকপ্রাপ্তার ওপর প্রয়োগ হবে। আর ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, মিরাসের কোনো বিধানই কার্যকর হবে না।

মোদ্দাকথা হলো, مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا দ্বারা মুসান্নিফ (র.) মিরাসের সকল আহকামের ব্যাপারেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতেভেদের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

وَكَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى "قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْ أَزْوَاجِهِمْ" خَاصٌّ فِى التَّقْدِيْرِ الشَّرْعِيِّ فَلَايُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهٖ بِاِعْتِبَارِ اَنَّهٗ عَقْدٌ مَالِيٌّ فَيُعْتَبَرُ بِالْعُقُوْدِ الْمَالِيَّةِ فَيَكُوْنُ تَقْدِيْرُ الْمَالِيْ فِيْهِ مَوْكُوْلًا اِلٰى رَأْىِ الزَّوْجَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِىُّ (رح) وَفَرَّعَ عَلٰى هٰذَا اَنَّ التَّخَلِّىَ لِنَفْلِ الْعِبَادَةِ اَفْضَلُ مِنَ الْاِشْتِغَالِ بِالنِّكَاحِ وَاَبَاحَ اِبْطَالَهٗ بِالطَّلَاقِ كَيْفَ مَاشَاءَ الزَّوْجُ مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيْقٍ وَاَبَاحَ اِرْسَالَ الثَّلٰثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَجَعَلَ عَقْدُ النِّكَاحِ قَابِلًا لِلْفَسْخِ بِالْخُلْعِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذٰلِكَ এমনিভাবে, অনুরূপ قَوْلُهٗ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী– فِى التَّقْدِيْرِ الشَّرْعِيِّ শরয়ী মহর নির্ধারণের ব্যাপারে فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهٖ সুতরাং এর ওপর আমল বর্জন করা যাবে না بِاِعْتِبَارِ এ হিসেবে যে, عَقْدٌ مَالِيٌّ আর্থিক চুক্তি فَيُعْتَبَرُ তাই এটাকে ধরে নেওয়া হবে بِالْعُقُوْدِ الْمَالِيَّةِ সাধারণ লেনদেন-এর মতো فَيَكُوْنُ তাই হবে تَقْدِيْرُ الْمَالِ মাল (মহর) নির্ধারণ مَوْكُوْلًا সোপর্দ, ন্যস্ত اِلٰى رَأْىِ الزَّوْجَيْنِ স্বামী স্ত্রীর মতামতের ওপর كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِىُّ যেমনটা বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী (র.) وَفَرَّعَ এবং শাখা মাসয়ালা নির্ণয় করেছেন عَلٰى هٰذَا -এর ওপর ভিত্তি করে التَّخَلِّىْ নির্জন স্থানে যাওয়া لِنَفْلِ الْعِبَادَاتِ নফল ইবাদতের জন্য اَفْضَلُ উত্তম الْاِشْتِغَالِ بِالنِّكَاحِ বিবাহে মগ্ন হওয়া اَبَاحَ বৈধ মনে করেন بِالطَّلَاقِ তালাক প্রদান كَيْفَ مَاشَاءَ الزَّوْجُ যেখানে স্বামীর খুশি مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيْقٍ এক সঙ্গে কিংবা পৃথক اَبَاحَ বৈধ মনে করেন اِرْسَالَ الثَّلٰثِ তিন তালাক প্রদান করা جُمْلَةً وَاحِدَةً একসঙ্গে وَجَعَلَ মনে করেন عَقْدُ النِّكَاحِ বিবাহ বন্ধ قَابِلًا لِلْفَسْخِ ছিন্নযোগ্য بِالْخُلْعِ খোলার মাধ্যমে।

সরল অনুবাদ ঃ তদ্রূপ আল্লাহর বাণী— قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْ اَزْوَاجِهِمْ (অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি জানি, স্বামীদের ওপর তাদের স্ত্রীদের জন্য যা নির্ধারিত করেছি।) এ আয়াতটি শরয়ী মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে خاص কাজেই একে সাধারণ লেনদেনের মতো মনে করে স্বামী ও স্ত্রীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে এর আমলকে পরিহার করা হবে না, যেমনটি ইমাম শাফিয়ী (র.) করেছেন। এর ওপর ভিত্তি করেই কতিপয় মাসআলা নির্গত হয়েছে। তাহলো তিনি বলেন, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেয়ে নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকা বেশি উত্তম । তদ্রূপ তিনি স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী একসাথে বা পৃথক তালাক প্রদান দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ করাকে বৈধ মনে করেন এবং তিনি এক বাক্যে তিন তালাক প্রদান করাকে বৈধ মনে করেন। এবং তিনি বৈবাহিক বন্ধনকে খোলার মাধ্যমে ছিন্নযোগ্য মনে করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى الخ -এর আলোচনা :

এ আয়াত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) خَاصٌ -এর মোকাবেলায় قياس-কে বর্জন করার দ্বিতীয় উদাহরণ পেশ করেছেন। আয়াতটি হলো— قَدْعَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْ اَزْوَاجِهِمْ এখানে فَرَضْنَا শব্দটি মোহর নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে خاص তদ্রূপ فرض শব্দকে نَا -এর দিকে ধাবিত করাটাও খাস। কাজেই এর দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হলো যে, মোহর আল্লাহর ইলমে

নির্ধারিত রয়েছে, যদিও তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এর পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলো— لَا مَهْرَ لِاَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ অর্থাৎ, দশ দিরহামের কমে কোনো মোহর হতে পারে না। এবং قِيَاس-এর চাহিদাও হলো দশ দিরহামের নিম্নে মোহর না হওয়া। কেননা, بُضْعَةٌ (লজ্জাস্থান) মানুষের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় একটি অঙ্গ। আর চুরির ক্ষেত্রে দশ দিরহাম এর নিচে হাত কাটা যায় না। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষের কোনো অঙ্গের মূল্য দশ দেরহামের কমে হতে পারে না। অতএব, بُضْعَةٌ-এর দাম তথা মোহরও দশ দিরহামের নিম্নে হতে পারবে না। মোটকথা হলো, উল্লিখিত হাদীস ও কিয়াস আয়াতের নির্ধারিত পরিমাণের বিশ্লেষণ -এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মোহর আল্লাহর পক্ষ হতে দশ দিরহাম নির্ধারিত হলো। কাজেই যে বিবাহ দশ দিরহাম হতে কম মোহরে হবে তা আহনাফের মতে বিশুদ্ধ হবে না।

ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, বিবাহ হলো عُقُوْدُ مَالِيَةٌ বা বেচাকেনার ন্যায় একটি আকদে মালী। কাজেই স্বামী-স্ত্রীর সন্তুষ্টিক্রমে যা নির্ধারিত হবে তা-ই মোহর হিসেবে গণ্য হবে। চাই তা দশ দিরহামের কমেই হোকনা কেন বা অন্য কোনো বস্তুই নির্ধারণ করুক না কেন, তা দ্বারা বিবাহ হয়ে যাবে।

আর এ কিয়াসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন যে, বিবাহ-শাদী করে সংসার জীবন গড়ার চেয়ে নফল ইবাদতে নিমগ্ন থাকা উত্তম, যেরূপভাবে বেচাকেনার চেয়ে নফল ইবাদত উত্তম।

এবং এ কিয়াসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিয়ী (র.) আরো বলেন যে, স্বামী তার ইচ্ছানুপাতে তালাক দিয়ে স্বীয় বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। সে একসাথে তিন তালাক প্রদান করুক বা দুই তালাক বা এক তালাক এক তুহুরে তিন তালাক প্রদান করুক বা তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করুক সবই বৈধ। তা ছাড়া ইমাম শাফিয়ী (র.) আরো বলেন যে, خلع দ্বারা বিবাহ ভেঙ্গে যায়, যেরূপভাবে اقالة দ্বারা بيع ভেঙ্গে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে বলা হয় যে, ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর এ কিয়াস আল্লাহর বাণী— قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ اَزْوَاجِهِمْ -এর বিপরীত, এর সাথে সামঞ্জস্য বিধানের কোনো পথ নেই। কাজেই এ কিয়াসকে পরিত্যাগ করে খাসের ওপর আমল করতে হবে।

এবং ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত পালনের পর নফল ইবাদত করার চেয়ে নিজ বিবি ও সন্তান-সন্ততির সেবা করা উত্তম। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন- اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিবাহ করল সে যেন দীনের অর্ধেক পূর্ণ করল। তার বাকি অর্ধেকের জন্য সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে— اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ অর্থাৎ, বিবাহ করা হলো আমার সুন্নত, আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নত হতে বিমুখ হলো, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এবং এক তুহুরে বা একই সাথে দুই তালাক বা তিন তালাক দেওয়া খুবই আপত্তিকর এবং এটা বিদআত। কারণ, বিবাহের সাথে দীনি ও দুনিয়াবী অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কাজেই তা বাতিল করা সে পদ্ধতিতেই বৈধ হবে, যার অনুমতি শরিয়ত প্রদান করেছে। আর তাহলো প্রতি তুহুরের মধ্যে এক তালাক প্রদান করা।

এবং ইমাম শাফিয়ী (র.) خُلْعٌ -এর দ্বারা বিবাহ فَسْخٌ হয়ে যাওয়ার যে কথা বলেছেন, তার জবাবে হানাফী ওলামাগণ বলেন যে, خلع হলো– তালাকে বায়েন, তা বিবাহের জন্য فَسْخٌ নয়। এ ভিত্তিতেই خُلَعٌ-এর পর যদি সে মহিলাকে পুনরায় বিয়ে করে, তবে সে স্বামী হানাফী ওলামাদের মতে দুই তালাকের মালিক হবে। আর ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতানুসারীদের নিকট সে ব্যক্তি তিন তালাকের মালিক হবে। কেননা, তাঁর নিকট خلع কোনো তালাক নয়; বরং পূর্বের বৈবাহিক সম্পর্কের فَسْخٌ মাত্র।

وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى "حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" خَاصٌّ فِىْ وُجُوْدِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ "اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ "وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِىْ حِلِّ الْوَطْئِ وَلُزُوْمِ الْمَهْرِ وَالنَّفْقَةِ وَالسُّكْنٰى وَوُقُوْعِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ بَعْدَ الطَّلْقَاتِ الثَّلٰثِ عَلٰى مَاذَهَبَ اِلَيْهِ قُدَمَاءُ اَصْحَابِهِ بِخِلَافِ مَا اخْتَارَهُ الْمُتَأَخِّرُوْنَ مِنْهُمْ -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ</u> ঃ وَكَذٰلِكَ তদ্রূপ قَوْلُهُ تَعَالٰى আল্লাহ বাণী فِىْ وُجُوْدِ النِّكَاحِ বিবাহ পাওয়া যাওয়ার ব্যাপারে مِنَ الْمَرْأَةِ মহিলার থেকে فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ সুতরাং এর আমল বর্জিত হবে না بِمَا رُوِىَ যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে عَنِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী ﷺ থেকে اَيُّمَا امْرَأَةٍ যে কোনো মহিলা نَكَحَتْ نَفْسَهَا নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত فَنِكَاحُهَا তবে তার বিবাহ بَاطِلٌ বাতিল بَاطِلٌ বাতিল بَاطِلٌ বাতিল وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ এ ক্ষেত্রেই শাখা মাসয়ালার বিরোধ উৎপন্ন হয় حِلِّ الْوَطْئِ সহবাস বৈধ হওয়া وَلُزُوْمِ الْمَهْرِ মোহর প্রদান আবিশ্যক হওয়া وَالنَّفْقَةِ ভরণ-পোষণ (খোরপোষ) প্রদান وَالسُّكْنٰى বাসস্থান প্রদান وُقُوْعِ الطَّلَاقِ তালাক পতিত হওয়া وَالنِّكَاحِ بَعْدَ الطَّلْقَاتِ الثَّلٰثِ তিন তালাক প্রদানের পর পুনরায় বিবাহ শুদ্ধ হওয়া عَلٰى مَاذَهَبَ اِلَيْهِ قُدَمَاءُ اَصْحَابِهِ তার পূর্ববর্তী অনুসারীদের মতানুসারে بِخِلَافِ বিপরীত مَا اخْتَارَهُ যা গ্রহণ করেছেন الْمُتَأَخِّرُوْنَ مِنْهُمْ তাদের পরবর্তী অনুসারীগণ।

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী— حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ অর্থাৎ, "যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য স্বামীকে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ব স্বামীর নিকট ফিরে আসতে পারবে না"। এখানে تَنْكِحَ শব্দটি মহিলার সাথে বিবাহ পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে خَاصٌّ কাজেই এ خَاصٌّ-এর আমলকে রহিত করা যাবে না মহানবী ﷺ হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা, আর তাহলো যে মহিলা নিজেকে তার অলির অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেয়, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল। উক্ত মতানৈক্যের ভিত্তিতে কতগুলো মাসআলা নির্গত হয়েছে— উক্ত স্ত্রীর সাথে সঙ্গম বৈধ হওয়া, মোহর লাযেম হওয়া, তার খরচাদি বহন করা, বাসস্থান প্রদান করা, তালাক পতিত হওয়া এবং তিন তালাক দেওয়ার পর পুনরায় বিবাহ করা, যে সম্পর্কে (ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পূর্বতম অনুসারীগণ মত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য তাঁর পরবর্তী অনুসারীগণ এর বিরুদ্ধে মত গ্রহণ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى حَتّٰى تَنْكِحَ الخ-এর আলোচনা ঃ

<u>আয়াতটি দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য</u> ঃ এ আয়াতটি খাস-এর তৃতীয় উদাহরণ। এখানে খাসের সাথে খবরে ওয়াহেদের দ্বন্দ্ব হওয়ায় খবরে ওয়াহেদ ত্যাগ করে খাসের ওপর আমল করা হলো। হানাফীদের নিকট বয়ঃপ্রাপ্তা নারী অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে বিবাহ সিদ্ধ হবে; শাফেয়ীদের মতে সিদ্ধ হবে না। আয়াতটির মর্ম হলো, স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর ঐ স্ত্রী অন্য পুরুষকে পুনরায় বিবাহ না করলে প্রথম স্বামী তার জন্য বৈধ হবে না।

এ আয়াতে বিবাহ কার্যের সম্বন্ধ স্ত্রীর দিকে করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, বয়ঃপ্রাপ্তা নারীর নিজের বিবাহ নিজে করার অধিকার আছে, তাতে অভিভাবকের অনুমতির প্রয়োজন হবে না। এ আয়াতের খাসের বিপরীত হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে— যে নারী অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল। হানাফীদের পক্ষে হতে এর উত্তর হলো, হাদীসটি পরিত্যক্ত। কেননা, হযরত আয়িশার কার্য এর বিপরীত পাওয়া গেছে। যেমন– হযরত আয়িশা (র.) তাঁর ভাতিজী হাফসা বিনতে আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরের বিবাহ অভিভাবকের অনুপস্থিতি সম্পাদন করে দিয়েছেন। এ ছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস-এর (রা.) হাদীস– اَلْاَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (বিধবা তার নিজের জন্য তার অভিভাবক হতে ক্ষমতা সম্পন্ন।) উক্ত হাদীসটি হযরত আয়িশার হাদীসের বিপরীত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব না হওয়ার পরিত্যাক্ত হয়েছে। অথবা আয়িশার হাদীসটি তখনই প্রয়োগ হবে যখন 'কুফু' ছাড়া বিবাহ হবে।

قَوْلُهُ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْخِلَافُ الخ-এর আলোচনা :

মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে কয়েকটি এমন মাসআলা বর্ণনা করেছেন যেগুলোতে উপরোক্ত মাসআলার ভিত্তিতে আহনাফ ও শাওয়াফে'-এর মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান।

ওলামায়ে আহনাফের মতে, প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করতে পারবে, সে বালেগা মেয়ে ছাইয়েবাহ্ হোক বা বাকেরাহ্ হোক তা ধর্তব্য নয়।

শাফিয়ীদের মতে, ছাইয়েবাহ্ মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করতে পারবে, সে প্রাপ্ত বয়স্কা হোক বা নাই হোক। এবং বাকেরাহ্ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করতে পারবে না, যদিও সে প্রাপ্ত বয়স্কা হয়।

কাজেই এ মতানৈক্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করলে তার বিবাহ ও বিবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বৈধ হবে কিনা? এ ব্যাপারে কতগুলো শাখা মাসআলা অত্র গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মাসআলাগুলো নিম্নরূপ—

১. সহবাসের বিধান :

قَوْلُهُ فِىْ حِلِّ الْوَطْىِ : প্রাপ্ত বয়স্কা বাকেরাহ্ মহিলা তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করলে তার সাথে সহবাস বৈধ হবে না। কেননা, বাকেরাহ্ মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করতে পারবে না।

আর আহনাফের মতে, সে প্রাপ্ত বয়স্কা হলে তার বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বৈধ হবে এবং তার সাথে সহবাস করাও বৈধ হবে।

২. মোহর, নফকা ও বাসস্থানের হুকুম :

قَوْلُهُ وَلُزُوْمُ الْمَهْرِ الخ : প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করলে আহনাফের নিকট তার মোহর, অন্যান্য খরচাদি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য জরুরি হবে। কেননা, সে প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ায় তার বিবাহ বৈধ হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট সে মহিলা যদি ছাইয়েবাহ্ না হয়, তবে তার বিবাহ বৈধ হবে না। কাজেই স্বামীর জন্য সে মহিলার মোহর, অন্যান্য খরচাদি ও বাসস্থান প্রদান করা অপরিহার্য নয়। কেননা, ছাইয়েবাহ্ না হওয়ার কারণে তার বিবাহ বৈধ হয়নি। হাঁ, যদি বিবাহের পর বাকেরাহ্ মহিলার অভিভাবক অনুমতি প্রদান করে, তাহলে তার বিবাহ বৈধ হবে এবং স্বামী তার যাবতীয় খরচ বহন করতে বাধ্য থাকবে।

৩. উল্লিখিত মহিলাকে তালাক দেওয়ার বিধান :

قَوْلُهُ وَقُوْعُ الطَّلَاقِ : বালেগা মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, স্বামীর প্রদত্ত তালাক তার ওপর পতিত হবে। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এ মহিলার বিবাহ সহীহ হবে। কাজেই তার ওপর তালাকও পতিত হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, বালেগা মহিলা ছাইয়েবাহ্ না হলে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত তার বিবাহ সহীহ হবে না। সুতরাং তার ওপর স্বামীর প্রদত্ত তালাকও পতিত হবে না। কেননা, তালাক পতিত হওয়ার জন্য বিবাহ পূর্ব শর্ত।

৪. তাকে তিন তালাক প্রদানের পর বিবাহের হুকুম :

قَوْلُهُ اَلنِّكَاحُ بَعْدَ الطَّلْقَاتِ الثَّلٰثِ الخ ঃ বালেগা মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তার বিবাহ সহীহ হবে না। সুতরাং স্বামী তাকে তিন তালাক দেওয়ার পর হালাল হওয়া ব্যতীত তাকে বিবাহ করা সহীহ্ হবে না। কেননা, ইমাম সাহেবের মতে তার বিবাহ সহীহ হয়েছে। সুতরাং স্বামীর তালাকও পতিত হয়েছে। আর তালাকের পর তালাকপ্রদত্তা মহিলাকে হালাল হওয়া ব্যতীত দ্বিতীয়বার বিবাহ্ করলে তার বিবাহ সহীহ হবে না।

আর ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, উল্লিখিত মহিলা ছাইয়েবাহ্ না হওয়া অবস্থায় বিবাহ করলে তার বিবাহ্ সহীহ হবে না। আর বিবাহ সহীহ না হওয়ার কারণে তাকে প্রদত্ত তালাকও পতিত হয়নি। আর তালাক প্রদত্ত না হওয়ায় তালাকের পর তাকে বিবাহ করার জন্য হালাল হওয়াও আবশ্যক নয়। সুতরাং এরূপ মহিলাকে হালাল ব্যতীত বিবাহ্ করা ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, জায়েজ হবে। আর বিবাহ জায়েজ হওয়া এটা شَوَافِعْ مُتَقَدِّمِيْنْ -এর অভিমত আর شَوَافِعْ مُتَاَخِّرِيْنْ -এর অভিমত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের অনুরূপ। অর্থাৎ, شَوَافِعْ مُتَاَخِّرِيْنْ হালাল ব্যতীত বিবাহ সহীহ না হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন, আর সতর্কতার প্রশ্নে ফতোয়া এ মতেরই স্বপক্ষে।

একটু লক্ষ্য করুন!

হযরত আয়িশা (রা.)-এর অপর হাদীস لَانِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ ছাড়া অন্যান্য যে সকল হাদীস দ্বারা ইমাম শাফিয়ী (র.) প্রমাণ পেশ করেন তা خبر واحد, আর নির্ভরযোগ্য নীতি হলো যখন خَبْرُ وَاحِدْ এবং قِيَاسْ কুরআনের خَاصْ শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় এবং দ্বি-পাক্ষিক দলিলের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্যেরও পথ নেই, তখন خَاصْ -এর ওপর আমল করার পশ্নে خَبْرُ وَاحِدْ এবং قِيَاسْ -এর عَمَلْ ছেড়ে দেওয়া আবশ্যক। এজন্য আমরা خَبْرُ وَاحِدْ -এর عَمَلْ ছেড়ে দিয়েছি। তাছাড়া যখন হাদীস বর্ণনাকারীর عمل হাদীসের খেলাফ হয়, তখন সে হাদীস عَمَلْ যোগ্য হবে না।

وَاَمَّا الْعَامُّ فَنَوْعَانِ : عَامٌّ خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ وَعَامٌّ لَمْ يَخُصَّ عَنْهُ شَيْئٌ فَالْعَامُّ الَّذِىْ لَمْ يَخُصَّ عَنْهُ شَيْئٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْخَاصِّ فِىْ حَقِّ لُزُوْمِ الْعَمَلِ بِهٖ لَامُحَالَةَ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا قُطِعَ يَدُ السَّارِقِ بَعْدَمَا هَلَكَ الْمَسْرُوْقُ عِنْدَهٗ لَايَجِبُ عَلَيْهِ الضِّمَانُ لِاَنَّ الْقَطْعَ جَزَاءُ جَمِيْعِ مَا اَكْتَسَبَهُ السَّارِقُ فَاِنَّ كَلِمَةَ "مَا" عَامَّةٌ يَتَنَاوَلُ جَمِيْعَ مَاوُجِدَ مِنَ السَّارِقِ وَبِتَقْدِيْرِ اِيْجَابِ الضِّمَانِ يَكُوْنُ الْجَزَاءُ هُوَ الْمَجْمُوْعُ وَلَايُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهٖ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْغَصَبِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا الْعَامُّ বস্তুতঃ আম فَنَوْعَانِ দু'প্রকার عَامٌّ এমন আম خُصَّ খাস করা হয়েছে عَنْهُ তার থেকে الْبَعْضُ কিছু অংশ عَامٌّ এমন আম لَمْ يَخُصَّ খাস করা হয় নি عَنْهُ তার থেকে شَيْئٌ কিছুই فَاَمَّا الْعَامُّ বস্তুতঃ আম الَّذِىْ যা لَمْ يَخُصَّ খাস করা হয় নি عَنْهُ তার থেকে شَيْئٌ কিছুই فَهُوَ তা بِمَنْزِلَةِ الْخَاصِّ খাসের মতো فِىْ حَقِّ لُزُوْمِ الْعَمَلِ আমল আবশ্যিক হওয়ার ব্যাপারে بِهٖ - তা অনুযায়ী لَامُحَالَةَ অবশ্যই وَعَلٰى هٰذَا আর এ নীতির ভিত্তিতে قُلْنَا আমরা বলি اِذَا قُطِعَ যখন কর্তন করা يَدُ السَّارِقِ চোরের হাত بَعْدَ مَا هَلَكَ ধ্বংস হওয়ার পরে الْمَسْرُوْقُ চুরীকৃত মাল عِنْدَهٗ তার কাছে لَايَجِبُ ওয়াজিব হবে না عَلَيْهِ তার ওপর الضِّمَانُ জরিমানা لِاَنَّ কেননা الْقَطْعَ (হাত) কাটা جَزَاءُ শাস্তি جَمِيْعِ সবকিছুর مَا اَكْتَسَبَهُ السَّارِقُ যা চোর অর্জন করেছে فَاِنَّ কেননা, كَلِمَةَ "مَا" "مَا" শব্দটি عَامَّةٌ আম (ব্যাপক অর্থবোধক) يَتَنَاوَلُ তা অন্তর্ভুক্ত করে جَمِيْعَ সবকিছুকে مَا وُجِدَ যা পাওয়া গিয়েছে مِنَ السَّارِقِ চোর থেকে وَبِتَقْدِيْرِ اِيْجَابِ الضِّمَانِ আর জরিমানা ওয়াজিব করার ফলে يَكُوْنُ الْجَزَاءُ শাস্তি هُوَ الْمَجْمُوْعُ সমষ্টির (হাত কাটা ও ক্ষতিপূরণ উভয়ের) وَلَايُتْرَكُ বর্জন করা যায় না الْعَمَلُ আমল করা بِهٖ তার ওপর (مَا শব্দের অর্থের ওপর) بِالْقِيَاسِ কিয়াস করে عَلَى الْغَصَبِ ছিনতাইয়ের ওপর।

সরল অনুবাদ : عَامْ টা আবার দুই প্রকার ঃ ১. এমন عَامْ যা হতে কিছু অংশকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ২. এমন عَامْ যা হতে কোনো কিছুকেই নির্দিষ্ট করা হয়নি।

অতঃপর যে عَامْ হতে কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করা হয়নি তা অবশ্যই পালনীয় হিসেবে خَاصْ -এর মতোই। এর ওপরই ভিত্তি করে আমরা বলি যে, চোরাইকৃত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর চোরের হাত কর্তন করা হলে তার ওপর জরিমানা ওয়াজিব নয়। কেননা, কর্তন করা চোরের কৃত সমস্ত অপরাধের শাস্তি। কেননা; مَا শব্দটি হলো عَامْ বা ব্যাপক; চোর হতে যা কিছু পাওয়া গেছে তার সমষ্টিকেই শামিল করে এবং জরিমানা ওয়াজিব করা হলে তা সমষ্টিরই প্রতিদান হবে। অর্থাৎ, হাত কাটা ও ক্ষতি পূরণ দানে বাধ্য করা উভয়টিই চোরের শাস্তি বলে গণ্য হবে। কাজেই ছিনতাইয়ের ওপর কিয়াস করে চোরকে চোরাই মালের ক্ষতিপূরণে বাধ্য করে عَامْ -এর কার্যকরিতাকে রহিত করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَمَّا الْعَامُّ فَهُوَ نَوْعَانِ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (রহঃ) عام -এর পরিচয় প্রদানের সাথে সাথে তার প্রকারভেদকে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাজেই তিনি عام কে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—

প্রথমত ঃ عَامٌّ خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ অর্থাৎ, এমন عام যা হতে কিছু অংশকে خاص করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ عَامٌّ لَمْ يُخَصَّ عَنْهُ شَيْئٌ অর্থাৎ, এমন عام যা হতে কোনো কিছুকেই خاص করা হয়নি।

যে عام হতে কোন কিছুকে خاص করা হয়নি তার বিধান :

এ জাতীয় عام এর বিধানের ব্যাপারে আহনাফ ও শাফিয়ীদের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে।

আহনাফের মতে, যে عام হতে কোনো কিছুকে خاص করা হয়নি তার ওপর আমল অত্যাবশ্যকীয় হওয়ার ক্ষেত্রে তা خاص -এর মতোই। কাজেই خاص -এর ওপরে যেমন আমল ওয়াজিব عام -এর ওপরও তেমনি আমল ওয়াজিব হবে। এবং خبر واحد বা কিয়াস যদি তার মোকাবেলা করে, তবে যদি উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়, তবে তা করা হবে। অন্যথায় خبر واحد বা কিয়াসকে পরিহার করে خاص -এর ওপর আমল করা হবে। তদ্রূপ عام -এর ওপরও আমল করা ওয়াজিব। যদি কোনো خبر واحد বা কিয়াস عام -এর মোকাবেলায় আসে, তবে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হবে। যদি সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়, তবে তা করা হবে। আর যদি সম্ভব না হয়, তবে خبر واحد বা কিয়াসকে পরিহার করে عام -এর ওপর আমল করা হবে।

শাফিয়ীদের মতে, যে عام হতে কোনো কিছুকে খাস করা হয়নি তা خَبَرُ وَاحِدٍ বা কিয়াসের মতো। এরূপ عام -এর ওপর আমল করা অকাট্যভাবে ওয়াজিব নয়; বরং ظنى বা সন্দেহ মূলকভাবে ওয়াজিব।

دَلِيْلُ الشَّوَافِعِ বা শাফিয়ীদের দলিল :

তাঁদের দলিল হলো, প্রত্যেক عام-এর মধ্যে خاص হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যথা— বলা হয় যে, مَامِنْ عَامٍّ اِلَّا وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ অর্থাৎ, প্রত্যেক عام হতেই কিছু খাস হয়ে থাকে। আর যার ভিতর কিছু খাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার ওপর (عام -এর ওপর) হুকুম অকাট্যভাবে আমল করা ওয়াজিব হতে পারে না।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الشَّوَافِعِ :

ইমাম শাফিয়ী (র.) غَيْرُ عَامٍّ خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضِ-এর হুকুমের ব্যাপারে যে মতভেদ করেছেন, তার উত্তরে ওলামায়ে আহনাফ বলেন যে, যেভাবে خاص শব্দকে مَعْنَى خَاصٍّ-এর জন্য গঠন করা হয়েছে, এভাবে عام শব্দকেও مَعْنَى عَامٍّ -এর জন্য গঠন করা হয়েছে। আর এ عام শব্দ যে অর্থের জন্য গঠিত হয়েছে তার ওপর অকাট্যভাবে বুঝায় বিধায়ই সাহাবী ও তাবেয়ীগণ نصوص -এর عموم বা ব্যাপকতার সাথে প্রমাণ পেশ করেছেন। ইমাম শাফিয়ী (র.) عَامٍّ-এর মধ্যে خَاصٍّ-এর যে احتمال বা সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন তার ভিত্তি দলিলের ওপর নয়। আর যে اِحْتِمَالٌ -এর ভিত্তি দলিলের ওপর নয় তা দ্বারা কোনো হুকুমের অকাট্যতা রহিত হয় না। যেহেতু এটা অকাট্যতার পরিপন্থী নয়। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) যে احتمال ঐ عام-এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন, যা হতে কিছুকে خَاصٌّ করা হয়নি তা ঐ عَامٍّ -এর অকাট্যতার বিরোধী নয়।

عام -এর ওপর অকাট্যভাবে عَمَل ওয়াজিব হওয়ার উপমা :

عام-এর ওপর عمل অকাট্যভাবে ওয়াজিব হওয়ার নীতির প্রেক্ষিতে আমরা বলবো যে, চোরের হাতে চোরাইকৃত মাল ধ্বংস হওয়ার পর যদি চোরের হাত কাটা যায়, অথবা হাত কাটা যাওয়ার পর চোরাইকৃত মাল ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে চোরাইকৃত মালের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা, আল্লাহর বাণী— جَزَاءً بِمَا كَسَبَا -এর মধ্যে مَا শব্দটি عام যা ব্যাপক যা চোরের যাবতীয় অপরাধকে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ, চোরের সমস্ত অপরাধের শাস্তি হলো শুধু হাত কাটা। কাজেই কিয়াস দ্বারা তার ওপর বর্ধিতকরণ তথা সে মাল ধ্বংস হয়ে গেলে তার ওপর পুনরায় হাত কাটার সাথে সাথে জরিমানা আরোপ করা যাবে না। কেননা, عام-এর ওপর অকাট্যভাবে আমল ওয়াজিব। এবং خَبَر وَاحِد ও কিয়াস তার মোকাবেলায় এলে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হলে তা করা হবে। অন্যথায় خبر واحد বা কিয়াসকে পরিত্যাগ করা হবে। আর এখানে কিয়াসকে عام -এর হুকুমের সাথে তাদবীক দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না বিধায় কিয়াসকে বর্জন করা হবে এবং চোরের শাস্তি কেবলমাত্র হাত কাটাই সাব্যস্ত হবে, জরিমানা নয়।

رَأْيُ الشَّوَافِعِ فِيْ مَالِ السَّرِقَةِ বা চোরাই মালে শাফেয়ীদের অভিমত :

ইমাম শাফিয়ী (র.) চোরাইকৃত মালকে غصب কৃত মালের ওপর قياس করে বলেছেন যে, যেভাবে غصب কারীর নিকট غصب বা ছিনতাই করা মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ছিনতাইকারীর ওপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে, তদ্রূপ চোরাইকৃত মালও চোরের নিকট ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর চোরের ওপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

اَلْجَوَابُ عَنْ رَأْيِ الشَّوَافِعِ বা তাঁদের মতের বিরুদ্ধে আহনাফের উত্তর :

ওলামায়ে আহনাফের পক্ষ হতে বলা হয় যে, ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর দলিল হলো কিয়াস যা কুরআনে কারীমের আয়াত جَزَاءً بِمَا كَسَبَا -এর مَا -এর পরিপন্থী। কাজেই পবিত্র কুরআনের ওপর আমল করতে হবে, কেননা তা قَطْعِىْ যা অকাট্য। আর ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর উপস্থাপিত কিয়াসকে বর্জন করতে হবে, যেহেতু তা ظَنِّىْ আর ظَنِّىْ টা قَطْعِىْ-এর মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়।

<u>বিশেষ দ্রষ্টব্য :</u> নিম্নোক্ত কথাগুলো ভালভাবে বুঝে নিন—

ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, যদি চোরের নিকট চোরাইকৃত মাল ধ্বংস হয়ে যায় বা চোর ইচ্ছাকৃতভাবে তা ধ্বংস করে ফেলে, উভয় অবস্থায় চোরে হাত কাটা ব্যতীত চোরের ওপর চোরাইকৃত মালের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, চোরাইকৃত মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবস্থায় চোরের ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর চোর ইচ্ছাকৃত মাল ধ্বংস করা অবস্থায় এর ব্যাপারে দু'টি রিওয়ায়াত আছে— এক রিওয়ায়াত মতে চোরের ওপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না, আর দ্বিতীয় রিওয়ায়াত অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কেননা, চোর ইচ্ছাকৃত মাল ধ্বংস করা অবস্থায় চোর হতে দু'টি কর্ম পাওয়া গেছে— একটি চুরি, অপরটি ধ্বংস করা। সুতরাং প্রথম কাজ তথা চুরির শাস্তি হলো হাত কাটা, আর ধ্বংস করার শাস্তি হলো ক্ষতিপূরণ দেওয়া। কিন্তু চোরাইকৃত মাল ধ্বংস হওয়ার ব্যাপার এর ব্যতিক্রম। কেননা, এ অবস্থায় ধ্বংস হওয়াও চুরিরই অন্তর্ভুক্ত, তাই উভয়টির শাস্তি একত্রে হাত কাটা সাব্যস্ত হবে।

وَالدَّلِيْلُ عَلٰى اَنَّ كَلِمَةَ "مَا" عَامَّةٌ مَاذَكَرَه مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا قَالَ الْمَوْلٰى لِجَارِيَتِهٖ اِنْ كَانَ مَافِىْ بَطْنِكِ غُلَامًا فَاَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً لَاتُعْتَقُ وَبِمِثْلِهٖ نَقُوْلُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ" فَاِنَّهٗ عَامٌّ فِىْ جَمِيْعِ مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَمِنْ ضَرُوْرَتِهٖ عَدَمُ تَوَقُّفِ الْجَوَازِ عَلٰى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَجَاءَ فِى الْخَبَرِ اَنَّهٗ قَالَ "لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" فَعَمِلْنَا بِهِمَا عَلٰى وَجْهٍ لَايَتَغَيَّرُ بِهٖ حُكْمُ الْكِتَابِ بِاَنَّا نَحْمِلُ الْخَبَرَ عَلٰى نَفْىِ الْكَمَالِ حَتّٰى تَكُوْنَ مُطْلَقُ الْقِرَاءَةِ فَرْضًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةً بِحُكْمِ الْخَبَرِ -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَالدَّلِيْلُ এবং দলীল عَلٰى اَنَّ এ কথার ওপর (যে,) اَنَّ كَلِمَةَ مَا অবশ্যই مَا শব্দটি عَامَّةٌ আম (ব্যাপক অর্থবোধক) مَا ذَكَرَهٗ যা উল্লেখ করেছেন مُحَمَّدٌ رح ইমাম মুহাম্মদ (র.) اِذَا قَالَ الْمَوْلٰى যখন মনিব বলে لِجَارِيَتِهٖ তার দাসীকে اِنْ كَانَ যদি হয় مَافِىْ بَطْنِكِ যা তোমার পেটে রয়েছে غُلَامًا পুত্র সন্তান فَاَنْتِ তবে তুমি حُرَّةٌ স্বাধীন فَوَلَدَتْ অতঃপর দাসী প্রসব করল غُلَامًا وَجَارِيَةً একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান لَاتُعْتَقُ দাসী আযাদ হবে না وَبِمِثْلِهٖ আর এর অনুরূপ نَقُوْلُ আমরা বলি فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীতে فَاقْرَءُوْا তোমরা পাঠ কর مَا تَيَسَّرَ যা সহজ مِنَ الْقُرْاٰنِ কুরআন থেকে فَاِنَّهٗ অবশ্যই তা مَا পদটি عَامٌّ আম (ব্যাপক অর্থবোধক) وَمِنْ ضَرُوْرَتِهٖ আর এর আবশ্যকতার ফলে عَدَمُ تَوَقُّفِ الْجَوَازِ (সালাত) বৈধ হওয়া নির্ভর না হওয়া, عَلٰى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ সূরা ফাতিহার পড়ার ওপর وَجَاءَ فِى الْخَبَرِ আর হাদীসে এসেছে اَنَّهٗ অবশ্যই قَالَ রাসূল ﷺ বলেছেন لَاصَلٰوةَ সালাত বৈধ হবে না اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ সূরা ফাতিহা ব্যতীত عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَمِلْنَا ফলে আমরা আমল করি بِهِمَا উভয়ের সাথে عَلٰى وَجْهٍ এ হিসেবে (যাতে) لَا يَتَغَيَّرُ পরিবর্তন না হয় بِهٖ -এর ফলে حُكْمُ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর (আম) হুকুমের بِاَنَّا نَحْمِلُ যে আমরা গ্রহণ করি الْخَبَرَ খবরকে عَلٰى نَفْىِ الْكَمَالِ পরিপূর্ণ না হওয়ার ওপর حَتّٰى يَكُوْنَ এমনকি বিবেচিত হবে مُطْلَقُ الْقِرَاءَةِ সাধারণ কেরাত পাঠ করা فَرْضًا ফরজ بِحُكْمِ الْكِتَابِ কুরআনে নির্দেশের ফলে وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ এবং ফাতিহা পাঠ করা وَاجِبَةً ওয়াজিব بِحُكْمِ الْخَبَرِ হাদীসের নির্দেশের ফলে।

<u>সরল অনুবাদ :</u> এবং ما শব্দটি عام হওয়ার দলিল হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.) যা বর্ণনা করেছেন তা। আর তাহলো, যদি কোনো মনিব তার বাঁদিকে বলে যে, তোমার পেটে যা আছে তা যদি ছেলে হয়, তবে তুমি মুক্ত। অতঃপর সে একটি ছেলে সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান প্রসব করল, তবে সে মুক্ত হবে না। অনুরূপ আমরা বলবো যে, আল্লাহর বাণী — فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ, "তোমরা কুরআন হতে যা সহজ তা পাঠ কর"। এর মধ্যে ما শব্দটি হলো عام যা পবিত্র কুরআনের সকল সহজ আয়াতকে অন্তর্ভুক্ত করে। এবং (এর দ্বারা) এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরায়ে ফাতিহা পড়ার ওপর সালাত সহীহ হওয়া নির্ভর করে না, অথচ হাদীসে এসেছে, মহানবী ﷺ

বলেছেন— لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ অর্থাৎ, "সূরায়ে ফাতিহা (তিলাওয়াত করা) ব্যতীত সালাত বিশুদ্ধ হবে না"। কাজেই আমরা কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এমনভাবে আমল করেছি, যাতে করে কিতাবুল্লাহর عام -এর হুকুমে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত না হয়। তাই আমরা হাদীসকে সালাতের পরিপূর্ণতার ওপর প্রয়োগ করবো অর্থাৎ, সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ব্যতীত সালাত পরিপূর্ণ হয় না। এমনকি مُطْلَقْ قِرَاءَة পাঠ করা ফরজ হবে কুরআনে কারীমের নির্দেশ দ্বারা। আর সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব হবে হাদীসের নির্দেশ দ্বারা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالدَّلِيْلُ عَلٰى اَنَّ كَلِمَةَ "مَا" الخ-এর আলোচনা :

গ্রন্থকার স্বীয় এ উক্তি দ্বারা ما শব্দটি عام হওয়ার ওপর দলিল পেশ করেছেন। ما শব্দটি عام হওয়ার দ্বিতীয় দলিল হিসেবে আমরা হানফীরা আল্লাহর বাণী— فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -কে পেশ করি। যার অর্থ— "কুরআনের যেই অংশ সহজ হয় তাই পাঠ কর।" তা সূরায়ে ফাতিহা হোক বা অন্য কোনো সূরা হোকনা কেন। এখানে مَاتَيَسَّرَ -এর ما শব্দটি عام বা ব্যাপকার্থবোধক। এটা কুরআনের যে-কোনো সূরা বা আয়াতকে অন্তর্ভুক্ত করে যা সালাত আদায়কারীর জন্য পাঠ করা সহজ হয়। অতএব, সূরায়ে ফাতিহা পড়ার ওপর সালাত সিদ্ধ হওয়া নির্ভরশীল নয়।

সালাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে ইমামদের মতামত :

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ, "কুরআনের যে অংশ সহজ হয় তাই পাঠ কর"। আয়াতটি অনির্দিষ্টভাবে কুরআনের যে-কোনো অংশ পাঠ করার দ্বারা সালাত শুদ্ধ হওয়া প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন— لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (ফাতিহা ছাড়া সালাত হয় না)। হাদীসটি দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, সালাত শুদ্ধ হওয়া সূরায়ে ফাতিহা পড়ার ওপর নির্ভরশীল। অতএব, আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

আহনাফের মতে, সালাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরজ নয়; বরং ওয়াজিব। ভুলে ফাতিহা ছেড়ে দিলে সালাত হয়ে যাবে, তবে সাহু সিজদা দিতে হবে।

শাফিয়ীদের মতানুসারে সালাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরজ, ফাতিহা ছেড়ে দিলে সালাত বিশুদ্ধ হবে না।

دَلِيْلُ الشَّوَافِعِ বা শাফিয়ীদের দলিল :

তাঁরা তাঁদের সমর্থনে মহানবী ﷺ-এর বাণী— لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ অর্থাৎ, "সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত সালাত সহীহ হবে না"। এ হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। কাজেই বুঝা গেল যে, সালাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরজ। কেননা, এখানে ফাতিহা পাঠ না করলে সালাত বিশুদ্ধ হবে না বলা হয়েছে। আর কেবলমাত্র ফরজকে বাদ দিলেই সালাত সহীহ হয় না বা নষ্ট হয়ে যায়।

دَلِيْلُ الْاَحْنَافِ বা হানাফীদের দলিল :

হানাফীদের মতে, কুরআনের যে অংশ সহজ হয় তাই পাঠ করা ফরজ। উহা সূরায়ে ফাতিহা হোক বা অন্য কোনো সূরা হোক। নির্দিষ্টভাবে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরজ নয়।

তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে আল্লাহর বাণী— فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ - কে দলিল হিসেবে পেশ করেন। আয়াতের মধ্যকার مَا تَيَسَّرَ-এর ما বর্ণটি عام বা ব্যাপকার্থবোধক। এটা সূরায়ে ফাতিহা এবং অন্য যে-কোনো সূরাকে শামিল করে, যা মুসল্লি পাঠ করতে পারে। সুতরাং নির্দিষ্টভাবে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরজ নয়, বরং ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো সূরা পাঠ করলেও ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الشَّوَافِعِ বা ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর উপস্থাপিত দলিলের উত্তর :

আমরা (হানাফীরা) আয়াত ও হাদীস উভয়ের ওপর এমনভাবে আমল করি যাতে عام-এর হুকুমের মধ্যে কোনো পরিবর্তন না হয়। অর্থাৎ, আমরা হাদীসে উল্লিখিত ﻻ বর্ণটিকে অপূর্ণাঙ্গতার অর্থে গ্রহণ করেছি অর্থাৎ, সালাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ না করলে সালাত পূর্ণাঙ্গ হবে না। সালাত মোটেই হবে না— এ অর্থে নয়। অতএব, কুরআনের আয়াত দ্বারা শুধু কিরাত পড়া ফরজ হওয়া প্রমাণিত হলো এবং হাদীস দ্বারা সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হলো।

আর ﻻ বর্ণটি যে অপূর্ণাঙ্গতার অর্থে ব্যবহৃত হয় তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন— لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهٗ (যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ নয়।), لَاصَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ (মসজিদের নিকটবর্তী ব্যক্তিদের সালাত মসজিদে ছাড়া পূর্ণাঙ্গ হবে না।) ইত্যাদি ক্ষেত্রে ﻻ বর্ণটি অপূর্ণাঙ্গতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

লক্ষ্য করুণ!

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, عام অকাট্য হওয়ার কারণে যদি খবরে ওয়াহেদ বা কিয়াসের সাথে দ্বন্দ্ব হয় এবং عام-কে তার সাধারণ অর্থের ওপর রেখে উভয়ের ওপর আমল করা যায়, তাহলে খবরে ওয়াহেদ বা কিয়াসকে বাদ দেওয়া যাবে না। যেমন—فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ-এর মধ্যে এ নীতি অনুসৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি উভয়ের ওপর আমল করা অসম্ভব হয়, তবে عام -এর বিপরীত হুকুম পরিত্যাজ্য হবে। যেমন— جَزَاءً بِمَا كَسَبَا -এর মধ্যে অনুসৃত হয়েছে।

একটি সংশয় ও তার সদুত্তর :

তবে আয়াতে مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ -এ বর্ণিত ما-এর عام হওয়ার প্রতিবাদে হাদীসে এসেছে, নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন: لَاصَلٰوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (অর্থাৎ, সূরায়ে ফাতিহা ব্যতীত সালাত হবে না।) হতে ما পদ عام হওয়ার তথা কুরআনে কারীমের যে-কোন আয়াত সালাতে তিলাওয়াত করার ব্যাপকতার বিধান প্রতিবাদ মুক্ত রইল না।

আহনাফের পক্ষ হতে এর উত্তর :

আহনাফ আলোচ্য প্রতিবাদের উত্তরে বলেন, কুরআন দ্বারা সালাতে যে-কোনো সহজ আয়াত তিলাওয়াত করার বিধান এসেছে। আর হাদীসে সূরায়ে ফাতিহা পড়ার নির্দেশ এসেছে। সুতরাং আমরা আয়াত ও হাদীস উভয়ের ওপর এমনভাবে আমল করবো যাতে কুরআনী বিধানের ওপর কোনোরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। তা এরূপে যে, কুরআন দ্বারা যে-কোনো আয়াত পড়া ফরজ হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে আর হাদীস দ্বারা সূরায়ে ফাতিহা সালাতে পড়া ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হবে। এতএব, কুরআন ও হাদীসের মধ্যে কোনোরূপ সংঘর্ষ রইল না।

আর হাদীসে বর্ণিত— لَاصَلٰوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ -এর صلوة -এর نفى -এর দ্বারা نَفْىُ كَمَالٍ অর্থ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সূরায়ে فَاتِحَةٌ ব্যতীত সালাত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তথা সালাতের ওয়াজিব আদায় হবে না।

وَقُلْنَا كَذٰلِكَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ" اَنَّهٗ يُوْجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوْكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا وَجَاءَ فِى الْخَبَرِ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُئِلَ عَنْ مَتْرُوْكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا فَقَالَ "كُلُوْهُ فَاِنَّ تَسْمِيَةَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ قَلْبِ كُلِّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ" فَلَا يُمْكِنُ التَّوْفِيْقُ بَيْنَهُمَا لِاَنَّهٗ لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا عَامِدًا لَثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا نَاسِيًا فَحِيْنَئِذٍ يَرْتَفِعُ حُكْمُ الْكِتَابِ فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَقُلْنَا আর আমরা বলি كَذٰلِكَ অনুরূপভাবে فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীতে وَلَا تَأْكُلُوْا তোমরা ভক্ষণ কর না مِمَّا উহা থেকে لَمْ يُذْكَرِ উল্লেখ করা হয় নি اسْمُ اللّٰهِ আল্লাহর নাম عَلَيْهِ যাতে اَنَّهٗ নিশ্চয়ই তা يُوْجِبُ আবশ্যিক করে حُرْمَةَ مَتْرُوْكِ التَّسْمِيَةِ বিসমিল্লাহ বর্জিত প্রাণী হারাম হওয়া عَامِدًا ইচ্ছাকৃতভাবে وَجَاءَ فِى الْخَبَرِ এবং হাদীসে এসেছে اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ নিশ্চয় মহানবী ﷺ سُئِلَ জিজ্ঞাসিত হয়েছেন عَنْ مَتْرُوْكِ التَّسْمِيَةِ বিসমিল্লাহ বর্জিত প্রাণীর হুকুমের ব্যাপারে, عَامِدًا ইচ্ছাকৃতভাবে فَقَالَ অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন كُلُوْا তোমরা ভক্ষণ কর فَاِنَّ تَسْمِيَةَ اللّٰهِ কেননা, আল্লাহ তা'আলার নাম فِىْ قَلْبِ كُلِّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে বিদ্যমান فَلَا يُمْكِنُ অতঃপর সম্ভব নয় التَّوْفِيْقُ সামঞ্জস্য বিধান করা, بَيْنَهُمَا উভয়ের মধ্যে لِاَنَّهٗ কেননা لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ যদি হালাল সাব্যস্ত হয় بِتَرْكِهَا বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার ফলে عَامِدًا ইচ্ছাকৃতভাবে لَثَبَتَ الْحِلُّ অবশ্যই হালাল হওয়া সাব্যস্ত হবে بِتَرْكِهَا বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার ফলে نَاسِيًا ভুলক্রমে فَحِيْنَئِذٍ অতঃপর তখন يَرْتَفِعُ উঠে যাবে حُكْمُ الْكِتَابِ কুরআনের হুকুম فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ অতএব হাদীসকে বর্জন করা হবে।

সরল অনুবাদ : অনুরূপভাবে আমরা বলি যে, আল্লাহর বাণী — وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ অর্থাৎ "যে সকল প্রাণী জবাই করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়নি তা তোমরা ভক্ষণ কর না।" এ আয়াতে সে সকল প্রাণী (ভক্ষণ করা)-কে হারাম সাব্যস্ত করে, যাকে জবাই করার সময় বিস্‌মিল্লাহ ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ হাদীসে এসেছে যে, যে সকল প্রাণী জবাই করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে মহানবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "তোমরা তা ভক্ষণ কর। কেননা, প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে বিসমিল্লাহ রয়েছে"। সুতরাং এ দু'টির মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব নয়। কেননা, ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা যদি হালাল হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে ভুলক্রমে তা ছেড়ে দিলে অবশ্যই তা ভক্ষণ করা হালাল হবে, আর তখন কুরআনী বিধানটি উঠে যাবে। কাজেই এখানে খবর তথা হাদীসকে রহিত করা হবে বা ছেড়ে দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَلَا تَأْكُلُوْا الخ -এর আলোচনা :

মুসান্নিফ (র.)-এ আয়াতটিকে عام -এর উপমা দেওয়ার জন্য উপস্থাপন করেছেন। এখানে মাসআলাটি হলো, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো পশু জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয়, তবে কি তার গোশত খাওয়া হালাল হবে না হারাম হবে? এ নিয়ে ইমামদের...

আহ্নাফের মতে, যদি ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয়, তবে তা খাওয়া হারাম। আর যদি ভুলক্রমে ছুটে যায় তবে তা খাওয়া হালাল।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ তরক করুক বা অনিচ্ছাকৃত তরক করুক উভয় অবস্থাতে সে প্রাণী ভক্ষণ করা বৈধ।

ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, যদি জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয়, চাই তা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক উভয় অবস্থায়ই তা ভক্ষণ করা হারাম।

دَلَائِلُ الْأَحْنَافِ : এ প্রসঙ্গে আহনাফগণ একাধিক দলিল পেশ করে থাকেন।

প্রথম দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, আল্লাহর কালাম— لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ-এর মধ্যস্থ مَا শব্দটি عَامٌ বা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছকৃত উভয় প্রকার বিসমিল্লাহ ত্যাগ করাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং উভয়ই হারাম হওয়া বুঝায়। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ (আমার উম্মত হতে ভুলত্রুটি ক্ষমা করা হয়েছে।) দ্বারা সেই عَامٌ হতে ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ ত্যাগ করাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা, ভুলের অবস্থায় বান্দাকে ধরা হয় না। তাছাড়া ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া মূলত বিসমিল্লাহ পড়ার শামিল। কেননা, শরিয়ত ভুলের অবস্থায় বিসমিল্লাহ ত্যাগ করাকে বিসমিল্লাহ পড়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেমন- সাওমের মধ্যে ভুলক্রমে পানাহার করাকে সাওম ভঙ্গ হওয়ার অন্তরায় মনে করা হয় না।

দ্বিতীয় দলিল :

হানাফীদের দ্বিতীয় দলিল হলো ইজমা। কেননা, সমস্ত সাহাবীগণ বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া হারাম হওয়ার ওপর একমত। এজন্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন যে, যদি কোনো কাজি ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ বর্জন করা অবস্থায় জবাইকৃত প্রাণীকে হালাল হওয়ার সিদ্ধান্ত দেন, তাহলে তা কার্যকরী হবে না। কেননা, এ সিদ্ধান্ত ইজমার পরিপন্থী।

তৃতীয় দলিল :

হানাফীদের তৃতীয় দলিল হযরত আদি ইবনে হাতিম (রা.)-এর হাদীস, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন— فَإِنَّكَ سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى كَلْبِ غَيْرِكَ অর্থাৎ, হারাম হওয়ার কারণ বিসমিল্লাহ না পড়াকে গণ্য করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হলো যে, বিসমিল্লাহ পড়া ব্যতীত প্রাণী জবাই করলে তা হালাল হবে না।

دَلِيْلُ الشَّوَافِعِ :

ইমাম শাফিয়ী (র.) নবী কারীম ﷺ-এর হাদীস— كُلُوْا فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللّٰهِ تَعَالٰى الخ (অর্থাৎ, তোমরা খাও, কেননা আল্লাহর নাম প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে রয়েছে।) এবং اَلْمُؤْمِنُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ سَمّٰى أَوْ لَمْ يُسَمِّ (প্রত্যেক মু'মিন আল্লাহর নামে জবাই করে, চাই মুখে বলুক বা না-ই বলুক।) দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মুসলমানের জবাই হালাল। কেননা, তাদের অন্তরে বিসমিল্লাহ রয়েছে। কাজেই মুসলমানদের মুখে বিসমিল্লাহ বলার প্রয়োজন হয় না।

دَلِيْلُ الْإِمَامِ الْمَالِكِ (رح) :

মালিকী মতাবলম্বীগণ দলিল হিসেবে পবিত্র কুরআনের আয়াতটি ব্যবহার করেন যে, وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عليه অর্থাৎ, "যে পশু জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়নি তোমরা তা ভক্ষণ কর না।" কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, বিসমিল্লাহ ছাড়া জবাই করলে তা খাওয়া অবৈধ। আর এখানে বিষয়টিকে مُطْلَقْ রাখা হয়েছে এবং ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত কোনোটিরই উল্লেখ নেই। কাজেই একে কোনো কিছু দ্বারা مقيد ও করা যাবে না। আর কায়দা হলো— اَلْمُطْلَقُ إِذَا أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ الْفَرْدُ الْكَامِلُ অর্থাৎ, মুতলাককে যখন اطلاق করা হয়, তখন এর দ্বারা فَرْدٌ كَامِلٌ উদ্দেশ্য হয়। আর এখানেও তাই হবে। ফলে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক বিসমিল্লাহ বিহীন পশু জবাই করলে তা ভক্ষণ করা যাবে না।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ :

ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর উপস্থাপিত দলিলেরর জবাবে বলা হয় যে—

১. নবী কারীম ﷺ -এর বাণী- كُلُوْهُ فَاِنَّ تَسْمِيَةَ اللّٰهِ فِىْ قَلْبِ كُلِّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ দ্বারা যদি ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়াকেও বাদ দেওয়া হয়, তা কুরআনের আয়াত لَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ -এর অধীনে বিসমিল্লাহ বাদ যাওয়ার কোনো সংখ্যাই বাকি থাকবে না এবং কুরআন لَا تَأْكُلُوْا الخ-এর ওপর عَمَلْ বাদ পড়ে যাবে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীস فَاِنَّ تَسْمِيَةَ اللّٰهِ فِىْ قَلْبِ كُلِّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ বাদ পড়ে যাবে। কেননা, এখানে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্যের কোন পথ নেই।

২. তা ছাড়া এ হাদীসটি দারে কুতনী এবং ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু হাদীসটির সনদ দুর্বল। আর আবদুর রায্যাক হাদীসটি সহীহ্ সনদের সাথে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু হাদীসটি مَرْفُوْعٌ নয়; বরং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হিসেবে তা مَوْقُوْفٌ এবং কোনো কোনো অবস্থায় হাদীসটি স্বয়ং ইমাম শাফিয়ী (র.) বর্ণনা করেছেন, যা مُرْسَلٌ আর مُرْسَلٌ হাদীস স্বয়ং ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতেও দলিল হতে পারে না ।

● ইমাম মালিক (র.) কর্তৃক দলিলের জবাবে ওলামায়ে আহনাফের পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে—

ইমাম মালিক (র.) আমাদের বর্ণিত দলিলসমূহের প্রকাশ্য অর্থের ওপর ভিত্তি করে দলিল দিয়েছেন। বস্তুত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রদত্ত দলিল তথা আয়াত ও হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, যদি আয়াত ও হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ভুলবশত বিসমিল্লাহ বর্জন অবস্থায় জবাইয়ের ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য হতো না; বরং সাহাবীদের সকলেই হারাম হওয়ার অপর ঐকমত্য পোষণ করতেন। কিন্তু সাহাবীগণ আলোচ্য বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করা সত্ত্বেও ভুলবশত বিসমিল্লাহ বর্জন করা হারাম হওয়ার অপর কেউই উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণ উল্লেখ করেননি। এতে বুঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াত ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ বর্জন করার ব্যাপারে প্রযোজ্য, এতে ভুলবশত বিসমিল্লাহ হারাম হওয়া বুঝা যায় না। তা ছাড়া ভুলবশত বিসমিল্লাহ বর্জন করা হারাম হলে এটা মানুষের জন্য সমস্যা হবে। কেননা, মানুষ স্বভাবগতভাবে ভুল করে বসে। আর শরিয়ত মানুষের সমস্যা মুক্ত করার জন্য, মানুষকে সমস্যায় নিক্ষেপ করার জন্য নয়।

وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى "وَاُمَّهَاتُكُمُ الّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ" يَقْتَضِىْ بِعُمُوْمِهٖ حُرْمَةَ نِكَاحِ الْمُرْضِعَةِ وَقَدْ جَاءَ فِى الْخَبَرِ "لَاتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْاِمْلَاجَةُ وَلَا الْاِمْلَاجَتَانِ" فَلَمْ يُمْكِنِ التَّوْفِيْقُ بَيْنَهُمَا فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ، وَاَمَّا الْعَامُّ الَّذِىْ خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ فَحُكْمُهُ اَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهٖ فِى الْبَاقِىْ مَعَ الْاِحْتِمَالِ فَاِذَا قَامَ الدَّلِيْلُ عَلٰى تَخْصِيْصِ الْبَاقِىْ يَجُوْزُ تَخْصِيْصُهُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اَوِ الْقِيَاسِ اِلٰى اَنْ يَّبْقَى الثَّلٰثُ وَبَعْدَ ذٰلِكَ لَايَجُوْزُ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهٖ -

---

শাব্দিক অনুবাদ ঃ كَذٰلِكَ আর অনুরূপ قَوْلُهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী-وَاُمَّهَاتُكُمْ আর তোমাদের মাতা الّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ যারা তোমাদিগকে দুধপান করিয়েছে يَقْتَضِىْ কামনা করে بِعُمُوْمِهٖ ব্যাপকভাবে حُرْمَةَ হারাম হওয়া نِكَاحِ الْمُرْضِعَةِ দুগ্ধদানকারিণীর বিবাহ وَقَدْجَاءَ এবং এসেছে فِى الْخَبَرِ হাদীসে لَاتُحَرِّمُ হারাম হবে না الْمَصَّةُ একবার চোষণ করলে وَلَا এবং হারাম হবে না الْمَصَّتَانِ দুবার চোষণ করলে وَلَا এবং হারাম হবে না الْاِمْلَاجَةُ একবার স্তনের বোটা মুখে প্রবেশ করালে وَلَا এবং হারাম হবে না الْاِمْلَاجَتَانِ দুবার স্তনের বোটা মুখে প্রবেশ করালে وَلَمْ يُمْكِنِ এবং সম্ভব নয় التَّوْفِيْقُ সামঞ্জস্য বিধান করা بَيْنَهُمَا উভয়ের মাঝে فَيُتْرَكُ অতঃপর বর্জন করা হবে الْخَبَرُ হাদীসকে وَاَمَّا الْعَامُّ আর আম الَّذِىْ যা خُصَّ খাস করা عَنْهُ তার থেকে الْبَعْضُ কিছু অংশ فَحُكْمُهُ তার হুকুম হলো اَنَّهُ অবশ্যই يَجِبُ الْعَمَلُ আমল করা ওয়াজিব بِهٖ তার সাথে فِى الْبَاقِىْ অবশিষ্ট অংশে مَعَ الْاِحْتِمَالِ (আরো খাস হওয়ার) সম্ভাবনার সাথে فَاِذَا অতঃপর যখন قَامَ الدَّلِيْلُ দলিল প্রতিষ্ঠিত হয় عَلٰى تَخْصِيْصِ الْبَاقِىْ অবশিষ্ট অংশের খাস করার ওপর بِخَبَرِ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহেদ দ্বারা اَوِ الْقِيَاسِ বা কিয়াস দ্বারা اِلٰى اَنْ يَّبْقَى الثَّلٰثُ তিনটি সংখ্যা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত وَبَعْدَ ذٰلِكَ এরপর لَايَجُوْزُ (আর খাস করা) বৈধ হবে না فَيَجِبُ অতঃপর ওয়াজিব الْعَمَلُ আমল করা بِهٖ তার সাথে।

সরল অনুবাদ ঃ এবং অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর বাণী - وَاُمَّهَاتُكُمُ الّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ অর্থাৎ "এবং তোমাদের স্তন্য দানকারিণী মাতাগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।" এ আয়াতের ব্যাপকতা সকল স্তন্য দানকারিণী মাকে বিবাহ করা হারাম হওয়াকে বুঝায়, অথচ হাদীসে এসেছে— "একবার বা দু'বার চোষণ করলে কিংবা একবার বা দু'বার স্তনের বোটা মুখে প্রবেশ করালে হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় না"। সুতরাং এখানে উভয়ের (خَبَرْ وَاحِدْ ও কুরআনের) মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব নয়, বিধায় خَبَرْ وَاحِدْ তথা হাদীসকে পরিত্যাগ করা হবে।

সুতরাং যে عَامْ হতে কিছু অংশ خَاصْ করা হয়েছে তার বিধান হলো, (যে অংশকে কোনো শরয়ী দলিল দ্বারা خاص করা হয়েছে) তা ছাড়া বাকি অংশের ওপর خَاصْ হওয়ার অবকাশের বা সম্ভাবনার সাথে আমল করা ওয়াজিব। অতঃপর যখন বাকি অংশকে خَاصْ করার ওপর কোনো শরয়ী দলিল পাওয়া যাবে, তখন তিনটি একক বাকি থাকা পর্যন্ত خَبَرْ وَاحِدْ বা কিয়াস দ্বারা خَاصْ করা যাবে, এরপর আর خَاصْ করা যাবে না। সুতরাং তার সাথে (عَامْ ... আমল করা ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ الخ -এর আলোচনা :

সম্মানিত গ্রন্থকার وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ আয়াতটিকে عام-এর উপমা দেওয়ার জন্য এখানে উপস্থাপন করেছেন।

যে শিশুকে কোনো নারী স্তন্যদান করেছে, সে তার ধাত্রী মাতা বা দুধ বোনকে বিবাহ করতে পারবে কিনা? এখানে সর্বসম্মত মাসআলা হলো, যদি শিশু তিন বা তিনের অধিক বার স্তন্য পান করে, তবে সে ছেলের জন্য তার দুগ্ধ মাতা বা বোনকে বিবাহ করা হারাম।

কিন্তু যদি শিশু একবার বা দু'বার মাত্র স্তন্য পান করে থাকে, তবে তার জন্যে পূর্বের হুকুম বা হুরমত সাব্যস্ত হবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

سَبَبُ الْخِلَافِ বা মতভেদের কারণ :

পবিত্র কুরআনে مطلق স্তন দান করার কথা বলা হলেও একটি হাদীসে এসেছে— لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ। অর্থাৎ, "একবার বা দু'বার চোষণের ফলে কিংবা একবার বা দু'বার স্তনের বুটা মুখে দেওয়ার ফলেও হুরমত (সে নারী বা তার মেয়েকে বিবাহ করা হারাম হওয়া) সাব্যস্ত হবে না।" এর কারণেই মতভেদের সূচনা হয়েছে।

بَيَانُ الْاِخْتِلَافِ :

আহনাফের মতে, শিশু কোনো মহিলার স্তন্য পান করলেই তার জন্য হুরমত সাব্যস্ত হবে। এতে সংখ্যার কোনো ধর্তব্য নেই।

শাফিয়ীদের মতে, একবার বা দু'বার পান করলে হুরমত সাব্যস্ত হবে না, তবে এর চেয়ে বেশি পান করলে হুরমত সাব্যস্ত হবে।

دَلِيْلُ الْاَحْنَافِ :

১. ওলামায়ে আহনাফ পবিত্র কুরআনের আয়াতটিকে স্বীয় দলিল হিসেবে পেশ করেন— وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ এ আয়াতে একবার বা দু'বারকে খাস করা হয়নি, বিধায় স্তন্য পান করলেই হুরমত সাব্যস্ত হবে।

২. কিয়াসের চাহিদাও হলো সংখ্যার ধর্তব্য না হওয়া। কেননা, দুধের মধ্যে এক ফোটা পেশাব পড়লেও তা নাপাক হবে, আবার এর চেয়ে বেশি পড়লেও নাপাক হবে। কাজেই যেহেতু এখানে সংখ্যার কোনো ধর্তব্য হয় না, সেহেতু স্তন্য দানের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে না।

دَلِيْلُ الْاِمَامِ الشَّافِعِيْ (رحـ) :

তাঁরা প্রমাণ স্বরূপ এ হাদীসটি পেশ করেন— لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ কাজেই এ হাদীস দ্বারা আয়াতের মধ্যে একবার বা দু'বারকে خَاصّ করা হবে, তাই একবার বা দু'বার স্তন্য পান করলে হুরমত সাব্যস্ত হবে না।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِ বা বিরুদ্ধ বাদীদের উত্তর :

এ আয়তটি হলো عام এবং এ عام-এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। যদি خَبَرْ وَاحِدْ বা কিয়াস তার মোকাবেলা করে, তবে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে خَبَرْ وَاحِدْ বা قِيَاس পরিত্যাগ করা হবে। আর এখানে আয়াত ও হাদীসের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হওয়ায় হাদীসকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। আর পরিত্যাক্ত জিনিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না।

تَرْجِيْحُ الرَّاجِحِ :

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বুঝা গেল যে, ওলামায়ে আহনাফ যা গ্রহণ করেছেন সেটাই বিশুদ্ধ মত। এবং শিশু নারীর স্তন্য একবার পান করুক বা অর্ধবার পান করুক বা তিনবার... [illegible]

একটি অবাঞ্ছিত প্রশ্ন ও তার সমাধান :

প্রশ্ন : আলোচ্য বিষয়ের ওপর যদি এই আপত্তি করা হয় যে, رَضَاعَة -এর মুদ্দতের পর দুধ পান করানো দ্বারা সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং আলোচ্য আয়াত عَام مَخْصُوص مِنْهُ الْبَعْض হলো, যা অবশিষ্ট সংখ্যার মধ্যে ظنى হবে। আর خَبَر وَاحِد দ্বারা ظَنِّى -এর تَخْصِيْص জায়েজ। কাজেই আলোচ্য হাদীস দ্বারা আলোচ্য আয়াতকে تَخْصِيْص করা হবে। এবং বলা যাবে যে, দুধ অধিক পান করালে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হবে, আর দুধ কম পান করানো অবস্থায় হারাম হওয়া সাব্যস্ত হবে না।

উত্তর : এর উত্তর এভাবে দেওয়া হবে যে, আয়াতের মধ্যে দুধ পান করানো দ্বারা ঐ দুধ পান করানো অর্থ, যা দ্বারা উভয়ের মধ্যে جُزْئِيَّتْ-এর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়। অর্থাৎ, দুধ পান করা দ্বারা বাচ্চার দেহ বৃদ্ধি পেয়ে সে বাচ্চা দুগ্ধ দানকারিণী মহিলার অঙ্গ হয়ে যাবে এবং رضاعة -এর মুদ্দতের পর এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। কেননা, এ মুদ্দতের পর বাচ্চার দেহ দুধ দ্বারা বাড়ে না; বরং সেই খাদ্য দ্বারা বৃদ্ধি পায় যা বাচ্চা অভ্যাসগতভাবে গ্রহণ করে।

عَام مَخْصُوص مِنْهُ الْبَعْض -এর ব্যাপারে ওলামাদের মতপার্থক্য :

جَمْهُوْر اَحْنَاف-এর মতে, عَام مَخْصُوْص مِنْهُ الْبَعْض -এর অবশিষ্ট افراد বা সংখ্যা ظنى অবশ্য তার সাথে আমল ওয়াজিব হবে, যেমন– অন্যান্য ظنى বিষয়ের সাথে আমল করা ওয়াজিব এবং خَبَر وَاحِد এবং قِيَاس দ্বারা তার تَخْصِيْص জায়েজ হবে। আর এ خاص করা عام-এর সংখ্যা তিন পর্যন্ত পৌঁছা পর্যন্ত জায়েজ হবে, এরপর জায়েজ হবে না। কেননা, তিনের পরও تَخْصِيْص জায়েয হলে عام-এর অর্থ বর্জন করা হবে। বস্তুত خَبَر وَاحِد এবং قِيَاس দ্বারা كِتَابُ الله-এর نسخ করা জায়েজ হবে না।

কারো কারো মতে, عام -এর অধীনে একক সংখ্যা অবিশিষ্ট থাকা পর্যন্ত تَخْصِيْص করা বৈধ হবে। عَام مَخْصُوْص مِنْهُ الْبَعْض-এর অবশিষ্ট সংখ্যার ব্যাপারে বিশ্লেষণ এই যে, যে عام-এর শব্দ বহুবচন এবং তার অর্থেও আধিক্যতা আছে যেমন– رِجَال ও نِسَاء শব্দ; অথবা শব্দ বহুবচনের নয়, তবে অর্থগতভাবে বহুবচন, যেমন— قَوْم ইত্যাদি, তাহলে এর تخصيص সাধারণত عام -এর সংখ্যা তিন বিশিষ্ট থাকা পর্যন্ত হতে পারে। কেননা, جَمْع-এর প্রয়োগ কমপক্ষে তিনের ওপর হয়ে থাকে। আর যে عام-এর শব্দ বহুবচন হবে কিন্তু তার অর্থে আধিক্যতা নেই, এরূপ عام-এর تخصيص -এর সংখ্যা এক পর্যন্ত হতে পারে। যেমন– من এবং ما অনুরূপ অবস্থা الف ও لام যুক্ত اِسْم جِنْس-এর হবে এবং الف ও لام যুক্ত جمع-এর হুকুমও এটাই। যেমন–اَلْمَرْأَةُ ، اَلنِّسَاء

عَام مَخْصُوْص مِنْهُ الْبَعْض স্বীয় অর্থে কি حَقِيْقَة না مَجَاز :

এ ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে—

জমহুর আশায়েরাহ ও عَام مُعْتَزِلَة -এর মতানুযায়ী عَام مَخْصُوْص مِنْهُ الْبَعْض অর্থগতভাবে হলো مَجَاز مُطْلَق

হাম্বলী ও عَام حَنَفِيَّة দের মতানুসারে حَقِيْقَة হলো مُطْلَقًا

✪ ইমামুল হারামাইন, ইমাম শাফিয়ী (র.) ও সদরুশ শারীআহ হানাফীর মতানুযায়ী যে افراد (সংখ্যা) عَام-এর অধীনে অবশিষ্ট থাকে তাদের মধ্যে عام টা حَقِيْقَة হিসেবে এবং যে افراد -এর تَخْصِيْص হয়েছে তাদের মধ্যে عام টি مَجَاز হিসেবে হবে।

وَاِنَّمَا جَازَ ذٰلِكَ لِاَنَّ الْمُخَصِّصَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الْبَعْضَ عَنِ الْجُمْلَةِ لَوْ اَخْرَجَ بَعْضًا مَجْهُوْلًا يَثْبُتُ الْاِحْتِمَالُ فِىْ كُلِّ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ فَجَازَ اَنْ يَّكُوْنَ بَاقِيًا تَحْتَ حُكْمِ الْعَامِّ وَجَازَ اَنْ يَّكُوْنَ دَاخِلًا تَحْتَ دَلِيْلِ الْخُصُوْصِ فَاسْتَوَى الطَّرَفَانِ فِىْ حَقِّ الْمُعَيَّنِ فَاِذَا قَامَ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِىُّ عَلٰى اَنَّهٗ مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَ تَحْتَ دَلِيْلِ الْخُصُوْصِ تَرَجَّحَ جَانِبُ تَخْصِيْصِهٖ وَاِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ اَخْرَجَ بَعْضًا مَعْلُوْمًا عَنِ الْجُمْلَةِ جَازَ اَنْ يَّكُوْنَ مَعْلُوْمًا بِعِلَّةٍ مَوْجُوْدَةٍ فِىْ هٰذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ فَاِذَا قَامَ الدَّلِيْلُ الشَّرْعِىُّ عَنْ وُجُوْدِ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِىْ غَيْرِ هٰذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ تُرَجَّحُ جِهَةُ تَخْصِيْصِهٖ فَيُعْمَلُ بِهٖ مَعَ وُجُوْدِ الْاِحْتِمَالِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنَّمَا – নিশ্চয় جَازَ বৈধ ذٰلِكَ উহা لِاَنَّ الْمُخَصِّصَ কেননা, (ঐ) খাসকারী, الَّذِىْ যেটা اَخْرَجَ বের করে الْبَعْضَ কিছু অংশকে عَنِ الْجُمْلَةِ আম থেকে لَوْ যদি اَخْرَجَ বের করে بَعْضًا কিছু অংশকে مَجْهُوْلًا অজ্ঞ يَثْبُتُ সাব্যস্ত হয় الْاِحْتِمَالُ সম্ভাবনা فِىْ كُلِّ فَرْدٍ مُعَيَّنٍ প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট এককের মধ্যে فَجَازَ অতএব, বৈধ اَنْ يَّكُوْنَ হওয়া بَاقِيًا অবশিষ্ট تَحْتَ حُكْمِ الْعَامِّ আমের হুকুমের অধীনে وَجَازَ এবং বৈধ اَنْ يَّكُوْنَ হওয়া دَاخِلًا অন্তর্ভুক্ত تَحْتَ دَلِيْلِ الْخُصُوْصِ খাসের দলিলের অধীনে فَاسْتَوٰى অতঃপর সমান সমান হয় الطَّرَفَانِ দু'দিক فِىْ حَقِّ الْمُعَيَّنِ নির্দিষ্টের ক্ষেত্রে فَاِذَا قَامَ অতঃপর যখন প্রতিষ্ঠিত হয় الدَّلِيْلُ الشَّرْعِىُّ শরয়ি দলিল, عَلٰى এ কথার উপর (যে) اَنَّهٗ নিশ্চয় তা مِنْ جُمْلَةِ নির্দিষ্ট দলিল থেকে مَا دَخَلَ যা প্রবেশ করেছে تَحْتَ دَلِيْلِ الْخُصُوْصِ নির্দিষ্টের দলিলের অধীনে تَرَجَّحَ প্রাধান্য লাভ করবে جَانِبُ تَخْصِيْصِهٖ তার খাস হওয়ার দিকটি وَاِنْ كَانَ الْمُخَصِّصُ আর যদি খাসকারী এরূপ হয় (যে) اَخْرَجَ সে বের করে দেয় بَعْضًا কোন একককে (যা) مَعْلُوْمًا নির্দিষ্টকৃত عَنِ الْجُمْلَةِ আম থেকে (তখন) جَازَ বৈধ اَنْ يَّكُوْنَ مَعْلُوْمًا তা নির্দিষ্ট হওয়া بِعِلَّةٍ مَوْجُوْدَةٍ বিদ্যমান ইল্লতের ফলে فِىْ هٰذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ এ নির্দিষ্ট একককে فَاِذَا قَامَ অতঃপর যখন প্রতিষ্ঠিত হয় الدَّلِيْلُ الشَّرْعِىُّ শরয়ী দলিল عَنْ وُجُوْدِ تِلْكَ الْعِلَّةِ ঐ ইল্লত বিরাজমান থাকার ব্যাপারে فِىْ غَيْرِ هٰذَا الْفَرْدِ الْمُعَيَّنِ এ নির্দিষ্ট এককের অন্যের মধ্যে تُرَجَّحُ প্রাধান্য লাভ করে جِهَةُ تَخْصِيْصِهٖ তার খাস হওয়ার দিকটি فَيُعْمَلُ بِهٖ অতঃপর তার উপর আমল করা হবে مَعَ وُجُوْدِ الْاِحْتِمَالِ (নির্দিষ্টের) সম্ভাবনার সাথে।

সরল অনুবাদ : এবং নিশ্চয় এটা জায়েজ হয়েছে। (خَبْرِ وَاحِدْ এবং قِيَاسْ দ্বারা عَامْ مَخْصُوْص مِنْهُ-এর تَخْصِيْص করা।) কেননা, ঐ خَاصْ কারী যেটা বাক্য হতে কিছু অংশকে বের করেছে, যদি সে اَلْبَعْضْ অজ্ঞাত কিছুকে বের করে তবে প্রতিটি নির্দিষ্ট فَرْدْ-এর মধ্যে اِحْتِمَالْ তথা خَاصْ হওয়ার সম্ভাবনা প্রমাণিত হবে। অতএব, প্রতিটি নির্দিষ্ট একক যেভাবে عام-এর অন্তর্ভুক্ত থেকে যেতে পারে, তদ্রূপ নির্দিষ্ট করণকারী বা مخصص ও দলিলের আওতায় আসতে পারে। কাজেই প্রতিটি নির্দিষ্ট এককের দু'টি দিকই সমান সমান হয়ে যায়। এরপর যদি এর উপর কোনো শরয়ী বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সে নির্দিষ্ট একক নির্দিষ্ট করণকারী দলিলের আওতাভুক্ত, তখন নির্দিষ্ট করণের দিকটিই প্রাধান্য লাভ করবে। আর যদি ... বা নির্দিষ্ট করণকারী সমস্ত হতে নির্দিষ্ট কোন একককে

বের করে দেয়, তবে সে জ্ঞাত অংশ ঐ কারণ দ্বারা যুক্ত হতে পারে, যে কারণ উক্ত নির্দিষ্ট অংশে পাওয়া যাচ্ছে। অতএব, এ কারণটি ঐ নির্দিষ্ট এককগুলোতে বিরাজমান থাকার পক্ষে শরয়ী বিধান পাওয়া গেলে, নির্দিষ্ট করণের দিকটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। অতঃপর اِحْتِمَالْ (নির্দিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা) থাকার সাথে তার উপর আমল করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خبر واحد ও قياس দ্বারা عام-এর কিছু অংশকে خاص করা বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ :

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا جَازَ ذٰلِكَ الخ : خَبَرِ وَاحِدْ এবং قِيَاسْ দ্বারা عَامْ مَخْصُوص مِنْهُ الْبَعْض-এর تَخْصِيص-এর কারণ এই যে, مخصص আম হতে যে সকল افراد-কে বের করে দেয় ঐ সকল افراد যদি مجهول বা অজ্ঞাত হয়, তাহলে عام যত সংখ্যা বা افراد-কে অন্তর্ভুক্ত করে ঐ সকল افراد-এর প্রত্যেক নির্ধারিত فرد-এর মধ্যে দু'টি احتمال হবে— (১) নির্ধারিত فرد টি عام-এর অধীনে থাকা, (২) নির্ধারিত فرد টি عام হতে বের হয়ে যাওয়া। সুতরাং عام প্রত্যেক নির্ধারিত فرد-এর ব্যাপারে ظنى হবে।

আর خبر واحد এবং قياس উভয়টাই ظنى হবে। আর এক ظنى দ্বারা অপর ظنى-এর تخصيص হতে পারে। যেমন, আল্লাহর বাণী— وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا-এর মধ্যে بيع শব্দটি عام কেননা, এতে لام جنس প্রবেশ করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা بيع হতে ربوا - কে خاص করেছেন। আর ربوا দ্বারা بيع-এর কোন্ কোন্ প্রকার উদ্দেশ্য তাও বর্ণনা করে দিয়েছেন। মূলত ربوا শব্দের অর্থ— زيادة বা বৃদ্ধি। আর بيع-এর প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে زيادة বা বৃদ্ধি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং بيع-এর প্রত্যেক فرد-এর মধ্যে হারাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর নবী কারীম (সাঃ)-এর বাণী—

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ اَوْ اِسْتَزَادَ فَقَدْ رِبٰوا

অর্থাৎ, "স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খেজুর, লবণ ইত্যাদি যখন বিনিময় করবে তখন সমান সমান পরিমাণে করবে। যদি এক দিকে বেশি পরিমাণে আদান-প্রদান কর, তাহলে ربوا বা সুদ হবে"। এতে প্রতীয়মান হলো যে, উল্লিখিত ছয়টি জিনিসকে সে জাতীয় জিনিসের বিনিময়ে বিক্রয় করার অবস্থায় এক দিকের বৃদ্ধি তথা সুদ হারাম হবে। অন্যান্য বেচাকেনার মধ্যে ربوا হারাম হবে না। এ শর্তে যে, যদি ঐ علة না পাওয়া যায়, যার কারণে উল্লিখিত ছয়টি জিনিসের মধ্যে ربوا হারাম হবে।

আর خاص কারী যখন কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যাকে عام হতে কোনো নির্দিষ্ট علة দ্বারা خاص করবে, তখন সে علة যদি عام-এর অন্য কোনো فرد-এর মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে সে فرد-এর خاص করাও সহীহ হবে। এ ভিত্তিতে عام-এর অধীনে যে افراد অবশিষ্ট থাকে, তাদের মধ্যেও خاص করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। সুতরাং عام তার অবশিষ্ট افراد-এর মধ্যেও ظنى বলে বিবেচিত হবে। এ জন্য তার تخصيص - خبر واحد এবং قياس দ্বারা সহীহ। যেমন, আল্লাহর তা'আলার বাণী— وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ হতে আল্লাহ তা'আলা وَاِنْ اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ-এর দ্বারা নিরাপত্তাকামীদেরকে خاص করেছেন। অতঃপর জানা গেল যে, নিরাপত্তাকামীগণ خاص হওয়ার علة মুসলমানদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা। তারপর অন্যান্য মুশরিকীন যারা মুসলমানদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে না তাদের সাথেও লড়াই করা জায়েজ হবে না। যেমন— মুশরিকীনদের শিশু-সন্তান, বৃদ্ধ, অচল ব্যক্তি ইত্যাদি।

একটি জ্ঞাতব্য ঃ

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, تخصيص-এর জন্য শর্ত হলো تَخْصِيْص করার দলিল স্বতন্ত্র বাক্য হতে হবে এবং ইহা عام-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। সুতরাং যদি مُخَصِّصْ স্বতন্ত্র বাক্য না হয়; বরং জ্ঞান বা অনুভূতি হয়, তাহলে তাকে تخصيص বলা যাবে না। এবং এরূপ تخصيص দ্বারা عام-এর قَطْعِيْ হওয়ার মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত হবে না; বরং তখন عام তার অর্থের দিক থেকে قَطْعِيْ তথা অকাট্য হবে।

اَلتَّمْرِيْن (অনুশীলনী)

১. اصول الفقه-এর সংজ্ঞা দাও এবং তার غرض ও موضوع বর্ণনা কর।

২. اصول الفقه সংকলনের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখ।

৩. এ কিতাবের মূল নাম কি ও কেন? এবং এ কিতাবের লিখক সম্পর্কে যা জান লিখ।

৪. এ কিতাবের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করে এর কতিপয় ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম লিখ।

৫. خاص কাকে বলে? এর প্রকারভেদ ও হুকুম উদাহরণসহ লিখ। (দাঃ পঃ ১৯৯১ইং)

অথবা, خاص কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখ। (দাঃ পঃ ১৯৮৭, ৮৯ইং)

৬. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ আয়াতটি দ্বারা লিখক কি বুঝিয়েছেন? বিস্তারিত লিখ।

৭. فَيُخَرَّجُ عَلٰى هٰذَا حُكْمُ الرَّجْعَةِ فِى الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَزَوَالِهِ وَ تَصْحِيْحِ نِكَاحِ الْغَيْرِ وَاِبْطَالِهِ وَحُكْمُ الْحَبْسِ وَالْاِطْلَاقِ وَالْمَسْكَنِ وَالْاِنْفَاقِ وَالْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ وَتَزَوُّجِ الزَّوْجِ بِاُخْتِهَا وَاَرْبَعٍ سِوَاهَا وَاَحْكَامِ الْمِيْرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا –

উল্লিখিত ইবারতের ব্যাখ্যা কর।

অথবা, আল্লাহর বাণী— وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ আয়াতের উপর ভিত্তি করে যে মাসআলা গুলো বের হয়েছে, তা ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

৮. قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْ اَزْوَاجِهِمْ আয়াত দ্বারা মোহর নির্ধারণ করা শরীয়তের হুকুম , না স্বামী স্ত্রীর মতামতের ওপর নির্ভরশীল? ইমামদের মতভেদসহ আলোচনা কর।

অথবা, قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْ اَزْوَاجِهِمْ আয়াতটি গ্রন্থাকার কি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৯. حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ দ্বারা লিখক কি বুঝাতে চেয়েছেন? সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দাও।

১০. عام কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? حكم সহ বিস্তারিত বিবরণ দাও। (দাঃ পঃ ১৯৮৬,৮৮ইং)

১১. اِذَا قُطِعَ يَدُ السَّارِقِ بَعْدَمَا هَلَكَ الْمَسْرُوْقُ عِنْدَهُ لَايَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ -এর দ্বারা লেখকের উদ্দেশ্য কি? বুঝিয়ে দাও।

১২. ما শব্দটি عام হওয়ার দলিল কি? উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

১৩. সালাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা কি? ইমামদের মতভেদসহ লিখ।

অথবা, فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ-এর দ্বারা লিখকের উদ্দেশ্য কি? বুঝিয়ে দাও।

১৪. لَاتَأْكُلُوْا مِمَّالَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ -এর দ্বারা লিখক কি বুঝিয়েছেন? বুঝিয়ে লিখ।

অথবা, জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ ছেড়ে দিলে তার হুকুম কি? ইমামদের মতভেদসহ লিখ।

১৫. আল্লাহর বাণী–وَاُمَّهَاتُكُمُ الّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ -এর দ্বারা মুসান্নিফ (র.) কোন দিকে ইশারা করেছেন?

অথবা, দুধ মাতাকে বিবাহ করা বৈধ কিনা ? এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ কি? তোমার পছন্দনীয় মতটিকে দলিল দ্বারা প্রাধান্য দাও।

১৬. عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ কাকে বলে? এর হুমুক কি? خَبَرْ وَاحِدْ বা قِيَاسْ দ্বারা একে خَاصْ করা যায় কিনা? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

فَصْلٌ فِى الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ : ذَهَبَ اَصْحَابُنَا اِلٰى اَنَّ الْمُطْلَقَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذَا اَمْكَنَ الْعَمَلُ بِاِطْلَاقِهٖ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ لَايَجُوْزُ مِثَالُهٗ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ" فَالْمَامُوْرُبِهٖ هُوَ الْغُسْلُ عَلَى الْاِطْلَاقِ فَلَايُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ النِّيَّةِ وَالتَّرْتِيْبِ وَالْمُوَالَاةِ وَالتَّسْمِيَةِ بِالْخَبَرِ وَلٰكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَلٰى وَجْهٍ لَايَتَغَيَّرُ بِهٖ حُكْمُ الْكِتَابِ فَيُقَالُ الْغُسْلُ الْمُطْلَقُ فَرْضٌ بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالنِّيَّةُ سُنَّةٌ بِحُكْمِ الْخَبَرِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : ذَهَبَ গিয়েছেন (অভিমত গ্রহণ করেছেন) اَصْحَابُنَا আমাদের সাথীগণ (ইমামগণ) اِلٰى (এ) দিকে اَنَّ الْمُطْلَقَ নিশ্চয় মুতলাক مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার কিতাব হতে اِذَا যখন اَمْكَنَ সম্ভব হয় الْعَمَلُ আমলা করা بِاِطْلَاقِهٖ তাকে মুতলাক রেখে فَالزِّيَادَةُ অতঃপর বৃদ্ধি করা عَلَيْهِ তার উপর بِخَبَرِ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহেদ দ্বারা اَوِ الْقِيَاسِ অথবা কিয়াস দ্বারা لَا يَجُوْزُ বৈধ নয় مِثَالُهٗ তার দৃষ্টান্ত فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীতে فَاغْسِلُوْا অতঃপর তোমরা ধৌত কর وُجُوْهَكُمْ তোমাদের মুখমণ্ডল فَالْمَامُوْرُبِهٖ (এখানে) আদিষ্ট বিষয় হলো هُوَ الْغُسْلُ ধৌত করা عَلَى الْاِطْلَاقِ সাধারণভাবে فَلَا يُزَادُ সুতরাং বৃদ্ধি করা যায় না عَلَيْهِ তার উপর شَرْطُ النِّيَّةِ নিয়তের শর্ত وَالتَّرْتِيْبِ ধারাবাহিকতার, (শর্ত) بِالْخَبَرِ হাদীসের দ্বারা وَلٰكِنْ তবে يُعْمَلُ আমল করা হবে بِالْخَبَرِ হাদীসের সাথে عَلٰى وَجْهٍ এমনভাবে (যাতে) لَايَتَغَيَّرُ পরিবর্তন না হয় بِهٖ এর দ্বারা حُكْمُ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর হুকুম فَيُقَالُ অতঃপর বলা হয়েছে الْغُسْلُ الْمُطْلَقُ সাধারণ ধৌত করা فَرْضٌ ফরয بِحُكْمِ الْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর হুকুম দ্বারা وَالنِّيَّةُ এবং নিয়ত سُنَّةٌ সুন্নাত بِحُكْمِ الْخَبَرِ হাদীসের হুকুম দ্বারা।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : مُطْلَقٌ ও مُقَيَّدٌ সম্পর্কে। আমাদের সাথীগণের (ইমামগণের) নিকট যখন পবিত্র কুরআনের مُطْلَقٌ হুকুম বা সাধারণ নির্দেশ গুলোকে مُطْلَقٌ রেখে তার উপর আমল করা যায়, তখন তাতে خَبَرْ وَاحِدْ বা قِيَاسْ দ্বারা বৃদ্ধি করা বৈধ নয়। তার দৃষ্টান্ত হলো, আল্লাহর বাণী— فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ অর্থাৎ, "তোমরা তোমাদের মুখমন্ডলকে ধৌত কর"। এখানে মামূর বিহী তথা আদিষ্ট বস্তু হলো সাধারণভাবে ধৌত করা। কাজেই এর উপর خَبَرْ وَاحِدْ দ্বারা নিয়ত, তরতীব বা ধারাবাহিতকতা, একের পর এক অঙ্গ ধৌত করা বা মুওয়ালাত এবং বিসমিল্লাহ বলা, এর অতিরিক্ত শর্তারোপ করা যাবে না। তবে خَبَرْ وَاحِدْ-এর উপর এমনভাবে আমল করা হবে, যাতে করে কিতাবুল্লাহর মুতলাক হুকুমের মাঝে কোনো পরিবর্তন না আসে। কাজেই সাধারণ ধৌত করাকে বিতাবুল্লাহর হুকুম দ্বারা ফরয বলা হবে এবং নিয়তকে হাদীস দ্বারা সুন্নত সাব্যস্ত করা হবে বা বলা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلَهٗ فَصْلٌ فِى الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ-এর আলোচনা :

مُطْلَقٌ-এর পরিচয় : مُطْلَقٌ এমন শব্দকে বলা হয় যা শুধুমাত্র মূল বস্তুকেই বুঝায়, আর তার সাথে কোনো গুণের সামান্যতম সম্পর্ক থাকে না, বা مطلق-এর মধ্যে গুণের পূর্ণতা বা ত্রুটির প্রতি কোনোরূপ লক্ষ্য করা হয় না।

مقيد-এর পরিচয় : مقيد এমন শব্দকে বলা হয় যা কোনো বস্তুকে তার মূলের সাথে গুণাগুণসহ বুঝায়, বা যার মধ্যে গুণের পূর্ণতা বা ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করা হয়।

قَوْلَهٗ ذَهَبَ اَصْحَابُنَا الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা লিখক মুতলাকের হুকুম বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, মুতলাকের হুকুমের ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে—

আহনাফের মতে, মুতলাকটা خاص-এর মতো অকাট্য দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কাজেই خبر واحد বা قياس দ্বারা مطلق -কে مقيد করা যাবে না, করলে তা অবৈধ হবে। কেননা, مطلق -কে مقيد করার অর্থ হলো مطلق-এর مطلق হওয়াকে منسوخ করে দেওয়া, আর نسخ এর জন্য শর্ত হলো ناسخ টা منسوخ -এর সমপর্যায়ের বা তার চেয়ে শক্তিশালী হওয়া। আর خبر واحد বা قياس কুরআন এর তুলনায় দুর্বল ও ظنى বিধায় خبر واحد ও قياس দ্বারা কুরআনের مطلق -কে مقيد করা যাবে না।

শাফিয়ীগণ কুরআনের مُطْلَقٌ হুকুমকে عام -এর ন্যায় ظنى বা সন্দেহজ্ঞাপক দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন, ফলে خبر واحد বা قِيَاسٌ দ্বারা পবিত্র কুরআনের مطلق বিধানকে مقيد করা বৈধ।

مُطْلَقٌ এর উপমা :

আল্লাহর বাণী— فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الخ এ আয়াতটি হলো مطلق, একে خَبَرٌ وَاحِدٌ বা قياس দ্বারা مقيد করা যাবে না। কেননা, مطلق কুরআনের বিধানকে مطلق রেখে خَبَرٌ وَاحِدٌ বা قياس -এর ওপর আমল করা সম্ভব হলে আমল করবে, অন্যথায় خبر واحد বা قياس -কে পরিহার করবে।

بَيَانُ الْمَسْئَلَةِ :

এ আয়াত দ্বারা ওযূর ফরযগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে—

আহনাফের মতে ওযূর ফরয 8টি— (১) চেহারা, (২) উভয় হাত, (৩) উভয় পা ধৌত করা এবং (8) মাথা মাসাহ করা।

শাফিয়ীগণ উপরোক্ত ওযূর ফরযগুলো ব্যতীত অতিরিক্ত নিয়ত ও তরতীবকে ফরয বলে থাকেন।

মালিকীগণ এর সাথে অতিরিক্ত ফরয বলে مُوَالاة -কে ফরয গণ্য করেন।

দাউদে জাহেরী উপরোক্ত গুলোর সাথে بِسْمِ اللّٰهِ পড়াকেও ওযূর ফরযের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।

دَلِيْلُ الْاَحْنَافِ :

আহনাফের দলিল হলো— فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল, হাত কনুই পর্যন্ত এবং পা كَعْبَيْن পর্যন্ত ধৌত কর, আর মাথা মাসাহ কর।

এ আয়াতটি مطلق এতে ওযূর ৪টি ফরযকে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু কুরআনের مطلق আয়াতের বিধানের উপর আমল ওয়াজিব, কাজেই ওযূর ফরযও ৪টি হবে।

دَلِيْلُ الشَّوَافِعِ :

তাঁরা নিয়তকে ফরয সাব্যস্ত করেন মহানবী ﷺ -এর বাণী– اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ-এর মাধ্যমে। আর তরতীবকে ফরয সাব্যস্ত করেন মহানবী ﷺ-এর বাণী– لَايَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى صَلٰوةَ اِمْرِأٍ حَتّٰى يَضَعَ الطُّهُوْرَ مَوَاضِعَهُ -এর মাধ্যমে।

دَلِيْلُ الْاِمَامِ مَالِكٍ (رح) :

মালিকীগণ আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, এক ব্যক্তি সালাত পড়ার পর তার পায়ের একটি স্থানে ওযূর পানি পৌঁছেনি দেখে নবী কারীম ﷺ তাকে ওযূ এবং সালাত উভয়টি পুনরায় করার নির্দেশ দিলেন। এতে প্রতীয়মান হলো যে, যদি এই مَوَالَاة ওযূর মধ্যে ফরয না হতো তাহলে নবী কারীম ﷺ সেই অঙ্গ ধৌত করার হুকুমই দিতেন, পুনরায় ওযূ করার হুকুক দিতেন না। কেননা, ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, موالاة ফরয হওয়ায় ওযূর অনেক পরে নবী কারীম ﷺ একটি অবশিষ্ট অঙ্গ ধৌত করার হুকুম দেননি।

دَلِيْلُ دَاوُدَ الظَّاهِرِىْ :

তাঁরা স্বীয় মতের সমর্থনে لَاوُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

মোটকথা হলো, তারা এ সকল হাদীস দ্বারা পবিত্র কুরআনের مطلق আয়াতের বিধানের উপর বর্ধিত করে নিয়ত, তরতীব, مَوَالَاة ও بِسْمِ اللّٰهِ-কে ফরয প্রমাণ করেছেন।

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ :

ইমাম শাফিয়ী,মালিক,দাউদে জাহেরীর দলিল সমূহের উপরে আহনাফ বলেন যে, আলোচ্য ইমামগণ তাঁদের মতের স্বপক্ষে যে সকল হাদীস গ্রহণ করেছেন সেগুলো اَخْبَارِ آحَادْ সুতরাং তাতে যে সকল বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সুন্নত, আর আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া বিষয় ফরয। এ ভিত্তিতে আয়াত ও হাদীসের উপর আমল করলে مطلق قرآن-এর উপর বাড়াবাড়ি বা কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না।

وَكَذٰلِكَ قُلْنَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ" اَنَّ الْكِتَابَ جَعَلَ جَلْدَ الْمِائَةِ حَدًّا لِلزِّنَاءِ فَلَايُزَادُ عَلَيْهِ التَّغْرِيْبُ حَدًّا لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ "اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ" بَلْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَلٰى وَجْهٍ لَايَتَغَيَّرُ بِهٖ حُكْمُ الْكِتَابِ فَيَكُوْنُ الْجَلْدُ حَدًّا شَرْعِيًّا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالتَّغْرِيْبِ مَشْرُوْعًا سِيَاسَةً بِحُكْمِ الْخَبَرِ وَكَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى "وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ" مُطْلَقٌ فِىْ مُسَمَّى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْوُضُوْءِ بِالْخَبَرِ بَلْ يُعْمَلُ بِهٖ عَلٰى وَجْهٍ لَايَتَغَيَّرُ بِهٖ حُكْمُ الْكِتَابِ بِاَنْ يَّكُوْنَ مُطْلَقُ الطَّوَافِ فَرْضًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالْوُضُوْءُ وَاجِبًا بِحُكْمِ الْخَبَرِ فَيُجْبَرُ النُّقْصَانُ اللَّازِمُ بِتَرْكِ الْوُضُوْءِ الْوَاجِبِ بِالدَّمِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপভাবে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীতে اَلزَّانِيَةُ ব্যভিচারিনী وَالزَّانِىْ এবং ব্যভিচারী فَاجْلِدُوْا তোমরা বেত্রাঘাত কর كُلَّ وَاحِدٍ প্রত্যেককে مِنْهُمَا উভয় থেকে مِائَةَ جَلْدَةٍ একশত বেত্রাঘাত اَنَّ الْكِتَابَ অবশ্যই কুরআন جَعَلَ নির্ধারণ করেছে جَلْدَ الْمِائَةِ একশত বেত্রাঘাতকে حَدًّا لِلزِّنَا ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে فَلَا يُزَادُ সুতরাং বৃদ্ধি করা যায় না عَلَيْهِ তার উপর اَلتَّغْرِيْبُ দেশান্তর করাকে حَدًّا (ব্যভিচারের) শাস্তি হিসেবে لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ-এর বাণীর ভিত্তিতে اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত নারীর সাথে ব্যভিচার করলে এদের শাস্তি হলো جِلْدُ مِائَةٍ একশত বেত্রাঘাত وَتَغْرِيْبُ عَامٍ এবং এক বৎসরের জন্য দেশান্তর بَلْ বরং يُعْمَلُ আমল করা হবে بِالْخَبَرِ হাদীসের সাথে عَلٰى وَجْهٍ এভাবে (যাতে) لَايَتَغَيَّرُ পরিবর্তন না হয় بِهٖ এর ফলে حُكْمُ الْكِتَابِ কুরআনের হুকুমের فَيَكُوْنُ সুতরাং হবে اَلْجَلْدُ বেত্রাঘাত حَدًّا شَرْعِيًّا শরয়ী শাস্তি بِحُكْمِ الْكِتَابِ কুরআনের হুকুম দ্বারা وَالتَّغْرِيْبُ এবং দেশান্তর مَشْرُوْعًا প্রযোজ্য হবে سِيَاسَةً অনুশাসনের প্রয়োজন অনুসারে بِحُكْمِ الْخَبَرِ হাদীসের হুকুম দ্বারা, وَكَذٰلِكَ আর তদ্রূপ قَوْلُهٗ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَلْيَطَّوَّفُوْا আর তারা যেন তাওয়াফ করে بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ প্রাচীন ঘরের (কাবা শরীফে) مُطْلَقٌ এ আয়াতটি মুতলাক فِىْ مُسَمَّى الطَّوَافِ তাওয়াফের ক্ষেত্রে بِالْبَيْتِ কাবা ঘরের, فَلَا يُزَادُ সুতরাং বৃদ্ধি করা যায় না عَلَيْهِ তার উপর شَرْطُ الْوُضُوْءِ ওযূর শর্ত بِالْخَبَرِ হাদীস দ্বারা بَلْ বরং يُعْمَلُ আমল করা হবে بِهٖ তার সাথে عَلٰى وَجْهٍ এ হিসেবে (যাতে) لَايَتَغَيَّرُ পরিবর্তন না হয় بِهٖ এর ফলে حُكْمُ الْكِتَابِ কুরআনের হুকুম (এ হিসেবে যে) بِاَنْ يَّكُوْنَ হবে مُطْلَقُ الطَّوَافِ সাধারণ তাওয়াফ فَرْضًا ফরয بِحُكْمِ الْكِتَابِ কুরআনের হুকুম দ্বারা وَالْوُضُوْءُ এবং ওযূ وَاجِبًا ওয়াজিব بِحُكْمِ الْخَبَرِ হাদীসের হুকুম দ্বারা فَيُجْبَرُ النُّقْصَانُ অতঃপর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে اللَّازِمُ যা আবশ্যক হয় بِتَرْكِ الْوُضُوْءِ الْوَاجِبِ ওয়াজিব ওযূ বর্জনের ফলে بِالدَّمِ দম দ্বারা (এক বকরি যবেহ করার দ্বারা)।

সরল অনুবাদ : তদ্রূপ আমরা বলি, আল্লাহর বাণী– اَلزَّانِيَةُ الخ অর্থাৎ, "তোমরা ব্যভিচারকারী নারী ও পুরুষকে একশত বেত্রাঘাত কর।" এখানে কুরআন ব্যভিচারের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেছে। কাজেই মহানবী (সাঃ)-এর বাণী – "অবিবাহিত পুরুষ যদি অবিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাকে একশত বেত্রাঘাত ও এক বৎসরের দেশান্তর করতে হবে।" দ্বারা কুরআনের বর্ণিত বিধানের উপর দেশান্তরকে ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে বৃদ্ধি করা হবে না; বরং হাদীসের উপর এভাবে আমল করা হবে, যাতে করে কুরআনী বিধানে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত না হয়। কাজেই বেত্রাঘাত শরয়ী শাস্তি হবে কুরআন দ্বারা। আর দেশান্তর করা রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে প্রযোজ্য হবে, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তদ্রূপ আল্লাহর বাণী – وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ (অর্থাৎ, তারা যেন আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করে।) এ আয়াতটি আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করতে মুতলাক ভাবে বলা হয়েছে। কাজেই خبر واحد দ্বারা ওযূর শর্ত এখানে বৃদ্ধি করা হবে না; বরং হাদীসের উপর এমনভাবে আমল করা হবে যাতে কুরআনের বিধানে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত না হয় আর তাহলো, সাধারণ তওয়াফ করা ফরয হবে কুরআনের দ্বারা। আর হাদীসের বিধান দ্বারা ওযূ ওয়াজিব হবে। কাজেই ওয়াজিব ওযূ বর্জনের দ্বারা যে ক্ষতি সাধিত হয়, তাকে কুরবানী দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى اَلزَّانِيَةُ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) পবিত্র কুরআনের مطلق আয়াতের হুকুমের মধ্যে خبر واحد বা قياس দ্বারা যে কোনোরূপ مقيد করা যায় না, তার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যিনাকারী নারী পুরুষের প্রত্যেকের উপর একশত কোড়া লাগানো হবে। এটাই যিনার হদ্দ হিসেবে কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত হলো, যা خاص অনুরূপ قطعى বা অকাট্য। সুতরাং হাদীস اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ দ্বারা যিনার হদ্দ হিসেবে একশত কোড়ার সাথে এক বৎসরের দেশান্তরকেও যদি যোগ করা হয়, তাহলে কুরআনের অকাট্য হুকুমের উপর হাদীসের দ্বারা বৃদ্ধি করা জরুরী হয়ে পড়ে, যা জায়েয নেই। কেননা, হাদীস যা خبر واحد এবং قياس উভয়ই ظنى সুতরাং ظنى হাদীস দ্বারা قطعى কুরআনের উপর বৃদ্ধি করা বা পরিবর্তন করা জায়েজ হবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। তা নিম্নরূপ–

আহনাফের মতে, ব্যভিচারের শাস্তি হলো একশত কোড়া মারা বা বেত্রাঘাত করা।

ইমাম শাফিয়ী (র.) যেহেতু مُطْلَقْ قُرْآن -কে হাদীসের অনুরূপ ظنى মনে করে, তাই তাঁর মতে কুরআনকে হাদীস দ্বারা مقيد করা জায়েজ আছে। অতএব, ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, যিনার হদ্দ হবে একশত কোড়া ও এক বৎসরের দেশান্তর।

اَلْجَوَابُ عَنِ الشَّوَافِعِ :

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতের উত্তরে বলেন যে, হযরত ওমর ফারূক (রা.) উইমাইয়া ইবনে খালফকে যিনার পরে একশত কোড়া ও দেশান্তর করার পর যখন দেখলেন যে, উমাইয়া ইবনে খালফ রোমের বাদশাহ হারকেলের সাথে মিলিত হয়ে নাসারা হয়ে গেছে। এ কারণে হযরত ওমর (রা.) বললেন যে, আমি আর কাউকে দেশান্তর করবো না। এতে প্রতীয়মান হলো যে, দেশান্তর করা হদ্দের অন্তর্ভুক্ত নয়, নতুবা হযরত ওমর (রা.) দেশান্তর করা বাদ দেওয়ার কথা বলতেন না। কেননা, হদ্দ রহিত করার অধিকার শরিয়ত ব্যতীত কারো নেই।

যিনার হদ্দের ব্যাপারে হাদীস ও কুরআনের দ্বন্দ্বের সমাধান :

উল্লেখ্য যে, আয়াত দ্বারা যিনার হদ্দ একশত কোড়া সাব্যস্ত হলো আর হাদীস একশত কোড়ার সাথে এক বৎসরের দেশান্তরকেও বৃদ্ধি করেছে। এমতাবস্থায় কুরআন ও হাদীস উভয়টির উপর এমনভাবে আমল করা যাবে, যাতে কুরআনের হুকুমের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৃদ্ধি ও পরিবর্তন সাধিত না হয়। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের উপর এ ভিত্তিতে আমল করতে হবে যে, কুরআনের বিধান মতে যিনার হদ্দ একশত কোড়া সাব্যস্ত হয়েছে, আর এক বৎসরের জন্য দেশান্তর করা হাদীসের বিধান মতে রাষ্ট্রীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার রক্ষার প্রয়োজনে অনুমোদিত হয়েছে। এটা সমসাময়িক বিচারক ও রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তবে দেশান্তর করা যিনার হদ্দের অন্তর্ভুক্ত নয়।

وَكَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الخ-এর আলোচনা :

এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার পবিত্র কুরআনের مطلق বিধানকে خبر واحد বা কিয়াস দ্বারা مقيد করা যায় না, এর আরেকটি উপমা পেশ করতে যেয়ে এ আয়াতটি এনেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, (আয়াতের অর্থ) "তারা যেন পুরাতন ঘর তথা কা'বা শরীফের তওয়াফ করে"। আলোচ্য আয়াত দ্বারা শুধু বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর উপর خبر واحد দ্বারা তওয়াফের প্রারম্ভে ওযূ করার শর্ত বাড়ানো যাবে না। কেননা, এতে مُطْلَقْ قُرْاٰن -এর উপর خَبَرْ وَاحِدْ দ্বারা বাড়াবাড়ি বুঝা যাবে, যা জায়েজ নেই।

অবশ্য এ ব্যাপারেও শাফিয়ীগণ আহনাফের সাথে মতানৈক্য করে থাকেন। কেননা, যদি কোনো ব্যক্তি ওযূ না করে তওয়াফ করে তবে তাদের নিকট তওয়াফই হবে না, যেহেতু তারা তওয়াফের জন্য ওযূ করা ফরয বলেন। যেমনিভাবে সালাত ওযূ ছাড়া আদায় করলে তা বিশুদ্ধ হবে না, তদ্রূপ ওযূ ছাড়া তওয়াফ করলেও তার তওয়াফ সহীহ হবে না।

এ ব্যাপারে হানাফীগণ বলেন, কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া তওয়াফ ফরয বিধান হিসেবে পালন করবে। কেননা, হাদীসের মধ্যে তওয়াফের ব্যাপারে তাকিদ এসেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ওযূ ব্যতীত বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করে, সে ব্যক্তির তওয়াফের ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর ওযূ না করায় তার যে গুনাহ হবে, তা সে দম দ্বারা পরিশোধ করবে।

وَكَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى "وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ" مُطْلَقٌ فِىْ مُسَمَّى الرُّكُوْعِ فَلَايُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ التَّعْدِيْلِ بِحُكْمِ الْخَبَرِ وَلٰكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَلٰى وَجْهٍ لَايَتَغَيَّرُ بِهٖ حُكْمُ الْكِتَابِ فَيَكُوْنُ مُطْلَقُ الرُّكُوْعِ فَرْضًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالتَّعْدِيْلُ وَاجِبًا بِحُكْمِ الْخَبَرِ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا يَجُوْزُ التَّوَضِّىْ بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَبِكُلِّ مَاءٍ خَالَطَهٗ شَىْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ اَحَدَ اَوْصَافِهٖ لِاَنَّ شَرْطَ الْمَصِيْرِ اِلَى التَّيَمُّمِ عَدَمُ مُطْلَقِ الْمَاءِ وَهٰذَا قَدْ بَقِىَ مَاءً مُطْلَقًا فَاِنَّ قَيْدَ الْاِضَافَةِ مَازَالَ عَنْهُ اِسْمُ الْمَاءِ بَلْ قَرَّرَهٗ فَيَدْخُلُ تَحْتَ حُكْمِ مُطْلَقِ الْمَاءِ –

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপ قَوْلُهٗ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَارْكَعُوْا তোমরা রুকূ কর مَعَ الرَّاكِعِيْنَ রুকূকারীদের সাথে مُطْلَقٌ মুতলাক فِىْ مُسَمَّى الرُّكُوْعِ রুকূ করার ক্ষেত্রে فَلَا يُزَادُ সুতরাং বৃদ্ধি করা যায় না عَلَيْهِ তার উপর شَرْطُ التَّعْدِيْلِ ধিরস্থিরতার শর্ত بِحُكْمِ الْخَبَرِ হাদীসের হুকুম দ্বারা وَلٰكِنْ কিন্তু يُعْمَلُ আমল করা হবে بِالْخَبَرِ হাদীসের সাথে عَلٰى وَجْهٍ এ হিসেবে (যাতে) لَا يَتَغَيَّرُ পরিবর্তন না হয় بِهٖ এর ফলে حُكْمُ الْكِتَابِ কুরআনের হুকুম فَيَكُوْنُ অতএব, হবে مُطْلَقُ الرُّكُوْعِ সাধারণ রুকূ করা فَرْضًا ফরয بِحُكْمِ الْكِتَابِ কুরআনের হুকুম দ্বারা وَالتَّعْدِيْلُ এবং ধিরস্থিরতা وَاجِبًا ওয়াজিব بِحُكْمِ الْخَبَرِ হাদীসের হুকুম দ্বারা। وَعَلٰى هٰذَا আর এর ওপর ভিত্তি করে قُلْنَا আমরা বলি يَجُوْزُ জায়েয التَّوَضِّىْ ওযূ করা بِمَاءِ الزَّعْفَرَانِ যাফরানের পানি দ্বারা وَبِكُلِّ مَاءٍ এবং ঐ সব পানি দ্বারা خَالَطَهٗ যার সাথে মিশ্রিত হয়েছে شَىْءٌ طَاهِرٌ পবিত্র বস্তু فَغَيَّرَ অতঃপর পরিবর্তন করে দিয়েছে اَحَدَ اَوْصَافِهٖ তার গুণসমূহের একটি গুণ لِاَنَّ কেননা شَرْطَ الْمَصِيْرِ প্রত্যাবর্তনের শর্ত اِلَى التَّيَمُّمِ তায়াম্মুমের দিকে عَدَمُ مُطْلَقِ الْمَاءِ সাধারণ পানি না থাকা وَهٰذَا আর এখানে قَدْ بَقِىَ অবশিষ্ট রয়েছে مَاءً مُطْلَقًا সাধারণ পানি فَاِنَّ কেননা قَيْدَ الْاِضَافَةِ বর্ধিত গুণ مَازَالَ দূর করে নি عَنْهُ তার থেকে اِسْمُ الْمَاءِ পানির নাম بَلْ বরং প্রবেশ করবে تَحْتَ حُكْمِ مُطْلَقِ الْمَاءِ সাধারণ পানির অধীনে।

সরল অনুবাদ : তদ্রূপ আল্লাহর বাণী— وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ অর্থাৎ, "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর"। এ আয়াতটি রুকু করার ক্ষেত্রে হলো مطلق কাজেই হাদীসের দ্বারা এর উপর تعديل-এর শর্ত বৃদ্ধি করা হবে না। তবে হাদীসের উপর এমন পদ্ধতিতে আমল করা হবে, যাতে করে কুরআনের হুকুমের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন না আসে। সুতরাং সাধারণ রুকু করা হলো ফরয যা কুরাআনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে এবং تَعْدِيْل اَرْكَان হলো ওয়াজিব যা হাদীসের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

এরই উপর ভিত্তি করে আমরা বলি যে, ওযূ বৈধ হবে জাফরানের পানি দ্বারা এবং প্রত্যেক এমন পানি দ্বারা যার সাথে কোনো পবিত্র জিনিস মিশ্রিত হয়ে তার কোনো এক গুণের বিকৃতি সাধান করে ফেলেছে। কেননা, তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো মুতলাক পানি না থাকা, অথচ এখানে মুতলাক পানি বাকি রয়েছে। কেননা, ঐ বৈশিষ্ট্যারোপের কারণে পানির নাম দূর হয়ে যায়নি; বরং তাকে আরো জোরদার করা হয়েছে। অতএব, জাফরান ইত্যাদির পানি মুতলাক পানিরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا مَعَ الخ-এর আলোচনা :

এখানেও গ্রন্থকার পবিত্র কুরআনের مطلق বিধানকে خبر واحد বা قياس দ্বারা مقيد করা যায় না, এর প্রমাণস্বরূপ এ আয়াতটির উল্লেখ করেছেন।

এখানে কুরআনের আয়াত দ্বারা শুধুমাত্র রুকু করার ফরয সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই এর সাথে تعديل -কে ও ফরয বলে এ আয়াতের মুতলাক হুকুমকে مقيد করা যাবে না।

تَعْدِيْل কি ফরয না ওয়াজিব?

এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে—

ইমাম আযম ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে تعديل হলো ওয়াজিব।

ইমাম শাফিয়ী (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তা ফরয।

دَلِيْلُ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ وَمُحَمَّدٍ (رحـ) :

তাঁরা পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা স্বীয় পক্ষে দলিল উপস্থাপন করেন, আর তাহলো— وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ এখানে শুধুমাত্র রুকুর কথা বলা হয়েছে, কাজেই রুকুই ফরয হবে।

دَلِيْلُ الشَّافِعِىْ وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) :

তারা এক বেদুইন ব্যক্তির সালাতের ঘটনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, তাহলো— একজন গ্রামবাসী মাসজিদে নববীতে প্রবেশ করে সালাত পড়বার সময় রুকু-সিজদা খুব তাড়াতাড়ি করছিল, তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন— قُمْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (দাঁড়াও এবং সালাত পড়, কেননা তুমি সালাত পড়নি।) এভাবে কয়েকবার সালাত পড়ার পর তৃতীয় অথবা চতুর্থবার ঐ ব্যক্তি নিবেদন করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সালাতের মধ্যে ধীরস্থিরভাবে রুকু কর, সিজদা কর।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الشَّافِعِى وَاَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) : ইমাম আযম (র.)-এর পক্ষ হতে এর জবাবে বলা হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, مطلق قران অকাট্য, ظنى হাদীস দ্বারা একে مقيد করা জায়েয নেই। কেননা, مقيد করা মানে منسوخ করা। আর نسخ এর জন্য শর্ত হলো, ناسخ টা منسوخ-এর সমান বা উত্তম হতে হবে। তাই ظنى হাদীস দ্বারা قطعى কুরআন منسوخ বা مقيد হতে পারে না। তাই কুরআন وَارْكَعُوْا দ্বারা সাব্যস্ত শুধু রুকুর হুকুমের উপর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত تعديل-এর হুকুমকে ফরয হিসেবে বৃদ্ধি করা যাবে না। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া تعديل-কে ওয়াজিব হিসেবে পালন করার মতামত ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهٗ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا يَجُوْزُ التَّوَضِّىْ الخ-এর আলোচনা :

মুসান্নিফ (র.) উল্লিখিত মতবাদের উপর ভিত্তি করে কতিপয় শাখা মাসআলা বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে আহনাফ ও শাফিয়ীদের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ— فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا অর্থাৎ, "যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম কর"। আয়াতে বর্ণিত পানি বলতে مُطْلَق پَانِى-কে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ, مطلق پانى পাওয়া না গেলেই তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে। সুতরাং জাফরানের পানি বা অন্য কোনো পবিত্র জিনিস মিলিত পানি পাওয়া যাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েজ হবে না। কেননা, জাফরান ইত্যাদির সাথে পানির সম্পর্ক হওয়ায়, পানির مطلق پانى হওয়া দূরীভূত হয়নি। যেহেতু তায়াম্মুম জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো مطلق পানি পাওয়া না যাওয়া।

اَلْمَاءُ الْمُطْلَقُ-এর পরিচয় :

ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, مَاءٌ مُطْلَقٌ ঐ পানিকে বলে, যা এমন বৈশিষ্ট্যের উপর বিদ্যমান যে বৈশিষ্ট্যের সাথে পানি আসমান হতে বর্ষিত হয়েছে। সুতরাং ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, জাফরানের পানি, সাবানের পানি, উশনানের পানি ইত্যাদি ماء مطلق নয়, তাই সে জাতীয় পানি পাওয়া যাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ماء مطلق হওয়ার জন্য আসমান হতে বর্ষিত পানির গুণের ওপর হওয়া শর্ত নয়। কেননা, ماء مطلق-এর জন্য এ শর্ত فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَاءً আয়াত হতে বুঝা যায়নি। অতএব, ماء مطلق হওয়ার জন্য এ শর্ত করলে আল্লাহর কালামের উপর বাড়াবাড়ি করা আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং এতে مطلق -কে مقيد করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা জায়েজ নেই।

একটি اِعْتِرَاضْ ও তার জবাব :

যদি এ আপত্তি করা হয় যে, ماء زعفران তথা জাফরানের পানি দ্বারা যদি ওযূ জায়েজ হয়, তাহলে ماء نجس দ্বারা কেন ওযূ জায়েজ হবে না? বস্তুত ماء زعفران যদি ماء مقيد না হয়, তাহলে ماء نجس ও مَاءٌ مُقَيَّدٌ না হওয়া উচিত।

এর জবাবে বলা হয় যে, ইহা ماء نجس তথা নাপাক পানি مقيد হওয়া না হওয়ার কারণে নয়; বরং ماء نجس দ্বারা ওযূ করা জায়েজ হবে না মর্মে ইঙ্গিতকারী আয়াত وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ-এর কারণে। কেননা, ماء نجس পবিত্রতা অর্জনের পরিপন্থী, আর জাফরান ও সাবানের পানি পবিত্রতা অর্জনের পরিপন্থী নয়। সুতরাং مَاءٌ نَجِسٌ-কে مَاءٌ زَعْفَرَانٌ-এর উপর قياس করা ঠিক হবে না।

وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلٰى صِفَةِ الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ قَيْدًا لِهٰذَا الْمُطْلَقِ وَبِهِ يُخْرَجُ حُكْمُ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَالصَّابُوْنِ وَالْاُشْنَانِ وَاَمْثَالِهِ وَخَرَجَ عَنْ هٰذِهِ الْقَضِيَّةِ اَلْمَاءُ النَّجِسُ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى "وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ" وَالنَّجِسُ لَايُفِيْدُ الطَّهَارَةَ وَبِهٰذِهِ الْاِشَارَةِ عُلِمَ اَنَّ الْحَدَثَ شَرْطٌ لِوُجُوْبِ الْوُضُوْءِ فَاِنَّ تَحْصِيْلَ الطَّهَارَةِ بِدُوْنِ وُجُوْدِ الْحَدَثِ مُحَالٌ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ এ গুণে অবশিষ্ট থাকার শর্ত عَلٰى صِفَةِ الْمُنَزَّلِ অবতীর্ণের গুণের উপর مِنَ السَّمَاءِ আসমান থেকে قَيْدًا মুকাইয়্যেদ لِهٰذَا الْمُطْلَقِ এ মুতলাকের জন্য وَبِهِ আর এর কারণে يُخْرَجُ বের করা যায় حُكْمُ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ যাফরানের পানির হুকুম وَالصَّابُوْنِ এবং সাবানের পানির হুকুম وَالْاُشْنَانِ এবং উশনানের পানির হুকুম وَاَمْثَالِهِ এবং এদের সাদৃশ্যের وَخَرَجَ এবং বের হয়ে গিয়েছে عَنْ هٰذِهِ الْقَضِيَّةِ এ হুকুম থেকে اَلْمَاءُ النَّجِسُ অপবিত্র পানি بِقَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা وَلٰكِنْ কিন্তু يُرِيْدُ তিনি চান لِيُطَهِّرَكُمْ তোমাদিগকে পবিত্র করতে وَالنَّجِسُ আর অপবিত্র পানি لَايُفِيْدُ الطَّهَارَةَ পবিত্রতার ফায়দা দেয় না وَبِهٰذَا الْاِشَارَةِ আর এ ইঙ্গিত দ্বারা عُلِمَ প্রতীয়মান হয় اَنَّ الْحَدَثَ নিশ্চয় বে-ওযূ হওয়া شَرْطٌ শর্ত, لِوُجُوْبِ الْوُضُوْءِ ওযূ ওয়াজিব হওয়ার জন্য فَاِنَّ কেননা تَحْصِيْلَ الطَّهَارَةِ পবিত্রতা অর্জন করা بِدُوْنِ وُجُوْدِ الْحَدَثِ হদছ পাওয়া যাওয়া ব্যতীত مُحَالٌ অসম্ভব।

সরল অনুবাদ : আর আকাশ হতে বর্ষিত পানি সে গুণে বহাল থাকার শর্ত করা মুতলাকের জন্য শর্তারোপ হয়ে যায়। আর এ শর্ত হতে জাফরান, শাবান, উশনান ইত্যাদি পানির হুকুম বের করা হয়ে থাকে। এবং এ হুকুম হতে অপবিত্র পানি বের হয়ে গেছে আল্লাহর বাণী– وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ (অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পবিত্র করতে চান।) দ্বারা। কেননা, অপবিত্র পবিত্রতার ফায়দা দেয় না। আর এরই মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওযূ ওয়াজিব হওয়ার জন্য অপবিত্র হওয়া শর্ত। কেননা, অপবিত্রতার অবর্তমানে পবিত্রতা অর্জন সম্ভব নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَانَ شَرْطُ بَقَائِهِ عَلٰى صِفَةِ الخ -এর আলোচনা :

মুতলাক পানির ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী (র.) কর্তৃক আরোপিত শর্তের পর্যালোচনা : ইমাম শাফিয়ী (র.) ওযূ সিদ্ধ হওয়ার জন্য এরূপ পানির শর্তারোপ করেন, যেরূপ পানি আকাশ হতে বর্ষিত হয়েছিল। মূলত এর দ্বারা মুতলাককে মুকাইয়্যাদ করা হয়। কেননা, আল্লাহর বাণী— فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا مَاءً –এর মধ্যে পানিকে মুতলাক (অনির্দিষ্ট) উল্লেখ করা হয়েছে। মুতলাককে মুতলাক রেখে কার্যকর করা সম্ভব হওয়ার অবস্থায় মুকাইয়্যাদ নাজায়েজ। এ কারণেই আমরা (হানাফীগণ) বলি যে, ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর উল্লিখিত শর্তারোপ বৈধ নয়। এখানে স্মরণযোগ্য যে, ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর নিকট জাফরান, সাবান এবং উশনানের পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম সিদ্ধ। কেননা, উক্ত পানিতে আকাশ হতে বর্ষিত পানির গুণ পাওয়া যায়নি। আমরা (হানাফীগণ) বলি— জাফরান, সাবান এবং উশনানের পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম বৈধ নয়, ওযূই প্রয়োজন। কেননা, উক্ত পানিও মুতলাক পানির অন্তর্গত। অবশ্য গোলাপের পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম বৈধ হবে। কেননা,

এটা মুতলাক পানি নয়; বরং মুকাইয়্যাদ পানি। আর মুতলাক পানি না পাওয়া গেলেই তায়াম্মুমের হুকুম কার্যকর হয়। মুতলাক এবং মুকাইয়্যাদ পানির পার্থক্য হলো, যে পানি মানুষের চেষ্টায় তৈরি করা হয়েছে তা মুকাইয়্যাদ পানি এবং যে পানি এরূপ নয়, তা মুতলাক পানি।

সুতরাং জাফরানের পানি, সাবানের পানি, উশনানের পানি, কূপের পানি, ঝর্নার পানি, নদীর পানি সবই মুতলাক পানির অন্তর্গত। কেননা, জাফরানের পানির অর্থ হলো, যাতে জাফরান ঢেলে দেওয়া হয়েছে, এতে জাফরানের আরক বুঝায় না। অনুরূপভাবে সাবানের পানি সাবান হতে, উশনানের পানি উশনান হতে, কূপের পানি কূপ হতে আরকের মতো বের করা হয় না; বরং এগুলোকে সাধারণ পানিতে মিশানো হয় মাত্র। অতএব, উল্লিখিত সমস্ত উদাহরণে যে সম্বন্ধ রয়েছে, উহা দ্বারা পানির রকম নির্দিষ্ট করা হয়েছে, নতুবা সম্বন্ধটি উল্লেখ ছাড়া সমস্ত পানিকে মুতলাক পানি বুঝায়। আর গোলাপের পানি ও গোশতের পানিকে মুকাইয়্যাদ পানিই বলা হয়। কেননা, প্রথমটি দ্বারা গোলাপের আরক এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা গোশতের আরক বুঝায়। স্মরণযোগ্য যে, গোলাপের আরক গোলাপ হতে এবং গোশতের আরক গোশত হতে মানুষের চেষ্টা দ্বারা নির্গত হয়।

قَوْلُهُ تَعَالٰى وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ-এর আলোচনা :

এ আয়াতটি দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য : গ্রন্থকার এ আয়াতটি দ্বারা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, যা শাফিয়ীদের পক্ষ হতে হানাফীদের উপর করা হয়েছে। প্রশ্নটি হলো, مَاءُ النَّجِسِ -কেও মুতলাক পানি বলে ধরে নিতে হবে। কাজেই তা দ্বারাও ওযূ সিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অথচ অপবিত্র পানি দ্বারা ওযূ হয় না। এর কারণ কি?

উত্তর এই যে, ওযূর মূল উদ্দেশ্য হলো, পবিত্রতা অর্জন করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ (কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।); আর নাপাক পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। অতএব, এর দ্বারা ওযূ ও গোসল বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ وَبِهٰذِهِ الْاِشَارَةِ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) ওযূ ওয়াজিব হওয়ার জন্য حدث বা অপবিত্র হওয়া শর্ত-এর বর্ণনা দিয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর বাণী— وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ-এর ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা গেল যে, ওযূ ওয়াজিব হওয়ার জন্য حدث তথা ওযূবিহীন হওয়া শর্ত। কেননা, আয়াতের অর্থ হলো— "কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান"। আর পবিত্র করা حدث হওয়ার পরে হয়ে থাকে। কেননা, পবিত্র থাকা অবস্থায় পবিত্রতা অর্জন করা দ্বারা تَحْصِيْلُ حَاصِلٍ লাজেম আসে। আর পবিত্রতা অর্জনের জন্য এমন জিনিস ব্যবহার করা উচিত, যা নিজে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্র করতে পারে। অতএব, مَاءٌ نَجِسٌ-এর ব্যবহার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হবে না।

আলোচ্য বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হলো যে, فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَاءً الاية দ্বারা শুধু مُطْلَقٌ পানি অর্থ নেওয়া হয়নি; বরং مُطْلَقُ مَاءٍ طَاهِرٍ অর্থ করা হবে। অতএব, مَاءٌ نَجِسٌ পাওয়া যাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে অসুবিধা নেই।

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمُظَاهِرُ اِذَا جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ فِىْ خِلَالِ الْاِطْعَامِ لَايَسْتَأْنِفُ الْاِطْعَامَ لِاَنَّ الْكِتَابَ مُطْلَقٌ فِىْ حَقِّ الْاِطْعَامِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ عَدَمِ الْمَسِيْسِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الصَّوْمِ بَلِ الْمُطْلَقُ يَجْرِىْ عَلٰى اِطْلَاقِهِ وَالْمُقَيَّدُ عَلٰى تَقْيِيْدِهِ وَكَذٰلِكَ قُلْنَا اَلرَّقَبَةُ فِىْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِيْنِ مُطْلَقَةٌ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْاِيْمَانِ بِالْقِيَاسِ عَلٰى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَاِنْ قِيْلَ اِنَّ الْكِتَابَ فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ يُوْجِبُ مَسْحَ مُطْلَقِ الْبَعْضِ وَقَدْ قَيَّدْتُمُوْهُ بِمِقْدَارِ النَّاصِيَةِ بِالْخَبَرِ ـ

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (ইমাম) আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, اَلْمُظَاهِرُ যিহারকারী اِذَا جَامَعَ যখন সঙ্গম করে اِمْرَأَتَهُ স্বীয় স্ত্রীর সাথে فِىْ خِلَالِ الْاِطْعَامِ (মিসকিনদেরকে) খানা খাওয়ার মাঝে لَايَسْتَأْنِفُ নবায়ন করবে না لِلْاِطْعَامِ খানা খাওয়ার জন্য لِاَنَّ الْكِتَابَ কেননা, কুরআন مُطْلَقٌ মুতলাক فِىْ حَقِّ الْاِطْعَامِ (মিসকিনদেরকে) খানা খাওয়ানোর ব্যাপারে فَلَا يُزَادُ সুতরাং বৃদ্ধি করা যায় না عَلَيْهِ -এর উপর شَرْطُ عَدَمِ الْمَسِيْسِ স্পর্শ না করার শর্ত بِالْقِيَاسِ কিয়াস করে عَلَى الصَّوْمِ রোযার উপর بَلْ বরং الْمُطْلَقُ মুতলাক يَجْرِىْ প্রচলিত থাকবে عَلٰى اِطْلَاقِهِ তার মুতলাকের উপর وَالْمُقَيَّدُ এবং মুকাইয়্যাদ (থাকবে) عَلٰى تَقْيِيْدِهِ তার মুকাইয়্যাদের ওপর وَكَذٰلِكَ আর তদ্রূপ قُلْنَا আমরা বলি اَلرَّقَبَةُ গোলাম আযাদ করা فِىْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ যিহারের কাফফারায় وَالْيَمِيْنِ এবং শপথের কাফফারায় مُطْلَقَةٌ মুতলাক فَلَا يُزَادُ সুতরাং বৃদ্ধি করা যায় না عَلَيْهِ -এর উপর شَرْطُ الْاِيْمَانِ ঈমান তথা মুসলমান হওয়ার শর্ত بِالْقِيَاسِ কিয়াস করে عَلٰى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ হত্যার কাফফারা উপর فَاِنْ قِيْلَ যদি প্রশ্ন করা হয় (যে) اِنَّ الْكِتَابَ নিশ্চয় কুরআন فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ মাথা মাসেহের ব্যাপারে يُوْجِبُ কুরআন ওয়াজিব করে مَسْحَ مُطْلَقِ الْبَعْضِ মুতলাক কিছু অংশ মাসেহকে وَقَدْ قَيَّدْتُمُوْهُ অথচ আপনারা একে (মুতলাককে) মুকাইয়্যাদ করেছেন بِمِقْدَارِ النَّاصِيَةِ ললাট পরিমাণ بِالْخَبَرِ হাদীস দ্বারা।

<u>সরল অনুবাদ :</u> ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যিহারকারী যখন যিহারের কাফ্ফারা হিসেবে মিসকিনদের খানা খাওয়ানোর মধ্যেই যদি যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে তাকে নতুন করে মিসকিন খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। কেননা, পবিত্র কুরআনে মিসকিন খাওয়ানোর ব্যাপারটিকে মুতলাকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং صوم -এর উপর কিয়াস করে স্পর্শ না করার শর্ত বৃদ্ধি করা হবে না; বরং মুতলাক তার আপন গতিতে তথা মুতলাক হিসেবে এবং مقيد তার مقيد হিসেবেই থাকবে।

তদ্রূপ আমরা বলি যে, যিহার ও কসমের কাফ্ফারায় কৃতদাস মুক্ত করার ব্যাপারটিও মুতলাক। কাজেই হত্যার কাফ্ফারার উপর কিয়াস করত ঈমানের শর্ত বৃদ্ধি করা হবে না।

যদি বলা হয় যে, মাথা মাসাহ-এর ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন মুতলাক কিছু অংশ মাসাহ করাকেই ফরয সাব্যস্ত করেছে, অথচ আপনারা এ মুতলাক হুকুমকে হাদীস দ্বারা مِقْدَارِ نَاصِيَة তথা ললাট পরিমাণ নির্ধারিত করে তাকে مُقَيَّد তথা শর্ত যুক্ত করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) الخ -এর আলোচনা :

এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার পূর্ব বর্ণিত বিধানের ভিত্তিতে যিহারের এমন একটি মাসআলার বর্ণনা দিয়েছেন। যে মাসআলাটিতে আহনাফ ও শাফিয়ীদের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে।

যিহারের পরিচয় :

নিজের স্ত্রীকে সর্বকালীন মুহাররামাতের সাথে তুলনা দেওয়াকে যিহার বলা হয়। যেমন– কোনো ব্যক্তি যদি স্বীয় স্ত্রীকে বলে– "তুমি আমার মায়ের মতো" তখন একথা দ্বারা ঐ স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যায়। তবে যিহারের কাফ্ফারা আদায় করলে তার জন্য পুনরায় বৈধ হবে।

যিহারের হুকুম :

যদি কোনো স্বামী আপন স্ত্রীর সাথে যিহার করে, তবে সে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। এবং স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে না এবং সহবাসে উৎসাহী কোন কাজও করতে পারবে না। কিন্তু যদি যিহারের কাফ্ফারা আদায় করে, তাহলে সে কৃত অপরাধ হতে নিষ্কৃতি পাবে, আর তার স্ত্রী তার জন্য পুনরায় বৈধ হয়ে যাবে।

যিহারের কাফ্ফারা :

যিহারের কাফ্ফারার বর্ণনায় মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন—

وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا .... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করে, এরপর তারা নিজেদের ব্যক্ত করা বিষয়ের সংশোধন করতে চায়, তবে তাদের পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে দাস মুক্ত করতে হবে। আর যদি সে দাস মুক্ত করতে অপারগ হয়, তবে স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে। একাধারে দু'মাস সাওম রাখতে হবে, আর যদি এতেও সক্ষম না হয়, তবে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে।

قياس দ্বারা مطلق-কে مقيد করার বিধান :

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, قياس দ্বারা مطلق -কে مقيد করা জায়েজ নেই। এ ভিত্তিতে গ্রন্থকার ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতামত ব্যক্ত করে قياس দ্বারা مطلق-কে مقيد করার উদাহরণ পেশ করেছেন। যার বিশ্লেষণ হলো, যিহারকারী যিহার করার পর তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কাফ্ফারার বেলায় গোলাম আযাদ ও অনবরত দুই মাস সাওম সমাপ্ত হবার পূর্বে স্ত্রীর সাথে সহবাস বা স্পর্শ করা নিষেধ হবে না। কেননা, ষাট মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর ব্যাপারে আয়াতে قَبْلَ اَنْ يَّتَمَاسَّا এর قيد নেই। অতএব, যিহারের কাফ্ফারায় বর্ণিত অনবরত দু'মাস সাওম রাখার উপর قياس করে ষাট মিসকিনকে খাওয়ানোর ব্যাপারে ও খাওয়ানো সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ বলে মনে করা যাবে না। কেননা, এতে قياس দ্বারা مطلق -কে مقيد করা হবে, যা জায়েজ নেই।

যিহারের কাফ্ফারায় ইমামদের মতভেদ :

এ মাসআলায় আহনাফ ও শাফিয়ীদের মধ্যে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে—

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ :

তাঁরা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হুকুমকেই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, যিহারকারী দাস মুক্ত করবে বা লাগাতার দু'মাস সিয়াম সাধনা করবে বা ষাটজন মিসকিনকে দু'বেলা ভক্ষণ করাবে। যদি দু'বেলা ষাটজন মিসকিনকে ভক্ষণ করানো কালীন সময়ে একে অপরের সাথে মিলিত হয় এবং সহবাস বা এ জাতীয় কিছু করে, তবে তাকে পুনরায় প্রথম থেকে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে না। কেননা, ষাটজন মিসকিন খাওয়ানোর ব্যাপারে কুরআনে قَبْلَ اَنْ يَّتَمَاسَّا -এর قيد নেই। আর ষাটজন মিসকিনকে দুই বেলা খাওয়ানোর ব্যাপারকে যদি দু'মাস সাওম রাখার উপর قياس করা হয়, তাহলে اَوْ اِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا-এর مطلق আয়াতকে قياس দ্বারা ... জায়েজ নেই।

مَذْهَبُ الشَّوَافِعِ :

ইমাম শাফিয়ী (র.) যিহারের কাফ্ফারায় ষাটজন মিসকিনকে দুই বেলা খাওয়ানোর ব্যাপারে অনবরত দু'মাস সাওম রাখার উপর قِيَاسٌ করে বলেন যে, অনবরত দু'মাস সাওমের ভিতরে স্ত্রী সহবাস বা সহবাসের সহায়ক কোন কর্ম করলে যেরূপ পুনঃ দু'মাস সাওম রাখতে হবে, তদ্রূপ ষাটজন মিসকিনকে দুই বেলা খাওয়ানোর মধ্যেও যদি সহবাস বা সহবাসের সহায়ক কোনো ব্যাপার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে ষাটজন মিসকিনকে পুনঃ দুই বেলা খাওয়াতে হবে।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ قُلْنَا الرَّقَبَةُ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) পবিত্র কুরআনের مُطْلَقٌ আয়াতকে যে, خَبَرُ وَاحِدٍ বা قياس দ্বারা مقيد করা যায় না এর একটি উপমা পেশ করেছেন। তিনি বলেন, যিহার এবং ইয়ামীনের কাফ্ফারার ব্যাপারে আয়াতে فتحرير رقبة বলা হয়েছে, এতে مؤمنه-এর কোনো قيد লাগানো হয়নি। অথচ যিহার ও ইয়ামীনের কাফ্ফারার ব্যাপারকে قتل -এর কাফ্ফারার উপর قياس করে যিহার ও ইয়ামীনের কাফ্ফারায় ও مؤمنة হওয়ার قيد করা হয়, যা জায়েজ নেই; বরং যিহার ও ইয়ামীনের কাফ্ফারার ব্যাপারে مطلق غلام আযাদ করে দিলেই যথেষ্ট হবে।

<u>মোদ্দাকথা :</u> ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যিহার ও ইয়ামীনের কাফ্ফারার ব্যাপারে আয়াত مطلق হওয়ার কারণে رقبة মু'মিন হওয়ার শর্ত কার্যকরী হবে না। আর ইমাম শাফিয়ী (র.) যিহার ও ইয়ামীনের কাফ্ফারাকে قتل-এর কাফ্ফারার উপর কিয়াস করে বলেন– قتل-এর কাফ্ফারায় যেমন مؤمنة হওয়ার শর্ত আছে, যিহার ও ইয়ামীনের কাফ্ফারায় তদ্রূপ رقبه টি ও مؤمنة হতে হবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ قِيْلَ اِنَّ الْكِتَابَ الخ -এর আলোচনা :

উক্ত ইবারাতের মাধ্যমে শাফিয়ীগণের পক্ষ হতে আহনাফের উপর একটি اعتراض। করা হয়েছে। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলো–

تَقْرِيْرُ الْاِعْتِرَاضِ :

শাফিয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, হে হানাফীগণ! তোমরা خبر واحد দ্বারা مطلق-কে مقيد করা জায়েজ মনে কর না। বস্তুত মাথা মাসাহের আয়াত وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ -এর মধ্যে مطلق আংশিক মাথা মাসাহ করার হুকুম, কিন্তু তোমরা হযরত মুগীরা ইবনে শু'বার হাদীস وَمَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ দ্বারা مطلق আংশিক মাথা مِقْدَارُ نَاصِيَةٍ তথা কপাল পরিমাণ অর্থাৎ, মাথার এক-চতুর্থাংশ পরিমাণের সাথে مطلق তথা আংশিক মাথাকে مقيد করেছ, যা তোমাদের মাযহাবের পরিপন্থী।

اَلْجَوَابُ عَنِ الْاِعْتِرَاضِ الْوَارِدِ বা বিবাদমান সমীক্ষার উত্তর :

উত্তর নং ১

এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন যে, আমরা হযরত মুগীরা ইবনে শু'বার (র.)-এর হাদীস দ্বারা مطلق -কে مقيد করছি না; বরং আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান আংশিক মাথার মাসাহ ফরয হওয়া ঠিকই আছে, তা যে কোনো আংশিক মাথা হোকনা কেন। আর হযরত মুগীরা ইবনে শু'বার হাদীস দ্বারা মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করা ফরয বলে দেখানো হয়েছে। এর দ্বারা مطلق-কে مقيد করা হয়নি।

উত্তর নং ২

وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ এ আয়াতের মধ্যে মাথা মাসাহ করার নির্দেশ মুতলাক নয়; বরং মুজমাল বা অস্পষ্ট; হাদীস হলো এর ব্যাখ্যা। অতএব, এখানে মুতলাককে মুকাইয়্যাদ করা হয়নি।

مُطْلَقٌ ও مُجْمَلٌ-এর পার্থক্য :

মুতলাক ও মুজমালের মধ্যে পার্থক্য হলো, মুতলাক দ্বারা সাধারণভাবে মূল বস্তু বুঝায়। আর শরিয়তে তার হুকুম হলো, তার অন্তর্ভুক্ত যে-কোনো একককে কার্যকর করলেই সম্পূর্ণ মামুর বিহীকে বাস্তবায়নকারী বুঝাবে। আর মুজমালের মর্ম

وَالْكِتَابُ مُطْلَقٌ فِىْ اِنْتِهَاءِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيْظَةِ بِالنِّكَاحِ وَقَدْ قَيَّدْتُمُوْهُ بِالدُّخُوْلِ بِحَدِيْثِ اِمْرَأَةِ رِفَاعَةَ قُلْنَا اِنَّ الْكِتَابَ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ فِىْ بَابِ الْمَسْحِ فَاِنَّ حُكْمَ الْمُطْلَقِ اَنْ يَّكُوْنَ الْاٰتِىْ بِاَيِّ فَرْدٍ كَانَ اٰتِيًا بِالْمَامُوْرِبِهٖ وَالْاٰتِىْ بِاَيِّ بَعْضٍ كَانَ هٰهُنَا لَيْسَ بِاٰتٍ بِالْمَامُوْرِبِهٖ فَاِنَّهٗ لَوْمَسَحَ عَلَى النِّصْفِ اَوْ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لَايَكُوْنُ الْكُلُّ فَرْضًا وَبِهٖ فَارَقَ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلَ وَاَمَّا قَيْدُ الدُّخُوْلِ فَقَدْ قَالَ الْبَعْضُ اِنَّ النِّكَاحَ فِى النَّصِّ حُمِلَ عَلَى الْوَطْئِ اِذِ الْعَقْدُ مُسْتَفَادٌ مِنْ لَفْظِ الزَّوْجِ وَبِهٰذَا يَزُوْلُ السُّؤَالُ وَقَالَ الْبَعْضُ قَيْدُ الدُّخُوْلِ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ وَجَعَلُوْهُ مِنَ الْمَشَاهِيْرِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ تَقْيِيْدُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ـ

<u>শাব্দিক অনুবাদ</u> : وَالْكِتَابُ আর কুরআন مُطْلَقٌ মুতলাক فِىْ اِنْتِهَاءِ الْحُرْمَةِ الْغَلِيْظَةِ চরম হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে (তিন তালাক প্রাপ্ত হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে) بِالنِّكَاحِ বিবাহ দ্বারা وَقَدْ قَيَّدْتُمُوْهُ অথচ আপনারা একে মুকাইয়্যাদ করেছেন بِالدُّخُوْلِ সঙ্গম করা শর্ত করে بِحَدِيْثِ اِمْرَأَةِ رِفَاعَةَ রিফায়ার স্ত্রীর সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা قُلْنَا আমরা (উত্তরে) বলি اِنَّ الْكِتَابَ নিশ্চয় কুরআন لَيْسَ নয় بِمُطْلَقٍ মুতলাক فِىْ بَابِ الْمَسْحِ মাসেহের ব্যাপারে فَاِنَّ কেননা حُكْمَ الْمُطْلَقِ মুতলাকের হুকুম হলো– اَنْ يَّكُوْنَ সে হবে الْاٰتِىْ সম্পাদনকারী بِاَيِّ فَرْدٍ كَانَ যে কোনো অংশকে هٰهُنَا এখানে (মাসেহের ক্ষেত্রে) لَيْسَ بِاٰتٍ সে সম্পাদনকারী নয় بِالْمَامُوْرِ بِهٖ আদিষ্ট বিষয়কে فَاِنَّهٗ কেননা لَوْ مَسَحَ যদি সে মাসেহ করে عَلَى النِّصْفِ অর্ধাংশ اَوْ عَلَى الثُّلُثَيْنِ অথবা দু-তৃতীয়াংশ لَايَكُوْنُ الْكُلُّ সমস্ত মাথা সাব্যস্থ হয় না فَرْضًا ফরয وَبِهٖ আর এর দ্বারা فَارَقَ الْمُطْلَقُ الْمُجْمَلَ মুতলাক ও মুজমালের মাঝে পার্থক্য সাব্যস্ত হয়েছে। وَاَمَّا قَيْدُ الدُّخُوْلِ আর সঙ্গম করার শর্ত فَقَدْ قَالَ الْبَعْضُ অতঃপর (এ ব্যাপারে) কেউ কেউ বলেছেন اِنَّ النِّكَاحَ নিশ্চয় নিকাহ শব্দটি فِى النَّصِّ আয়াতে حُمِلَ ব্যবহৃত হয়েছে عَلَى الْوَطْئِ সঙ্গমের উপর তথা সঙ্গম অর্থে اِذِ الْعَقْدُ কেননা, বন্ধন (এর) مُسْتَفَادٌ ফায়দা গ্রহণ করা যায় مِنْ لَفْظِ الزَّوْجِ زوج শব্দ থেকে। بِهٰذَا আর এ আলোচনা দ্বারা يَزُوْلُ السُّؤَالُ প্রশ্নটি দূরীভূত হয়ে যায় وَقَالَ الْبَعْضُ আর কেউ কেউ বলেছেন قَيْدُ الدُّخُوْلِ সঙ্গমের শর্ত ثَبَتَ সাব্যস্ত হয়েছে فَلَا يَلْزَمُهُمْ সুতরাং তাদের উপর অভিযোগ উত্থাপিত হয় না تَقْيِيْدُ الْكِتَابِ কুরআনকে মুকাইয়্যেদ করা بِخَبَرِ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহেদ দ্বারা।

সরল অনুবাদ : বিবাহের মাধ্যমে حُرْمَتْ غَلِيْظَةْ তথা চরম হারাম হওয়ার ব্যাপারটির ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের বিধান হলো মুতলক, অথচ তোমরা امرأة رفاعه বা রিফাআর স্ত্রীর হাদীস দ্বারা উহাকে مقيد বা শর্তযুক্ত করেছ।

আমরা বলি যে, কুরআন মাথা মাসাহের ব্যাপারে মুতলাক নয়। কেননা, মুতলাকের হুকুম হলো যে, এর যে-কোনো একককে আদায় করলেই مامور به তথা আদিষ্ট কার্য সম্পাদন করা বুঝায়। অথচ মাথা মাসাহ-এর বেলায় কতিপয় একক কার্য সম্পাদন করলেই আদিষ্ট বস্তু (مامور به)-কে বাস্তবায়নকারী বুঝায় না। কেননা, যদি কেউ অর্ধেক বা দুই-তৃতীয়াংশ মাসাহ করে, তবে তো পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরয সাব্যস্ত হয় না। এর দ্বারা মুতলাক ও মুজমালের মধ্যে পার্থক্য সাব্যস্ত হয়ে গেল।

পক্ষান্তরে সহবাস বা دخول-এর শর্তের ব্যাপারে ওলামাগণ বলেন যে, আয়াত তথা نص -এর মধ্যে نكاح শব্দটি সহবাস অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, عقد -এর অর্থ– زوج শব্দ হতেই গ্রহণ করা হয়েছে। এ আলোচনা দ্বারা প্রশ্নটি দূরীভূত হয়ে যায়।

আবার কোনো কোনো ওলামার মতে, دخول তথা সহবাসের قيد বা শর্তারোপ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর মুহাদ্দিসীনে কিরাম উক্ত হাদীসটিকে হাদীসে মশহুর হিসেবে প্রমাণিত করেছেন। কাজেই কিতাবুল্লাহকে خبر واحد দ্বারা مقيد করা অবশ্যক হলো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْكِتَابُ مُطْلَقٌ فِيْ اِنْتِهَاءِ الخ-এর আলোচনা :

উল্লেখ্য যে, উক্ত ইবারাতের মাধ্যমে ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর পক্ষ হতে আহনাফের প্রতি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলো—

تَقْرِيْرُ السُّؤَالِ :

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন যে— فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ আয়াতটির মর্মার্থ হলো, যদি কেউ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তখন ঐ নারীকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিলে সে যদি তাকে তালাক প্রদান করে, তবে প্রথম স্বামীর জন্য ঐ নারীকে পুনঃ বিবাহ করা সিদ্ধ হবে। আয়াতটি তিন তালাক প্রাপ্তা নারীর প্রথম স্বামীর সাথে পুনঃবিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নিষিদ্ধতা শুধু দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধন দ্বারাই শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মুতলাক; কিন্তু হানাফী মাযহাবের অনুসারী আলিমগণ রিফাআর হাদীস দ্বারা এ মুতলাককে মুকাইয়্যাদ করেন। তাঁরা বলেন, শুধু বিবাহ দ্বারা চরম হারাম নিঃশেষ হয়ে যায় না; বরং বিবাহের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সহবাস শর্ত। অথচ হানাফীদের মতেই খবরে ওয়াহেদ দ্বারা মুতলাককে মুকাইয়্যাদ করা বৈধ নয়।

اَلْجَوَابُ عَنْ اِيْرَادِ الشَّوَافِعِ বা শাফেয়ীদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব :

قَوْلُهُ وَاَمَّا قَيْدُ الدُّخُوْلِ الخ : حَلَالُهُ -এর ব্যাপারে আয়াত حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا -এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহের পর তালাক দিলেই প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রীকে বিবাহ জায়েজ হবে। কিন্তু হানাফীগণ দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ হওয়াতেই প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রীকে বিবাহ জায়েজ বলে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রীর বিবাহ জায়েজ হওয়ার জন্য শর্ত হলো স্ত্রীর সাথে দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস হতে হবে। এতে مطلق আয়াতকে خبر واحد দ্বারা مقيد করা হলো, যা হানাফীদের মতে জায়েজ নেই। এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন, حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا আয়াতে تنكح শব্দের অর্থ– توطئ কেননা, زوجا শব্দ দ্বারাই عقد نكاح বুঝা যায়। অতএব, عقد نكاح ব্যতীত زوج হবে কিভাবে? সুতরাং প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা হালাল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস করার আবশ্যকতা আয়াত হতেই বুঝা যায় خبر واحد দ্বারা নয়।

কারো মতে উত্তর হলো, حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا -কে اِمْرَأَةُ رِفَاعَةَ -এর হাদীস দ্বারা مقيد করা হয়েছে। আর امرأة رفاعه -এর হাদীস خبر واحد নয়; বরং مشهور ... আয়াতকে مقيد করা জায়েজ আছে।

إِمْرَأَةُ رِفَاعَةَ-এর কাহিনী :

প্রকাশ থাকে যে, رفاعة -এক ব্যক্তির নাম। যিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। তাঁর তালাক প্রদত্ত স্ত্রী আব্দুর রহমান ইবনে যুবায়েরের সাথে বিবাহ বসে ছিলেন। কিন্তু আব্দুর রহমান ইবনে যুবায়েব ছিলেন পুরুষত্বহীন। মহিলা নবী কারীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আব্দুর রহমান ইবনে যুবায়ের এর পুরুষত্বহীনতার কথা জানালেন। নবী কারীম ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি কি পুনঃ رفاعة-এর নিকট ফিরে যেতে চাও? মহিলা উত্তরে বললেন, হাঁ। ইহাতে নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন— لَا حَتّٰى تَذُوْقِىْ مِنْ عُسَيْلَتِهٖ وَيَذُوْقَ هُوَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ অর্থাৎ, "উভয়ের পরস্পরের সহবাসের পূর্বে তুমি رفاعة-এর নিকট ফিরে যেতে পারবে না।" এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রী হালাল হওয়ার জন্য দ্বিতীয় স্বামীর সহবাস শর্ত।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১. مطلق ও مقيد -এর পরিচয় দাও। এবং مطلق এর হুকুম কি? উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২. فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ الخ -এর দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য কি? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

৩. ওযূতে নিয়ত, তরতীব, মুওয়ালাত, বিসমিল্লাহ পাঠ করা ফরয কিনা? ইমামদের মতবাদসহ বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৪. اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ -এর দ্বারা লেখকের উদ্দেশ্য কি? বিস্তারিত লিখ।

৫. তওয়াফ করার জন্য ওযূ শর্ত কিনা? এতে ফকীহগণের মতামত কি? দলিলসহ উল্লেখ কর।

৬. وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -এর ব্যাখ্যা কর।

৭. قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ -এর মাধ্যমে গ্রন্থকার কোন বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন? ইমামদের মতভেদসহ বিষয়টি ফুটিয়ে তুলে তোমার পছন্দনীয় মতটিকে প্রাধান্য দান কর।

৮. সাবান, জাফরান ও উশনানের পানি দ্বারা ওযূ করার বিধান ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

৯. যিহারের সংজ্ঞা দাও। এর হুকুম ও কাফ্ফারা সম্পর্কে যা জান বিস্তারিত লিখ।

১০. فَاِنْ قِيْلَ اِنَّ الْكِتَابَ فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ يُوْجِبُ مَسْحَ مُطْلَقِ الْبَعْضِ وَقَدْ قَيَّدْتُمُوْهُ مِقْدَارَ النَّاصِيَةِ بِالْخَبَرِ - উল্লিখিত ইবারাতের ভাবার্থ বুঝিয়ে দাও।

১১. وَاَمَّا قَيْدُ الدُّخُوْلِ فَقَدْ قَالَ الْبَعْضُ اِنَّ النِّكَاحَ فِى النَّصِّ حُمِلَ عَلَى الْوَطْىِ اِذِ الْعَقْدُ مُسْتَفَادٌ مِنْ لَفْظِ الزَّوْجِ وَبِهٰذَا يَزُوْلُ السُّؤَالُ وَقَالَ الْبَعْضُ قَيْدُ الدُّخُوْلِ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ وَجَعَلُوْهُ مِنَ الْمَشَاهِيْرِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ تَقْيِيْدُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ - উল্লিখিত ইবারাতের ব্যাখ্যা কর।

فَصْلٌ فِى الْمُشْتَرَكِ وَالْمُؤَوَّلِ : اَلْمُشْتَرَكُ مَاوُضِعَ لِمَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ اَوْ لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةِ الْحَقَائِقِ مِثَالُهُ قَوْلُنَا جَارِيَةٌ فَاِنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْاَمَةَ وَالسَّفِيْنَةَ وَالْمُشْتَرِىْ فَاِنَّهُ يَتَنَاوَلُ قَابِلَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَكَوْكَبَ السَّمَاءِ وَقَوْلُنَا بَائِنٌ فَاِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْبَيْنَ وَالْبَيَانَ وَحُكْمُ الْمُشْتَرَكِ اَنَّهُ اِذَاتَعَيَّنَ الْوَاحِدُ مُرَادًا بِهِ سَقَطَ اِعْتِبَارُ اِرَادَةِ غَيْرِهِ لِهٰذَا اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى اَنَّ لَفْظَ الْقُرُوْءِ الْمَذْكُوْرِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَحْمُوْلٌ اِمَّا عَلَى الْحَيْضِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا اَوْ عَلَى الطُّهْرِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِىْ (رحـ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) اِذَا اَوْصٰى لِمَوَالِىْ بَنِىْ فُلَانٍ وَلِبَنِىْ فُلَانٍ مَوَالٍ مِنْ اَعْلٰى وَمَوَالٍ مِنْ اَسْفَلَ فَمَاتَ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ فِىْ حَقِّ الْفَرِيْقَيْنِ لِاِسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَعَدَمُ الرُّجْحَانِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمُشْتَرَكُ মুশতারাক হলো مَاوُضِعَ যাকে গঠন করা হয়েছে لِمَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ভিন্ন ভিন্ন দু'টি অর্থের জন্য اَوْلِمَعَانٍ অথবা অনেক অর্থকে مُخْتَلِفَةِ الْحَقَائِقِ ভিন্ন ভিন্ন হাকীকত বিশিষ্ট مِثَالُهُ-এর উদাহরণ قَوْلُنَا আমাদের উক্তি جَارِيَةٌ জারিয়া فَاِنَّهَا কেননা, তা (جَارِيَةٌ শব্দটি) تَتَنَاوَلُ শামিল করে اَلْاَمَةَ দাসী ও নৌকা উভয় অর্থকে وَالسَّفِيْنَةَ وَقَوْلُنَا আর আমাদের উক্তি اَلْمُشْتَرِىْ মুশতারি فَاِنَّهُ কেননা তা يَتَنَاوَلُ শামিল করে قَابِلَ عَقْدِ الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয়ের বন্ধন কবুলকারী তথা ক্রেতাকে وَكَوْكَبَ السَّمَاءِ এবং আসমানের একটি তারকাকে وَقَوْلُنَا আর আমাদের উক্তি بَائِنٌ বায়েন فَاِنَّهُ কেননা তা يَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখে اَلْبَيْنَ পৃথক (পৃথককারী) وَالْبَيَانَ এবং বর্ণনা (বর্ণনাদাতা) (উভয়ের) وَحُكْمُ الْمُشْتَرَكِ আর মুশতারাকের হুকুম اَنَّهُ নিশ্চয় তা يَتَعَيَّنُ الْوَاحِدُ একটি নির্ধারিত مُرَادًا উদ্দেশ্য হিসেবে بِهِ-এর সাথে سَقَطَ রহিত হয়ে যায় اِعْتِبَارَ اِرَادَةِ غَيْرِهِ তার অন্য অর্থ উদ্দেশ্য হওয়া وَلِهٰذَا আর এ কারণে اَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ আলেমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন عَلٰى (একথার– ওপর যে, اَنَّ لَفْظَ الْقُرُوْءِ নিশ্চয় قُرُوْء শব্দটি اَلْمَذْكُوْرُ যা উল্লেখিত فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার কিতাবে مَحْمُوْلٌ প্রযোজ্য হবে।

اِمَّا عَلَى الْحَيْضِ হয়ত হায়েয-এর উপর كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا যেমন আমাদের (হানাফীদের) মাযহাব اَوْ অথবা عَلَى الطُّهْرِ পবিত্রতার উপর اِذَا اَوْصٰى যখন (কোনো অসীয়তকারী) অসীয়ত করে لِمَوَالِىْ بَنِىْ فُلَانٍ কোনো গোত্রের মাওলাদের জন্য وَلِبَنِىْ فُلَانٍ অথচ সে গোত্রের রয়েছে مَوَالٍ অনেক মাওলা مِنْ اَعْلٰى উর্ধ্বের وَمَوَالٍ এবং অনেক মওলা مِنْ اَسْفَلَ নিম্নের فَمَاتَ অতঃপর সে (অসীয়তকারী) মৃত্যুবরণ করেছে بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ অসীয়ত বাতিল হয়ে যাবে فِىْ حَقِّ الْفَرِيْقَيْنِ উভয় দলের ক্ষেত্রে لِاِسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ একত্রিকরণ অসম্ভব হওয়ার কারণে بَيْنَهُمَا উভয় দলের মাঝে وَعَدَمُ الرُّجْحَانِ এবং অগ্রাধিকার না হওয়ার কারণে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : মুশতারাক ও মুআউওয়াল প্রসঙ্গে। মুশতারাক (مشترك) এমন শব্দকে বলে, যাকে ভিন্ন প্রকৃতির দুই বা ততোধিক অর্থ বুঝানোর নিমিত্তে গঠন করা হয়েছে। তার উপমা হলো– جَارِيَةٌ কেননা, এটা বাঁদি বা দাসী ও নৌকা উভয় অর্থকে শামিল করে। এবং مشترى কেননা, এ শব্দটি ক্রেতা ও আকাশের নক্ষত্র উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। এবং আমাদের উক্তি بائن এটা পৃথক করা ও বর্ণনা দেওয়া উভয়ের সম্ভাবনা রাখে।

এবং مشترك -এর হুকুম হলো, যখন এর কোনো একটি অর্থ উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারিত হয়ে থাকে, তখন এর দ্বারা অন্য অর্থ উদ্দেশ্য হওয়া রহিত হয়ে যাবে। এ কারণেই ওলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত قروء শব্দটি হয়তো হায়েযের উপর প্রযোজ্য হবে যেমনটি আমাদের মাযহাব, অথবা طهر -এর উপর প্রযোজ্য হবে যেমনটি শাফিয়ীদের মাযহাব। এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যখন কোনো অসিয়তকারী কোনো গোত্রের مَوَالِي দের জন্য অসিয়ত করে আর সে গোত্রের ঊর্ধ্বের ও নিম্নের উভয় প্রকারের موالي আছে, এরপর সে মৃত্যুবরণ করল, তখন উভয় প্রকারের مَوَالِيْ দের জন্য অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। তাদের মাঝে একত্রিকরণ অসম্ভব হওয়ার কারণে এবং এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর অগ্রাধিকার না হওয়ার কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمُشْتَرَكُ مَا وُضِعَ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) مشترك -এর পরিচয় বর্ণনা করেছেন।

مشترك -এর পরিচয় :

مشترك শব্দটি বাবে افتعال -এর ক্রিয়ামূল الاشتراك হতে গঠিত কর্মবাচ্য বিশেষ্যের রূপ। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ– অংশীদার, ভাগীদার। এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা শাশী (র.) বলেন–

اَلْمُشْتَرَكُ مَا وُضِعَ لِمَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ اَوْ لِمَعَانٍ مُخْتَلِفَةِ الْحَقَائِقِ

অর্থাৎ, মুশতারাক এমন শব্দ যা দু'টি ভিন্ন অর্থের জন্য অথবা দুই-এর অধিক মূলগত পার্থক্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশের জন্য গঠন করা হয়েছে।

মুশতারাকের সংজ্ঞায় উল্লিখিত "দুই বা দুই-এর অধিক অর্থ প্রকাশের জন্য গঠিত" এ অংশ দ্বারা عام বের হয়ে গেছে। কেননা, عام এমন এক অর্থের জন্য গঠিত, যা কয়েকটি একককে অন্তর্ভুক্ত করে, কয়েকটি অর্থের জন্য গঠিত হয় না।

মুশতারাকের উদাহরণ দিতে গিয়ে গ্রন্থকার তিনটি শব্দ উল্লেখ করেছেন— (১) جارية ইহা দাসী ও নৌকা উভয় অর্থে ব্যবহৃত। (২) مشترى এটা ক্রেতা ও আসমানের একটি তারকা অর্থে ব্যবহৃত। (৩) بائن এটা বিচ্ছিন্নকারী ও বর্ণনাকারী এ দুই অর্থে ব্যবহৃত।

عُمُوْمُ مُشْتَرَكٍ -এর পরিচয় :

যদি مُشْتَرَك শব্দ দ্বারা বিভিন্ন অর্থ একই সময় উদ্দেশ্য করা হয়, তখন তাকে عُمُوْمُ مُشْتَرَك বলা হয়।

مشترك -এর হুকুম :

মুশতারাকের হুকুম হলো, যখন এর একটি অর্থ গ্রহণ করা হয় তখন অপর অর্থ পরিত্যক্ত হয়। এ কারণে সমস্ত আলিমদের এ বিষয়ের উপর ঐকমত্য রয়েছে যে, قروء শব্দটি মুশতারাক। হানাফীদের মতে, এর অর্থ– হায়েয, আর শাফেয়ীদের মতে তুহুর। অতএব, যখন হায়েয অর্থ গ্রহণ করা হবে তখন তুহুর অর্থ পরিত্যক্ত হবে। এরূপ তুহুর অর্থ গ্রহণ করা হলে হায়েয অর্থ পরিত্যক্ত হবে। একই সময় দু'টি ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়।

عُمُوْم مُشْتَرَك -এর হুকুম :

এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে—

আহনাফের মতে عُمُوْم مُشْتَرَك জায়েজ নেই।

শাফিয়ীদের নিকট عُمُوْم مُشْتَرَك জায়েজ আছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رح) إِذَا أَوْصٰى الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা লিখক عموم مشترك যে জায়েজ নেই তার প্রমাণ পেশ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, مولى বলতে ঐ গোলামকেও বুঝায়, যাকে আযাদ করা হয়েছে, আর ঐ মনিবকেও বুঝায় যে আজাদ করেছে। এখন কেউ যদি কোনো গোত্রের موالى দের জন্য কোনো অসিয়ত করে, অথচ সে গোত্রের উভয় প্রকার موالى আছে। আর অসিয়তের পর পরই সে মৃত্যুবরণ করেছে, এতে অসিয়তকারীর অসিয়ত বাতিল হবে। কেননা, এখানে অসিয়ত দ্বারা কোন প্রকারের موالى উদ্দেশ্য করা হয়েছে তার কোনো নির্ধারণ নেই, এমনকি নির্ধারণের কোনো قرينه ও নেই। কেননা, অসিয়তকারী অসিয়ত সম্পর্কে বর্ণনার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। আর একই সাথে উভয় প্রকারের موالى উদ্দেশ্য করাও যাবে না। কেননা, একই সাথে উভয় অর্থ উদ্দেশ্য করলে এতে عموم مشترك হওয়া لازم আসে, যা জায়েজ নেই।

مُشْتَرَك মূলত কি ছিল :

مُشْتَرَك মূলত مُشْتَرَكٌ فِيْهِ ছিল। ব্যবহারের আধিক্যের কারণে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আর ইহা مشترك فيه হওয়ার কারণ হলো, যেসব অর্থ বুঝাবার জন্য শব্দটি গঠন করা হয়েছে সেসব অর্থ একে অপরের সাথে এভাবে অংশীদার যে, প্রত্যেক অর্থের জন্যই একটি 'খাস' বা নির্দিষ্ট শব্দ উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন— 'জারিয়াহ' (جارية) শব্দটি বাঁদি ও নৌকা এ দুই অর্থেই ব্যবহৃত। সুতরাং 'জারিয়াহ' শব্দটি উল্লিখিত দু'টি অর্থের জন্য উদ্ভাবিত হওয়ার কারণে শব্দটি দু'টি অর্থেই مشترك فيه -

আর مشترك -এর গঠনকারী বিভিন্ন লোকও হতে পারে; আবার এক ব্যক্তিও হতে পারে। যেমন— গঠনকারী প্রথমে একটি শব্দকে একটি অর্থের জন্য গঠন করেছেন। অতঃপর উক্ত গঠনকে ভুলে যাওয়ার পর অপর অর্থের জন্য তিনি শব্দটি পুনঃ গঠন করেছেন।

مُشْتَرَك ও مُؤَوَّل -কে একই সাথে কেন আনা হলো :

مُشْتَرَك ও مُؤَوَّل উভয়টি পরস্পরের বিপরীত বিধায় গ্রন্থকার দু'টি পরিভাষাকেই একই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। আর মুশতারাক মুতলাকের পর্যায়ে এবং مؤول মুকাইয়্যাদের পর্যায়ে বিধায় মুশতারাককে আগে উল্লেখ করেছেন।

وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِذَاقَالَ لِزَوْجَتِهٖ اَنْتِ عَلَىَّ مِثْلَ اُمِّىْ لَايَكُوْنُ مُظَاهِرًا لِاَنَّ اللَّفْظَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْكَرَامَةِ وَالْحُرْمَةِ فَلَايَتَرَجَّحُ جِهَةُ الْحُرْمَةِ اِلَّا بِالنِّيَّةِ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا لَايَجِبُ النَّظِيْرُ فِىْ جَزَاءِ الصَّيْدِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ" لِاَنَّ الْمِثْلَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْمِثْلِ صُوْرَةً وَبَيْنَ الْمِثْلِ مَعْنًى وَهُوَ الْقِيْمَةُ وَقَدْ اُرِيْدَ الْمِثْلُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى بِهٰذَا النَّصِّ فِىْ قَتْلِ الْحَمَامِ وَالْعُصْفُوْرِ وَنَحْوِهِمَا بِالْاِتِّفَاقِ فَلَا يُرَادُ الْمِثْلُ مِنْ حَيْثُ الصُّوْرَةِ اِذْلَا عُمُوْمَ لِلْمُشْتَرَكِ اَصْلًا فَيَسْقُطُ اِعْتِبَارُ الصُّوْرَةِ لِاِسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ۔

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন اِذَا قَالَ যখন কোনো স্বামী বলে لِزَوْجَتِهٖ স্বীয় স্ত্রীকে اَنْتِ عَلَىَّ তুমি আমার কাছে مِثْلَ اُمِّىْ আমার মায়ের মতো لَا يَكُوْنُ সে হবে না مُظَاهِرًا যিহারকারী لِاَنَّ اللَّفْظَ কেননা (مِثْلَ) শব্দটি مُشْتَرِكٌ মুশতারাক بَيْنَ الْكَرَامَةِ وَالْحُرْمَةِ সম্মান ও হারাম অর্থের মাঝে فَلَا يَتَرَجَّحُ অতএব অগ্রাধিকার দেয়া যায় না جِهَةُ الْحُرْمَةِ হারামের দিক اِلَّا بِالنِّيَّةِ নিয়ত ব্যতীত وَعَلٰى هٰذَا এ নীতির উপর ভিত্তি করে قُلْنَا আমরাও বলি لَايَجِبُ ওয়াজিব হবে না। النَّظِيْرُ অনুরূপ প্রাণী فِىْ جَزَاءِ الصَّيْدِ শিকারের বিনিময়ের (দম দেয়ার) ক্ষেত্রে لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীর ফলে فَجَزَاءٌ অতঃপর বিনিময় مِثْلُ সাদৃশ্য مَا قَتَلَ যা সে হত্যা করেছে مِنَ النَّعَمِ চতুষ্পদ জন্তু থেকে لِاَنَّ الْمِثْلَ কেননা, (আয়াতে) مِثْل শব্দটি مُشْتَرِكٌ মুশতারাক بَيْنَ الْمِثْلِ صُوْرَةً আকৃতিগত সাদৃশ্যের মাঝে وَبَيْنَ الْمِثْلِ مَعْنًى এবং মূল্যগত সাদৃশ্যের মাঝে وَهُوَ الْقِيْمَةُ আর তা হলো মূল্য وَقَدْ اُرِيْدَ الْمِثْلُ এবং مِثْلُ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى যা মূল্যগত হিসেবে بِهٰذَا النَّصِّ এ নস (আয়াত) দ্বারা فِىْ قَتْلِ الْحَمَامِ وَالْعُصْفُوْرِ কবুতর ও চড়ুই পাখি হত্যার ব্যাপারে وَنَحْوِهِمَا এবং উভয়ের সাদৃশ্য পাখি হত্যার ব্যাপারে بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতিক্রমে فَلَا يُرَادُ সুতরাং উদ্দেশ্য করা যায় না الْمِثْلُ সাদৃশ مِنْ حَيْثُ الصُّوْرَةِ আকৃতিগত হিসেবে اِذْ কেননা لَاعُمُوْمَ ব্যাপকতা নেই لِلْمُشْتَرَكِ মুশতারাকের اَصْلًا কখনো فَيَسْقُطُ সুতরাং রহিত হয়ে যাবে اِعْتِبَارُ الصُّوْرَةِ আকৃতিগত সাদৃশ্য গণ্য করা لِاِسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ একত্রিত করা অসম্ভব হওয়ার কারণে।

সরল অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যখন কেউ আপন স্ত্রীকে বলল "তুমি আমার নিকট আমার মায়ের মতো" তখন সে ব্যক্তি مُظَاهِرْ বা যিহারকারী হবে না। কেননা, مثل শব্দটি সম্মান ও হুরমত দু'টো অর্থের মাঝে সমভাবে অংশীদার। কাজেই নিয়ত ব্যতীত হারাম হওয়ার দিকটা প্রাধান্য পাবে না।

এরই ভিত্তিতে আমরা বলি, আল্লাহর কালাম — فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (অর্থাৎ, ইহরাম অবস্থায় কোনো প্রাণী হত্যা করলে তার সমপরিমাণ বদল বা বিনিময় দান করতে হবে।) এর দ্বারা ইহরাম অবস্থায় কোনো প্রাণী বধ করলে তার বিনিময়ে তার অনুরূপ প্রাণী দেওয়া ওয়াজিব হবে না। কেননা, مثل শব্দটি مِثْل صُوْرِىْ এবং مثل

مشترك-এর জন্য বাস্তবিক কোনো عموم বা ব্যাপকতা নেই। কাজেই উভয় অর্থকে একত্রিত করা অসম্ভব হওয়ার কারণে مثل صورى-এর অর্থ গৃহীত হওয়া রহিত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِذَا قَالَ الخ-এর আলোচনা :

এখানে লিখক ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উক্তি দ্বারা একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, عموم مشترك অবৈধ বিধায় তার উপর আমল করাও বাতিল হবে। যেমনটি হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কথার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বর্ণিত উদাহরণে যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলল— اَنْتِ عَلَىَّ مِثْلُ اُمِّىْ ইহাতে مثل শব্দটি দ্বারা সম্মানীও বুঝানো যেতে পারে. যেমন— অর্থ হবে, তুমি আমার মায়ের অনুরূপ সম্মানিতা ও গুণী। আর مثل দ্বারা এ কথাও বুঝানো যেতে পারে যে, আমার মা যেরূপ আমার জন্য বিবাহের দিক হতে হারাম তুমিও তদ্রূপ হারাম। আর এ ক্ষেত্রে কোনো অর্থের প্রাধান্য নাই। সুতরাং নিয়ত ব্যতীত اَنْتِ عَلَىَّ مِثْلُ اُمِّىْ-এর উক্তিকারী যিহারকারী হবে না। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর আলোচ্য উক্তিকারী তার উক্তি দ্বারা যিহারের নিয়ত করলে যিহার হবে; তালাকের নিয়ত করলে তালাকেবায়েন হবে এবং কোন নিয়ত না করলে কিছুই হবে না, বাক্য অনর্থক হবে। কেননা, مثل শব্দটি مشترك হওয়াতে তার মধ্যে عموم নেই বিধায় একত্রে একাধিক অর্থ উদ্দেশ্য করা যাবে না। আর কোনো قرينه যেমন— নিয়ত না পাওয়া গেলেও তার উপর আমল করা যাবে না। নিয়ত পাওয়া গেলে নিয়ত মোতাবেক কাজ হবে।

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا لَايَجِبُ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি সুন্দর উপমা পেশ করে عموم مشترك অবৈধ হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন এবং مشترك শব্দের যখন একটি অর্থকে নির্ধারণ করে ফেলা হয় তখন তা দ্বারা অপর অর্থ উদ্দেশ্য করা যায় না।

مشترك-এর একটি অর্থ নির্ধারিত হওয়ার পর অপর অর্থ বাদ পড়ে যাবে, এরই উপমা হিসেবে হানাফীগণ বলেন যে, আল্লাহর বাণী— فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ অর্থাৎ, "কোনো ব্যক্তি প্রাণী হত্যা করলে তার অনুরূপ বিনিময় দেবে"। এ আয়াতে مثل শব্দটি مِثْلِ صُوْرِىْ ও مثل معنوى উভয়ের মধ্যে مشترك আর যখন এ نص দ্বারাই কবুতর, চড়ুই পাখি ইত্যাদি হত্যার ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে مِثْلِ مَعْنَوِىْ হওয়া নির্ধারিত হলো, তখন আর مِثْلِ صُوْرِىْ অর্থ হলে এতে مشترك-এর মধ্যে عموم হওয়া لازم আসবে, যা জায়েজ নেই।

ইহরাম অবস্থায় কোনো প্রাণী বধ করলে তার বিধান :

এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। নিম্নে তা দেওয়া হলো—

শায়খাইনের মতে, মুহরিম কোনো প্রাণী বধ করলে তার মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক। অর্থাৎ, দু'জন সৎলোক সে বধকৃত প্রাণীর যে মূল্য নির্ধারণ করে দেবে, সে ঐ মূল্য দ্বারা ইচ্ছে করলে হাদী ক্রয় করে জবাই করবে, অথবা সে মূল্য দিয়ে খাবার ক্রয় করে তা দরিদ্র ব্যক্তিদের দান করে দেবে।

ইমাম মুহাম্মাদ, মালিক ও শাফিয়ী (র.) বলেন যে, যদি সে হত্যাকৃত প্রাণীর সাথে অন্য কোনো হালাল প্রাণীর দৈহিক গঠনে মিল থাকে, তবে কাফ্ফারার ক্ষেত্রে সে তুল্য প্রাণী দেওয়া আবশ্যক হবে। আর যদি তার তুল্য কোনো প্রাণী না থাকে, তবে হত্যাকৃত প্রাণীর মূল্য দেবে।

উভয়ের দলিল :

ওলামাদের উভয় দল আল্লাহর বাণী— فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ-এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। গ্রন্থকার শায়খাইনের মাযহাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, যখন مشترك -এর মধ্যে عموم হয় না, তখন مثل দ্বারা مثل معنوى ও مثل صورى উভয়টি উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাই কবুতর, চড়ুই ইত্যাদির মধ্যে যখন مثل معنوى তথা দাম দেওয়া

ثُمَّ اِذَا تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوْهِ الْمُشْتَرَكِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ يَصِيْرُ مُؤَوَّلًا وَحُكْمُ الْمُؤَوَّلِ وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِهٖ مَعَ اِحْتِمَالِ الْخَطَاءِ وَمِثَالُهٗ فِى الْحُكْمِيَّاتِ مَا قُلْنَا اِذَا اُطْلِقَ الثَّمَنُ فِى الْبَيْعِ كَانَ عَلٰى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَذٰلِكَ بِطَرِيْقِ التَّاوِيْلِ وَلَوْ كَانَتِ النُّقُوْدُ مُخْتَلِفَةً فَسَدَ الْبَيْعُ لِمَا ذَكَرْنَا وَحَمْلُ الْاَقْرَاءِ عَلَى الْحَيْضِ وَحَمْلُ النِّكَاحِ فِى الْاٰيَةِ عَلَى الْوَطْئِ وَ حَمْلُ الْكِنَايَاتِ حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ عَلَى الطَّلَاقِ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا الدَّيْنُ الْمَانِعُ مِنَ الزَّكٰوةِ يُصْرَفُ اِلٰى اَيْسَرِ الْمَالَيْنِ قَضَاءً لِلدَّيْنِ وَفَرَّعَ مُحَمَّدٌ (رح) عَلٰى هٰذَا فَقَالَ اِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً عَلٰى نِصَابٍ وَلَهٗ نِصَابٌ مِنَ الْغَنَمِ وَنِصَابٌ مِنَ الدَّرَاهِمِ حَتّٰى لَوْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ تَجِبُ الزَّكٰوةُ عِنْدَهٗ فِىْ نِصَابِ الْغَنَمِ وَلَا تَجِبُ فِى الدَّرَاهِمِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ অতঃপর اِذَا تَرَجَّحَ যখন প্রাধান্য লাভ করে بَعْضُ وُجُوْهِ الْمُشْتَرَكِ মুশতারাকের বিভিন্ন দিকের এক এক দিক بِغَالِبِ الرَّأْيِ প্রবল ধারণার দ্বারা يَصِيْرُ উহা পরিণত হবে مُؤَوَّلًا মুয়াওয়াল وَحُكْمُ الْمُؤَوَّلِ আর মুয়াওয়ালের হুকুম হলো وُجُوْبُ الْعَمَلِ আমল করা ওয়াজিব بِهٖ তার সাথে مَعَ اِحْتِمَالِ الْخَطَاءِ ভুলের সম্ভাবনার সাথে وَمِثَالُهٗ এবং তার উদাহরণ فِى الْحُكْمِيَّاتِ শরয়ী বিধানে مَا قُلْنَا যা আমরা (হানাফীরা) বলি اِذَا اُطْلِقَ الثَّمَنُ যখন মূল্য অনির্দিষ্ট রাখা হয় فِى الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয়ে كَانَ তা বিবেচিত হয় عَلٰى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ শহরের বহুল প্রচলিত মুদ্রার উপর وَذٰلِكَ আর তা গঠিত হয়েছে بِطَرِيْقِ التَّاوِيْلِ মুশতারিককে মুয়াওয়াল বানানোর ভিত্তিতে وَلَوْ كَانَتِ النُّقُوْدُ আর যদি মুদ্রাসমূহ হয় مُخْتَلِفَةً বিভিন্ন কোনো একটির প্রাধান্য না থাকে فَسَدَ الْبَيْعُ (তখন) ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে مِمَّا ذَكَرْنَا কেননা, আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। (মুশতরাকের কোনো একটি অর্থ প্রাধান্য লাভ না করলে মুশতারাকের ওপর আমলকরা বাতিল হয়ে যায়। وَحَمْلُ الْاَقْرَاءِ আর قُرُوْءٌ শব্দকে প্রয়োগ করা, عَلَى الْحَيْضِ হায়েযের উপর وَحَمْلُ النِّكَاحِ এবং نِكَاحٌ শব্দকে প্রয়োগ করা فِى الْاٰيَةِ আয়াতে عَلَى الْوَطْئِ সঙ্গমের উপর وَحَمْلُ الْكِنَايَاتِ এবং কিনায়ার শব্দাবলিকে প্রয়োগ করা حَالَ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ তালাকের আলোচনার অবস্থায় عَلَى الطَّلَاقِ তালাকের উপর مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ এর (مؤول) অন্তর্ভুক্ত থেকে وَعَلٰى هٰذَا এ নীতির উপর ভিত্তি করে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اَلدَّيْنُ ঐ ঋণ اَلْمَانِعُ যা বাধা দানকারী مِنَ الزَّكٰوةِ যাকাত থেকে يُصْرَفُ প্রত্যাবর্তন করা হবে اِلٰى اَيْسَرِ الْمَالَيْنِ দু' মালের সহজ মালের দিকে قَضَاءً পরিশোধ করার ব্যাপারে لِلدَّيْنِ ঋণকে وَفَرَّعَ مُحَمَّدٌ আর ইমাম মুহাম্মদ (একটি) শাখা মাসয়ালা বের করেন, عَلٰى هٰذَا এ মূলনীতির উপর فَقَالَ অতঃপর তিনি বলেন اِذَا تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً যখন কেউ কোনো মহিলাকে বিবাহ করে عَلٰى نِصَابٍ (যাকাতের) নিসাবের পরিবর্তে وَلَهٗ نِصَابٌ আর তার একটি নিসাব রয়েছে مِنَ الْغَنَمِ বকরি থেকে وَنِصَابٌ এবং আরেকটি নিসাব রয়েছে

حَالَ দিরহাম থেকে حَتّٰى এমনকি إِلَى الدَّرَاهِمِ দিরহামের দিকে يُصَرَّفُ الدَّيْنُ ঋণ প্রত্যাবর্তন করবে مِنَ الدَّرَاهِمِ দিরহাম থেকে عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ উভয় নিসাবের উপর এক বৎসর অতিবাহিত হয় تَجِبُ الزَّكٰوةُ যাকাত ওয়াজিব হবে عِنْدَهٗ তার নিকট فِيْ نِصَابِ الْغَنَمِ বকরীর নিসাবের উপর, وَلَاتَجِبُ এবং যাকাত ওয়াজিব হবে না। فِي الدَّرَاهِمِ দিরহামের নিসাবের উপর।

সরল অনুবাদ : অতঃপর যখন مشترك -এর কোনো একটি দিক غَالِبُ رَأْىٍ তথা প্রবল ধারণা দ্বারা প্রাধান্য পাবে, তখন مُشْتَرَكْ টা مؤول এ পরিণত হয়ে যাবে। আর مؤول-এর হুকুম হলো, ভুলের সম্ভাবনার সাথে তার উপর আমল ওয়াজিব। আহকামের মধ্যে এর উপমা হলো, যা আমরা বলি যে, যখন ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে মূল্য مطلق থাকে, তখন শহরের অধিক প্রচলিত মুদ্রাই উদ্দেশ্য হবে। আর যদি সব ধরনের মুদ্রার প্রচলন সমান হয়, তবে প্রাধান্য না থাকার কারণে বেচাকেনা বিশুদ্ধই হবে না। এবং قروء-কে হায়েযের উপর এবং نكاح-কে সহবাসের উপর এবং তালাকের আলোচনা অবস্থায় কিনায়া তালাককে তালাক হিসেবে গণ্য করা এরই (مؤول) অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই হানাফী ওলামায়ে কিরাম বলেন যে, দু'প্রকার মালের মধ্যে যে মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা সহজতর তার ওপর যাকাত ফরয হবে না। এ মূলনীতির উপর নির্ভর করে ইমাম মুহাম্মদ (র.) কয়েকটি শাখা মাসআলা বের করেছেন। যখন কোনো ব্যক্তি কোন নারীকে যাকাতের নিসাবের পরিবর্তে বিবাহ করে এবং তার নিকট বকরি ও দিরহাম উভয় প্রকারের নিসাব থাকে, তখন তার ঋণ (মোহর) দিরহামের উপর বর্তাবে বা হবে। এমনকি এখন যদি উভয় নিসাবের উপর পরিপূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হয়, তবুও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট বকরির নিসাবের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, কিন্তু দিরহামের নিসাবের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ إِذَا تَرَجَّعَ بَعْضُ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা সম্মানিত গ্রন্থকার مؤول-এর পরিচয় ও তার হুকুম বর্ণনা করেছেন।

مؤول-এর পরিচয় :

دَلِيْلٌ ظَنِّىٌّ তথা خبر واحد বা قِيَاسٌ দ্বারা مشترك -এর কোনো একটি অর্থ প্রাধান্য পেলে তাকে مؤول বলা হয়। সুতরাং দলিলে যন্নী মুশতারাকের একটি অর্থ শক্তিমান হওয়ার পর মুশাতারাকের নাম مؤول হয়ে যায়। যেমন, আল্লাহর বাণী— وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ আয়াতের মধ্যে قروء শব্দটি মুশতারাক, এতে হায়েয ও তুহুর দু'টি অর্থেরই সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ শব্দটির ধাতুগত অর্থের দিকে লক্ষ্য করে হায়েয অর্থ গ্রহণ করেছেন। قروء -এর অর্থ হলো— একত্রিত হওয়া। যেহেতু হায়েযের রক্ত জরায়ুতে একত্রিত হয়, তাই قروء শব্দের অর্থ হায়েয গ্রহণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তুহুরের মধ্যে উক্ত অর্থ বিদ্যমান নেই।

مؤول-এর হুকুম :

مؤول হুকুম হলো, ভুলের সম্ভাবনার সাথে তার উপর আমল করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, مؤول-এর অর্থ যে, দলিল দ্বারা প্রাধান্য পেয়েছে, তার ত্রুটি অবগত হবার পূর্ব পর্যন্ত এর উপর আমল করা ওয়াজিব।

قَوْلُهٗ مِثَالُهٗ فِى الْحُكْمِيَّاتِ الخ-এর আলোচনা :

মুসান্নিফ (র.) এখন থেকে مؤول-এর উপমা দেওয়া আরম্ভ করেছেন। তিনি বলেন, শরয়ী আহকামের মধ্যে মুয়াব্বালের উদাহরণ ঐ মাসআলা যা হিদায়া নামক গ্রন্থে রয়েছে। তাহলো— ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে যদি মূল্য অনির্দিষ্ট থেকে যায়, অথচ

শহরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত থাকে, তাহলে অধিক প্রচলিত মুদ্রা দ্বারাই মূল্য পরিশাধ করতে হবে। কেননা, মুতলাক (সাধারণ) দ্বারা পূর্ণ অংশকে বুঝায়। আর যে মুদ্রা অধিক প্রচলিত তাই পূর্ণাঙ্গ অংশ। স্মরণযোগ্য যে, অধিক প্রচলন দ্বারা মুশতারাক মুদ্রার একটি প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে ঐ নির্দিষ্ট মুদ্রাই ক্রেতাকে আদায় করতে হবে। আর যদি মুদ্রার গুণাগুণ পার্থক্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণও কম-বেশি হয়,তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَحَمْلُ الْاَقْرَاءِ عَلَى الْحَيْضِ الخ-এর আলোচনা :

এখান থেকে গ্রন্থকার دليل ظنى দ্বারা مشترك-এর একটি অর্থকে প্রাধান্য দেওয়ার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনের আয়াত ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ -এর মধ্যে قروء শব্দকে হায়েয অর্থে গ্রহণ করা এবং আল্লাহর বাণী- حَتّٰى تَنْكِحَ -এর মধ্যে নিকাহ্‌কে সহবাস অর্থে গ্রহণ করা এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাকের আলোচনার সময় কিনায়া শব্দসমূহকে তালাক অর্থে গ্রহণ করা দ্বারা মুশতারাকের অনেকগুলি অর্থের একটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। কেননা, 'কুরূ' শব্দটি হায়েয এবং তুহুর; নিকাহ শব্দটি সহবাস এবং আকদ এবং 'কিনায়া তালাক' তালাক হওয়া ও না হওয়ার মধ্যে মুশতারাক ছিল, আর যন্নী দলিল দ্বারা মুশতারাকের এক অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ الدَّيْنُ الْمَانِعُ مِنَ الزَّكٰوةِ الخ-এর আলোচনা :

এখানে লিখক دَلِيْل ظَنِّىْ দ্বারা مشترك-এর একটি অর্থকে প্রাধান্য দেওয়ার আরেকটি উপমা দিতে গিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি কয়েকটি نِصَابْ-এর মালিক, যেমন— তার নিকট দিরহাম ও দীনারের নিসাব আছে; গরু, ছাগল ও উটের নিসাব আছে, ব্যবসার মালের নিসাব আছে, আর তার উপর মোহরের দেনা আছে, যা উল্লিখিত নিসাবগুলির কোনো একটিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে, তখন তার এ দেনা ঐ নিসাব হতে যাকাত প্রদান করাকে বাধা প্রদান করবে, যে নিসাব দ্বারা যাকাত প্রদান করা সহজ। যেমন— উল্লিখিত অবস্থায় দীনার ও দিরহামের নিসাবের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা, ব্যবসার মালের নিসাব ও উট ইত্যাদির নিসাব হতে দীনার দিরহামের নিসাব দ্বারা দেনা পরিশোধ করা সহজ।

আলোচনা হতে প্রতীয়মান হলো যে, نصاب শব্দ সকল نِصَابْ-এর মধ্যে مشترك ছিল। তন্মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নিসাবের প্রাধান্য তাবীলের মাধ্যমে হয়েছে যে, যে নিসাবের দ্বারা দেনা পরিশোধ করা সহজ সে নিসাবের মধ্যে এ দেনাটা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বাধা প্রদানকারী। কেননা, সে নিসাবটি মূলত ঐ ব্যক্তির যিনি পাওনাদার সুতরাং এর কারণে দেনাদারে উপর যাকাত আসবে।

قَوْلُهُ وَفَرَّعَ مُحَمَّدٌ عَلٰى هٰذَا فَقَالَ الخ-এর আলোচনা :

ইমাম মুহাম্মাদ (র.) উপরোল্লিখিত ভিত্তির উপর নির্ভর করে কতিপয় মাসআলা বের করে না, যেগুলো বর্ণনা করতে যেয়ে মুসান্নিফ (র.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারীকে এ শর্তে বিবাহ করে যে, মোহর বাবদ এক নিসাব পরিমাণ মাল দেবে এবং তার নিকট ছাগল ও দিরহাম উভয় প্রকার নিসাব থাকে, তবে এমতাবস্থায় মোহরের সম্পর্ক হবে দিরহামের সাথে। কেননা, দিরহাম দ্বারা মোহরের ঋণ পরিশোধ করা অতি সহজ। সুতরাং উভয় নিসাবের উপর যদি এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে ছাগলের নিসাবের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু দিরহামের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, তা ঋণে আবদ্ধ যা মোহর।

وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوْهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ كَانَ مُفَسَّرًا وَحُكْمُهُ اَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ يَقِيْنًا مِثَالُهُ اِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مِنْ نَقْدِ بُخَارَا فَقَوْلُهُ "مِنْ نَقْدِ بُخَارَا" تَفْسِيْرٌ لَهُ فَلَوْلَا ذٰلِكَ لَكَانَ مُنْصَرِفًا اِلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ بِطَرِيْقِ التَّاوِيْلِ فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ فَلَا يَجِبُ نَقْدُ الْبَلَدِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَوْ تَرَجَّحَ আর যদি প্রাধান্য লাভ করে بَعْضُ وُجُوْهِ الْمُشْتَرَكِ মুশতারাকের বিভিন্ন দিকের কোনো একটি দিক بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ বক্তার বর্ণনা দ্বারা كَانَ مُفَسَّرًا তা মুফাসসার হবে وَحُكْمُهُ আর তার হুকুম হল– اَنَّهُ অবশ্যই তা (এরূপ যে) يَجِبُ الْعَمَلُ আমল করা ওয়াজিব بِهِ তার সাথে يَقِيْنًا দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে مِثَالُهُ তার উদাহরণ اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِفُلَانٍ অমুকের জন্য রয়েছে عَلَيَّ আমার উপর عَشَرَةُ دَرَاهِمَ দশ দিরহাম مِنْ نَقْدِ بُخَارَا বুখারার মুদ্রা হতে فَقَوْلُهُ অতঃপর তার কথা مِنْ نَقْدِ بُخَارَا বুখারার মুদ্রা হতে تَفْسِيْرٌ তাফসীর لَهُ তার فَلَوْلَا ذٰلِكَ যদি তা না হত لَكَانَ مُنْصَرِفًا অবশ্যই তা প্রত্যাবর্তন করত اِلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ শহরে সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রার দিকে بِطَرِيْقِ التَّاوِيْلِ ব্যাখ্যার পন্থা অবলম্বন করে فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ অতঃপর মুফাসসারকে প্রাধান্য দেয়া হবে فَلَا يَجِبُ ফলে ওয়াজিব হবে না نَقْدُ الْبَلَدِ শহরের (অধিক প্রচলিত) মুদ্রা।

সরল অনুবাদ : আর যদি مشترك-এর কোনো এক দিক مُتَكَلِّم তথা বক্তার বর্ণনার দ্বারা প্রাধান্য পায়, তবে তা مفسر হবে। এবং এর হুকুম হলো, এর সাথে আমল করা ওয়াজিব হবে। তার উপমা হলো, যখন কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আমার নিকট বুখারার প্রচলিত দিরহাম হতে দশ দিরহাম পাওনা আছে, কাজেই তার বর্ণনা من نقد بخارا হলো দিরহামের তাফসীর। যদি এ তাফসীর না হতো, তাহলে تَاوِيْل তথা ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে সে শহরের সার্বাধিক প্রচলিত মুদ্রাই উদ্দেশ্য হতো। সুতরাং مُفَسَّرْ টা প্রাধান্য লাভ করবে, ফলে শহরের অধিক প্রচলিত মুদ্রা ওয়াজিব হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوْهِ الْمُشْتَرَكِ الخ-এর আলোচনা :

এখান হতে মুসান্নিফ (র.) مفسر-এর পরিচয় ও তার হুকুম বর্ণনা আরম্ভ করেছেন। তিনি مفسر-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, مشترك-এর কোন অর্থ যদি متكلم-এর বর্ণনা দ্বারা প্রাধান্য পায়, তাকে مفسر বলে। এ ক্ষেত্রে বর্ণনা দানকারীকে مفسر (সীন-এর যেরের সাথে) বলা হয়। আর যার বর্ণনা করা হয়, তাকে مفسر (সীন-এর জবরের সাথে) বলা হয় এবং বর্ণনা করাকে تَفْسِيْر বলা হয়।

مُفَسَّرْ-এর হুকুম :

مُفَسَّرْ-এর হুকুম হলো তার সাথে অকাট্যভাবে عمل ওয়াজিব হবে। যেমন— কেউ বলল, অমুক আমার নিকট বুখারার দিরহাম হতে দশ দিরহাম পাওনা আছে। এখানে مِنْ نَقْدِ بُخَارَا উক্ত دَرَاهِمْ-এর তাফসীর, যা বক্তার পক্ষ হতে হয়েছে। সুতরাং এখানে غَالِبُ نَقْدِ بَلَدِ ইত্যাদির প্রশ্ন উঠে না; বরং বুখারার প্রচলিত দিরহাম হতে দশ দিরহামের উপর عمل করতে হবে।

مُفَسَّرْ এবং مُؤَوَّلْ-এর মধ্যে পার্থক্য :

مُفَسَّرْ ঐ مُشْتَرَكْ-এর নাম, যার সম্ভাব্য অর্থসমূহ হতে কোনো একটি অর্থের প্রাধান্য متكلم-এর বর্ণনা দ্বারা হয়। যে বর্ণনাটি دَلِيْل قَطْعِىْ দ্বারা হয়।

আর مؤول ঐ مشترك-কে বলে, যার সম্ভাব্য অর্থসমূহ হতে একটি অর্থকে خبر واحد বা قياس দ্বারা প্রাধান্য দেওয়া হয়, যা دليل ظنى

সুতরাং مفسر-এর মধ্যে অর্থের প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে يقينى বা অকাট্য হওয়ার কারণে مفسر-এর সাথে আমল করা অকাট্যভাবে ওয়াজিব। আর مؤول-এর মধ্যে অর্থের প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যম ظنى হওয়ার কারণে مؤول-এর সাথে আমল করা ظنى তথা সন্দেহজনকভাবে ওয়াজিব হবে। হাঁ, مفسر-এর মধ্যেও নবী কারীম ﷺ -এর জীবদ্দশা পর্যন্ত نسخ -এর সম্ভাবনা অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু নবী কারীম ﷺ -এর যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ সম্ভাবনাও অবশিষ্ট নেই। কেননা, এরপর আর نسخ-এর কোন সম্ভাবনা অবশিষ্ট ছিল না। এই জন্য গ্রন্থকার نسخ -এর সম্ভাবনার قيد লাগাননি।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১. مُشْتَرَكْ ও مُؤَوَّلْ কাকে বলে? উহাদের হুকুম উদাহরণসহ বর্ণনা কর। [দাঃ পঃ ১৯৮৮ইং]

২. মুশতারাক-এর حكم কি? এর উপর ভিত্তি করে যে খণ্ড মাসআলা বের হয় তা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩. مفسر কাকে বলে? তার حكم উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪. محرم ব্যক্তি কোন প্রাণী শিকার করলে তার কাফ্ফারা কি? এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ দলিলসহ বর্ণনা কর।

৫. নিম্নোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর ঃ

وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا الدَّيْنُ الْمَانِعُ مِنَ الزَّكٰوةِ يُصْرَفُ اِلٰى اَيْسَرِ الْمَالَيْنِ قَضَاءً لِلدَّيْنِ -

فَصْلٌ فِى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ : كُلُّ لَفْظٍ وَضَعَهُ وَاضِعُ اللُّغَةِ بِإِزَاءِ شَئٍ فَهُوَ حَقِيْقَةٌ لَهُ وَلَوْاُسْتُعْمِلَ فِىْ غَيْرِهٖ يَكُوْنُ مَجَازًا لَاحَقِيْقَةً -

শাব্দিক অনুবাদ : كُلُّ لَفْظٍ প্রত্যেক (ঐ) শব্দ وَضَعَهُ যাকে গঠন করেছেন وَاضِعُ اللُّغَةِ ভাষা রচনাকারী بِإِزَاءِ شَئٍ কোন বস্তুর মোকাবেলায় فَهُوَ حَقِيْقَةٌ তবে তা হাকীকত لَهُ তার জন্য وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ আর যদি শব্দ ব্যবহৃত হয় فِىْ غَيْرِهٖ তার অন্য অর্থে يَكُوْنُ مَجَازًا (তবে) তা হবে মাজায لَا حَقِيْقَةً হাকীকত হবে না।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : হাকীকাত ও মাজায প্রসঙ্গে যে শব্দকে অভিধান রচনাকারী যে বস্তুর অর্থ বুঝাবার জন্য সৃষ্টি করেছেন শব্দ সে বস্তু বা অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হলে তাকে حقيقة বলা হয়। আর তা অন্য অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হলে তাকে مجاز বলে— হাকীকত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَصْلٌ فِى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ-এর আলোচনা :

এখানে উক্ত ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) حقيقت ও مجاز-এর পরিচয় প্রদান করেছেন।

حَقِيْقَةٌ-এর পরিচয় :

حقيقة শব্দটি فعيلة-এর ওযনে কর্তৃবাচ্য বিশেষ্যের রূপ। ইহা حَقَّ الشَّئُ অর্থাৎ, ثَبَتَ الشَّئُ হতে গঠিত। শব্দটি যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে ঐ অর্থের উপরই ثابت বা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাই তাকে হাকীকাত নামে অভিহিত করা হয়।

حَقِيْقَةٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শব্দ গঠনকারী যদি শব্দকে নির্দিষ্ট কোনো অর্থের জন্য গঠন করে এবং ঐ অর্থেই তা ব্যবহৃত হয়, তাহলে তাকে হাকীকাত বলা হয়।

مَجَازٌ-এর পরিচয় :

مجاز শব্দটি বাবে نصر-এর ক্রিয়ামূল যা اسم فاعل-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ, অতিক্রমকারী। অথবা, শব্দটি جوز ক্রিয়ামূল হতে গঠিত اسم ظرف-এর রূপ, যার অর্থ অতিক্রমস্থল। যেহেতু শব্দটি আপন প্রকৃত অর্থ অতিক্রম করে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাই তাকে মাজায নামে অভিহিত করা হয়েছে।

مجاز-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : আর যদি শব্দটি ঐ নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত না হয়; বরং ঐ অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে মাজায বলা হয়।

حَقِيْقَةٌ ও مَجَازٌ-এর উপমা :

উভয়টির উদাহরণ হিসেবে اسد শব্দটি উল্লেখ করা যায়। কেননা, এ শব্দটির হাকীকী অর্থ হলো— সিংহ। কিন্তু اسد শব্দটি দ্বারা যদি কোনো সাহসী ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, তখন তাকে বলা হবে মাজায।

حَقِيْقَةٌ-এর প্রকারভেদ :

উল্লেখ্য যে, حَقِيْقَةٌ টা তিন প্রকার :

১. حَقِيْقَةٌ لَغْوِيَّةٌ বা আভিধানিক হাকীকাত। অর্থাৎ, حقيقة-এর উদ্ভাবক যদি অভিধান প্রণেতা হন, তবে তাকে আভিধানিক হাকীকত বলে। যথা— حَيَوَانٌ نَاطِقٌ-এর জন্য انسان শব্দের ব্যবহার করা হলো حَقِيْقَةٌ لَغْوِيَّةٌ -

২. حَقِيْقَةٌ شَرْعِيَّةٌ বা শরয়ী হাকীকাত। অর্থাৎ, যদি حقيقة-এর উদ্ভাবক শরীয়ত হয়, তবে তাকে حَقِيْقَةٌ شَرْعِيَّةٌ বলা হবে। যথা— صلوة শব্দ যা নির্দিষ্ট রুকনসমূহ তথা কিয়াম, কিরাআত, রুকূ, সিজদা ইত্যাদির জন্য গঠিত। যখন صلوة দ্বারা এ সকল বিষয়গুলো উদ্দেশ্য করা হবে, তখন একে حَقِيْقَةٌ شَرْعِيَّةٌ বলা হবে।

৩. حَقِيْقَةٌ عُرْفِيَّةٌ বা ব্যবহারিক হাকীকাত। অথাৎ, হাকীকতের উদ্ভাবক যদি প্রচলিত প্রথাগত হয়,তবে তাকে ব্যবহারিক হাকীকত বলে। যথা— دابة শব্দটি দ্বারা যদি চুতষ্পদ জন্তুকে উদ্দেশ্য করা হয়, তখন তা حَقِيْقَةٌ عُرْفِيَّةٌ হবে।

وَضْعٌ -এর পরিচয় :

وضع-এর শাব্দিক অর্থ হলো— রাখা, নির্ধারণ করা। পরিভাষায়– অর্থের মুকাবিলায় শব্দ নির্ধারণ করাকে وضع বলা হয়, যাতে করে শব্দ সে অর্থ বুঝাতে কোনোরূপ قرينة-এর মুখাপেক্ষী না হয়। যেমন— اسد শব্দটি সিংহের অর্থ বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। এ অর্থের জন্য اسد শব্দটি হলো حقيقة এবং এটি সিংহের অর্থ বুঝাতে কোনো قرينة-এর প্রয়োজন হয় না।

حَقِيْقَةٌ ও مَجَازٌ-কে একই পরিচ্ছেদে কেন নেয়া হলো :

حقيقة ও مجاز-কে একই পরিচ্ছেদে নেয়ার কয়েকটি কারণ হতে পারে—

হাকীকাত ও মাজাজ পরস্পর বিপরীত, আর কোনো বস্তুকে তার বিপরীত বস্তুর সাহায্যে সহজেই চেনা যায়- বিধায় حقيقة ও مجاز-কে একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

مجاز শেষ পর্যন্ত হাকীকাতের দিকেই প্রত্যাতর্তিত হয়, বিধায় حقيقة ও مجاز -কে একই সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

حقيقة ও مجاز উভয়টিই বহু আহকামের ক্ষেত্রে সংযুক্ত হওয়ার কারণে উভয়টিকে একই পরিচ্ছেদের অধীনে আলোচনা করা হয়েছে।

ثُمَّ الْحَقِيْقَةُ مَعَ الْمَجَازِ لَايَجْتَمِعَانِ إِرَادَةً مِنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَلِهٰذَا قُلْنَا لَمَّا أُرِيْدَ مَا يَدْخُلُ فِي الصَّاعِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ" لَاتَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ "سَقَطَ اِعْتِبَارُ نَفْسِ الصَّاعِ حَتّٰى جَازَ بَيْعُ الْوَاحِدِ مِنْهُ بِالْاِثْنَيْنِ وَلَمَّا أُرِيْدَ الْوِقَاعُ مِنْ اٰيَةِ الْمُلَامَسَةِ سَقَطَ اِعْتِبَارُ إِرَادَةِ الْمَسِّ بِالْيَدِ قَالَ مُحَمَّدٌ (رح) إِذَا أَوْصٰى لِمَوَالِيْهِ وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ وَلِمَوَالِيْهِ مَوَالٍ أَعْتَقُوْهُمْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَوَالِيْهِ دُوْنَ مَوَالِيْ مَوَالِيْهِ وَفِي السِّيَرِ الْكَبِيْرِ لَوْ اِسْتَأْمَنَ اَهْلُ الْحَرْبِ عَلٰى اٰبَائِهِمْ لَاتَدْخُلُ الْاَجْدَادُ فِي الْاَمَانِ وَلَوْ اِسْتَأْمَنُوْا عَلٰى أُمَّهَاتِهِمْ لَا يَثْبُتُ الْاَمَانُ فِيْ حَقِّ الْجَدَّاتِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ الْحَقِيْقَةُ তারপর হাকীকত مَعَ الْمَجَازِ মাজাযের সাথে لَايَجْتَمِعَانِ একত্রিত হয় না إِرَادَةً উদ্দেশ্যগতভাবে مِنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ একই শব্দ হতে فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ একই অবস্থায় وَلِهٰذَا আর এ কারণে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি لَمَّا أُرِيْدَ যখন উদ্দেশ্য করা হয় مَا يَدْخُلُ فِي الصَّاعِ যা সা'-এর মধ্যস্থিত بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ-এর বাণীতে لَا تَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ তোমরা এক দিরহাম বিক্রি করো না بِالدِّرْهَمَيْنِ দু' দিরহামের বিনিময়ে وَلَا الصَّاعَ এবং এক সা' বিক্রি করো না بِالصَّاعَيْنِ দুসা-এর বিনিময়ে سَقَطَ রহিত হয়ে যাবে اِعْتِبَارُ نَفْسِ الصَّاعِ **মূল সা' গণ্য করা** حَتّٰى جَازَ এমনকি বৈধ بَيْعُ الْوَاحِدِ এক সা' বিক্রি করা مِنْهُ তার থেকে بِالْاِثْنَيْنِ দু'সার বিনিময়ে **وَلَمَّا أُرِيْدَ الْوِقَاعُ আর যখন সহবাস উদ্দেশ্য করা হয়** مِنْ اٰيَةِ الْمُلَامَسَةِ স্পর্শ করার আয়াত থেকে سَقَطَ (তখন) রহিত হয়ে যাবে اِعْتِبَارُ إِرَادَةِ الْمَسِّ بِالْيَدِ হাত দ্বারা সুদ্দেশ্য করার বিধান قَالَ مُحَمَّدٌ ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন إِذَا أَوْصٰى যখন কেউ অসীয়ত করে لِمَوَالِيْهِ তার মাওলাদের জন্য وَلَهُ আর তার রয়েছে مَوَالٍ অনেক মাওলা أَعْتَقَهُمْ (যাদেরকে) সে মুক্ত করেছে وَلِمَوَالِيْهِ এবং তার মাওলাদের রয়েছে مَوَالٍ অনেক মাওলা أَعْتَقُوْهُمْ (যাদেরকে) তারা মুক্ত করেছে كَانَتِ الْوَصِيَّةُ অসীয়ত কার্যকরী হবে لِمَوَالِيْهِ তার মাওলাদের জন্য دُوْنَ مَوَالِيْ مَوَالِيْهِ তার মাওলার মাওলাদের জন্য হবে না فِي السِّيَرِ الْكَبِيْرِ সিয়ারে কবীরে রয়েছে لَوْ اِسْتَأْمَنَ যদি নিরাপত্তা কামনা করে اَهْلُ الْحَرْبِ দারুল হরবের বাসিন্দারা عَلٰى اٰبَائِهِمْ তাদের পিতাদের উপর لَاتَدْخُلُ প্রবেশ করবে না الْاَجْدَادُ দাদাগণ فِي الْاَمَانِ নিরাপত্তায় وَلَوْ اِسْتَأْمَنُوْا আর যদি তারা নিরাপত্তা কামনা করে عَلٰى أُمَّهَاتِهِمْ তাদের মাতাদের উপর لَايَثْبُتُ الْاَمَانُ নিরাপত্তা সাব্যস্ত হবে না فِيْ حَقِّ الْجَدَّاتِ দাদী নানীদের ক্ষেত্রে।

সরল অনুবাদ : অতঃপর حَقِيْقَةٌ ও مَجَازٌ একই শব্দে একই অবস্থায় একত্রিত হতে পারে না। এ জন্যই আমরা (হানাফীগণ) বলি যে, মহানবী ﷺ -এর বাণী– لَاتَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَاالصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ -এর মাঝে সা'-এর মধ্যকার বস্তু বুঝাবে– মূল সা' বুঝাবে না। কাজেই এক সা' (মূল)-কে দু' সা' এর বিনিময় বিক্রয়

করা বৈধ হবে। এবং যখন اٰيَةُ الْمُلَامَسَةِ তথা স্পর্শ করার আয়াত দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য হবে, তখন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করার অর্থ পরিত্যক্ত হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি তার মাওলাদের জন্য অসিয়ত করে এবং তার যদি এরূপ موالى (দাস-দাসী) থাকে যাদেরকে সে মুক্ত কারেছে এবং এরূপও থাকে যাদেরকে তার মাওয়ালীগণ মুক্ত করেছে, তখন এ দাসদের বেলায় তা প্রযোজ্য হবে না। সিয়ারে কাবীরে রয়েছে যে, যদি দারুল হরবের অধিবাসীগণ স্বীয় পিতাদের ব্যাপারে নিরাপত্তা কামনা করে, তবে পিতামহগণ (দাদা) সে নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি তারা তাদের মাতাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করে, তবে এ নিরাপত্তা তাদের দাদী-নানীদের ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ الْحَقِيْقَةُ مَعَ الْمَجَازِ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) হাকীকত ও মাজায একত্রিত হতে পারে কিনা তা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তা বিশদভাবে আলোচনা করা হলো—

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ :

হাকীকত ও মাজায একত্রকরণ বৈধ কিনা : অধিকাংশ হানাফীদের মতে, একই সময় একই শব্দ দ্বারা হাকীকত ও মাজায উভয় মর্ম গ্রহণ করা যায় না। কেননা, হাকীকত স্বীয় অর্থে স্থির থাকে এবং মাজায স্বীয় অর্থ হতে ছিটকে পড়ে। এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয় যে, একটি শব্দ একই অর্থে স্থির থাকবে এবং স্বীয় অর্থ হতে ছিটকে পড়বে। যেমন– এটা সম্ভব নয় যে, একই সময় একটি কাপড় মালিকের থাকবে এবং তা আবার ধারেও থাকবে। এ কারণে আভিধানিকগণ একটি শব্দকে একই সময়ে হাকীকী ও মাজাজী উভয় অর্থে ব্যবহার করেন না।

مَذْهَبُ الشَّوَافِعِ :

ইমাম শাফিয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, যদি বিবেক এটাকে অসম্ভব মনে না করে, তবে হাকীকত ও মাজাজ একত্রিত হতে পারে এবং এতে কোনোরূপ অসুবিধা নেই।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ الْغَزَالِيِّ (رحـ) :

ইমাম গাযযালী (র.) বলেন, হাকীকত ও মাজায একত্রিত হতে পারে। যেমন– ابوين বলা হয় পিতা এবং মাতাকে। অথচ পিতার ক্ষেত্রে শব্দটি হাকীকত আর মাতার ক্ষেত্রে মাজাজ।

اَلْجَوَابُ عَنِ الْمُخَالِفِيْنَ :

হানাফীগণ এর উত্তরে বলেন, ابوين শব্দের মধ্যে হাকীকত ও মাজাজ একত্রিত হয়নি; বরং عموم مجاز হিসেবে একত্রিত হয়েছে। عُمُوْمُ مَجَازٍ -এর অর্থ হলো– শব্দ দ্বারা এমন عام বা ব্যাপক অর্থ নেওয়া যাতে হাকীকত ও মাজাজ উভয়টি তার অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লিখিত উদাহরণে ابوين দ্বারা উদ্দেশ্য مشفق বা স্নেহশীল। আর স্নেহশীল এমন একটি ব্যাপক অর্থবোধক যাতে পিতামাতা উভয়ই শামিল।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا قُلْنَا لَمَّا أُرِيْدَ مَا يَدْخُلُ الخ-এর আলোচনা :

মুসান্নিফ (র.) এ ইবারাত দ্বারা حقيقة ও مجاز যে একত্রিত হতে পারে না এর উপমা পেশ করেছেন। তিনি বলেন, জমহুরে আহ্নাফের মতে, একই সময়ে একই শব্দ হতে حقيقة এবং مجاز উভয়টি উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা, حقيقة তার অর্থের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে, আর مجاز তার অর্থ অতিক্রম করবে। আর এটা সম্ভব নয় যে, একটি শব্দ একই সময়ে তার অর্থের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তার অর্থ হতে অতিক্রমও করবে। যেমন– এটা সম্ভব নয় যে, একই সময় একটি কাপড় তার মালিকের মালিকানাধীনও থাকবে এবং ধার হিসেবেও থাকবে। এ জন্য আভিধানিকগণ একই শব্দকে একই সময়ে حقيقى এবং مجازى উভয় অর্থে ব্যবহার করেন না। এ প্রেক্ষিতে আমরা হানাফীগণ বলে থাকি যে, নবী কারীম ﷺ -এর বাণী— لَا تَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ -এর মধ্যে صاع -এর অর্থ– مجازى বা রূপক তথা ঐ সকল জিনিস যা সা' এর দ্বারা পরিমাপ করা যায়– উদ্দেশ্য হওয়ার কারণে মূল সা' অর্থ হতে পারে না। কেননা, প্রথমটি مَعْنَى حَقِيْقِىْ আর দ্বিতীয়টি معنى مجازى সুতরাং صاع শব্দ দ্বারা যদি উভয় অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এক শব্দের মধ্যে حقيقة এবং مجاز উভয়টি একত্রিত হওয়া আবশ্যক হবে, যা জায়েজ নেই। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে حَقِيْقَةٌ এবং مَجَازٌ -কে একত্রিত করা জায়েজ।

قَوْلُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ (رح) إِذَا أَوْصَى لِمَوَالِيْهِ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণিত হাকীকত ও মাজায একত্রিত হতে না পারার উপমা পেশ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি তার موالى দের জন্য অসিয়ত করে, আর তার দুই প্রকার موالى আছে। এক প্রকার: যাদেরকে অসিয়তকারী আজাদ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকার: যাদেরকে তাদের আযাদকৃত গোলামগণ আজাদ করেছে, তখন অসিয়তকৃত সম্পদের অধিকার অসিয়তকারীর আযাদকৃত গোলামদের জন্য হবে আজাদকৃতদের আযাদকৃত গোলামগণ অধিকারী হবে না। কেননা, موالى শব্দ প্রথম প্রকারের মধ্যে حقيقة এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে مجاز হবে। সুতরাং যদি উভয় প্রকার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে حقيقة ও مجاز উভয়ের একত্রিত হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে, যা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَفِى السِّيَرِ الْكَبِيْرِ الخ-এর আলোচনা :

মুসান্নিফ (র.) আহ্নাফের মতামতকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে সিয়ারে কাবীরের একটি উদ্ধৃতি এনে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, حقيقة ও مجاز উভয়টা একই সময় একই স্থানে একত্রিত হতে পারে না। যেমনটি সিয়ারে কাবীরে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি কোনো হরবী ব্যক্তি তার পিতার জন্য নিরাপত্তা কামনা করে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয়, তবে তাতে তার দাদা যুক্ত হবে না। কেননা, اب শব্দটি পিতার জন্য হলো হাকীকত, আর দাদার জন্য হলো مَجَازٌ এবং হাকীকত ও مَجَازٌ একই সময় একই স্থানে একত্রিত হতে পারে না, বিধায় এখানে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পিতাই শামিল হবে— দাদা শামিল হবে না।

وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا اَوْصٰى لِاَبْكَارِ بَنِىْ فُلَانٍ لَاتَدْخُلُ الْمُصَابَةُ بِالْفُجُوْرِ فِىْ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ وَلَوْ اَوْصٰى لِبَنِىْ فُلَانٍ وَلَهٗ بَنُوْنَ وَبَنُوْ بَنِيْهِ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِبَنِيْهِ دُوْنَ بَنِىْ بَنِيْهِ قَالَ اَصْحَابُنَا لَوْ حَلَفَ لَايَنْكِحُ فُلَانَةً وَهِىَ اَجْنَبِيَّةٌ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى الْعَقْدِ حَتّٰى لَوْ زَنَا بِهَا لَايَحْنَثُ وَلَئِنْ قَالَ اِذَا حَلَفَ لَايَضَعُ قَدَمَهٗ فِىْ دَارِ فُلَانٍ يَحْنَثُ لَوْ دَخَلَهَا حَافِيًا اَوْمُتَنَعِّلًا اَوْ رَاكِبًا وَكَذٰلِكَ لَوْ حَلَفَ لَايَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ يَحْنَثُ لَوْ كَانَتِ الدَّارُ مِلْكًا لِفُلَانٍ اَوْ كَانَتْ بِاُجْرَةٍ اَوْ عَارِيَةٍ وَذٰلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدُهٗ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدُمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا اَوْنَهَارًا يَحْنَثُ قُلْنَا وَضْعُ الْقَدَمِ صَارَ مَجَازًا عَنِ الدُّخُوْلِ بِحُكْمِ الْعُرْفِ وَالدُّخُوْلُ لَايَتَفَاوَتُ فِى الْفَصْلَيْنِ وَدَارُ فُلَانٍ صَارَ مَجَازًا عَنْ دَارٍ مَسْكُوْنَةٍ لَهٗ وَذٰلِكَ لَايَتَفَاوَتُ بَيْنَ اَنْ يَّكُوْنَ مِلْكًا لَهٗ اَوكَانَتْ بِاُجْرَةٍ لَهٗ وَالْيَوْمُ فِىْ مَسْئَلَةِ الْقُدُوْمِ عِبَارَةٌ عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ لِاَنَّ الْيَوْمَ اِذَا اُضِيْفَ اِلٰى فِعْلٍ لَايَمْتَدُّ يَكُوْنُ عِبَارَةً عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ كَمَا عُرِفَ فَكَانَ الْحَنْثُ بِهٰذَا الطَّرِيْقِ لَا بِطَرِيْقِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ –

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا এ মূলনীতির ভিত্তিতে (হাকীকতও মাজাজ একত্রিত হওয়া জায়েজ নেই) قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اِذَا যখন اَوْصٰى (কোনো ব্যক্তি) অসীয়ত করে لِاَبْكَارِ بَنِىْ فُلَانٍ অমুক বংশের কুমারীদের জন্য لَاتَدْخُلُ প্রবেশ করবে না (ঐ বংশের) الْمُصَابَةُ بِالْفُجُوْرِ ব্যভিচারে লিপ্ত কুমারীগণ فِىْ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ অসীয়তের হুকুমে وَلَوْ اَوْصٰى আর যদি কেউ অসীয়ত করে لِبَنِىْ فُلَانٍ অমুকের পুত্রদের জন্য وَلَهٗ আর তার রয়েছে بَنُوْنَ (নিজের) অনেক পুত্র وَبَنُوْ بَنِيْهِ এবং তার পুত্রদের পুত্র كَانَتِ الْوَصِيَّةُ অসীয়ত কার্যকরী হবে لِبَنِيْهِ তার (নিজের) পুত্রদের জন্য دُوْنَ بَنِىْ بَنِيْهِ তার পুত্রের পুত্ররেদ জন্য হবে না قَالَ اَصْحَابُنَا আমাদের (হানাফী মাযহাবের) ফিক্‌হবিদগণ বলেন لَوْ حَلَفَ যদি কেউ শপথ (যে,) لَا يَنْكِحُ সে নিকাহ করবে না فُلَانَةً অমুক নারীকে وَهِىَ اَجْنَبِيَّةٌ অথচ সে অপরিচিতা كَانَ ذٰلِكَ তা কার্যকর হবে عَلَى الْعَقْدِ বিবাহ বন্ধনের উপর حَتّٰى এমনকি لَوْزَنَا যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় بِهَا উক্ত মহিলার সাথে لَايَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না وَلَئِنْ قَالَ আর যদি সে বলে اِذَا حَلَفَ যখন সে শপথ করে (যে,) لَايَضَعُ قَدَمَهٗ সে তার পা রাখবে না فِىْ دَارِ فُلَانٍ অমুকের ঘরে يَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে لَوْ دَخَلَهَا যদি সে সেথায় প্রবেশ করে حَافِيًا নগ্নপায়ে اَوْ مُتَنَعِّلًا বা পাদুকা পরে اَوْرَاكِبًا কিংবা আরোহণ করে وَكَذٰلِكَ আর তদ্রূপ لَوْ حَلَفَ যদি সে শপথ করে (যে,) لَايَسْكُنُ সে বসবাস করবে না دَارَ فُلَانٍ অমুকের ঘরে يَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে لَوْ كَانَتِ الدَّارُ যদি ঘরটি হয় مِلْكًا মালিকানাধীন لِفُلَانٍ

অমুক ব্যক্তির أَوْكَانَتْ অথবা ঘর হয় بِأُجْرَةٍ ভাড়ার ঘর أَوْعَارِيَةٍ অথবা ধার নেওয়া ঘর وَذٰلِكَ আর তা হলো جَمْعٌ একত্রিকরণ بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ হাকীকত ও মাজাজের মাঝে وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপ لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে عَبْدُهٗ حُرٌّ তার ক্রীতদাস আযাদ يَوْمَ يَقْدَمُ فُلَانٌ অমুক ব্যক্তি আগমনের দিন فَقَدِمَ فُلَانٌ অতঃপর অমুক ব্যক্তি আগমন করল لَيْلًا রাত্রে أَوْنَهَارًا অথবা দিনে يَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি وَضْعُ الْقَدَمِ পা রাখা صَارَ হয় مَجَازًا রূপকার্থে عَنِ الدُّخُوْلِ প্রবেশ করার بِحُكْمِ الْعُرْفِ প্রচলিত দৃষ্টিতে وَالدُّخُوْلُ আর প্রবেশ করা لَايَتَفَاوَتُ কোনো পার্থক্য নেই فِى الْفَصْلَيْنِ উভয় অবস্থায় (খালি পায়ে ও জুতা পায়ে) وَدَارُ فُلَانٍ আর অমুকের ঘর صَارَ হয় مَجَازًا রূপকার্থে عَنْ دَارٍ مَسْكُوْنَةٍ لَهٗ তার বসবাসের ঘর وَذٰلِكَ আর তা لَايَتَفَاوَتُ কোনো পার্থক্য নেই بَيْنَ اَنْ يَكُوْنَ হওয়ার মাঝে مِلْكًا لَهٗ তার মালিকানাধীন أَوْكَانَتْ অথবা হবে بِأُجْرَةٍ لَهٗ তার ভাড়া করা وَالْيَوْمُ আর দিন (দ্বারা) فِىْ مَسْئَلَةِ الْقُدُوْمِ আগমনের মাসয়ালায় عِبَارَةٌ উদ্দেশ্য عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ – সাধারণ সময় لِاَنَّ الْيَوْمَ কেননা, দিন إِذَا اُضِيْفَ যখন সম্পর্কিত করা হয় اِلٰى فِعْلٍ (এরূপ) কোনো কাজের দিকে لَايَمْتَدُّ (যা) দীর্ঘায়িত হয় না يَكُوْنُ (তখন) তা (দ্বারা) عِبَارَةٌ উদ্দেশ্য عَنْ مُطْلَقِ الْوَقْتِ সাধারণ সময় كَمَا عُرِفَ যেমনটি জানা হয়েছে فَكَانَ الْحِنْثُ অতঃপর শপথ ভঙ্গ হওয়া (কার্যকরী) হবে بِهٰذَا الطَّرِيْقِ এ পদ্ধতিতে لَابِطَرِيْقِ الْجَمْعِ একত্রিতের পন্থায় (শপথ ভঙ্গ হওয়া) কার্যকরী হবে না। بَيْنَ الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ হাকীকত ও মাজাযের মাঝে।

<u>সরল অনুবাদ :</u> উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা হানাফীগণ বলি, যদি কেউ কোনো বংশের কুমারীদের জন্য অসিয়ত করে, তবে সেই গোত্রের অবৈধ প্রেম নিবেদনকারিণী কুমারী এ অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

যদি কেউ কারো পুত্রের জন্য অসিয়ত করে এবং পুত্র ও পৌত্র উভয়ই আছে, তবে অসিয়ত পুত্রের জন্য হবে পৌত্রের বেলায় প্রযোজ্য হবে না।

আমাদের হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, যদি কেউ শপথ করে অমুক নারীকে বিবাহ করবো না, এমতাবস্থায় সে নারী তার অপরিচিতা, তবে এ শর্ত বিবাহের চুক্তি সম্পাদনে ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। অতএব, সে ঐ নারীর সাথে ব্যতিচার করলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

যদি প্রশ্ন উথাপন করা হয় যে, যদি কেউ শপথ করে অমুকের গৃহে পা রাখবে না, তখন সে নগ্নপদে কিংবা পাদুকা পরে অথবা কিছুতে আরোহণ করে অর্থাৎ, যে-কোন ভাবেই হোক উক্ত গৃহে প্রবেশ করলেই শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ শপথ করে যে, অমুকের গৃহে বসবাস করবে না শপথ করে, তবে সে তার মালিকানার ঘর, ভাড়ার ঘর কিংবা ধার করা ঘরে বসবাস করলেই শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অতএব, এটা হাকীকত ও মাজাযের মধ্যে একত্রিকরণ হবে।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি আগমনের দিন তার দাস আযাদ, অতঃপর সে ব্যক্তি রাত্রে কিংবা দিনে আসুক তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে অর্থাৎ, দাস মুক্ত হয়ে যাবে।

আমরা বলি, পা রাখা কথাটির রূপক অর্থ ধরে প্রবেশ করা প্রচলনগত কারণে হয়েছে। কাজেই উভয় অবস্থায়ই প্রবেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এবং অমুকের ঘর দ্বারাও রূপক অর্থে তার বসবাসের ঘর বুঝাবে। এ ঘর তার মালিকানায় হোক বা ভাড়ায় হোক তাতে কোনোরূপ পার্থক্য হবে না। আর আগমনের মাসআলায় قدوم -এর মধ্যে দিন দ্বারা অনির্দিষ্ট সময়কে বুঝানো হচ্ছে। يوم বা দিন শব্দটি فِعْلٍ غَيْرِ مُمْتَدٍّ বা অনির্ধারিত দীর্ঘ কার্যের সাথে সম্বন্ধিত হবে, তখন প্রচলিত অর্থে অনির্দিষ্ট সময়কে বুঝাবে। কাজেই এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি حقيقة ও مجاز একত্রীকরণের পন্থায় শপথ ভঙ্গকারী হবে না; বরং এখানে প্রচলিত অর্থ গ্রহণের (عُمُوْمِ مَجَازٍ) আলোকে শপথ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا إِذَا أَوْصٰى الخ-এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) আহনাফের মতের সমর্থনে (حقيقة ও مجاز একই সময় একই স্থানে একত্রিত হতে পারে না) আরো তিনটি উপমা পেশ করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, حقيقة ও مجاز একই সময় একই স্থানে একত্রিত হতে পারে না, যেমনটি আগুন ও পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রথম উপমা : হানাফী আলিমগণ বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বংশের কুমারী নারীর জন্য অসিয়ত করে, তবে অসিয়ত সে বংশের ঐ সকল মহিলার জন্য কার্যকরী হবে না যারা যেনার দ্বারা কুমারীত্ব হারিয়েছে। কেননা, কুমারী শব্দটি হাকীকত হিসেবে ঐ নারীর জন্য প্রযোজ্য যে এখনও বিবাহ করেনি এবং তার কোনো পুরুষের সাথে সহবাসও হয়নি। আর যে নারীর কুমারীত্ব যিনা দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে তাকে মাজায হিসেবেই কুমারী বলা হয়– প্রকৃত অর্থে নয়। এখানে তারা অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হলে হাকীকত ও মাজায একত্রিত হওয়া আবশ্যক হবে, যা বৈধ নয়।

দ্বিতীয় উপমা : মুসান্নিফ (র.) وَلَوْ أَوْصٰى لِبَنِىْ فلان الخ বলে দ্বিতীয় উপমা পেশ করেছেন। তিনি বলেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির সন্তানদের জন্য অসিয়ত করে এবং তার পুত্র ও নাতি উভয়ই থাকে, তখন এ অসিয়ত পুত্রের বেলায় প্রযোজ্য হবে, নাতির বেলায় প্রযোজ্য হবে না। কারণ, بنين তথা সন্তান পুত্র অর্থে হাকীকত এবং নাতি অর্থে মাজায। সুতরাং যদি এ অসিয়তের মধ্যে দু'জনই অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন হাকীকত এবং মাজাযের মধ্যে একত্রীকরণ দেখা দেবে, যা অবৈধ।

তৃতীয় উপমা : মুসান্নিফ (র.) وَلَوْ حَلَفَ لَايَنْكِحُ فُلَانَةَ الخ বলে তৃতীয় উপমাটি পেশ করেছেন। নিকাহ শব্দ 'আক্দ'-এর বেলায় হাকীকত এবং সহবাসের বেলায় মাজায। "অমুক নারীকে নিকাহ করবো না" এ নিকাহ শব্দ দ্বারা আক্দ বুঝাবে। অতএব, ঐ নারীর সাথে যিনা করলে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, এ অবস্থাতে অবৈধ সঙ্গম পাওয়া গিয়েছে বটে; কিন্তু 'আকদ' পাওয়া যায়নি। সুতরাং যদি যিনা দ্বারা শপথ ভঙ্গকারী হয়, তখন হাকীকত এবং মাজাযের মধ্যে একত্রিকরণ দেখা দেবে, যা অবৈধ।

قَوْلُهُ وَلَئِنْ قَالَ إِذَا حَلَفَ لَا يَضَعُ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) শাফিয়ীদের পক্ষ হতে আরোপিত হানাফীদের প্রতি তিনটি اعتراض। যা প্রশ্নের উল্লেখ করেছেন। যে প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে তারা স্বীয় মতাদর্শ (যদি বিবেক অসম্ভব মনে না করে, তবে حقيقة ও مجاز একই সময় একই স্থানে একত্রিত হতে পারে, যা হানাফীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।)-এর প্রমাণ করে হানাফী চিন্তা-চেতনাকে ভুল আখ্যা দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

প্রথম প্রশ্ন : إِذَا حَلَفَ لَايَضَعُ قَدَمَهُ فِىْ دَارِ فُلَانٍ يَحْنَثُ لَوْ دَخَلَهَا حَافِيًا أَوْ مُتَنَعِّلًا أَوْ رَاكِبًا -

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি যদি শপথ করে যে, "আমি অমুক ব্যক্তির ঘরে পা রাখবো না।" এ পা না রাখার হাকীকী অর্থ হলো— নগ্ন পা না রাখা, কিন্তু সে যদি জুতা পায়ে দিয়ে সে ঘরে গিয়ে থাকে তো আপনারা (হানফীরা) বলেন যে, তার শপথ ভঙ্গ হবে। সে নগ্ন পায়ে প্রবেশ করুক বা জুতা পায়ে প্রবেশ করুক কিংবা সওয়ার হয়ে প্রবেশ করুক। অথচ পা রাখা দ্বারা প্রবেশ করা অর্থ নেওয়া হলে হাকীকী ও মাজাযী উভয় অর্থই তো একত্র হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : وَكَذٰلِكَ لَايَسْكُنُ دَارَ فُلَانٍ يَحْنَثُ لَوْ كَانَتِ الدَّارُ مِلْكًا لِفُلَانٍ اَوْ كَانَتْ بِاُجْرَةٍ اَوْ عَارِيَةٍ -

অর্থাৎ, যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, "আমি অমুকের ঘরে বসবাস করব না।" এখানে হাকীকী অর্থ হলো, সে ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানাধীন ঘরে বসবাস করা; কিন্তু ভাড়া বা অন্য কোনোভাবে তার অধিকারের ঘর অর্থ গ্রহণ করা এর মাজাযী অর্থ। অথচ এখানে আপনারা (হানাফীরা) বলেন যে, তার নিজস্ব মালিকানাধীন বা ভাড়ার মাধ্যমে অধিকৃত যে-কোনো ঘরেই বসবাস করলে শপথকারীর শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এখানে তো হাকীকী ও মাজাযী অর্থ এক হয়ে যায়, যা আপনাদের মতে নাজায়েজ।

তৃতীয় প্রশ্ন : وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ عَبْدُهٗ حُرٌّ يَوْمَ يَقْدُمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ فُلَانٌ لَيْلًا اَوْنَهَارًا يَحْنَثُ -

অর্থাৎ, যদি কেউ বলে যে, অমুক ব্যক্তি যেদিন আসবে সেদিন আমার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। অতঃপর সে ব্যক্তি রাত্রে আসলেও আপানদের মতে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। অথচ এখানেও দিন উল্লেখের পর রাত্রে আসা দ্বারা সে একইভাবে হাকীকত ও মাজায একত্র হয়ে যায় নাকি?

اَلْجَوَابُ عَنِ الْاِيْرَادِ বা আহনাফের পক্ষ হতে ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর প্রশ্নের উত্তর :

আহনাফের পক্ষ হতে গ্রন্থকার এটার উত্তরে বলেন, প্রথম প্রশ্নে প্রচলনগতভাবে وَضْعُ الْقَدَمِ তথা পা রাখা مجازى অর্থ তথা প্রবেশ করা অর্থে ব্যবহার হয়েছে। আর এ প্রবেশ করা অর্থ খালি পায়ে প্রবেশ এবং জুতা পায়ে প্রবেশ, সর্বাবস্থায় প্রবেশ করা পাওয়া যায়। অতএব, যে- কোনো অবস্থায় প্রবেশ করা পাওয়া যাক না কেন শপথ ভঙ্গ হবে।

আর দ্বিতীয় প্রতিবাদের উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে গ্রন্থকার বলেন, دَارُ فُلَانٍ -এর مَجَازِىْ অর্থ- বাসস্থান, চাই তা মালিকানাধীন হোক বা ভাড়াটিয়া হোক। সুতরাং فلان-এর যে-কোনো রকমের বাসস্থান প্রবেশ করলেই শপথ হবে।

তৃতীয় প্রতিবাদের উত্তর হলো, يوم-এর اضافة যখন فِعْلِ غَيْرِ مُمْتَدٍّ তথা এমন কার্যের দিকে হয় যা দীর্ঘস্থায়ী নয়, তখন يوم দ্বারা مُطْلَقُ وَقْتٍ তথা অনির্দিষ্ট সময় হবে, যা রাত্র-দিন সব সময়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর আলোচ্য উদাহরণেও يوم-এর اضافة অনুরূপ হওয়ার কারণে অনির্দিষ্ট সময় বুঝাবে, যাতে فلان রাত্রে আসুক আর দিনে আসুক শপথকারীর গোলাম আযাদ হবে।

মোদ্দাকথা হলো, প্রতিবাদকারীর তিনটি বিষয়ে তথা وَضْعِ قَدَمٍ, دار এবং يوم ইত্যাদি এমন একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা حقيقة এবং مجاز উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, এ কারণে শপথকারীর শপথ ভঙ্গ হয়ে থাকে। এতে حقيقية এবং مجاز একত্রিত হয় না।

ثُمَّ الْحَقِيْقَةُ اَنْوَاعٌ ثَلٰثَةٌ مُتَعَذِّرَةٌ وَمَهْجُوْرَةٌ وَمُسْتَعْمَلَةٌ وَفِى الْقِسْمَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ يُصَارُ اِلَى الْمَجَازِ بِالْاِتِّفَاقِ وَنَظِيْرُ الْمُتَعَذِّرَةِ اِذَا حَلَفَ لَايَاْكُلُ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اَوْ مِنْ هٰذِهِ الْقِدْرِ فَاِنْ اَكَلَ الشَّجَرَةَ اَوِ الْقِدْرَ مُتَعَذِّرَةٌ فَيَنْصَرِفُ ذٰلِكَ اِلٰى ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ وَاِلٰى مَا يَحِلُّ فِى الْقِدْرِ حَتّٰى لَوْ اَكَلَ مِنْ عَيْنِ الشَّجَرَةِ اَوْ مِنْ عَيْنِ الْقِدْرِ بِنَوْعِ تَكَلُّفٍ لَا يَحْنَثُ -

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ الْحَقِيْقَةُ তারপর হাকীকত اَنْوَاعٌ ثَلٰثَةٌ তিন প্রকার مُتَعَذِّرَةٌ দুষ্কর مَهْجُوْرَةٌ পরিত্যক্ত مُسْتَعْمَلَةٌ প্রচলিত وَفِى الْقِسْمَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ আর প্রথম দু'প্রকারের মধ্যে يُصَارُ প্রত্যাবর্তিত হয় اِلَى الْمَجَازِ মাজাযের দিকে بِالْاِتِّفَاقِ ঐক্যমতে وَنَظِيْرُ الْمُتَعَذِّرَةِ মুতায়াযযেরার উদাহরণ اِذَا حَلَفَ যখন কেউ শপথ করে (যে,) لَايَاْكُلُ সে ভক্ষণ করবে না مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ এ বৃক্ষ থেকে اَوْ অথবা مِنْ هٰذِهِ الْقِدْرِ এ ডেগ থেকে فَاِنْ অবশ্যই اَكَلَ الشَّجَرَةَ اَوِ الْقِدْرَ বৃক্ষ বা ডেগ ভক্ষণ করা مُتَعَذِّرَةٌ দুষ্কর فَيَنْصَرِفُ অতঃপর প্রত্যাবর্তন করবে ذٰلِكَ এ কথাটি اِلٰى ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ বৃক্ষের ফলের দিকে وَعَلٰى مَا يَحِلُّ فِى الْقِدْرِ এবং ডেগের মধ্যস্থ রন্ধনকৃত খাদ্যের দিকে حَتّٰى এমনকি لَوْاَكَلَ যদি সে ভক্ষণ করে مِنْ عَيْنِ الشَّجَرَةِ মূল বৃক্ষ اَوْ অথবা مِنْ عَيْنِ الْقِدْرِ মূল ডেগ بِنَوْعِ تَكَلُّفٍ কোনো হটকারিতা বশত (তবে) لَايَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

সরল অনুবাদ ঃ অতঃপর حَقِيْقَةٌ হলো তিন প্রকার: متعذرة বা অবস্তব্য হাকীকাত, مهجورة বা পরিত্যক্ত হাকীকত এবং مُسْتَعْمَلَةٌ বা প্রচলিত হাকীকত। প্রথম দু'প্রকারের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে মাজায বা রূপক হবে। এবং حَقِيْقَةٌ مُتَعَذِّرَةٌ-এর দৃষ্টান্ত হলো, যখন সে শপথ করল যে, সে এ বৃক্ষ হতে ভক্ষণ করবে না বা এ ডেকচি হতে খাবে না, নিশ্চয় গাছ ও ডেকচি খাওয়া অসম্ভব বিধায় এখানে গাছের ফল ও ডেকচিতে রন্ধন করা খাবার বুঝাবে। কাজেই যদি মূল বৃক্ষ ভক্ষণ করে বা মূল ডেকচি খায় হটকারিতা বশত তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ الْحَقِيْقَةُ اَنْوَاعٌ ثَلٰثَةٌ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (রহঃ) حقيقة-এর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। حقيقة হলো মোট তিন প্রকার :

১. حَقِيْقَةٌ مُتَعَذِّرَةٌ বা অসম্ভাব্য হাকীকাত। অর্থাৎ, যা কর্মে পরিণত করা সাধারণত সম্ভব নয়। যথা— কেউ বলল যে, আমি এ গাছ খাবো। এটি হলো حقيقة متعذرة কেননা, গাছ খাওয়া অসম্ভব। কাজেই এ কথা বললে গাছের ফল খাওয়া উদ্দেশ্য হবে।

২. حَقِيْقَةٌ مَهْجُوْرَةٌ বা পরিত্যক্ত হাকীকত। অর্থাৎ, যার ওপর আমল করা সম্ভব এবং সহজও বটে। কিন্তু লোকে সে বিষয়ের আমল করাকে পরিহার করেছে। যথা— কেউ বলল যে, আমি অমুকের ঘরে পা রাখবো না। এটা হলো حقيقة مهجورة কেননা, এখানে পা রাখার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রবেশ করা। অবশ্য পা কেটে নিয়ে ঘরে রেখে দেয়াও কিন্তু এখানে সম্ভব, তবে এ কথা বলার দ্বারা এটা উদ্দেশ্য করা হয় না; বরং প্রবেশ করাই উদ্দেশ্য করা হয় বিধায় একে حَقِيْقَةٌ مَهْجُوْرَةٌ বলা হবে।

৩. حَقِيْقَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ বা প্রচলিত হাকীকত। অর্থাৎ, যার উপর আমল করা সম্ভব এবং মানুষ তার উপর আমল করেও আসছে। যথা— কেউ বলল যে, আমি গম খাবো না। এটা حَقِيْقَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ কেননা, এর উপর আমল করা সম্ভব এবং মানুষও এর উপর আমল করে থাকে।

حقيقة-কে তিন প্রকারে সীমাবদ্ধের কারণ কি :

হাকীকত উক্ত তিন প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার করণ হলো, কোনো শব্দের হাকীকী (প্রকৃত) অর্থ হয়তো ব্যবহৃত হবে অথবা ব্যবহৃত হবে না। যদি হয় তবে তাকে মুস্তা'মালাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর যদি ব্যবহৃত না হয়, তবে তা আবার দু'প্রকার: তা উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হওয়া দুষ্কর হবে অথবা দুষ্কর হবে না। যদি দুষ্কর হয়, তবে তাকে মুতায়ায্যারাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর যদি দুষ্কর না হয়; বরং লোকেরা তার হাকীকী অর্থ পরিত্যাগ করে থাকে, তবে তাকে মাহজূরাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

قَوْلُهُ وَفِى الْقِسْمَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাতের মাধ্যমে সম্মানিত গ্রন্থকার حَقِيْقَةٌ مُتَعَذِّرَةٌ ও حَقِيْقَةٌ مَهْجُوْرَةٌ-এর হুকুম বর্ণনা করেছেন।

উভয়ের হুকুম :

প্রথমোক্ত প্রকারদ্বয় তথা মুতাআয্যারাহ ও মাহজূরা-এর ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিকক্রমে রূপক অর্থ গ্রহণযোগ্য। মুতায়ায্যারার ক্ষেত্রে এ জন্য যে, তাতে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা নিতান্তই দুষ্কর। আর মাহজূরার ক্ষেত্রে এজন্য যে, প্রচলিত সমাজ উহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা বর্জন করেছে।

قَوْلُهُ وَنَظِيْرُ الْمُتَعَذِّرَةِ الخ-এর আলোচনা :

এখানে লিখক حَقِيْقَةٌ مُتَعَذِّرَةٌ-এর একটি উপমা উপস্থাপন করেছেন। কোনো ব্যক্তি শপথ করল যে, সে ঐ বৃক্ষ অথবা পাতিল হতে ভক্ষণ করবে না। তখন ঐ বৃক্ষের ফল এবং পাতিলের খাদ্য গ্রহণ করলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। যদি হটকারিতা বশত গাছের কিছু অংশ বা পাতিলের কিছু অংশ চিবিয়ে খায় তাহলেও শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, উভয় উদাহরণের মধ্যে বৃক্ষ এবং পাতিলের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব। সেজন্য বৃক্ষের ফল এবং পাতিলস্থ বস্তুই বুঝাবে, যা বৃক্ষ এবং পাতিলের রূপক অর্থ।

وَعَلَىٰ هٰذَا قُلْنَا اِذَا حَلَفَ لَايَشْرَبُ مِنْ هٰذِهِ الْبِئْرِ يَنْصَرِفُ ذٰلِكَ اِلَى الْاِغْتِرَافِ حَتّٰى لَوْ فَرَضْنَا اَنَّهُ لَوْ كَرَعَ بِنَوْعٍ تَكَلُّفٍ لَايَحْنَثُ بِالْاِتِّفَاقِ وَنَظِيْرُ الْمَهْجُوْرَةِ لَوْ حَلَفَ لَايَضَعُ قَدَمَهُ فِىْ دَارِ فُلَانٍ فَاِنَّ اِرَادَةَ وَضْعِ الْقَدَمِ مَهْجُوْرَةٌ وَعَلَىٰ هٰذَا قُلْنَا التَّوْكِيْلُ بِنَفْسِ الْخُصُوْمَةِ يَنْصَرِفُ اِلَىٰ مُطْلَقِ جَوَابِ الْخَصْمِ حَتّٰى يَسَعَ لِلْوَكِيْلِ اَنْ يُّجِيْبَ بِنَعَمْ كَمَا يَسَعُهُ اَنْ يُّجِيْبَ بِلَا لِاَنَّ التَّوْكِيْلَ بِنَفْسِ الْخُصُوْمَةِ مَهْجُوْرَةٌ شَرْعًا وَعَادَةً وَلَوْكَانَتِ الْحَقِيْقَةُ مُسْتَعْمَلَةً فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ فَالْحَقِيْقَةُ اَوْلٰى بِلَا خِلَافٍ وَاِنْ كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ فَالْحَقِيْقَةُ الْاَوْلٰى عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَعِنْدَهُمَا الْعَمَلُ بِعُمُوْمِ الْمَجَازِ اَوْلٰى -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَعَلَىٰ هٰذَا এ নীতির (হাকীকতের প্রথম দু'প্রকারের মধ্যে মাজাযী অর্থ গ্রহণযোগ্য হওয়ার) ভিত্তিতে, قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اِذَا حَلَفَ যখন কেউ শপথ করে لَايَشْرَبُ সে পান করবে না مِنْ هٰذِهِ الْبِئْرِ এ কূপ থেকে يَنْصَرِفُ তা প্রত্যাবর্তন করবে ذٰلِكَ এ উক্তি اِلَى الْاِغْتِرَافِ অঞ্জলি ভরে পানি পান করার দিকে لَوْ فَرَضْنَا যদি আমরা ধরে নেই اَنَّهُ অবশ্যই لَوْكَرَعَ যদি সে মুখ লাগিয়ে পানি পান করে بِنَوْعٍ تَكَلُّفٍ কোনো রূপ কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে لَايَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না بِالْاِتِّفَاقِ ঐক্যমতে وَنَظِيْرُ الْمَهْجُوْرَةِ আর হাকীকতে মাহজূরার উদাহরণ হল لَوْ حَلَفَ যদি কেউ শপথ করে (যে,) لَايَضَعُ সে রাখবে না قَدَمَهُ তার পা فِىْ دَارِ فُلَانٍ অমুকের গৃহে فَاِنَّ اِرَادَةَ وَضْعِ الْقَدَمِ নিশ্চয় (এখানে) পা রাখার ইচ্ছা مَهْجُوْرَةٌ পরিত্যক্ত عَادَةً প্রচলনগতভাবে وَعَلَىٰ هٰذَا আর এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি التَّوْكِيْلُ উকিল নিযুক্ত করা بِنَفْسِ الْخُصُوْمَةِ শুধুমাত্র প্রতিপক্ষেল সাথে বিরোধের জন্য يَنْصَرِفُ তা প্রত্যাবর্তন করবে اِلَىٰ مُطْلَقِ جَوَابِ الْخَصْمِ সাধারণভাবে বিপক্ষের প্রত্যুত্তরের দিকে حَتّٰى يَسَعَ এমনকি অধিকার থাকবে لِلْوَكِيْلِ উকিলের জন্য اَنْ يُّجِيْبَ উত্তর দেওয়ার بِنَعَمْ হ্যাঁ দ্বারা كَمَا তেমনিভাবে يَسَعُهُ তার অধিকার থাকবে اَنْ يُّجِيْبَ উত্তর দেওয়ার بِلَا না দ্বারা لِاَنَّ التَّوْكِيْلَ কেননা উকিল বানানো بِنَفْسِ الْخُصُوْمَةِ শুধুমাত্র প্রতিপক্ষের সাথে বিরোধের জন্য مَهْجُوْرَةٌ পরিত্যক্ত شَرْعًا وَعَادَةً শরিয়ত ও প্রচলনগতভাবে وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيْقَةُ আর যদি হাকীকত হয় مُسْتَعْمَلَةً প্রচলিত فَاِنْ لَمْ يَكُنْ অতঃপর যদি না হয় لَهَا তার জন্য مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ প্রচলিত মাজায (রূপকার্থ) فَالْحَقِيْقَةُ তাহলে হাকীকত اَوْلٰى উত্তম بِلَا خِلَافٍ মতানৈক্য ছাড়া وَاِنْ كَانَ لَهَا আর যদি তার জন্য থাকে مَجَازٌ مُتَعَارَفٌ প্রচলিত মাজায (রূপকার্থ) فَالْحَقِيْقَةُ তবে হাকীকত اَوْلٰى উত্তম عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে وَعِنْدَهُمَا আর সাহেবাইনের মতে الْعَمَلُ আমল করা بِعُمُوْمِ الْمَجَازِ সাধারণ মাজাযের সাথে اَوْلٰى উত্তম।

<u>সরল অনুবাদ :</u> এরই ওপর ভিত্তি করে আমরা বলি, যখন কেউ শপথ করে যে, এ কূপ হতে পান করবে না, তখন এটা অঞ্জলি ভরে পান করাকে বুঝাবে। আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, সে কষ্ট করে মুখ লাগিয়ে পান করল, তবুও সে সর্বসম্মতিক্রমে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর পরিত্যক্ত হাকীকতের উদাহরণ হলো, যদি কেউ

শপথ করল যে, সে তার পা অমুকের ঘরে রাখবে না। নিশ্চয় পা রাখার ইচ্ছা এখানে পরিত্যক্ত। এবং এ মূলনীতিতে আমরা বলি যে, যদি কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র মামলার জন্যই উকিল নিযুক্ত করে থাকে, তবে শুধু সাধারণভাবে বিপক্ষের উত্তরের দিকে ধাবিত হবে। এমনকি উকিলের জন্য 'হাঁ' বা 'না' যে– কোনো উত্তর দেওয়ার অধিকার থাকবে। কেননা, শুধু প্রতিবাদের জন্য উকিল নিযুক্ত করা এটা শরিয়ত ও প্রচলনগতভাবে পরিত্যক্ত। আর যদি حقيقة مستعملة তথা প্রচলিত প্রকৃত হয় এবং এর জন্য প্রচলিত مجاز না থাকে, তাহলে কোনো মতানৈক্য ছাড়াই حقيقة উত্তম হবে। আর যদি حقيقة مستعملة-এর জন্য প্রচলিত مجاز থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, حقيقة নেয়া উত্তম হবে, আর সাহেবাইনের মতে, عموم مجاز উত্তম হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا حَلَفَ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) حقيقة متعذرة-এর অপর একটি উপমা পেশ করেছেন, তাহলো নিম্নরূপ—

হানাফীগণ বলেন, যদি কেউ শপথ করে যে, আমি কূপ হতে পানি পান করবো না, তখন এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে–(১) কূপের পানির সাথে মুখ লাগিয়ে পান করা, যা বাক্যটির প্রকৃত অর্থ। (২) অঞ্জলি ভরে পানি পান করা, যা বাক্যটির রূপক অর্থ। কিন্তু প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা দুষ্কর বিধায় এখানে রূপক অর্থই গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব, শপথকারী যদি হাতের অঞ্জলি দ্বারা বা অন্য কোনো কিছু দ্বারা পানি পান করে, তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে। কিন্তু যদি এ ব্যক্তি কষ্ট করে কূপের পানিতে মুখ লেগে পান করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, বিধান হলো, হাকীকত যখন মুতাআয্যারা হবে তখন রূপক অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে।

وَنَظِيْرُ الْمَهْجُوْرَةِ لَوْحَلَفَ لَايَضَعُ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা লিখক حقيقة مهجورة-এর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, আর তাহলো, কোনো ব্যক্তি শপথ করল যে, لَا اَضَعُ قَدَمِىْ فِىْ دَارِ فُلَانٍ "আমি অমুকের ঘরে পা রাখবো না।" এখানে وضع قدم-এর প্রকৃত অর্থ পা রেখে দেওয়া, যা প্রচলিতভাবে গ্রাহ্য নয়, তাই এখানে রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। আর রূপক অর্থ হলো, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করা। সুতরাং শপথকারী যদি ঐ ঘরে প্রবেশ করে, তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে, যদিও সে নগ্ন পায়ে প্রবেশ করুক বা জুতা পায়ে প্রবেশ করুক অথবা আরোহী অবস্থায় প্রবেশ করুক। পক্ষান্তরে সে যদি ঘরের মধ্যে প্রবেশ না করে বাহির দিক হতে পা রাখে, সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

قَوْلُهٗ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا التَّوْكِيْلُ الخ-এর আলোচনা ঃ

এখানে মুসান্নিফ (র.) حقيقة مهجورة-এর আরেকটি উপমা পেশ করতে গিয়ে বলেন, হাকীকত মাহজুরাহ হওয়ার সময় রূপক অর্থ গ্রহণ হওয়ার মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা বলি, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের মোকাদ্দমা পরিচালনা করার জন্য একজনকে উকিল নিযুক্ত করে, তাহলে উকিল 'হাঁ' বা 'না' উভয় উত্তরই দিতে পারবে। সে যা উচিত মনে করবে তাই গ্রহণ করবে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি ন্যায় অন্যায় উভয় অবস্থাতেই 'না' বলার অথবা অস্বীকার করার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তখন এটা শরিয়ত এবং বিধিগত প্রথা অনুযায়ী পরিত্যক্ত হবে।

قَوْلُهٗ وَلَوْكَانَتِ الْحَقِيْقَةُ مُسْتَعْمَلَةً الخ-এর আলোচনা :

উপরোক্ত ইবারাতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) حَقِيْقَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ -এর হুকুম বর্ণনা করেছেন।

<u>হাকীকত মুস্তা'মালার হুকুম</u> : যদি হাকীকতটি মুস্তা'মালাহ হয় এবং এর জন্য প্রচলিত রূপক থাকে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে হাকীকতই গ্রহণ করা উত্তম। আর যদি হাকীকতে মুস্তা'মালার জন্য প্রচলিত রূপক বিদ্যমান থাকে, তখনও ইমাম আযম (র.)-এর নিকট হাকীকতের অর্থই গ্রহণ করা উত্তম। কেননা, হাকীকত গ্রহণ করা সম্ভব হলে মাজাযী অর্থ গ্রহণ সঠিক নয়। কিন্তু সাহেবাইনের নিকট মাজাযের অর্থ গ্রহণ করা তথা عُمُوْمُ مَجَازٍ -এর উপর আমল করা উত্তম।

مِثَالُهُ لَوْ حَلَفَ لَايَأْكُلُ مِنْ هٰذِهِ الْحِنْطَةِ يَنْصَرِفُ ذٰلِكَ اِلٰى عَيْنِهَا عِنْدَهُ حَتّٰى لَوْ اَكَلَ مِنَ الْخُبْزِ الْحَاصِلِ مِنْهَا لَايَحْنَثُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ اِلٰى مَا تَتَضَمَّنُهُ الْحِنْطَةُ بِطَرِيْقِ عُمُوْمِ الْمَجَازِ فَيَحْنَثُ بِاَكْلِهَا وَبِاَكْلِ الْخُبْزِ الْحَاصِلِ مِنْهَا وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَايَشْرَبُ مِنَ الْفُرَاتِ يَنْصَرِفُ اِلَى الشُّرْبِ مِنْهَا كَرْعًا عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا اِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ شُرْبُ مَائِهَا بِاَيِّ طَرِيْقٍ كَانَ ثُمَّ الْمَجَازُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيْقَةِ فِىْ حَقِّ اللَّفْظِ وَعِنْدَهُمَا خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيْقَةِ فِىْ حَقِّ الْحُكْمِ حَتّٰى لَوْ كَانَتِ الْحَقِيْقَةُ مُمْكِنَةً فِىْ نَفْسِهَا اِلَّا اَنَّهُ اِمْتَنَعَ الْعَمَلُ بِهَا لِمَانِعٍ يُصَارُ اِلَى الْمَجَازِ وَاِلَّا صَارَ الْكَلَامُ لَغْوًا وَعِنْدَهُ يُصَارُ اِلَى الْمَجَازِ وَاِنْ تَكُنِ الْحَقِيْقَةُ مُمْكِنَةً فِىْ نَفْسِهَا مِثَالُهُ اِذَا قَالَ لِعَبْدِهٖ وَهُوَ اَكْبَرُ سِنًّا مِنْهُ هٰذَا اِبْنِىْ لَايُصَارُ اِلَى الْمَجَازِ عِنْدَهُمَا لِاسْتِحَالَةِ الْحَقِيْقَةِ وَعِنْدَهُ يُصَارُ اِلَى الْمَجَازِ حَتّٰى يُعْتَقَ الْعَبْدُ -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> مِثَالُهُ তার (যে হাকীকতের মাজাযী অর্থ বহুল প্রচলিত উহার) উদাহরণ (এই যে,) لَوْ حَلَفَ যদি কেউ শপথ করে (যে,) لَايَأْكُلُ সে ভক্ষণ করবে না مِنْ هٰذِهِ الْحِنْطَةِ এ গম হতে يَنْصَرِفُ তা প্রত্যাবর্তন করবে ذٰلِكَ এ শপথ اِلٰى عَيْنِهَا প্রকৃত গমের দিকে عِنْدَهُ তাঁর (ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, حَتّٰى এমনকি لَوْ اَكَلَ যদি সে ভক্ষণ করে مِنَ الْخُبْزِ রুটি الْحَاصِلِ যা প্রস্তুত مِنْهَا গম থেকে لَايَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না عِنْدَهُ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে عِنْدَهُمَا আর সাহেবাইনের মতে يَنْصَرِفُ তা প্রত্যাবর্তন করবে اِلٰى (ঐসব জিনিসের) দিকে مَا تَتَضَمَّنُهُ الْحِنْطَةُ যাকে গম অন্তর্ভুক্ত করে بِطَرِيْقِ عُمُوْمِ الْمَجَازِ মাজায আম হওয়ার পদ্ধতিতে فَيَحْنَثُ সুতরাং সে শপথকারী হবে بِاَكْلِهَا গম খাওয়ার ফলে وَبِاَكْلِ الْخُبْزِ এবং রুটি খাওয়ার ফলে الْحَاصِلِ যা প্রস্তুত করা হয় مِنْهَا গম থেকে وَكَذَا আর অনুরূপভাবে لَوْ حَلَفَ যদি কেউ শপথ করে (যে,) لَايَشْرَبُ সে পান করবে না مِنَ الْفُرَاتِ ফুরাত নদী থেকে يَنْصَرِفُ তা প্রত্যাবর্তন করবে اِلَى الشُّرْبِ পান করার দিকে مِنْهَا ফুরাত নদী থেকে كَرْعًا মুখ লাগিয়ে عِنْدَهُ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে وَعِنْدَهُمَا এবং সাহেবাইনের মতে (প্রত্যাবর্তন করবে) اِلَى الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ প্রচলিত রূপকার্থের দিকে وَهُوَ আর তা হল شُرْبُ مَائِهَا তার পানি পান করা بِاَيِّ طَرِيْقٍ كَانَ যে পন্থায়-ই হোক ثُمَّ الْمَجَازُ অতঃপর মাজায عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে خَلَفٌ প্রতিনিধি عَنِ الْحَقِيْقَةِ হাকীকতের فِىْ حَقِّ اللَّفْظِ শব্দের দিক দিয়ে وَعِنْدَهُمَا আর সাহেবাইনের মতে خَلَفٌ প্রতিনিধি عَنِ الْحَقِيْقَةِ হাকীকতের فِى الْحُكْمِ হুকুমের মধ্যে حَتّٰى এমনকি لَوْ كَانَتِ الْحَقِيْقَةُ যদি হাকীকত (গ্রহণ করা) হয় مُمْكِنَةً সম্ভব فِىْ نَفْسِهَا বাস্তবে اِلَّا অন্যথায় اَنَّهُ নিশ্চয় اِمْتَنَعَ الْعَمَلُ আমল নিষিদ্ধ হয় بِهَا তার সাথে لِمَانِعٍ কোনো বাধার কারণে يُصَارُ প্রত্যাবর্তিত হবে اِلٰى

اَلْمَجَازِ মাজাযের দিকে وَاِلَّا অন্যথায় صَارَ الْكَلَامُ বাক্যটি হবে لَغْوًا নিরর্থক وَعِنْدَهُ আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে يُصَارُ তা প্রত্যাবর্তিত হবে اِلَى الْمَجَازِ মাজাযের দিকে وَاِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَقِيْقَةُ আর যদি হাকীকত কার্যকরী করা না হয় مُمْكِنَةً সম্ভব فِىْ نَفْسِهَا বাস্তবে مِثَالُهُ তার উদাহরণ হলো اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِعَبْدِهٖ স্বীয় ক্রীতদাসকে وَهُوَ اَكْبَرُ অথচ সে বড় سِنًّا বয়সে مِنْهُ তার থেকে هٰذَا এটা اِبْنِىْ আমার ছেলে لَايُصَارُ তা প্রত্যাবর্তিত হবে না اِلَى الْمَجَازِ মাজাযের দিকে عِنْدَهُمَا সাহেবাইনের মতে لِاِسْتِحَالَةِ الْحَقِيْقَةِ হাকীকত অসম্ভব হওয়ার কারণে وَعِنْدَهُ আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে يُصَارُ প্রত্যাবর্তিত হবে اِلَى الْمَجَازِ মাজাযের দিকে حَتّٰى এমনকি يُعْتَقُ الْعَبْدُ দাস আযাদ হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : উহার উদাহরণ হলো, যদি কেউ শপথ করে যে সে এ গম হতে খাবে না, তখন শপথ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট প্রকৃত গমের দিকে ধাবিত হবে। যদি সে উহা হতে বানানো রুটি ভক্ষণ করে, তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না তার (ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট এবং সাহেবাইনের নিকট عموم مجاز-এর নিয়মানুযায়ী ঐ সকল বস্তুর দিকে ধাবিত হবে যা কিছু গমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কাজেই সে রুটি খেলেও শপথ ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে, যা তা হতে বানানো হয়েছে।

তদ্রূপ যদি কেউ শপথ করে যে, সে ফুরাত নদী হতে পান করবে না, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকিট এ শপথ নদীতে মুখ লাগিয়ে পান করার দিকে ধাবিত হবে এবং সাহেবাইনের নিকট مجاز متعارف তথা যেভাবেই তার পানি পান করুক তার শপথ ভেঙ্গে যাবে।

অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট مجاز টা শব্দের দিক দিয়ে حقيقة -এর খলিফা বা প্রতিনিধি, আর সাহেবাইনের নিকট হুকুমের প্রতিনিধি। এমনকি যদি হাকীকতের অর্থ বাস্তবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়, কিন্তু কোনো অন্তরায় বশত তা কার্যকর করা না যায়, তবে মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় বাক্যটি নিরর্থক হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট যদি হাকীকত কার্যকর করা সম্ভবপর না হয়, তখন مجاز বা রূপক অর্থ গ্রহণ করা যাবে। এর উদাহরণ হলো, যদি মনিব তার বয়োবৃদ্ধ দাসকে বলে যে, এটা আমার ছেলে, তখন সাহেবাইনের নিকট হাকীকত অসম্ভব হওয়ার কারণে مجاز বা রূপক অর্থ তথা মুক্ত হওয়া বুঝাবে না। এবং তাঁর (ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট এটা مجاز বা রূপক অর্থে হয়ে দাস মুক্ত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مِثَالُهُ لَوْحَلَفَ لَايَاْكُلُ مِنْ هٰذِهِ الخ-এর আলোচনা ঃ

এখানে মুসান্নিফ (র.) حقيقة مستعملة -এর উপমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যদি প্রচলিত হাকীকত (হাকীকতে মুস্‌তা'মালা)-এর জন্য প্রসিদ্ধ রূপক (মুতা'আরাফ) থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, প্রকৃত অর্থই গ্রহণ করা উত্তম। আর আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, প্রসিদ্ধ রূপকই উত্তম। যেমন— কোন ব্যক্তি শপথ কর— لاأكل من هذه الحنطة "আমি এ গম হতে ভক্ষণ করবো না।" এ অবস্থায় সে যদি গম ভক্ষণ করে, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে। গমের তৈরি বস্তু ভক্ষণ করলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, গম ও গমের তৈরি বস্তু যাই ভক্ষণ করুক না কেন শপথ ভক্ষণকারী হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَايَشْرَبُ مِنَ الْفُرَاتِ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা সম্মানিত গ্রন্থকার حقيقة مستعملة -এর অপর একটি উপমা পেশ করে বলেন, অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, لَاشْرَبُ مِنَ الْفُرَاتِ "আমি ফুরাতের পানি পান করবো না।" তখন ইমাম আবূ হানীফা (র) এর

মতে, তার অর্থ হলো মুখ লাগিয়ে পান করা। সুতরাং শপথকারী মুখ লাগিয়ে পান করলেই শপথ ভঙ্গকারী হবে। কিন্তু গ্লাসে করে বা অঞ্জলি করে পানি পান করলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, মুখ লাগিয়ে পান করুক বা অঞ্জলী করে পান করুক উভয় অবস্থায়ই শপথ ভঙ্গকারী হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْمَجَازُ عِنْدَ اَبِیْ حَنِیْفَةَ (رح) خَلَفٌ الخ-এর আলোচন :

এখান থেকে সম্মানিত গ্রন্থকার مجاز টা حقيقة-এর খলিফা হওয়ার ব্যাপারে যে মতানৈক্য রয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

<u>মাজায হাকীকাতের খলিফা হওয়া সম্পর্কে মতভেদ :</u> মাজায হাকীকাতের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। মতভেদ হলো এ ব্যাপারে যে, এটা কি শব্দের প্রতিনিধি না হুকুমের প্রতিনিধি। এ নিয়ে হানাফী ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে—

مَذْهَبُ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ :

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মাজায হাকীকতের শব্দের দিক থেকে প্রতিনিধি। ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য হলো এই যে,বাক্য যদি আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী শুদ্ধ হয়, তাহলে তা দ্বারা মাজায অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এটা হাকীকতের প্রতিনিধি বা খলিফা হতে পারে।

مَذْهَبُ الصَّاحِبَيْنِ :

ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, হুকুমের ব্যাপারে মাজায হাকীকতের খলিফা বা প্রতিনিধি হবে যদি হাকীকতকে কার্যকর করা সম্ভব হয়। কিন্তু কোনো অন্তরায় থাকলে মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা হবে। আর যদি হাকীকত গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তবে বাক্যটি নিরর্থক হবে যদিও ব্যাকরণের বিধি অনুযায়ী বাক্য ঠিক থাকে।

خُلَاصَةُ الْكَلَامِ :

মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, হাকীকী অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হোক বা না হোক ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী শুদ্ধ হলেই বাক্যটি মাজাযী অর্থের দিকে ধাবিত হতে পারে; আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাজাযী অর্থ গ্রহণ করবার জন্য হাকীকী অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হওয়া শর্ত।

قَوْلُهُ مِثَالُهُ اِذَا قَالَ لِعَبْدِهٖ الخ-এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) হানাফী ইমামদের উপরোক্ত মতবাদের ভিত্তি করে একটি উপমা পেশ করেছেন, যাতে করে প্রাথমিক পাঠকদের হৃদয়ে বিষয়টি ভাল স্থাপিত হয়ে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, প্রকৃত অর্থ (মা'নায়ে হাকীকী) গ্রহণ সম্ভব হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় রূপক অর্থ হতে পারনে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের নিকট প্রকৃত অর্থ গ্রহণ সম্ভব হলেই রূপক গৃহীত হবে। তাঁর উদাহরণ হলো, যদি কেউ তার এরূপ দাসকে বলে, যে বয়সে প্রভু হতে বড়— "সে আমার পুত্র।" এখানে পুত্র শব্দটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহার হতে পারে না। কেননা, ছেলের বয়স বাবার বয়স হতে অধিক হওয়া সম্ভবপর নয়। অতএব, সাহেবাইনের নিকট এ বাক্যটি নিরর্থক এবং তা দ্বারা গোলাম আযাদ হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট রূপক অর্থ গ্রহণ করার জন্য হাকীকত সম্ভব হওয়া শর্ত নয়। সেজন্য هٰذَا اِبْنِیْ "সে আমার পুত্র।" দ্বারা গোলাম আযাদ হবে। কেননা, ابن -এর রূপক অর্থ আযাদ। এখানে স্পষ্ট যে, "সে আমার পুত্র।" বাক্যটি অশুদ্ধ নয়, যেমন অশুদ্ধ নয়"সে আযাদ" বাক্যটি। এখানে মাজায হাকীকতের প্রতিনিধি মাত্র এবং এ বাক্যকে শুদ্ধ বলতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।

وَعَلٰى هٰذَا يَخْرُجُ الْحُكْمُ فِيْ قَوْلِهٖ لَهٗ عَلَيَّ اَلْفٌ اَوْ عَلٰى هٰذَا الْجِدَارِ وَقَوْلُهٗ عَبْدِيْ حُرٌّ اَوْ حِمَارِيْ حُرٌّ وَلَايَلْزَمُ عَلٰى هٰذَا اِذَا قَالَ لِاِمْرَأَتِهٖ هٰذَا اِبْنَتِيْ وَلَهَا نَسَبٌ مَعْرُوْفٌ مِنْ غَيْرِهٖ حَيْثُ لَا تَحْرِمُ عَلَيْهِ وَلَا يُجْعَلُ ذٰلِكَ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ صُغْرٰى سِنًّا مِنْهُ اَوْكُبْرٰى لِاَنَّ هٰذَا اللَّفْظَ لَوْصَحَّ مَعْنَاهُ لَكَانَ مُنَافِيًا لِلنِّكَاحِ فَيَكُوْنُ مُنَافِيًا لِحُكْمِهٖ وَهُوَ الطَّلَاقُ وَلَا اِسْتِعَارَةَ مَعَ وُجُوْدِ التَّنَافِيْ بِخِلَافِ قَوْلِهٖ هٰذَا اِبْنِيْ فَاِنَّ الْبُنُوَّةَ لَاتُنَافِيْ ثُبُوْتَ الْمِلْكِ لِلْاَبِ بَلْ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لَهٗ ثُمَّ يُعْتَقُ عَلَيْهِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا আর এর উপর ভিত্তি করে يَخْرُجُ الْحُكْمُ হুকুম নির্গত হয় فِيْ قَوْلِهٖ তার (বক্তার) উক্তিতে لَهٗ তার জন্য রয়েছে عَلَيَّ আমার উপর اَلْفٌ এক হাজার টাকা অথবা عَلٰى هٰذَا الْجِدَارِ এ দেয়ালের উপর وَقَوْلُهٗ এবং তার উক্তি عَبْدِيْ আমার দাস حُرٌّ আযাদ اَوْ অথবা حِمَارِيْ আমার গাধা حُرٌّ আযাদ وَلَا يَلْزَمُ এবং আবশ্যিক হয় না عَلٰى هٰذَا এ নীতির উপর اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِاِمْرَأَتِهٖ স্বীয় স্ত্রীকে هٰذَا اِبْنَتِيْ এটি আমার কন্যা وَلَهَا অথচ তার রয়েছে نَسَبٌ مَعْرُوْفٌ প্রসিদ্ধ বংশধারা مِنْ غَيْرِهٖ তার অন্য থেকে حَيْثُ এমতাবস্থায় لَاتَحْرِمُ হারাম হয় না عَلَيْهِ তার ওপর وَلَا يُجْعَلُ এবং নির্ধারণ করা হয় না ذٰلِكَ তা مَجَازًا মাজাযী অর্থে عَنِ الطَّلَاقِ তালাক হিসেবে سَوَاءٌ সমান كَانَتِ الْمَرْأَةُ স্ত্রী হোক صُغْرٰى ছোট سِنًّا বয়সে مِنْهُ তার থেকে اَوْ অথবা كُبْرٰى বড় لِاَنَّ কেনা هٰذَا اللَّفْظُ এ শব্দটি لَوْصَحَّ যদি শুদ্ধ হয় مَعْنَاهُ তার অর্থ لَكَانَ مُنَافِيًا অবশ্যই তা পরিপন্থী হবে لِلنِّكَاحِ বিবাহের فَيَكُوْنُ مُنَافِيًا ফলে তা পরিপন্থী হবে لِحُكْمِهٖ তার হুকুমের وَهُوَ الطَّلَاقُ আর তা হলো তালাক وَلَا اِسْتِعَارَةَ আর ইসতেয়ারা নেওয়া সম্ভব নয় مَعَ وُجُوْدِ التَّنَافِيْ বৈপরীত্বের বিদ্যমানের সাথে بِخِلَافِ তার (এ) উক্তির বিপরীত قَوْلِهٖ هٰذَا اِبْنِيْ এটা আমার ছেলে فَاِنَّ الْبُنُوَّةَ কেননা, পুত্রত্ব لَاتُنَافِيْ বাধা দান করে না ثُبُوْتَ الْمِلْكِ মালিকানা সাব্যস্তকে لِلْاَبِ পিতার জন্য بَلْ বরং يَثْبُتُ الْمِلْكُ মালিকানা সাব্যস্ত হবে لَهٗ তার জন্য ثُمَّ অতঃপর يُعْتَقُ عَلَيْهِ সে আযাদ হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : এর উপরই ভিত্তি করে বক্তার বক্তব্য আমার উপর অমুকের এক হাজার টাকা বা এ দেয়ালের ওপর এক হাজার পাওনা এবং তার কথা আমার দাস মুক্ত বা আমার গাধা মুক্ত, এর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হুকুম বের হয়।

তাই বলে যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বলবে যে, সে আমার কন্যা অথচ তার বংশসূত্র স্পষ্টভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, তার (স্বামীর) বংশ হতে নয়, এমতাবস্থায় সে স্বামীর উপর স্ত্রী হারাম হবে না এবং একে (তার কথা আমার কন্যা বা مجاز (بنتى হিসেবে তালাক বনানো যাবে না; স্ত্রী স্বামী হতে বয়সে ছোট হোক বা বড় হোক। কেননা, যদি এ শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ হয় তবে তা বিবাহের জন্য ও তার পরবর্তী হুকুম তথা তালাক উভয়টিরই পরিপন্থী হবে। আর বিরোধপূর্ণ অবস্থায় استعارة নেওয়াও সম্ভব নয়। তবে এটা বক্তার কথা هذا ابنى (এ আমার ছেলে।)-এর বিপরীত। কেননা, পুত্র হওয়াটা মালিকানার বিরোধী নয়। পিতার জন্য মালিকানা প্রমাণিত হয়ে পুনরায় সে মুক্ত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا يَخْرُجُ الْحُكْمُ فِىْ قَوْلِهِ الخ-এর আলোচনা :

এখানে সম্মানিত লিখক এমন কয়েকটি মাসআলা বের করেছেন, যেগুলো উপরোক্ত মতামতের ভিত্তিতে احناف-এর মঝে পরস্পর দ্বন্দ্ব রয়েছে, যা নিম্নে দেওয়া হলো—

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, হাকীকী অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব না হলে মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা যাবে না; বরং বাক্যটি অর্থহীন হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, হাকীকী অর্থ গ্রহণ সম্ভব হোক বা না হোক বাক্যটি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী শুদ্ধ হলেই মাজাযী অর্থ গ্রহণ করা যাবে। এ মতপার্থক্যের ভিত্তিতে দু'টি মাসআলা নির্গত হয়েছে। যেমন— কেউ বলল- لَهٗ عَلَىَّ اَلْفٌ اَوْ عَلٰى هٰذَا الْجِدَارِ "আমার উপর অমুক ব্যক্তির হাজার টাকা পাওনা অথবা এ দেয়ালের উপর পাওনা।" এর প্রকৃত অর্থ হলো, বক্তা এবং দেয়ালের উপর কাউকেও এক হাজার টাকা দেওয়া ওয়াজিব, অথচ দেয়াল উজুবের পাত্র নয়। উদাহরণটিতে হাকীকী অর্থ গ্রহণ করা সম্ভবপর না হওয়ার কারণে সাহেবাইনের নিকট বাক্যটি অর্থহীন হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট যেহেতু বাক্যটি ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী শুদ্ধ হয়েছে, তাই او অর্থ واو ধরে বক্তার উপর এক হাজার টাকা ওয়াজিব হবে।

অনুরূপভাবে কেউ বলল— عَبْدِىْ حُرٌّ اَوْ حِمَارِىْ "আমার দাস মুক্ত বা আমার গাধা আযাদ।" এর প্রকৃত অর্থ হলো— দাস বা গাধা অনির্দিষ্টভাবে একটি আযাদ। আর গাধা প্রকৃতপক্ষে আযাদ হওয়ার পাত্র নয়। সুতরাং সাহেবাইনের মতে, বাক্যটি অর্থহীন হবে, যেহেতু হাকীকী অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব। আর হাকীকী অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হওয়ার কারণে মাজাযী অর্থও গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, বাক্যটি ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী শুদ্ধ হওয়ায় او অর্থ واو হয়ে উক্তিটি দ্বারা দাস মুক্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ عَلٰى هٰذَا الخ- এর আলোচনা :

এখানে সাহেবাইনের পক্ষ হতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ওপর একটি اعتراض করা হয়েছে। সে اعتراض ও তার উত্তর বিশদভাবে উক্ত ইবারাতের মাধ্যমে লিখক প্রকাশ করেছেন।

تَقْرِيْرُ الْاِعْتِرَاضِ :

প্রশ্ন : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মাজায শব্দগতভাবে হাকীকতের প্রতিনিধি। কাজেই প্রত্যেক স্থানে এই নিয়ম কার্যকরী হওয়া উচিত। অথচ যে ব্যক্তি তার সর্বজন পরিচিত অন্য বংশীয় স্ত্রীকে বলে যে, "সে আমার কন্যা।" তখন এ কথাটি প্রকৃত প্রস্তাবে সিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ابنتى -এর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ যেহেতু এখানে সম্ভব নয়, সেজন্য রূপক অর্থ তালাক করা উচিত ছিল; কিন্তু ইমাম সাহেব এ কথাটিকে অনর্থক বলছেন এবং এতে তার স্ত্রী তালাক হবে না বলে মত প্রকাশ করছেন কেন?

اَلْجَوَابُ عَنِ الْاِعْتِرَاضِ :

উত্তর : গ্রন্থকার উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, যে বাক্যের দ্বারা কোনো ফায়দা নেই, যেখানে হাকীকী বা মাজাযী উভয় অর্থই অসামঞ্জস্যশীল, তাকে অনর্থক না বলে উপায় নেই। এখানে হাকীকী এ জন্য হতে পারে না যে, স্ত্রীর বংশ অন্য কারো হতে প্রমাণিত। অতএব, সে তার কন্যা হতে পারে না। আর মাজাযী অর্থাৎ, তালাক অর্থ এ জন্য নেওয়া যেতে পারে না যে, কন্যা বলার কারণে তার সাথে বিবাহই হতে পারে না। সুতরাং যেখানে বিবাহই নেই সেখানে তালাকের প্রশ্নই

ওঠে না। অতএব, স্ত্রীকে "সে আমার কন্যা।" বললে তালাক হবে না। হাঁ, যদি কেউ নিজ গোলামকে বলে যে, "সে আমার পুত্র।" তাহলে সে আযাদ হবে। কেননা, পুত্র হওয়াটা মালিকানায় আসার প্রতিবন্ধক নয়; বরং কোনো ব্যক্তি যদি তার গোলাম পুত্রকে ক্রয় করে নেয়, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য অনুযায়ী এমনিতেই আযাদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ তথা পিতার অধিকারে আসলে পুত্র আযাদ হয়ে যাবে।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১. الحقيقة এবং المجاز কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি? বর্ণনা কর।

২. الحقيقة ও المجاز একত্রিত হতে পারে কিনা? এর খণ্ড মাসআলাগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩. الحقيقة ও المجاز একত্রিকরণ বৈধ না হওয়ার প্রেক্ষিতে আহনাফের উপর অর্পিত অভিযোগগুলো উত্তরসহ আলোচনা কর।

৪. الحقيقة কত প্রকার? এর খণ্ড মাসআলাগুলো বর্ণনা কর।

৫. الحقيقة المستعملة কত প্রকার ও কি কি? এবং مجاز متعارف-এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ লিখ।

৬. المجاز টা الحقيقة-এর খলিফা হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতানৈক্য কি? এবং তার উপর কি প্রশ্ন আরোপিত হতে পারে? তার জবাব কি? উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

فَصْلٌ فِىْ تَعْرِيْفِ طَرِيْقِ الْاِسْتِعَارَةِ : اِعْلَمْ اَنَّ الْاِسْتِعَارَةَ فِىْ اَحْكَامِ الشَّرْعِ مُطَّرِدَةٌ بِطَرِيْقَيْنِ اَحَدُهُمَا لِوُجُوْدِ الْاِتِّصَالِ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْحُكْمِ وَالثَّانِىْ لِوُجُوْدِ الْاِتِّصَالِ بَيْنَ السَّبَبِ الْمَحْضِ وَالْحُكْمِ فَالْاَوَّلُ مِنْهُمَا يُوْجِبُ صِحَّةَ اِسْتِعَارَةٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَالثَّانِىْ يُوْجِبُ صِحَّتَهَا مِنْ اَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ اِسْتِعَارَةُ الْاَصْلِ لِلْفَرْعِ مِثَالُ الْاَوَّلِ فِيْمَا اِذَا قَالَ اِنْ مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ نِصْفَ الْعَبْدِ فَبَاعَهُ ثُمَّ مَلَكَ النِّصْفَ الْاُخَرَ لَمْ يُعْتَقْ اِذْ لَمْ يَجْتَمِعْ فِىْ مِلْكِهِ كُلُّ الْعَبْدِ وَلَوْ قَالَ اِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرٰى نِصْفَ الْعَبْدِ فَبَاعَهُ ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْاُخَرَ عُتِقَ النِّصْفُ الثَّانِىْ وَلَوْ عَنٰى بِالْمِلْكِ الشِّرَاءَ اَوْ بِالشِّرَاءِ الْمِلْكَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ لِاَنَّ الشِّرَاءَ عِلَّةُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ حُكْمُهُ فَعَمَّتِ الْاِسْتِعَارَةُ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُوْلِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ اِلَّا اَنَّهُ يَكُوْنُ تَخْفِيْفًا فِىْ حَقِّهِ لَا يُصَدَّقُ فِىْ حَقِّ الْقَضَاءِ خَاصَّةً لِمَعْنَى التُّهْمَةِ لَا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْاِسْتِعَارَةِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : اِعْلَمْ জেনে রাখ اَنَّ الْاِسْتِعَارَةَ অবশ্যই ইসতিয়ারা (রূপকার্থ গ্রহণ) فِىْ اَحْكَامِ الشَّرْعِ শরয়ী বিধানসমূহে مُطَّرِدَةٌ বহুল প্রচলিত (রয়েছে) بِطَرِيْقَيْنِ দু'টি পদ্ধতি اَحَدُهُمَا দুটির একটি হলো لِوُجُوْدِ الْاِتِّصَالِ সামঞ্জস্য পাওয়ার কারণে بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْحُكْمِ ইল্লত ও হুকুমের মাঝে وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয়টি হলো– لِوُجُوْدِ الْاِتِّصَالِ সামঞ্জস্য পাওয়া যাওয়ার কারণে بَيْنَ السَّبَبِ الْمَحْضِ وَالْحُكْمِ শুধু কারণ ও হুকুমের মাঝে فَالْاَوَّلُ অতঃপর প্রথমটি مِنْهُمَا উভয় থেকে يُوْجِبُ ওয়াজিব করে صِحَّةَ الْاِسْتِعَارَةِ রূপকার্থ গ্রহণ করা শুদ্ধ হওয়া مِنَ الطَّرَفَيْنِ উভয় পক্ষ হতে وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয়টি يُوْجِبُ ওয়াজিব করে صِحَّتَهَا ইসতিয়ারা বিশুদ্ধ হওয়া مِنْ اَحَدِ الطَّرَفَيْنِ উভয় পক্ষের এক পক্ষ থেকে وَهُوَ আর তা হলো اِسْتِعَارَةُ الْاَصْلِ মূলের ইসতিয়ারা لِلْفَرْعِ শাখার জন্য مِثَالُ الْاَوَّلِ প্রথমটির উদাহরণ فِيْمَا তাতে اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে اِنْ مَلَكْتُ যদি আমি মালিক হই عَبْدًا কোনো ক্রীতদাসের فَهُوَ حُرٌّ তবে সে আযাদ فَمَلَكَ অতঃপর সে মালিক হয়েছে نِصْفَ الْعَبْدِ অর্ধ ক্রীতদাসের فَبَاعَهُ অতঃপর এ অর্ধেক বিক্রি করে দিয়েছে ثُمَّ مَلَكَ অতপঃর মালিক হয়েছে النِّصْفَ الْاُخَرَ শেষ অর্ধাংশের لَمْ يُعْتَقْ সে ক্রীতদাস আযাদ হবে না। اِذْ কেননা لَمْ يَجْتَمِعْ একত্রিত হয় নি فِىْ مِلْكِهِ তার মালিকানায় كُلُّ الْعَبْدِ সমস্ত দাস وَلَوْ قَالَ আর যদি সে বলে اِنِ اشْتَرَيْتُ যদি আমি ক্রয় করি عَبْدًا কোনো গোলাম فَهُوَ حُرٌّ তবে সে আযাদ فَاشْتَرٰى অতঃপর সে ক্রয় করল نِصْفَ الْعَبْدِ অর্ধ গোলাম فَبَاعَهُ অতঃপর এ অর্ধেক বিক্রি করেছে ثُمَّ তারপর اِشْتَرٰى সে ক্রয় করেছে النِّصْفَ الْاُخَرَ শেষ অর্ধাংশ عُتِقَ النِّصْفُ الثَّانِىْ দ্বিতীয় অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে। وَلَوْ عَنٰى আর যদি সে উদ্দেশ্য করে بِالْمِلْكِ মালিকানা দ্বারা الشِّرَاءَ ক্রয় করা اَوْ بِالشِّرَاءِ অথবা ক্রয় করার

দ্বারা الْمِلْكَ মালিকানা صَحَّتْ نِيَّتُهُ তার নিয়ত শুদ্ধ হবে بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ রূপকার্থের পদ্ধতিতে لِاَنَّ الشِّرَاءَ কেননা, ক্রয় عِلَّةُ الْمِلْكِ মালিকানার ইল্লত وَالْمِلْكُ, আর মালিকানা حُكْمُهُ তার (ক্রয়-বিক্রয়ের) হুকুম فَتَعُمُّ الْاِسْتِعَارَةُ অতঃপর ইসতিয়ারা আম হবে بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُوْلِ ইল্লত ও মালুলের মাঝে مِنَ الطَّرَفَيْنِ উভয় পক্ষ থেকে اِلَّا কিন্তু اَنَّهُ অবশ্যই يكون تخفيفا তা হালকা (সুবিধাজনক) হবে فِىْ حَقِّهِ তার ক্ষেত্রে لَا يُصَدَّقُ গ্রহণযোগ্য হবে না فِىْ حَقِّ الْقَضَاءِ পার্থিব বিচারের خَاصَّةً বিশেষভাবে لِمَعْنَى التُّهْمَةِ অপবাদ আসতে পারে বিধায় لَا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْاِسْتِعَارَةِ ইসতিয়ারা শুদ্ধ হওয়ার কারণে নয়।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : استعارة-এর ধারার পরিচয় প্রসঙ্গে। জেনে রাখ যে, শরিয়তের বিধানগুলোতে استعارة। তথা রূপক অর্থ গ্রহণের দু'টি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। তাদের একটি হলো علة ও حكم -এর মাঝে সামঞ্জস্য পাওয়া গেলে। আর দ্বিতীয়টি হলো سبب محض এবং حكم-এর মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া গেলে। তাদের প্রথমটির মধ্যে উভয় পক্ষ হতে রূপক অর্থ গ্রহণ করা বিশুদ্ধ হবে, আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কেবল এক পক্ষ হতে রূপক অর্থ গ্রহণ বৈধ হবে। আর তাহলো আসল উল্লেখ করে فرع গ্রহণ করা।

প্রথম নিয়মের উপমা হলো, যখন কেউ বলল যে, যদি আমি কোনো দাসের মালিক হই তবে সে মুক্ত। অতঃপর সে অর্ধ গোলামের মালিক হলো, এরপর তা বিক্রি করে ফেলল; অতঃপর পুনরায় অর্ধেক দাসের মালিক হলো, তাহলে সে গোলাম মুক্ত হবে না, যেহেতু সে পরিপূর্ণ গোলামের মালিক হয়নি।

আর যদি যে বলে যে, যদি আমি কোনো গোলাম ক্রয় করি তবে তা মুক্ত। অতঃপর সে অর্ধেক গোলাম ক্রয় করল, অতঃপর সে উহাকে বিক্রি করে ফেলল; এরপর পুনরায় অর্ধেক গোলাম ক্রয় করল, তবে দ্বিতীয় বার ক্রয়কৃত অর্ধেক গোলাম মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি মালিকানা দ্বারা ক্রয় করা আর ক্রয় করা দ্বারা মালিকানা বুঝায়, তখন مجاز হিসেবে তার নিয়ত বিশুদ্ধ হবে। কেননা, ক্রয় করা মালিকানার জন্য علة আর মালিকানা হলো ক্রয় করার حكم কাজেই علة উল্লেখ করে معلول গ্রহণ করা ও معلول উল্লেখ করে علة গ্রহণ করা উভয় সিদ্ধ। উভয় দিক থেকেই استعارة। করা যাবে। তবে যে ক্ষেত্রে বক্তার নিজের সুবিধা হবে, সে ক্ষেত্রে পার্থিব বিচারে বক্তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা বিশেষ করে বক্তাকে অপবাদ হতে রক্ষার লক্ষ্যেই استعارة। বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ فِىْ تَعْرِيْفِ طَرِيْقِ الْاِسْتِعَارَةِ -এর আলোচনা :

এ অধ্যায় মুসান্নিফ (র.) استعارة-এর পরিচয় ও তার প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন। আমরা প্রথমে استعارة ও مجاز-এর মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

استعارة ও مجاز -এর মধ্যকার পার্থক্য : উসূলবিদদের নিকট মাজায ও ইস্‌তিআরার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। কেননা, কোনো সম্পর্কের কারণে শব্দকে যার জন্য গঠন করা হয়েছে তা ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে ব্যবহার করাকে উসূলবিদদের পরিভাষায় মাজায বা ইস্‌তিআরাহ্ বলা হয়। তবে বালাগাতের পরিভাষায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হাকীকী অর্থ ও মাজাযী অর্থের মধ্যে কত প্রকার সম্বন্ধ হতে পারে এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, এর সংখ্যা পঁচিশ; কেউ বলেন বারো; আর কেউ বলেন, মাত্র দু' প্রকার সম্বন্ধ রয়েছে— مجاورت ও مشابهات ; কোনো বাহাদুর ব্যক্তিকে বাঘ বলা হলে বুঝা যাবে যে, বাহাদুরীতে বাঘ এবং উক্ত ব্যক্তি শরিক বা অংশীদার আছে। বাঘ শব্দের হাকীকী অর্থ— উক্ত নামের হিংস্রজীব, আর মাজাযী অর্থ— বাহাদুর ব্যক্তি। এ দুয়ের মধ্যে মুশাবাহাত-এর সম্বন্ধ বিদ্যমান। প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের স্থানকে বলা হয় غائط যার হাকীকী অর্থ— নিম্নভূমি, আর মাজাযী অর্থ— প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের স্থান। যেহেতু মানুষ উক্ত প্রয়োজন নিম্নভূমিতেই পূরণ করে। অতএব, এখানে নিম্নভূমি হাকীকী ও মাজাযী অর্থের মধ্যে مجاورت তথা ... সম্বন্ধ বিদ্যমান।

ইস্তিআরার প্রকারভেদ : ইস্তিআরা বা মাজায প্রথমত দুই প্রকার: (১) مجاز لغوى (মাজাযে লুগাবী), (২) مجاز عقلى (মাজাযে আকলী)।

মাজাযে লুগাবী : শব্দটি যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে ঐ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থে ব্যবহৃত হওয়াকে মাজাযে লুগাবী বলা হয়। اسد শব্দটি বিশেষ ধরনের হিংস্র প্রাণী বুঝাবার জন্য গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বীর পুরুষ বুঝাবার জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। সুতরাং শব্দটি দ্বারা যখন বীর পুরুষ বুঝানো হবে তখন তা হবে মাজাযে লুগাবী।

মাজাযে আকলী : কোনো হুকুম মূলত যার দিকে সম্বন্ধ করা উচিত তাছাড়া অন্যের দিকে সম্বন্ধ করাকে মাজাযে আকলী বলা হয়। যেমন, কোনো মুসলিম ব্যক্তি বলল— اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ "বসন্তকাল শস্য উৎপাদন করেছে।" শস্য উৎপাদনের সম্বন্ধ মূলত আল্লাহর দিকে করা উচিত; কিন্তু মাজায হিসেবে الربيع (বসন্তকাল)-এর দিকে করা হয়েছে।

মাজাযে লুগাবীর প্রকারভেদ : مجاز لغوى (মাজাযে লুগাবী) আবার দুই প্রকার: (১) مجاز مستعار (মাজাযে মুসতাআর) (২) مجاز مرسل (মাজাযে মুরসাল)।

মাজাযে মুসতাআর : হাকীকত ও মাজাযের মধ্যে যে সম্বন্ধ পাওয়া যায় তা যদি তুলনাসূচক সম্বন্ধ (علاقة التشبيه) হয়, তবে উক্ত মাজাযকে মুসতাআর বলা হয়।

মাজাযে মুরসাল : আর উক্ত সম্বন্ধ যদি তুলনাসূচক না হয়ে অন্য কোনো প্রকার সম্বন্ধ হয়, তবে তাকে মাজাযে মুরসাল বলা হয়।

মাজাযে মুসতাআরের প্রকারভেদ : মাজাযে মুসতাআর আবার চার প্রকার ঃ (১) تصريحية (তাসরীহিয়্যা), (২) كناية (কিনায়া), (৩) تخييلية (তাখঈলিয়্যা) (৪) ترشيحية (তারশীহিয়্যা)।

تصريحية : مشبه به (যার সাথে তুলনা করা হয়) উল্লেখ করে مشبه (যাকে তুলনা করা হয়) বুঝানোকে تصريحية বলা হয়। যেমন– رَأَيْتُ اَسَدًا فِى الْحَمَّامِ "আমি গোসলখানায় একটি সিংহ দেখেছি।" এখানে اسد শব্দটি مشبه به , তা দ্বারা বুঝানো হয়ে থাকে مشبه অর্থৎ, একজন বীর পুরুষকে।

كناية : مشبه উল্লেখ করে مشبه به বুঝানোকে كناية বলা হয়।

تخييلية : مشبه به -এর لوازم (আনুষঙ্গিক বিষয়)-কে مشبه -এর জন্য সাব্যস্ত করাকে تخييلية বলা হয়।

ترشيحية : مشبه به -এর উপযোগী বিষয়কে مشبه -এর জন্য সাব্যস্ত করা হলে ترشيحية বলা হয়। শেষোক্ত প্রকারত্রয়ের উদাহরণ কবি হুযায়লীর নিম্নোক্ত পংক্তিতে বিদ্যমান—

وَاِذَا الْمَنِيَّةُ اَنْشَبَتْ اَظْفَارُهَا × اَلْفَيْتُ كُلَّ تَمِيْمَةٍ لَا تَنْفَعُ

অর্থাৎ, আর যখন মৃত্যু এসে তার নখরগুলি ঢুকিয়ে দিল, তখন দেখতে পেলাম যে, কোনো তাবীজই কাজে আসছে না।

এখানে المنية (মৃত্যু) শব্দটি مشبه একে হিংস্রপ্রাণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর مشبه উল্লেখ করে مشبه به তথা হিংস্রপ্রাণীকেই বুঝানো হয়েছে। এটা হলো كناية -এর উদাহরণ।

আর مشبه به -এর আনুষঙ্গিক বিষয় তথা اظفار -কে مشبه তথা المنية -এর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং اظفار হলো تخييلية -এর উদারহণ।

আর مشبه به -এর উপযোগী বিষয় তথা انشاب (থাবা মারা)-কে مشبه -এর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব, انشاب (যা انشبت ক্রিয়ার মূল) হলো ترشيحية -এর উদাহরণ।

ছকের সাহায্যে مجاز বা استعارة -এর প্রকারভেদ :

استعارة/مجاز
- لغوى
  - مرسل
  - مستعارة
    - تصريحية
    - ترشيحية
    - كناية
    - تخييلية
- عقلى

استعارة-এর প্রকারভেদ বা শরয়ী বিধানে ইস্‌তিআরার পদ্ধতি :

শরয়ী বিধানে ইস্‌তিআরা বা রূপক অর্থ গ্রহণের দু'টি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। যেমন—

১. ইল্লত ও হুকুম (মা'লূল)-এর মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া গেলে ইস্‌তিআরা গ্রহণ করা। এ পদ্ধতিতে উভয় পক্ষ হতে ইস্‌তিআরা বা রূপক অর্থ গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে। অর্থাৎ, ইল্লত উল্লেখ করে হুকুম বুঝানো অথবা হুকুম উল্লেখ করে ইল্লত বুঝানো যাবে। কেননা, হুকুম যেমনিভাবে অস্তিত্ব লাভের ব্যাপারে ইল্লতের মুখাপেক্ষী, তদ্রূপ ইল্লত শরীয়তের দৃষ্টিতে হুকুমের মুখাপেক্ষী।

২. সবব ও হুকুমের মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া গেলে ইস্‌তিআরা গ্রহণ করা। এ পদ্ধতিতে শুধু এক পক্ষ হতে ইস্‌তিআরা বা রূপক অর্থ গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে অর্থাৎ, সবব উল্লেখ করে হুকুম (মুসাব্বাব) বুঝানো শুদ্ধ হবে; কিন্তু হুকুম উল্লেখ করে সবব বুঝানো শুদ্ধ হবে না।

علة ও سبب-এর পার্থক্য :

ইল্লত ও সববের মধ্যে পার্থক্য হলো, ইল্লত যা কোনো মাধ্যম ব্যতীত নিজে নিজেই প্রত্যক্ষভাবে হুকুম স্থাপন করতে পারে। আর সবব নিজে প্রত্যক্ষভাবে হুকুম স্থাপন করতে পারে না; বরং অন্যের মাধ্যমে (তথা অন্য ইল্লতের সাহায্যে) পরোক্ষভাবে হুকুম সাবেত করতে পারে। যেমন— বিবাহ সম্পাদন স্ত্রীর দেহের উপর স্বামীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইল্লত এবং যৌন সম্ভোগ ও অন্যান্য ফায়দা হাসিলের জন্য সবব। এখানে যেহেতু দেহের অধিকারী হয়েছে সেহেতু যৌন সম্ভোগের অধিকারী হয়েছে। সুতরাং দেহের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিবাহ প্রত্যক্ষ কারণ বা ইল্লত, আর যৌন সম্ভোগের জন্য বিবাহ হলো পরোক্ষ কারণ বা সবব।

قَوْلُهُ مِثَالُ الْاَوَّلِ فِيْمَا اِذَا قَالَ الخ-এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) ملك দ্বারা شراء ও شراء দ্বারা ملك উদ্দেশ্য করার হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে দু'টি উপমা পেশ করেছেন।

<u>প্রথম উপমা :</u> যদি কোনো ব্যক্তি বলে— اِنْ مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ (যদি আমি কোনো গোলামের মালিক হই তবে সে আযাদ।) অতঃপর সে কোনো গোলামের অর্ধাংশের মালিক হলো এবং তা বিক্রয় করে দিল। এরপর পুনরায় অবশিষ্টাংশের মালিক হলো, এমতাবস্থায় উক্ত গোলাম আযাদ হবে না। কেননা, সাধারণভাবে ملك শব্দটি দ্বারা পূর্ণ মালিক হওয়ার অর্থ বুঝা যায়। সুতরাং اِنْ مَلَكْتُ عَبْدًا-এর অর্থ— আমি যদি কোনো গোলামের পূর্ণ মালিক হই। আর উল্লিখিত অবস্থায় যেহেতু পূর্ণাঙ্গভাবে মালিকানা আসেনি, তাই গোলাম আযাদ হবে না।

<u>দ্বিতীয় উপমা :</u> যদি কোনো ব্যক্তি বলে— اِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ (যদি আমি কোনো গোলাম ক্রয় করি, তবে সে আযাদ।) অতঃপর সে কোনো গোলামের অর্ধাংশ ক্রয় করে বিক্রয় করে দিল, পরবর্তীতে অবশিষ্টাংশ ক্রয় করল, তখন এ অবশিষ্টাংশ আযাদ হবে। কেননা, সে গোলাম আযাদ হওয়ার জন্য ক্রেতা হওয়ার শর্ত করেছিল। আর প্রচলিত ভাষায় এক সঙ্গে ক্রয় করুক বা অংশ অংশ করে ক্রয় করুক উভয় অবস্থাতেই তাকে ক্রেতা বলা হয়। সুতরাং শর্ত পূর্ণ হওয়ায় উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে।

উদাহরণ দু'টির মধ্যে প্রথমটিকে ملك শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার হাকীকী (প্রকৃত) অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় উদাহরণে شراء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার হাকীকী অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে।

ملك ও شراء শব্দ দু'টির মধ্যে علة ও حكم-এর সম্বন্ধ (شراء হলো ইল্লত এবং ملك হলো হুকুম) থাকায় উভয় পক্ষ হতে ইস্‌তিআরা শুদ্ধ হবে। সুতরাং বক্তা যদি প্রথম উদাহরণে ملك বলে شراء-এর নিয়ত করে, আর দ্বিতীয় উদাহরণে شراء বলে ملك-এর নিয়ত করে, তাহলে তা শুদ্ধ হবে।

তবে যে ক্ষেত্রে তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ, গোলামের উপকার না হয়ে মনিবের উপকার হয়, (যেমন— شراء বলে ملك অর্থ গ্রহণ করলে মনিবের উপকার হয়।) সেক্ষেত্রে পার্থিব বিচারে ইস্‌তিআরা গ্রহণ অগ্রাহ্য হবে। কেননা, এখানে মনিব বা বিচারপ্রার্থীর উপর লোকদের ভুল ধারণার অবকাশ রয়েছে। অর্থাৎ, লোকজন ধারণা করতে পারে যে, বিচারপ্রার্থী ও বিচারের মাঝে ঘুষের লেনদেন হয়েছে, তাই গোলামের বিপক্ষে রায় দেওয়া হয়েছে। শুধু অপবাদ হতে বাঁচার জন্যই এখানে ইস্‌তিআরা গ্রহণযোগ্য নয়; ইস্‌তিআরা অশুদ্ধ এ হিসেবে নয়।

وَمِثَالُ الثَّانِيْ اِذَا قَالَ لِاِمْرَأَتِهٖ حَرَّرْتُكِ وَنَوٰى بِهِ الطَّلَاقَ يَصِحُّ لِاَنَّ التَّحْرِيْرَ بِحَقِيْقَتِهٖ يُوْجِبُ زَوَالَ مِلْكِ الْبُضْعِ بِوَاسِطَةِ زَوَالِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ فَكَانَ سَبَبًا مَحْضًا لِزَوَالِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ فَجَازَ اَنْ يُّسْتَعَارَ عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِيْ هُوَ مُزِيْلٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ لَايُقَالُ لَوْ جُعِلَ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ لَوَجَبَ اَنْ يَّكُوْنَ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ بِهٖ رَجْعِيًّا كَصَرِيْحِ الطَّلَاقِ لِاَنَّا نَقُوْلُ لَا نَجْعَلُهٗ مَجَازًا عَنِ الطَّلَاقِ بَلْ عَنِ الْمُزِيْلِ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ وَذٰلِكَ فِي الْبَائِنِ اِذِالرَّجْعِيُّ لَايُزِيْلُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ عِنْدَنَا وَلَوْ قَالَ لِاَمَتِهٖ طَلَّقْتُكِ وَنَوٰى بِهِ التَّحْرِيْرَ لَايَصِحُّ لِاَنَّ الْاَصْلَ جَازَ اَنْ يَّثْبُتَ بِهِ الْفَرْعُ فَلَايَجُوْزُ اَنْ يَّثْبُتَ بِهِ الْاَصْلُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثَالُ الثَّانِيْ -এর দ্বিতীয়টির (সবব উল্লেখ করে হুকুম অর্থ গ্রহণ করার) উদাহরণ اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِاِمْرَأَتِهٖ স্বীয় স্ত্রীকে حَرَّرْتُكِ আমি তোমাকে আযাদ করে দিয়েছি وَنَوٰى এবং সে নিয়ত করে بِهٖ -এর দ্বারা الطَّلَاقَ তালাকের يَصِحُّ তা শুদ্ধ হবে لِاَنَّ التَّحْرِيْرَ কেননা আযাদ করা بِحَقِيْقَتِهٖ প্রকৃতপক্ষে يُوْجِبُ আবশ্যিক করে زَوَالَ مِلْكِ الْبُضْعِ যৌন অধিকার বিলুপ্তিকে بِوَاسِطَةِ زَوَالِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ মূল মালিকানা বিলুপ্তির মাধ্যমে فَكَانَ سَبَبًا مَحْضًا অতঃপর তা হলো সববে মহয, (একমাত্র কারণ) لِزَوَالِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ যৌন ভোগাধিকার বিলুপ্তির জন্য فَجَازَ অতঃপর বৈধ اَنْ يُّسْتَعَارَ ইসতিয়ারা করা عَنِ الطَّلَاقِ তালাকের الَّذِيْ যা هُوَ তা مُزِيْلٌ বিলুপ্তকারী لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ যৌন সম্ভোগের অধিকারকে لَايُقَالُ (এখানে) প্রশ্ন করা যায় না যে لَوْجُعِلَ যদি تَحْرِيْر (শব্দ দ্বারা) হয় مَجَازًا রূপকার্থে عَنِ الطَّلَاقِ তালাক لَوَجَبَ অবশ্যই ওয়াজিব হবে اَنْ يَّكُوْنَ الطَّلَاقُ -এর দ্বারা সংঘটিত হওয়া رَجْعِيًّا রজয়ী كَصَرِيْحِ الطَّلَاقِ সরীহ তালাকের ন্যায় لِاَنَّا نَقُوْلُ কেননা আমরা (উত্তরে) বলি (যে,) لَانَجْعَلُهٗ আমরা (حَرَّرْتُكَ উক্তি দ্বারা) গ্রহণ করি না مَجَازًا রূপকার্থে عَنِ الطَّلَاقِ তালাক অর্থ بَلْ বরং (গ্রহণ করি) عَنِ الْمُزِيْلِ দূরকারী (অর্থে) لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ (যৌন অধিকারকে وذلك আর তা (হয়) فِي الْبَائِنِ তালাকে বায়েনের মধ্যে اِذِ الرَّجْعِيُّ কেননা তালাকে রজয়ী لَايُزِيْلُ বিলুপ্তি সাধন করে না مِلْكَ الْمُتْعَةِ যৌন সম্ভোগের অধিকারকে عِنْدَنَا আমাদের (হানাফীদের) মতে وَلَوْ قَالَ আর যদি সে বলে لِاَمَتِهٖ স্বীয় দাসীকে طَلَّقْتُكِ আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি وَنَوٰى بِهٖ আর সে এর দ্বারা নিয়ত করে التَّحْرِيْرَ আযাদ করার لَايَصِحُّ তা শুদ্ধ হবে না। لِاَنَّ الْاَصْلَ কেননা মূল বিষয় (উল্লেখ করে) جَازَ বৈধ اَنْ يَّثْبُتَ সাব্যস্ত করা بِهٖ এর দ্বারা الْفَرْعُ প্রাসঙ্গিক বিষয়কে وَاَمَّا الْفَرْعُ বস্তুত প্রাসঙ্গিক বিষয় (উল্লেখ করে) فَلَا يَجُوْزُ বৈধ নয় اَنْ يَّثْبُتَ সাব্যস্ত করা بِهٖ -তা দ্বারা الْاَصْلُ মূল বিষয়কে।

সরল অনুবাদ : এবং দ্বিতীয় পদ্ধতির (سبب -কে উল্লেখ করে حكم উদ্দেশ্য করা।) উপমা হলো, যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল যে, حررتك বা আমি তোমায় মুক্ত বা আযাদ করে দিয়েছি। এবং এ উক্তি দ্বারা সে তালাকের নিয়ত করেছে, তখন তার এ নিয়ত বিশুদ্ধ হবে। কেননা, আযাদ করা প্রকৃত পক্ষে ملك رقبة তথা মূল মালিকানা বিলুপ্তির মাধ্যমে ملك بُضْعَةْ বা যৌন অধিকার বিলুপ্তিকে আবশ্যক করে। কাজেই تحرير বা আযাদ করা যৌন অধিকার বিলুপ্তির জন্য سبب محض হলো। অতএব, حررتك বা "আমি তোমায় মুক্ত করে দিয়েছি।"

এক্ষেত্রে حررتك উক্তি দ্বারা এ প্রশ্ন করা ঠিক হবে না যে, حررتك দ্বারা যদি معنى مجازى তথা তালাক গ্রহণ করা হয়, তবে তা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তালাক রজয়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেভাবে طلاق صريح যথা— طلقتك উক্তি দ্বারা তালাকে রজয়ী হয়। বস্তুত حررتك উক্তি দ্বারা বায়েন তালাক হয়। কেননা, আমরা (হানাফীগণ) এর জবাবে বলবো যে, আমরা حررتك উক্তিটির مجازى অর্থ তালাক বলে গ্রহণ করি না; বরং উক্তিটি দ্বারা আমরা যৌনাধিকার বিলোপকারী হওয়ার অর্থ গ্রহণ করি। আর যৌন অধিকার বিলোপের জন্য তালাকে বায়েনই হয়ে থাকে। কেননা, আমদের (হানাফীদের) মতে طلاق رجعى টা যৌন অধিকারকে বিলুপ্ত করে না।

যদি কেউ স্বীয় বাঁদিকে طلقتك বা আমি তোমাকে তালাক দিলাম বলে এবং সে যদি তা দ্বারা আযাদ করার নিয়ত করে, তবুও তার নিয়ত বিশুদ্ধ হবে না। কেননা, মূল দ্বারা শাখা সাব্যস্ত করা যায়; কিন্তু শাখা দ্বারা মূল সাব্যস্ত করা যায় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِثَالُ الثَّانِىْ اِذَا قَالَ الخ-এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) سبب উল্লেখ করে حكم উদ্দেশ্য করার উপমা পেশ করেছেন। যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে যে, حررتك বা আমি তোমায় মুক্ত করে দিলাম এবং তালাকের নিয়ত করে, তবে তার নিয়ত বিশুদ্ধ হয়ে তালাক হয়ে যাবে। কেননা, এখানে আযাদ করা হলো যৌন অধিকার বিলুপ্তির জন্য سبب محض

'তাহরীর' বলে তালাকের নিয়ত করলে কি ধরনের তালাক পতিত হবে :

এ নিয়ে হানাফী ও শাফিয়ীদের মাঝে মতভেদ রয়েছে—

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ :

হানাফীদের মতে রজয়ী তালাক প্রদত্ত মহিলার সাথে সহবাস ইত্যাদি জায়েজ। কেননা, তালাকে রজয়ীর কারণে ملك متعه দূরীভূত হয় না। এ জন্য আমরা বলি যে, حررتك উক্তি দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য হওয়ার অবস্থায় তালাকে বায়েন পতিত হবে। তখন حررتك উক্তি ملك متعه দূরীভূতকারী হবে।

অথবা বলা যাবে যে, যখন এক শব্দ অন্য শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন এক শব্দ অপর শব্দের হুবহু হয় যায় না। সুতরাং এ কথা আবশ্যক নয় যে, حررتك শব্দ দ্বারা তালাক উদ্দেশ্য হওয়ার সময় তালাক শব্দের দ্বারা যেরূপ তালাক পতিত হবে حررتك শব্দ দ্বারাও সেরূপ তালাক পতিত হবে। সুতরাং حررتك শব্দ দ্বারা তালাকে বায়েন হতে কোনো আপত্তি নেই, যদিও طلقتك শব্দ দ্বারা তালাকে রজয়ী পতিত হয়।

مَذْهَبُ الشَّوَافِعِ :

ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, তালাকে রজয়ী পতিত হবে। কেননা, তাঁর মতে, তালাকে রজয়ীও ملك متعه বিলোপকারী। এ জন্যই ইমাম তাঁর নিকট মৌখিক রাজাআত ব্যতীত সহবাস জায়েজ হবে না বা মৌখিক রাজাআতের পর সহবাস জায়েজ হবে। আর তালাকে বায়েন এটার ব্যতিক্রম তথা তালাকে বায়েনের মধ্যে সহবাসের জন্য পুনঃ বিবাহের প্রয়োজন হয়। শুধু রাজাআত যথেষ্ট নয়।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْاَصْلَ جَازَ الخ- এর আলোচনা :

এখানে উক্ত ইবারাত দ্বারা লিখক اصل ও فرع-এর অর্থের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে, اصل-এর অর্থ— علة ও হতে পারে আবার سبب ও হতে পারে। কিন্তু গ্রন্থকারের উক্তি— لِاَنَّ الْاَصْلَ جَازَ اَنْ يَثْبُتَ بِهِ الْفَرْعُ-এর মধ্যে اصل দ্বারা অর্থ— سبب এবং فرع দ্বারা অর্থ— حكم নেয়া হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকারের উক্তির অর্থ হলো سبب উল্লেখ করে حكم অর্থ নেওয়া সহীহ হবে; কিন্তু حكم উল্লেখ করে سبب উদ্দেশ্য করা সহীহ হবে না। সুতরাং طلاق উল্লেখ করে আযাদ হওয়া উদ্দেশ্য করা, যা سبب সহীহ হবে না। কাজেই দ্বিতীয় উদাহরণে استعارة শুধু এক পক্ষ হতে সহীহ হলো তথা سبب হওয়া উল্লেখ করে حكم অর্থ করা। কিন্তু প্রথম উদাহরণে তথা استعارة উভয় দিক হতে সহীহ হবে অর্থাৎ, علة উল্লেখ করে حكم অর্থ নেয়া এবং حكم উল্লেখ করে علة অর্থ নেওয়া। অনুরূপ شراء দ্বারা ملك এবং ملك দ্বারা অর্থ নেওয়া উভয়

وَعَلٰى هٰذَا نَقُوْلُ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالتَّمْلِيْكِ وَالْبَيْعِ لِاَنَّ الْهِبَةَ بِحَقِيْقَتِهَا تُوْجِبُ مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَمِلْكُ الرَّقَبَةِ يُوْجِبُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ فِى الْاِمَاءِ فَكَانَتِ الْهِبَةُ سَبَبًا مَحْضًا لِثُبُوْتِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ فَجَازَ اَنْ يُّسْتَعَارَ عَنِ النِّكَاحِ وَكَذٰلِكَ لَفْظُ التَّمْلِيْكِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَنْعَكِسُ حَتّٰى لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ ثُمَّ فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ يَكُوْنُ الْمَحَلُّ مُتَعَيَّنًا لِنَوْعٍ مِنَ الْمَجَازِ لَا يَحْتَاجُ فِيْهِ اِلَى النِّيَّةِ لَا يُقَالُ وَلَمَّا كَانَ اِمْكَانُ الْحَقِيْقَةِ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْمَجَازِ عِنْدَهُمَا كَيْفَ يُصَارُ اِلَى الْمَجَازِ فِىْ صُوْرَةِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ مَعَ اَنَّ تَمْلِيْكَ الْحُرَّةِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مُحَالٌ لِاَنَّا نَقُوْلُ ذٰلِكَ مُمْكِنٌ فِى الْجُمْلَةِ بِاَنْ اِرْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ سُبِيَتْ وَصَارَ هٰذَا نَظِيْرُ مَسِّ السَّمَاءِ وَاَخَوَاتِهِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا আর এ নীতি (সবব উল্লেখ করে হুকুম উদ্দেশ্য করা শুদ্ধ)-এর উপর ভিত্তি করে نَقُوْلُ আমরা (হানাফীরা) বলি يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ বিবাহ সংঘটিত হবে بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالتَّمْلِيْكِ هبه - تمليك ، وَالْبَيْعِ ও بيع শব্দ দ্বারা لِاَنَّ الْهِبَةَ কেননা هبه শব্দটি بِحَقِيْقَتِهَا প্রকৃতপক্ষে تُوْجِبُ প্রতিষ্ঠা করে مِلْكَ الرَّقَبَةِ ব্যক্তি মালিকানাকে وَمِلْكُ الرَّقَبَةِ আর ব্যক্তি মালিকানা يُوْجِبُ প্রতিষ্ঠা করে مِلْكَ الْمُتْعَةِ যৌন সম্ভোগের মালিকানাকে فِى الْاِمَاءِ দাসীর ক্ষেত্রে فَكَانَتِ الْهِبَةُ অতঃপর হেবা হয় سَبَبًا কারণ لِثُبُوْتِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ যৌন সম্ভোগের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার فَجَازَ অতঃপর বৈধ اَنْ يُّسْتَعَارَ ইসতিআরা নেওয়া عَنِ النِّكَاحِ বিবাহকে وَكَذٰلِكَ অনুরূপ لَفْظُ التَّمْلِيْكِ وَالْبَيْعِ تمليك ও بيع শব্দদ্বয় (কিন্তু) وَلَا يَنْعَكِسُ (এর) বিপরীত নয় حَتّٰى এমনকি لَا يَنْعَقِدُ সংঘটিত হয় না الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ ক্রয়-বিক্রয় এবং হেবা بِلَفْظِ النِّكَاحِ নিকাহ শব্দ দ্বারা ثُمَّ অতঃপর فِىْ كُلِّ مَوْضِعٍ প্রত্যেক জায়গায় يَكُوْنُ الْمَحَلُّ স্থানটি হয় مُتَعَيَّنًا নির্দিষ্ট لِنَوْعٍ مِنَ الْمَجَازِ কোনোরূপ রূপকার্থ গ্রহণের জন্য لَا يَحْتَاجُ (কিন্তু) মুখাপেক্ষী নয় فِيْهِ সেখানে اِلَى النِّيَّةِ নিয়তের দিকে لَا يُقَالُ (এখানে) প্রশ্ন করা যায় না (যে,) وَلَمَّا আর যখন كَانَ اِمْكَانُ الْحَقِيْقَةِ প্রকৃত অর্থ সম্ভব হওয়া شَرْطًا শর্ত لِصِحَّةِ الْمَجَازِ মাজায শুদ্ধ হওয়ার জন্য عِنْدَهُمَا সাহেবাইনের মতে كَيْفَ কিভাবে يُصَارُ প্রত্যাবর্তন করা হয় اِلَى الْمَجَازِ মাজাযের দিকে فِىْ صُوْرَةِ النِّكَاحِ বিবাহের ক্ষেত্রে بِلَفْظِ الْهِبَةِ হেবা শব্দ দ্বারা مَعَ তা সত্ত্বেও (যে,) اَنَّ নিশ্চয় تَمْلِيْكُ الْحُرَّةِ স্বাধীন মহিলার মালিক হওয়া بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ هبه ও بيع শব্দদ্বয় দ্বারা مُحَالٌ অসম্ভব لِاَنَّا কেননা, আমরা (উত্তরে) বলি نَقُوْلُ ذٰلِكَ উহা مُمْكِنٌ সম্ভব فِى الْجُمْلَةِ সমষ্টিতে بِاَنْ اِرْتَدَّتْ যে, সে মুরতাদ হয়েছে وَلَحِقَتْ এবং চলে গেছে بِدَارِ الْحَرْبِ অমুসলিম দেশে ثُمَّ سُبِيَتْ তারপর সে বন্দি হয়েছে وَصَارَ এবং হয়েছে هٰذَا এ মাসআলাটি نَظِيْرُ مَسِّ السَّمَاءِ আকাশ স্পর্শ করার মাসআলার ন্যায় وَاَخَوَاتِهِ এবং এর অনুরূপ মাসআলার ন্যায়।

সরল অনুবাদ : এরই উপর ভিত্তি করে আমরা বলি যে, تمليك ، هبة ও بيع শব্দগুলো দ্বারা বিবাহ সম্ঘটিত হবে। কেননা, هبة (দান) শব্দটি বাস্তবে মালিকানাকে প্রতিষ্ঠা করে। আর ملك الرقبة বা মালিকানা ملك المتعة বা যৌন অধিকার দাসীর উপর প্রতিষ্ঠা করে। কাজেই হিবাটা যৌন মালিকানা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে سبب محض হলো। কাজেই তা দ্বারা استعارة হিসেবে বিবাহ অর্থ গ্রহণ করা বৈধ হবে। তদ্রূপ التمليك এবং البيع এর বিপরীত নয়, কাজেই النكاح শব্দ দ্বারা বেচাকেনা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। অতঃপর যে স্থানে কোনোরূপ রূপক অর্থ নির্ধারিত হয় সেখানে নিয়তের প্রয়োজন হয় না। প্রশ্ন উত্থিত হবে না যে, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট مجازى অর্থ গ্রহণীয় হওয়ার জন্য প্রকৃত (حقيقى) অর্থ পাওয়া যাওয়া যেহেতু শর্ত, তাই এখানে কিভাবে هبة দ্বারা النكاح অর্থ গ্রহণ করা হতে পারে? অথচ স্বাধীনা মহিলাকে কারো মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত করা بيع এবং هبه শব্দ দ্বারা অসম্ভব। তদুত্তরে আমরা বলি যে, স্বাধীনা নারীকে মোটামোটি بيع এবং هبة করা সম্ভব। যদি কোনো মহিলা ধর্মচ্যুত হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, পরে তাকে বন্দি করে আনা হয়, তখন তাকে بيع এবং هبه করা বৈধ। এ বিষয়টি আকাশ স্পর্শ করা ও অনুরূপ মাসআলার ন্যায় হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا نَقُوْلُ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ الخ-এর আলোচনা :

এখানে উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে بيع ، هبه এবং تمليك দ্বারা বিবাহ বৈধ হবে কিনা? এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সবব উল্লেখ করে মুসাব্বাব উদ্দেশ্য করা বৈধ; কিন্তু মুসাব্বাব উল্লেখ করে সবব উদ্দেশ্য করা বৈধ নয়। উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা (হানাফীরা) বলি— هبه، تمليك ও بيع শব্দ দ্বারা বিবাহ বৈধ। কেননা, এ তিনটি শব্দ যৌনাঙ্গের মালিকানা প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে। কেননা, এদের প্রত্যেকটি প্রথমত খোদ মালিকানার জন্য কার্যকর হয়, অতঃপর যৌনাঙ্গের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। অতএব, এ শব্দগুলি দ্বারা বিবাহ অর্থ গ্রহণ করা বৈধ; কিন্তু نكاح বা বিবাহ শব্দ উল্লেখ করে هبة، تمليك ও بيع বুঝানো বৈধ নয়। কেননা, مسبب উল্লেখ করে سبب গ্রহণ করা বৈধ নয়।

ইমাম শাফিয়ী ও আহমদ (র.)-এর নিকট بيع ، هبة ও تمليك দ্বারা نكاح অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়।

قَوْلُهُ كُلُّ مَوْضِعٍ يَكُوْنُ الْمَحَلُّ مُتَعَيِّنًا الخ-এর আলোচনা :

কোথাও যদি مجازى অর্থ নির্ধারিত হয়ে যায় তবে সেখানে নিয়তের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে উক্ত ইবারাতে আলোকপাত করা হয়েছে। যে স্থান مجاز-এর জন্য নির্ধারিত হয় অর্থাৎ, যেখানে معنى حقيقى অসম্ভব হয়, সেখানে معنى مجاز উদ্দেশ্য হওয়ার জন্য নিয়তের প্রয়োজন নেই। কেননা, যখন শব্দের মধ্যে কমপক্ষে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা থাকে, তখন একটির নির্ধারণের জন্য নিয়ত আবশ্যক হয়। আর যখন শব্দের একটি অর্থের ব্যাপার হয়, তখন অর্থটি নিজেই নির্ধারিত, বিধায় নিয়তের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। এ ভিত্তিতে যখন কেউ আযাদ অপরিচিতা মহিলাকে বলল যে, তুমি আমাকে তোমার নিজের মালিক বানিয়ে দাও; সে বলল, আমি তোমায় মালিক বানিয়ে দিলাম, তখন বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে। চাই স্ত্রী তার উক্তিতে বিবাহের নিয়ত করুক বা না করুক। কেননা, এখানে تمليك দ্বারা نكاح এর অর্থ হওয়া নির্ধারিত। অতএব, আযাদ কারো মালিক হওয়া অসম্ভব। কিন্তু তালাকের কিনায়া শব্দ এর ব্যতিক্রম। কিনায়া শব্দ দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার জন্য নিয়ত আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি তার আযাদ স্ত্রীকে اعتقتك বলে তালাকের নিয়ত করে, তার নিয়ত সহীহ হবে। কিন্তু নিয়ত ব্যতীত তালাক সহীহ হবে না। যার কারণ হলো, আযাদ স্ত্রীকে আযাদ করা যদিও প্রকৃত অর্থে সম্ভব নয়; কিন্তু مجازى অর্থে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে— (১) বিবাহ হতে মুক্ত করে দেওয়া, (২) খেদমত হতে মুক্ত করে দেওয়া। এ জন্যই নিয়ত নির্ধারণের প্রয়োজন আছে।

قَوْلُهُ لَا يُقَالُ وَلَمَّا كَانَ اِمْكَانُ الْحَقِيْقَةِ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাতের মাধ্যমে সাহেবাইনের উপর একটি اعتراض করা হয়েছে, যা নিম্নে বর্ণিত হলো—

تَقْرِيْرُ الْاِعْتِرَاضِ :

সাহেবাইনের মতে, যেখানে معنى حقيقى সম্ভব নয় সেখানে معنى مجازى উদ্দেশ্য হতে পারে না। সুতরাং هبه, بيع ও تمليك ইত্যাদি শব্দের দ্বারা حره-এর বিবাহ তাঁদের মতে সহীহ না হওয়া উচিত। কেননা, এখানে معنى حقيقى সম্ভব নয়। বস্তুত সাহেবাইনের মতে উল্লিখিত শব্দসমূহ দ্বারা বিবাহ সহীহ হয়।

اَلْجَوَابُ عَنِ الْاِعْتِرَاضِ :

এর উত্তর এরূপ দেওয়া হয়েছে যে, সাবোইনের মতে معنى حقيقى মোটামোটি ভাবে পাওয়া যাওয়াই যথেষ্ট। আর حره মহিলার মালিক বানিয়ে দেওয়া মোটামোটি সম্ভব। যেমন— যদি কোনো মহিলা মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, আর তাকে আটক করে কোনো মুসলমান তার মালিক হয়ে যায়, এভাবে তার মালিক করা সম্ভব। এ মাসআলাটি ঐ মাসআলার অনুরূপ যে, কোন ব্যক্তি আসমানের উপর চড়ার অথবা পাথরকে স্বর্ণ বানানোর শপথ করল, তখন সে সাথে সাথে শপথ ভঙ্গকারী হবে, আর তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। বস্তুত শপথ ভঙ্গের জন্য শর্ত হলো, শপথ এমন হবে যা পূর্ণ করা শপথকারীর সাধ্যের মধ্যে হয়। আর আসমানের উপর চড়া শপথকারীর সাধ্যের বাইরে, তা সত্ত্বেও মোটামোটি ভাবে সম্ভব। কেননা, কারামত ও মু'জিযার ভিত্তিতে এটা সম্ভব, এ জন্য তাকে সম্ভব বলে মানা হয়েছে। কিন্তু এ কাজ শপথকারী করেনি, তাই সে সপথ ভঙ্গকারী হলো এবং তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হলো। অনুরূপ পাথরকে স্বর্ণ বানিয়ে দেওয়া মোটামোটি ভাবে সম্ভব। যেমন— মু'জিযা এবং কারামত দ্বারা পাথর স্বর্ণ হয়ে যায়।

১. استعارة কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি? উপমাসহ বিস্তারিত আলোচনা কর।

২. استعارة-এর দ্বিতীয় প্রকার কি? তার খণ্ড মাসআলাগুলো প্রমাণসহ আলোচনা কর।

فَصْلٌ فِى الصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ : اَلصَّرِيْحُ لَفْظٌ يَكُوْنُ الْمُرَادُ بِهِ ظَاهِرًا كَقَوْلِهِ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ وَاَمْثَالِهِ وَحُكْمُهُ اَنَّهُ يُوْجِبُ ثُبُوْتَ مَعْنَاهُ بِاَيِّ طَرِيْقٍ كَانَ مِنْ اَخْبَارٍ اَوْ نَعْتٍ اَوْ نِدَاءٍ وَمِنْ حُكْمِهِ اَنَّهُ يَسْتَغْنِى عَنِ النِّيَّةِ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا قَالَ لِاِمْرَأَتِهِ اَنْتِ طَالِقٌ اَوْ طَلَّقْتُكِ اَوْ يَا طَالِقُ يَقَعُ الطَّلَاقُ نَوٰى بِهِ الطَّلَاقَ اَوْ لَمْ يَنْوِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ اَنْتَ حُرٌّ اَوْ حَرَّرْتُكَ اَوْ يَا حُرُّ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِنَّ التَّيَمُّمَ يُفِيْدُ الطَّهَارَةَ لِاَنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰى "وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ" صَرِيْحٌ فِىْ حُصُوْلِ الطَّهَارَةِ بِهِ وَلِلشَّافِعِىِّ (رحـ) فِيْهِ قَوْلَانِ اَحَدُهُمَا اَنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُوْرِيَّةٌ وَالْاٰخَرُ اَنَّهُ لَيْسَ بِطَهَارَةٍ بَلْ هُوَ سَاتِرٌ لِلْحَدَثِ وَعَلٰى هٰذَا يَخْرُجُ الْمَسَائِلُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ جَوَازِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَاَدَاءِ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَاِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ لِلْمُتَوَضِّيْنَ وَجَوَازِهِ بِدُوْنِ خَوْفِ تَلَفِ النَّفْسِ اَوِ الْعُضْوِ بِالْوُضُوْءِ وَجَوَازِهِ لِلْعِيْدِ وَالْجَنَازَةِ وَجَوَازِهِ بِنِيَّةِ الطَّهَارَةِ-

---

শাব্দিক অনুবাদ : اَلصَّرِيْحُ لَفْظٌ সরীহ এমন শব্দ يَكُوْنُ الْمُرَادُ উদ্দেশ্য হয় بِهِ শব্দ দ্বারাই ظَاهِرًا প্রকাশ্য كَقَوْلِهِ যেমন কোনো বক্তার কথা بِعْتُ আমি বিক্রয় করেছি وَاشْتَرَيْتُ এবং আমি ক্রয় করেছি وَاَمْثَالِهِ এবং অনুরূপ বাক্যসমূহ وَحُكْمُهُ আর তার হুকুম হলো- اَنَّهُ অবশ্যই তা يُوْجِبُ ওয়াজিব করে ثُبُوْتَ مَعْنَاهُ তার অর্থ সাব্যস্ত করাকে بِاَيِّ طَرِيْقٍ كَانَ যে কোনো ভাবে হোক না কেন (চাই তা) مِنْ اَخْبَارٍ সংবাদমূলক বাক্য হোক اَوْ نَعْتٍ অথবা গুণবাচক বাক্য হোক اَوْ نِدَاءٍ অথবা সম্বোধনসূচক বাক্য হোক وَمِنْ حُكْمِهِ আর তার (দ্বিতীয়) হুকুম হলো اَنَّهُ অবশ্যই উহা يَسْتَغْنِى অনমুখাপেক্ষী عَنِ النِّيَّةِ নিয়তের وَعَلٰى هٰذَا আর এ মূলনীতির ভিত্তিতে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِاِمْرَأَتِهِ স্বীয় স্ত্রীকে اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক اَوْ طَلَّقْتُكِ অথবা আমি তোমাকে তালাক দিলাম اَوْ يَا طَالِقُ অথবা হে তালাকপ্রাপ্তা يَقَعُ الطَّلَاقُ তালাক পতিত হবে نَوٰى بِهِ الطَّلَاقَ এর দ্বারা তালাকের নিয়ত করুক اَوْ لَمْ يَنْوِ অথবা নিয়ত না করুক وَكَذَا আর অনুরূপ (হুকুম হবে) لَوْ قَالَ যদি কোনো মনিব বলে لِعَبْدِهِ তার দাসকে اَنْتَ حُرٌّ তুমি আযাদ اَوْ حَرَّرْتُكَ অথবা আমি তোমাকে আযাদ করে দিয়েছি اَوْ يَا حُرُّ অথবা হে আযাদ وَعَلٰى هٰذَا আর এ নীতির ওপর ভিত্তি করে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اِنَّ التَّيَمُّمَ নিশ্চয়ই তায়াম্মুম يُفِيْدُ ফায়দা দান করে الطَّهَارَةَ পবিত্রতার لِاَنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰى কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلٰكِنْ কিন্তু يُرِيْدُ তিনি ইচ্ছা করেন لِيُطَهِّرَكُمْ তোমাদিগকে পবিত্র করতে صَرِيْحٌ সুস্পষ্ট فِىْ حُصُوْلِ الطَّهَارَةِ পবিত্রতা অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে بِهِ তায়াম্মুম দ্বারা وَلِلشَّافِعِىِّ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর রয়েছে فِيْهِ এ ক্ষেত্রে قَوْلَانِ দুটি উক্তি اَحَدُهُمَا দুটির একটি হলো- اَنَّهُ নিশ্চয় ইহা (তায়াম্মুম) طَهَارَةٌ ضَرُوْرِيَّةٌ প্রয়োজন বশতঃ পবিত্রতা وَالْاٰخَرُ আর অন্যটি হলো اَنَّهُ নিশ্চয় ইহা (তায়াম্মুম) لَيْسَ بِطَهَارَةٍ বাস্তব পবিত্রতা নয় بَلْ هُوَ বরং ইহা سَاتِرٌ আচ্ছন্নকারী لِلْحَدَثِ অপবিত্রতাকে وَعَلٰى هٰذَا আর (...) يَخْرُجُ (...) হয় الْمَسَائِلُ কতিপয় মাসয়ালা عَلٰى

وَادَاءَ উভয় মাযহাবের ওপর الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ جَوَازِهِ (যেমন) তায়াম্মুম বৈধ হওয়া قَبْلَ الْوَقْتِ সময়ের পূর্বে الْفَرْضَيْنِ এবং দু ফরয আদায় বৈধ হওয়া بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ এক তায়াম্মুম দ্বারা وَاِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ এবং তায়াম্মুমকারীর ইমামতী করা لِلْمُتَوَضِّئِيْنَ অজুকারীদের وَجَوَازِهِ এবং তায়াম্মুম বৈধ হওয়া بِدُوْنِ خَوْفِ تَلَفِ النَّفْسِ প্রাণহানির ভয় ব্যতীত اَوِ الْعُضْوِ অথবা অঙ্গ হানির بِالْوُضُوْءِ অজুর দ্বারা وجوازه এবং তায়াম্মুম বৈধ হওয়া لِلْعِيْدِ ঈদের জন্য وَالْجَنَازَةِ এবং জানাযার জন্য وَجَوَازِهِ এবং তায়াম্মুম বৈধ হওয়া بِنِيَّةِ الطَّهَارَةِ পবিত্রতার নিয়তে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : সরীহ ও কিনায়া প্রসঙ্গে যে শব্দ বা বাক্যের অর্থ স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, তাকে صريح বলে। যেমন, বক্তার কথা– আমি বিক্রয় করেছি, আমি ক্রয় করেছি এবং অনুরূপ বাক্যসমূহ। সরীহ বাক্যের হুকুম হলো— সংবাদ, প্রশংসা অথবা সম্বোধন যে— কোন প্রকারের বাক্যই হোকনা কেন তা স্বীয় অর্থ সাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়াকে ওয়াজিব করে দেয়। দ্বিতীয় হুকুম হলো, এতে নিয়তের প্রয়োজন হয় না।

এর ওপর ভিত্তি করে আমরা হানাফীরা বলি, যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে– তুমি তালাক বা আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি, অথবা হে তালাক প্রাপ্তা! তখন এতে সে তালাকের নিয়ত করুক বা নাই করুক তালাক সঙ্ঘটিত হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি তার দাসকে বলে— তুমি আযাদ, তোমাকে আযাদ করে দিলাম, নতুবা হে স্বাধীন ব্যক্তি! তবে দাস আযাদ হয়ে যাবে। এ হুকুমের ওপর ভিত্তি করে আমরা বলি, তায়াম্মুম পবিত্রতার ফায়দা দেয়। কেননা, আল্লাহর বাণী— وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ (কিন্তু আল্লাহ তোমাদের পবিত্র করতে চান।) আয়াতটি তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ। আর ইমাম শাফিয়ী (র.) হতে তায়াম্মুমের ব্যাপার দু'টি উক্তি রয়েছে— (১) তায়াম্মুম কেবল প্রয়োজন বশত পবিত্রতার মাধ্যম। (২) তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয় না; বরং অপবিত্রতাকে আবরণ দেওয়া হয় মাত্র। এ মতানৈক্যের ভিত্তিতে উভয় মাযহাবের মধ্যে কতগুলো খণ্ড মাসআলা নির্গত হয়েছে। যেমন– হানাফীদের নিকট সালাতের সময় হওয়ার পূর্বে তায়াম্মুম করা বৈধ, একবার তায়াম্মুম করে কয়েক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা জায়েজ, তায়াম্মুমকারীর জন্য অজুকারীর ইমামতি করা জায়েজ, অজুর কারণে প্রাণনাশ বা অঙ্গ হানির ভয় থাকলে তায়াম্মুম করা বৈধ এবং ঈদ ও জানাযার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর নিকট এর কোনটিই বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الصَّرِيْحُ لَفْظٌ الخ-এর আলোচনা :

এখান হতে মুসান্নিফ (র.) صريح، كناية-এর আলোচনা শুরু করেছেন।

صريح-এর পরিচয় :

صريح শব্দটি বাবে كرم-এর ক্রিয়ামূল صراحة হতে গঠিত কর্তৃবাচ্য বিশেষ্যের রূপ। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এর অর্থ স্পষ্ট। পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা শাশী (র.) বলেন— اَلصَّرِيْحُ لَفْظٌ يَكُوْنُ الْمُرَادُ بِهِ ظَاهِرًا সরীহ এমন একটি শব্দ যার অর্থ ঐ শব্দটি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাবে। অর্থাৎ, শব্দটি শুনা মাত্রই বুঝা যাবে তার উদ্দেশ্য কি। যেমন— بعت (আমি বিক্রয় করলাম।) এবং اشتريت (আমি ক্রয় করলাম।) قلت (আমি বললাম।) ইত্যাদি।

صريح-এর হুকুমের বর্ণনা :

قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ اَنَّهُ يُوْجِبُ الخ : প্রকাশ থাকে যে, صريح শব্দের হুকুম দু'টি—

১. صريح শব্দ হতে যে অর্থটি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। চাই তা সংবাদমূলক বা গুণবাচক বা আহবান সূচক যে-কোনো ধরনের বাক্যই হোকনা কেন।

সংবাদমূলক বাক্যের উদাহরণ— طلقتك (আমি তোমাকে তালাক দিলাম।)

গুণবাচক বাক্যের উদাহরণ—انت طالق (তুমি তালাকপ্রাপ্তা।)

আহ্বানসূচক বাক্যের উদাহরণ— يَا طَالِقُ (হে তালাক প্রাপ্তা!)

২. صريح শব্দের مفهوم-এর ওপর আমল করার জন্য শব্দের বক্তার নিয়তের আবশ্যকতা নেই। এ জন্যই কেউ তার স্ত্রীকে صريح শব্দ اَنْتِ طَالِقٌ বা طَلَّقْتُكِ বা يَاطَالِقُ বললে স্বামী তালাকের নিয়ত করুক বা নাই করুক সর্বাবস্থায় স্ত্রীর ওপর তালাক পতিত হবে। তদ্রূপ يَاحُرُّ، اَنْتَ حُرٌّ، حَرَّرْتُكَ বললে ক্রীতদাস আযাদ হয়ে যাবে। কেননা, প্রত্যেকটি শব্দই আযাদ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট (সরীহ)।

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا اِنَّ التَّيَمُّمَ يُفِيْدُ الخ -এর আলোচনা :

সরীহ-এর ওপর আমল অপরিহার্য, ইহার ভিত্তিতে নির্গত একটি মাসআলা :

যেহেতু সরীহ শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট এবং তার ওপর আমল অপরিহার্য, তাই হানাফীগণ বলেন, তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা লাভ হবে। তায়াম্মুম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী— وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ এ আয়াতটি তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার ব্যাপারে সরীহ। সুতরাং অজুর মতো তায়াম্মুমও পবিত্রতা অর্জনে সহায়ক।

ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর তায়াম্মুম সম্বন্ধে দু'টি মত রয়েছে— (১) অপারগতার সময় তায়াম্মুম পবিত্রতার সহায়ক, (২) তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন হয় না; বরং অপবিত্রতার ওপর আবরণ দেওয়া হয় মাত্র। এ কারণেই যদি কোনো ব্যক্তি পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করে সালাত পড়তে থাকে, অতঃপর যদি পানি পাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়, তখন তার তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। অতএব, তায়াম্মুম পবিত্রতা বিধানকারী হলে পানি পাওয়া সত্ত্বেও তায়াম্মুম ভঙ্গ হতো না। এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন, তায়াম্মুম অজুর মতো এককভাবে পবিত্রতা দানকারী নয়, বরং শর্তসাপেক্ষে পবিত্র করে। এ শর্ত যখন পাওয়া যাবে, তখন উহা পবিত্রতা অর্জনে সহায়ক হবে।

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا يَخْرُجُ الْمَسَائِلُ الخ -এর আলোচনা :

এখানে উক্ত মতভেদের ভিত্তিতে হানাফী ও শাফিয়ীদের মাঝে কতিপয় বিতর্কিত মাসআলাকে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো—

তায়াম্মুম কি সাধারণভাবে পবিত্রতা অর্জনে সহায়ক, না অপারগ অবস্থায় পবিত্রতা অর্জনে সহায়ক এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা ও শাফিয়ী (র.)-এর মতভেদ রয়েছে। উক্ত মতভেদের ভিত্তিতে কয়েকটি খন্ড মাসআলাতেও মতানৈক্যর সৃষ্টি হয়েছে।

তায়াম্মুমের হুকুমের ব্যাপারে মতবিরোধের ভিত্তিতে নির্গত মাসআলা :

১. হানাফীদের মতে, সালাতের ওয়াক্ত আসার পূর্বেই তায়াম্মুম করা বৈধ। আর শাফিয়ী (র.)-এর মতে, ওয়াক্ত আসার পূর্বে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে না।

২. হানাফীদের মতে, এক তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক ফরজ আদায় করা সিদ্ধ; কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, সিদ্ধ নয়।

৩. হানাফীদের মতে, তায়াম্মুমকারী অজুকারীর ইমাম হতে পারে; ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে পারে না।

৪. হানাফীদের মতে প্রাণনাশের আশঙ্কা বা অঙ্গ হানির ভয় ছাড়াও কেবল কোনো রোগের আশঙ্কা বা কোনো রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা হলেও তায়াম্মুম করা বৈধ। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, বৈধ নয়। অবশ্য মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিলে বৈধ হবে।

৫. হানাফীদের মতে, অজু করতে গেলে জানাযা বা ঈদের সালাত ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনায় তায়াম্মুম বৈধ; ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে বৈধ নয়।

৬. হানাফীদের মতে, সাধারণভাবে পবিত্রতার নিয়তে তায়াম্মুম করা বৈধ। আর ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, কেবল অপারগ অবস্থায়ই অপবিত্রতা দূর করার নিয়তে তায়াম্মুম করা বৈধ; অন্যথায় বৈধ নয়।

বিঃ দ্রঃ التيمم-এর আভিধানিক অর্থ– ইচ্ছা করা। আর পরিভাষায় তায়াম্মুম বলে— পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর দ্বারা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পবিত্রতা অর্জনের ইচ্ছা করা। উহার ফরজ তিনটি— (১) নিয়ত করা, (২) উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা ও (৩) মুখমণ্ডল মাসাহ করা।

طهارة ضرورية বলতে ঐ পবিত্রতা অর্জনকে বুঝায়, যা প্রয়োজনের ভিত্তিতে করা হয়। আর তাহলো, যখন কোনো ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, কিন্তু সে পানি পাচ্ছে না বা পানি ব্যবহারে অক্ষম, এমতাবস্থায় তার তায়াম্মুম করা একান্ত প্রয়োজন হওয়ায় শরিয়ত অনুমতি দিয়েছে বিধায় এটা طهارة ضرورية হলো।

وَالْكِنَايَةُ هِيَ مَا اسْتَتَرَ مَعْنَاهُ وَالْمَجَازُ قَبْلَ اَنْ يَّصِيْرَ مُتَعَارَفًا بِمَنْزِلَةِ الْكِنَايَةِ وَحُكْمُ الْكِنَايَةِ ثُبُوْتُ الْحُكْمِ بِهَا عِنْدَ وُجُوْدِ النِّيَّةِ اَوْ بِدَلَالَةِ الْحَالِ اِذْ لَابُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيْلٍ يَزُوْلُ بِهِ التَّرَدُّدُ وَيَتَرَجَّحُ بَعْضُ الْوُجُوْهِ وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى سُمِّيَ لَفْظُ الْبَيْنُوْنَةِ وَالتَّحْرِيْمِ كِنَايَةً فِيْ بَابِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَى التَّرَدُّدِ وَاسْتِتَارِ الْمُرَادِ لَا اَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الطَّلَاقِ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ حُكْمُ الْكِنَايَاتِ فِيْ حَقِّ عَدَمِ وَلَايَةِ الرَّجْعَةِ وَلِوُجُوْدِ مَعْنَى التَّرَدُّدِ فِى الْكِنَايَةِ لَايُقَامُ بِهَا الْعُقُوْبَاتُ حَتّٰى لَوْ اَقَرَّ عَلٰى نَفْسِهٖ فِيْ بَابِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ لَايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَالَمْ يَذْكُرِ اللَّفْظَ الصَّرِيْحَ وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى لَايُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْاَخْرَسِ بِالْاِشَارَةِ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِالزِّنَا فَقَالَ الْاٰخَرُ صَدَقْتَ لَايَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِ لِاِحْتِمَالِ التَّصْدِيْقِ لَهٗ فِيْ غَيْرِهٖ -

---

শাব্দিক অনুবাদ ঃ وَالْكِنَايَةُ আর কেনায়া هِيَ ঐ শব্দকে বলে مَا اسْتَتَرَ مَعْنَاهُ যার অর্থ অস্পষ্ট وَالْمَجَازُ আর মাজায قَبْلَ اَنْ يَصِيْرَ مُتَعَارَفًا প্রচলিত বাগধারায় পরিণত হওয়ার পূর্বে بِمَنْزِلَةِ الْكِنَايَةِ কেনায়ার স্থলাভিষিক্ত وَحُكْمُ الْكِنَايَةِ আর কেনায়ার হুকুম হলো ثُبُوْتُ الْحُكْمِ হুকুম সাব্যস্ত হয় بِهَا-এর দ্বারা عِنْدَ وُجُوْدِ النِّيَّةِ নিয়ত পাওয়া যাওয়ার সময় وَبِدَلَالَةِ الْحَالِ কিংবা অবস্থার লক্ষণ পাওয়া যাওয়ার সময় اِذْ কেননা لَابُدَّ অত্যাবশ্যক لَهُ কেনায়ার জন্য مِنْ دَلِيْلٍ (এরূপ) দলিল- يَزُوْلُ দূর হয়ে যায় بِهِ যার দ্বারা التَّرَدُّدُ অনিশ্চয়তা وَيَتَرَجَّحُ এবং প্রাধান্য লাভ করে بِهِ এর ফলে بَعْضُ الْوُجُوْهِ বিভিন্ন দিকের وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى আর এ অর্থের কারণে سُمِّيَ নামকরণ করা হয়েছে لَفْظُ الْبَيْنُوْنَةِ وَالتَّحْرِيْمِ - بينونة ও تحريم শব্দদ্বয়কে كِنَايَةً কেনায়ার করে فِيْ بَابِ الطَّلَاقِ তালাক সংক্রান্ত মাসআলায় لِمَعْنَى التَّرَدُّدِ (অর্থের মধ্যে) সংশয় থাকার কারণে وَاسْتِتَارِ الْمُرَادِ এবং উদ্দেশ্য উহ্য থাকার কারণে لَا এ জন্যে নয় যে, اَنَّهُ অবশ্যই يَعْمَلُ আমল করা হবে عَمَلَ الطَّلَاقِ তালাক শব্দের আমলের ন্যায় وَيَتَفَرَّعُ আর শাখা বের হয় مِنْهُ তার থেকে حُكْمُ الْكِنَايَاتِ কেনায়ার হুকুম فِيْ حَقِّ عَدَمِ وَلَايَةِ الرَّجْعَةِ ফিরিয়ে আনার অধিকার না থাকার ক্ষেত্রে وَلَا يُقَامُ এবং কার্যকর করা যাবে না بِهَا কেনায়া দ্বারা الْعُقُوْبَاتُ শরয়ী শাস্তি حَتّٰى এমনকি لَوْ اَقَرَّ যদি কেউ স্বীকার করে عَلٰى نَفْسِهٖ নিজের ওপর فِيْ بَابِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ ব্যভিচার ও চুরির বিষয় لَايُقَامُ কার্যকর করা যাবে না عَلَيْهِ তার ওপর الْحَدُّ হদ (ব্যভিচার ও চুরির শাস্তি) مَالَمْ يَذْكُرَ যখন পর্যন্ত সে উল্লেখ না করে اَللَّفْظُ الصَّرِيْحُ সুস্পষ্ট শব্দ وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى আর এ অর্থের কারণে لَايُقَامُ কার্যকর করা যাবে না اَلْحَدُّ শাস্তি عَلَى الْاَخْرَسِ বোবার ওপর بِالْاِشَارَةِ ইশারার মাধ্যমে لَوْ قَذَفَ যদি কেউ অপবাদ দেয় رَجُلًا কোনো ব্যক্তিকে بِالزِّنَا ব্যভিচারের فَقَالَ الْاٰخَرُ অতঃপর অপর ব্যক্তি বলে صَدَقْتَ তুমি সত্য বলেছ لَايَجِبُ الْحَدُّ শাস্তি ওয়াজিব হবে না عَلَيْهِ তার ওপর لِاِحْتِمَالِ التَّصْدِيْقِ তার সত্যায়নে সম্ভাবনা থাকার কারণে فِيْ غَيْرِهٖ অন্য বিষয়ের।

সরল অনুবাদ : কিনায়া সে শব্দ বা বাক্যকে বলা হয় যার অর্থ অস্পষ্ট। আর রূপক শব্দ প্রচলিত বাগধারায় পরিণত হওয়ার পূর্বে কিনায়ার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিনায়ার হুকুম হলো, এতে নিয়ত বা প্রসঙ্গের নির্দেশন পাওয়া গেলে হুকুম সাব্যস্ত হয়। কেননা, এতে এমন নির্দশন পাওয়া প্রয়োজন যাতে সন্দেহ ও অনিশ্চিয়তা বিদূরিত হয় এবং সে নিদর্শন সাপেক্ষে কোনো এক দিকের প্রাধান্য সাব্যস্ত হয়ে যায়।

কিনায়া শব্দের অর্থ অস্পষ্ট থাকার পরিপ্রেক্ষিতেই তালাক সংক্রান্ত মাসআলায় بينونة ও تحريم শব্দদ্বয়কে কিনায়া বলে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা, এ শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে দ্বিধা ও সংশয় থাকার কারণে প্রকৃত ভাব বা উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় না। এ নামকরণ এ জন্য নয় যে, অবিকল তালাক শব্দের মতো শব্দদ্বয়ের আমল হবে। আর তালাক শব্দের মতো শব্দ দু'টি দ্বারাও রজয়ী তালাকই সাব্যস্ত হবে।

উহা হতে এ মাসআলা বের হয় যে, কিনায়ার হুকুম হলো, তাতে ফিরিয়ে আনার ইখতিয়ার থাকে না।

'কিনায়া' শব্দের অর্থে অনিশ্চয়তা থাকার কারণে এর দ্বারা শরিয়ত মোতাবেক অপরাধের শাস্তির বিধান করা যাবে না। এমনকি 'কিনায়া' শব্দ দ্বারা যদি কেউ নিজেই ব্যভিচার বা চুরি করেছে বলে স্বীকার করে তাতেও যতক্ষণ পর্যন্ত সে صريح শব্দ দ্বারা ব্যভিচার বা চুরির কথা না বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে হদ্দ দেওয়া যাবে না।

এ অর্থের কারণেই মুক ইঙ্গিত দ্বারা ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করলেও তাকে হদ্দ দেওয়া যাবে না। যদি কোনো ব্যক্তিকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া হয়, তখন অন্য ব্যক্তি যদি এটা স্বীকার করে, তবে তার ওপর শাস্তি কার্যকর হবে না। কারণ, সে হয়তো অন্য কোনো বিষয় সমর্থন করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْكِنَايَةُ مَا اسْتَتَرَ مَعْنَاهُ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত হতে মুসান্নিফ (র.) كناية-এর পরিচয় ও তার হুকুমের বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন।

كِنَايَة -এর পরিচয় : كناية শব্দটি বাবে نصر বা ضرب-এর মাসদার। এর অর্থ হলো– ইঙ্গিত করা, ইশারা করা।

كِنَايَة -এর পারিভাষিক অর্থ : এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা শাশী (র.) বলেন, কিনায়া ঐ শব্দকে বলা হয় যার অর্থ অস্পষ্ট. কোনো ইঙ্গিত ব্যতীত তার অর্থ শ্রোতার পক্ষে উদঘাটন করা সম্ভবপর হয় না।

كِنَايَة-এর হুকুম :

كناية শব্দের মধ্যে বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা থাকার কারণে উহার হুকুম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় দু'টি বিষয়ের একটি বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। হয়তো নিয়ত থাকতে হবে, নতুবা এমন কোনো ইঙ্গিত বা নির্দশন থাকতে হবে যা কোনো সম্ভাবনাকে নির্দিষ্ট করে দেয়। সুতরাং যে কিনায়ার মধ্যে নিয়ত বা কোনো অর্থের দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে না সে কিনায়া দ্বারা কোনো প্রকার হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবে না। যেমন– কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল– اَنْتِ بَائِنٌ ও اَنْتِ حَرَامٌ প্রথম বাক্যের অর্থ এটাও হতে পারে যে, তুমি বিবাহ বন্ধন হতে পৃথক; আবার এটাও হতে পারে যে, তুমি উত্তম চরিত্র অথবা আল্লাহর ইবাদত হতে পৃথক।

আর দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হতে পারে যে, তুমি বিবাহ হতে হারাম; আর এটাও হতে পারে যে, তুমি মন্দ বা খারাপ কাজ হতে হারাম। অতএব, নিয়তের প্রয়োজন। নিয়ত পাওয়া না গেলে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ لاَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الطَّلاَقِ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) শাফিয়ীদের পক্ষ হতে হানাফীদের ওপর উত্থাপিত একটি প্রশ্ন ও তার জবাবের বিবরণ দিয়েছেন।

تَقْرِيْرُ الْاِعْتِرَاضِ :

যখন بينونة ও تحريم শব্দদ্বয় দ্বারা কিনায়ার দৃষ্টিতে তালাক অর্থ হয়, তখন طلاق শব্দ দ্বারা যেরূপ রজয়ী তালাক পতিত হবে, অনুরূপ بائن এবং حرام শব্দদ্বয় দ্বারাও রিজয়ী তালাকই পতিত হওয়া উচিত। অথচ হানাফীদের মতে এ সকল শব্দ দ্বারা রজয়ী তালাক হবে না; বরং বায়েন তালাক পতিত হবে।

اَلْجَوَابُ عَنِ الْاِعْتِرَاضِ الْوَارِدِ :

উক্ত প্রশ্নের উত্তর হলো, بائن ও حرام শব্দদ্বয় কিনায়া হওয়ার অর্থ হলো– তালাকের কিনায়ীর শব্দসমূহের মতো উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থও অপ্রকাশ্য। সুতরাং অন্যান্য কিনায়ী শব্দ দ্বারা যেমন বায়েন তালাক পতিত হবে, তদ্রূপ بائن ও حرام শব্দদ্বয় দ্বারাও বায়েন তালাকই পতিত হবে। এ অর্থ নয় যে, بائن ও حرام শব্দদ্বয় طلاق শব্দের অনুরূপ আমল করবে এবং রজয়ী তালাক পতিত হবে।

১. صَرِيْح -এর সংজ্ঞা দাও। তার হুকুম কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

২. كِنَايَةٌ -এর পরিচয় এবং তার হুকুম বিশদভাবে আলোচনা কর।

৩. তায়াম্মুম দ্বারা কি পবিত্রতা লাভ হয়? এ ব্যাপারে ইমামদের মতামত কি? এবং এর ওপর ভিত্তি করে যে খন্ড মাসআলা বের হয় তা উপমাসহ বর্ণনা কর।

فَصْلٌ فِى الْمُتَقَابِلَاتِ : نَعْنِى بِهَا الظَّاهِرَ وَالنَّصَّ وَالْمُفَسَّرَ وَالْمُحْكَمَ مَعَ مَا يُقَابِلُهَا مِنَ الْخَفِيِّ وَالْمُشْكِلِ وَالْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ فَالظَّاهِرُ اِسْمٌ لِكُلِّ كَلَامٍ ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ لِلسَّامِعِ بِنَفْسِ السَّمَاعِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ وَالنَّصُّ مَاسِيْقَ الْكَلَامُ لِاَجْلِهِ وَمِثَالُهُ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى "اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا" فَالْاٰيَةُ سِيْقَتْ لِبَيَانِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبٰوا رَدًّا لِمَا ادَّعَاهُ الْكُفَّارُ مِنَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا حَيْثُ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَقَدْ عُلِمَ حِلُّ الْبَيْعِ وَحُرْمَةِ الرِّبٰوا بِنَفْسِ السَّمَاعِ فَصَارَ ذٰلِكَ نَصًّا فِى التَّفْرِقَةِ ظَاهِرًا فِىْ حِلِّ الْبَيْعِ وَحُرْمَةِ الرِّبٰوا وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى "فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَ رُبٰعَ" سِيْقَ الْكَلَامُ لِبَيَانِ الْعَدَدِ وَقَدْ عُلِمَ الْاِطْلَاقُ وَ الْاِجَازَةُ بِنَفْسِ السَّمَاعِ فَصَارَ ذٰلِكَ ظَاهِرًا فِىْ حَقِّ الطَّلَاقِ نَصًّا فِىْ بَيَانِ الْعَدَدِ-

---

শাব্দিক অনুবাদ : نَعْنِىْ আমরা উদ্দেশ্য করছি بِهَا এর দ্বারা (পরস্পর বিরোধী পরিভাষাসমূহ দ্বারা) اَلظَّاهِرَ وَالنَّصَّ وَالْمُفَسَّرَ وَالْمُحْكَمَ যাহের, নস, মুফাস্‌সার ও মুহকামকে مَعَ مَايُقَابِلُهَا এদের বিপরীতগুলোসহ مِنَ الْخَفِيِّ وَالْمُشْكِلِ وَالْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ যেমন খফী, মুশকিল ও মুজমাল ও মুতাশাবিহ فَالظَّاهِرُ অতঃপর (যাহের বলা হয়) اِسْمٌ لِكُلِّ كَلَامٍ প্রত্যেক এমন বাক্যের নাম ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ বাক্যের দ্বারা (যার) উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় لِلسَّامِعِ শ্রোতার জন্য بِنَفْسِ السَّمَاعِ কেবল শ্রবণের ফলে مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ চিন্তা ভাবনা ব্যতীত وَالنَّصُّ আর নস বলা হয় مَاسِيْقَ الْكَلَامُ لِاَجْلِهِ যার জন্যে বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে وَمِثَالُهُ এবং তার উদাহরণ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীতে اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন وَحَرَّمَ الرِّبٰوا এবং সুদকে হারাম করেছেন فَالْاٰيَةُ সুতরাং আয়াতটিকে سِيْقَتْ ব্যবহার করা হয়েছে لِبَيَانِ التَّفْرِقَةِ পার্থক্য বর্ণনা করার জন্য بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرِّبٰوا ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের মাঝে رَدًّا প্রত্যাখ্যান করার নিমিত্তে لِمَا ادَّعَاهُ الْكُفَّارُ যা কাফিরগণ দাবি করছে مِنَ التَّسْوِيَةِ সমান হওয়া بَيْنَهُمَا উভয়ের মাঝে حَيْثُ যে সময় قَالُوْا তারা বলত اِنَّمَا الْبَيْعُ অবশ্যই ক্রয়-বিক্রয় مِثْلُ الرِّبٰوا সুদের ন্যায় وَقَدْ عُلِمَ আর বুঝা যায় حِلُّ الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয় হালাল হওয়া وَحُرْمَةُ الرِّبٰوا এবং সুদ হারাম হওয়া بِنَفْسِ السَّمَاعِ কেবল (আয়াত) শ্রবণের দ্বারা فَصَارَ ذٰلِكَ অতঃপর উহা হয়েছে نَصًّا নস فِى التَّفْرِقَةِ পার্থক্যের মধ্যে ظَاهِرًا যাহের فِىْ حِلِّ الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয় হালাল হওয়ার মধ্যে وَحُرْمَةُ الرِّبٰوا এবং সুদ হারাম হওয়ার মধ্যে وَكَذٰلِكَ এবং অনুরূপ قَوْلُهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَانْكِحُوْا তোমরা বিবাহ কর مَا طَابَ لَكُمْ যা তোমাদের পছন্দ হয় مِنَ النِّسَاءِ মহিলাদের থেকে مَثْنٰى দুজন করে ثُلٰثَ তিনজন করে رُبٰعَ চারজন করে سِيْقَ الْكَلَامُ আয়াতটি ব্যবহার করা হয়েছে لِبَيَانِ الْعَدَدِ (নারীদের) সংখ্যা বর্ণনা করার জন্য وَقَدْ عُلِمَ এবং বুঝা যায় الْاِطْلَاقُ وَالْاِجَازَةُ বিবাহের অনুমতি بِنَفْسِ السَّمَاعِ শুধু শ্রবণের মাধ্যমে فَصَارَ ذٰلِكَ অতঃপর উহা হয়েছে نَصًّا নস فِىْ بَيَانِ الْعَدَدِ সংখ্যা ظَاهِرًا যাহের فِىْ حَقِّ الْاِطْلَاقِ অনুমতির ক্ষেত্রে

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : বিপরীতমুখী বিষয় সম্পর্কে অর্থাৎ, এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো ظاهر (যাহের), نص (নস), مفسر (মুফাসসার) এবং محكم (মুহকাম) এবং এদের বিপরীত বিষয়সমূহ যথাক্রমে خفى (খফী), مشكل (মুশকাল), مجمل (মুজমাল) এবং متشابه (মুতাশাবাহ)। ظاهر (যাহের) প্রত্যেক এমন বাক্যকে বলা হয়, যাকে শ্রবণ মাত্রই কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়া তার অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর যে উদ্দেশ্যে বাক্যটিকে বলা হয় তাকে نص (নস) বলে।

তার উপমা আল্লাহর বাণী— أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" সুতরাং আয়াতটিকে ব্যবহার করা হয়েছে بيع (বেচাকেনা) ও ربوا (সুদ)-এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করার জন্য। যাতে করে কাফিরদের ধারণা তথা ক্রয়-বিক্রয় ও সুদ সমান হওয়ার ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। যেহেতু তারা বলত যে, বেচাকেনা সুদের ন্যায়। আর আয়াত শ্রবণ মাত্রই বুঝা যায় যে, بيع হলো হালাল আর ربوا হলো হারাম। কাজেই উভয়ের মাঝে পার্থক্য করার জন্য আয়াতটি نص এবং بيع হালাল ও ربوا হারাম হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি ظاهر -

তদ্রূপ আল্লাহর বাণী— فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ অর্থাৎ, "তোমরা নারীদের থেকে খুশিমত দু'জন, তিনজন এবং চারজন বিবাহ কর।" আয়াতটি নারীদের সংখ্যা বর্ণনা করার জন্য নেওয়া হয়েছে। আর এটা শ্রবণ মাত্রই নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীকে বিয়ে করার অনুমতি বুঝা যায়। কাজেই আয়াতটি বিবাহের অনুমতি প্রদানে ظاهر আর নারীদের সংখ্যা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে হলো نص -

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ فِى الْمُتَقَابِلَاتِ -এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) বিপরীতমুখী কতিপয় বস্তুকে নিয়ে আলোচনা করেছেন।

متقابلات -এর পরিচয় :

متقابلات শব্দটি বাবে تفاعل-এর ক্রিয়ামূল تقابل হতে গঠিত متقابل -এর বহুবচন। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এর অর্থ— পরস্পর বিপরীতমুখী বিষয় বা বস্তুসমূহ। আলোচ্য পরিচ্ছেদে متقابلات দ্বারা ঐ সকল বিষয়কে বুঝানো হয়েছে যেগুলি একই সময়ে একই স্থানে একই দিক হতে একত্রিত হওয়া অসম্ভব। যেমন— আগুন ও পানি, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, হাঁ ও না।

متقابلات -এর সংখ্যা বা প্রকারভেদ :

এগুলো হলো সর্বমোট ৮টি, যার চারটি অপর চারটির বিপরীত—

১. ظاهر -এর বিপরীত হলো— خفى

২. نص -এর বিপরীত হলো— مشكل

৩. مفسر -এর বিপরীত হলো— مجمل

৪. محكم -এর বিপরীত হলো— متشابه

এদের পারস্পরিক সম্পর্ক : যাহের, নস, মুফাস্সার ও মুহকাম এবং খফী, মুশকাল, মুজমাল ও মুতাশাবাহ-এর মধ্যে কি সম্পর্ক এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। মুতাকাদ্দিমীন একটিকে অপরটির সম্পূরক বিবেচনা করে অবস্থাগত পার্থক্য নির্ণয় করে থাকেন। কিন্তু মুতাআখ্খরীন একটিকে অপরটির বিপরীত বলে থাকেন। অতএব, তাঁরা একটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যদ্বারা অপরটির পার্থক্য বুঝা যায়।

একটি اعتراض ও তার সদুত্তর :

গ্রন্থকার ইতিপূর্বে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করেছেন তাতেও একটি অপরটির বিপরীত ছিল। যেমন– খাস আম-এর বিপরীত, মুশতারাক মুয়াব্বালের বিপরীত, হাকীকাত মাজাযের বিপরীত এবং সরীহ কিনায়ার বিপরীত। কিন্তু গ্রন্থকার সে সকল বিষয়কে متقابلات বলে আখ্যায়িত করেননি, তবে এখানে কেন বিপরীতমুখী বিষয়সমূহকে متقابلات বলে আখ্যায়িত করলেন?

এর জবাবে বলা হয় যে, পূর্বে যে বিষয়গুলির আলোচনা করা হয়েছে, তাতে শুধু দু'টি বিষয়ের মধ্যে বিপরীতমুখীতা থাকার কারণে তাদেরকে متقابلات নাম দেওয়া হয়নি। আর অত্র পরিচ্ছেদে পরস্পর বিপরীতমুখী অনেকগুলি বিষয়ের বর্ণনা থাকাতে উহাদেরকে متقابلات নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ هُوَ اِسْمٌ لِكُلِّ الخ -এর আলোচনা :

এখানে ظاهر (যাহের) ও نص এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

ظاهر -এর পরিচয় :

ظاهر শব্দটি বাবে فتح-এর ক্রিয়ামূল ظهور হতে গঠিত কর্তৃবাচ্য বিশেষ্যের রূপ। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এর অর্থ— স্পষ্ট, প্রতীয়মান, দৃষ্ট, প্রকাশিত।

এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা শাশী (র.) বলেন—

اَلظَّاهِرُ هُوَ اِسْمٌ لِكُلِّ كَلَامٍ ظَهَرَ الْمُرَادُ لِلسَّامِعِ بِنَفْسِ السَّمَاعِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ

অর্থাৎ, যাহের ঐ বক্তব্যকে বলা হয়, যার প্রকৃত অর্থ শুনা মাত্রই শ্রোতার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায়, কোনো প্রকার চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয় না।

نص -এর পরিচয় :

نص শব্দটি মাসদার। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এর অর্থ— ভাষ্য, স্পষ্ট বক্তব্য। এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা শাশী (র.) বলেন— اَلنَّصُّ مَا سِيْقَ الْكَلَامُ لِاَجْلِهِ অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে বক্তব্য পেশ করা হয় উহাকে নস বলা হয়।

বিঃ দ্রঃ গ্রন্থকার 'যাহের'-এর সংজ্ঞায় غير تأمل (গায়রে তায়াম্মুল) শব্দদ্বয় উল্লেখ করে খফী, মুজমাল, মুশকাল, মুতাশাবাহকে আলাদা করেছেন। কেননা, উল্লিখিত বিষয়গুলি শুধুমাত্র শুনার দ্বারা বুঝা সম্ভব হয় না, চিন্তা-ভাবনা করার পর বুঝা সম্ভব হয়।

قَوْلُهُ مِثَالُهُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى الخ -এর আলোচনা :

এখান হতে মুসান্নিফ (র.) ظاهر ও نص -এর চারটি উপমা পেশ করেছেন।

প্রথম উপমা :

মহান আল্লাহর বাণী— اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا অর্থাৎ, "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন।" আয়াতটি দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় হালাল এবং সুদ হারাম হওয়াটা কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বুঝা যায়। ক্রয়-বিক্রয় ও সুদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনার জন্যই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ ব্যাপারে কাফিরদের বক্তব্য ছিল— اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا অর্থাৎ, "ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই।" এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তোমরা ভুল বলছ, সুদ তো হারাম আর ক্রয়-বিক্রয় হালাল। হারাম হালালের মতো হতে পারে না। সুতরাং কাফিরদের বক্তব্যকে খণ্ডন করবার ক্ষেত্রে আয়াতটি 'নস', আর আয়াতটি শ্রবণ করা মাত্রই প্রত্যেকটি শ্রোতা বুঝতে পারে যে, ক্রয়-বিক্রয় হালাল এবং সুদ হারাম—এ হিসেবে আয়াতটি 'যাহের'।

দ্বিতীয় উপমা :

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী— فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ অর্থাৎ, "তোমরা নারীদেরকে তোমাদের পছন্দমতো দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর।" আয়াতটির উদ্দেশ্য হলো সংখ্যা বর্ণনা করা অর্থাৎ, একজন পুরুষ একত্রে কতজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে তা বর্ণনা করা। সুতরাং সংখ্যা বর্ণনার ব্যাপারে আয়াতটি 'নস', আর আয়াতটি শুনা মাত্রই কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বুঝা যায় যে, বিবাহ বৈধ। সুতরাং বিবাহ করার বৈধতার ব্যাপারে আয়াতটি 'যাহের'।

وَكَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى "لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً" نَصٌّ فِىْ حُكْمِ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا الْمَهْرُ وَظَاهِرٌ فِىْ اِسْتِبْدَادِ الزَّوْجِ بِالطَّلَاقِ وَاِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ النِّكَاحَ بِدُوْنِ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَصِحُّ وَكَذٰلِكَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ" مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ" نَصٌّ فِىْ اِسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ لِلْقَرِيْبِ وَظَاهِرٌ فِىْ ثُبُوْتِ الْمِلْكِ لَهٗ وَحُكْمُ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِهِمَا عَامَّيْنِ كَانَا اَوْ خَاصَّيْنِ مَعَ اِحْتِمَالِ اِرَادَةِ الْغَيْرِ وَذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيْقَةِ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا اشْتَرٰى قَرِيْبَهٗ حَتّٰى عُتِقَ عَلَيْهِ يَكُوْنُ هُوَ مُعْتِقًا وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لَهٗ وَاِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ وَلِهٰذَا لَوْقَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ فَقَالَتْ اَبَنْتُ نَفْسِىْ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِاَنَّ هٰذَا نَصٌّ فِى الطَّلَاقِ ظَاهِرٌ فِى الْبَيْنُوْنَةِ فَيَتَرَجَّحُ الْعَمَلُ بِالنَّصِّ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপভাবে قَوْلُهٗ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَاجُنَاحَ কোনো দোষ নেই عَلَيْكُمْ তোমাদের ওপর اِنْ طَلَّقْتُمُ যদি তোমরা তালাক দাও اَلنِّسَاءَ স্ত্রীদেরকে مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً অথবা তাদের জন্য মহর নির্ধারণ করার পূর্বে نَصٌّ (এ আয়াতটি) নস فِىْ حُكْمِ ঐ নারীর হুকুমে مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا الْمَهْرُ যার জন্য মহর নির্ধারণ করা হয় নি وَظَاهِرٌ এবং (আয়াতটি) যাহের اِسْتِبْدَادُ الزَّوْجِ স্বামী একক অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে بِالطَّلَاقِ তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে وَاِشَارَةٌ এবং (আয়াতটি) ইশারা اِلٰى সে দিকে (যে) اَنَّ النِّكَاحَ নিশ্চয় বিবাহ بِدُوْنِ ذِكْرِ الْمَهْرِ মহর উল্লেখ ছাড়া يَصِحُّ শুদ্ধ وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ-এর বাণী– مَنْ مَلَكَ যে ব্যক্তি মালিক হয় ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ তার নিকট আত্মীয়ের عُتِقَ عَلَيْهِ সে আযাদ হয়ে যাবে نَصٌّ (এ হাদীসটি) নস فِىْ اِسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ মুক্ত হওয়ার উপযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে لِلْقَرِيْبِ নিকটাত্মীয়ের জন্য وَظَاهِرٌ এবং (হাদীসটি) যাহের فِىْ ثُبُوْتِ الْمِلْكِ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে لَهٗ আযাদকারীর জন্য وَحُكْمُ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ আর যাহের ও নসের হুকুম হলো وجوب العمل আমল করা ওয়াজিব بِهِمَا উভয়ের সাথে عَامَّيْنِ كَانَا اَوْخَاصَّيْنِ উভয়টি আম হোক বা খাস হোক مَعَ اِحْتِمَالِ اِرَادَةِ الْغَيْرِ অন্য অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনার সাথে وَذٰلِكَ আর উহা بِمَنْزِلَةِ الْمَجَازِ মাজাযের সম্পর্কের পর্যায় مَعَ الْحَقِيْقَةِ হাকীকতের সাথে وَعَلٰى هٰذَا আর মূলনীতি (যাহের ও নসের ওপর আমল করা ওয়াজিব)-এর ওপর ভিত্তি করে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اِذَا اشْتَرٰى যখন কেউ ক্রয় করে قَرِيْبَهٗ তার নিকট আত্মীয়কে حَتّٰى এমনকি عُتِقَ عَلَيْهِ সে আযাদ হয়ে যাবে يَكُوْنُ هُوَ مُعْتِقًا সে ব্যক্তি মুক্তিদাতা হবে وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ এবং ওলা (দাসের সম্পদ) হবে لَهٗ তার জন্য وَاِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ অবশ্যই পার্থক্য পরিস্ফুটিত হবে بَيْنَهُمَا উভয়ের (যাহের ও নসের) মাঝে عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ মুখোমুখি সময় وَلِهٰذَا আর এ কারণে لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে لَهَا স্ত্রীকে طَلِّقِىْ তুমি তালাক দাও

يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا তোমার নিজকে فَقَالَتْ অতঃপর সে বলল أَبَنْتُ نَفْسِي আমি নিজকে পৃথক করলাম نَفْسَكَ (তখন) তালাকে রেজয়ী পতিত হবে لِأَنَّ هٰذَا কেননা উক্তি نَصٌّ নস فِي الطَّلَاقِ তালাকের ক্ষেত্রে ظَاهِرٌ যাহের فِي الْبَيْنُونَةِ বায়েন তালাকের ব্যাপারে فَيُرَجَّحُ অতঃপর প্রাধান্য দেওয়া হবে الْعَمَلُ بِالنَّصِّ নসের সাথে আমল করাকে।

সরল অনুবাদ ঃ অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী— فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً (তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের স্পর্শ করা ও তাদের মোহর নির্ধারণ করার পূর্বে তালাক দেওয়াতে কোনো দোষ নেই।) এ আয়াতটি যে নারীর বিবাহ বন্ধনের সময় মোহর নির্ধারণ করেনি সে ব্যাপারে نَصٌّ হলো এবং তালাক দেয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর একক অধিকার প্রমাণের ব্যাপারে ظَاهِرٌ এবং মোহর নির্ধারণ ব্যতীত বিবাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আয়াতটি হলো ইঙ্গিত বহনকারী বা ইশারা।

তদ্রূপ মহানবী ﷺ -এর বাণী— مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ (কোন ব্যক্তি তার নিকটতম আত্মীয়ের মালিক হলে সে নিকটতম আত্মীয় মুক্ত হয়ে যাবে।) এ হাদীসটি আত্মীয় মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে হলো نص এবং মুক্তিদাতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ظاهر এবং ظاهر ও نص-এর বিধান হলো উভয়টি عام হোক বা خاص হোক অন্য অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনার সাথে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব হবে এবং এটা হলো حقيقة -এর সাথে مجاز-এর সম্পর্কের পর্যায়।

এরই ভিত্তিতে আমরা বলি যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিকটতম আত্মীয়কে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়, তাহলে সে ব্যক্তি (মনিব) মুক্তিদাতা বলে গণ্য হবে এবং ولاء তার জন্য হবে অর্থাৎ, মুক্তিদাতা ব্যক্তি মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে। এবং মোকাবেলা বা তুলনা করার সময় উভয়ে পার্থক্য পরিস্ফুটিত হয়ে যাবে। তাই যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে যে, طَلِّقِيْ نَفْسَكِ (তুমি নিজেকে তালাক দাও।) অতঃপর স্ত্রী বলল— ابنت نفسي (আমি নিজেকে পৃথক করলাম।) তখন طلاق رجعى পতিত হবে। কেননা, তা তালাকের ব্যাপারে نص এবং طَلَاقٌ بَائِنٌ -এর ব্যাপারে ظاهر অতএব, نص -এর ওপর আমল করাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى "لَاجُنَاحَ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) نص ও ظاهر -এর তৃতীয় উপমাটি উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহর বাণী— لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً অর্থাৎ, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের স্পর্শ করা ও তাদের মোহর নির্ধারণ করার পূর্বে তালাক দিলে দোষ নেই।" আয়াতটির উদ্দেশ্য হলো, যে মহিলার জন্য বিবাহের সময় মোহর উল্লেখ করা হয়নি এবং তাদেরকে সঙ্গমের পূর্বে তালাক দেওয়ার হুকুম বর্ণনা করা, যা নস। আর আয়াতটি শুনা মাত্রই বুঝা যায় যে, তালাক প্রদানের অধিকারী একমাত্র স্বামী। অতএব, আয়াতটি স্বামীই একমাত্র তালাক প্রদানের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে 'যাহের', আর সঙ্গমের পূর্বে তালাক দেওয়া ও মোহরের উল্লেখ ব্যতীত বিবাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে 'ইশারা'।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالْاِشَارَةِ :

'যাহের' এবং 'ইশারা'-এর পার্থক্য হলো, 'যাহের' শব্দ বিনা চিন্তা-ভাবনায় বোধগম্য হয়, আর 'ইশারা' বিনা চিন্তা-ভাবনায় বুঝে আসে না। যেমন— উল্লিখিত আয়াতে তালাকের অধিকারী পুরুষ হওয়া সহজেই বোধগম্য হয় এবং মোহর উল্লেখ ব্যতীত বিবাহ বৈধ হওয়া তেমন সহজবোধ্য নয়।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "مَنْ مَلَكَ الخ-এর আলোচনা :

এখান হতে সম্মানিত গ্রন্থকার ظاهر ও نص -এর চতুর্থ উপমাটি পেশ করেছেন। তাহলো, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন— مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ অর্থাৎ, "কোনো ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয়ের মালিক হলে সেই নিকটাত্মীয় মুক্ত হয়ে যাবে।" মহানবী ﷺ -এর উক্তিটি দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়— (১) নিকটাত্মীয়ের মুক্ত হওয়ার অধিকার হওয়া, (২) মুক্তিদাতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সুতরাং আয়াতটি নিকটাত্মীয়ের মুক্ত হওয়ার অধিকারের ব্যাপারে 'নস' এবং মুক্তিদাতার মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার ব্যাপারে 'যাহের'।

قَوْلُهُ وَحُكْمُ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাতের মাধ্যমে এ কিতাবের লিখক نص ও ظاهر-এর হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ظاهر ও نص-এর বিধান :

যাহের ও নসের হুকুম এই যে, উভয়ের ওপর আমল করা অবশ্য কর্তব্য, চাই তা আম হোক বা খাস হোক। অবশ্য তাহাতে অন্য অর্থ গ্রহণেরও সম্ভাবনা থাকে। আর যাহের ও নস পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হলে নসের ওপর আমল করতে হবে। যেমন— স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, طَلِّقِيْ نَفْسَكِ (তুমি নিজেকে তালাক দাও।) তখন স্ত্রী বলল, اَبَنْتُ نَفْسِيْ (আমি নিজেকে পৃথক করলাম।) এমতাবস্থায় রজয়ী তালাক কার্যকর হবে। কেননা, উহা তালাকের ব্যাপারে 'নস' এবং বায়েন তালাকের ব্যাপারে 'যাহের'। কেননা, প্রতিদ্বন্দ্বীতার সময় নসকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) ظاهر ও نص -এর মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ظاهر ও نص -এর মধ্যকার পার্থক্য :

যাহের ঐ বক্তব্যকে বলা হয় যার প্রকৃত অর্থ শুনা মাত্রই শ্রোতার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায়, কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। আর যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বক্তব্যটি পেশ করা হয় ঐ উদ্দেশ্যের দিক হতে বাক্যটিকে 'নস' বলা হয়। তবে উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায় তুলনার সময়। যেমন— কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে, طَلِّقِيْ نَفْسَكِ (তুমি নিজেকে তালাক দাও।) তখন স্ত্রী বলল, اَبَنْتُ نَفْسِيْ (আমি নিজেকে পৃথক করলাম।) এখানে اَبَنْتُ نَفْسِيْ বাক্যটি তালাক (রজয়ী) পতিত হওয়ার ব্যাপারে 'নস', আর বায়েন তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে 'যাহের'। সুতরাং উভয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট হলো।

وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِاَهْلِ عُرَيْنَةَ "اِشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا" نَصٌّ فِىْ بَيَانِ سَبَبِ الشِّفَاءِ وَظَاهِرٌ فِىْ اِجَازَةِ شُرْبِ الْبَوْلِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "اِسْتَنْزِهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ" نَصٌّ فِىْ وُجُوْبِ الْاِحْتِرَازِ عَنِ الْبَوْلِ فَيَتَرَجَّحُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ فَلَايَحِلُّ شُرْبُ الْبَوْلِ اَصْلًا وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "مَاسَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ" نَصٌّ فِىْ بَيَانِ الْعُشْرِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ" مُؤَوَّلٌ فِىْ نَفْيِ الْعُشْرِ لِاَنَّ الصَّدَقَةَ تَحْتَمِلُ وُجُوْهًا فَيَتَرَجَّحُ الْاَوَّلُ عَلَى الثَّانِىْ-

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ-এর বাণী لِاَهْلِ عُرَيْنَةَ ওরাইনবাসীদের প্রসঙ্গে اِشْرَبُوْا তোমরা পান কর مِنْ اَبْوَالِهَا সদকার উটের পেশাব وَاَلْبَانِهَا এবং এদের দুধ نَصٌّ (এ হাদীসটি) নস فِىْ بَيَانِ سَبَبِ الشِّفَاءِ আরোগ্য লাভের কারণ বর্ণনায় وَظَاهِرٌ এবং যাহের فِىْ اِجَازَةِ شُرْبِ الْبَوْلِ পেশাব পান করার অনুমতির ব্যাপারে وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ এবং রাসূল ﷺ-এর বাণী اِسْتَنْزِهُوْا তোমরা বেঁচে থাক مِنَ الْبَوْلِ পেশাব থেকে فَاِنَّ কেননা عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ কবরের আযাবের অধিকাংশ হয় مِنْهُ পেশাবের কারণে نَصٌّ (এ হাদীসটি) নস فِىْ وُجُوْبِ الْاِحْتِرَازِ বেঁচে থাকা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে عَنِ الْبَوْلِ পেশাব থেকে فَيَتَرَجَّحُ النَّصُّ নসকে প্রাধান্য দেওয়া হবে عَلَى الظَّاهِرِ যাহেরের ওপর فَلَا يَحِلُّ অতএব হালাল হবে না شُرْبُ الْبَوْلِ পেশাব পান করা اَصْلًا মোটেও وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ এবং রাসূল ﷺ-এর বাণী مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ (আকাশ তথা বৃষ্টির পানি যে জমিনকে সজীব করে ফেলে ফসল উৎপন্ন হয়) فَفِيْهِ الْعُشْرُ অতঃপর তাতে এক দশমাংশ $\frac{1}{10}$ ওয়াজিব হয় نَصٌّ (এ হাদীসটি) নস فِىْ بَيَانِ الْعُشْرِ উশরের বর্ণনায় وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ এবং রাসূল (সা.)-এর বাণী لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ সবজি জাতীয় জিনিসের ওয়াজিব নয় صَدَقَةٌ যাকাত مُؤَوَّلٌ (এ হাদীসটি) মুয়াওয়াল فِىْ نَفْيِ الْعُشْرِ উশর নিষিদ্ধের ব্যাপারে لِاَنَّ الصَّدَقَةَ কেননা, সদকা تَحْتَمِلُ সম্ভাবনা রাখে وُجُوْهًا বিভিন্ন অবস্থার فَيَتَرَجَّحُ الْاَوَّلُ অতঃপর প্রথমটি প্রাধান্য পাবে عَلَى الثَّانِىْ দ্বিতীয়টির ওপর।

সরল অনুবাদ : অনুরূপ নবী কারীম ﷺ ওরায়না বাসীদের প্রতি ইরশাদ করেন যে, তোমরা সদকার উটের পেশাব এবং দুধ পান কর। এ হাদীসটি সুস্থ হওয়ার سبب বর্ণনার ব্যাপারে نص আর পেশাব পান করার অনুমতির ব্যাপারে ظاهر-আর নবী কারীম ﷺ-এর বাণী—"তোমরা পেশাব হতে নিজেদেরকে রক্ষা কর। কেননা, কবরের আযাবের অধিকাংশই পেশাব হতে বেঁচে না থাকার কারণে হয়ে থাকে।" এ হাদীসটি পেশাব হতে বেঁচে থাকা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে نص-অতঃপর ظاهر-এর ওপর نص-এর অগ্রাধিকার হবে সুতরাং পেশাব পান করা কোন মতেই হালাল হবে না।

আর নবী করীম ﷺ-এর বাণী— "যে জমিন-আসমান হতে অবতারিত পানি তথা বৃষ্টির পানি দ্বারা সজীব হয়, সে জমির ফসল হতে এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে।" হাদীসটি উৎপাদনের $\frac{1}{10}$ অংশ প্রদানের ব্যাপারে نص-আর নবী

কারীম (সাঃ)-এর ইরশাদ— خَضْرَوَاتٌ তথা সবজি জাতীয় জিনিসের মধ্যে যাকাত নেই।"এ হাদীসটি উৎপাদনের ১/১০ প্রদান ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে مُؤَوَّلٌ - কেননা, সদকা বিভিন্ন পক্রিয়ার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং প্রথম হাদীসটি مَاسَقَتْهُ الخ দ্বিতীয় হাদীস لَيْسَ -এর ওপর অগ্রাধিকার পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَهْلِ الخ-এর আলোচনা :

সাম্মানিত গ্রন্থকার এ উপমার দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, যদি ظاهر ও نص-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তাহলে نص-কে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এ নীতির ভিত্তিতে উল্লিখিত আলোচনায় اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ الخ হাদীসটিকে اِشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا الخ হাদীসটির ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কেননা, اِشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا الخ হাদীসটি পেশাব পান করার অনুমতির ব্যাপারে 'যাহের', আর اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ الخ হাদীসটি পেশাব হতে বেঁচে থাকা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে 'নস'। সুতরাং যাহেরের ওপর নসের প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং পেশাব হতে বেঁচে থাকা ওয়াজিব হবে।

وَاقِعَةُ الْعُرَيْنَةِ বা ওরায়না বাসীর ঘটনা :

ওরায়না আরাফার একটি উপত্যকার নাম। এখানকার অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হয়নি। পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেল। তাদের পেট ফুলে গেল। তারা মহানবী ﷺ -এর দরবারে এ অসুস্থতার কথা ব্যক্ত করলে মহানবী ﷺ তাদেরকে সদকার উটের পেশাব ও দুধ পান করার আদেশ দিলেন। ফলে মহানবী ﷺ -এর নির্দেশানুযায়ী তারা উটের দুধ ও পেশাব পান করে আরোগ্য লাভ করল। পরন্তু সদকার উটের রাখালদেরকে তারা হত্যা করল, তাদের হাত কেটে ফেলল, তাদের চোখে গুলি বিদ্ধ করল এবং উটগুলি নিয়ে পলায়ন করল। মহানবী ﷺ তাদের আটক করালেন। অতঃপর উটের রাখালদেরকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল, সেভাবে তাদেরকেও হত্য করা হলো।

উল্লেখ্য যে, যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া যায়, ইমাম মুহাম্মদ (র.) সেসব প্রাণীর পেশাবকে সাধারণত হালাল বলেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) চিকিৎসার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আযম (র.) চিকিৎসার জন্যও অনুমতি দেননি। তাঁর মতে, যদি ইহা ছাড়া চিকিৎসার অন্য কোনো উপায় না থাকার ব্যাপারে চিকিৎসকদের ঐকমত্য পাওয়া যায়, তাহলে প্রয়োজন অনুসারে পেশাব পান করা জায়েয হবে।

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "مَاسَقَتْهُ السَّمَاءُ الخ -এর আলোচনা :

এখানে দ্বন্দ্বের সময় مؤول-এর ওপর نص-কে অগ্রাধিকার দিতে হয় তা উপমা দ্বারা বুঝিয়েছেন। মুয়াব্বাল ও নসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে নসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়— এ নীতির ভিত্তিতে উল্লিখিত আলোচনায় مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ হাদীসটিকে لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ -এর ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কেননা, مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ الخ হাদীসটি বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত যে-কোনো ফসলের ওশর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে নস। আর لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ হাদীসটি সবজিতে ওশর ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে মুয়াব্বাল। কারণ صدقة শব্দটির মধ্যে যেমন ওশরের সম্ভাবনা ছিল, তেমনি যাকাতেরও সম্ভাবনা ছিল। তন্মধ্য হতে তাবীলের মাধ্যমে ওশর প্রদানকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া উক্ত হাদীসটিকে মুহাদ্দিসীন দুর্বল বলেছেন। সুতরাং নসকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং শাক-সবজিতেও ওশর ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَحْتَمِلُ وُجُوْهًا الخ -এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) সদকা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। সদাকা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যেমন– সদকা, যাকাত ও ওশর হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তেমনি সদকা নফল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। এ জন্য সদকা দ্বারা ওশর উদ্দেশ্য করা تاويل-এর ভিত্তিতে হয়েছে। আর مؤول সাধারণত ظنى হয়ে থাকে এবং نص টা قطعى ও অকাট্য

وَاَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ مَاظَهَرَ الْمُرَادُ بِهٖ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ بِحَيْثُ لَايَبْقٰى مَعَهٗ اِحْتِمَالُ التَّاوِيْلِ وَالتَّخْصِيْصِ مِثَالُهٗ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ" فَاِسْمُ الْمَلٰئِكَةِ ظَاهِرٌ فِى الْعُمُوْمِ اِلَّا اَنَّ اِحْتِمَالَ التَّخْصِيْصِ قَائِمٌ فَانْسَدَّ بَابُ التَّخْصِيْصِ بِقَوْلِهٖ كُلُّهُمْ ثُمَّ بَقِىَ اِحْتِمَالُ التَّفْرِقَةِ فِى السُّجُوْدِ فَانْسَدَّ بَابُ التَّاوِيْلِ بِقَوْلِهٖ اَجْمَعُوْنَ وَفِى الشَّرْعِيَّاتِ اِذَا قَالَ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً شَهْرًا بِكَذَا فَقَوْلُهٗ تَزَوَّجْتُ ظَاهِرٌ فِى النِّكَاحِ اِلَّا اَنَّ اِحْتِمَالَ الْمُتْعَةِ قَائِمٌ فَبِقَوْلِهٖ شَهْرًا فَسَّرَ الْمُرَادَ بِهٖ فَقُلْنَا هٰذَا مُتْعَةٌ وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ اَوْ مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْمَتَاعِ فَقَوْلُهٗ عَلَىَّ اَلْفٌ نَصٌّ فِىْ لُزُوْمِ الْاَلْفِ اِلَّا اَنَّ الْاِحْتِمَالَ التَّفْسِيْرِ بَاقٍ فَبِقَوْلِهٖ مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ اَوْ مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْمَتَاعِ بَيَّنَ الْمُرَادُ بِهٖ فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ عَلَى النَّصِّ حَتّٰى لَايَلْزَمُهُ الْمَالُ اِلَّا عِنْدَ قَبْضِ الْعَبْدِ اَوِ الْمَتَاعِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا الْمُفَسَّرُ আর মুফাস্সার فَهُوَ উহাকে বলে مَاظَهَرَ الْمُرَادُ بِهٖ যার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়
لَايَبْقٰى শব্দ থেকে بِحَيْثُ এ হিসেবে যে مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ বক্তার পক্ষ থেকে بِبَيَانٍ বর্ণনা দ্বারা مِنَ اللَّفْظِ
مِثَالُهٗ অবশিষ্ট থাকবে না مَعَهٗ তার সাথে وَالتَّخْصِيْصِ তাবীলের সম্ভাবনা اِحْتِمَالُ التَّاوِيْلِ এবং খাসের সম্ভাবনা
-এর উদাহরণ হল– مَعَهٗ তার সাথে وَالتَّخْصِيْصِ তাবীলের সম্ভাবনা اِحْتِمَالُ التَّاوِيْلِ এবং খাসের সম্ভাবনা
ظَاهِرٌ -এর উদাহরণ হলো فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ ফেরেশতাদের নাম -مِثَالُهٗ
قَائِمٌ যাহের فِى الْعُمُوْمِ ব্যাপক হওয়ার ক্ষেত্রে اِلَّا কিন্তু اِحْتِمَالَ التَّخْصِيْصِ اَنَّ অবশ্যই নির্দিষ্টকরণের সম্ভাবনা
বিদ্যমান فَانْسَدَّ অতঃপর বন্ধ হয়ে গিয়েছে بَابُ التَّخْصِيْصِ খাসের সম্ভাবনা بِقَوْلِهٖ كُلُّهُمْ আল্লাহর তা'আলার
বাণী كُلُّهُمْ দ্বারা ثُمَّ অতঃপর بَقِىَ অবশিষ্ট রয়েছে اِحْتِمَالُ التَّفْرِقَةِ বিচ্ছিন্নের সম্ভাবনা فِى السُّجُوْدِ সিজদার
ক্ষেত্রে فَانْسَدَّ অতঃপর বন্ধ হয়ে গিয়েছে بَابُ التَّاوِيْلِ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা بِقَوْلِهٖ اَجْمَعُوْنَ আল্লাহ তা'আলার বাণী
تَزَوَّجْتُ দ্বারা وَفِى الشَّرْعِيَّاتِ -এর শরিয়তের বিধানে (মুফাসসারের উদাহরণ) قَالَ اِذَا যখন কেউ বলে اَجْمَعُوْنَ
আমি বিবাহ করেছি فُلَانَةً অমুক মহিলাকে شَهْرًا এক মাসের জন্য بِكَذَا এত টাকা দিয়ে فَقَوْلُهٗ تَزَوَّجْتُ অতঃপর
তার উক্তি تَزَوَّجْتُ (আমি বিবাহ করেছি) টি ظَاهِرٌ যাহের فِى النِّكَاحِ বিবাহের ক্ষেত্রে لا তবে اَنَّ اِحْتِمَالَ الْمُتْعَةِ
অবশ্য মুতার সম্ভাবনা قَائِمٌ বিদ্যমান فَبِقَوْلِهٖ شَهْرًا অতঃপর তার উক্তি شَهْرًا দ্বারা فَسَّرَ ব্যাখ্যা করেছেন الْمُرَادَ بِهٖ
তার উদ্দেশ্যের فَقُلْنَا অতঃপর আমরা বলি هٰذَا مُتْعَةٌ এটা মুতা (সাময়িক বিবাহ) وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ বিবাহ নয় وله
قَالَ আর যদি কেউ বলে لِفُلَانٍ অমুকের জন্য عَلَىَّ আমার ওপর দায়িত্ব اَلْفٌ এক হাজার مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ এ
দাসের মূল্য থেকে اَوْ مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْمَتَاعِ অথবা এ সম্পদের মূল্য হতে فَقَوْلُهٗ অতঃপর তার উক্তি عَلَىَّ اَلْفٌ

আমার ওপর এক হাজারের দায়িত্ব আছে نَصٌّ নস فِيْ لُزُوْمِ الْاَلْفِ এক হাজার আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে اِلَّا কিন্তু اَنَّ اِحْتِمَالَ التَّفْسِيْرِ অবশ্যই ব্যাখ্যার সম্ভাবনা بَاقٍ অবশিষ্ট রয়েছে فَبِقَوْلِهِ অতঃপর তার উক্তি مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ এ দাসের মূল্য থেকে) اَوْ مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْمَتَاعِ (অথবা এ সম্পদের মূল্য হতে)-এর দ্বারা بَيَّنَ স্পষ্ট করেছেন حَتّٰى الْمُرَادَ بِهِ তার উদ্দেশ্য فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ অতঃপর মুফাস্সারকে প্রাধান্য দেয়া হবে عَلَى النَّصِّ নসের ওপর এমনকি لَا يَلْزَمُهُ الْمَالُ মূল্য পরিশোধ করা তার ওপর আবশ্যক হবে না اِلَّا তবে (আবশ্যক হবে) عِنْدَ قَبْضِ الْعَبْدِ اَوِ الْمَتَاعِ দাস বা সম্পদ হস্তগতের সময়।

সরল অনুবাদ : এবং مفسر এমন শব্দকে বলে, যার অর্থ বক্তার বর্ণনা দ্বারা এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাতে কোনোরূপ ব্যাখ্যা বা নির্দিষ্টকরণের সম্ভাবনা বাকি থাকে না। এর দৃষ্টান্ত হলো, আল্লাহর বাণী— فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ (অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ সকলেই একত্রিতভাবে সিজদা করলেন।) সুতরাং এখানে ملائكة শব্দটি ব্যাপক হওয়ার ব্যাপারে ظاهر তবে تخصيص বা নির্দিষ্টকরণের সম্ভাবনা বিদ্যমান। অতঃপর তার কথা كلهم-এর দ্বারা تخصيص -এর দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হলো। এরপর পৃথক পৃথকভাবে সেজদা করার সম্ভাবনা অবশিষ্ট রয়েছে। আর সে ব্যাখ্যার সম্ভাবনা اجمعون-এর দ্বারা বন্ধ হয়ে গেছে।

শরিয়তে (مفسر-এর উপমা হলো,) যদি কোনো ব্যক্তি تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً شَهْرًا بِكَذَا (অর্থাৎ, আমি অমুক মহিলাকে এত টাকার বিনিময়ে এক মাসের জন্য বিবাহ করলাম।) এখানে تزوجت বিবাহের জন্য ظاهر কিন্তু তার মাঝে متعة-এর সম্ভাবনা ছিল। অতঃপর বক্তা তার উক্তি شهرا-এর দ্বারা তার তাফসীর করেছেন। অতএব, আমরা বলি যে, এটা متعة বিবাহ নয়।

আর যদি কেউ বলে যে, عَلَيَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ اَوْ مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْمَتَاعِ (অর্থাৎ, আমার ওপর দাসের মূল্য হতে এক হাজার বা এ সম্পদের মূল্য হতে এক হাজার।) সুতরাং তার বাণী— عَلَيَّ اَلْفٌ বাক্যটি نص হলো, হাজার টাকা প্রদান করার বেলায়। তবে তাতে ব্যাখ্যার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। অতঃপর তার কথা— مِنْ هٰذَا الْعَبْدِ বা اَوْمِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْمَتَاعِ -এর দ্বারা উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়ে গেল। কাজেই نص -এর ওপর مفسر-কে অগ্রাধিকার দেওয়া হলো। কাজেই গোলাম বা সম্পদ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত হাজার টাকা প্রদান করা জরুরি হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ الخ-এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নেফ (র.) مفسر -এর সংজ্ঞা ও তার শর্ত বর্ণনা করেছেন।

مفسر-এর সংজ্ঞা :

মুফাস্সারের বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থাকার বলেন— وَاَمَّا الْمُفَسَّرُ فَهُوَ مَا ظَهَرَ الْمُرَادُ بِهِ مِنَ اللَّفْظِ بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ لَا يَبْقٰى اِحْتِمَالُ التَّاوِيْلِ وَالتَّخْصِيْصِ অর্থাৎ, মুফাস্সার এমন শব্দ বা বাক্যকে বলা হয়, যার অর্থ বক্তার পক্ষ হতে বর্ণনার দ্বারা এমনভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাতে আর কোনোরূপ ব্যাখ্যা এবং নির্দিষ্টকরণের সম্ভাবনা বাকি থাকে না।

مُفَسَّر-এর শর্তের বর্ণনা :

গ্রন্থকার মুফাস্‌সারের সংজ্ঞায়— بِحَيْثُ لَا يَبْقَى اِحْتِمَالُ التَّاوِيْلِ وَالتَّخْصِيْصِ অংশটি বর্ধিত করে বক্তার ঐ কথাকে বের করে দিয়েছেন, যা বিবরণের জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন, আল্লাহর বাণী— حرم الربوا-এর মধ্যে সুদের ব্যাখ্যায় রাসূল ﷺ ছয়টি বস্তু সম্পর্কে বলেছেন, যা উক্ত আয়াতের তাফসীর বলে গণ্য। কিন্তু এ বিবরণের পরেও সুদের পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়নি। কেননা, ছয়টি বস্তু ছাড়াও অন্যান্য বস্তুতে সুদ হয়ে থাকে। বিধায় নবী ﷺ-এর উক্ত বাণীকে মুফাস্‌সারের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। যেমন, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন— "নবী কারীম ﷺ বের হলেন অথচ তিনি আমাদের জন্য সুদের প্রকার বর্ণনা করেন নি।" সুতরাং নবী ﷺ -এর উক্ত বিবরণকে ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি বিশারদদের নিকট তাফসীর বলা যাবে না।

مِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالٰى فَسَجَدَ الخ -এর আলোচনা :

এখানে উক্ত ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) مفسر-এর উপমা দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে قَوْلُهُ اِسْمُ الْمَلَائِكَةِ الخ বলে ملائكة শব্দের تفسير -এর প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেছেন।

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ الخ বাক্যে 'মালায়েকা' শব্দটি যেহেতু বহুবচন যা আম হওয়ায় সকল ফেরেশ্‌তাকে বুঝানো সুস্পষ্ট। কিন্তু কোনো কোনো স্থানে যেহেতু ملائكة দ্বারা একজন ফেরেশ্‌তা বুঝানো হয়েছে, সেজন্য فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ -এর মধ্যেও নির্দিষ্ট কোনো ফেরেশ্‌তা বুঝানোর সম্ভাবনা ছিল। (যেমন, আল্লাহর বাণী— اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ الخ -এর মধ্যে 'মালায়েকা' শব্দটি শুধু জিব্‌রাঈল (আ.)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।) এ সম্ভাবনাকে كلهم শব্দ প্রয়োগ করে দূর করা হয়েছে অর্থাৎ, সিজদা সকল ফেরেশ্‌তাগণই করেছেন। অতঃপর এ সম্ভাবনাও ছিল যে, সব ফেরেশতা এক সাথে সেজদা করেন নি হয়তো আলাদা আলাদাভাবে করেছেন। তা দূর করার জন্য اجمعون শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে অর্থাৎ, সব ফেরেশতাগণ এক সাথেই সিজদা করেছেন। সুতরাং 'কুল্লুহুম আজমা'উন' উল্লেখের পর তাখসীস বা তাবীলের আর কোনো প্রয়োজন বাকি থাকল না।

এমনিভাবে শরয়ী মাসায়েলে মুফাস্‌সারের বেলায় تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ شَهْرًا বক্তব্যে شهرا দ্বারা বিবাহ অর্থ নেওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়ে যায় এবং মুতা' প্রাধান্য পায়।

قَوْلُهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ-এর আলোচনা :

এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার দ্বন্দ্বের সময় نص-এর উপর مفسر-কে প্রাধান্য দেওয়ার উপমা বর্ণনা করেছেন। নস ও মুফাস্‌সারের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মুফাস্‌সারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যেমন, কেউ বলল– لِفُلَانٍ عَلَيَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ "আমার জিম্মায় অমুক ব্যক্তির এক হাজার টাকা এ গোলামের মূল্য বাবদ।" উক্ত উদাহরণে বক্তার উক্তি عَلَيَّ اَلْفٌ এক হাজার টাকা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে 'নস', আর مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ বলে ঐ এক হাজার টাকা কিসের তার তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ বাক্যাংশটি মুফাস্‌সার। যেহেতু নসের ওপর মুফাস্‌সার প্রধান্য পাবে; অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত গোলাম হস্তগত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এক হাজার টাকা দেওয়া ওয়াজিব হবে না।

وَقَوْلُهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ اَلْفٌ ظَاهِرٌ فِي الْاِقْرَارِ نَصٌّ فِي نَقْدِ الْبَلَدِ فَاِذَا قَالَ مِنْ نَقْدِ بَلَدٍ كَذَا يَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ عَلَى النَّصِّ فَلَا يَلْزَمُهُ نَقْدُ الْبَلَدِ بَلْ نَقْدُ بَلَدٍ كَذَا وَعَلَى هٰذَا نَظَائِرُهُ وَاَمَّا الْمُحْكَمُ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسَّرِ بِحَيْثُ لَايَجُوْزُ خِلَافُهُ اَصْلًا مِثَالُهُ فِي الْكِتَابِ "اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ" وَ"اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا" وَفِي الْحُكْمِيَّاتِ مَا قُلْنَا فِي الْاِقْرَارِ اَنَّهُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ فَاِنَّ هٰذَا اللَّفْظَ مُحْكَمٌ فِي لُزُوْمِهِ بَدَلًا عَنْهُ وَعَلَى هٰذَا نَظَائِرُهُ وَحُكْمُ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ لُزُوْمُ الْعَمَلِ بِهِمَا لَامُحَالَةَ ثُمَّ لِهٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ اَرْبَعَةٌ اُخْرٰى تُقَابِلُهَا فَضِدُّ الظَّاهِرِ الْخَفِيُّ وَضِدُّ النَّصِّ الْمُشْكِلُ وَضِدُّ الْمُفَسَّرِ الْمُجْمَلُ وَضِدُّ الْمُحْكَمِ الْمُتَشَابِهُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَوْلُهُ আর তার উক্তি لِفُلَانٍ অমুক ব্যক্তির জন্য عَلَيَّ আমার ওপর اَلْفٌ এক হাজার ظَاهِرٌ যাহের فِي الْاِقْرَارِ (ঋণের) স্বীকৃতির ব্যাপারে نَصٌّ নস فِي نَقْدِ الْبَلَدِ শহরের প্রচলিত মুদ্রার ব্যাপারে فَاِذَا قَالَ অতঃপর যখন সে বলে مِنْ نَقْدِ بَلَدٍ كَذَا অমুক শহরের প্রচলিত মুদ্রা يَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ (তখন) মুফাসসার প্রাধান্য পাবে عَلَى النَّصِّ নসের ওপর فَلَا يَلْزَمُهُ সুতরাং তার উপর আবশ্যক হবে না نَقْدُ الْبَلَدِ শহরের প্রচলিত মুদ্রা بَلْ বরং (আবশ্যক হবে) نَقْدُ بَلَدٍ كَذَا অমুক শহরের মুদ্রা وَعَلَى هٰذَا আর-এর উপর (কিয়াস করতে হবে) نَظَائِرُهُ তার দৃষ্টান্ত (অন্যান্য) মাসয়ালাসমূহকে وَاَمَّا الْمُحْكَمُ আর মুহকাম হলো فَهُوَ এমন বাক্য مَا ازْدَادَ যা অধিক قُوَّةً শক্তির দিক দিয়ে عَلَى الْمُفَسَّرِ মুফাস্‌সারের উপর بِحَيْثُ এ হিসেবে যে لَايَجُوْزُ বৈধ নয় خِلَافُهُ তার বিপরীত اَصْلًا আদৌ مِثَالُهُ তার উদাহরণ হলো فِي الْكِتَابِ কুরআন মাজীদে اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয়ই আল্লাহ بِكُلِّ شَيْءٍ সর্ববিষয়ে عَلِيْمٌ জ্ঞাত وَاِنَّ اللّٰهَ এবং নিশ্চয় আল্লাহ لَايَظْلِمُ জুলুম করেন না النَّاسَ মানুষের প্রতি شَيْئًا মোটেও وَفِي الْحُكْمِيَّاتِ এবং ইসলামি বিধানে (মুহকাম-এর উদাহরণ) مَا قُلْنَا যা আমরা বলছি فِي الْاِقْرَارِ স্বীকারোক্তির ব্যাপারে اَنَّهُ নিশ্চয় لِفُلَانٍ অমুকের জন্য রয়েছে عَلَيَّ আমার উপর اَلْفٌ এক হাজার (টাকা) مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ এ দাসের মূল্য হিসেবে فَاِنَّ هٰذَا اللَّفْظَ কেননা عَلَيَّ اَلْفٌ এই শব্দটি مُحْكَمٌ মুহকাম فِي لُزُوْمِهِ এক হাজার আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে بَدَلًا عَنْهُ দাসের পরিবর্তে وَعَلَى هٰذَا আর-এর উপর (কিয়াস করতে হবে) نَظَائِرُهُ -এর ন্যায় উদাহরণসমূহ (কে) وَحُكْمُ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ আর মুফাস্‌সার ও মুহকামের হুকুম হলো— لُزُوْمُ الْعَمَلِ আমল করা ওয়াজিব بِهِمَا উভয়ের সাথে لَامُحَالَةَ অবশ্যই ثُمَّ অতঃপর لِهٰذِهِ الْاَرْبَعَةِ এ চারটি রয়েছে اَرْبَعَةٌ اُخْرٰى অপর চারটি تُقَابِلُهَا এদের বিপরীত فَضِدُّ الظَّاهِرِ الْخَفِيُّ অতঃপর যাহেরের বিপরীত হলো খফী وَضِدُّ النَّصِّ الْمُشْكِلُ এবং নসের বিপরীত হলো মুশকিল وَضِدُّ الْمُفَسَّرِ الْمُجْمَلُ এবং মুফাসসারের বিপরীত হলো মুজমাল وَضِدُّ الْمُحْكَمِ الْمُتَشَابِهُ এবং মুহকামের বিপরীত হলো মুতাশাবেহ।

সরল অনুবাদ : এবং তার কথা— لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ (আমার ওপর এক হাজার টাকা রয়েছে।) এটা ঋণের স্বীকৃতির ব্যাপারে "যাহের" এবং শহরের প্রচলিত মুদ্রার ব্যাপারে হলো 'নস'। অনন্তর যদি সে বলে যে, مِنْ نَقْدِ بَلَدِ كَذَا (অমুক শহরের মুদ্রায়।) তখন এটা مفسر হয়ে نص -এর ওপর প্রাধান্য পাবে। কাজেই তখন স্থানীয় শহরের প্রচলিত মুদ্রা তার উপর ওয়াজিব হবে না; বরং তাকে নির্দিষ্ট শহরের মুদ্রাই দিতে হবে। এ মাসআলার উপরই এর ন্যায় মাসআলাগুলো কিয়াস করতে হবে। সুতরাং محكم এমন বাক্যকে বলা হবে যা مفسر হতে অধিক শক্তিশালী, যার বিপরীত করা কখনো বৈধ নয়। যথা, আল্লাহর বাণী— إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।) এবং وَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا (অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।) আর ইসলামি শরিয়তে এর উপমা হলো, যা আমরা স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে বলে থাকি যে— لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ هٰذَا الْعَبْدِ (অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি আমার নিকট এ গোলামের পাওনা বাবদ এক হাজার টাকা পাওনা আছে।) এজন্য এ শব্দটি গোলামের পরিবর্তে এক হাজার টাকা আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে محكم আর এরই উপর এর ন্যায় মাসআলা গুলোকে কিয়াস করতে হবে। এবং مفسر ও محكم-এর বিধান হলো যে, উভয়ের উপর আমল করা অবশ্যই কর্তব্য।

অতঃপর এ চারটি বিষয়ের জন্য আরো চারটি বিষয় রয়েছে, যারা পরস্পর বিপরীত। যথা—ظاهر-এর বিপরীত خفى এবং نص-এর বিপরীত مشكل-এবং مفسر-এর বিপরীত مجمل-এবং محكم-এর বিপরীত متشابه

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ الخ -এর আলোচনা :

এখানে লিখক مفسر -এর এমন উপমা পেশ করেছেন, যাকে نص -এর ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যদি কোনো শহরে কোনো এক প্রকার মুদ্রা প্রচলিত থাকে, (যেমন— আমাদের দেশে একশত পয়সায় এক টাকা ধরা হয়।) আর এ অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি বলে, অমুক ব্যক্তিকে আমি এক হাজার টাকা দেবো তখন ঐ শহরের টাকাই বুঝতে হবে। কারণ, এ ব্যক্তির এক হাজার টাকা প্রদান স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট বা 'যাহের' এবং শহরের টাকা 'নস'। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি 'ভারতের টাকা' বলে,তখন তার ব্যাখ্যার দরুন তার কথা— لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ مِنْ بَلَدِ كَذَا মুফাস্সার হবে এবং বক্তাকে ভারতের টাকাই দিতে হবে। অতএব, উক্ত উদাহরণে নস-এর উপর মুফাস্সারকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। মুফাস্সার ও নস-এর দ্বন্দ্ব হলে মুফাস্সারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ الخ-এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) محكم -এর পরিচয় ও তার উপমা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

محكم-এর পরিচয় :

মুহকাম ঐ কালামকে বলা হয়, যা মুফাস্সারের তুলনায় অধিক শক্তিশালী এবং যার বিপরীত করা কোনো ক্রমেই বৈধ নয়। অর্থাৎ, মুহকামের মধ্যে না কোন সংখ্যা ও নির্দিষ্টকরণের অবকাশ থাকে, আর না রহিতকরণ ও পরিবর্তন করণের সম্ভাবনা থাকে, তবে মুফাস্সারের মধ্যে পরিবর্তন ও রহিতকরণের সম্ভাবনা থাকে। তাই বলা হয় যে, মুফাস্সার ও মুহকাম মূলত পরস্পর সম্পূরক। পার্থক্য এটুকুই যে, محكم-এর শক্তি ও গুরুত্ব বেশি।

مـحـكـم-এর উপমা :

কুরআনের বাণী— إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত।) এবং إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا (আল্লাহ কারো ওপর সামান্যতম জুলুম করেন না।) কেননা, জ্ঞান হচ্ছে বিশেষণের পূর্ণতা এবং জুলুম বিশেষণের ঘাটতির নাম। অথচ আল্লাহ তা'আলা সকল ত্রুটি হতে পবিত্র। অতএব, প্রত্যেক জিনিসের জ্ঞান থাকা এবং কারো ওপর জুলুম না করা আল্লাহর জন্য 'লাযেম'। আর আল্লাহর প্রত্যেক জিনিসের জ্ঞান থাকার মধ্যে কোনো তাবদীল বা নস্‌খ হতে পারে না; আর না এতে কোনো তাবীল বা তাখসীসের সম্ভাবনা আছে। এমনিভাবে কারো ওপর জুলুম না করার ব্যাপারেও তাবদীল, নস্‌খ হতে পারে না; আর না এতে কোনো তাবীল বা তাখসীসের সম্ভাবনা আছে। এমনিভাবে কারো ওপর জুলুম না করার ব্যাপারেও তাবদীল এবং তাবীল ও তাখসীসের সম্ভাবনা অমূলক।

حُكْمُ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ :

মুফাস্‌সার ও মুহকাম উভয়ের ওপর আমল করা সন্দেহাতীতভাবে ওয়াজিব। এতে ব্যাখ্যা বা নির্দিষ্টকরণের সম্ভাবনা থাকবে না। অনুরূপভাবে রহিতকরণ ও পরিবর্তনেরও কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

মুফাস্‌সার ও মুহকাম উভয়টিই অকাট্য প্রমাণ। তবে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মুহকাম প্রাধান্য পাবে। যেমন– وَاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ আয়াতটি মুফাস্‌সার। আয়াতটির চাহিদা হলো তওবা করার পর محدود فى القذف (ব্যভিচারের অপবাদে শাস্তি প্রাপ্ত)-এর সাক্ষ্য তওবা করার পর গ্রহণযোগ্য। আর وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا আয়াতটি মুহকাম। এর চাহিদা হলো– مَحْدُوْدٌ فِى الْقَذَفِ -এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়া। যেহেতু উভয়টির মধ্যে দৃশ্যত দ্বন্দ্ব রয়েছে। তাই মুহকাম প্রাধান্য পাবে। আর তাইতো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তওবার পরও مَحْدُوْدٌ فِى الْقَذَفِ -এর সাক্ষ্য গ্রহণেযোগ্য নয়।

فَالْخَفِيُّ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ بِهِ بِعَارِضٍ لَا مِنْ حَيْثُ الصِّيْغَةِ مِثَالُهُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى "اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا" فَاِنَّهُ ظَاهِرٌ فِيْ حَقِّ السَّارِقِ خَفِيٌّ فِيْ حَقِّ الطَّرَّازِ وَالنَّبَّاشِ وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى "اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ" ظَاهِرٌ فِيْ حَقِّ الزَّانِيْ وَخَفِيٌّ فِي اللُّوْطِيِّ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَاْكُلُ فَاكِهَةً كَانَ ظَاهِرًا فِيْمَا يَتَفَكَّهُ بِهِ خَفِيًّا فِيْ حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ وَحُكْمُ الْخَفِيِّ وُجُوْبُ الطَّلَبِ حَتّٰى يَزُوْلَ عَنْهُ الْخَفَاءُ وَاَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ مَا ازْدَادَ خِفَاءً عَلَى الْخَفِيِّ كَاَنَّهُ بَعْدَمَا خَفِيَ عَلَى السَّامِعِ حَقِيْقَتُهُ دَخَلَ فِيْ اَشْكَالِهِ وَاَمْثَالِهِ حَتّٰى لَا يُنَالُ الْمُرَادُ اِلَّا بِالطَّلَبِ ثُمَّ بِالتَّاَمُّلِ حَتّٰى يَتَمَيَّزَ عَنْ اَمْثَالِهِ -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> فَالْخَفِيُّ অতঃপর খফী (উহাকে বলে) مَاخَفِيَ الْمُرَادُ بِهِ যার উদ্দেশ্য গোপন থাকে بِعَارِضٍ কোনো বাহ্যিক কারণে لَا مِنْ حَيْثُ الصِّيْغَةِ শব্দ গঠনে কোনো ত্রুটির কারণে নয় مِثَالُهُ তার উদাহরণ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীতে اَلسَّارِقُ পুরুষ চোর وَالسَّارِقَةُ এবং মহিলা চোর فَاقْطَعُوْا তোমরা কাট اَيْدِيَهُمَا উভয়ের হাত فَاِنَّهُ অবশ্য তা (এ আয়াত) ظَاهِرٌ যাহের فِيْ حَقِّ السَّارِقِ চোরের ব্যাপারে خَفِيٌّ খফী فِيْ حَقِّ الطَّرَّازِ وَالنَّبَّاشِ পকেটমার ও কাফন চোরের ব্যাপারে وَكَذٰلِكَ আর তদ্রূপ قَوْلُهُ تَعَالٰى (আয়াতটি) আল্লাহ তা'আলার বাণী اَلزَّانِيَةُ ব্যভিচারকারী মহিলা وَالزَّانِيْ এবং ব্যভিচারকারী পুরুষ (এ আয়াতটি) ظَاهِرٌ যাহের فِيْ حَقِّ الزَّانِيْ ব্যভিচারকারী পুরুষের ব্যাপারে وَخَفِيٌّ এবং খফী فِي اللُّوْطِيِّ সমকামিতাকারীর ব্যাপারে وَلَوْ حَلَفَ আর যদি কেউ শপথ করে (যে,) لَا يَاْكُلُ সে ভক্ষণ করবে না فَاكِهَةً ফল كَانَ ظَاهِرًا তা যাহের হবে فِيْمَا ঐ সব ফলের ব্যাপারে يَتَفَكَّهُ بِهِ যা নাস্তা হিসেবে খাওয়া হয় خَفِيًّا খফী হবে فِيْ حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ আঙ্গুর ও আনারের ক্ষেত্রে وَحُكْمُ الْخَفِيِّ আর খফী-এর হুকুম হলো وُجُوْبُ الطَّلَبِ অনুসন্ধান করা ওয়াজিব حَتّٰى يَزُوْلَ عَنْهُ الْخَفَاءُ যতক্ষণ না অস্পষ্টতা দূরীভূত হয় اَمَّا الْمُشْكِلُ বস্তুতঃ মুশকিল فَهُوَ উহাকে বলে مَا ازْدَادَ যা অধিক। (অগ্রগণ্য) خِفَاءً অস্পষ্টতার দিক দিয়ে عَلَى الْخَفِيِّ খফীর ওপর كَاَنَّهُ যেন ইহা بَعْدَ مَاخَفِيَ অস্পষ্ট হওয়ার পরে عَلَى السَّامِعِ শ্রোতার উপর حَقِيْقَتُهُ হাকীকত دَخَلَ তা প্রবেশ করেছে فِيْ اَشْكَالِهِ তার মর্মার্থ وَاَمْثَالِهِ এবং তার অনুরূপ অর্থবহ শব্দ বা বাক্যসমূহে حَتّٰى এমনকি لَا يُنَالُ الْمُرَادُ উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। اِلَّا بِالطَّلَبِ অনুসন্ধান ছাড়া ثُمَّ بِالتَّاَمُّلِ তারপর গভীর চিন্তা-ভাবনা (ছাড়া) حَتّٰى يَتَمَيَّزَ যাতে পার্থক্য সূচিত হয় عَنْ اَمْثَالِهِ তার সমার্থবোধক শব্দ থেকে।

<u>সরল অনুবাদ :</u> অতঃপর خفى এমন বাক্যকে বলে, যার অর্থ কোনো বাহ্যিক কারণে গোপন থাকে, আক্ষরিক কারণে নয়। তার উপমা হলো, আল্লাহ বাণী— اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (অর্থাৎ, চোর ও চোরনীর হস্তদ্বয় কেটে দাও।) নিশ্চয় এ আয়াতটি চোরের ব্যাপারে ظاهر আর পকেটমার ও কাফন চোরের ব্যাপারে خفى -তদ্রূপ আল্লাহ বাণী— اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ (ব্যভিচারকারী নারী ও পুরুষ) এ আয়াতটি ব্যভিচারকারী পুরুষের ব্যাপারে

ظاهر আর لوطی তথা সমকামিতার ব্যাপারে হলো خفی -আর যদি কেউ শপথ করে যে, সে ফল খাবে না, তখন তার এ শপথ সে সকল ফলের ব্যাপারে ظاهر হবে যেগুলো সাধারণত নাস্তায় খাওয়া হবে। এবং এটা আঙ্গুর ও আনারের ব্যাপারে خفی হবে।

আর خفی-এর বিধান হলো, অস্পষ্টতা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত তার অনুসন্ধান অবশ্যই কর্তব্য। এবং مشكل এমন বাক্যকে বলা হয়, যার অস্পষ্টতা خفی -এর অস্পষ্টতার চেয়েও বেশি। মনে হয় যেন এর প্রকৃত রহস্য শ্রোতার নিকট অস্পষ্ট হওয়ার কারণে তা অন্য কোনো সমার্থক বাক্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে। যাতে করে এর মর্ম উদঘাটন করা কষ্ট সাধ্য হয়ে যায়। অতঃপর অনুসন্ধান ও চিন্তা-গবেষণার দ্বারাই এর মর্ম উদ্ধার করা যায়। যেন তা আপন সমার্থবোধক শব্দ হতে পৃথক হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَالْخَفِىُّ مَاخَفِىَ الْمُرَادُ الخ -এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) خفی-এর পরিচয় তুলে ধরেছেন।

خفی-এর পরিচয় :

খফী ঐ শব্দ বা বাক্যকে বলা হয়, যার অর্থ আক্ষরিক কারণে না হয়ে অন্য কোন বাহ্যিক কারণে অস্পষ্ট থাকে। অর্থাৎ, 'খফী'-এর মধ্যে শব্দের দিক দিয়ে কোন অস্পষ্টতা থাকে না; বরং ইহার আভিধানিক অর্থ স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট হয়। তবে কোন বাহ্যিক কারণে উহাতে অস্পষ্টতা এসে যায়।

قَوْلُهُ مِثَالُهُ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى "اَلسَّارِقُ الخ-এর আলোচনা :

এখানে লিখক পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা خفی-এর উপমা পেশ করেছেন। নিম্নে ইমামদের মতভেদসহ এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

প্রকাশ থাকে যে, خفی -এর মধ্যে শব্দের দিক হতে خفا বা অস্পষ্টতা থাকে না; বরং তার শাব্দিক অর্থ প্রকাশ্য এবং নির্ধারিত হয়ে থাকে। তবে প্রাসঙ্গিক কারণে তার মধ্যে خفا অস্পষ্টতা হয়ে থাকে। যেমন— চুরির আয়াতের মধ্যে سارق -এর অর্থ প্রকাশ্য এবং নির্ধারিত। কিন্তু سارق শব্দ পকেটমার এবং কাফন চোরকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে এর মধ্যে خفا বা অস্পষ্টতা। কেননা, পকেটমার এবং কাফন চোরকে পরিভাষায় سارق বলা হয় না; বরং طراز এবং نباش বলা হয়। যার কারণ হলো চুরির অর্থ হলো, অন্যের মূল্যবান জিনিসকে সুরক্ষিত স্থান হতে গোপন নিয়ে নেওয়া। আর চুরির এ অর্থ نباش তথা কাফন চোরের মধ্যে দুর্বলভাবে বা ত্রুটির সাথে পাওয়া যায়। কেননা, কবর যদিও সুরক্ষিত স্থান, কিন্তু সে কবর হতে কাফন চুরির সময় এ অবস্থা থাকে যে, মুর্দা তাকে বাধা প্রদান করবে না। কিন্তু কোনো ঘর হতে চুরির সময় ঘরের মালিক তাকে বাধা দেওয়ার আশঙ্কা চোরের মনে বিশেষভাবে থাকে। আর চুরির উল্লিখিত অর্থ পকেটমারের মধ্যে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। কেননা, পকেট মারার সময় পকেটের মালিক জাগ্রত থাকে। পকেটের মালিক হতে ঘরের মালিক তুলনামূলক অচেতন থাকে।

এখন আমরা এ ক্ষেত্রে হানাফীদের মতানুযায়ী এমনভাবে তথ্যানুসন্ধান ও গভীর চিন্তা ও গবেষণা করেছি, যাতে তা হতে خفا তথা অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়ে যায়। ফলে আমরা পকেটরমারের হাত কাটার শাস্তির নির্দেশ দিয়েছি এবং কাফন চোরকে এ শাস্তি হতে মুক্তি দিয়েছি। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, উভয়ের ওপর হাত কাটার শাস্তি কার্যকরী হবে।

قَوْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى "اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ" الخ -এর আলোচনা :

এখানে গ্রন্থকার خفى -এর আরো একটি উপমা পেশ করেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো—

যিনার ব্যাপারে কুরআনের বাণী— اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ যিনাকারী নারী-পুরুষকে একশত দোররা মারার আয়াতটি লাওয়াতাতকারীর ব্যাপারে خفى - কেননা, যিনার সংজ্ঞা হলো– "যৌনাঙ্গে সহবাসের মাধ্যমে যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করা।" পক্ষান্তরে লাওয়াতাতের মাধ্যমে উক্ত অর্থ পাওয়া যায় না। কেননা, লাওয়াতাতের মধ্যে এক পক্ষেরই উত্তেজনা হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে ঐ রূপ উত্তেজনা হয় না, যা সহবাসের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পূর্ণভাবে হয়। এখানে লাওয়াতাতের শাস্তির ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, লাওয়াতাতের শাস্তি ইমাম বা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের রায়ের উপর নির্ভর করে। চাই তিনি তার হত্যার নির্দেশ দান করুক, (যা ইমাম তিরমিযী হতে বর্ণিত হাদীসের মর্ম।) অথবা জ্বালিয়ে দেবে, (যা হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।) অথবা কোনো দুর্গন্ধযুক্ত স্থানের মধ্যে আটক করে রাখবে। (যা আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের হতে বর্ণিত।) যদি লাওয়াতাতের উপর যিনার শাস্তি প্রযোজ্য হতো, তবে সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে একটুকু মতানৈক্য সৃষ্টি হতো না। সাহেবাইন ও ইমাম শাফিয়ীর মতে, লাওয়াতাতের শাস্তি তা-ই হবে যা যিনার শাস্তি।

قَوْلُهُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা লিখক শরয়ী বিধানে خفى -এর উপমা পেশ করেছেন। তাহলো, কোনো ব্যক্তি শপথ করল যে, لَا اٰكُلُ فَاكِهَةً অর্থাৎ, "আমি ফল খাবো না", তখন তার এ শপথ ঐ সকল ফলের ব্যাপারে যাহের যা নাস্তা হিসেবে গ্রহণ করা হয়; কিন্তু আঙ্গুর ও ডালিমের ব্যাপারে খফী। কেননা, আঙ্গুর ও ডালিম যেমন নাস্তা হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তদ্রূপ খাদ্য হিসেবেও গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

خفى -এর বিধান :

خفى -এর বিধান হলো, বাক্যের সঠিক মর্ম উদঘাটনের জন্য অনুসন্ধান ও চিন্তা-গবেষণা করতে হবে, যাতেকরে তার অস্পষ্টতা দূর হয়ে যায়।

قَوْلُهُ اَمَّا مُشْكِلٌ فَهُوَ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা مشكل-এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, مشكل এমন শব্দ বা বাক্যকে বলা হয়, যার অস্পষ্টতা খফী হতেও অধিক, যেন তার প্রকৃত রহস্য শ্রোতার নিকট অস্পষ্ট হওয়ার কারণে এটা তার অনুরূপ অর্থ বহনকারী কোনো শব্দ বা বাক্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে, যাতে এর মর্ম উদঘাটন করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। অতঃপর চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা মর্ম উদ্ধার করা হলে অনুরূপ অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা বিদূরিত হয়ে যায়।

وَنَظِيْرُهُ فِى الْاَحْكَامِ لَوْحَلَفَ اَنْ لَّا يَأْتَدِمَ فَاِنَّهُ ظَاهِرٌ فِى الْخَلِّ وَالدِّبْسِ وَاِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ فِى اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالْجُبْنِ حَتّٰى يَطْلُبَ فِى مَعْنَى الْاِئْتِدَامِ ثُمَّ يَتَأَمَّلُ اَنَّ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى هَلْ يُوْجَدُ فِى اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالْجُبْنِ اَمْ لَا ثُمَّ فَوْقَ الْمُشْكِلِ الْمُجْمَلِ وَهُوَ مَا احْتَمَلَ وُجُوْهًا فَصَارَ بِحَالٍ لَايُوْقَفُ عَلَى الْمُرَادِ بِهٖ اِلَّا بِبَيَانٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ وَنَظِيْرُهُ فِى الشَّرْعِيَّاتِ قَوْلُهُ تَعَالٰى "حَرَّمَ الرِّبٰوا" فَاِنَّ الْمَفْهُوْمَ مِنَ الرِّبٰوا هُوَ الزِّيَادَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ غَيْرُ مُرَادَةٍ بَلِ الْمُرَادُ الزِّيَادَةُ الْخَالِيَةُ عَنِ الْعِوَضِ فِىْ بَيْعِ الْمُقَدَّرَاتِ الْمُتَجَانِسَةِ وَاللَّفْظُ لَادَلَالَةَ لَهُ عَلٰى هٰذَا فَلَايُنَالُ الْمُرَادُ بِالتَّأَمُّلِ ثُمَّ فَوْقَ الْمُجْمَلِ فِى الْخَفَاءِ الْمُتَشَابِهُ مِثَالُ الْمُتَشَابِهِ الْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ فِىْ اَوَائِلِ السُّوَرِ وَحُكْمُ الْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ اِعْتِقَادُ حَقِيْقَةِ الْمُرَادِ بِهٖ حَتّٰى يَأْتِىَ الْبَيَانُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ ঃ وَنَظِيْرُهُ এবং তার (মুশকিলের) উদাহরণ فِى الْاَحْكَامِ শরয়ী বিধানে لَوْ حَلَفَ যদি কেউ শপথ করে (যে,) اَنْ لَّا يَأْتَدِمُ সে তরকারী খাবে না فَاِنَّهُ তবে তা ظَاهِرٌ যাহের فِى الْخَلِّ وَالدِّبْسِ সিরকা ও খুরমান রসের ক্ষেত্রে وَاِنَّمَا هُوَ আর অবশ্য তা مُشْكِلٌ মুশকিল فِى اللَّحْمِ গোশতের ক্ষেত্রে وَالْبَيْضِ ডিমের ক্ষেত্রে وَالْجُبْنِ এবং পনিরের ক্ষেত্রে حَتّٰى يَطْلُبَ এমন কি অনুসন্ধান করা হবে فِىْ مَعْنَى الْاِئْتِدَامِ তরকারীর অর্থে ثُمَّ يَتَأَمَّلُ তারপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করবে (যে,) اَنَّ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى অবশ্য ঐ অর্থ هَلْ يُوْجَدُ পাওয়া যায় কি فِى اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالْجُبْنِ গোশত, ডিম ও পনিরের মধ্যে اَوْلَا অথবা না ثُمَّ তারপর فَوْقَ الْمُشْكِلِ মুশকিলের উর্ধ্বে اَلْمُجْمَلُ মুজমাল وَهُوَ আর তা হলো مَا احْتَمَلَ যা সম্ভাবনা রাখে وُجُوْهًا বিভিন্ন দিকের فَصَارَ অতঃপর তা হয় بِحَالٍ এরূপ অবস্থায় (যে,) لَايُوْقَفُ অবহিত হওয়া যায় না عَلَى الْمُرَادِ بِهٖ তার উদ্দেশ্যের উপর اِلَّا بِبَيَانٍ বর্ণনা ব্যতীত مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ বক্তার পক্ষ হতে وَنَظِيْرُهُ আর তার উদাহরণ হল فِى الشَّرْعِيَّاتِ শরয়ী বিধানে قَوْلُهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী حَرَّمَ الرِّبٰوا তিনি সুদকে হারাম করেছেন فَاِنَّ الْمَفْهُوْمَ কেননা (যা) বোধগম্য مِنَ الرِّبٰوا রিবা থেকে هُوَ الزِّيَادَةُ الْمُطْلَقَةُ তা হল, সাধারণ বৃদ্ধি وَهِيَ অথচ তা غَيْرُ مُرَادَةٍ (এখানে) উদ্দেশ্য নয় بَلِ الْمُرَادُ বরং উদ্দেশ্য হলো اَلزِّيَادَةُ ঐ বৃদ্ধি اَلْخَالِيَةُ যা মুক্ত عَنِ الْعِوَضِ বিনিময় হতে فِىْ بَيْعِ الْمُقَدَّرَاتِ الْمُتَجَانِسَةِ সমপর্যায়ের জিনিস ওযন ও পরিমাপের বিক্রয়ের সময় وَاللَّفْظُ অথচ শব্দ لَا دَلَالَةَ لَهُ -এর কোনো ইঙ্গিত নেই عَلٰى هٰذَا এ শব্দে فَلَا يُنَالُ الْمُرَادُ সুতরাং উদ্দেশ্য উদঘাটন হবে না بِالتَّأَمُّلِ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে ثُمَّ তারপর فَوْقَ الْمُجْمَلِ মুজমালের উর্ধ্বে فِى الْخَفَاءِ অস্পষ্টতার ক্ষেত্রে اَلْمُتَشَابِهُ মুতাশাবেহ وَمِثَالُ الْمُتَشَابِهِ মুতাশাবেহের উদাহরণ হলো اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ বিচ্ছিন্ন অক্ষরসমূহ فِىْ اَوَائِلِ السُّوَرِ সূরাসমূহের শুরুতে حُكْمُ الْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ মুজমাল ও মুতাশাবেহের হুকুম হলো اِعْتِقَادُ حَقِيْقَةِ الْمُرَادِ بِهٖ তার উদ্দেশ্যের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস করা [illegible] স্পষ্ট বর্ণনা না আসা পর্যন্ত।

<u>সরল অনুবাদ :</u> এবং শরয়ী বিধানে তার দৃষ্টান্ত হলো, কোনো ব্যক্তি তরকারি না খাওয়ার শপথ করল। কাজেই এটি সিরকা ও খোরমার রসের ক্ষেত্রে ظاهر এবং গোশত, ডিম, ও পনিরের ক্ষেত্রে مشكل-এমনকি তরকারির অর্থ অনুসন্ধান করে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করা হবে যে, উক্ত বস্তুগুলোতে তারকারির অর্থ পাওয়া যায় কিনা।

অতঃপর مشكل -এর চেয়ে مجمل-এর মধ্যে দুর্বোধ্যতা অধিক। এবং مجمل -এ বিভিন্ন দিক ও অবস্থার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই বক্তা হতে কোনোরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যতীত مجمل-এর মর্ম গ্রহণ অসাধ্য হয়ে পড়ে। এবং শরয়ী বিধানে তার দৃষ্টান্ত হলো, আল্লাহর বাণী — وحرم الربوا (অর্থাৎ, তিনি সুদকে হারাম করেছেন।) কেননা, ربوا-এর অর্থ হলো সাধারণ বৃদ্ধি। অথচ এখানে এটা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ সে বাড়তি যা ওজনে ও মাপে বিক্রয়যোগ্য বস্তু নিয়ে সমগোত্রীয় বস্তুর সাথে ক্রয়-বিক্রয় করার সময় অতিরিক্ত দেওয়া বা নেওয়া। অথচ আয়াতে ربوا শব্দটি এ বিশেষ ধরনের বাড়তিকে বুঝায় না। কাজেই চিন্তা-গবেষণা করে ربوا শব্দের মর্ম উদ্ধার করা যাবে না।

অতঃপর مجمل হতেও বেশি অস্পষ্টতা যাতে রয়েছে তাহলো— متشابه আর متشابه-এর উপমা পবিত্র কুরআনের কতিপয় সূরার শুরুতে যে حروف مقطعات রয়েছে তা।

এবং مجمل ও متشابه -এর বিধান হলো, তার ব্যাখ্যা আসার পূর্ব পর্যন্ত তার অর্থের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

<u>ঝোলের ব্যাখ্যা নিয়ে ইমামদের মতানৈক্য :</u>

قَوْلُهُ لَا يَأْتَدِمُ الخ : ঝোল বলা হয় সে জিনিসকে যার দ্বারা রুটি ইত্যাদি ভোজন করা হয়। আর যা বিনা রুটিতে এমনি খাওয়া যায় তা ঝোল নয়। যেমন- গোশত, ডিম ইত্যাদি। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, "ঝোল খাবে না" বলে শপথ করলে ভুনা গোশত, ডিম, পনির ইত্যাদি খেলে শপথ ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে, ঝোল বলা হয় সে সকল জিনিসকে যা দ্বারা রুটি ইত্যাদি স্বাদযুক্ত হয়। কাজেই তাঁদের মতে, ডিম, ভুনা গোশত ইত্যাদি খেলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

<u>ফল এবং ঝোলের পার্থক্য :</u>

প্রকাশ থাকে যে, ফল এবং ঝোলের মধ্যে পার্থক্য হলো, আঙ্গুর এবং বেদানার মধ্যে নাস্তার অর্থ অধিক, খাদ্য অর্থ গৌণ। আর গোশত, ডিম ইত্যাদি রুটির সাথে ভোজন ও রুটি ইত্যাদি ছাড়া ভোজন উভয় সমান। কাজেই আঙ্গুর, বেদানার বেলায় ফল শব্দটিকে خفى আর গোশত, ডিম, ইত্যাদির বেলায় ঝোল শব্দটিকে مشكل বলা হয়েছে।

خفى، مشكل، مجمل ও متشابه -এর পার্থক্য :

খফী, মুশকাল, মুজমাল ও মুতাশাবাহ-এর মধ্যে পার্থক্য হলো, খফীর অর্থ অভিধান ইত্যাদিতে অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায়; কিন্তু মুশকালের মর্ম উদ্ধার করতে অভিধানে অনুসন্ধান ছাড়াও প্রচুর চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয়। আবার অনুসন্ধার ও চিন্তা গবেষণা সত্ত্বেও মুজমালের অর্থ উদঘাটন হয় না। এর জন্য বক্তার পক্ষ হতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। আর মুতাশাবাহ-এর ব্যাখ্যা বক্তার পক্ষ হতেও আসার সম্ভাবনা থাকে না; তা চিরকালই অজ্ঞাত থেকে যায়।

<u>বিঃ দ্রঃ</u> যারা কুরআনের 'মুকাত্তা'আত' আয়াতগুলিকে মুতাশাবিহাত বলেন, তাঁরা সেগুলোর তাফসীর সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে যারা মুতাশাবিহাত স্বীকার করেন না, তারা এগুলোর বিভিন্ন তাফসীর পেশ করেন। কুরআনের সমস্ত মুতাশাবিহাত শুধু উম্মতের জন্যই মুতাশাবিহাত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সবের অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১ متقابلات -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? তা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

২. ظاهر -এর পরিচয় দাও এবং তার হুকুম কি? উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৩. نص -এর সংজ্ঞা দাও এবং তার হুকুম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪. ظاهر ও نص -এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। এদের মাঝে দ্বন্দ্ব হলে কাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে? উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৫. مفسر সম্পর্কে যা জান বিস্তারিত আলোচনা কর।

৬. محكم -এর সংজ্ঞা ও হুকুম বিস্তারিত লিখ।

৭. خفى -এর সংজ্ঞা লিখ ও তার হুকুম বর্ণনা কর।

৮. مشكل -এর সংজ্ঞা দিয়ে তার বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

৯. مجمل ও متشابه -এর সংজ্ঞা দাও। এবং উহাদের হুকুম বর্ণনা করে প্রত্যেকটির উপমা দাও।

فَصْلٌ فِيْمَا يُتْرَكُ بِهِ حَقَائِقُ الْاَلْفَاظِ وَمَا يُتْرَكُ بِهِ حَقِيْقَةُ اللَّفْظِ خَمْسَةُ اَنْوَاعٍ : اَحَدُهَا دَلَالَةُ الْعُرْفِ وَذٰلِكَ لِاَنَّ ثُبُوْتَ الْاَحْكَامِ بِالْاَلْفَاظِ اِنَّمَا كَانَ لِدَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ لِلْمُتَكَلِّمِ فَاِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ كَانَ ذٰلِكَ الْمَعْنَى الْمُتَعَارَفُ دَلِيْلًا عَلٰى اَنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ بِهِ ظَاهِرًا فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ مِثَالُهُ لَوْحَلَفَ لَايَشْتَرِيْ رَأْسًا فَهُوَ عَلٰى مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَلَايَحْنَثُ بِرَأْسِ الْعُصْفُوْرِ وَالْحَمَامَةِ وَكَذٰلِكَ لَوْحَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضًا كَانَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فَلَا يَحْنَثُ بِتَنَاوُلِ بَيْضِ الْعُصْفُوْرِ وَالْحَمَامَةِ وَبِهٰذَا ظَهَرَ اَنَّ تَرْكَ الْحَقِيْقَةِ لَايُوْجَدُ الْمَصِيْرُ اِلَى الْمَجَازِ بَلْ جَازَ اَنْ تَثْبُتَ بِهِ الْحَقِيْقَةُ الْقَاصِرَةُ وَمِثَالُهُ تَقْيِيْدُ الْعَامِّ بِالْبَعْضِ وَكَذٰلِكَ لَوْ نَذَرَ حَجًّا اَوْ مَشْيًا اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ اَنْ يَّضْرِبَ بِثَوْبِهِ حَطِيْمَ الْكَعْبَةِ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِاَفْعَالٍ مَعْلُوْمَةٍ لِوُجُوْدِ الْعُرْفِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ فِيْمَا يُتْرَكُ بِهِ যে সব কারণে বর্জন করা যায় حَقِيْقَةُ الْاَلْفَاظِ শব্দের প্রকৃত অর্থ وَمَا يُتْرَكُ بِهِ আর যে সব কারণে বর্জন করা হয় حَقِيْقَةُ اللَّفْظِ শব্দের প্রকৃত অর্থ (সেগুলো) خَمْسَةُ اَنْوَاعٍ পাঁচ প্রকার اَحَدُهَا এদের একটি হলো دَلَالَةُ الْعُرْفِ সামাজিক প্রচলিত নির্দেশনা وَذٰلِكَ আর (এ ক্ষেত্রে) বর্জিত হওয়া لِاَنَّ এ কারণে যে ثُبُوْتَ الْاَحْكَامِ বিধানাবলী সাব্যস্ত হওয়া بِالْاَلْفَاظِ শব্দাবলীর মাধ্যমে اِنَّمَا كَانَ অবশ্য হয়ে থাকে لِدَلَالَةِ اللَّفْظِ শব্দের প্রভাবের কারণে عَلَى الْمَعْنَى الْمُرَادِ উদ্দিষ্ট অর্থের ওপর لِلْمُتَكَلِّمِ বক্তার فَاِذَا كَانَ الْمَعْنَى অতঃপর যখন অর্থ হয় مُتَعَارَفًا পরিচিত بَيْنَ النَّاسِ মানুষের মাঝে كَانَ ذٰلِكَ الْمَعْنَى الْمُتَعَارَفُ (তখন) ঐ পরিচিত অর্থ হবে دَلِيْلًا দলিল عَلٰى এ বিষয়ের উপর যে اِنَّهُ هُوَ الْمُرَادُ নিশ্চয় এটাই উদ্দেশ্য بِهِ -এর দ্বারা ظَاهِرًا সুস্পষ্টভাবে فَيَتَرَتَّبُ অতঃপর প্রতিষ্ঠিত হবে عَلَيْهِ -এর উপর الْحُكْمُ হুকুম مِثَالُهُ তার উদাহরণ لَوْ حَلَفَ যদি কেউ শপথ করে (যে,) لَايَشْتَرِيْ সে ক্রয় করবে না رَأْسًا মাথা فَهُوَ অতঃপর এ উক্তিটি বুঝাবে عَلٰى ঐ জিনিসের উপর مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ যা মানুষের মাঝে প্রচলিত فَلَا يَحْنَثُ সুতরাং সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না بِرَأْسِ الْعُصْفُوْرِ وَالْحَمَامَةِ চড়ুই পাখি ও কবুতরে মাথা ক্রয় করার দ্বারা وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপ لَوْ حَلَفَ যদি কেউ শপথ করে (যে,) لَايَاْكُلُ সে ভক্ষণ করবে بَيْضًا ডিম كَانَ ذٰلِكَ এ কথাটি প্রযোজ্য হবে عَلَى الْمُتَعَارَفِ প্রচলিত ডিমের উপর فَلَا يَحْنَثُ সুতরাং সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না بِتَنَاوُلِ بَيْضِ الْعُصْفُوْرِ وَالْحَمَامَةِ চড়ুই পাখিও কবুতরের ডিম ভক্ষণের দ্বারা وَبِهٰذَا আর এর দ্বারা (উপরোক্ত উদাহরণ দ্বারা) সুস্পষ্ট হয়েছে (যে,) اَنَّ تَرْكَ الْحَقِيْقَةِ নিশ্চয় হাকীকত বর্জন করা لَايُوْجِبُ আবশ্যক করে না الْمَصِيْرَ প্রত্যাবর্তিত হওয়াকে اِلَى الْمَجَازِ মাজাযের দিকে بَلْ বরং جَازَ বৈধ اَنْ تَثْبُتَ সাব্যস্ত হওয়া بِهِ -এর দ্বারা الْحَقِيْقَةُ الْقَاصِرَةُ ত্রুটিপূর্ণ প্রকৃত অর্থ وَمِثَالُهُ এবং তার উদাহরণ تَقْيِيْدُ الْعَامِّ ব্যাপক অর্থকে মুক[illegible] অংশের সাথে وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপ لَوْ نَذَرَ

যদি কেউ মানত করে حَجًّا হজ্জ করার أَوْ অথবা مَشْيًا গমন করার إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى কা'বা শরীফের দিকে أَوْ অথবা يَضْرِبُ স্পর্শ করার بِثَوْبِهِ স্বীয় কাপড় দ্বারা حَطِيْمَ الْكَعْبَةِ হাতিমে কাবাকে يَلْزَمُهُ الْحَجُّ তার উপর হজ্জ আবশ্যক بِاَفْعَالٍ مَعْلُوْمَةٍ নির্ধারিত কার্যাবলীর মাধ্যমে لوجود العرف প্রচলন পাওয়া যাওয়ার কারণে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : যার দ্বারা হাকীকতকে বর্জন করা হয়। যে সকল জিনিসের কারণে প্রকৃত অর্থকে বর্জন করা হয় তা পাঁচ প্রকার। তার **প্রথমটি** হলো— دَلَالَةُ الْعُرْفِ বা সাধারণ প্রচলনগত অর্থ। তা দ্বারা প্রকৃত অর্থ বর্জিত হওয়ার কারণ হলো, শব্দসমূহ বক্তার উদ্দেশিত অর্থ বুঝায় বিধায় এগুলোর দ্বারা শরিয়তের আহকাম প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, শব্দের কোনো অর্থ যখন মানুষের নিকট প্রসিদ্ধ হয়, তখন সে প্রসিদ্ধ অর্থই বক্তার উদ্দেশিত অর্থ হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ হবে। সুতরাং সে অর্থ অনুপাতেই নির্দেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

এর উপমা হলো, যদি কেউ শপথ করল যে, সে মাথা ক্রয় করবে না, তাহলে এর দ্বারা সাধারণ্যে প্রচলিত মাথার অর্থই বুঝাবে। কাজেই চড়ুই এবং কবুতরের মাথা ক্রয় করলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

তদ্রূপ যদি কেউ শপথ করে যে, সে ডিম খাবে না, তাহলে সাধারণ্যে প্রচলিত ডিমই বুঝাবে। কাজেই চড়ুই বা কবুতরের ডিম ভক্ষণ দ্বারা শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

উল্লিখিত মাসআলা দু'টি দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, প্রকৃত অর্থ বর্জন করা مجازى অর্থ গ্রহণ করাকে আবশ্যক করে না; বরং তা দ্বারা অপূর্ণাঙ্গ প্রকৃত অর্থও সাব্যস্ত হওয়া বৈধ আছে। এর উপমা হলো, عام বা ব্যাপক অর্থের শব্দকে তার কোনো অংশের সাথে مقيد করা।

তদ্রূপ কেউ যদি হজ্জ করার বা বাইতুল্লাহর দিকে হেটে যাবার বা স্বীয় কাপড় দ্বারা হাতীমে কা'বাকে স্পর্শ করার মানত করে, তাহলে এ মর্মে عرف বা প্রচলন পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে তাকে নির্ধারিত কার্য কলাপের মাধ্যমে হজ্জ পালন করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا يُتْرَكُ بِهِ حَقِيْقَةُ اللَّفْظِ الخ -এর আলোচনা :

এ পরিচ্ছেদে শব্দের حقيقى বা প্রকৃত অর্থ পরিত্যক্ত হবার কারণসমূহ বর্ণিত হয়েছে। সাধারণত পাঁচটি কারণে শব্দের প্রকৃত অর্থকে বর্জন করা হয়। যথা—

১. دَلَالَةُ الْعُرْفِ বা সাধারণ প্রচলন।
২. دَلَالَةُ نَفْسِ الْكَلَامِ বা বাক্যের বাচনভঙ্গি।
৩. دَلَالَةُ سِيَاقِ الْكَلَامِ বা বাক্যের পূর্বাপরের ধরন।
৪. دَلَالَةُ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ বা বক্তার অবস্থা।
৫. دَلَالَةُ مَحَلِّ الْكَلَامِ বা কথা বলার পরিবেশ।

قَوْلُهُ اَحَدُهَا دَلَالَةُ الْعُرْفِ الخ -এর আলোচনা :

এখানে حقيقى বা প্রকৃত অর্থ যে পাঁচটি কারণে বর্জন করা হয় তার প্রথমটি তথা دلالة العرف বা সাধারণ প্রচলন-এর পরিচয় ও তার উপমা বর্ণনা করা হয়েছে।

دَلَالَةُ الْعُرْفِ -এর পরিচয় ও তার উপমা :

دلالت عرف হলো متكلم বা বক্তার কথিত শব্দ ব্যাপক প্রচলিত কিংবা বিশেষ পরিচিত অর্থের সাথে পরিচিতি হয়ে যাওয়া। কাজেই পারিভাষিকদের মধ্যে বক্তা নিজেও যদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তথাপিও তার শব্দের অর্থ সে প্রচলিত অর্থই হবে। এ প্রসঙ্গে একটি কথাই মনে রাখা দরকার যে, متكلم বা বক্তা নিজেও যদি প্রচলিত অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থের ইচ্ছাও করে থাকে, তথাপিও তা শুদ্ধ হবে না। এ জন্য মাথা ক্রয় করবে না বলে কেউ শপথ করলে প্রচলিত অর্থে সে বহুল প্রচলিত মাথাই বুঝাবে, যা স্বাভাবিক ভাবে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে এবং পারিভাষিক ভাবেও হোটেল, রেষ্টুরেন্ট ইত্যাদিতে রান্না করা হয়।

মোদ্দাকথা হলো, 'মাথা' শব্দটি যদিও কবুতর, চড়ুই ইত্যাদির মাথাকেও বুঝায়; কিন্তু প্রচলিত অর্থের বিপরীত হওয়ার কারণে উক্ত মাথা ক্রয় করা হলেও শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, উক্ত প্রকারের মাথা সাধারণত ক্রয়-বিক্রয় হয় না এবং খাবার

وَالثَّانِيْ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ بِدَلَالَةٍ فِيْ نَفْسِ الْكَلَامِ مِثَالُهُ اِذَا قَالَ كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِيْ فَهُوَ حُرٌّ لَمْ يَعْتِقْ مُكَاتَبُوْهُ وَلَا مَنْ عُتِقَ بَعْضُهُ اِلَّا اِذَا نَوٰى دُخُوْلَهُمْ لِاَنَّ لَفْظَ الْمَمْلُوْكِ يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوْكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ بِمَمْلُوْكٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلِهٰذَا لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ فِيْهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْئُ الْمُكَاتَبَةِ وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِنْتَ مَوْلَاهُ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلٰى وَوَرِثَتْهُ الْبِنْتُ لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ وَاِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوْكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ لَفْظِ الْمَمْلُوْكِ الْمُطْلَقِ وَهٰذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَاُمِّ الْوَلَدِ فَاِنَّ الْمِلْكَ فِيْهِمَا كَامِلٌ وَلِهٰذَا حَلَّ وَطْئُ الْمُدَبَّرَةِ وَاُمِّ الْوَلَدِ وَاِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الرِّقِّ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ يَزُوْلُ بِالْمَوْتِ لَا مُحَالَةَ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّانِيْ আর দ্বিতীয়টি হলো قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ কখনো হাকীকত বর্জন করা হয় بِدَلَالَةٍ فِيْ نَفْسِ الْكَلَامِ বাক্যের শব্দগত বাচনভঙ্গির নির্দেশনা দ্বারা مِثَالُهُ তার উদাহরণ اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِيْ فَهُوَ حُرٌّ আমার মালিকানাভুক্ত সকল দাস আযাদ لَمْ يَعْتِقْ (তখন) আযাদ হবে না مُكَاتَبُوْهُ তার মুকাতাব দাস وَلَا এবং আযাদ হবে না مَنْ عُتِقَ بَعْضُهُ যার আংশিক আযাদ করা হয়েছে اِلَّا তবে اِذَا نَوٰى যখন সে নিয়ত করে دُخُوْلَهُمْ তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার (তখন আযাদ হবে) لِاَنَّ لَفْظَ الْمَمْلُوْكِ কেননা مَمْلُوْك (মালিকানাভুক্ত) শব্দটি يَتَنَاوَلُ অন্তর্ভুক্ত করে الْمَمْلُوْكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ সর্ব দিকের পূর্ণাঙ্গ মালিকানাকে وَالْمُكَاتَبُ আর মুকাতাব لَيْسَ নয় بِمَمْلُوْكٍ মালিকানাভুক্ত مِنْ كُلِّ وَجْهٍ সর্বদিকের পূর্ণাঙ্গ মালিকানাকে وَالْمُكَاتَبُ আর মুকাতাব لَيْسَ নয় بِمَمْلُوْكٍ মালিকানাভুক্ত مِنْ كُلِّ وَجْهٍ সর্বদিক দিয়ে وَلِهٰذَا আর এ কারণে لَمْ يَجُزْ বৈধ নয় تَصَرُّفُ তার ক্ষমতা প্রয়োগ فِيْهِ মুকাতাবের মধ্যে وَلَا يَحِلُّ এবং বৈধ নয় لَهُ মনিবের জন্য وَطْئُ الْمُكَاتَبَةِ মুকাতাবের সাথে সঙ্গম করা وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ আর যদি মুকাতাব বিবাহ করে بِنْتَ مَوْلَاهُ তার মনিবের কন্যাকে ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلٰى তারপর মনিব মৃত্যুবরণ করে وَوَرِثَتْهُ الْبِنْتُ এবং কন্যা তার ওয়ারিশ (মালিক) হয় لَمْ يَفْسُدُ (তবে) বিবাহ ভঙ্গ হবে না النِّكَاحُ وَاِذَا لَمْ يَكُنْ (কেননা) যখন সে না হয় مَمْلُوْكًا মালিকানাভুক্ত مِنْ كُلِّ وَجْهٍ সর্বদিক দিয়ে لَا يَدْخُلُ সে প্রবেশ করবে না تَحْتَ لَفْظِ الْمَمْلُوْكِ الْمُطْلَقِ সাধারণ مَمْلُوْك (মালিকানা) শব্দের অধীনে وَهٰذَا আর এটা بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَاُمِّ الْوَلَدِ মুদাব্বির ও উম্মে ওলাদের পরিপন্থী فَاِنَّ الْمِلْكَ কেননা মালিকানা فِيْهِمَا উভয়ের মধ্যে كَامِلٌ পূর্ণাঙ্গ وَلِهٰذَا আর এ কারণে حَلَّ وَطْئُ الْمُدَبَّرَةِ وَاُمِّ الْوَلَدِ মুদব্বারা এবং উম্মে ওয়ালাদের সাথে সঙ্গম করা বৈধ وَاِنَّمَا النُّقْصَانُ তবে ত্রুটি فِي الرِّقِّ দাসত্বের মধ্যে مِنْ حَيْثُ এ হিসেবে যে, اَنَّهُ নিশ্চয় দাসত্ব تَزُوْلُ দূর হবে بِالْمَوْتِ (মনিবের) মৃত্যু দ্বারা لَا مُحَالَةَ অবশ্যই।

সরল অনুবাদ : দ্বিতীয় প্রকার : কোনো কোনো সময় মূল বক্তব্যের বাচনভঙ্গি দ্বারা শব্দের প্রকৃত অর্থ বর্জন করা হয় তার উদাহরণ হলো, যদি কেউ বলে— كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِيْ فَهُوَ حُرٌّ (আমার সমস্ত মালিকানাভুক্ত স্বাধীন।) এতে বক্তার মুকাতাব দাস বা ঐ দাস যার কিছু অংশ পূর্বেই আযাদ করা হয়েছে, আযাদ হবে না। তবে বক্তা যদি তার কথার সময় মুকাতাব ও অন্যান্যদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নিয়ত করে থাকে, তবে আযাদ হবে। কেননা, 'মালিকানাভুক্ত' শব্দটি সর্বদিকের পূর্ণাঙ্গ মালিকানাকে বুঝায়। আর মুকাতাব পূর্ণাঙ্গ মালিকানাভুক্ত নয়। কাজেই তাকে বাক্যের অর্থের অন্তর্ভুক্ত করা বৈধ হবে না। আর এ জন্যই তার সাথে যথেচ্ছ ব্যবহার বৈধ নয় এবং মুকাতাবার সাথে প্রভুর যৌন ক্রিয়াও হালাল নয়। আর মুকাতাব যদি তার প্রভুর কন্যাকে বিবাহ করে অতঃপর প্রভু মরে যায়, আর ঐ কন্যা উত্তরাধিকার সূত্রে স্বামী মুকাতাবের যদি মালিক হয়, তাহলে বিবাহ বাতিল হবে না। কেননা, সে মুকাতাব পূর্ণাঙ্গ গোলামীর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে সাধারণভাবে মালিকানার অন্তর্গত নয়। আর এটা মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের বিপরীত। কারণ, তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে; ফলে মুদাব্বার এবং উম্মে ওয়ালেদের সাথে যৌনক্রিয়া বৈধ। আর তাদের দাসত্বের মধ্যে ত্রুটি আসে এভাবে যে, প্রভুর মৃত্যুতে তা অবশ্যই অবসান হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالثَّانِيْ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ الخ -এর আলোচনা :

ইবারাতে মুসান্নিফ (র.) حقيقى অর্থ পরিত্যাগ করার দ্বিতীয় কারণ তথা دَلَالَةُ الْكَلَامِ বা বাক্যের বাচনভঙ্গি-এর পরিচয় ও তার উপমা বর্ণনা করেছেন।

دَلَالَةُ نَفْسِ الْكَلَامِ -এর পরিচয় ও উপমা :

যেসব কারণে শব্দের প্রকৃত অর্থ বর্জন করা হয় তার দ্বিতীয়টি হলো দালালাতু নাফসিল কালাম বা বাক্যের বাচনভঙ্গি। এর উদাহরণ হলো, যদি কেউ বলে— كُلُّ مَمْلُوْكٍ لِيْ فَهُوَ حُرٌّ (আমার সমস্ত মালিকনাভুক্ত গোলাম স্বাধীন।) তবে এ কথা দ্বারা বক্তার সে দাস-দাসী আযাদ হবে না, যার কিছু অংশ ইতিপূর্বে আযাদ করা হয়েছে। হ্যাঁ, বক্তা যদি বলার সময় মুকাতাব ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্তির নিয়ত করে তবে স্বাধীন হবে। কেননা, মালিকানা শব্দটি পূর্ণাঙ্গ মালিকানাকে বুঝায়, আর মুকাতাব পূর্ণাঙ্গ মালিকানাভুক্ত নয়। কাজেই মুকাতাবকে বাক্যের অর্থের অন্তর্ভুক্ত করা বৈধ হবে না। আর মনিবের পক্ষে তো মুকাতাবা দাসীর সাথে যৌনক্রিয়া সম্পাদনও অবৈধ। তবে এটা মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদর-এর বিপরীত। কারণ, তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের সাথে যৌন ক্রিয়াও বৈধ।

মুকাতাব ঐ দাস অথবা দাসীকে বলে, যাকে প্রভু লিখে দিয়েছে যে, যদি তুমি আমাকে এ পরিমাণ অর্থ দাও, তাহলে তুমি আযাদ। আর দাস অথবা দাসী এ কথায় স্বীকৃতি দিয়েছে। এ চুক্তিকে শরীয়তে 'আকদে কিতাবাত' বলা হয়। এ আকদের পরে প্রভুর তার ওপর আধিপত্য থেকে যায় বটে; কিন্তু তাকে ব্যবহার করার অধিকার থাকে না। আর মুকাতাবার সাথে যৌনকার্যও করতে পারে না। মুদাব্বার ঐ দাসকে বলা হয়, যে দাসের প্রভু এ কথা বলে যে, তার মৃত্যুর পর সে আযাদ। আর উম্মে ওয়ালাদ ঐ দাসীকে বলা হয়, যে দাসীর গর্ভে প্রভুর সন্তান জন্ম হয়েছে। মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের উপর মালিকের পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে অর্থাৎ, প্রভু তার জীবদ্দশায় তাকে সর্ববিধ ব্যবহারের ক্ষমতা রাখে এবং তা বৈধ।

বিঃ দ্রঃ মুকাতাবের সাথে আকদে কিতাবাত-এর কারণে আযাদ হওয়ার যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এটা পরিবর্তনের পন্থা হলো, মুকাতাব বলে দেবে যে, আমি কিতাবাতের শর্ত পূর্ণ করতে পারবো না। আর মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের সাথে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিবর্তন এভাবে হবে যে, মালিকের মৃত্যুর পর তারা উভয়েই আযাদ হয়ে যাবে। এতে এ ধারণা করা সঠিক হবে না যে, মুকাতাব-এর মালিকানা মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের মালিকানা হতে পূর্ণাঙ্গ। কারণ, আকদে কিতাবাত অবস্থায় মুকাতাব-এর মালিকানা অপূর্ণাঙ্গ। কিন্তু মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের মালিকানা পূর্ণাঙ্গ।

وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا اَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِيْنِهٖ اَوْظِهَارِهٖ جَازَ وَلَايَجُوْزُ فِيْهِمَا اِعْتَاقُ الْمُدَبَّرِ وَاُمِّ الْوَلَدِ لِاَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ التَّحْرِيْرُ وَهُوَ اِثْبَاتُ الْحُرِّيَّةِ بِاِزَالَةِ الرِّقِّ فَاِذَا كَانَ الرِّقُّ فِى الْمُكَاتَبِ كَامِلًا كَانَ تَحْرِيْرُهٗ تَحْرِيْرًا مِنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ وَفِى الْمُدَبَّرِ وَاُمِّ الْوَلَدِ لَمَّا كَانَ الرِّقُّ نَاقِصًا لَايَكُوْنُ التَّحْرِيْرُ تَحْرِيْرًا مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ وَالثَّالِثُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ بِدَلَالَةِ سِيَاقِ الْكَلَامِ قَالَ فِى السِّيَرِ الْكَبِيْرِ اِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِلْحَرْبِىِّ اِنْزِلْ فَنَزَلَ كَانَ اٰمِنًا وَلَوْ قَالَ اِنْزِلْ اِنْ كُنْتَ رَجُلًا فَنَزَلَ لَا يَكُوْنُ اٰمِنًا وَلَوْ قَالَ الْحَرْبِىُّ الْاَمَانُ الْاَمَانُ فَقَالَ الْمُسْلِمُ الْاَمَانُ الْاَمَانُ كَانَ اٰمِنًا وَلَوْ قَالَ الْاَمَانُ سَتَعْلَمُ مَا تَلْقٰى غَدًا وَلَا تَعْجَلْ حَتّٰى تَرٰى فَنَزَلَ لَايَكُوْنُ اٰمِنًا وَلَوْ قَالَ اِشْتَرِلِىْ جَارِيَةً لِتَخْدِمَنِىْ فَاشْتَرٰى الْعَمْيَاءَ اَوِ الشَّلَّاءَ لَايَجُوْزُ وَلَوْ قَالَ اِشْتَرِلِىْ جَارِيَةً حَتّٰى اَطَأَهَا فَاشْتَرٰى اُخْتَهٗ مِنَ الرَّضَاعِ لَايَكُوْنُ عَنِ الْمُوَكِّلِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا আর এ পার্থক্যের ভিত্তিতে (মুকাতাবের মধ্যে দাসত্ব পূর্ণাঙ্গ; কিন্তু মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের মধ্যে দাসত্ব পূর্ণাঙ্গ নয়) قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اِذَا اَعْتَقَ যখন কেউ আযাদ করে الْمُكَاتَبَ মুকাতাবকে عَنْ كَفَّارَةِ يَمِيْنِهٖ তার শপথের কাফফারা বাবদ اَوْظِهَارِهٖ অথবা তার যিহারের কাফফারা বাবদ جَازَ তা বৈধ হবে وَلَا يَجُوْزُ এবং বৈধ হবে না فِيْهِمَا এ ক্ষেত্রে اِعْتَاقُ الْمُدَبَّرِ وَاُمِّ الْوَلَدِ মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ আযাদ করা لِاَنَّ الْوَاجِبَ কেননা, আবশ্যক হলো هُوَ التَّحْرِيْرُ আযাদ করা وَهُوَ اِثْبَاتُ الْحُرِّيَّةِ আর তা হলো স্বাধীনতা সাব্যস্ত হওয়া بِاِزَالَةِ الرِّقِّ দাসত্ব দূর করার মাধ্যমে فَاِذَا الرِّقُّ অতঃপর যখন দাসত্ব فِى الْمُكَاتَبِ মুকাতাবের মধ্যে كَامِلًا পূর্ণাঙ্গ كَانَ تَحْرِيْرُهٗ তাকে আযাদ করা হবে تَحْرِيْرًا আযাদ করা عَنْ جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ সর্বদিক দিয়ে وَفِى الْمُدَبَّرِ وَاُمِّ الْوَلَدِ আর মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের মধ্যে لَمَّا كَانَ الرِّقُّ যখন দাসত্ব نَاقِصًا অপূর্ণাঙ্গ لَايَكُوْنُ التَّحْرِيْرُ আযাদ করা হবে না تَحْرِيْرًا আযাদ করা مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ সর্বদিক দিয়ে।

وَالثَّالِثُ আর তৃতীয়টি হলো قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ কখনো হাকীকত বর্জন করা হয় بِدَلَالَةِ سِيَاقِ الْكَلَامِ বাক্যের পূর্বাপরের নির্দেশনা দ্বারা قَالَ ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন فِى السِّيَرِ الْكَبِيْرِ সিয়ারে কবীর গ্রন্থে اِذَا قَالَ الْمُسْلِمُ যখন কোনো মুসলমান বলে لِلْحَرْبِىِّ কোনো অমুসলিম যোদ্ধাকে اِنْزِلْ তুমি নেমে আস فَنَزَلَ অতঃপর সে নেমে আসল كَانَ اٰمِنًا (তখন) সে নিরাপত্তা লাভ করবে وَلَوْ قَالَ আর যদি মুসলমান বলেন اِنْزِلْ তুমি নেমে আস اِنْ كُنْتَ رَجُلًا যদি তুমি পুরুষ হও فَنَزَلَ অতঃপর নেমে আসল لَايَكُوْنُ اٰمِنًا সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হবে না। وَلَوْ قَالَ الْحَرْبِىُّ আর যদি কোনো অমুসলিম যুদ্ধা বল الْاَمَانُ الْاَمَانُ নিরাপত্তা নিরাপত্তা فَقَالَ الْمُسْلِمُ অতঃপর মুসলিম যোদ্ধা বলল الْاَمَانُ الْاَمَانُ নিরাপত্তা নিরাপত্তা كَانَ اٰمِنًا (তখন) সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হবে وَلَوْ قَالَ আর যদি মুসলিম

যোদ্ধা বলে أَلْأَمَانُ নিরাপত্তা سَتَعْلَمُ অচিরেই তুমি জানবে مَا تَلْقَى কি ঘটে غَدًا আগামীকাল أَوْلَا تَعْجَلْ অথবা (বলল) তাড়াহুড়া করো না حَتَّى تَرَى তুমি দেখতে পাবে (আগামী দিন কি হয়) فَنَزَلَ অতঃপর সে (অমুসলিম যোদ্ধা) নেমে আসল لَا يَكُونُ أَمْنًا সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হবে না وَلَوْ قَالَ আর যদি সে অন্যকে বলে إِشْتَرِ তুমি ক্রয় কর لِي আমার জন্য جَارِيَةً একজন দাসী لِتَخْدِمَنِي যাতে সে আমার সেবা করতে পারে فَاشْتَرَى الْعَمْيَاءَ أَوِ الشَّلَاءَ। অতঃপর সে অন্ধ বা বিকলাঙ্গ দাসী ক্রয় করল لَا يَجُوزُ তা বৈধ হবে না وَلَوْ قَالَ আর যদি বলে إِشْتَرِ তুমি ক্রয় কর لِي আমার জন্য جَارِيَةً এরূপ দাসী حَتَّى أَطَأَهَا যাতে করে আমি তার সাথে সঙ্গম করতে পারি فَاشْتَرَى অতঃপর সে ক্রয় করল أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ আদেশকারীর দুধ বোনকে لَا يَكُونُ -এ ক্রয় শুদ্ধ হবে না عَنِ الْمُوَكِّلِ ক্ষমতা দানকারীর পক্ষ থেকে।

সরল অনুবাদ : এ পার্থক্যের ভিত্তিতে (অর্থাৎ, মুকাতাবের দাসত্ব পূর্ণাঙ্গ কিন্তু মালিকানা পূর্ণাঙ্গ নয়, আর মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের দাসত্ব পূর্ণাঙ্গ নয়, মালিকানা পূর্ণাঙ্গ।) আমরা হানাফীগণ বলি, শপথ ভঙ্গের এবং যিহারের কাফ্ফারার জন্য যদি মুকাতাবকে আযাদ করা হয়, তবে তা বৈধ হবে এবং এ উভয় কাফ্ফারায় মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদকে আযাদ করলে বৈধ হবে না। কেননা, এসব কাফ্ফারায় গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব এবং আযাদ করার অর্থ হলো দাসত্ব দূর করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই মুকাতাব যেহেতু পূর্ণ গোলাম, তাই তাকে স্বাধীন করলে পূর্ণ স্বাধীন হবে। পক্ষান্তরে মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ যেহেতু পূর্ণ গোলাম নয়, সে জন্য তাদেরকে স্বাধীন করলে পূর্ণ স্বাধীন করা বুঝাবে না।

তৃতীয় প্রকার : কোনো কোনো সময় বাক্যের ধরন বুঝে প্রকৃত অর্থ বর্জন করা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) তার সিয়ারে কাবীর গ্রন্থে বলেছেন যে, কোনো মুসলামান যদি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে অমুসলিমকে বলে, তুমি নেমে আস। তখন সে নেমে আসলে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যদি বলে, তুমি যদি পুরুষ হও তবে নেমে আস। তখন সে নেমে আসলে নিরাপত্তা লাভ করবে না।

আর যদি অমুসলিম বলে যে, নিরাপত্তা, নিরাপত্তা। তখন মুসলমান বলল, নিরাপত্তা, নিরাপত্তা; তবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যদি মুসলমান বলে, নিরাপত্তা শীঘ্রই জানতে পারবে, আগামীকাল কি হয় দেখতে পাবে; তাড়াতাড়ি করো না দেখতেই পাবে। তখন সে নেমে আসলে নিরাপত্তা লাভ করবে না। আর যদি কেউ (অন্যকে) বলে, আমার সেবা করার জন্য একজন দাসী খরিদ কর। তখন সে একটি অন্ধ বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত দাসী ক্রয় করল, তা বৈধ হবে না। আর যদি বলে, আমার জন্য এমন একটি বাঁদি খরিদ করে আন, যার সাথে আমি সঙ্গম করতে পারি। তখন সে তার জন্য দুধবোনকে খরিদ করে নিয়ে আসলে এ ক্রয়ের দায় মুয়াক্কেলের উপর পড়বে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا إِذَا عَتَقَ الخ -এর আলোচনা :

كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي فَهُوَ حُرٌّ বক্তার কথা— কাফ্ফারায় ظهار -এর كفارة তে مكاتب মুক্ত করা বৈধ, তবে ام ولد বা مدبر মুক্ত করা অবৈধ। -এর মধ্যে মুকাতাব যুক্ত না হওয়ার কারণ এই যে, মুকাতাবের মধ্যে মালিকানা অসম্পূর্ণ। এর দ্বারা এ কথা বুঝা যায় না যে, তার দাসত্বও অসম্পূর্ণ। কেননা, কিতাবাতের চুক্তি বাতিল হতে পারে। কিন্তু মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের স্বাধীনতা কোনো অবস্থাতেই বাতিল হতে পারে না। কেননা, প্রভুর মৃত্যু অবধারিত এবং তার মৃত্যুর পর অবশ্যই তারা আযাদ হয়ে যাবে। কাজেই আযাদ হওয়ার পূর্বেও তাদের দাসত্ব ছিল অসম্পূর্ণ। আর মুকাতাবের দাসত্ব আযাদ হওয়ার পূর্বে অসম্পূণ নয়। শপথ ও যিহারের কাফ্ফারায় গোলাম আযাদ করার যে বিধান রয়েছে, তাতে মুকাতাবকে আযাদ করা বৈধ হবে। আর মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের গোলামী অসম্পূর্ণ হওয়ার দরুন আযাদ করা শুদ্ধ হবে না।

قَوْلُهُ الثَّالِثُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ الخ-এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) حقيقة বর্জন করার তৃতীয় কারণটি উপমাসহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত অর্থ পরিত্যক্ত হওয়ার তৃতীয় কারণ হলো, দালালাতু সিয়াকিল কালাম তথা কাব্যের পূর্বাপর ধরন বা প্রকৃতি। এর উদাহরণ হলো, দারুল হরবের কোনো দুর্গ কোনো মুসলিম সৈন্য কর্তৃক অবরোধ করার পর মুসলিম সৈনিকের বক্তব্য— انزل ان كنت رجلا (পুরুষ হও তো নেমে আস।) এর দ্বারা দুর্গে অবরুদ্ধ হারবী নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী হবে না। কেননা, বাক্যের প্রকৃতি অনুসারে বুঝা যায় যে, বক্তার বক্তব্যের হাকীকী অর্থ নিরাপত্তা দেওয়া নয়; বরং তা দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য হলো হরবীকে ধমকানো। পক্ষান্তরে যদি মুসলিম সৈনিক বলে انزل (নেমে আস), আর সে নেমে আসে, তবে সে নিরাপত্তার অধিকারী হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اِشْتَرِ لِيْ جَارِيَةً لِتَخْدِمَنِيْ الخ -এর আলোচনা :

এখানে دَلَالَةُ سِيَاقِ الْكَلَامِ দ্বারা حقيقة -কে বর্জন করার আরো দু'টি উপমা পেশ করা হয়েছে।

প্রথম উপমা : কেউ যদি আপন উকিলকে বলে–اِشْتَرِلِيْ جَارِيَةً لِتَخْدِمَنِيْ (আমার সেবা করার জন্য একটি দাসী খরিদ কর।) তখন উকিল অন্ধ বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত একটি দাসী খরিদ করে দিল, তবে এটা ঠিক হবে না। তাই এ খরিদ উকিল নিযুক্তকারীর পক্ষ হতে গণ্য হবে না। কেননা, উকিল নিযুক্তকারীর উক্তি لتخدمني দ্বারা বুঝা যায় যে, এমন দাসী ক্রয় করতে হবে যে খেদমত করার যোগ্য। আর একথা সুস্পষ্ট যে, অন্ধ বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত দাসী খেদমত করার যোগ্য নয়। সুতরাং তার এ খরিদ উকিল নিযুক্তকারীর তথা মুয়াক্কেলের নির্দেশ অনুযায়ী হয়নি।

দ্বিতীয় উপমা : অনুরূপ কেউ যদি আপন উকিলকে বলে– اِشْتَرِلِيْ جَارِيَةً حَتّٰى اَطَأَهَا (আমার জন্য একটি দাসী খরিদ কর যেন আমি তার সাথে সহবাস করতে পারি।) তখন উকিল যদি মুয়াক্কেলের দুধবোনকে খরিদ করে নিয়ে আসে, তবে এ খরিদ মুয়াক্কেলের পক্ষ হতে হয়েছে বলে গণ্য হবে না। কেননা, মুয়াক্কেলের উক্তি حَتّٰى اَطَأَهَا দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দাসীটি সহবাসের উপযুক্ত হতে হবে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, দুধবোন সহবাসযোগ্য নয়। সুতরাং উকিলের এ খরিদ মুয়াক্কেলের নির্দেশ অনুযায়ী হলো না।

وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا فِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ "اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ طَعَامِ اَحَدِكُمْ فَامْقُلُوْهُ ثُمَّ انْقُلُوْهُ فَاِنَّ فِىْ اِحْدٰى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِى الْاُخْرٰى دَوَاءً وَاِنَّهٗ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاءِ" دَلَّ سِيَاقُ الْكَلَامِ عَلٰى اَنَّ الْمَقْلَ لِدَفْعِ الْاَذٰى عَنَّا لَا لِاَمْرٍ تَعَبُّدِيٍّ حَقًّا لِلشَّرْعِ لِيَكُوْنَ لِلْاِيْجَابِ وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى "اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ" عَقِيْبَ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَمِنْهُمْ مَنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ" يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ ذِكْرَ الْاَصْنَافِ لِقَطْعِ طَمْعِهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ بِبَيَانِ الْمَصَارِفِ لَهَا فَلَا يَتَوَقَّفُ الْخُرُوْجُ عَنِ الْعُهْدَةِ عَلَى الْاَدَاءِ اِلَى الْكُلِّ

وَالرَّابِعُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ بِدَلَالَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ مِثَالُهٗ قَوْلُهٗ تَعَالٰى "فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ" وَذٰلِكَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَكِيْمٌ وَالْكُفْرُ قَبِيْحٌ وَالْحَكِيْمُ لَا يَاْمُرُ بِهٖ فَيُتْرَكُ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْاَمْرِ بِحُكْمِ الْاَمْرِ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا وُكِّلَ بِشِرَاءِ اللَّحْمِ فَاِنْ كَانَ مُسَافِرًا نَزَلَ عَلَى الطَّرِيْقِ فَهُوَ عَلَى الْمَطْبُوْخِ اَوْ عَلَى الْمَشْوِيِّ وَاِنْ كَانَ صَاحِبُ مَنْزِلٍ فَهُوَ عَلَى النَّىِّ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا এ নীতি (বাক্যের পূর্বাপরের নির্দেশনার কারণে বাক্যের প্রকৃত অর্থ বর্জিত হয়)-এর উপর ভিত্তি করে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি فِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ-এর বাণীতে اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ যখন মাছি পতিত হয় فِىْ طَعَامِ اَحَدِكُمْ তোমাদের কারো খাদ্যে فَامْقُلُوْهُ তবে তাকে (খাদ্যে) ডুবিয়ে দাও ثُمَّ তারপর انْقُلُوْهُ উহাকে ফেলে দাও فَاِنَّ কেননা فِىْ اِحْدٰى جَنَاحَيْهِ তার এক ডানায় রয়েছে دَاءً রোগ জীবানু وَفِى الْاُخْرٰى আর অপর ডানায় রয়েছে دَوَاءً ঔষধ وَاِنَّهٗ আর নিশ্চয়ই মাছি لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ রোগ জীবাণুকে عَلَى الدَّوَاءِ ঔষধের উপর دَلَّ سِيَاقُ الْكَلَامِ বাক্যের পূর্বাপর নির্দেশনা ইঙ্গিত করে عَلٰى এ কথার উপর যে اَنَّ الْمَقْلَ নিশ্চয় ডুবান لِرَفْعِ الْاَذٰى কষ্ট দূর করার জন্য عَنَّا আমাদের থেকে لَا এ নির্দেশ নয় لِاَمْرٍ تَعَبُّدِيٍّ ইবাদতমূলক নির্দেশ পালন করার জন্য حَقًّا لِلشَّرْعِ শরিয়তের হক হিসেবে فَلَا يَكُوْنُ সুতরাং এ নির্দেশ হবে না لِلْاِيْجَابِ ওয়াজিবের জন্য وَقَوْلُهٗ تَعَالٰى এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ অবশ্যই সদকা لِلْفُقَرَاءِ ফকীরদের জন্য عَقِيْبَ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার (এ) বাণীর পেছনে وَمِنْهُمْ এবং তাদের মধ্য থেকে مَنْ يَلْمِزُكَ যারা আপনার সাথে তির্যক ভাষা ব্যবহার করে فِى الصَّدَقَاتِ সদকার ব্যাপারে يَدُلُّ তা ইঙ্গিত করে عَلٰى এ কথার উপর (যে,) ذِكْرَ الْاَصْنَافِ হকদারদের শ্রেণী বর্ণনা করা لِقَطْعِ طَمْعِهِمْ তাদের লোভ নিবৃত্ত করা مِنَ الصَّدَقَاتِ সদকা থেকে بِبَيَانِ الْمَصَارِفِ ব্যয় খাতের বিবরণ দ্বারা لَهَا সদকার জন্য فَلَا يَتَوَقَّفُ সুতরাং নির্ভরশীল নয় الْخُرُوْجُ বেরিয়ে আসা عَنِ الْعُهْدَةِ দায়িত্ব হতে عَلَى الْاَدَاءِ প্রদানের উপর اِلَى الْكُلِّ সকলের উপর وَالرَّابِعُ আর চতুর্থ কারণ হল قَدْ

تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ কখনো হাকীকত বর্জন করা হয় بِدَلَالَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ বক্তার স্বীয় মনবৃত্তির নির্দেশনা দ্বারা مِثَالُهُ তার উদাহরণ قَوْلُهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَمَنْ شَاءَ অতঃপর যার ইচ্ছা فَلْيُؤْمِنْ সে ঈমান গ্রহণ করুক وَمَنْ شَاءَ আর যার ইচ্ছা فَلْيَكْفُرْ সে কুফরী করুক وَذٰلِكَ আর তা (হাকীকী অর্থ বর্জন) لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى কেননা আল্লাহ তা'আলা حَكِيْمٌ প্রজ্ঞাময় وَالْكُفْرُ আর কুফরী قَبِيْحٌ নিন্দনীয় وَالْحَكِيْمُ আর যিনি প্রজ্ঞাময় لَا يَأْمُرُ তিনি আদেশ করেন না بِهٖ নিন্দনীয় কাজের فَيُتْرَكُ অতঃপর বর্জন করা হবে دَلَالَةُ اللَّفْظِ শব্দের নির্দেশনা عَلَى الْاَمْرِ কাজের উপর بِحِكْمَةِ الْاٰمِرِ আদেশদাতার প্রজ্ঞাময় হওয়ার কারণে وَعَلٰى আর এ নীতির উপর ভিত্তি করে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اِذَا وَكَّلَ যখন কেউ কাউকে উকিল নিয়োগ করে بِشِرَاءِ اللَّحْمِ গোশত ক্রয়ের জন্য فَاِنْ كَانَ مُسَافِرًا যদি আদেশকারী মুসাফির হয় نَزَلَ عَلَى الطَّرِيْقِ সে রাস্তায় অবতরণ করে فَهُوَ عَلَى الْمَطْبُوْخِ তবে তা রান্না করা বা ভুনা গোশ্‌ত বুঝাবে اَوِ الْمَشْوِيِّ وَاِنْ كَانَ صَاحِبَ مَنْزِلٍ আর সে যদি নিজ বাড়িতে বসবাসকারী হয় فَهُوَ عَلَى النَّيِّ তবে তা কাঁচা গোশ্‌ত বুঝাবে।

সরল অনুবাদ : বাক্যের প্রকৃত অর্থ পরিত্যক্ত হওয়ার ব্যাপারে আমরা (হানাফীরা) বলি, নবী ﷺ বলেছেন— "মাছি তোমাদের খাদ্যদ্রব্যে পতিত হলে তাকে খাদ্যবস্তুর মধ্যে ডুবিয়ে দাও, অতঃপর একে বের করে ফেল। কেননা, এটার এক ডানাতে রোগ এবং অপর ডানায় ঔষধ রয়েছে। মাছি তার রোগমুক্ত ডানাটি ঔষধের ডানার পূর্বের ব্যবহার করে।" এ বক্তব্যের ধরন ও প্রকৃত অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, মাছি ডুবিয়ে দেওয়ার নির্দেশটি আমাদের হতে কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে, শরিয়তের কোনো আবশ্যকীয় কর্তব্য পালন করার জন্য নয়। সুতরাং এ নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব হবে না।

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী— اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (সদকা ফকির ইত্যাদির জন্য)-কে وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ (তাদের মধ্যে কেউ কেউ সদকার ব্যাপারে আপনার সমালোচনা করে)-এর পরে উল্লেখ করার দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত আয়াতে যাকাতের হকদারদের উল্লেখ করা হয়েছে, লোভীর লোভকে সংবরণ করবার জন্য। অতএব, যাকাতের হকদারদের প্রত্যেককে যাকাত প্রদানের উপর যাকাত আদায়ের দায়িত্ব হতে অব্যহতি লাভ নির্ভরশীল নয়।

চতুর্থ প্রকার : কোনো কোনো সময় বক্তার অবস্থা বুঝে শব্দের প্রকৃত অর্থ বর্জন করা হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী— فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (যার ইচ্ছা ঈমান গ্রহণ করুক, আর যার ইচ্ছা কুফর অবলম্বন করুক।) এখানে বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা হাকীম (প্রজ্ঞাময়) এবং কুফর নিন্দনীয় কাজ। আর হাকীম কখনো নিন্দনীয় কাজের নির্দেশ দিতে পারেন না। অতএব, নির্দেশদাতার প্রজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করত শব্দের প্রকৃত অর্থ বর্জন করা হবে। এর উপর ভিত্তি করে আমরা (হানাফীগণ) বলি, গোশত কিনবার আদেশদাতা যদি মুসাফির হয়, তাহলে রান্না করা অথবা ভুনা গোশ্‌ত বুঝতে হবে, আর যদি আদেশদাতা নিজ বাড়িতে বসবাসকারী হয়, তাহলে কাঁচা গোশত বুঝতে হবে। (কারণ, নিজ বাড়িতে বসবাসকারী লোকেরা সাধারণত কাঁচা গোশত আনিয়ে রান্না করে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বাক্যের ভঙ্গির কারণে حقيقى অর্থ বর্জিত হওয়ার উদাহরণ :

قَوْلُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ طَعَامِ الخ : আলোচ্য হাদীসটি বাক্যের ভঙ্গি দ্বারা حقيقى অর্থ বর্জিত হওয়ার উদাহরণ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

হাদীসের অর্থ হতে বুঝা যায় যে, খাদ্যের মধ্যে মাছি পতিত হলে একে খাদ্যের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে। এতে প্রকৃত অর্থ বুঝা যায়, মাছিকে খাদ্যের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া ওয়াজিব, কিন্তু বাক্যের ধরন ও ভঙ্গি বুঝাচ্ছে যে, এখানে প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয় তথা মাছিকে খাদ্যে ডুবিয়ে দেওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা, হাদীসে ডুবিয়ে দেওয়ার কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মাছির এক ডানায় রোগের জীবাণু আছে এবং অপর ডানায় তার প্রতিষেধক আছে। এতে বুঝা যায় যে, নবী কারীম ﷺ -এর এ নির্দেশ আমাদের রোগ মুক্তির জন্য। আমাদের প্রতি তার অনুগ্রহের ভিত্তিতে মাত্র। বাক্যের ভঙ্গির ভিত্তিতে এর দ্বারা শরয়ী ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে না, তাই حقيقة বর্জিত হলো।

যাকাত প্রাপকদের বর্ণনা ও উদাহরণের বিশ্লেষণ :

قَوْلُهُ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ : আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে মোট আট শ্রেণীর লোককে যাকাত প্রাপক হিসেবে বর্ণনা করেছেন– (১) ফকির, (২) এতিম, (৩) যাকাত উসূলকারী, (৪) মুয়াল্লাফাতুল কুলূব, (৫) মুকাতাব গোলাম, (৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, (৭) আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও (৮) মুসাফির।

আল্লাহ তা'আলা এ আট প্রকারের প্রত্যেকের বেলায় বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর এ কারণেই ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্য হতে কম পক্ষে তিনজনকে জাকাত প্রদান করতে হবে বলে মত পোষণ করেছেন। অন্যথায় তাঁর মতে জাকাত আদায় হবে না।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, আয়াত অনুযায়ী আলোচ্য আট প্রকারের যে-কোনো এক প্রকারকে জাকাত প্রদান করলে জাকাত আদায় হবে। কেননা, আয়াতে যা বলা হয়েছে তাহলো লোভী মুনাফিকগণ যে জাকাত পাওয়ার অধিকারী নয় তা বুঝাবার জন্য। এদের আট প্রকারের প্রত্যেককে জাকাত দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ الخ -এর আলোচনা :

এখানে প্রকৃত অর্থ বর্জনের চতুর্থ কারণটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

প্রকৃত অর্থ পরিত্যক্ত হওয়ার চতুর্থ কারণ : প্রকৃত অর্থ পরিত্যক্ত হওয়ার চতুর্থ কারণ হলো حال المتكلم বা বক্তার অবস্থা। অর্থাৎ, কোনো কোনো সময় বক্তার অবস্থা বুঝে শব্দের অর্থ বর্জন করা হয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলার হাকীম হওয়া, আর মুতলাক হাকীম কোনো প্রকার খারাপ কাজের আদেশ দিতে পারেন না। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী– "যে চাইবে ঈমান আনবে, আর যে, চাইবে কুফরী করবে।"-এর মধ্যে কুফরী আদিষ্ট বস্তু নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো কাফিরদেরকে ধমক দেওয়া। এরূপ উকিল নিযুক্ত করার মাসআলায়। যদি গোশত ক্রয় করবার জন্য মুসাফির কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তখন রান্না করা বা ভাজা গোশত ক্রয় করা বুঝতে হবে। অতএব, ক্রয়কারী যদি কাঁচা গোশত ক্রয় করে নিয়ে আসে, তাহলে মুসাফিরের জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক হবে না। আর যদি উকিল নিযুক্তকারী স্থায়ী বসিন্দা হয়, তাহলে কাঁচা গোশত বুঝতে হবে।

وَمِنْ هٰذَا النَّوْعِ يَمِيْنُ الْفَوْرِ مِثَالُهُ اِذَا قَالَ تَعَالَ تَغَدَّ مَعِى فَقَالَ وَاللّٰهِ لَا اَتَغَدّٰى يَنْصَرِفُ ذٰلِكَ اِلَى الْغَدَاءِ الْمَدْعُوِّ اِلَيْهِ حَتّٰى لَوْ تَغَدّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فِىْ مَنْزِلِهِ مَعَهُ اَوْ مَعَ غَيْرِهِ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ لَايَحْنَثُ وَكَذَا اِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيْدُ الْخُرُوْجَ فَقَالَ الزَّوْجُ اِنْ خَرَجْتِ فَاَنْتِ كَذَا كَانَ الْحُكْمُ مَقْصُوْرًا عَلَى الْحَالِ حَتّٰى لَوْ خَرَجَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَايَحْنَثُ وَالْخَامِسُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ بِاَنْ كَانَ الْمَحَلُّ لَايَقْبَلُ حَقِيْقَةَ اللَّفْظِ وَمِثَالُهُ اِنْعِقَادُ نِكَاحِ الْحُرَّةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيْكِ وَالصَّدَقَةِ وَقَوْلُهُ لِعَبْدِهِ وَهُوَ مَعْرُوْفُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ هٰذَا اِبْنِىْ وَكَذَا اِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ وَهُوَ اَكْبَرُ سِنًّا مِنَ الْمَوْلٰى هٰذَا اِبْنِىْ كَانَ مَجَازًا عَنِ الْعِتْقِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) خِلَافًا لَّهُمَا بِنَاءً عَلٰى مَا ذَكَرْنَا اَنَّ الْمَجَازَ خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيْقَةِ فِىْ حَقِّ اللَّفْظِ عِنْدَهُ وَفِىْ حَقِّ الْحُكْمِ عِنْدَهُمَا -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْ هٰذَا النَّوْعِ আর এ প্রকারের আরেকটি হলো يَمِيْنُ الْفَوْرِ তাৎক্ষণিক শপথ مِثَالُهُ তার উদাহরণ اِذَا قَالَ যখন কেউ (অন্য কাউকে) বলে تَعَالٰى তুমি আস تَغَدَّ তুমি সকালের নাস্তা করবে مَعِى আমার সাথে فَقَالَ অতঃপর সে বলল وَاللّٰهِ আল্লাহর শপথ لَا اَتَغَدّٰى আমি নাস্তা করব না يَنْصَرِفُ ذٰلِكَ এ শপথ প্রত্যাবর্তন করবে اِلَى الْغَدَاءِ সকালের ঐ নাস্তার দিকে اَلْمَدْعُوْ اِلَيْهِ যে দিকে সে আহূত হয়েছে حَتّٰى এমনকি لَوْ تَغَدّٰى যদি সে নাস্তা করে بَعْدَ ذٰلِكَ-এর পরে فِىْ مَنْزِلِهِ তার ঘরে مَعَهُ আহ্বানকারীর সাথে اَوْ مَعَ غَيْرِهِ অথবা অন্যের সাথে فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ ঐ দিন لَايَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না وَاِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ যখন মহিলা দণ্ডায়মান হয় تُرِيْدُ الْخُرُوْجَ সে বের হওয়ার মনস্থ করে فَقَالَ الزَّوْجُ অতঃপর স্বামী বলল اِنْ خَرَجْتِ যদি বের হও فَاَنْتِ كَذَا তবে তুমি এরূপ (তালাক) كَانَ الْحُكْمُ হুকুমটি হবে مَقْصُوْرًا সীমিত عَلَى الْحَالِ তাৎক্ষণিকের উপর حَتّٰى এমনকি لَوْ خَرَجَتْ যদি সে বের হয় بَعْدَ ذٰلِكَ-এর পরে لَايَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না وَالْخَامِسُ আর শব্দের হাকীকী অর্থ বর্জিত হওয়ার পঞ্চম কারণ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ কখনো কখনো হাকীকত বর্জন করা হয় بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِ বাক্যের ক্ষেত্রের নির্দেশনা দ্বারা بِاَنْ كَانَ الْمَحَلُّ ক্ষেত্রটি এরূপ হবে (যে,) لَايَقْبَلُ তা কবুল করে না حَقِيْقَةَ اللَّفْظِ শব্দের হাকীকতকে مِثَالُهُ তার উদাহরণ اِنْعِقَادُ نِكَاحِ الْحُرَّةِ স্বাধীনা নারীর বিবাহ সংঘটিত হওয়া بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيْكِ وَالصَّدَقَةِ ও صدقة শব্দসমূহ দ্বারা وَقَوْلُهُ আর মনিবের উক্তি لِعَبْدِهِ তার দাসকে وَهُوَ সে مَعْرُوْفُ النَّسَبِ পরিচিত বংশের (অর্থাৎ তার বংশ সুপরিচিত) مِنْ غَيْرِهِ অন্য থেকে هٰذَا اِبْنِىْ এটা আমার ছেলে وَكَذَا আর তদ্রূপ اِذَا قَالَ যখন মনিব বলে لِعَبْدِهِ স্বীয় দাসকে وَهُوَ অথচ সে اَكْبَرُ বড় سِنًّا বয়সে مِنَ الْمَوْلٰى মনিব থেকে هٰذَا اِبْنِىْ এটা আমার ছেলে كَانَ مَجَازًا عَنِ الْعِتْقِ তা রূপকার্থে আযাদী বুঝাবে عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে خِلَافًا لَهُمَا (এ মতামত) সাহেবাইনের পরিপন্থী بِنَاءً ভিত্তি করে عَلٰى

ঐ কথার উপর مَاذَكَرْنَا যা আমরা উল্লেখ করেছি (যে,) أَنَّ الْمَجَازَ নিশ্চয়ই মাজায خَلَفٌ খলীফা عَنِ الْحَقِيْقَةِ হাকীকতের فِي حَقِّ اللَّفْظِ শব্দের ক্ষেত্রে عِنْدَهُ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে وَفِي حَقِّ الْحُكْمِ এবং হুকুমের ক্ষেত্রে عِنْدَهُمَا সাহেবাইনের মতে।

সরল অনুবাদ : বক্তার উক্তির ভঙ্গি দ্বারা শব্দের حقيقى অর্থ বর্জিত হওয়ার প্রকারের একটি হলো يمين الفور তথা তাৎক্ষণিক শপথ। যেমন— যদি কেউ কাউকে বলে যে, তুমি আমার সাথে সকালের নাস্তা করার জন্য আস, তখন সে বলল, খোদার শপথ! আমি সকালে নাস্তা করবো না। তার এ শপথ শুধু সে নাস্তার বেলায়ই প্রযোজ্য হবে যে নাস্তার জন্য তাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এমনকি উক্ত নাস্তা শেষ হয়ে যাওয়ার পর যদি শপথকারী দাওয়াত দাতার সাথে বা অন্য কারো সাথে তার বাড়িতে সে দিনেই সকাল বেলার নাস্তা করে, তবে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। অনুরূপ স্ত্রী ঘর হতে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিলে স্বামী যদি বলে, যদি তুমি বের হও, তবে তুমি তালাক। এ হুকুমটি তাৎক্ষণিক বের হওয়ার উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। এমনকি যদি পরে বের হয়, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না।

পঞ্চম প্রকার : আর যে সকল কারণে বাক্যের حقيقى অর্থ বর্জিত হয়, তাদের পঞ্চমটি হলো دَلَالَةُ مَحَلِّ كَلَامٍ অর্থাৎ, বাক্যের স্থানের ভঙ্গিতেও حقيقى অর্থ বর্জিত হয় অর্থাৎ, বাক্যটি এমন অবস্থায় বলা হয় যা শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করে না তথা বাক্যের প্রকৃত অর্থ বের করার অবকাশ থাকে না। তার উদাহরণ হলো— تمليك، هبه، بيع ও صدقة দ্বারা স্বাধীনা নারীর বিবাহ সঙ্ঘটিত হওয়া। (আর উদাহরণ এটাও) যে মনিব তার গোলামের ব্যাপারে বলল— هذا ابنى তথা এ আমার ছেলে। অথচ অন্য হতে তার অংশ হওয়ার পরিচিতি আছে। অনুরূপ মনিব তার গোলামকে বলল— هذا ابنى তথা এ আমার ছেলে। অথচ সে মনিব হতে অধিক বয়স্ক। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এটা আযাদ করার জন্য রূপক অর্থে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এটা সাহেবাইনের বিপরীত। আর এ মতভেদের মূল ভিত্তি হলো সে মতভেদের উপর যার আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, শব্দের দৃষ্টিতে مجاز তথা রূপক حقيقة তথা প্রকৃতের স্থলাভিষিক্ত। আর সাহেবাইরেন মতে হুকুমের দৃষ্টিতে مجاز তথা রূপক حقيقة-এর স্থলাভিষিক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَغَدَّ مَعِيَ الخ-এর আলোচনা :

বক্তা শপথ করল যে, ভোরের নাস্তা খাবো না। এর প্রকৃত অর্থ হলো— আমি ভোরের নাস্তা খাবো না, চাই একা হোক বা দাওয়াতকারীর সাথে হোক; দাওয়াতকারীর বাড়িতে হোক বা অন্য কোথাও হোক অদ্য হোক; বা অন্য কোনো দিন হোক। কিন্তু বক্তার কথার ভঙ্গিতে বুঝা যায় যে, এর দ্বারা উল্লিখিত প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং এর প্রকৃত অর্থ বর্জিত হয়ে অর্থ দাঁড়াবে ভোর বেলায় যে নাস্তার দিকে তাকে দাওয়াত করা হয়েছে সে তা খাবে না। যে নাস্তার প্রতি সে দাওয়াতকৃত হয়েছে তা ব্যতীত সে যে-কোনো নাস্তা যে-কোনো সময় যে-কোনো ব্যক্তির সাথে বা একা খেলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না।

قَوْلُهُ وَالْخَامِسَةُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيْقَةُ الخ-এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) حقيقة -কে বর্জন করার পঞ্চম কারণটি উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃত অর্থ পরিত্যক্ত হওয়ার পঞ্চম কারণ : যেসব কারণে বাক্যের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করা হয় তার পঞ্চমটি হলো— دَلَالَةُ مَحَلِّ الْكَلَامِ তথা কথা বলার ক্ষেত্র বা পরিবেশ। অর্থাৎ, কথাটি এমন পরিবেশে বলা যে, উহার প্রকৃত অর্থ

গ্রহণ করার অবকাশই থাকে না। যেমন– যে গোলামের বংশ পরিচয় অন্যের থেকে সর্বজন বিদিত, তাকে যদি মনিব বলে– هٰذَا اِبْنِىْ "এ আমার ছেলে।" অথবা যে গোলাম তার মনিব অপেক্ষা বড় তাকে যদি মনিব বলে– هٰذَا اِبْنِىْ "এ আমার ছেলে।" তবে এ ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ বর্জিত হবে অর্থাৎ اِبن শব্দটি তার প্রকৃত অর্থে তথা ছেলে অর্থে ব্যবহৃত হবে না; বরং আযাদকরণ অর্থে ব্যবহৃত হবে, যা اِبن -এর রূপক অর্থ। এ অভিমতটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর। সাহেবাইনের মতে, মনিবের উক্ত কথা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১. যেখানে حقيقة -কে বর্জন করা হয় তা কয়টি ও কি কি? উপমাসহ বর্ণনা কর।

২. دَلَالَةُ نَفْسِ الْكَلَامِ সম্পর্কে যা জান বিস্তারিত লিখ।

৩. دَلَالَةُ سِيَاقِ الْكَلَامِ সম্পর্কে যা জান বিস্তারিত লিখ।

৪. دَلَالَةُ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ কি? এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৫. دَلَالَةُ مَحَلِّ الْكَلَامِ সম্পর্কে যা জান বিস্তারিত বর্ণনা কর।

فَصْلٌ فِىْ مُتَعَلِّقَاتِ النُّصُوْصِ : نَعْنِى بِهَا عِبَارَةَ النَّصِّ وَاِشَارَتَهُ وَ دَلَالَتَهُ وَاقْتِضَاءَهُ فَاَمَّا عِبَارَةُ النَّصِّ فَهُوَ مَا سِيْقَ الْكَلَامُ لِاَجْلِهِ وَاُرِيْدَ بِهِ قَصْدًا وَاَمَّا اِشَارَةُ النَّصِّ فَهِىَ مَا ثَبَتَ بِنَظْمِ النَّصِّ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَ هُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَاسِيْقَ الْكَلَامُ لِاَجْلِهِ مِثَالُهُ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى "لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ" اَلْاٰيَةَ فَاِنَّهُ سِيْقَ لِبَيَانِ اِسْتِحْقَاقِ الْغَنِيْمَةِ فَصَارَ نَصًّا فِىْ ذٰلِكَ وَقَدْ ثَبَتَ فَقْرُهُمْ بِنَظْمِ النَّصِّ فَكَانَ اِشَارَةً اِلٰى اَنَّ اِسْتِيْلَاءَ الْكَافِرِ عَلٰى مَالِ الْمُسْلِمِ سَبَبٌ لِثُبُوْتِ الْمِلْكِ لِلْكَافِرِ اِذْ لَوْ كَانَتِ الْاَمْوَالُ بَاقِيَةً عَلٰى مِلْكِهِمْ لَا يَثْبُتُ فَقْرُهُمْ وَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِىْ مَسْئَلَةِ الْاِسْتِيْلَاءِ وَ حُكْمُ ثُبُوْتِ الْمِلْكِ لِلتَّاجِرِ بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ وَ تَصَرُّفَاتُهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْاِعْتَاقِ وَحُكْمُ ثُبُوْتِ الْاِسْتِغْنَامِ وَثُبُوْتِ الْمِلْكِ لِلْغَازِىْ وَ عِجْزِ الْمِلْكِ عَنْ اِنْتِزَاعِهِ مِنْ يَدِهِ وَتَفْرِيْعَاتُهُ-

---

শাব্দিক অনুবাদ : نَعْنِىْ আমরা উদ্দেশ্য করি بِهَا- এর দ্বারা عِبَارَةَ النَّصِّ প্রত্যক্ষ নস اِشَارَتَهُ ইঙ্গিতজ্ঞাপক নস دَلَالَتَهُ নির্দেশসূচক নস اِقْتِضَاءَهُ কামনাসূচক নস فَاَمَّا عِبَارَةُ النَّصِّ বস্তুত: প্রত্যক্ষ নস فَهُوَ তা مَاسِيْقَ যার উদ্দেশ্যে বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়েছে وَاُرِيْدَ এবং তা গ্রহণ করা হয়েছে بِهِ- এর দ্বারা الْكَلَامُ لِاَجْلِهِ قَصْدًا উদ্দেশ্যগতভাবে وَاَمَّا اِشَارَةُ النَّصِّ বস্তুত: ইঙ্গিতজ্ঞাপক নস فَهِىَ উহাকে বলা হয় مَا ثَبَتَ যা সাব্যস্ত হয় بِنَظْمِ النَّصِّ নসের শব্দ দ্বারা مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ কোন কিছু বৃদ্ধিকরণ ছাড়া وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ আর তা স্পষ্ট নয় مِنْ كُلِّ وَجْهٍ সর্বদিক দিয়ে وَلَاسِيْقَ الْكَلَامُ এবং বাক্যটি প্রয়োগ করা হয় নি لِاَجْلِهِ ঐ অর্থের জন্য مِثَالُهُ তার উদাহরণ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীতে لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ গণিমতের মাল ঐসব গরীব মুহাজিরদের জন্য اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا যাদের বের করে দেওয়া হয়েছে مِنْ دِيَارِهِمْ তাদের বাড়ী-ঘর থেকে اَلْاٰيَةَ শেষ আয়াত পর্যন্ত فَاِنَّهُ কেননা سِيْقَ এ উক্তিকে প্রয়োগ করা হয়েছে لِبَيَانِ اِسْتِحْقَاقِ الْغَنِيْمَةِ গণীমতের হকদারদের বর্ণনার জন্য فَصَارَ অতঃপর তা হয়েছে نَصًّا নস فِىْ ذٰلِكَ এ ব্যাপারে وَقَدْ ثَبَتَ এবং সাব্যস্ত হয়েছে فَقْرُهُمْ তাদের দারিদ্রতা بِنَظْمِ النَّصِّ নসের শব্দ দ্বারা فَكَانَ অতঃপর তা হয়েছে اِشَارَةً ইঙ্গিত اِلٰى ঐদিকে যে اَنَّ নিশ্চয় اِسْتِيْلَاءَ الْكَافِرِ কাফিরের ক্ষমতাবান হওয়া عَلٰى مَالِ الْمُسْلِمِ মুসলমানের মালের উপর سَبَبٌ কারণ لِثُبُوْتِ الْمِلْكِ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার لِلْكَافِرِ কাফিরের اِذْ কেননা لَوْ كَانَتِ الْاَمْوَالُ যদি মাল থাকতো بَاقِيَةً অবশিষ্ট عَلٰى مِلْكِهِمْ তাদের মালিকানায় لَا يَثْبُتُ সাব্যস্ত হবে না فَقْرُهُمْ তাদের দারিদ্রতা وَيَخْرُجُ এবং নির্গত হয় مِنْهُ তার থেকে الْحُكْمُ হুকুম فِىْ مَسْئَلَةِ الْاِسْتِيْلَاءِ ক্ষমতাবান হওয়ার মাসআলায় وَحُكْمُ ثُبُوْتِ الْمِلْكِ এবং মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার হুকুম لِلتَّاجِرِ ব্যবসায়ীর জন্য بِالشِّرَاءِ ক্রয় করার দ্বারা مِنْهُمْ তাদের থেকে وَتَصَرُّفَاتُهُ এবং তার ক্ষমতা প্রয়োগ করা مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْاِعْتَاقِ ক্রয় করা, দান করা এবং (গোলাম হলে) তাকে আযাদ করার وَحُكْمُ ثُبُوْتِ

الاستفهام এবং গণিমতের মাল হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার হুকুম وَثُبُوتُ الْمِلْكِ এবং মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া لِلْغَازِي গাযীর জন্য وَعَجزِ الْمِلْكِ এবং মালিকের অধিকার না থাকা عَنْ اِنْتِزَاعِهِ তা ছিনিয়ে নেওয়ার مِنْ يَدِهِ তার হাত থেকে وَتَفْرِيْعَاتُهُ এবং আরো অন্যান্য খণ্ড মাসআলা (নির্গত হয়)।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : نص সম্পর্কীয় বিষয় প্রসঙ্গে। অর্থাৎ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اشارة النص বা ইঙ্গিত জ্ঞাপক নস, عبارة النص বা প্রত্যক্ষ নস, دلالة النص ও اقتضاء النص - সুতরাং عبارة النص হলো, বাক্যের সে অর্থ যার জন্য বাক্যটি নেওয়া হয়েছে এবং বাক্যের দ্বারা সে অর্থই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর اشارة النص বলা হয়, বাক্যের সে অর্থকে যা কোনো প্রকার সংযোজন ছাড়াই نص-এর শব্দ দ্বারা প্রমাণিত। তবে তা সকল দিক দিয়ে স্পষ্ট নয়। এবং তা বাক্য প্রয়োগের উদ্দেশ্যও নয়।

তার উদাহরণ আল্লাহ্‌র বাণী— لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ الآية (গণীমতের মালের হকদার সে সব মুহাজির, যারা নিজেদের বাড়ি-ঘর ও ধন-সম্পদ হতে বিতাড়িত হয়েছে।) উক্ত আয়াতে গণীমতের মালের হকদার ব্যক্তিদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, কাজেই তা এ ব্যাপারে নস। আর নস-এর শব্দ দ্বারা তাদের দারিদ্রতা প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই আয়াতে এ ইঙ্গিতও পাওয়া গেল যে, মুসলমানদের সম্পত্তি কাফিরদের হস্তগত হলে তাতে তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা, তাদের হস্তগত হবার পর যদি মুসলমানদের সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকতো, তাহলে দারিদ্রতা প্রমাণিত হতো না। আর এ ইশারাতুন নস দ্বারা ইস্তীলা অর্থাৎ, মুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কাফিরদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা, সে মাল তাদের নিকট হতে ব্যবসায়ীদের ক্রয় সূত্রে মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং সে মাল পুনরায় বিক্রয় করা, দান করা এবং (গোলাম হলে) আযাদ করা, ও ঐ মালকে গণীমতের মাল হিসেবে গণ্য করার হুকুম, যোদ্ধাদের জন্য মালিকানা প্রতিষ্ঠার হুকুম এবং যোদ্ধাদের হাত হতে মাল ছিনিয়ে নিয়ে পুরাতন মালিককে প্রদান করার অধিকার না থাকা ইত্যাদির আহকাম এবং আরো অন্যান্য খণ্ড মাসআলা নির্গত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ فِي مُتَعَلَّقَاتِ النُّصُوْصِ-এর আলোচনা :

متعلقات শব্দটির লাম বর্ণে যের বা যবর দিয়ে উভয় ভাবেই পড়া বৈধ। যবরের অবস্থায় শব্দটি হলো কর্মবাচ্য বিশেষ্যের রূপ। তখন অর্থ হবে— নসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা। আর যেরের অবস্থায় শব্দটি কর্তৃবাচ্য বিশেষ্যের রূপ। তখন অর্থ হবে ঐ সব বিষয়ের বর্ণনা যা নসের সাথে সম্পর্ক রাখে।

আলোচ্য অধ্যায়ে متعلقات النصوص বা নস সম্পর্কিত বিষয় দ্বারা বুঝানো হয়েছে— (১) ইবারাতুন নস, (২) ইশারাতুন নস, (৩) দালালাতুন নস ও (৪) ইক্‌তেযাউন নস।

قَوْلُهُ تَعَالَى "لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ" -এর আলোচনা :

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) عبارة النص ও اشارة النص-এর উপমা প্রদান করেছেন। তাহলো—

ইবারাতুন নস ও ইশারাতুন নসের উদাহরণ : আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করার উদ্দেশ্য হলো গণীমতের মালের হকদার কারা তা বর্ণনা করা। অতএব, এ আয়াত এ ব্যাপারে স্পষ্ট নস। আর মুহাজিরদের জন্য ফকির শব্দ ব্যবহার করায় বুঝা গেল যে, যদি কাফিরগণ মুসলমানদেরকে পরাজিত করে তাদের সম্পদের মালিক হয়, তাহলে ঐ সম্পদ মুসলমানদের মালিকানা হতে চলে যায়, আর সে সম্পদের মালিক হয় কাফির। কেননা, হিজরতের পূর্বে মুহাজিরগণ প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিলেন এবং হিজরত করার পরও যদি মুহাজিরগণ সম্পদের অধিকারী থাকতেন, তাহলে তাদেরকে ফকির বলা হতো না। এ কথার ভিত্তিতে ইশারাতুন নস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, কাফির মুসলমানের সম্পদের অধিকারী হয় এবং তাদের নিকট হতে কোনো ব্যবসায়ী ঐ মাল ক্রয় করলে সে ইহার মালিক হবে। অতএব, ঐ মাল ব্যবসায়ী তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে। যেমন— ঐ মাল বিক্রয় করতে পারবে, দান করতে পারবে, গোলাম হলে আযাদ করতে পারবে প্রভৃতি।

وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى " اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ " اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى " ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ " فَالْاِمْسَاكُ فِىْ اَوَّلِ الصُّبْحِ يَتَحَقَّقُ مَعَ الْجَنَابَةِ لِاَنَّ مِنْ ضَرُوْرَةِ حِلِّ الْمُبَاشَرَةِ اِلَى الصُّبْحِ اَنْ يَّكُوْنَ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ مِنَ النَّهَارِ مَعَ وُجُوْدِ الْجَنَابَةِ وَالْاِمْسَاكُ فِىْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ صَوْمٌ اُمِرَ الْعَبْدُ بِاِتْمَامِهٖ فَكَانَ هٰذَا اِشَارَةً اِلٰى اَنَّ الْجَنَابَةَ لَا تُنَافِى الصَّوْمَ وَلَزِمَ مِنْ ذٰلِكَ اَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالْاِسْتِنْشَاقَ لَايُنَافِىْ بَقَاءَ الصَّوْمِ وَ يَتَفَرَّعُ مِنْهُ اَنْ مَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهٖ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهٗ فَاِنَّهٗ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مَالِحًا يَجِدُ طَعْمَهٗ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ لَايُفْسِدُ بِهِ الصَّوْمَ وَ عُلِمَ مِنْهُ حُكْمُ الْاِحْتِلَامِ وَالْاِحْتِجَامِ وَالْاِدِّهَانِ لِاَنَّ الْكِتَابَ لَمَّا سَمَّى الْاِمْسَاكَ اللَّازِمَ بِوَاسِطَةِ الْاِنْتِهَاءِ مِنَ الْاَشْيَاءِ الثَّلٰثَةِ الْمَذْكُوْرَةِ فِىْ اَوَّلِ الصُّبْحِ صَوْمًا عُلِمَ اَنَّ رُكْنَ الصَّوْمِ يَتِمُّ بِالْاِنْتِهَاءِ عَنِ الْاَشْيَاءِ الثَّلٰثَةِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপ قَوْلُهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী اُحِلَّ হালাল করা হয়েছে لَكُمْ তোমাদের জন্য لَيْلَةَ الصِّيَامِ রোযার রাত্রে الرَّفَثُ স্ত্রী সঙ্গম করা اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীর শেষ পর্যন্ত ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ তারপর তোমরা রোজা পূর্ণ কর اِلَى اللَّيْلِ রাত পর্যন্ত فَالْاِمْسَاكُ অতঃপর বিরত থাকা فِىْ اَوَّلِ الصُّبْحِ সকালের প্রথমাংশে يَتَحَقَّقُ সাব্যস্ত হয় مَعَ وُجُوْدِ الْجَنَابَةِ অপবিত্রতা পাওয়া যাওয়ার সাথে لِاَنَّ কেননা مِنْ ضَرُوْرَةِ حِلِّ الْمُبَاشَرَةِ সঙ্গম বৈধ হওয়ার আবশ্যকতা اِلَى الصُّبْحِ সকাল পর্যন্ত اَنْ يَّكُوْنَ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ দিনের প্রথামংশ হওয়া مَعَ وُجُوْدِ الْجَنَابَةِ অপবিত্রতা পাওয়া যাওয়ার সাথে وَالْاِمْسَاكُ আর বিরত থাকা فِىْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ সেই অংশ صَوْمٌ রোজা اُمِرَ الْعَبْدُ বান্দাহ আদিষ্ট হয়েছে بِاِتْمَامِهٖ তা পূর্ণ করার فَكَانَ هٰذَا অতঃপর এটা হয়েছে اِشَارَةً ইঙ্গিত اِلٰى ঐ দিকে (যে,) اَنَّ الْجَنَابَةَ অবশ্যই অপবিত্রতা لَاتُنَافِىْ ক্ষতি করে না الصَّوْمَ রোজার وَلَزِمَ এবং আবশ্যক হয়েছে مِنْ ذٰلِكَ থেকে (যে,) اَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالْاِسْتِنْشَاقَ নিশ্চয় কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া لَايُنَافِىْ ক্ষতি করে না بَقَاءَ الصَّوْمِ রোজার স্থায়িত্বের وَيَتَفَرَّعُ এবং শাখা বের হয় مِنْهُ তার থেকে اَنَّ مَنْ নিশ্চয় যে ব্যক্তি ذَاقَ স্বাদ গ্রহণ করে شَيْئًا কোনো কিছুর بِفَمِهٖ তার জিহ্বা দিয়ে لَمْ يَفْسُدْ বিনষ্ট হবে না صَوْمُهٗ তার রোজা فَاِنَّهٗ কেননা لَوْكَانَ الْمَاءُ যদি পানি হয় مَالِحًا লবণাক্ত يَجِدُ طَعْمَهٗ সে তার স্বাদ অনুভব করে عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ কুলি করার সময় لَايُفْسِدُ بِهِ الصَّوْمُ -এর দ্বারা রোজা নষ্ট হবে না। وَعُلِمَ مِنْهُ আর এর থেকে জানা যায় حُكْمُ الْاِحْتِلَامِ وَالْاِحْتِجَامِ وَالْاِدِّهَانِ স্বপ্নদোষ, সিংগা লাগান ও তেল ব্যবহারের হুকুম।

لِاَنَّ الْكِتَابَ কেননা কুরআন لَمَّا سَمَّى যখন নামকরণ করেছেন اَلْاِمْسَاكَ (ঐ) বিরত থাকাকে اَللَّازِمَ যা যথার্থ হয় بِوَاسِطَةِ الْاِنْتِهَاءِ বিরত থাকার দ্বারা مِنَ الْاَشْيَاءِ الثَّلٰثَةِ الْمَذْكُوْرَةِ উল্লেখিত তিনটি জিনিস থেকে فِىْ

أَوَّلَ الصُّبْحِ প্রভাতের শুরুতে صَوْمًا রোজা হিসেবে عُلِمَ (এতে) বুঝা গেল যে, أَنَّ رُكْنَ الصَّوْمِ নিশ্চয় রোজার রুকন يَتِمُّ পূর্ণ হয় بِالْإِنْتِهَاءِ বিরত থাকার দ্বারা عَنِ الْأَشْيَاءِ الثَّلٰثَةِ তিনটি জিনিস থেকে।

সরল অনুবাদ : তদ্রূপ আল্লাহ্‌র বাণী— أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ (অর্থাৎ, সাওমের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হলো।) এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (অর্থাৎ, অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত সাওম পূর্ণ কর।) সুতরাং সকালের প্রথমাংশে বিরত থাকা جنابة বা অপবিত্র অবস্থায় সাব্যস্ত হবে। কেননা, ভোর পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস বৈধ হলে দিনের প্রথমাংশ অপবিত্রতার সাথে আরম্ভ হওয়া অনিবার্য হয়। অথচ দিনের সে প্রথমাংশ পানাহার ও সহবাস হতে বিরত থাকার নাম সাওম। বান্দাকে যা পূর্ণ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে।

অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার এ আয়াতটি جنابة তথা অপবিত্রতা সাওমের জন্য যে ক্ষতিকর নয় এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে। আর তা থেকে এও প্রকাশ পাচ্ছে যে, গোসল করার সময় নাকে পানি দেওয়া ও কুলি করা সাওমের জন্য ক্ষতিকর নয়। আর ইহা হতে এ মাসআলাটিও নির্গত হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি সাওম অবস্থায় তার জিহবা দ্বারা কোনো কিছুর স্বাদ গ্রহণ করে, তার সাওম ভঙ্গ হবে না। কেননা, পানি যদি লবণাক্ত হয় এবং কুলি করার সময় তার স্বাদ অনুভূত হয়, তবে সাওম নষ্ট হয় না। আর আল্লাহ্‌র বাণী— أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ আয়াত হতে স্বপ্নদোষ, শিঙ্গা লাগানো এবং তেল লাগানোর বিধানটিও জানা গেল। অর্থাৎ, এগুলির দ্বারা সাওম নষ্ট হয় না। কেননা, কুরআনে কারীমে উল্লিখিত তিনটি কাজ দিনের প্রথম ভাগে করা হতে বিরত থাকাকে সাওম বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই বুঝা গেল সাওমের রোকন পূর্ণ হয়ে যায় যখন সাওম আদায়কারী উক্ত তিনটি জিনিস হতে বিরত থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الخ-এর আলোচনা :

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত দ্বারা সম্মানিত গ্রন্থকার عبارة النص ও اشارة النص-এর আরেকটি উপমা পেশ করেছেন। তাহলো এই—

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে রমজান মাসে সাওম আদায়কারীকে রাতের বেলায় সুবহে সাদিকের পূর্বে পানাহার, স্ত্রী সহবাস বৈধ হওয়ার বর্ণনা করেছেন, এ ব্যাপারে আয়াত اشارة النص -এটা দ্বারা এটাও প্রতীয়মান হলো যে, অপবিত্রতা সাওমের জন্য কোনো ক্ষতিকর নয়। কেননা, যে ব্যক্তি রাত্রের শেষ ভাগে স্ত্রী সহবাস করবে, সে দিনের প্রথম ভাগে পবিত্র হতে পারবে না। অতএব, ভোর হওয়ার পর সে যদি নাপাকির গোসল করে নেয়, তবে তা জায়েজ হবে। উক্ত আয়াত দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, সাওম আদায়কারী নাকে পানি দিলেও কোনো ক্ষতি নেই। কেননা, ফরজ গোসলে নাকে পানি দেওয়া ও কুলি করা ফরজ। সুতরাং যে ব্যক্তি ভোর হওয়ার পর ফরজ গোসল করে, তাকে নিশ্চয়ই নাকে পানি দিতে এবং কুলি করতে হবে। এখানে একটি কথা অবগত হওয়া উচিত যে, পানি কখনো মিঠা কখনো লবণাক্ত হয়, ফলে যা দ্বারা গোসল করা হবে তাকে নিশ্চয়ই স্বাদ অনুভূত হবে। অতএব, এর দ্বারা সাওমের কোনো ক্ষতি হবে না। আর এর দ্বারা এ কথাও বুঝা গেল যে, সাওম আদায়কারী যদি জিহবার দ্বারা কোনো কিছুর স্বাদ অনুভব করে থুথু ফেলে দেয়, তবে তার সাওম ভঙ্গ হবে না। কেননা, আয়াত মতে খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকার নাম সাওম। সুতরাং যে ব্যক্তি উল্লিখিত তিনটি বিষয় হতে বিরত থাকবে তার সাওম সিদ্ধ হবে।

وَعَلٰى هٰذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِىْ مَسْئَلَةِ التَّبْيِيْتِ فَاِنَّ قَصْدَ الْاِتْيَانِ بِالْمَأْمُوْرِ بِهٖ اِنَّمَا يَلْزَمُهٗ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْاَمْرِ وَالْاَمْرُ اِنَّمَا يَتَوَجَّهُ بَعْدَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ" وَاَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ فَهُوَ مَا عُلِمَ مِنْهُ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَا اِجْتِهَادًا وَلَا اِسْتِنْبَاطًا مِثَالُهٗ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا" فَالْعَالِمُ بِاَوْضَاعِ اللُّغَةِ يَفْهَمُ بِاَوَّلِ السَّمَاعِ اَنَّ تَحْرِيْمَ التَّاْفِيْفِ لِدَفْعِ الْاَذٰى عَنْهُمَا وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ عُمُوْمُ الْحُكْمِ الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ لِعُمُوْمِ عِلَّتِهٖ وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى قُلْنَا بِتَحْرِيْمِ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَالْاِسْتِخْدَامِ عَنِ الْاَبِ بِسَبَبِ الْاِجَارَةِ وَالْحَبْسِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ اَوِ الْقَتْلِ قِصَاصًا ثُمَّ دَلَالَةُ النَّصِّ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ حَتّٰى صَحَّ اِثْبَاتُ الْعُقُوْبَةِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ قَالَ اَصْحَابُنَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ بِالْوِقَاعِ بِالنَّصِّ وَبِالْاَكْلِ وَالشُّرْبِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ وَعَلٰى اِعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى قِيْلَ يُدَارُ الْحُكْمُ عَلٰى تِلْكَ الْعِلَّةِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا আর এর উপর ভিত্তি করে يُخَرَّجُ বের হয় الْحُكْمُ হুকুম فِىْ مَسْئَلَةِ التَّبْيِيْتِ রাত্রে নিয়ত করার মাস'আলায় فَاِنَّ قَصْدَ الْاِتْيَانِ কেননা, কার্য করার ইচ্ছা بِالْمَأْمُوْرِ بِهٖ আদিষ্ট বিষয় اِنَّمَا يَلْزَمُهٗ নিশ্চয় তা আবশ্যক হয় عِنْدَ تَوَجُّهِ الْاَمْرِ নির্দেশটি কার্যকর হওয়ার সময় وَالْاَمْرُ আর নির্দেশ اِنَّمَا يَتَوَجَّهُ কার্যকর হবে بَعْدَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ প্রথমাংশের পর لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীর কারণে ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ অতঃপর রোজা পূর্ণ কর اِلَى اللَّيْلِ রাত্র পর্যন্ত وَاَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ আর দালালাতুন নস فَهُوَ তাকে বলা হয় مَا عُلِمَ مِنْهُ عِلَّةً যার থেকে ইল্লত (কারণ) জানা যায় لِلْحُكْمِ ঐ হুকুমের الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ যার জন্য নসটি বর্ণনা করা হয়েছে لُغَةً শব্দগতভাবে لَا اِجْتِهَادًا গবেষণাগতভাবে নয় وَلَا اِسْتِنْبَاطًا এবং অনুসন্ধানগতভাবে নয় مِثَالُهٗ তার উদাহরণ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীতে وَلَا تَقُلْ তুমি বল না لَهُمَا পিতা-মাতাকে اُفٍّ উহ্ (শব্দ বলার মতো কথা) وَلَا تَنْهَرْ এবং ধমক দিও না هُمَا উভয়কে فَالْعَالِمُ অতঃপর যে ব্যক্তি জ্ঞানী بِاَوْضَاعِ اللُّغَةِ অভিধান প্রণয়নের ব্যাপারে يَفْهَمُ সে বুঝতে পারে بِاَوَّلِ السَّمَاعِ প্রথম শ্রবণের দ্বারা اَنَّ تَحْرِيْمَ التَّاْفِيْفِ নিশ্চয় উহ্ হারাম হয়েছে لِدَفْعِ الْاَذٰى কষ্ট দূর করার জন্য عَنْهُمَا উভয় থেকে وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ এবং এ প্রকারের হুকুম عُمُوْمُ الْحُكْمِ হুকুম আম হবে الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ যার জন্য নস ব্যবহার করা হয়েছে لِعُمُوْمِ عِلَّتِهٖ তার ইল্লত আম করার কারণে وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى আর এ অর্থের জন্য قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি بِتَحْرِيْمِ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ (পিতা-মাতাকে) প্রহার ও গালাগালি করা হারাম وَالْاِسْتِخْدَامِ عَنِ الْاَبِ এবং পিতা থেকে খিদমত নেওয়া (হারাম) بِسَبَبِ الْاِجَارَةِ বিনিময়ের মাধ্যমে وَالْحَبْسِ এবং আবদ্ধ রাখা بِسَبَبِ الدَّيْنِ ঋণের দায়ে اَوِ الْقَتْلِ অথবা হত্যা করা (হারাম) قِصَاصًا হত্যার পরিবর্তে হত্যা হিসেবে ثُمَّ অতঃপর دَلَالَةُ النَّصِّ দালালাতুন নস بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ নসের ন্যায় حَتّٰى صَحَّ এমনকি শুদ্ধ اِثْبَاتُ الْعُقُوْبَةِ দণ্ড বিধি কার্যকর করা بِدَلَالَةِ النَّصِّ দালালাতুন নস দ্বারা قَالَ اَصْحَابُنَا আমাদের হানাফী আলেমগণ বলেন وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ কাফফারা ওয়াজিব بِالْوِقَاعِ সঙ্গমের কারণে بِالنَّصِّ নসের দ্বারা وَبِالْاَكْلِ وَالشُّرْبِ এবং পানাহারের কারণে بِدَلَالَةِ النَّصِّ দালালাতুন নস দ্বারা وَعَلٰى اِعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى আর এ

সরল অনুবাদ : এবং এরই উপর ভিত্তি করে রাতের বেলায় সাওমের নিয়ত করা জরুরী কিনা সে মাসআলাটি নির্গত হয়। কেননা, مامور به (আদিষ্ট বস্তু) কার্যকর করার নিয়ত তখনই প্রয়োজন হবে যখন সে নির্দেশটি তার উপর বলবৎ হবে এবং নির্দেশটি প্রথমাংশের পরই কার্যকর হবে। কেননা, এখানে ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ আয়াতটিতে তাই বুঝায়।

দালালাতুন্ নস বলা হয় তাকে যা দ্বারা যে হুকুমের জন্য নসটি বর্ণনা করা হয়েছিল সে হুকুমটির কারণ মূল শব্দ দ্বারাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায় কোনোরূপ গবেষণা বা অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই। এর উদাহরণ আল্লাহর বাণী— وَلَاتَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَّلَاتَنْهَرْهُمَا (পিতামাতাকে উহ্ শব্দও বল না এবং কটুবাক্য ব্যবহার কর না।) যারা ভাষায় অভিজ্ঞ তারা এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্রই বুঝতে পারে যে, উহ্ শব্দ হারাম হওয়ার কারণ হলো পিতামাতার কষ্ট দূর করা। দালালাতুন্ নস-এর হুকুম এই যে, কারণ عام হওয়ার দরুন হুকুমও عام হয়। অতএব, আমরা (হানাফীগণ) বলি, পিতামাতাকে মারপিট করা, গালাগালি করা, পিতাকে দিনমজুর রেখে কার্য আদায় করা, ঋণের দায়ে আবদ্ধ রাখা এবং হত্যার বদলে হত্যা করা হারাম। দালালাতুন্ নস-এর মতই অকাট্য; এমনকি এর দ্বারা দণ্ডও কার্যকর করা শুদ্ধ হবে। আমাদের হানাফী আলিমগণ বলেছেন যে, সাওমের মাসে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাসের কাফ্ফারা ইবারাতুন্ নস দ্বারা ওয়াজিব হবে, আর পানাহারের কাফ্ফারা দালালাতুন্ নস দ্বারা সাব্যস্ত। এ অর্থের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, সে কারণের প্রেক্ষিতেই হুকুম আবর্তিত হবে অর্থাৎ, কারণ পাওয়া গেলেই হুকুম বলবৎ হবে, নতুবা নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا يَخْرُجُ الْحُكْمُ فِىْ مَسْئَلَةِ الخ -এর আলোচনা :

এখানে উক্ত ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) একটি ইখতিলাফী মাসআলার প্রতি ইশারা করেছেন। আর তাহলো সাওমের নিয়ত রাতে করা জরুরী কিনা? নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো—

ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, সাওমের নিয়ত রাত্রি শেষ হওয়ার পূর্বেই করতে হবে নতুবা সাওম বৈধ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত সাওমের নিয়ত করা যাবে। গ্রন্থকার বলেন, আল্লাহ তা'আলার **বাণী হলো—** ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ الخ এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সাওমের নিয়ত রাত্রে করা আবশ্যক নয়। কেননা, আল্লাহ **তা'আলার বাণী হলো**—"প্রভাত হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর" এবং "রাত পর্যন্ত তোমরা সাওম পূর্ণ কর।" প্রকাশ থাকে যে, ভোর আরম্ভ হওয়ার পর হতেই সাওম পূর্ণ করার হুকুম। আর এ আদেশ প্রবর্তন হওয়ার সাথে সাথে সাওম আদায়কারী সাওমের জন্য নিয়ত করবে। এ নিয়ত জরুরী হবে প্রভাতের পরে। অতএব, বুঝা গেল যে, রাত্রি শেষ হওয়ার পূর্বে নিয়ত করা প্রয়োজন নয়। নতুবা আল্লাহর আদেশ প্রবর্তন হওয়ার পূর্বেই তা কার্যকর করা দাঁড়ায়।

قَوْلُهُ وَاَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ الخ -এর আলোচনা :

এখান হতে মুসান্নিফ (র.) دلالة النص -এর পরিচয় ও তার উপমা এবং তার হুকুম বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

دلالة النص -এর পরিচয় :

যে হুকুমের জন্য নসটি বর্ণনা করা হয়েছে সে হুকুমটির কারণ যদি নসে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দসমূহ দ্বারাই সুস্পষ্ট হয়ে যায়, গবেষণা বা অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন না হয়, তবে উহাকেই দালালাতুন্ নস বলা হয়।

دلالة النص -এর উদাহরণ :

মহান আল্লাহর বাণী— وَلَاتَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَّلَاتَنْهَرْهُمَا আয়াতটি শুনা মাত্রই আরবি ভাষায় পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ বুঝতে পারবেন যে, পিতামাতাকে 'উহ্' শব্দ বলা হারাম হওয়ার অর্থ হলো তাদেরকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা।

এর ইল্লত (কারণ) বুঝার জন্য কোন ইজতিহাদ বা গবেষণার প্রয়োজন নেই। যে ইজতিহাদের অধিকারী নয় অর্থাৎ, ফিকাহ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকও এটা বুঝতে পারে। কিন্তু ايذاء والدين হারাম হওয়াটা ইবারত দ্বারা বুঝা যায় না। সুতরাং 'উহ্' শব্দের دلالة النص দ্বারা তা প্রমাণিত।

دلالة النص -এর বিধান :

দালালাতুন্ নসের হুকুম হলো, কারণ عام (সাধারণ) হওয়ার দরুন হুকুমও عام হয়। তাছাড়া দালালাতুন্ নসটি নসের

وَقَالَ الْإِمَامُ الْقَاضِى اَبُوْ زَيْدٍ لَوْ اَنَّ قَوْمًا يَعُدُّوْنَ التَّافِيْفَ كَرَامَةً لَايَحْرُمُ عَلَيْهِمْ تَافِيْفُ الْاَبَوَيْنِ وَكَذٰلِكَ قُلْنَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ" اَلْاٰيَةَ اَنَّ الْمَعْنٰى فِىْ كَوْنِ الْبَيْعِ مَنْهِيًّا لِلْاِخْلَالِ بِالسَّعْىِ اِلَى الْجُمُعَةِ وَلَوْ فَرَضْنَا بَيْعًا لَايَمْنَعُ الْعَاقِدَيْنِ عَنِ السَّعْىِ اِلَى الْجُمُعَةِ بِاَنْ كَانَا فِىْ سَفِيْنَةٍ تَجْرِىْ اِلَى الْجَامِعِ لَايُكْرَهُ الْبَيْعُ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا حَلَفَ لَايَضْرِبُ اِمْرَأَتَهٗ فَمَدَّ شَعْرَهَا اَوْ عَضَّهَا اَوْ خَنَقَهَا يَحْنَثُ اِذَا كَانَ بِوَجْهِ الْاِيْلَامِ وَلَوْ وُجِدَ صُوْرَةُ الضَّرْبِ وَمَدُّ الشَّعْرِ عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ دُوْنَ الْاِيْلَامِ لَايَحْنَثُ وَمَنْ حَلَفَ لَايَضْرِبُ فُلَانًا فَضَرَبَهٗ بَعْدَ مَوْتِهٖ لَايَحْنَثُ لِانْعِدَامِ مَعْنَى الضَّرْبِ وَهُوَ الْاِيْلَامُ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَايَتَكَلَّمُ فُلَانًا فَكَلَّمَهٗ بَعْدَ مَوْتِهٖ لَايَحْنَثُ لِعَدَمِ الْاِفْهَامِ وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى يُقَالُ اِذَا حَلَفَ لَايَأْكُلُ لَحْمًا فَاَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ اَوِ الْجَرَادِ لَايَحْنَثُ وَلَوْ اَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ اَوِ الْاِنْسَانِ يَحْنَثُ لِاَنَّ الْعَالِمَ بِاللُّغَاتِ يَعْلَمُ بِاَوَّلِ السَّمَاعِ اَنَّ الْحَامِلَ عَلٰى هٰذَا الْيَمِيْنِ اِنَّمَا هُوَ الْاِحْتِرَازُ عَمَّا يَنْشَأُ مِنَ الدَّمِ فَيَكُوْنُ اِحْتِرَازًا عَنْ تَنَاوُلِ الدَّمَوِيَّاتِ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَقَالَ الْاِمَامُ الْقَاضِى اَبُوْ زَيْدٍ আর ইমাম কাযী আবূ যায়েদ (র.) বলেন لَوْ اَنَّ قَوْمًا যদি কোনো সম্প্রদায় يَعُدُّوْنَ মনে করে থাকে التَّافِيْفَ উহ শব্দ বলাকে كَرَامَةً সম্মানজনক لَايَحْرُمُ (তবে) হারাম হবে না عَلَيْهِمْ তাদের ওপর تَافِيْفُ الْاَبَوَيْنِ পিতা-মাতাকে "উহ" বলা وَكَذٰلِكَ قُلْنَا আর তদ্রূপ আমরা (হানাফীরা) বলি فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীতে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ اِذَا نُوْدِىَ যখন আযান দেওয়া হয় اَلْاٰيَةَ শেষ আয়াত পর্যন্ত اَنَّ الْمَعْنٰى নিশ্চয় (আয়াতের) অর্থ فِىْ كَوْنِ الْبَيْعِ مَنْهِيًّا ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া لِلْاِخْلَالِ بِالسَّعْىِ اِلَى الْجُمُعَةِ জুমার দিকে গমনে অন্তরায় হওয়ার কারণে وَلَوْ فَرَضْنَا আর আমরা যদি ধরে নেই بَيْعًا এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় لَايَمْنَعُ الْعَاقِدَيْنِ ক্রেতা-বিক্রেতাকে বাধা দেয় না عَنِ السَّعْىِ اِلَى الْجُمُعَةِ জুমার দিকে গমন করা থেকে بِاَنْ كَانَ فِىْ سَفِيْنَةٍ এ হিসেবে যে উভয় নৌকার মধ্যে تَجْرِىْ নৌকা চলছে اِلَى الْجَامِعِ জামে মসজিদের দিকে لَايُكْرَهُ الْبَيْعُ (তখন) ক্রয়-বিক্রয় মাকরূহ হবে না وَعَلٰى هٰذَا আর এর উপর ভিত্তি করে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اِذَا حَلَفَ যখন কেউ শপথ করে যে لَايَضْرِبُ اِمْرَأَتَهٗ সে স্বীয় স্ত্রীকে প্রহার করবে না فَمَدَّ شَعْرَهَا অতঃপর সে স্ত্রীর চুল ধরে টান দিয়েছে اَوْ عَضَّهَا অথবা তাকে দাঁত দ্বারা কামড় দিয়েছে اَوْ خَنَقَهَا অথবা তার গলা টিপেছে يَحْنَثُ (এমতাবস্থায়) সে শপথ ভঙ্গকারী হবে اِذَا كَانَ যখন হয় بِوَجْهِ الْاِيْلَامِ স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে وَلَوْ وُجِدَ صُوْرَةُ الضَّرْبِ আর প্রহারের পদ্ধতি পাওয়া যায় وَمَدُّ الشَّعْرِ চুল টানা টানি (পাওয়া যায়) عِنْدَ الْمُلَاعَبَةِ কৌতুকের ক্ষেত্রে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে নয় لَايَحْنَثُ (তখন) শপথ ভঙ্গকারী হবে না وَمَنْ حَلَفَ আর যে ব্যক্তি শপথ করে (যে,) لَايَضْرِبُ فُلَانًا সে অমুককে প্রহার করবে না فَضَرَبَهٗ অতঃপর সে তাকে প্রহার করছে بَعْدَ مَوْتِهٖ তার মৃত্যুর পরে لَايَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না لِانْعِدَامِ مَعْنَى الضَّرْبِ প্রহারের উদ্দেশ্য না পাওয়ার কারণে وَهُوَ الْاِيْلَامُ আর তা হলো কষ্ট দেওয়া وَكَذَا আর তদ্রূপ لَوْ حَلَفَ যদি সে শপথ করে (যে,) لَايَتَكَلَّمُ فُلَانًا সে অমুকের সাথে কথা বলবে না فَكَلَّمَهٗ অতঃপর সে তার সাথে কথা বলেছে بَعْدَ مَوْتِهٖ তার মৃত্যুর পর لَايَحْنَثُ সে

শপথ ভঙ্গকারী হবে না لِعَدَمِ الْاِفْهَامِ বুঝানো না পাওয়া যাওয়ার কারণে وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى আর এ অর্থের ভিত্তিতে يُقَالُ বলা যায় (যে,) اِذَا حَلَفَ যখন কেউ শপথ করে যে لَا يَاكُلُ لَحْمًا সে গোশ্‌ত ভক্ষণ করবে না فَاَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ اَوِ الْجَرَادِ অতঃপর সে মাছ বা টিডডির গোশ্‌ত ভক্ষণ করেছে لَا يَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না وَلَوْ اَكَلَ আর যদি সে ভক্ষণ করে لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ اَوِ الْاِنْسَانِ শুকর বা মানুষের গোশ্‌ত يَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে لِاَنَّ الْعَالِمَ بِاللُّغَاتِ কেননা অভিধানবেত্তা يَعْلَمُ বুঝতে পারেন بِاَوَّلِ السَّمَاعِ প্রথম শ্রবণে اَنَّ الْحَامِلَ নিশ্চয় ধারণকারী عَلٰى هٰذَا الْيَمِيْنِ এ শপথের ওপর اِنَّمَا هُوَ الْاِحْتِرَازُ পরিহার করা عَمَّا يَنْشَاُ مِنَ الدَّمِ রক্ত হতে তৈরি প্রাণীর গোশ্‌ত থেকে فَيَكُوْنُ اِحْتِرَازًا অতঃপর সে পরিহার করবে عَنْ تَنَاوُلِ الدَّمَوِيَّاتِ রক্ত দ্বারা গঠিত গোশ্‌ত থেকে فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلٰى ذٰلِكَ অতঃপর হুকুম-এর উপর আবর্তিত হবে।

সরল অনুবাদ : ইমাম কাযী আবূ যায়েদ (র.) বলেছেন যে, যদি কোনো সম্প্রদায় 'উহ' শব্দ বলাকে সম্মানজনক বলে মনে করে, তবে পিতামাতাকে উহ্ শব্দ বলা তাদের জন্য হারাম হবে না। তদ্রূপ আমরা বলি, আল্লাহ তা'আলার বাণী— اِذَا نُوْدِىَ الخ (যখন জুমুআর আযান হবে, তখন বেচাকেনা ছেড়ে জুমুআর দিকে ধাবিত হও।) দালালাতুন্ নস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, বেচাকেনা জুমুআর দিকে যাওয়ার অন্তরায় হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ। কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি এমন অবস্থায় হয় যে, ক্রয়-বিক্রয় তাদেরকে জুমুআর দিকে যাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে না যেমন– উভয়ে নৌকা যোগে মসজিদের দিকে যাচ্ছে; এমতাবস্থায় বেচাকেনা অবৈধ হবে না। এরূপ আমরা (হানাফীগণ) বলি, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে প্রহার না করার শপথ করে, অতঃপর তার চুল ধরে টানাটানি করে, অথবা তাকে দাঁত দ্বারা কামড় দেয়, অথবা তার গলা টিপে, এসব কাজে যদি কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে। আর যদি কোনো প্রকার কষ্টের উদ্দেশ্য না হয়; বরং কৌতুকের জন্য হয়, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে না। যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, সে অমুককে প্রহার করবে না। তখন সে তাহার মৃত্যুর পর প্রহার করল। এমতাবস্থায় প্রহারজনিত কারণে কষ্টদান না থাকায় শপথ ভঙ্গ হবে না। এরূপ যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তখন ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর কথা বললে শপথ ভঙ্গ হবে না। কারণ, কথা বলার উদ্দেশ্য কিছু বুঝানো, আর মৃত ব্যক্তির সাথে এটা সম্ভব নয়। এ অনুসারে (যা দালালাতুন্ নস) বলা হয়, যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, সে গোশত খাবে না, অতঃপর সে মাছ অথবা টিড্ডির (এক প্রকার ছোট পাখি বা ফড়িং) গোশত ভক্ষণ করল, তাতে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। আর শূকর অথবা মানুষের গোশত খেলে তার শপথ ভঙ্গ হবে। কারণ, অভিধানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি একথা শ্রবণ মাত্রই বুঝতে পারবে যে, এখানে গোশত দ্বারা ঐ গোশত বুঝাবে, যা রক্ত হতে তৈরি হয়েছে। সুতরাং রক্ত আছে এমন প্রাণী বা তার গোশ্‌ত ভক্ষণ পরিহারই বুঝাবে, অতএব হুকুম সে ভাবেই হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ الْاِمَامُ الْقَاضِىْ الخ -এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) دلالة النص -এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আরম্ভ করেছেন। আর তাহলো, যে অর্থকে দালালাতুন্ নস বলা হয়, ঐ অর্থ যেখানে পাওয়া যাবে হুকুমও কেবল সেখানেই পাওয়া যাবে, আর যেখানে অর্থ পাওয়া যাবে না সেখানে হুকুম পাওয়া যাবে না। এ মূলনীতির ভিত্তিতেই এ খণ্ড মাসআলাগুলি নির্গত হয়। যেমন– যে দেশে 'উহ' শব্দ সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয় সে দেশে পিতামাতাকে উহ বলা নিষিদ্ধ নয়। এমনিভাবে জুমুআর আযানের পর ঐ প্রকার বেচাকেনা নিষিদ্ধ নয়, যা জুমু'আর দিকে যাওয়ার জন্য কোনোরূপ প্রতিবন্ধক না হয়। আর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে প্রহার না করার জন্য শপথ করার পর তাকে কষ্ট দেবার উদ্দেশ্যে তার চুল ধরে টানাটানি করে, অথবা দাঁত দ্বারা কামড়ায়, অথবা গলা টিপে, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে। কেননা, প্রহার না করার অর্থ কষ্ট না দেওয়া, আর উপরোক্ত পদ্ধতিতে কষ্ট দেওয়াই যে উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট। অতএব, স্বামীর শপথ ভঙ্গ হবে। তবে স্বামী যদি আদর করে উল্লিখিত কাজ করে, তবে শপথ ভঙ্গ হবে না।

অনুরূপভাবে কেউ যদি কারো সাথে কথা না বলা বা তাকে প্রহার না করার জন্য শপথ করে থাকে, তবে তার মৃত্যুর পরে কথা বললে বা প্রহার করলে সে শপথ ভঙ্গকারী বলে সাব্যস্ত হবে না। কারণ, কথা বলার অর্থ হলো কাউকে কিছু বুঝানো এবং প্রহারের উদ্দেশ্য হলো কষ্ট দেওয়া; কিন্তু মৃত ব্যক্তি এই দুইয়ের একটিরও উপযুক্ত নয়। এমনিভাবে আরেকটি মাসআলা হলো, কেউ গোশ্‌ত খাবে না বলে শপথ করল, অতঃপর মাছ বা টিড্ডি প্রাণীর গোশত খেলে শপথ ভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে মানুষ ও শূকরের মাংস খেলে শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে– যদিও তা হারাম হোকনা কেন। মাংস বলতে বুঝায় যাতে রক্ত রয়েছে ও রক্ত হতে উৎপন্ন হয়েছে। এখানে মাছ ও টিড্ডি সেরূপ নয়; কিন্তু মানুষ ও শূকর তো রক্ত-মাংস সম্পন্ন প্রাণী।

وَاَمَّا الْمُقْتَضٰى فَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ لَايَتَحَقَّقُ مَعْنَى النَّصِّ اِلَّا بِهٖ كَانَ النَّصُّ اِقْتَضَاءَهٗ لِيَصِحَّ فِىْ نَفْسِهٖ مَعْنَاهُ مِثَالُهٗ فِى الشَّرْعِيَّاتِ قَوْلُهٗ اَنْتِ طَالِقٌ فَاِنَّ هٰذَا نَعْتُ الْمَرْاَةِ اِلَّا اَنَّ النَّعْتَ يَقْتَضِى الْمَصْدَرَ فَكَانَ الْمَصْدَرُ مَوْجُوْدًا بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ وَاِذَا قَالَ اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّىْ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ اَعْتَقْتُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْاٰمِرِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْاَلْفُ وَلَوْ كَانَ الْاٰمِرُ نَوٰى بِهِ الْكَفَّارَةَ يَقَعُ عَمَّا نَوٰى وَذٰلِكَ لِاَنَّ قَوْلَهٗ اَعْتِقْهُ عَنِّىْ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ يَقْتَضِىْ مَعْنٰى قَوْلِهٖ بِعْهُ عَنِّىْ بِاَلْفٍ ثُمَّ كُنْ وَكِيْلِىْ بِالْاِعْتَاقِ فَاَعْتِقْهُ عَنِّىْ فَيَثْبُتُ الْبَيْعُ بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ فَيَثْبُتُ الْقَبُوْلُ كَذٰلِكَ لِاَنَّهٗ رُكْنٌ فِىْ بَابِ الْبَيْعِ وَلِهٰذَا قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) اِذَا قَالَ اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّىْ بِغَيْرِ شَىْءٍ فَقَالَ اَعْتَقْتُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْاٰمِرِ وَيَكُوْنُ هٰذَا مُقْتَضِيًا لِلْهِبَةِ وَالتَّوْكِيْلِ وَلَا يَحْتَاجُ فِيْهِ اِلَى الْقَبْضِ لِاَنَّهٗ بِمَنْزِلَةِ الْقَبُوْلِ فِىْ بَابِ الْبَيْعِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا الْمُقْتَضٰى বস্তুতঃ اِقْتِضَاءُ النَّصِّ উহাকে বলা হয় فَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ (যা) নসের ওপর বর্ধিত لَايَتَحَقَّقُ প্রতিষ্ঠিত হয় না مَعْنَى النَّصِّ নসের অর্থ اِلَّا بِهٖ এটি ব্যতীত كَانَ النَّصُّ নসটি যেন اِقْتَضَاءَهٗ আধিক্যের দাবিদার لِيَصِحَّ যাতে সহীহ হয় فِىْ نَفْسِهٖ স্বয়ং مَعْنَاهُ তার অর্থ مِثَالُهٗ তার উদাহরণ فِى الشَّرْعِيَّاتِ শরয়ী বিধানে قَوْلُهٗ তার কথা اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক فَاِنَّ هٰذَا কেননা, ইহা (طَالِقٌ) نَعْتُ الْمَرْاَةِ মহিলার গুণ اِلَّا কিন্তু اَنَّ النَّعْتَ নিশ্চয় গুণটি يَقْتَضِى কামনা করে الْمَصْدَرَ ক্রিয়ামূলের فَكَانَ الْمَصْدَرُ مَوْجُوْدًا অতঃপর ক্রিয়ামূল বিদ্যমান আছে بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ ইকতেযায়ুন নসের প্রত্যাশা অনুযায়ী وَاِذَا قَالَ আর যখন সে বলে اَعْتِقْ তুমি আদায় কর عَبْدَكَ তোমার দাসকে عَنِّىْ আমার পক্ষ থেকে بِاَلْفِ دِرْهَمٍ এক হাজার দিরহামের বিনিময় فَقَالَ অতঃপর সে (উত্তরে) বলল اَعْتَقْتُ আমি আযাদ করেছি يَقَعُ الْعِتْقُ আযাদী সংঘটিত হবে عَنِ الْاٰمِرِ নির্দেশদাতার পক্ষ হতে فَيَجِبُ عَلَيْهِ অতঃপর তার (নির্দেশদাতার) ওপর ওয়াজিব হবে الْاَلْفُ এক হাজার দিরহাম وَلَوْ كَانَ الْاٰمِرُ আর যদি নির্দেশকারী نَوٰى بِهٖ এর দ্বারা নিয়ত করে الْكَفَّارَةَ কাফফারার يَقَعُ عَمَّا نَوٰى (তবে) যা নিয়ত করেছে তা হবে وَذٰلِكَ আর উহা لِاَنَّ এজন্যে (যে,) قَوْلَهٗ তার উক্তি اَعْتِقْهُ তাকে আযাদ কর عَنِّىْ আমার পক্ষ থেকে بِاَلْفِ دِرْهَمٍ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে يَقْتَضِىْ তা কামনা করে مَعْنٰى قَوْلِهٖ তার উক্তির অর্থ بِعْهُ তাকে বিক্রি কর عَنِّىْ আমার পক্ষ থেকে بِاَلْفٍ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে ثُمَّ তারপর كُنْ তুমি হও وَكِيْلِىْ আমার উকীল بِالْاِعْتَاقِ আযাদ করার ব্যাপারে فَاَعْتِقْهُ অতঃপর তাকে আযাদ কর عَنِّىْ আমার পক্ষ থেকে فَيَثْبُتُ الْبَيْعُ অতঃপর ক্রিয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হলো بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ চাহিদার ভিত্তিতে فَيَثْبُتُ الْقَبُوْلُ অতঃপর কবুল সাব্যস্ত হল لِاَنَّهٗ رُكْنٌ কেননা ইহা হলো রুকন فِىْ بَابِ الْبَيْعِ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে وَلِهٰذَا আর এ কারণে قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন اِذَا قَالَ যখন কেউ অন্যকে বলে اَعْتِقْ তুমি আযাদ কর عَبْدَكَ তোমার দাসকে عَنِّىْ আমার পক্ষ হতে بِغَيْرِ شَىْءٍ বিনা মূল্যে فَقَالَ অতঃপর সে বলল اَعْتَقْتُ আমি আযাদ করেছি يَقَعُ الْعِتْقُ আযাদী সংঘটিত হবে عَنِ الْاٰمِرِ নির্দেশকারীর পক্ষ থেকে وَيَكُوْنُ هٰذَا আর ইহা হবে مُقْتَضِيًا চাহিদা

হিসেবে لِلْهِبَةِ দানের وَالتَّوْكِيْلِ এবং উকীল নিযুক্ত হওয়ার وَلَا يَحْتَاجُ এবং মুখাপেক্ষী নয় فِيْهِ এখানে إِلَى الْقَبْضِ হস্তগত করার দিকে لِأَنَّهُ কেননা, ইহা بِمَنْزِلَةِ الْقَبُوْلِ কবুলের স্থলাভিষিক্ত فِيْ بَابِ الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে।

সরল অনুবাদ : اقتضاء النص ঐ বাড়তি অর্থকে বলা হয়, যা নসের ওপর অতিরিক্ত হয়ে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করে, যা ছাড়া নস -এর অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেন নসই এ আধিক্যের দাবি রাখে। শরিয়তের মধ্যে এর উদাহরণ হলো, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল — انت طالق (তুমি তালাক প্রাপ্তা।) এখানে طالق শব্দটি স্ত্রীর সিফাত বা গুণবাচক বিশেষ্য বটে; কিন্তু গুণবাচক বিশেষ্য মাসদার অর্থাৎ, মূলধাতুর প্রত্যাশা করে। অতএব طالق শব্দের মধ্যে মাসদার অর্থাৎ, طلاق ধাতু اقتضاء النص বা নসের প্রত্যাশা অনুযায়ী বিদ্যমান আছে।

আর যদি কেউ বলে, তোমার গোলামটি আমার পক্ষ হতে এক হাজার টাকার বিনিময়ে আযাদ করে দাও, তখন সে বলল, আমি আযাদ করে দিলাম; এমতাবস্থায় আদেশদাতার পক্ষ হতে এই আযাদ করা কার্যকর হবে এবং তার ওপর এক হাজার টাকা প্রদান করা ওয়াজিব হবে। যদি আদেশদাতা এর দ্বারা কাফ্ফারার নিয়ত করে থাকে, তবে তাও কার্যকর হবে। কেননা, "তোমার গোলামটিকে আমার পক্ষ হতে এক হাজার টাকার বিনিময়ে আযাদ করে দাও।" এ কথার আনুষঙ্গিক অর্থ হলো, গোলামটিকে প্রথমে আমার নিকট এক হাজার টাকায় বিক্রি করে দাও, তারপর তুমি আমার উকিল নিযুক্ত হও, অতঃপর তাকে আমার পক্ষ হতে আযাদ করে দাও। কাজেই আনুষঙ্গিকভাবে বিক্রয় সাব্যস্ত হলো এবং অনুরূপভাবেই তা গ্রহণ করাও কার্যকর হলো। আর এ কবুলই হলো ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান উপাদান। সে জন্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন— যদি কেউ বলে, তোমার গোলামটি আমার পক্ষ হতে কোনো কিছু ছাড়াই আযাদ করে দাও, তখন সে বলল, আমি আযাদ করে দিলাম। এ আযাদ করাটা আদেশদাতার পক্ষ হতে কার্যকর হবে এবং এর আনুষঙ্গিক মর্ম হবে এখানে হস্তগত করা এরূপ যে, প্রথমে তুমি গোলামটি আমাকে দান কর, তারপর তাকে স্বাধীন করার জন্য উকিল হও। আর এ দানে সম্মতি বা হস্তগত করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, এখানে হস্তগত করাটা এ বিক্রয় অধ্যায়ের কবুলের সমপর্যায়ের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَأَمَّا الْمُقْتَضٰى فَهُوَ زِيَادَةٌ الخ -এর আলোচনা :

এখানে উক্ত ইবারাতের মাধ্যমে সম্মানিত গ্রন্থকার اقتضاء النص -এর পরিচয় ও তার উপমা পেশ করেছেন।

اِقْتِضَاءُ النَّصِّ -এর পরিচয় :

اقتضاء শব্দটি মাসদার, যার অর্থ— প্রত্যাশা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, চাওয়া। اقتضاء النص -এর মধ্যে اقتضاء মাসদার পদটি اسم مفعول -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব, اقتضاء النص -এর অর্থ— مقتضى النص আর مقتضى শব্দের অর্থ আকাঙ্ক্ষিত, প্রত্যাশিত; সুতরাং مقتضى النص -এর অর্থ— বাক্যের প্রত্যাশিত অর্থ।

উসূলে ফিক্হের পরিভাষায় মুকতাযাউন্ নস বলা হয় নসের মধ্যে ঐ আধিক্য হওয়াকে যে আধিক্য ব্যতীত নসের অর্থই শুদ্ধ হয় না। অর্থের বিশুদ্ধতার জন্য এ আধিক্যের চাহিদার কারণে এ আধিক্যকে মুকতাযা বলা হয়।

اِقْتِضَاءُ النَّصِّ -এর উপমা :

কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তালাক প্রাপ্তা। এখানে طلاق শব্দটি স্ত্রীর বিশেষণ যা তার مصدر কামনা করে। অতএব, তালাক মাসদারকে চাবে বিধায় 'তুমি তালাক প্রাপ্তা' একথা দ্বারা তালাক কার্যকর হবে। আর যদি তালাক শব্দটি আনুষঙ্গিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হত, তাহলে তালাক কার্যকর হত না। কেউ যদি বলে যে, তোমার গোলামটি আমার পক্ষ হতে এক হাজার টাকার বিনিময়ে আযাদ করে দাও। আর সে ব্যক্তি যদি বলে, আমি আযাদ করে দিলাম; তাহলে গোলাম আযাদ হবে এবং আদেশ দাতার ওপর এক হাজার টাকা প্রদান করা ওয়াজিব হবে। মূল ইবারতটি যা বক্তার মূল বক্তব্য তথা নস -এর ওপর তা অতিরিক্ত এবং এটাই মুকতাযা। আর এটা ছাড়া নস অর্থহীন শব্দাবলি মাত্র।

مقدر ، محذوف ও مقتضى -এর পার্থক্য :

এ তিনটি বিষয়ের পার্থক্য হলো مقدر এ জন্য মানা হয়, যাতে বাক্য আভিধানিক ধর্মীয় অথবা জ্ঞানগত ভাবে শুদ্ধ হয়। محذوف-কে এ জন্য মানা হয়, যাতে আভিধানিকভাবে বাক্যটি শুদ্ধ হয়। مقتضى-কে এ জন্য মানা হয়, যাতে বাক্য ধর্মীয় ও জ্ঞানগত ভাবে সহীহ হয়।

وَلٰكِنَّا نَقُوْلُ الْقَبُوْلُ رُكْنٌ فِىْ بَابِ الْبَيْعِ فَإِذَا اَثْبَتْنَا الْبَيْعَ اِقْتِضَاءً اَثْبَتْنَا الْقَبُوْلَ ضَرُوْرَةً بِخِلَافِ الْقَبْضِ فِىْ بَابِ الْهِبَةِ فَإِنَّهٗ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِى الْهِبَةِ لِيَكُوْنَ الْحُكْمُ بِالْهِبَةِ بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ حُكْمًا بِالْقَبْضِ وَحُكْمُ الْمُقْتَضٰى اَنَّهٗ يَثْبُتُ بِطَرِيْقِ الضَّرُوْرَةِ فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ وَلِهٰذَا قُلْنَا اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَنَوٰى بِهِ الثَّلٰثَ لَايَصِحُّ لِاَنَّ الطَّلَاقَ يُقَدَّرُ مَذْكُوْرًا بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ وَالضَّرُوْرَةُ تَرْتَفِعُ بِالْوَاحِدِ فَيُقَدَّرُ مَذْكُوْرًا فِىْ حَقِّ الْوَاحِدِ وَعَلٰى هٰذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِىْ قَوْلِهٖ اِنْ اَكَلْتَ وَنَوٰى بِهٖ طَعَامًا دُوْنَ طَعَامٍ لَايَصِحُّ لِاَنَّ الْاَكْلَ يَقْتَضِىْ طَعَامًا فَكَانَ ذٰلِكَ ثَابِتًا بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ وَالضَّرُوْرَةُ تَرْتَفِعُ بِالْفَرْدِ الْمُطْلَقِ وَلَاتَخْصِيْصَ فِى الْفَرْدِ الْمُطْلَقِ لِاَنَّ التَّخْصِيْصَ يَعْتَمِدُ الْعُمُوْمَ وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ اِعْتَدِّىْ وَنَوٰى بِهِ الطَّلَاقَ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ اِقْتِضَاءً لِاَنَّ الْاِعْتِدَادَ يَقْتَضِىْ وُجُوْدَ الطَّلَاقِ فَيُقَدَّرُ الطَّلَاقُ مَوْجُوْدًا ضَرُوْرَةً وَلِهٰذَا كَانَ الْوَاقِعُ بِهٖ رَجْعِيًّا لِاَنَّ صِفَةَ الْبَيْنُوْنَةِ زَائِدَةٌ عَلٰى قَدْرِ الضَّرُوْرَةِ فَلَا يَثْبُتُ بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ وَلَا يَقَعُ اِلَّا وَاحِدٌ لِمَا ذَكَرْنَا .

শাব্দিক অনুবাদ ঃ وَلٰكِنْ نَقُوْلُ কিন্তু আমরা বলি اَلْقَبُوْلُ সমর্থন করা رُكْنٌ রোকন (অপরিহার্য অঙ্গ) فِىْ بَابِ اِقْتِضَاءً ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে فَإِذَا اَثْبَتْنَا الْبَيْعَ অতঃপর যখন আমরা ক্রয়-বিক্রয়কে সাব্যস্ত করেছি الْبَيْعِ (নসের) চাহিদা হিসেবে اَثْبَتْنَا الْقَبُوْلَ (তখন) আমরা কবুল (সম্মতি) কে সাব্যস্ত করেছি ضَرُوْرَةً আবশ্যকীয় হিসেবে بِخِلَافِ الْقَبْضِ হস্তগত করার বিপরীত فِىْ بَابِ الْهِبَةِ হেবার ক্ষেত্রে فَإِنَّهٗ কেননা তা لَيْسَ بِرُكْنٍ রোকন নয় فِى الْهِبَةِ হেবার মধ্যে لِيَكُوْنَ الْحُكْمُ بِالْهِبَةِ যাতে হেবার হুকুম হয় بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ প্রাসঙ্গিকভাবে حُكْمًا بِالْقَبْضِ হস্তগত করার হুকুম হিসেবে وَحُكْمُ الْمُقْتَضٰى ইকতেয়াযুন নসের হুকুম (এই যে,) اَنَّهٗ নিশ্চয় তা يَثْبُتُ সাব্যস্ত হয় بِطَرِيْقِ الضَّرُوْرَةِ প্রয়োজন অনুসারে فَيُقَدَّرُ অতঃপর নির্ধারিত হবে بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ প্রয়োজন অনুযায়ী وَلِهٰذَا আর এ কারণে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলেছি اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক وَنَوٰى بِهِ الثَّلٰثَ এবং-এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়ম করে لَايَصِحُّ এ নিয়ত শুদ্ধ হবে না لِاَنَّ الطَّلَاقَ কেননা তালাক শব্দটি يُقَدَّرُ নির্ধারিত করা হয় مَذْكُوْرًا উল্লেখিত (ভাষ্য) بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ প্রাসঙ্গিকভাবে হিসেবে فَيُقَدَّرُ অতঃপর নির্ধারিত হবে بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ প্রয়োজন অনুপাতে وَالضَّرُوْرَةُ এবং প্রয়োজন تَرْتَفِعُ মিটে যায় بِالْوَاحِدِ এক তালাকের দ্বারা فَيُقَدَّرُ অতঃপর নির্ধারিত হবে مَذْكُوْرًا উল্লেখিত (ভাষ্য) فِىْ حَقِّ الْوَاحِدِ এক তালাকের ক্ষেত্রে وَعَلٰى هٰذَا আর এ নীতির ওপর ভিত্তি করে يُخَرَّجُ বের হয় الْحُكْمُ হুকুম فِىْ قَوْلِهٖ তার (কারো) উক্তিতে اِنْ اَكَلْتَ যদি আমি

ভঙ্গ করি وَنَوٰى بِهٖ এবং এর দ্বারা নিয়ত করে طَعَامًا কোন জিনিস খাওয়ার دُوْنَ طَعَامٍ কোনো কোনো খাদ্য ব্যতীত لَا يَصِحُّ এ নিয়ত শুদ্ধ হবে না لِاَنَّ الْاَكْلَ কেননা ভক্ষণ করা يَقْتَضِىْ طَعَامًا খাওয়ার জিনিসকে কামনা করে فَكَانَا ذٰلِكَ ثَابِتًا অতঃপর ইহা সাব্যস্ত হবে بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ কামনা হিসেবে فَيُقَدَّرُ অতঃপর নির্ধারিত হবে بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ প্রয়োজন অনুযায়ী وَالضَّرُوْرَةُ আর প্রয়োজন تَرْتَفِعُ নিবৃত হয় الْفَرْدُ الْمُطْلَقُ (খাবার জাতীয়) যে কোন জিনিসের দ্বারা وَلَا تَخْصِيْصَ فِى الْفَرْدِ الْمُطْلَقِ যে জিনিসের মধ্যে খাস করা যাবে না لِاَنَّ التَّخْصِيْصَ কেননা খাস করা يَعْتَمِدُ الْعُمُوْمَ ব্যাপকতার ওপর নির্ভরশীল وَلَوْ قَالَ আর যদি কেউ (স্ত্রীকে) বলে بَعْدَ الدُّخُوْلِ সঙ্গমের পরে اِعْتَدِّىْ তুমি ইদ্দত পালন কর وَنَوٰى بِهِ الطَّلَاقَ আর এর দ্বারা তালাকের নিয়ত করে فَيَقَعُ الطَّلَاقُ তবে তালাক পতিত হবে اِقْتِضَاءً ভাষ্যের চাহিদা অনুযায়ী لِاَنَّ الْاِعْتِدَادَ কেননা ইদ্দত পালন করা يَقْتَضِىْ কামনা করে وُجُوْدَ الطَّلَاقِ তালাক পাওয়া যাওয়াকে فَيُقَدَّرُ الطَّلَاقُ অতঃপর তালাক নির্দিষ্ট হবে مَوْجُوْدًا বিদ্যমান হিসেবে ضَرُوْرَةً আবশ্যকীয় হিসেবে وَلِهٰذَا আর এ কারণে كَانَ الْوَاقِعُ بِهٖ رَجْعِيًّا এর দ্বারা রেজয়ী তালাক পতিত হবে لِاَنَّ صِفَةَ الْبَيْنُوْنَةِ কেননা বিচ্ছিন্নের গুণ زَائِدَةٌ অতিরিক্ত عَلٰى قَدْرِ الضَّرُوْرَةِ প্রয়োজনের পরিমাণের ওপর فَلَا يَثْبُتُ সুতরাং তা সাব্যস্ত হবে না بِطَرِيْقِ الْاِقْتِضَاءِ চাহিদা হিসেবে وَلَا يَقَعُ اِلَّا وَاحِدٌ কেবল এক তালাক পতিত হবে لِمَا ذَكَرْنَا যা আমরা উল্লেখ করেছি।

<u>সরল অনুবাদ :</u> কিন্তু আমরা হানাফীগণ বলি যে, قبول বা সম্মতি বেচাকেনার মধ্যে একটি ركن বা অপরিহার্য অঙ্গ। আর যখন আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে বিক্রয়কে সম্পন্ন বলে সাব্যস্ত করেছি, তখন সম্মতিকেও প্রাসঙ্গিকভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। এটা হিবার ক্ষেত্রে قبض-এর বিপরীত। কেননা, এই قبض – هبة বা দানের ক্ষেত্রে ركن নয় যে, প্রাসঙ্গিকভাবে দানের বিধান হওয়ার কারণে قبض -এর বিধান হয়ে যাবে।

اقتضاء النص -এর حكم হলো, তা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহৃত হবে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নির্ধারণ করা হবে। এ জন্য আমরা হানাফীগণ বলেছি যে, যখন স্বামী স্ত্রীকে বলবে যে, তুমি তালাক প্রাপ্তা। আর তা দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করল, এতে তার নিয়ত সহীহ হবে না। কেননা, স্বামীর উক্ত কথায় তালাক শব্দটি প্রাসঙ্গিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং তার জন্য যে পরিমাণ দরকার সে পরিমাণই নির্ধারিত হবে। অতএব, এখানে এক তালাকের দ্বারা প্রয়োজন মিটে যায়। সুতরাং তালাক শব্দ দ্বারা এক তালাকই নির্ধারিত হবে। এ মূলনীতির সূত্র অনুযায়ী এ হুকুমটিও নির্গত হচ্ছে যে, যদি কেউ বলে, আমি যদি খাই তবে এরূ'! হবে। এটা বলে অন্য কোনো জিনিস খাওয়ার নিয়ত করে, তবে তার নিয়ত সহীহ হবে না। কেননা, খাবো শব্দটি প্রাসঙ্গিকভাবে যে-কোনো খাবারকে বুঝায়। অতএব, প্রাসঙ্গিকভাবে যে-কোনো ধরনের খাবার ধরে নেওয়া হবে। আর খাবার জাতীয় যে-কোনো জিনিস খেলে এর প্রয়োজনীয়তা মিটে যাবে। এতে নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, নির্দিষ্ট করার জন্য عام শর্ত, অথচ এখানে اقتضاء النص -এর জন্য عام সাব্যস্ত হয়নি। আর সহবাসকৃতা স্ত্রীকে যদি اعتدى (ইদ্দত পালন কর।) বলে তালাকের নিয়ত করে, তবে প্রাসঙ্গিকভাবে চাহিদা অনুযায়ী তালাক পতিত হবে। কেননা, ইদ্দত পালন করার জন্য তালাকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং তা প্রয়োজন অনুযায়ী তালাক নির্ধারিত হবে। তাই اعتدى বলে তালাকের নিয়ত করলে তালাকে রজয়ী পতিত হবে। কেননা, তালাকে বায়েন হওয়ার বিশেষণটি প্রয়োজনের অধিক। সুতরাং বিশেষণটি আনুসাঙ্গিকভাবে সাব্যস্ত হবে না এবং এক তালাকের অধিক পতিত হবে না, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ نَقُوْلُ الْقَبُوْلُ رُكْنُ الخ-এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) بيع -কে কবুল করা ও هبة-কে قبضه করার বিশ্লেষণ করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) قبول - بيع -এর মতো هبه - قبضه-কেও আনুষঙ্গিকরূপে স্বীকার করেন। এ ছাড়া অন্যান্য হানাফীগণ বলেন— قبول - بيع আর هبه - قبضة-এর মধ্যে পার্থক্য আছে। কেননা, بيع -এর মধ্যে قبول হলো ركن আর هبه -এর মধ্যে قبضه টা ركن নয়। সুতরাং যে بيع আনুষঙ্গিকভাবে কার্যকর হবে, এর قبول ও আনুষঙ্গিকভাবে কার্যকর হওয়ার দ্বারা এ কথা বাঞ্ছনীয় হয় না যে, যে هبه আনুষঙ্গিকভাবে সাব্যস্ত হয়, তার قبول ও আনুষঙ্গিকভাবে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তরফাইন তথা আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, اَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّىْ بِغَيْرِ شَيْئٍ -এর অবস্থায় যদি সম্বোধনকৃত ব্যক্তি তার নিজ গোলাম আযাদ করে, তাহলে এ আযাদ করা বক্তার পক্ষ হতে সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এমতাবস্থায় গোলামের ওপর قبضه না হওয়ার কারণে যে هبه আনুষঙ্গিকভাবে সাব্যস্ত হয়েছে, তা মালিকানার জন্য যথেষ্ট নয় এবং মালিকানা বিহীনের আযাদ করা সহীহ নয়। সুতরাং এ আযাদ করা مخاطب তথা সম্বোধনকৃত ব্যক্তির পথ হতে হবে। আর আনুষঙ্গিকের হুকুম প্রয়োজন অনুপাতে হয়ে থাকে। সুতরাং যার اقتضاء করা হয়েছে তা প্রয়োজন অনুপাতে নির্ধারণ হবে। এ নীতির ভিত্তিতে আমরা বলি যে, যে ব্যক্তি انت طالق বলে তিন তালাকের নিয়ত করে, তখন নিয়ত সহীহ হবে না। কেননা, এ উক্তিতে طلاق শব্দ আনুষঙ্গিকভাবে মানা হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে এক তালাক মানলেই প্রয়োজন মিটে যায়।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১. نص কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ লিখ। (দাঃ পঃ ১৯৮৫,'৮৮ইং)

২. متعلقات نصوص কয়টি ও কি কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩. عبارة النص ও اشارة النص -এর পরিচয় উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪. دلالة النص-এর পরিচয় উহার হুকুমসহ লিখ। এবং এর ওপর ভিত্তি করে যে খণ্ড মাসআলা নির্গত হয় তা বর্ণনা কর।

৫. اقتضاء النص কাকে বলে? উহার হুকুম কি? এর ওপর ভিত্তি করে কি খণ্ড মাসআলা নির্গত হয় বিশদভাবে বর্ণনা কর।

فَصْلٌ فِى الْاَمْرِ : اَلْاَمْرُ فِى اللُّغَةِ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهِ اِفْعَلْ وَفِى الشَّرْعِ تَصَرُّفُ اِلْزَامِ الْفِعْلِ عَلَى الْغَيْرِ وَذَكَرَ بَعْضُ الْاَئِمَّةِ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْاَمْرِ يَخْتَصُّ بِهٰذِهِ الصِّيْغَةِ وَاسْتَحَالَ اَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ اَنَّ حَقِيْقَةَ الْاَمْرِ يَخْتَصُّ بِهٰذِهِ الصِّيْغَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى مُتَكَلِّمٌ فِى الْاَزَلِ عِنْدَنَا وَكَلَامُهُ اَمْرٌ وَ نَهْىٌ وَاِخْبَارٌ وَاِسْتِخْبَارٌ وَاسْتَحَالَ وُجُوْدُ هٰذِهِ الصِّيْغَةِ فِى الْاَزَلِ وَاسْتَحَالَ اَيْضًا اَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْاَمْرِ لِلْاٰمِرِ يَخْتَصُّ بِهٰذِهِ الصِّيْغَةِ فَاِنَّ الْمُرَادَ لِلشَّارِعِ بِالْاَمْرِ وُجُوْبُ الْفِعْلِ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ مَعْنَى الْاِبْتِلَاءِ عِنْدَنَا وَقَدْ ثَبَتَ الْوُجُوْبُ بِدُوْنِ هٰذِهِ الصِّيْغَةِ اَلَيْسَ اَنَّهُ وَجَبَ الْاِيْمَانُ عَلٰى مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ بِدُوْنِ وُرُوْدِ السَّمْعِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْاَمْرُ فِى اللُّغَةِ আমর আভিধানিক অর্থে قَوْلُ الْقَائِلِ কোনো বক্তার বক্তব্য لِغَيْرِهِ অন্যকে اِفْعَلْ তুমি কর وَفِى الشَّرْعِ আর পারিভাষিক অর্থে تَصَرُّفُ اِلْزَامِ الْفِعْلِ কাজের আবশ্যকতা প্রয়োগ করা عَلَى الْغَيْرِ অন্যের ওপর وَذَكَرَ بَعْضُ الْاَئِمَّةِ কোনো কোনো ইমাম বলেছেন اَنَّ الْمُرَادَ بِالْاَمْرِ নিশ্চয় আমর দ্বারা উদ্দেশ্য يَخْتَصُّ নির্দিষ্ট بِهٰذِهِ الصِّيْغَةِ এ সীগার সাথে وَاسْتَحَالَ আর অসম্ভব। (যে,) اَنْ يَكُوْنَ مَعْنَاهُ তার অর্থ হওয়া اَنَّ حَقِيْقَةَ الْاَمْرِ নিশ্চয় আমরের হাকীকত يَخْتَصُّ নির্দিষ্ট بِهٰذِهِ الصِّيْغَةِ এ সীগার সাথে فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى কেননা, আল্লাহ তা'আলা مُتَكَلِّمٌ বক্তা فِى الْاَزَلِ সৃষ্টির অনাদিকালে عِنْدَنَا আমাদের (হানাফীদের মতে) وَكَلَامُهُ এবং তার বাণী (হলো) اَمْرٌ আদেশ وَنَهْىٌ নিষেধ وَاِخْبَارٌ সংবাদ প্রদান وَاِسْتِخْبَارٌ এবং সংবাদ আদান (ইত্যাদি)। وَاسْتَحَالَ এবং অসম্ভব وُجُوْدُ هٰذِهِ الصِّيْغَةِ এ সীগাহ পাওয়া যাওয়া فِى الْاَزَلِ অনাদিকালে وَاسْتَحَالَ اَيْضًا এবং এটা অসম্ভব ان يكون معناه তার অর্থ হওয়া (যে,) اَنَّ الْمُرَادَ নিশ্চয় উদ্দেশ্য بِالْاَمْرِ আমর দ্বারা لِلْاٰمِرِ আদেশদাতার يَخْتَصُّ নির্দিষ্ট بِهٰذِهِ الصِّيْغَةِ এ সীগার সাথে فَاِنَّ الْمُرَادَ কেননা উদ্দেশ্য لِلشَّارِعِ শরিয়ত প্রবক্তার بِالْاَمْرِ আমরা দ্বারা وُجُوْبُ الْفِعْلِ কাজটি আবশ্যক হওয়া عَلَى الْعَبْدِ বান্দার ওপর وَهُوَ আর ইহা مَعْنَى الْاِبْتِلَاءِ পরীক্ষার অর্থ عِنْدَنَا আমাদের (হানাফীদের মতে) وَقَدْ ثَبَتَ الْوُجُوْبُ এবং অবশ্য তা সাব্যস্ত হয়েছে بِدُوْنِ هٰذِهِ الصِّيْغَةِ এ সীগাহ ব্যতীত اَلَيْسَ ইহা নয় কি اَنَّهُ নিশ্চয় وَجَبَ الْاِيْمَانُ ঈমান আনা ওয়াজিব عَلٰى (ঐ ব্যক্তির) ওপর مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ যার কাছে দাওয়াত পৌঁছে নি بِدُوْنِ وُرُوْدِ السَّمْعِ দাওয়াতের বাণী শ্রবণ করা ব্যতীত।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : আমর প্রসঙ্গে : আমরের আভিধানিক অর্থ হলো— বক্তার অন্যকে افعل (কর) সম্বোধন করা। শরিয়তের পরিভাষায় অন্যের ওপর কোনো কাজ অবশ্য করণীয়রূপে চাপিয়ে দেওয়া।

কোনো কোনো ইমাম উল্লেখ করেছেন যে, আমরের উদ্দেশ্য افعل সীগাহর সাথে নির্দিষ্ট। (গ্রন্থকার উত্তরে বলেন) এ উক্তির এ অর্থ হওয়া অসম্ভব যে, আমরের মূল তত্ত্ব এ সীগাহ বা শব্দের সাথে নির্দিষ্ট। কেননা, আমাদের (হানাফীদের) মতে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির অনাদিকালেও কথা বলেছেন। আর তাঁর কথার মধ্যে আমর (আদেশ), নাহী (নিষেধ), ইখবার (সংবাদ প্রদান), ইসতিখবার (সংবাদ আদান) ইত্যাদি ছিল। অথচ অনাদিকালে এ শব্দটির অস্তিত্ব ছিল অসম্ভব। আর এ অর্থ হওয়াও অসম্ভব যে, আমর (আদেশ) দ্বারা আমর (আদেশদাতা)-এর উদ্দেশ্য এই (افعل) শব্দের সাথেই নির্দিষ্ট হবে। কেননা, আমর দ্বারা শরিয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য হলো বান্দার ওপর কার্যটিকে অবশ্য করণীয়রূপে চাপিয়ে দেওয়া, যাকে আমাদের (হানাফী) আলিমগণ ইবতিলা (পরীক্ষা) বলে থাকেন। আর এই افعل শব্দ ছাড়াও বান্দার উপর কার্য চাপিয়ে দেয়ার প্রমাণ রয়েছে। যেমন— যার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি তার পক্ষে কি দাওয়াত শ্রবণ করা ব্যতীতই ঈমান গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ فِى الْاَمْرِ -এর আলোচনা :

امر-এ বর্ণনা পৃথকভাবে আনার কারণ : আমর ও নাহী উভয়টিই খাসের অন্তর্গত। এ হিসেবে এতদুভয়ের আলোচনা খাসের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হওয়াই সমীচীন ছিল। যেহেতু শরিয়তের অধিকাংশ মাসআলা এ দুয়ের ওপর নির্ভরশীল, তাই শরিয়তের বিধানে এগুলির গুরুত্বও সর্বাধিক। এ গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থকার এতদুভয়ের আলোচনা খাসের অন্যান্য আলোচনা হতে পৃথক করেছেন।

امر -এর পরিচয় : আমরের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়া আল্লামা শাশী (র.) বলেন—قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهٖ "افعل" "বক্তা কর্তৃক অপরকে افعل (কর) বলে সম্বোধন করা।" অর্থাৎ, এমন শব্দ ব্যবহার করা, যাতে কর্মের আদেশ হবে।

আর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন— تَصَرُّفُ اِلْزَامِ الْفِعْلِ عَلَى الْغَيْرِ অপরের উপর কোনো কাজ অবশ্য করণীয়রূপে চাপিয়ে দেওয়া।

মানার গ্রন্থকার আল্লামা আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ নসফী (র.) আমরের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন— اَلْاَمْرُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لِغَيْرِهٖ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ "اِفْعَلْ" "আমরের অর্থ হলো, বক্তা কর্তৃক নিজেকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন মনে করে অপরকে افعل বলে সম্বোধন করা।" অর্থাৎ, আজ্ঞাসূচক শব্দ দ্বারা অপরের উপর কোনো কাজ অবশ্য করণীয়রূপে চাপিয়ে দেওয়া।

امر -এর فوائد قيود : গ্রন্থকার আমরের সংজ্ঞায় قول শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটা মাসদার যা ইসমে মাফঊল তথা مقول অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, আমরও শব্দেরই একটি অন্যতম প্রকার। এ قول শব্দটি জিনস বা জাতি বাচক। ইহা অর্থহীন ও অর্থবহ যাবতীয় শব্দকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর لغيره শর্ত দ্বারা ঐ সমস্ত শব্দ বাদ পড়ে গেছে যা বক্তার নিজের জন্য হয়ে থাকে। যেমন— وَلِنَسْمَعْ كَلَامَكُمْ কেননা, এখানে বক্তা নিজেকে সম্বোধন করেছেন। এর দ্বারা অন্যকে সম্বোধন করা উদ্দেশ্য নয়। আর قول القائل দ্বারা রাসূল ﷺ -এর কর্ম আমরের সংজ্ঞা হতে বাদ পড়ছে। আর افعل -এর উল্লেখ দ্বারা আমরের সংজ্ঞা হতে নাহী ও আমরের গায়েবের যাবতীয় শব্দ বাদ পড়েছে।

আমরের পারিভাষিক সংজ্ঞার ওপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তাহলো, অনুকরণীয় কোনো ব্যক্তি যদি কাউকেও সম্বোধন করে বলেন— اَوْجَبْتُ لَكَ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا তবে তার এ উক্তি দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির ওপর কার্যটি সম্পাদন করা অবশ্য করণীয়রূপে চাপিয়ে দেওয়া হয়, অথচ ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে তাকে আমর বলা হয় না।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর হলো, কারো উপর কোনো কাজ অবশ্য করণীয়রূপে চাপিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো افعل শব্দ দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া। তখনই ইহা আমর হবে, অন্যথায় নয়। কেননা, আভিধানিক অর্থ দৃষ্টেই শরয়ী অর্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَذَكَرَ بَعْضُ الْاَئِمَّةِ الخ-এর আলোচনা : এখানে মুসান্নিফ (র.) امر -এর উদ্দেশ্য সীগাহ -এর সাথে নির্দিষ্ট কিনা? এ ব্যাপারে যে মতানৈক্য রয়েছে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। আমরের উদ্দেশ্য হলো وجوب বা বাধ্যতামূলক করা। তবে ইহা আমরের সীগার সাথে নির্দিষ্ট কিনা এ ব্যাপারে উসূল শাস্ত্রবিদদের মতভেদ রয়েছে। ইমাম ফখরুল ইসলাম বযদবী ও শামসুল আইম্মা সারাখ্সী (রহঃ)-এর মতে, আমরের উদ্দেশ্য সীগার সাথে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ, কর, যাও, খাও, দৌড়াও ইত্যাদি নির্দেশসূচক ক্রিয়ার সাথে আমরের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট।

গ্রন্থকার উক্ত ইমামদ্বয়ের মতামত উপেক্ষা করেননি; তবে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, আমরের উদ্দেশ্য সীগার সাথে নির্দিষ্ট এ কথার অর্থ যদি এই করা হয় যে, حقيقة الامر তথা طلب الفعل সীগার সাথে নির্দিষ্ট, তবে তা ঠিক হবে না। কেননা, হানাফীদের মতে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির অনাদিতেও কথা বলেছেন; আর তখনও তাঁর কথায় আমর, নাহী ইত্যাদি ছিল, অথচ তখন শব্দের অস্তিত্বই ছিল না। কারণ, শব্দ ও বর্ণ তো সৃষ্ট। পরবর্তীকালে এর অস্তিত্ব প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং কিভাবে আমরের উদ্দেশ্য সীগার সাথে নির্দিষ্ট হতে পারে।

আর যদি এ অর্থ করা হয় যে, আদেশদাতার উদ্দেশ্য সীগার সাথে নির্দিষ্ট, তবে তাও ঠিক হবে না। কেননা, আমর দ্বারা শরিয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য হলো, বান্দার উপর কোনো কার্য অবশ্য করণীয়রূপে চাপিয়ে দেওয়া। আর বান্দার ওপর কোনো কার্য চাপিয়ে দেয়া افعل সীগার সাথে নির্দিষ্ট হওয়া অসম্ভব। কেননা, পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি যদি থাকে, যার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, তবে তার অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার ভিত্তিতে আল্লাহর একত্বের ওপর ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য হবে। অথচ আমরের সীগাহ তার কোনো ব্যবহার করা হয়নি। অতএব, বুঝা গেল যে, কোনো কার্য

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ لَوْ لَمْ يَبْعَثِ اللّٰهُ رَسُوْلًا لَوَجَبَ عَلَى الْعُقَلَاءِ مَعْرِفَتُهٗ بِعُقُوْلِهِمْ فَيُجْعَلُ ذٰلِكَ عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَ بِالْاَمْرِ يَخْتَصُّ بِهٰذِهِ الصِّيْغَةِ فِىْ حَقِّ الْعَبْدِ فِى الشَّرْعِيَّاتِ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ فِعْلُ الرَّسُوْلِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهٖ اِفْعَلُوْا وَلَا يَلْزَمُ اِعْتِقَادُ الْوُجُوْبِ بِهٖ وَالْمُتَابَعَةُ فِىْ اَفْعَالِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّمَا تَجِبُ عِنْدَ الْمُوَاظَبَةِ وَانْتِفَاءِ دَلِيْلِ الْاِخْتِصَاصِ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন لَوْ لَمْ يَبْعَثِ اللّٰهُ تَعَالٰى رَسُوْلًا আল্লাহ তা'আলা রাসূল প্রেরণ না করতেন لَوَجَبَ অবশ্যই ওয়াজিব হতো عَلَى الْعُقَلَاءِ জ্ঞানীদের ওপর مَعْرِفَتُهٗ তাঁর পরিচয় লাভ করা بِعُقُوْلِهِمْ তাদের বিবেক দ্বারা فَيُحْمَلُ ذٰلِكَ অতঃপর উহা প্রয়োগ করা হবে عَلٰى এ কথার ওপর যে, اَنَّ الْمُرَادَ নিশ্চয় উদ্দেশ্য بِالْاَمْرِ আমর দ্বারা يَخْتَصُّ নির্দিষ্ট بِهٰذِهِ الصِّيْغَةِ এ সীগার সাথে فِىْ حَقِّ الْعَبْدِ বান্দার ক্ষেত্রে فِى الشَّرْعِيَّاتِ শরিয়তের বিধানে حَتّٰى এমনকি لَا يَكُوْنَ হবে না فِعْلُ الرَّسُوْلِ রাসূল ﷺ-এর কাজ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهٖ اِفْعَلُوْا তার উক্তি اِفْعَلُوْا-এর সমপর্যায়ের وَلَا يَلْزَمُ এবং জরুরি নয় اِعْتِقَادُ الْوُجُوْدِ بِهٖ তা করণীয় হিসেবে বিশ্বাস করা وَالْمُتَابَعَةُ এবং অনুকরণ করা فِىْ اَفْعَالِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ-এর কার্যাবলিতে اِنَّمَا নিশ্চয় تَجِبُ ওয়াজিব عِنْدَ الْمُوَاظَبَةِ সর্বদা করার সময় وَانْتِفَاءُ دَلِيْلِ الْاِخْتِصَاصِ এবং খাসের দালল নিষিদ্ধের সময়।

সরল অনুবাদ : ইমাম আবূ হানিফা (র.) বলেছেন— আল্লাহ তা'আলা যদি রাসূল না পাঠাতেন তাহলেও প্রত্যেক জ্ঞানী লোকের উপ স্ব স্ব জ্ঞান দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অবশ্য কর্তব্য হতো। অতএব, কোনো কোনো ইমামের যে উক্তি "আমরের উদ্দেশ্য সীগার সাথে নির্দিষ্ট" এটা বান্দার ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধানের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে। এমনকি রাসূল ﷺ -এর কাজ তাঁর কথা "তোমরা কর"-এর সমপর্যায়ে হবে না। রাসূলের ﷺ কাজকে অবশ্য করণীয় হিসেবে বিশ্বাস করাও জরুরি নয়। আর রাসূলের ﷺ অনুকরণ তখনই কর্তব্য হবে, যখন প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, তিনি ঐ কাজ সর্বদা করেছেন এবং রাসূলের ﷺ জন্য ঐ কার্য নির্দিষ্ট ছিল না জানা যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ لَوْلَمْ الخ-এর আলোচনা : এখানে গ্রন্থকার امر -এর উদ্দেশ্য যে, সীগাহ -এর সাথে নির্দিষ্ট নয় এরং প্রমাণ দেওয়ার জন্য তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উক্তিটি নকল করেছেন। যদি পাহাড়ের চূড়ায়, নির্জন দ্বীপে, মরুদ্যানে অনুরূপভাবে সাধারণ মানব সমাজ হতে আলাদা কোনো স্থানে কোনো লোক থাকে অথবা এমন বধির হয় যার নিকট ইসলামের দাওয়াত একেবারেই না পৌঁছায় এবং জীবনে ইসলামের কথা শুনতে না পায়, তার সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফার (র.) মত হলো, তার মস্তিষ্ক এবং জ্ঞান-বুদ্ধি থাকলে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে তার বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য। আর মু'তাযিলাদের মতে, তার চিন্তা-গবেষণা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ না থাকলেও শুধু বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাই আল্লাহর পরিচয় অর্জন করা কর্তব্য। আর আশায়েরাদের মতে, আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন তার কর্তব্য নয়। কেননা, প্রত্যেক কাজের 'হাসান' বা 'কাবীহ' (ভালোমন্দ) হওয়া শরিয়তের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং আল্লাহকে চেনা যে, 'হাসান' ইহা ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছার কারণে তার ওপর ওয়াজিব হবে না। কেননা, আল্লাহ সম্বন্ধে ধারণার সৌন্দর্য শরিয়তের ওপরই নির্ভরশীল হবে। আর যার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি সে আল্লাহর ধারণা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কাজেই আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা তার ওপর ওয়াজিব নয়।

এখানে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, ইমাম সাহেবের মাযহাব আল্লাহর বাণীর সরাসরি বিরোধী। যেখানে আল্লাহ বলেছেন— وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ইহার জবাব হলো, এ আয়াত দ্বারা আহকাম উদ্দেশ্য অর্থাৎ, ঈমান ছাড়া অন্য আহকাম -এর জন্য নবী পাঠানো ব্যতিরেকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন না।

قَوْلُهُ فَيُجْعَلُ ذٰلِكَ عَلٰى اَنَّ الْمُرَادَ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বাযদুবী ও সারাখসী -এর উক্তির সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন। তাহলো—

প্রকাশ থাকে যে, بعض ائمه -এর উক্তির যথাযথ প্রয়োগ হলো. ঈমান ব্যতীত অন্যান্য আহ্কামে শরীয়ার ওয়াজিব হওয়ার জন্য صيغه افعل আবশ্যক। ঈমানের ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এ افعل শব্দের প্রয়োজন নেই। শুধু জ্ঞান চর্চা, গবেষণা ইত্যাদি وجوب ايمان -এর জন্য যথেষ্ট। এমনকি আহ্কামের শরীয়ার ওয়াজিব হওয়া افعل -এর ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সে فعل দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে না রাসূলুল্লাহ ﷺ যার ওপর مداومت তথা সর্বদা আমল করেননি, অথবা কাজটি এমন যা নবী কারীম ﷺ -এর জন্য নির্দিষ্ট।

তবে নবী কারীম ﷺ-এর ঐ فعل -এর অনুসরণ উম্মতের ওপর ওয়াজিব হবে, যার ব্যাপারে নবী কারীম ﷺ -এর مداومت পাওয়া যায় এবং তা নবী কারীম ﷺ -এর জন্য خاص ও নয়। কেননা, নবী কারীম (সাঃ)-এর مداومت এটা আলোচ্য فعل -এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার امر আছে বলে প্রমাণ করে। এতে প্রতীয়মান হলো যে, وجوف فعل এটা امر خداوندى দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, مداومت رسول দ্বারা নয়।

قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُوَاظَبَةِ الخ-এর আলোচনা :

এখানে فعل الرسول বা মহানবী (সাঃ)-এর কর্ম আমাদের (উম্মতের) ওপর ওয়াজিব কিনা এ বিষয়টি এখানে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

فعل رسول -এর وجوب -এর ব্যাপারে হানাফীদের ওপর শাফেয়ীদের আপত্তি ও উহার উত্তর :

নবী কারীম ﷺ -এর فعل উম্মতের ওপর ওয়াজিব কিনা এ ব্যাপারে আহনাফ এবং শাফিয়ীদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে—

আহ্নাফের মতে, যে فعل নবী কারীম ﷺ হতে مداومت -এর সাথে প্রকাশ পায়নি, অথবা যে فعل নবী কারীম ﷺ -এর সাথে خاص না হওয়া জানা যায়নি তা উম্মতের ওপর ওয়াজিব হবে না।

ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর কোনো কোনো সঙ্গী এবং ইমাম মালিক (র.) বলেন যে, নবী কারীম ﷺ -এর فعل দ্বারাও ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। তাঁরা প্রমাণ হিসেবে নবী কারীম ﷺ-এর ইরশাদ— صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ-কে পেশ করেন। তথা এ উক্তি দ্বারা নবী কারীম ﷺ তাঁর فعل -এর অনুসরণকে ওয়াজিব করেছেন।

আমরা হানাফীগণ এর উত্তরে বলি যে, এখানে নবী কারীম ﷺ -এর فعل দ্বারা متابعت তথা অনুসরণ ওয়াজিব হয়নি; বরং নবী কারীম ﷺ -এর উক্তি صلوا -এর কারণে ওয়াজিব হয়েছে। তা ছাড়া আহনাফ আবূ দাউদের হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেন। হাদীসের বিবরণ হলো, আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে, একবার নবী কারীম ﷺ সালাতরত অবস্থায় জুতা খুলে ফেললেন। ইহা দেখে সাহাবীগণও সালাতের মধ্যে জুতা খুলে ফেললেন। সালাত শেষে নবী কারীম ﷺ সাহাবীদেরকে সালাতের ভিতর জুতা খুলে ফেলার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, আপনি সালাতে জুতা খুলেছেন, আর আপনার দেখা দেখি আমরাও সালাতে জুতা খুলে ফেলেছি। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, সালতের মধ্যে হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে আমাকে অবহিত করল যে, আপনার জুতায় নাপাকি আছে, তাই আমি জুতা খুলেছি। অর্থাৎ, নবী কারীম ﷺ সাহাবীদেরকে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, আপনাদের জুতা খোলার কোন ব্যাপার ছিল না। তা আমার বিশেষ ব্যাপার ছিল।

অতএব, যখন তোমরা মসজিদে আসবে, তখন উচিত যে, নিজের জুতাগুলি দেখে নেওয়া। যদি নাপাকি থাকে, তখন পরিষ্কার করে নেবে এবং সালাত পড়বে।

এতে প্রতীয়মান হলো যে, শুধু فعل অনুসরণ ওয়াজিব করে না। ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য قول অথবা فعل ঐরূপ হওয়া আবশ্যক যার ওপর নবী কারীম ﷺ -এর مداومت আছে এবং فعل টি নবী কারীম ﷺ-এর জন্য خاص ও নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১. امر -এর সংজ্ঞা দাও। এবং امر -এর হুকুম কি? وجوب امر শব্দের সাথে নির্দিষ্ট কিনা? এ ব্যাপারে ইমামদের মতামত লিখ।

২. فعل الرسول বা মহানবী ﷺ -এর কর্ম উম্মতের ওপর ওয়াজিব কিনা? ইমামদের মতভেদসহ বিস্তারিত আলোচনা কর।

فَصْلٌ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِى الْاَمْرِ الْمُطْلَقِ اَىْ اَلْمُجَرَّدِ عَنِ الْقَرِيْنَةِ الدَّالَّةِ عَلَى اللُّزُوْمِ وَعَدَمِ اللُّزُوْمِ نَحْوُ قَوْلَهُ تَعَالَى "وَاِذَاقُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ" وَقَوْلَهُ تَعَالَى "وَلَاتَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ" وَالصَّحِيْحُ مِنَ الْمَذْهَبِ اَنَّ مُوْجِبَهُ الْوُجُوْبُ اِلَّا اِذَا قَامَ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلَافِهِ لِاَنَّ تَرْكَ الْاَمْرِ مَعْصِيَةٌ كَمَا اَنَّ الْاِئْتِمَارَ طَاعَةٌ قَالَ الْحَمَاسِىّ :

اَطَعْتِ لِاٰمِرِيْكِ بِصَرْمِ حَبْلِىْ * مُرِيْهِمْ فِىْ اَحِبَّتِهِمْ بِذَاكِ

فَهُمْ اِنْ طَاعُوْكِ فَطَاوِعِيْهِمْ * وَاِنْ عَاصُوْكِ فَاعْصِىْ مَنْ عَصَاكِ

শাব্দিক অনুবাদ : اِخْتَلَفَ النَّاسُ মানুষেরা (আলেমগণ) মতবিরোধ করেছেন فِى الْاَمْرِ الْمُطْلَقِ আমরে মুতলাকের ব্যাপারে اَىْ অর্থাৎ اَلْمُجَرَّدِ খালি عَنِ الْقَرِيْنَةِ বাচনভঙ্গি থেকে اَلدَّالَّةِ ইঙ্গিত করে عَلَى اللُّزُوْمِ আবশ্যক হওয়ার উপর وَعَدَمِ اللُّزُوْمِ এবং আবশ্যক না হওয়ার উপর نَحْوُ যেমন قَوْلَهُ تَعَالَى আল্লাহ তা'আলার বাণী اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ যখন কুরআন পাঠ করা হয় فَاسْتَمِعُوْا لَهُ তখন তা শোন وَاَنْصِتُوْا এবং চুপ থাক لَعَلَّكُمْ যাতে তোমরা تُرْحَمُوْنَ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও وَقَوْلَهُ تَعَالَى এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী وَلَاتَقْرَبَا এব ং তোমরা নিকেট যেয়ো না هٰذِهِ الشَّجَرَةَ এ বৃক্ষের فَتَكُوْنَا তবে তোমরা হবে مِنَ الظَّالِمِيْنَ অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত وَالصَّحِيْحُ مِنَ الْمَذْهَبِ এবং সঠিক মাযহাব اَنَّ مُوْجِبَهُ নিশ্চয় আমরের হুকুম হলো اَلْوُجُوْبُ ওয়াজিব হওয়া اِلَّا তবে اِذَا قَامَ الدَّلِيْلُ যখন দলিল পাওয়া যায় عَلَى خِلَافِهِ তার বিপরীত لِاَنَّ تَرْكَ الْاَمْرِ কেননা, আমরকে বর্জন করা مَعْصِيَةٌ গুনাহ كَمَا যেমন اَنَّ الْاِئْتِمَارَ নিশ্চয় মান্য করা طَاعَةٌ আনুগত্য (ইবাদত) قَالَ الْحَمَاسِىّ কবি হামাসী বলেন اَطَعْتِ তুমি আনুগত্য করেছ لِاٰمِرِيْكِ তোমার আদেশদাতার بِصَرْمِ حَبْلِىْ আমার ভালবাসা ছিন্ন করে مُرِيْهِمْ তুমি তাদেরকে আদেশ কর فِىْ اَحِبَّتِهِمْ তাদের বন্ধুবর্গের প্রতি بِذَاكِ সেরূপ فَهُمْ অতঃপর তারা اِنْ طَاعُوْكِ যদি তোমার আনুগত্য করে فَطَاوِعِيْهِمْ তবে তুমিও তাদের আনুগত্য কর وَاِنْ عَاصُوْكِ আর যদি তারা তোমার অবাধ্য হয় فَاعْصِىْ তবে তুমি অবাধ্য হও مَنْ عَصَاكِ যে ব্যক্তি তোমার অবাধ্য হয়েছে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : আমরে মুতলাক প্রসঙ্গ : আমরে মুতলাক বা মামূর বিহী সম্পাদন অপরিহার্য হওয়া না হওয়ার কোনো নির্দেশসূচক ইঙ্গিতমুক্ত আমর -এর ব্যাপারে লোকেরা মতবিরোধ করেছে। যথা— মহান আল্লাহর বাণী— وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (অর্থাৎ, যখন তোমাদের সম্মুখে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর ও চুপ থাক, যাতে করে তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করা হয়।) এবং আল্লাহর বাণী— وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (অর্থাৎ, তোমরা উভয়ে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, (যদি হও) তবে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।) এবং বিশুদ্ধ মত হলো যে, امر -এর বিপরীত কোনো নির্দেশ পাওয়া না গেলে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। কেননা, امر-কে পরিত্যাগ করা অপরাধ, যেরূপভাবে একে মান্য করা পুণ্যের কাজ। কবি হামাসী বলেন—

"ওগো প্রিয়তমা! তুমি তোমার আদেশ প্রদানকারীর আদেশ মান্য করে আমার প্রেম-প্রীতিকে ছিন্ন করে দিয়েছ। এখন তুমিও তোমার বন্ধুবর্গের প্রতি সেরূপ নির্দেশ প্রদান কর। অতঃপর তারা যদি তোমার অনুসরণ করে, তবে তুমিও তাদের অনুসরণ কর। আর যদি তারা তোমার আদেশকে অমান্য করে, তবে তুমিও তাদের নির্দেশ অমান্য কর।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِخْتَلَفَ النَّاسُ الخ-এর আলোচনা :

এখানে লিখক امر مطلق -এর হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মতভেদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইমামগণ এরূপ امر -এর ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন যা قرينه হতে মুক্ত অর্থাৎ, এতে لزوم (আবশ্যকীয়করণ) বা عدم لزوم (আবশ্যকীয় না করণ) কোনোটিরই قرينه বা নিদর্শন নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী— وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ ترحمون অর্থাৎ, "যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা উহা চুপ সহকারে শ্রবণ কর, সম্ভবত তোমরা দয়া প্রাপ্ত হবে।" এখানে فاستمعوا অর্থ— তোমরা শ্রবণ কর। আর انصتوا অর্থ— তোমরা চুপ থাক। উভয়টি صيغه امر উহারা لزوم এবং عدم لزوم -এর قرينه হতে মুক্ত। সুতরাং এগুলো امر مطلق এরূপ مطلق হুকুমের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

امر যে অর্থগুলোতে ব্যবহার হয় :

পবিত্র কুরআন এবং হাদীস অধ্যয়ন ও অনুশীলনে জানা গিয়েছে যে, আমরের সীগাহ ১৯টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা— (১) وجوب (অপরিহার্য হওয়া) (২) اباحة (বৈধ হওয়া) (৩) ندب (উত্তম হওয়া) (৪) تهديد (ধমক দেয়া) (৫) تعجيز (অপারগ করা) (৬) ارشاد (সৎপথ প্রদর্শন) (৭) تسخير (হেয় প্রতিপন্ন করা) (৮) امتنان (খোঁটা দান) (৯) اكرام (সম্মান করা) (১০) اهانة (অবজ্ঞা করা) (১১) تسوية (সমতা প্রকাশ) (১২) دعا (প্রার্থনা করা) (১৩) تمنى (আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ) (১৪) احتقار (তাচ্ছিল্য প্রদর্শন) (১৫) تكوين (সৃষ্টিকরা) (১৬) تاديب (শিষ্টাচার শিক্ষা দান) (১৭) تخيير (ইচ্ছার স্বাধীনতা দেওয়া) (১৮) التماس (কামনা করা) (১৯) دوام (স্থায়ীত্ব)।

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেন যে, যে صيغه امر – قرينه বা নিদর্শন হতে মুক্ত তা দ্বারা কি অর্থ হবে? এ ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর দু'টি উক্তি রয়েছে— (১) امر -এর শব্দ وجوب এবং ندب -এর মধ্যে مشترك (২) শুধু ندب -এর জন্য ব্যবহৃত হওয়া।

ইমাম মালিক (র.)-এর কোনো কোনো সাথীর মতে, امر -এর অর্থ হবে اباحت।

জমহুরে ফুকাহা তা দ্বারা وجوب উদ্দেশ্য করে থাকেন। আর তারা وجوب দ্বারা অর্থ করেন এটা করা জায়েজ, না করা হারাম। অধিকাংশ মু'তাযিলাগণ امر مطلق দ্বারা ندب অর্থ করে থাকেন।

ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং ইমাম গায্যালী (র.) امر مطلق -এর দ্বারা توقف উদ্দেশ্য করেন অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত শরিয়তের পক্ষ হতে কোনো অর্থের নির্ধারণ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা امر -এর হুকুমের ব্যাপারে توقف করেন। ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী ঐরূপ امر-কে وجوب এবং ندب-এর ব্যাপারে مشترك বলে গণ্য করেন।

মুহাক্কেকীনে হানাফীয়াদের মাযহাব হলো, امر مطلق -এর হুকুম وجوب হওয়া।

اصحاب شوافع বলেন, امر যদি ممانعة -এর পরে হয় তাহলে তার হুকুম হবে اباحة। নতুবা তা وجوب অর্থে ব্যবহৃত হবে।

<u>মুহাক্কেকীনে হানাফীয়াদের ব্যতীত অন্যান্যদের অভিমতের দলিল ও তার উত্তর :</u>

যাঁরা مطلق -কে اباحة -এর জন্য বলে মতামত ব্যক্ত করেন, তাঁরা বলেন— امر সাধারণত طلب فعل -এর জন্য গঠিত। আর طلب -এর ادنى درجه হলো اباحة সুতরাং امر দ্বারা اباحة অর্থ হবে।

এর উত্তর হলো— كمال طلب টা اباحت -এর মধ্যে হয় না; বরং وجوب -এর মধ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং প্রসিদ্ধ নিয়ম— اَلْمُطْلَقُ اِذَا اُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ الْفَرْدُ الْكَامِلُ -এর ভিত্তিতে امر দ্বারা وجوب উদ্দেশ্য হবে। কেননা, وجوب -এর অবস্থায়ই طلب -এর فرد كامل পাওয়া যাবে।

আর যাঁরা امر-কে ندب -এর জন্য হওয়ার উক্তি করেন, তাঁরা বলেন যে, امر টা طلب فعل -এর জন্য গঠিত। সুতরাং তাতে ترك فعل -এর ওপর جانب فعل -এর প্রাধান্য হওয়া উচিত। আর প্রাধান্যের নিম্নতম স্তর হলো ندب সুতরাং ندب উদ্দেশ্য হবে।

এর উত্তর হলো— كمال طلب টি ও ندب -এর মধ্যে পাওয়া যায় না সুতরাং كمال طلب-এর জন্য وجوب-ই উদ্দেশ্য হবে।

আর যাঁরা বলেন যে, امر নিষেধের পরে اباحة -এর জন্য ব্যবহৃত হয়; তাঁরা আল্লাহর বাণী— وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا দ্বারা দলিল পেশ করেন। অর্থাৎ, ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। আর ইহ্রাম হতে মুক্ত হওয়ার পর তাদেরকে فاصطادوا শব্দ দ্বারা শিকারের অনুমতি দেওয়া গেল। এতে বুঝা গেল যে, নিষেধের পর امر অনুমতি বা اباحة -এর فائده দেবে।

ইহার উত্তর হলো, মুহরিমদের জন্য শিকারের অনুমতি আল্লাহর বাণী— فَاصْطَادُوْا দ্বারা জানা যায়নি; বরং আল্লাহর বাণী— أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ দ্বারা জানা গিয়েছে। সুতরাং তাদের وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا দলিল পেশ করা ঠিক হবে না।

আর মুহাক্কেকীনে হানাফীয়াদের মাযহাবের প্রমাণ হিসেবে ادله اربعه তথা চার প্রকার দলিলকে পেশ করা যায়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী— فَاسْجُدُوْا لِآدَمَ -এর পরে ইবলীস সিজদা না করার কারণে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে অভিশপ্ত থাকবে। সুতরাং امر যদি وجوب -এর জন্য না হতো তাহলে ইবলীসকে এ শাস্তি দেওয়া হতো না। অনুরূপ امر পালন না করার কারণে কাফির এবং মুনাফিকদের শাস্তি কুরআনে উল্লেখ আছে। যদি امر ওয়াজিব হওয়ার জন্য না হতো, তাহলে ঐ সকল শাস্তির উল্লেখ হতো না।

তা ছাড়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের সামনে اٰتُوا الزَّكٰوةَ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, আর কেউ এর বিরোধিতা করেনি। এতে বুঝা গেল যে, امر ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকল সাহাবীদের ঐকমত্য রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ماضى এবং مضارع -এর শব্দ তার নিজ নিজ অর্থ বুঝায়। সুতরাং امر ও তার নির্ধারিত অর্থ বুঝানো উচিত। আর সে নির্ধারিত অর্থ وجوب ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। সুতরাং এ امر مطلق -এর وجوب-ই উদ্দেশ্য হবে।

একটি সংশয় ও তার জবাব :

মুসান্নিফ (র.) لَاتَقْرَبَا বলে যে উপমা পেশ করেছেন তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো امر مطلق -এর উদাহরণ পেশ করা। অথচ তিনি لاتقربا (যা نهى -এর সীগাহ)-কে এনেছেন। এটা কি করে সম্ভব হলো?

এর জবাব হলো, نهى -এর শব্দ امر-কে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে মুসান্নিফ (র.) امر -এর উপমায় نهى-কে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, এখানে لاتقربا অর্থ হলো اجتنبا বা ابعدا।

একটি اعتراض ও তার সদুত্তর :

وَإِذَا قُرِئَ الخ আয়াতে إِسْتَمِعُوْا এবং اَنْصِتُوْا -এর পরে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -এর বাক্য قرينة হলো امر -এর শব্দ ندب -এর জন্য হওয়ার। কেননা, مندوبات দ্বারাই রহমতের আশা করা যায়, আর واجبات -এর মাধ্যমে শুধু দায়িত্ব পালনই হয়ে থাকে। এর দ্বারা রহমতের আশা কি করে হবে? তদ্রূপ মহান আল্লাহর বাণী— ولا تقربا -এর পর فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ বাক্য قرينة হলো গাছ হতে দূরত্ব গ্রহণ ওয়াজিব হওয়ার ওপর। কেননা مستحب বর্জন করার কারণে অত্যাচারী হওয়া আবশ্যক হয় না।

এর জবাবে বলা হয় যে— قَوْلُهُ تَعَالٰى لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ এটা ندب -এর قرينه নয়। কেননা, রহমতের আশা نوافل -এর মতো فرائض ও واجبات দ্বারাও করা যায়।

আর فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ -এর فاء টি عطف -এর জন্য। মূল বর্ণনা এই যে, لَاتَقْرَبَا فَلَاتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ অতঃপর لاتقربا -এর অনুরূপ لاتكونا ও نهى এর শব্দ। সুতরাং একটি نهى -এর শব্দ অপর نهى -এর শব্দের জন্য قرينه হতে পারে না।

حماسى -এর ছন্দের ব্যাখ্যা ও বাস্তব প্রয়োগ, امر টা وجوب-এর জন্য হওয়ার মূল বিশ্লেষণ :

قَوْلُهُ قَالَ الْحَمَاسِيُّ : اَطَعْتَ الخ : প্রকাশ থাকে যে, حماسى শব্দটি حماسه-এর দিকে منسوب; এর অর্থ হলো شجاعة বা বীরত্ব। কিন্তু এখানে حماسى দ্বারা অর্থ ঐ কবি, যার ছন্দ সে ديوان-এর মধ্যে রয়েছে।

এখানে حماسى কবির বর্ণিত উভয় ছন্দ দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রচলনগতভাবে হুকুম পালন করার নাম اطاعة বা আনুগত্য। আর امر ওয়াজিব হওয়ার উপকারিতা প্রদান করে। ... বর্জন করার দ্বারা معصيت বা নাফরমানী বাঞ্ছনীয় হত না।

মোটকথা হলো, امر ওয়াজিব হওয়ার উপকারিতা প্রদানের ওপর ادله شرعيه -এর মতো ادله عقليه এবং ادله عرفيه ও دلالة করে।

امر ওয়াজিব হওয়ার হুকুম রাখার عرفی বা প্রচলনগত দলিলের বিবরণ হলো, امر দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়া حماسی -এর ছন্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, ঐ সকল امر নাফরমানী শাস্তির কারণ যে সকল امر-এর সম্পর্ক শরিয়তের সাথে আছে। আর واجب বর্জন করার ওপর শাস্তি হয়। مندوبات এবং مباحات বর্জন করার ওপর শাস্তি হয় না।

امر ওয়াজিবের জন্য مفيد হওয়ার বিশ্লেষণ এই যে, নির্দেশকৃত ব্যক্তির ওপর নির্দেশ পালনের দায়িত্ব নির্দেশদাতার অধিকার ও প্রভাবের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। সুতরাং যে امر কৃত ব্যক্তি امر বা আদেশদাতার অধীনস্ত তার উপর আদেশদাতার আদেশ পালন করা ওয়জিব হয়। আর যে আদেশকৃত ব্যক্তি আদেশ দাতার সমকক্ষ তার ওপর আদেশদাতার আদেশ পালন মুবাহ হবে। কেননা, প্রথম امر কৃতের উপর আদেশদাতার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, আর দ্বিতীয় আদেশকৃতের ওপর আদেশদাতার সমপর্যায়ের অধিকার রয়েছে। সুতরাং আদেশদাতার আদেশ পালন মোস্তাহাব হবে। আর তৃতীয় আদেশকৃতের উপর আদেশ দাতার কোনো অধিকার বা প্রভাব নেই। সুতরাং امر পালন মুবাহ বা অনুমোদিত হবে। এ বিশ্লেষণ দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, শরিয়তের মধ্যে امر -এর শব্দ وجوب -এর জন্য مفيد হবে। কেননা, শরিয়তের মধ্যে আদেশদাতা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, আর সমস্ত বান্দাহ আদেশকৃত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত বান্দার ওপর পূর্ণ অধিকার ও পরাক্রমশালী। সুতরাং বান্দার ওপর আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করা ওয়াজিব হবে। মোটকথা, একটি عقلی دلیل এ কথার যে صيغه امر তথা امر -এর শব্দ وجوب -এর উপকারিতা প্রদান করে।

وَالْعِصْيَانُ فِيْمَا يَرْجِعُ اِلٰى حَقِّ الشَّرْعِ سَبَبٌ لِلْعِقَابِ وَتَحْقِيْقُهُ اَنَّ لُزُوْمَ الْاِيْتِمَارِ اِنَّمَا يَكُوْنُ بِقَدْرِ وَلَايَةِ الْاٰمِرِ عَلَى الْمُخَاطَبِ وَلِهٰذَا اِذَا وَجَّهْتَ صِيْغَةَ الْاَمْرِ اِلٰى مَنْ لَايَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ اَصْلًا لَايَكُوْنُ ذٰلِكَ مُوْجِبًا لِلْاِيْتِمَارِ وَاِذَا وَجَّهْتَهَا اِلٰى مَنْ يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ مِنَ الْعَبِيْدِ لَزِمَهُ الْاِيْتِمَارُ لَامُحَالَةَ حَتّٰى لَوْتَرَكَهُ اِخْتِيَارًا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ عُرْفًا وَشَرْعًا فَعَلٰى هٰذَا عَرَفْنَا اَنَّ لُزُوْمَ الْاِيْتِمَارِ بِقَدْرِ وَلَايَةِ الْاٰمِرِ اِذَا ثَبَتَ هٰذَا فَنَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِلْكًا كَامِلًا فِىْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ اَجْزَاءِ الْعَالَمِ وَلَهُ التَّصَرُّفُ كَيْفَ شَاءَ وَاَرَادَ فَاِذَا ثَبَتَ اَنَّ مَنْ لَهُ الْمِلْكُ الْقَاصِرُ فِى الْعَبْدِ كَانَ تَرْكُ الْاِيْتِمَارِ سَبَبًا لِلْعِقَابِ فَمَا ظَنُّكَ فِىْ تَرْكِ اَمْرِ مَنْ اَوْجَدَكَ مِنَ الْعَدَمِ وَاَدَرَّ عَلَيْكَ شَابِيْبَ النِّعَمِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْعِصْيَانُ এবং অবাধ্যতা فِيْمَا يَرْجِعُ যেথায় প্রত্যাবর্তন করে اِلٰى حَقِّ الشَّرْعِ শরিয়তের হকের দিকে سَبَبٌ কারণ لِلْعِقَابِ শাস্তির وَتَحْقِيْقُهُ আর তাত্ত্বিক কথা হলো اَنَّ لُزُوْمَ الْاِيْتِمَارِ নিশ্চয় হুকুম পালন করা আবশ্যক عَلَى الْمُخَاطَبِ সম্বোধিত (আদিষ্ট) ব্যক্তির ওপর اِنَّمَا يَكُوْنُ অবশ্যই তা (আবশ্যক) হয় بِقَدْرِ وَلَايَةِ الْاٰمِرِ নির্দেশদাতার আধিপত্যের মান অনুযায়ী وَلِهٰذَا আর এ কারণে اِذَا যখন وَجَّهْتَ আরোপ করা হয় صِيْغَةَ الْاَمْرِ আমরের সীগাহ اِلٰى مَنْ ঐ ব্যক্তির দিকে لَايَلْزَمُهُ যার আবশ্যক নয় طَاعَتُكَ তোমার আনুগত্য করা اَصْلًا মোটেও لَايَكُوْنُ ذٰلِكَ তা হবে না مُوْجِبًا আবশ্যকারী لِلْاِيْتِمَارِ হুকুম পালনের জন্য وَاِذَا আর যখন وَجَّهْتَهَا তুমি আমরের সীগাকে আরোপ কর اِلٰى مَنْ ঐ ব্যক্তির দিকে يَلْزَمُهُ যার আবশ্যক طَاعَتُكَ তোমার আনুগত্য করা مِنَ الْعَبِيْدِ দাসদের থেকে لَزِمَهُ তার অপরিহার্য কর্তব্য الْاِيْتِمَارُ হুকুম পালন করা لَامُحَالَةَ নিঃসন্দেহে حَتّٰى এমনকি لَوْ تَرَكَهُ যদি সে তা বর্জন করে اِخْتِيَارًا স্বেচ্ছায়

আমরা অবগত হয়েছি যে اَنَّ لُزُوْمَ الْاِئْتِمَارِ নিশ্চয় হুকুম পালন করা আবশ্যক হয় بِقَدْرِ وِلَايَةِ الْاٰمِرِ নির্দেশদাতার আধিপত্যের মান অনুযায়ী اِذَا ثَبَتَ هٰذَا যখন এটা সাব্যস্ত হলো فَنَقُوْلُ অতঃপর আমরা বলব اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার রয়েছে وَلَهٗ مِلْكًا كَامِلًا পূর্ণ আধিপত্য فِىْ كُلِّ جُزْءٍ প্রত্যেক অংশে مِنْ اَجْزَاءِ الْعَالَمِ বিশ্বের অংশসমূহের এবং তার রয়েছে اَلتَّصَرُّفُ হস্তক্ষেপের ক্ষমতাও كَيْفَ شَاءَ وَاَرَادَ যেভাবে তিনি চান ও ইচ্ছা করেন فَاِذَا ثَبَتَ অতঃপর যখন সাব্যস্ত হল (যে,) اِنَّ مَنْ لَهٗ নিশ্চয় যার রয়েছে اَلْمِلْكُ الْقَاصِرُ দুর্বল আধিপত্য فِى الْعَبْدِ দাসের মধ্যে كَانَ تَرْكُ الْاِئْتِمَارِ আদেশ পালন না করা হয় سَبَبًا কারণ لِعِقَابٍ শাস্তির فَمَا ظَنُّكَ অতএব, তোমার কি ধারণা فِىْ تَرْكِ الْاَمْرِ নির্দেশ বর্জনের ক্ষেত্রে مَنْ ঐ সত্তার مَنْ اَوْجَدَكَ যিনি তোমাকে অস্তিত্ব দান করেছেন مِنَ الْعَدَمِ অস্তিত্বহীন থেকে وَاَدَرَّ এবং যিনি বর্ষণ করেছেন عَلَيْكَ তোমার প্রতি شَآبِيْبَ النِّعَمِ নিয়ামতের বৃষ্টি।

সরল অনুবাদ : যে বিষয়টি শরিয়তের হকের দিকে ফেরানো হয় তার অবাধ্যতা শাস্তির কারণ। এ আলোচনার সারগর্ভ কথা হলো, হুকুম পালন করার বিষয়টি যার প্রতি হুকুম করা হয় (মুখাতাব) তার ওপর হুকুমদাতার ক্ষমতা ও আধিপত্যের মান মাফিক হয়ে থাকে। এ কারণেই আমরের সীগাহটি এমন ব্যক্তির প্রতি আরোপ করা হয়, যার প্রতি তোমার আনুগাত্য করা আদৌ অপরিহার্য নয়, তখন তা দ্বারা হুকুম পালন ওয়াজিব হয় না। আর যখন তুমি আমরের সীগাটিকে এমন গোলামের প্রতি আরোপ কর যার প্রতি তোমার আনুগত্য অপরিহার্য হয়, তখন নিঃসন্দেহে হুকুম পালন করা ওয়াজিব। এমনকি তখন যদি সে ইচ্ছাপূর্বক হুকুম পালন বর্জন করে, তবে সে শরিয়ত ও সামাজিকভাবে শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হয়। সুতরাং এই ভিত্তিতে আমরা অবগত হলাম যে, হুকুম পালন অপরিহার্য হওয়াটা হুকুমদাতার ক্ষমতা ও আধিপত্য মাফিক হয়ে থাকে। অতএব, এ মূলনীতি প্রমাণিত হওয়ার পর আমরা এটা বলতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি জগতের শ্রেণী ও অংশসমূহের প্রতিটি অংশ ও শ্রেণীর প্রতি পূর্ণাঙ্গ মালিকানা ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। তার যেরূপ ইচ্ছা হয় সেরূপই তিনি তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। বর্জন করাটা শাস্তির কারণ হওয়া যখন প্রমাণ হলো, তখন যে মহান সত্তা তোমাকে অস্তিত্বহীন হতে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং তোমার প্রতি তাহার অফুরন্ত অনুদান বর্ষিত করেছেন, তাঁর হুকুম (আমর) বর্জন করা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা হয়?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَتَحْقِيْقُهٗ اَنَّ لُزُوْمَ الخ-এর আলোচনা :

উপরোক্ত স্তবকে গ্রন্থকার আমরে মুতলাক করীনা শূন্য হলে এর দ্বারা কি মর্ম হবে তা আলোচনার পর আমর দ্বারা ওয়াজিব বুঝাবার মূল তত্ত্বটি তুলে ধরেছেন। যার সারকথা হলো, হুকুমদাতার ক্ষমতা ও আধিপত্য মাফিকই হুকুম পালনের মানটি নির্ধারণ হয়। হুকুমটি যদি এমন ব্যক্তির প্রতি আরোপ করা হয়, যার হুকুম পালন করা আদৌ অপরিহার্য নয়, তখন ঐ হুকুম পালন করা তার প্রতি ওয়াজিব হয় না। আর যদি অধীনস্ত কোনো গোলামের প্রতি হুকুমটি আরোপ করা হয়, তখন হুকুম পালন করা তার পক্ষে অনিবার্য হয় এবং ইচ্ছাপূর্বক পালন না করলে শাস্তির পাত্র হয়। অতএব, যে মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি সৃষ্টিকুলের ওপর পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাশীল ও কর্তৃত্বকারী, যিনি নিজ ইচ্ছামত তাকে ব্যবহার করতে পারেন, তাঁর হুকুম পালন সৃষ্টিকুল তথা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য না হওয়ার এবং ইচ্ছাপূর্বক পালন না করার শাস্তিযোগ্য না হওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? সুতরাং এ যুক্তির ভিত্তিকে আমরা বলতে পারি যে, করীনা শূন্য আমরে মুতলাক দ্বারা তার বিপরীত দলিল-প্রমাণ না থাকা পর্যন্ত অপরিহার্যতা (ওয়াজিব) হওয়াই বুঝানো হয়।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১. الامر المطلق কাকে বলে? এর হুকুম কি? ইমামদের মতভেদসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।

২. اَطَعْتَ لِاٰمِرِيْكَ بِصَرْمِ حَبْلِىْ * مُرِيْهِمْ فِىْ اَحِبَّتِهِمْ بِذَاكَ
فَهُمْ اِنْ طَاوَعُوْكِ فَطَاوِعِيْهِمْ * وَاِنْ عَاصَوْكِ فَاعْصِىْ مَنْ عَصَاكِ

উপরোক্ত পংক্তি দ্বয়ের অর্থ কি? এর দ্বারা কবির ও গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৩. امر কতগুলো অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে? উপমাসহ বর্ণনা কর।

৪. قرينة শূন্য অবস্থায় الامر المطلق ব[illegible] নিরীখে বুঝিয়ে দাও।

فَصْلٌ اَلْاَمْرُ بِالْفِعْلِ لَايَقْتَضِى التَّكْرَارَ وَلِهٰذَا قُلْنَا لَوْ قَالَ طَلِّقْ اِمْرَأَتِى فَطَلَّقَهَا الْوَكِيْلُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْمُوَكِّلُ لَيْسَ لِلْوَكِيْلِ اَنْ يُطَلِّقَهَا بِالْاَمْرِ الْاَوَّلِ ثَانِيًا وَلَوْ قَالَ زَوِّجْنِى اِمْرَأَةً لَا يَتَنَاوَلُ هٰذَا تَزْوِيْجًا مَرَّةً بَعْدَ اُخْرٰى وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهٖ تَزَوَّجْ لَايَتَنَاوَلُ ذٰلِكَ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لِاَنَّ الْاَمْرَ بِالْفِعْلِ طَلَبُ تَحْقِيْقِ الْفِعْلِ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِخْتِصَارِ فَاِنَّ قَوْلَهٗ اِضْرِبْ مُخْتَصَرٌ مِنْ قَوْلِهٖ اِفْعَلْ فِعْلَ الضَّرْبِ وَالْمُخْتَصَرُ مِنَ الْكَلَامِ وَالْمُطَوَّلُ سَوَاءٌ فِى الْحُكْمِ-

---

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْاَمْرُ بِالْفِعْلِ কোনো কাজের নির্দেশ لَايَقْتَضِى التَّكْرَارَ তা বার বার হওয়াকে কামনা করে وَلِهٰذَا আর এ কারণে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে طَلِّقْ তুমি তালাক প্রদান কর اِمْرَأَتِى আমার স্ত্রীকে فَطَلَّقَهَا الْوَكِيْلُ অতঃপর উকীল (আদিষ্ট ব্যক্তি) তাকে তালাক দিয়েছে ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْمُوَكِّلُ তারপর মুয়াক্কিল (আদেশকারী) তাকে পুনরায় বিবাহ করেছে (এমতাবস্থায়) لَيْسَ অধিকার থাকবে না لِلْوَكِيْلِ উকীলের اَنْ يُطَلِّقَهَا তাকে তালাক দেওয়ার بِالْاَمْرِ الْاَوَّلِ প্রথম আদেশের দ্বারা ثَانِيًا দ্বিতীয়বার وَلَوْ قَالَ আর যদি সে বলে زَوِّجْنِى আমাকে বিবাহ করিয়ে দাও اِمْرَأَةً একজন মহিলা لَا يَتَنَاوَلُ هٰذَا তা অন্তর্ভুক্ত করবে না تَزْوِيْجًا বিবাহ করিয়ে দেওয়াকে مَرَّةً بَعْدَ اُخْرٰى একবারের বেশি وَلَوْ قَالَ আর যদি সে বলে لِعَبْدِهٖ তার দাসকে تَزَوَّجْ তুমি বিবাহ কর لَايَتَنَاوَلُ ذٰلِكَ উহা অন্তর্ভুক্ত করবে না اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً তবে একবার ব্যতীত لِاَنَّ الْاَمْرَ بِالْفِعْلِ কেননা কোনো কাজের নির্দেশ দেওয়ার অর্থ হলো طَلَبُ تَحْقِيْقِ الْفِعْلِ কর্ম বাস্তবায়নের প্রত্যাশা عَلٰى سَبِيْلِ الْاِخْتِصَارِ সংক্ষিপ্তভাবে فَاِنَّ قَوْلَهٗ কেননা তার উক্তি اِضْرِبْ তুমি প্রহার কর مُخْتَصَرٌ সংক্ষিপ্ত রূপ مِنْ قَوْلِهٖ তার উক্তি اِفْعَلْ فِعْلَ الضَّرْبِ তুমি প্রহার কর কার্য কর এর وَالْمُخْتَصَرُ আর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য مِنَ الْكَلَامِ وَالْمُطَوَّلُ এবং দীর্ঘায়িত বক্তব্য سَوَاءٌ সমান فِى الْحُكْمِ হুকুমের ক্ষেত্রে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : কোনো কাজের হুকুম উহা বারবার করার দাবি করে না। অর্থাৎ, আমর তাকরারকে চায় না। এ কারণেই আমরা বলি যে, যদি কোন ব্যক্তি উকিলকে বলে, আমার স্ত্রীকে তালাক দাও। অতঃপর উকিল তাকে তালাক দিল। অতঃপর মুয়াক্কেল ব্যক্তি পুনরায় সেই স্ত্রীকে বিবাহ করল। এমতাবস্থায় প্রথম হুকুম দ্বারা উকিল ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার তালাক দিতে পারবে না। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি বলে, আমাকে কোনো মহিলা বিবাহ করিয়ে দাও তবে এ হুকুম মোতাবেক একবার ব্যতীত দ্বিতীয়বার নিজের কর্তব্য অন্তর্ভুক্ত করবে না। আর যদি মনিব স্বীয় ভৃত্যকে বিবাহ করার হুকুম দেয়, তবে এ হুকুমও শুধু একবার বিবাহ করাকে শামিল করবে। কোনো কাজের হুকুম দেওয়ার অর্থ হলো সংক্ষিপ্তভাবে সেই কর্মটির বাস্তবায়ন দাবি করা। কেননা, কোনো ব্যক্তির اضرب (মার) কথাটি হচ্ছে اِفْعَلْ فِعْلَ الضَّرْبِ (মারার কাজটি কর।) -এর সংক্ষিপ্তরূপ। কথা সংক্ষেপ বা দীর্ঘ যাই হোক হুকুম হিসেবে উভয়েই সমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْاَمْرُ بِالْفِعْلِ لَايَقْتَضِى الخ -এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) কোনো কাজের আদেশ করলে তা বার বার হওয়াকে বুঝায় না। তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

প্রকাশ থাকে যে, কোনো কাজের امر বা হুকুম করা এ চাহিদা রাখে না যে, কাজটি বার বার হোক; বরং امر -এর পর যা امر করা হয়েছে সে কাজটি একবার করলেই তার পক্ষ হইতে امر -এর দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। যেমন— যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমাকে তালাক দাও, আর স্ত্রী নিজকে একবার তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে পুনঃ বিবাহ করার পর স্ত্রী তার নিজকে পুনঃ তালাক দেওয়ার অধিকার থাকবে না। কেননা, امر -এর কারণে সে তার নিজকে তালাক দেওয়ার যে ক্ষমতা পেয়েছিল, তা একবার তালাক প্রদানের দ্বারাই শেষ হয়ে গিয়েছে। স্ত্রী তারপরও নিজেকে তালাক দিলে এতে স্বামীর পক্ষ হতে অধিকার প্রদান হয়নি হিসেবে এ তালাক কার্যকরী হবে না।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْاَمْرَ بِالْفِعْلِ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) امر -এর দ্বারা مامور به টা বারবার না হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন। امر দ্বারা مامور به বারবার না হওয়ার রহস্য হলো, امر বা হুকুম مصدر বুঝায়। যেমন- اضرب ইহা ضرب মাসদার বুঝায়। আর এই মাসদারটি مفرد হয়, যা সংখ্যা বুঝায় না। কেননা, ضرب -এর অর্থ— একবার প্রহার করা। সুতরাং বক্তা যে مخاطب -কে اضرب বলল, তার পক্ষ হতে যদি একবার ضرب প্রকাশ পায় তখনই তার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। কেননা, বক্তা اضرب -এর স্থলে যদি مخاطب-কে اِفْعَلْ فِعْلَ الضَّرْبِ বলে, তখন مخاطب -এর দু'বার মারার অধিকার না হওয়ার ব্যাপারে ওলামাগণ একমত। সুতরাং اِفْعَلْ فِعْلَ الضَّرْبِ -এর সংক্ষিপ্ত শব্দ اضرب -এর মধ্যেও দু'বার মারার অধিকার না হওয়া উচিত। কেননা, اضرب এবং اِفْعَلْ فِعْلَ الضَّرْبِ-এর মধ্যে حكم -এর দিক হতে কোনো পার্থক্য নেই।

একটি সংশয় ও তার নিরসন :

আল্লাহ তা'আলার বাণী امنوا দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইহাতে বাহ্যিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, امر দ্বারা কাজ বারবার হওয়া বুঝায়।

এর উত্তরে বলা হয় যে, امنوا আদেশসূচক ক্রিয়া দ্বারা এখানে কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা تكرار امر -এর জন্য হওয়ার অর্থে নয়; বরং এ ভিত্তিতে যে, امنوا শব্দের অর্থ হলো اثبتوا على الايمان সুতরাং এখানে ঈমানের تكرار উদ্দেশ্য নয়; বরং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ব্যাপার হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানের উপর থাকার কথা امنوا দ্বারা বুঝা গেছে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতানুযায়ী امر টা مجازى ভাবে تكرار -এর সম্ভাবনা রাখে। চাই مامور به টা مطلق হোক বা কোনো শর্ত বা وصف -এর সাথে যুক্ত হোক।

ثُمَّ الْاَمْرُ بِالضَّرْبِ اَمْرٌ بِجِنْسِ تَصَرُّفٍ مَعْلُوْمٍ وَحُكْمُ اِسْمِ الْجِنْسِ اَنْ يَّتَنَاوَلَ الْاَدْنٰى عِنْدَ الْاِطْلَاقِ وَيَحْتَمِلُ كُلَّ الْجِنْسِ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا حَلَفَ لَايَشْرَبُ الْمَاءَ يَحْنَثُ بِشُرْبِ اَدْنٰى قَطْرَةٍ مِنْهُ وَلَوْ نَوٰى بِهٖ جَمِيْعَ مِيَاهِ الْعَالَمِ صَحَّتْ نِيَّتُهٗ وَلِهٰذَا قُلْنَا اِذَا قَالَ لَهَا طَلِّقِيْ نَفْسَكِ فَقَالَتْ طَلَّقْتُ تَقَعُ الْوَاحِدَةُ وَلَوْ نَوَى الثَّلٰثَ صَحَّتْ نِيَّتُهٗ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ لِلْاٰخَرِ طَلِّقْهَا يَتَنَاوَلُ الْوَاحِدَةَ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ وَلَوْ نَوٰى بِهِ الثَّلٰثَ صَحَّتْ نِيَّتُهٗ وَلَوْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ لَايَصِحُّ اِلَّا اِذَا كَانَتِ الْمَنْكُوْحَةُ اَمَةً فَاِنَّ نِيَّةَ الثِّنْتَيْنِ فِيْ حَقِّهَا نِيَّةٌ بِكُلِّ الْجِنْسِ وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهٖ تَزَوَّجْ يَقَعُ عَلٰى تَزَوُّجِ اِمْرَاَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ صَحَّتْ نِيَّتُهٗ لِاَنَّ ذٰلِكَ كُلُّ الْجِنْسِ فِيْ حَقِّ الْعَبْدِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ الْاَمْرُ بِالضَّرْبِ অতঃপর প্রহারের আদেশ দেওয়ার অর্থ اَمْرٌ بِجِنْسِ تَصَرُّفٍ مَعْلُوْمٍ এক জ্ঞাত জাতিবাচক কাজে ক্ষমতা প্রয়োগের আদেশ দেওয়া وَحُكْمُ اِسْمِ الْجِنْسِ আর জাতিবাচক বিশেষ্য পদের হুকুম হলো اَنْ يَّتَنَاوَلَ الْاَدْنٰى সর্বনিম্ন পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত করা عَلَى الْاِطْلَاقِ শর্তহীনভাবে উল্লেখ করার সময় وَيَحْتَمِلُ এবং তার সম্ভাবনা রাখে كُلَّ الْجِنْسِ পূর্ণ জাতির وَعَلٰى هٰذَا আর এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে قُلْنَا আমরা বলি اِذَا حَلَفَ যখন কেউ শপথ করে (যে,) لَايَشْرَبُ الْمَاءَ সে পানি পান করবে না يَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে بِشُرْبِ اَدْنٰى قَطْرَةٍ مِنْهُ এক ফোটার

صَحَّتْ বিশ্বের সমস্ত পানির جَمِيعَ مِيَاهِ الْعَالَمِ আর যদি এর দ্বারা নিয়ত করে وَلَوْ نَوَى بِهٖ সামান্যতম পানি পান করার দ্বারা نِيَّتُهُ তার নিয়ত শুদ্ধ হবে وَلِهٰذَا قُلْنَا আর এ কারণে আমরা বলি اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لَهَا (স্বীয়) স্ত্রীকে طَلِّقِيْ তুমি তালাক দাও نَفْسَكِ তোমার নিজকে فَقَالَتْ অতঃপর সে (স্ত্রী) বলল طَلَّقْتُ আমি তালাক দিলাম تَقَعُ الْوَاحِدَةُ (এতে) এক তালাক পতিত হবে وَلَوْ نَوَى الثَّلٰثَ আর যদি স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করে صَحَّتْ نِيَّتُهُ তার নিয়ত শুদ্ধ হবে وَكَذٰلِكَ অনুরূপ لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে لِلْاٰخَرِ অন্যকে طَلِّقْهَا তাকে (আমার স্ত্রীকে) তালাক দাও يَتَنَاوَلُ الْوَاحِدَةَ তার এক তালাককে অন্তর্ভুক্ত করবে عِنْدَ الْاِطْلَاقِ শর্তহীন অবস্থায় وَلَوْ نَوَى بِهٖ الثَّلٰثَ আর যদি এর দ্বারা তিন তালাকের নিয়ত করে صَحَّتْ نِيَّتُهُ (তবে) তার নিয়ত শুদ্ধ হবে ولو نوى الثنتين আর যদি দু তালাকের নিয়ত করে لَا يَصِحُّ শুদ্ধ হবে না اِلَّا اِذَا كَانَتِ الْمَنْكُوْحَةُ اَمَةً তবে (শুদ্ধ হবে) যদি বিবাহিতা দাসী হয় فَاِنَّ نِيَّةَ الثِّنْتَيْنِ কেননা দু তালাকের নিয়ত فِيْ حَقِّهَا তার ক্ষেত্রে نِيَّةٌ নিয়ত بِكُلِّ الْجِنْسِ পূর্ণ জিন্সের (অর্থাৎ চূড়ান্ত তালাক) وَلَوْ قَالَ আর যদি কেউ বলে لِعَبْدِهٖ স্বীয় দাসকে تَزَوَّجْ তুমি বিবাহ কর يَقَعُ عَلٰى تَزَوُّجِ اِمْرَاَةٍ وَاحِدَةٍ (তবে তা একজনকে বিবাহ করার উপর প্রয়োগ হবে) وَلَوْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ। আর যদি মনিব দুজনকে বিবাহ করার নিয়ত করে صَحَّتْ نِيَّتُهُ (তবে) তার নিয়ত শুদ্ধ হবে لِاَنَّ ذٰلِكَ কেননা তা كُلُّ الْجِنْسِ পূর্ণ জিনস فِيْ حَقِّ الْعَبْدِ দাসের ক্ষেত্রে।

সরল অনুবাদ : অতঃপর ضرب (প্রহার)-এর আদেশ দেওয়া অর্থ পরিচিত এক বিশেষ ইসমে জিনস (জাতিবাচক বিশেষ্য)-এর আদেশ দেওয়া। আর ইসমে জিনসের হুকুম হলো, যখন এটা শর্তহীনভাবে উল্লিখিত হবে, তখন তা ন্যূনতম অংশ বুঝায় এবং পূর্ণ জিন্সকেও বুঝাবার সম্ভাবনা রাখে। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমরা বলি--- যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, সে পানি পান করবে না, তখন সে এক ফোঁটা পানি পান করলেও শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর যদি সমস্ত বিশ্বের পানি পান করার নিয়ত করে, তাহলেও তার নিয়ত শুদ্ধ হবে। এজন্য আমরা বলি, যখন কোনো লোক তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তোমার নিজেকে তালাক দাও। স্ত্রী উত্তরে বলল, আমি তালাক দিলাম, তখন এক তালাক পতিত হবে। আর যদি স্বামী তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে তার নিয়ত শুদ্ধ হবে। অনুরূপ যদি কেউ অন্যকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দাও। এ অবস্থায় কোনো নিয়ত না পাওয়া গেলে এক তালাক হবে। আর যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তাও শুদ্ধ হবে। কেননা, বাঁদির বেলায় দুই তালাকই সর্বোচ্চ সীমা। আর যদি সে তার গোলামকে বলে, তুমি বিবাহ কর, তাহলে একজনকে বিবাহ করাই বুঝাবে। আর যদি দু'জনের নিয়ত করে, তখনও তার নিয়ত করা শুদ্ধ হবে। কেননা, সেটাই তার গোলামের সর্বোচ্চ সীমা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ الْاَمْرُ بِالضَّرْبِ الخ-এর আলোচনা ঃ

ইসমে জিনসের হুকুম : ইসমে জিনস (জাতিবাচক বিশেষ্য) -এর হুকুম এই যে, যখন এটাকে অনির্দিষ্ট রাখা হয় তখন ঐ জাতির ক্ষুদ্রতম অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে, তবে পূর্ণ অংশকে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনাও থাকে। এই মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা (হানাফীরা) বলি, যে ব্যক্তি পানি পান না করার শপথ করে, তখন সে এক ফোঁটা পানি পান করলেও শপথ ভঙ্গ হবে। আর পৃথিবীজোড়া পানির উদ্দেশ্যে নিয়ত করলেও শুদ্ধ হবে। এরূপ যদি পুরুষ তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি তোমার নিজেকে তালাক দাও, তখন এ হুকুমকে এক তালাক বুঝাবে। আর তিন তালাকের নিয়তও শুদ্ধ হবে। কেননা, এক তালাক মুতলাকের একটি প্রকৃত অংশ; আর তিন তালাক হচ্ছে হুকমী অংশ। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, অনির্দিষ্ট জাতিবাচক শব্দ দ্বারা প্রকৃত অংশ এবং হুকমী অংশ উভয় অর্থই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু দুই তালাকের নিয়ত সহীহ হবে না। কেননা, দুই তালাক মুতলাক তালাকে হাকীকীর অংশও নয়, হুকমী অংশও নয়। তবে হাঁ বিবাহিতা যদি দাসী হয়, তবে তার ক্ষেত্রে দুই তালাকের নিয়ত সহীহ হবে। কেননা, দাসীর ক্ষেত্রে দুই তালাক মুতলাক তালাকের হুকমী অংশ। স্ত্রী দাসী হওয়ার কারণে পুরুষ দুই তালাক দেওয়ার অধিকারী হয়। কেননা, তার ক্ষেত্রে এটাই পূর্ণ মাত্রার তালাক।

وَلَا يَتَأَتَّى عَلٰى هٰذَا فَصْلُ تَكْرَارِ الْعِبَادَاتِ فَإِنَّ ذٰلِكَ لَمْ يَثْبُتْ بِالْأَمْرِ بَلْ بِتَكْرَارِ أَسْبَابِهَا الَّتِىْ يَثْبُتُ بِهَا الْوُجُوْبُ وَالْأَمْرُ لِطَلَبِ أَدَاءِ مَا وَجَبَ فِى الذِّمَّةِ بِسَبَبٍ سَابِقٍ لَا لِإِثْبَاتِ أَصْلِ الْوُجُوْبِ وَهٰذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الرَّجُلِ أَدِّ ثَمَنَ الْمَبِيْعِ وَأَدِّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ بِسَبَبِهَا فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ مِنْهَا عَلَيْهِ ثُمَّ الْأَمْرُ لَمَّا كَانَ يَتَنَاوَلُ الْجِنْسَ يَتَنَاوَلُ جِنْسَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَمِثَالُهُ مَا يُقَالُ إِنَّ الْوَاجِبَ فِىْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَهُوَ الظُّهْرُ فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ لِأَدَاءِ ذٰلِكَ الْوَاجِبِ ثُمَّ إِذَا تَكَرَّرَ الْوَقْتُ تَكَرَّرَ الْوُجُوْبُ فَتَنَاوَلُ الْأَمْرُ ذٰلِكَ الْوَاجِبَ الْآخَرَ ضَرُوْرَةَ تَنَاوُلِهِ كُلَّ الْجِنْسِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ صَوْمًا كَانَ أَوْ صَلٰوةً فَكَانَ تَكْرَارُ الْعِبَادَةِ الْمُتَكَرِّرَةِ بِهٰذَا الطَّرِيْقِ لَا بِطَرِيْقِ أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِى التَّكْرَارَ -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَلَا يَتَأَتَّى عَلٰى هٰذَا আর এ আলোচনা (অর্থাৎ আম বার বার হওয়াকে কামনা করে না)-এর উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না فَصْلُ تَكْرَارِ الْعِبَادَاتِ ইবাদতের বার বার হওয়া বিষয় فَإِنَّ ذٰلِكَ কেননা তা (অর্থাৎ ইবাদত تَكْرَارْ হওয়া) لَمْ يَثْبُتْ بِالْأَمْرِ আমর দ্বারা সাব্যস্ত হয় নি بَلْ بِتَكْرَارِ أَسْبَابِهَا বরং ইবাদতের সবব تَكْرَارْ হওয়ার কারণে (ইবাদত تَكْرَارْ হয়) الَّتِىْ يَثْبُتُ بِهَا الْوُجُوْبُ যে সববের কারণে আবশ্যক হওয়া সাব্যস্ত হয় وَالْأَمْرُ আর আমর হলো لِطَلَبِ أَدَاءِ সম্পাদনের নির্দেশের জন্য مَا وَجَبَ فِى الذِّمَّةِ যা দায়িত্বে ওয়াজিব হয়েছে بِسَبَبٍ سَابِقٍ পূর্বের সববের দ্বারা لَا لِإِثْبَاتِ أَصْلِ الْوُجُوْبِ মূল ওয়াজিব সাব্যস্ত করার জন্য নয় وَهٰذَا আর এটা بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الرَّجُلِ কোনো ব্যক্তির (এ) উক্তির পর্যায়ের أَدِّ ثَمَنَ الْمَبِيْعِ ক্রয়কৃত বস্তুর মূল্য পরিশোধ কর أَدِّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ আদায় কর فَإِذَا وَجَبَتِ الْعِبَادَةُ অতঃপর যখন ইবাদত ওয়াজিব হলো بِسَبَبِهَا তার সবব দ্বারা فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ তখন আমর ধাবিত হয় لِأَدَاءِ আদায়ের জন্য مَا وَجَبَ مِنْهَا عَلَيْهِ যা সববের দ্বারা তার উপর ওয়াজিব হয়েছে يَتَنَاوَلُ جِنْسَ (তখন) ঐ জিন্সকে অন্তর্ভুক্ত করে مَا وَجَبَ عَلَيْهِ যা তাদের উপর ওয়াজিব হয়েছে وَمِثَالُهُ এবং তার উদাহরণ مَا يُقَالُ যা বলা হয় إِنَّ الْوَاجِبَ নিশ্চয় ওয়াজিব فِىْ وَقْتِ الظُّهْرِ যুহরের সময়ে وَهُوَ الظُّهْرُ তা হলো যুহর فَتَوَجَّهَ الْأَمْرُ অতঃপর আমর ধাবিত হয় لِأَدَاءِ ذٰلِكَ الْوَاجِبِ সেই ওয়াজিব আদায়ের জন্য ثُمَّ তারপর إِذَا تَكَرَّرَ الْوَقْتُ যখন সময় (সবব) বার বার হয় تَكَرَّرَ الْوُجُوْبُ (তখন) ওয়াজিবও বার বার হয় فَتَنَاوَلُ الْأَمْرُ অতঃপর আমর অন্তর্ভুক্ত করবে ذٰلِكَ الْوَاجِبَ الْآخَرَ সেই অন্য ওয়াজিবকে ضَرُوْرَةَ تَنَاوُلِهِ তার অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনে كُلَّ الْجِنْسِ সমস্ত জিন্সকে الْوَاجِبِ عَلَيْهِ যা তার উপর ওয়াজিব صَوْمًا كَانَ أَوْ صَلٰوةً রোযা হোক বা নামায فَكَانَ تَكْرَارُ الْعِبَادَةِ সুতরাং ইবাদতের পুনরাবৃত্তি الْمُتَكَرِّرَةِ যা পুনরাবৃত্ত بِهٰذَا الطَّرِيْقِ এ পদ্ধতিতে হয় لَا بِطَرِيْقِ এ পদ্ধতিতে নয় (যে,) أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِى التَّكْرَارَ নিশ্চয় আমর পুনরাবৃত্তিতে কামনা করে।

সরল অনুবাদ : এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না যে, আমর যদি পুনঃ পুনঃ করা না বুঝায়, তবে ইবাদতসমূহ কি করে পুনঃ পুনঃ করা বুঝাল? কেননা, ঐ পুনঃ পুনঃ করা আমর দ্বারা প্রমাণিত হয়নি; বরং ইবাদতের সেসব উপকরণের পুনরাবৃত্তির দ্বারা প্রমাণিত, যে সমস্ত কারণে ইবাদত প্রথমে অবশ্যকরণীয় রূপে গণ্য হয়েছিল। আর পূর্বেকার কোনো বিশেষ কারণে যে কাজটি অবশ্য করণীয়রূপে দায়িত্বে অর্পিত হয়েছে, তা সম্পাদনের নির্দেশ দানের জন্যই আমর— মূল ওয়াজিব সাব্যস্ত করার জন্য নয়। এটা কোনো ব্যক্তির উক্তি أَدِّ ثَمَنَ الْمَبِيْعِ (ক্রয়কৃত বস্তুর মূল্য পরিশোধ কর।) এবং أَدِّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ (স্ত্রীর ভরণ-পোষণ আদায় কর।) -এর পর্যায়ের।

অতএব, ইবাদত যখন তার سبب তথা উপকরণ দ্বারা ওয়াজিব হয়, তখন আমরটি ঐ ওয়াজিব আদায়ের প্রতি ধাবিত হয়, যা উপকরণের দ্বারা তার উপর ওয়াজিব হয়েছে। অতঃপর আমরের সীগাহ যখন জিনস (জাতি)-কে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন ঐ ইবাদতের জিনসকে অন্তর্ভুক্ত করবে যা তার উপর ওয়াজিব হয়েছে। এর উদাহরণ হিসেবে বলা হয়, যোহরের সময় যোহরের সালাত ওয়াজিব। আর আমরের সীগাহটি সে ওয়াজিবটি আদায়ের প্রতি ধাবিত হয়েছে। অতঃপর যখন সময়ের পুনরাবৃত্তি হবে, তখন ওয়াজিবেরও পুনরাবৃত্তি হবে। অতঃপর আমরের সীগাহ ওয়াজিবটির সমুদয় একককে অন্তর্ভুক্ত করে বিধায় অপর ওয়াজিবটিকে অন্তর্ভুক্ত করবে; চাই সে ওয়াজিব কাজটি সাওম হোক বা সালাত হোক।

সুতরাং পুনরাবৃত্ত ইবাদতের পুনরাবৃত্তি এ পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে নয় যে, আমরের সীগাহটি পনরাবৃত্তি কামনা করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَتَأَتّٰى عَلٰى هٰذَا الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারতের মাধ্যমে সম্মানিত গ্রন্থকার একটি سؤال مقدر -এর উত্তর প্রদান করেছেন।

تَقْرِيْرُ السُّؤَالِ :

امر -এর শব্দ تكرار না চাওয়ার উল্লেখ হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এবং اٰتُوا الزَّكٰوةَ এগুলো امر -এর শব্দ। বর্ণিত নিয়ম অনুসারে জীবনে একবার সালাত পড়লে এবং একবার জাকাত প্রদান করলেই امر -এর দায়িত্ব পালন করা হয়ে যাওয়ার কথা; কিন্তু উল্লিখিত امر দ্বয়ের দ্বারা দৈনিক পাঁচবার সালাত এবং পতি বৎসর সম্পদশালীর জন্য জাকাত দেওয়ার দায়িত্ব আসে। ইহা امر সম্পর্কীয় মূলনীতির বিরোধী।

اَلْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ الْمُقَدَّرِ :

এর উত্তর হলো, এখানে দু'টি বিষয় আছে, একটি হলো মূল ইবাদতের وجوب দ্বিতীয়টি হলো ইবাদতটির আদায় ওয়াজিব হওয়া। অতঃপর মূল ইবাদতের وجوب ঐ ইবাদতের اسباب সাব্যস্ত হয়। আর ইবাদতের আদায় ওয়াজিব হওয়া আল্লাহর তা'আলার নির্দেশ দ্বারা হয়। সুতরাং সালাতের سبب ওয়াক্ত, জাকাতের سبب নিসাব, সাওমের سبب রমজান মাস, এগুলোর تكرار -এর কারণে ইবাদতের تكرار হয়, صيغة امر -এর দ্বারা ইবাদতে تكرار হয় না। সুতরাং আলোচ্য প্রতিবাদ প্রযোজ্য নয়।

قَوْلُهُ وَالْاَمْرُ لِطَلَبِ اَدَاءِ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারতে একটি প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাহলো, ইবাদতের ওয়াজিব হওয়া যদি اسباب -এর কারণে হয়, তাহলে صيغة امر -এর কাজ কি?

প্রতিবাদের উত্তর :

এর উত্তর হলো ইবাদতের মূল وجوب ইবাদতের اسباب দ্বারা হয়। আর দায়িত্বে ওয়াজিব হওয়া ইবাদতের আদায় صيغة امر দ্বারা হয়। দায়িত্বে ওয়াজিব হওয়া ইবাদতের আদায়কে তালাশ করাই হলো ইবাদতের ব্যাপারে صيغه امر -এর কাজ।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْاَمْرُ لَمَّا كَانَ يَتَنَاوَلُ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারাও একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো—

تَقْرِيْرُ السُّؤَالِ :

এখানে প্রশ্ন হলো, ইবাদতের মূল وجوب যদি اسباب -এর দ্বারা হয়, اسباب -এর تكرار -এর কারণে মূল وجوب -এরও تكرار হয়। কিন্তু এতে وجوب اداء -এর تكرار বুঝা যায় না। কিন্তু আমাদের আলোচনা হলো وجوب اداء -এর تكرار সম্পর্কে মূল وجوب -এর تكرار সম্পর্কে নয়।

اَلْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالِ :

এর উত্তর হলো, صيغة امر তথা امر -এর শব্দ مامور به -এর جنس -কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন– যোহরের সালাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য যোহরের সময় হলো سبب আর صيغه امر -এর অর্থ হলো, তুমি তোমার জীবনের সমস্ত যোহরের সালাতকে আদায় কর। অতএব, وجوب ادا -এর মধ্যে تكرار বা বারবার হওয়া صيغه امر -এর কারণে নয়; বরং সমস্ত সালাত مامور به جنس -এর افراد হওয়ার কারণে। কেননা, جنس তার সমস্ত افراد-কে অন্তর্ভুক্ত করে। তার উদাহরণ এরূপ যে, عقد بيع -এর দ্বারা দামের نفس وجوب আর عقد نكاح -এর দ্বারা ভরণ-পোষণের نفس وجوب হয়ে থাকে। আর বিক্রেতার উক্তি– اَدِّ ثَمَنَ الْمَبِيْعِ আর কাজীর উক্তি– اَدِّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ দ্বারা দাম এবং ভরণ-পোষণের وجوب ادا হয়। অতএব, عقد بيع এবং عقد نكاح সালাতের সময়ের ন্যায় মূল وجوب -এর জন্য سبب -এর স্থলে। আর صيغه امر দ্বারা সালাত এবং ভরণ-পোষণ ইত্যাদির আদায় ওয়াজিব হয়।

অতএব, উল্লিখিত পন্থায় ইবাদতের اسباب -এর কাজ এবং صيغه امر -এর কাজ পৃথক পৃথক হওয়া সাব্যস্ত হলো, এবং ইবাদতের تكرار বা বারবার হওয়া صيغه امر দ্বারা হওয়া আবশ্যকীয় হলো না।

امر -এর শব্দ تكرار -এর চাহিদা রাখার ব্যাপারে মতামত ও তাদের উত্তর :

প্রকাশ থাকে যে, امر -এর শব্দ تكرار -এর চাহিদা রাখার ব্যাপারে তিনটি মাযহাব আছে। (১) امر -এর শব্দ تكرار -এর চাহিদা রাখে, এ কারণেই امر -এর শব্দে تكرار না হওয়া সত্ত্বেও সাওম, সালাত, জাকাত ইত্যাদি ইবাদত مكرر হয়। (২) امر -এর শব্দ تكرار -এর সম্ভাবনা রাখে। (৩) যে امر -এর শব্দ কোনো শর্ত অথবা وصف -এর সাথে শর্ত যুক্ত হয়, তা تكرار -এর চাহিদা রাখে। আর যে امر -এর শব্দ شرط এবং وصف হতে মুক্ত তা تكرار-এর চাহিদা রাখে না।

গ্রন্থকারের উক্তি– وَلَا يَتَأَتَّى عَلٰى هٰذَا فَصْلُ تَكْرَارِ الْعِبَادَاتِ উল্লিখিত তিনটি মাযহাবের উত্তর হতে পারে। কেননা, صيغه امر টা تكرار -এর চাহিদা রাখে না। আর ইবাদত যা مكرر হয় যেমন– সালাত, সাওম, জাকাত ইত্যাদির تكرار তাদের اسباب -এর تكرار -এর কারণে হয় صيغه امر -এর দ্বারা নয়। অনুরূপ যে সকল ইবাদত শর্ত অথবা وصف -এর সাথে শর্তযুক্ত, সে সকল ইবাদতের تكرار শর্ত অথবা وصف-এর কারণে হয়। কেননা, এমতাবস্থায় শর্ত এবং وصف সাধারণত علة -এর স্থলে। এখানে صيغه امر-এর কারণে تكرار হবে না। মোটকথা হলো, যারা نفس وجوب এবং وجوب اداء -এর মধ্যে প্রভেদ করে না, তারাই امر -কে مقتضى تكرار বলে মন্তব্য করেন। আর যারা نفس وجوب এবং وجوب اداء -এর মধ্যে প্রভেদ করেন, তারা امر -এর مقتضى تكرار হওয়ার বিরোধী।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১. امر টা فعل কে বারংবার সম্পাদন করা কামনা করে কিনা? এবং ইবাদত বারংবার করতে হয় কেন? বিস্তারিত লিখ।

২. ثُمَّ الْاَمْرُ بِالضَّرْبِ اَمْرٌ بِجِنْسٍ تَصَرُّفٍ مَعْلُوْمٍ وَحُكْمُ اِسْمِ الْجِنْسِ اَنْ يَتَنَاوَلَ الْاَدْنٰى عِنْدَ الْاِطْلَاقِ وَيَحْتَمِلُ كُلَّ الْجِنْسِ ـ ·

এ ইবারাত দ্বারা লিখক কি বুঝাতে চেয়েছেন? উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

فَصْلٌ اَلْمَامُوْرُ بِهٖ نَوْعَانِ : مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ وَمُقَيَّدٌ بِهٖ وَحُكْمُ الْمُطْلَقِ اَنْ يَّكُوْنَ الْاَدَاءُ وَاجِبًا عَلَى التَّرَاخِىْ بِشَرْطِ اَنْ لَّا يَفُوْتَهٗ فِى الْعُمْرِ وَعَلٰى هٰذَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِى الْجَامِعِ لَوْنَذَرَ اَنْ يَّعْتَكِفَ شَهْرًا لَهٗ اَنْ يَعْتَكِفَ اَىَّ شَهْرٍ شَاءَ وَلَوْ نَذَرَ اَنْ يَّصُوْمَ شَهْرًا لَهٗ اَنْ يَّصُوْمَ اَىَّ شَهْرٍ شَاءَ وَفِى الزَّكٰوةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ الْمَذْهَبُ الْمَعْلُوْمُ اَنَّهٗ لَايَصِيْرُ بِالتَّاخِيْرِ مُفْرِطًا فَاِنَّهٗ لَوْهَلَكَ النِّصَابُ سَقَطَ الْوَاجِبُ وَالْحَانِثُ اِذَا ذَهَبَ مَالُهٗ وَصَارَفَقِيْرًا كَفَّرَ بِالصَّوْمِ وَعَلٰى هٰذَا لَايَجُوْزُ قَضَاءُ الصَّلٰوةِ فِى الْاَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ لِاَنَّهٗ لَمَّا وَجَبَ مُطْلَقًا وَجَبَ كَامِلًا فَلَايَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ بِاَدَاءِ النَّاقِصِ فَيَجُوْزُ الْعَصْرُ عِنْدَ الْاِحْمِرَارِ اَدَاءً وَلَايَجُوْزُ قَضَاءً وَعَنِ الْكَرْخِىْ (رحـ) اَنَّ مُوْجِبَ الْاَمْرِ الْمُطْلَقِ الْوُجُوْبُ عَلَى الْفَوْرِ وَالْخِلَافُ مَعَهٗ فِى الْوُجُوْبِ وَلَاخِلَافَ فِىْ اَنَّ الْمُسَارَعَةَ اِلَى الْاِيْتِمَارِ مَنْدُوْبٌ اِلَيْهَا -

---

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْمَامُوْرُ بِهٖ আদিষ্ট বিষয় দু'প্রকার مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ সময়ের সাথে সম্পর্কহীন وَمُقَيَّدٌ بِهٖ আর সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত وَحُكْمُ الْمُطْلَقِ মুতলাক (সম্পর্কহীন)-এর হুকুম হলো اَنْ يَّكُوْنَ الْاَدَاءُ وَاجِبًا সম্পাদন করা (সম্পর্কহীন)-এর হুকুম হলো اَنْ يَّكُوْنَ الْاَدَاءُ وَاجِبًا সম্পাদন করা ওয়াজিব عَلَى التَّرَاخِىْ বিলম্বের সাথে بِشَرْطِ এ শর্তের সাথে (যে,) اَنْ لَّا يَفُوْتَهٗ فِى الْعُمْرِ জীবনে যেন ছুটে না যায় وَعَلٰى هٰذَا আর এ প্রেক্ষিতে قَالَ مُحَمَّدٌ رح فِى الْجَامِعِ ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে কবীরে বলেছেন لَوْ نَذَرَ যদি কেউ মান্নত করে (যে,) اَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا সে এক মাস ই'তিকাফ করবে لَهٗ তার জন্য জায়েজ আছে اَنْ يَعْتَكِفَ ই'তিকাফ করা اَىَّ شَهْرٍ شَاءَ যে কোনো মাসে সে ইচ্ছা করে وَلَوْ نَذَرَ (অনুরূপ) যদি কেউ মান্নত করে (যে,) اَنْ يَّصُوْمَ شَهْرًا সে এক মাস রোজা রাখবে لَهٗ তার জন্য জায়েজ আছে اَنْ يَّصُوْمَ রোজা রাখা اَىَّ شَهْرٍ شَاءَ যে কোন মাসে সে ইচ্ছা করে وَفِى الزَّكٰوةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ আর জাকাত সদকায়ে ফিতর ও উশরের ব্যাপারে اَلْمَذْهَبُ الْمَعْلُوْمُ প্রসিদ্ধ মাযহাব হলো اَنَّهٗ لَا يَصِيْرُ بِالتَّاخِيْرِ مُفْرِطًا নিশ্চয় (আদিষ্ট বিষয় সম্পাদনে) বিলম্ব করার দ্বারা গুনাহগার হবে না।

فَاِنَّهٗ কেননা لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ যদি নেসাব বিনষ্ট হয়ে যায় سَقَطَ الْوَاجِبُ ওয়াজিবও রহিত হয়ে যায় وَالْحَانِثُ আর শপথ ভঙ্গকারী اِذَا ذَهَبَ مَالُهٗ যখন তার সম্পদ চলে যায় (বিনষ্ট হয়) وَصَارَ فَقِيْرًا এবং নিঃস্ব হয়ে যায় كَفَّرَ بِالصَّوْمِ (তখন) রোজা দ্বারা কাফফারা আদায় করবে وَعَلٰى هٰذَا আর এ নীতিমালার ভিত্তিতে لَايَجُوْزُ বৈধ নয় قَضَاءُ الصَّلٰوةِ কাযা নামাজ পড়া فِى الْاَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ মাকরূহ ওয়াক্তসমূহে لِاَنَّهٗ কেননা لَمَّا وَجَبَ مُطْلَقًا যখন মুতলাক হিসেবে ওয়াজিব হয়েছে وَجَبَ كَامِلًا (তখন) পরিপূর্ণভাবে ওয়াজিব হয়েছে فَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ সুতরাং দায়িত্ব থেকে বের হবে না بِاَدَاءِ النَّاقِصِ অসম্পূর্ণ আদায়ের দ্বারা فَيَجُوْزُ الْعَصْرُ অতঃপর আসর বৈধ হবে عِنْدَ الْاِحْمِرَارِ (পশ্চিম আকাশ) রক্তিম বর্ণ ধারণ করার সময় اَدَاءً আদা হিসেবে وَلَا يَجُوْزُ قَضَاءً কাযা জায়েজ হবে না وَعَنِ الْكَرْخِىْ ইমাম কারখী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, اِنَّ مُوْجِبَ الْاَمْرِ الْمُطْلَقِ নিশ্চয় শর্তহীন আমরের হুকুম হলো اَلْوُجُوْبُ عَلَى الْفَوْرِ তাৎক্ষণিক ওয়াজিব হওয়া وَالْخِلَافُ مَعَهٗ তার সাথে মতভেদ فِى الْوُجُوْبِ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে وَلَا خِلَافَ فِىْ এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই যে, اَنَّ الْمُسَارَعَةَ اِلَى الْاِيْتِمَارِ مَنْدُوْبٌ اِلَيْهَا যথাসম্ভব আদিষ্ট বিষয় সম্পাদন করা মুস্তাহাব।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : مامور به তথা আদিষ্ট বিষয় দুই প্রকার: (১) مطلق عن الوقت (২) مقيد بالوقت অতঃপর مَامُوْر بِه مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ -এর হুকুম হলো বিলম্বের সাথে আদায় করা ওয়াজিব, এ শর্তে যে জীবনে যেন ছুটে না যায়। এ প্রেক্ষিতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) জামে সাগীর কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, যদি কেউ একমাস ই'তিকাফ কারার মানত করে, তার জন্য যে-কোনো একমাস ই'তিকাফ করা জায়েজ হবে। আর যদি কেউ একমাস সাওম রাখার মানত করে, তার জন্য যে-কোনো মাসে সাওম রাখা জায়েজ হবে। আর জাকাত এবং সদকায়ে ফিতর ও ওশরের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মাযহাব হলো, আদিষ্ট ব্যক্তি مامور به পালনে বিলম্ব করার দ্বারা গুনাহগার হবে না। কেননা, যদি নিসাব ধ্বংস হয়ে যায়, তখন দায়িত্ব হতে ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে। আর শপথ ভঙ্গকারীর মাল যদি চলে যায় এবং সে ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয়ে যায়, তাহলে সে ব্যক্তি সাওমের দ্বারা কাফ্ফারা পালন করবে। আর امر مطلق -এর মধ্যে বিলম্ব জায়েজ হওয়ার নীতির ভিত্তিতে মাকরূহ ওয়াক্তের মধ্যে সালাতের কাযা জায়েজ হবে না। এ জন্য যে, কাযা যখন مطلق ওয়াজিব হলো তখন كامل বা পরিপূর্ণভাবে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং اداء ناقص তথা অসম্পূর্ণ আদায়ের দ্বারা দায়িত্ব পালন হবে না। সুতরাং পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে যাওয়ার সময় আসরের সালাতের আদায় জায়েজ হবে; কিন্তু সে সময় কাযা জায়েয হবে না।

আর ইমাম কারখী (র.) মতে, امر مطلق -এর হুকুম হলো তাৎক্ষণিক ওয়াজিব হওয়া। ইমাম কারখীর সাথে আমাদের মতানৈক্য হলো ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে। এ কথার কোনো মতানৈক্য নেই যে, مامور به যথা শীঘ্র পালন করা মুস্তাহাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَحُكْمُ الْمُطْلَقِ الخ -এর আলোচনা :

এখানে মুতলাক مامور به -এর বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, مامور به مطلق-কে আদায় করার জন্য শরিয়তের পক্ষ হতে কোনো নির্ধারিত সময় নেই। সুতরাং مامور به مطلق -এর হুকুম হলো এটা আদায় করা বিলম্বের সাথে ওয়াজিব। তবে শর্ত হলো জীবনে যেন তা না ছুটে। এ জন্য জীবনের যে-কোনো অংশে তা পালন করলেই আদায় বলে পরিগণিত হবে— কাযা হবে না।

مامور به مطلق -এর উদাহরণ হলো, সদকায়ে ফিতর, ওশর ইত্যাদি। অর্থাৎ, বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর জাকাত তাৎক্ষণিক আদায় করা। আর রমজান শরীফের পর সদকায়ে ফিতর তাৎক্ষণিক আদায় করা অবশ্যই মুস্তাহাব। এটাই জমহুরে আহনাফের অভিমত। কিন্তু ইমাম কারখী ও ইমাম গাযযালী (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, مامور به مطلق-কেও তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং তাদের মতে বিলম্ব করলে গুনাহ হবে। আর জমহুরে আহনাফের মতে, গুনাহ হবে না। কিন্তু সারা জীবনের জাকাত এবং ওশর ও সদকায়ে ফিতরকে শেষ জীবনে আদায় করলেও আদায়ই হবে, কারো মতেই কাযা হবে না। কিন্তু নিসাবের মালিক যখন ধারণা করবে যে, তার মৃত্যু নিকটবর্তী, তখন সমস্ত অতীত বৎসরসমূহের জাকাত ও সদকায়ে ফিতর আদায় করে দেওয়া জমহুরে আহনাফের মতে ওয়াজিব। অর্থাৎ, মৃত্যুর ধারণার সময় জাকাত ইত্যাদি বিলম্বে হওয়ার অবস্থায় সে গুনাহগার হবে। তবে আকস্মিক মৃত্যুর গুরুত্ব নেই তথা ঐ অবস্থায় সে গুনাহগার হবে না।

قَوْلُهُ وَلَوْ هَلَكَ النِّصَابُ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারত দ্বারা মামূর বিহী আদায়ে বিলম্ব হলে গুনাহ্ না হওয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখক দু'টি দলিল উপস্থাপন করেছেন—

১. জাকাত আদায়ে বিলম্ব হলে গুনাহ না হওয়ার দলিল হলো জাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর জাকাত আদায়ের পূর্বে যদি জাকাতের নিসাব ধ্বংস হয়ে যায়, তখন জাকাত রহিত হয়ে যাবে। যদি জাকাত আদায় বিলম্ব হওয়াতে গুনাহ্ হতো, তাহলে তা রহিত হত না।

২. অনুরূপ যে ব্যক্তি তার শপথ ভঙ্গ করে এবং কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে সে দরিদ্র হয়ে যায়, তাহলে তিনি সাওম দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করতে পারেন। যদি কাফ্ফারা আদায়ে বিলম্ব হওয়াতে গুনাহ হতো, তাহলে সাওম দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করা সহীহ হতো না। কেননা, সাওম দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করা সহীহ হওয়ার জন্য শপথ ভঙ্গকারীর সম্পূর্ণরূপে দরিদ্র হওয়া শর্ত।

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا لَايَجُوْزُ قَضَاءُ الصَّلٰوةِ الخ-এর আলোচনা :

এখানে লিখক উপরোক্ত বিধানের ভিত্তিতে মাকরূহ সময়ে কাযা সালাত আদায় করা বৈধ না হওয়া সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, যেহেতু مامور به مطلق -এর মধ্যে বিলম্ব করা জায়েজ আছে এ ভিত্তিতে কাযা সালাত মাকরূহ ওয়াক্তে জায়েজ হবে না। কেননা, যে সালাত ছুটে গেছে তার কাযা مطلقا ওয়াজিব হয়েছে, যাতে قضاء كامل হওয়া বুঝা গেছে। আর মাকরূহ ওয়াক্তে যদি কাযা সালাত পড়া হয়, তাহলে قضاء ناقص হবে। আর كامل واجب-কে ناقص ভাবে পালন করা সহীহ হবে না। তবে পশ্চিম আকাশে লালিমা প্রকাশ পাওয়ার পর আজকের আসরের সালাত আদায় করা সহীহ হবে। কেননা, এর ওয়াজিব হওয়াও ناقص হবে, সুতরাং আদায়ও ناقص হবে। এ জন্য যখন সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পশ্চিম আকাশে লালিমা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে আসরের সালাত না পড়ে, তখন আসরের সালাতের সময়ের শেষাংশে আসরের সালাত ওয়াজিব হবে। আর সে সময়ের শেষাংশ ত্রুটিপূর্ণ সময় হওয়ার কারণে সে সময় সালাত ওয়াজিব হওয়াও ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। সুতরাং সে সালাত ناقص ভাবে আদায় করলেও যথেষ্ট হবে। কিন্তু গতকালের ছুটে যাওয়া আসরের সালাত كامل ভাবে ওয়াজিব হয়েছিল বিধায় قضا ও كامل ওয়াক্তের মধ্যে পড়া আবশ্যক।

وَاَمَّا الْمُوَقَّتُ فَنَوْعَانِ : اَلْاَوَّلُ نَوْعٌ يَكُوْنُ الْوَقْتُ ظَرْفًا لِلْفِعْلِ حَتّٰى لَايُشْتَرَطُ اِسْتِيْعَابُ كُلِّ الْوَقْتِ بِالْفِعْلِ كَالصَّلٰوةِ وَمِنْ حُكْمِ هٰذَا النَّوْعِ اَنَّ وُجُوْبَ الْفِعْلِ فِيْهِ لَايُنَافِيْ وُجُوْبَ فِعْلٍ اٰخَرَ فِيْهِ مِنْ جِنْسِهِ حَتّٰى لَوْ نَذَرَ اَنْ يُّصَلِّيَ كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً فِيْ وَقْتِ الظُّهْرِ لَزِمَهٗ وَمِنْ حُكْمِهٖ اَنَّ وُجُوْبَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ لَايُنَافِيْ صِحَّةَ صَلٰوةٍ اُخْرٰى فِيْهِ حَتّٰى لَوْ شَغَلَ جَمِيْعَ وَقْتِ الظُّهْرِ لِغَيْرِ الظُّهْرِ يَجُوْزُ وَمِنْ حُكْمِهٖ اَنَّهٗ لَا يَتَأَدَّى الْمَامُوْرُ بِهٖ اِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لِاَنَّ غَيْرَهٗ لَمَّا كَانَ مَشْرُوْعًا فِي الْوَقْتِ لَايَتَعَيَّنُ هُوَ بِالْفِعْلِ وَاِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ لِاَنَّ اِعْتِبَارَ النِّيَّةِ بِاِعْتِبَارِ الْمُزَاحِمِ وَقَدْ بَقِيَتِ الْمُزَاحِمُ عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ –

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَاَمَّا الْمُوَقَّتُ বস্তুত সময়ের সাথে সম্পূর্ণ আদিষ্ট বিষয় فَنَوْعَانِ দু'প্রকার نَوْعٌ (প্রথম) প্রকার يَكُوْنُ الْوَقْتُ সময় হবে ظَرْفًا যরফ (প্রাণ) لِلْفِعْلِ কাজের জন্য حَتّٰى لَايُشْتَرَطُ এমনকি শর্ত নয় اِسْتِيْعَابُ كُلِّ الْوَقْتِ সমস্ত সময় ব্যাপৃত রাখা بِالْفِعْلِ কাজের দ্বারা كَالصَّلٰوةِ যেমন নামাজ وَفِيْ حُكْمِ هٰذَا النَّوْعِ আর এ প্রকারের হুকুম হলো اِنَّ وُجُوْبَ الْفِعْلِ فِيْهِ নিশ্চয়ই এ সময়ে আবশ্যকীয় কাজটি لَايُنَافِيْ নিষেধ করে না وُجُوْبَ فِعْلٍ اٰخَرَ فِيْهِ সে সময়ে অন্য কাজ ওয়াজিব হওয়াকে مِنْ جِنْسِهٖ তার জাতীয় حَتّٰى এমনকি لَوْ نَذَرَ যদি কেউ মান্নত করে যে, اَنْ يُّصَلِّيَ كَذَا وَكَذَا সে এত এত রাকআত নামাজ পড়বে فِيْ وَقْتِ الظُّهْرِ যোহরের সময়ে لَزِمَهٗ তার উপর তা আবশ্যক হবে وَمِنْ حُكْمِهٖ তার হুকুমের মধ্যে আরেকটি হলো اِنَّ وُجُوْبَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ নিশ্চয় সে সময়ের ওয়াজিব নামাজ لَايُنَافِيْ নিষেধ করে না صِحَّةَ صَلٰوةٍ اُخْرٰى فِيْهِ সে সময়ে অন্য নামাজ ওয়াজিব হওয়াকে حَتّٰى لَوْ شَغَلَ এমনকি যদি সে ব্যস্ত থাকে جَمِيْعَ وَقْتِ الظُّهْرِ যোহরের পূর্ণ সময়ে لِغَيْرِ الظُّهْرِ যোহর ছাড়া অন্য কোনো নামাজে يَجُوْزُ তা বৈধ হবে وَمِنْ حُكْمِهٖ তার হুকুমের মধ্যে আরেকটি হুকুম হলো اَنَّهٗ لَايَتَأَدّٰى নিশ্চয়ই আদিষ্ট বিষয় আদায় হবে না اِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ নির্দিষ্ট নিয়ত ছাড়া لِاَنَّ غَيْرَهٗ কেননা তার অন্যটি لَمَّا كَانَ شَرْعًا যখন সিদ্ধ হয় فِي الْوَقْتِ সে সময়ে لَايَتَعَيَّنُ هُوَ بِالْفِعْلِ কাজের দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয় না وَاِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ যদিও সময় সংকীর্ণ হয় لِاَنَّ اِعْتِبَارَ النِّيَّةِ কেননা, নিয়তের প্রয়োজন بِاِعْتِبَارِ الْمُزَاحِمِ (অন্য) নামাজের ভিড়ের কারণে وَقَدْ بَقِيَتِ الْمُزَاحِمُ ... عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ সময়ের সংকীর্ণতার সময়।

সরল অনুবাদ : মুয়াক্কাত মামুর বিহী দুই প্রকার : প্রথম প্রকার হলো, সময়টি কাজের জন্য আধার বা পাত্র হবে। তবে কাজটি পূর্ণ সময় জুড়ে হওয়া শর্ত নয়। যেমন— সালাত। এ প্রকার মামুর বিহীর হুকুম হলো, যে সময়ের মধ্যে কাজটি ওয়াজিব হওয়া ঐ সময়ের মধ্যে ঐ জাতীয় অন্য কোনো কাজ ওয়াজিব হওয়ার বিরোধী নয়। এমনকি যদি কেউ যোহরের সালাতের সময় কয়েক রাকআত সালাত পড়ার মানত করে, তবে সে মানত আদায় করা ঐ ব্যক্তির উপর আবশ্যক হবে। এর আরেকটি হুকুম হলো, ঐ সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজটি ওয়াজিব হওয়া সে সময়ে অন্য কাজ শুদ্ধ হওয়ার বিরোধী নয়। এমনকি যদি কেউ যোহরের পূর্ণ সময় ব্যাপী যোহর ছাড়া অন্য কোনো সালাতে লিপ্ত থাকে, তবে তা বৈধ হবে। তৃতীয় হুকুম হলো, মামূরে বিহী নির্দিষ্ট নিয়ত ব্যতীত আদায় হবে না। কেননা, ঐ সময় আদিষ্ট কাজ ছাড়াও অন্য কাজ করা সিদ্ধ। তখন আদিষ্ট কাজ নিজে নিজে আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট হবে না; যদিও সময় সংকীর্ণ হোকনা কেন। কেননা, একই সময় বহু সালাতের সমাবেশের সম্ভাবনায় অন্য সালাত হতে পার্থক্য করার জন্য নিয়ত প্রয়োজন। কেননা, সময় সংকীর্ণ হলেও বহু সালাতের সমাবেশের সম্ভাবনা থেকে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْمُوَقَّتُ فَنَوْعَانِ الخ-এর আলোচনা :

এখানে مامور به -এর প্রকারভেদের আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, مامور به টা দুই প্রকার:

১. مامور به -কে সম্পাদন করার জন্য সময়টা ظرف বা পাত্র হবে।

২. مامور به-কে সম্পাদন করার জন্য সময়টা معيار বা মাপকাঠি হবে।

ظرف-এর পরিচয় :

ظرف ঐ সময়কে বলে, যার সমস্ত সময়কে مامور به ঘিরে নেয় না অর্থাৎ, যার কোনো অংশের মধ্যে مامور به পালন করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ সালাতের সময়। যেমন— যোহরের সালাতের জন্য শরিয়ত যে সময় নির্ধারণ করেছে, সে সময়ের মধ্যে যোহরের সালাত পালন করে যথেষ্ট সময় অবশিষ্ট থেকে যায়। অনুরূপ অন্যান্য সালাতের সময়।

معيار-এর পরিচয় :

আর معيار ঐ সময়কে বলে, যার সমস্ত অংশকে مامور به ঘিরে নেয়। যেমন— সাওম তথা তার সময় সুবহে সাদিকের প্রথম হতে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আর দিবসের এ পূর্ণ সময়কে সাওম ঘিরে নেয়।

قَوْلُهُ وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ الخ -এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) مامور به موقت -এর প্রথম প্রকার তথা যে مامور به -কে সম্পাদন করার জন্য সময়টা ظرف বা পাত্র হবে, তার বিধান বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, এ প্রকারের বিধান বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

প্রথম হুকুম : مامور به -এর সময়ের মধ্যে مامور به ওয়াজিব হয়ে সে সময়ে مامور به জাতীয় অন্য কাজ ওয়াজিব হওয়াকে বাধা দেয় না। এ কারণে সালাতের সময়ে নির্ধারিত সালাত ব্যতীত যদি অন্য কোনো সালাতের মানত করে, তাহলে মানত সহীহ হবে। আর নির্ধারিত সালাত ব্যতীত মানত করা সালাত পড়াও আবশ্যক হবে।

দ্বিতীয় হুকুম : مامور به -এর সময়ের মধ্যে শরিয়তের পক্ষ হতে নির্ধারিত সালাত ওয়াজিব হওয়া সে সময়ে অন্য সালাত সহীহ হওয়াকে বাধা দেয় না। একারণেই উদাহরণ স্বরূপ যোহরের সময় যোহরের সালাত না পড়ে পূর্ণ সময়কে যদি অন্য সালাতে কাটিয়ে দেয়, তাহলে সে সালাত সহীহ হবে। যদিও নির্ধারিত সালাত ছেড়ে দেওয়ার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হয়।

তৃতীয় হুকুম : مامور به موقت -এর হুকুম এটাও যে, এ প্রকারের مامور به নিয়ত ব্যতীত আদায় হবে না। কেননা, যখন একই সময়ের مامور به ব্যতীত অন্য কাজও জায়েয আছে, তখন مامور به -এর নিয়ত নির্ধারণ ব্যতীত مامور به আদায় নির্ধারিত হবে না। যদিও مامور به -এর সময় সংকীর্ণ হয় কেননা, নিয়ত নির্ধারণের আবশ্যকতা তখন হয় যখন مامور به -এর সাথে অন্য কাজের ভিড় বিদ্যমান হয়। আর এ ক্ষেত্রে সময় সংকীর্ণ হলেও অন্য কাজের ভিড় বিদ্যমান থাকে। যেমন- যোহরের শেষ সময় যাতে শুধু চার রাকআত সালাত পড়া যায়, যদি সে সংকীর্ণ সময়ে যোহরের ফরয সালাত না পড়ে অন্য নফল সালাত বা কোনো মানতের সালাতের মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করে, তাও জায়েজ হবে। সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত সালাত আদায় হওয়ার জন্য নিয়ত নির্ধারণ করা শর্ত। নিয়ত নির্ধারণ ব্যতীত সালাত আদায় হবে না।

وَالنَّوْعُ الثَّانِى مَا يَكُوْنُ الْوَقْتُ مِعْيَارًا لَهُ وَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَتَقَدَّرُ بِالْوَقْتِ وَهُوَ الْيَوْمُ وَمِنْ حُكْمِهِ اَنَّ الشَّرْعَ إِذَا عَيَّنَ لَهُ وَقْتًا لَايَجِبُ غَيْرُهُ فِى ذٰلِكَ الْوَقْتِ وَلَا يَجُوْزُ اَدَاءُ غَيْرِهِ فِيْهِ حَتّٰى اَنَّ الصَّحِيْحَ الْمُقِيْمَ لَوْ وَقَعَ إِمْسَاكُهُ فِى رَمَضَانَ عَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ لَاعَمَّا نَوٰى وَإِذَا انْدَفَعَ الْمُزَاحِمُ فِى الْوَقْتِ سَقَطَ إِشْتِرَاطُ التَّعْيِيْنِ فَإِنَّ ذٰلِكَ لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ وَلَا يَسْقُطُ اَصْلُ النِّيَّةِ لِاَنَّ الْإِمْسَاكَ لَايَصِيْرُ صَوْمًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ فَإِنَّ الصَّوْمَ شَرْعًا هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا مَعَ النِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا فَإِنَّهُ لَايَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ بِتَعْيِيْنِ الْعَبْدِ حَتّٰى لَوْ عَيَّنَ الْعَبْدُ اَيَّامًا لِقَضَاءِ رَمَضَانَ لَاتَتَعَيَّنُ هِىَ لِلْقَضَاءِ وَيَجُوْزُ فِيْهَا صَوْمُ الْكَفَّارَةِ وَالنَّفْلِ وَيَجُوْزُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِيْهَا وَغَيْرِهَا وَمِنْ حُكْمِ هٰذَا النَّوْعِ إِشْتِرَاطُ تَعْيِيْنِ النِّيَّةِ لِوُجُوْدِ الْمُزَاحِمِ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَالنَّوْعُ الثَّانِى আর (সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত আদিষ্ট বিষয়ের) দ্বিতীয় প্রকার হলো (ইহা) مَا يَكُوْنُ الْوَقْتُ مِعْيَارًا لَهُ সময় যার জন্য মিয়ার (মানদণ্ড), وَذٰلِكَ আর উহা مِثْلُ الصَّوْمِ যেমন রোযা فَإِنَّهُ কেননা, يَتَقَدَّرُ بِالْوَقْتِ তা সময়ের নির্দিষ্ট وَهُوَ الْيَوْمُ আর তা সমস্ত দিন وَمِنْ حُكْمِهِ তার হুকুম থেকে একটি হুকুম হল اَنَّ الشَّرْعَ নিশ্চয় শরিয়ত إِذَا عَيَّنَ যখন নির্দিষ্ট করে لَهُ তার জন্য وَقْتًا কোন একটি সময় لَايَجِبُ غَيْرُهُ অন্যটি ওয়াজিব হয় না فِى ذٰلِكَ الْوَقْتِ সে সময়ে وَلَا يَجُوْزُ এবং বৈধ নয় اَدَاءُ غَيْرِهِ অন্যটি আদায় করা, فِيْهِ সে সময়ে حَتّٰى এমনকি اَنَّ الصَّحِيْحَ الْمُقِيْمَ নিশ্চয় কোনো সুস্থ মুকীম لَوْ وَقَعَ إِمْسَاكُهُ যদি তার বিরত থাকাকে হয় فِى رَمَضَانَ রমজান মাসে عَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ অন্য ওয়াজিবের নিয়তে يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ রমজানের রোজা হবে لَاعَمَّا نَوٰى সে যা নিয়ত করেছে তা হবে না وَإِذَا انْدَفَعَ الْمُزَاحِمُ আর যখন ভিড় ওঠে যাবে فِى الْوَقْتِ আদিষ্ট বিষয়ের সময়ে سَقَطَ إِشْتِرَاطُ التَّعْيِيْنِ তখন নির্দিষ্টের শর্তও রহিত হয়ে যাবে فَإِنَّ ذٰلِكَ কেননা, তা (নির্দিষ্টের নিয়ত) لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ ভিড় দূর করার জন্য وَلَايَسْقُطُ اَصْلُ النِّيَّةِ অবশ্য মূল নিয়ত রহিত হয় না لِاَنَّ الْإِمْسَاكَ কেননা বিরত থাকা لَايَصِيْرُ صَوْمًا রোজা হয় না إِلَّا بِالنِّيَّةِ নিয়ত ছাড়া فَإِنَّ الصَّوْمَ কেননা, সাওম شَرْعًا পরিভাষায় هُوَ الْإِمْسَاكُ বিরত থাকা عَنِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে نَهَارًا দিনে مَعَ النِّيَّةِ নিয়তের সাথে وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا আর যদি শরিয়ত তার জন্য সময় নির্ধারণ না করে থাকে فَإِنَّهُ لَايَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ তবে তার জন্য সময় নির্দিষ্ট হবে না بِتَعْيِيْنِ الْعَبْدِ বন্দার নির্দিষ্টের দ্বারা حَتّٰى এমনকি لَوْ عَيَّنَ الْعَبْدُ যদি বান্দা নির্দিষ্ট করে اَيَّامًا কতিপয় দিনকে لِقَضَاءِ رَمَضَانَ রমজান মাসের কাযা রোজার জন্য لَاتَتَعَيَّنُ هِىَ তা নির্দিষ্ট হবে না لِلْقَضَاءِ কাযার জন্য وَيَجُوْزُ فِيْهَا সেখানে বৈধ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ وَالنَّفْلِ কাফফারা ও নফলের রোজা وَيَجُوْزُ এবং বৈধ قَضَاءُ رَمَضَانَ রমজানের কাযা فِيْهَا وَغَيْرِهَا নির্দিষ্ট দিন এবং অন্যদিন وَمِنْ

لِوُجُوْدِ الْمُزَاحِمِ নির্দিষ্টের নিয়ত করা শর্ত, يُشْتَرَطُ تَعْيِيْنُ النِّيَّةِ এবং এ প্রকারের হুকুম হলো حُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ ভিড় পাওয়া যাওয়ার কারণে।

সরল অনুবাদ : দ্বিতীয় প্রকার হলো সে মামূর বিহী যার জন্য সময় হবে মাপকাঠি। তার উদাহরণ হলো সাওম। কেননা, সারা দিনই সাওমের সময় হিসেবে নির্দিষ্ট। আর এ প্রকার আদিষ্ট কাজের হুকুম এই যে, শরিয়ত যখন তার জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট করে, তখন তা ছাড়া অন্য কোনো কাজ ঐ সময়ে ওয়াজিব হবে না এবং সে সময় অন্য কোনো কাজ জায়েজও হবে না। এমনকি কোনো সুস্থ মুকীম ব্যক্তি যদি রমজান শরীফের সাওম ছাড়া এ সময় অন্য কোনো নিয়তে সাওম রাখে তবুও রমজানের সাওমই আদায় হবে, অন্য যেসব সাওমের নিয়ত সে করেছে তা হবে না। আর যখন একই সময়ের মধ্যে অন্য কাজ করার অবকাশ বিদূরিত হয়ে গেল, তখন নির্দিষ্টকরণের শর্তও রহিত হয়ে যাবে। কেননা, নির্দিষ্টকরণ নিয়ত দ্বারা অন্য কাজ বন্ধ করার জন্যই হয়ে থাকে। অবশ্য প্রকৃত নিয়ত রহিত হবে না। কেননা, পানাহার ও যৌনকার্য হতে সাওমের নিয়তসহ বিরত থাকার নামই সাওম। আর যে কাজের জন্য শরিয়ত সময় নির্ধারণ করেনি, ঐ কাজের সময় বান্দার দ্বারা নির্ধারিত হবে না। যেমন– কোনো ব্যক্তি যদি রমজানের সাওম কাযা করার জন্য কোনো বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করে, তখন ঐ দিন কাযা আদায়ের জন্য নির্ধারিত হবে না; বরং ঐ দিন কাফ্ফারার সাওম, নফল ও অন্যান্য সাওম রাখা জায়েজ হবে। আর রমজানের কাজা ঐ নির্দিষ্ট দিনে এবং অন্য দিনেও জায়েজ হবে। এ প্রকার মামূর বিহী মুয়াক্কাতের বিধান হলো, একই সময়ে আদায়যোগ্য অন্য কাজ করা সম্ভব বলে নিয়ত নির্দিষ্ট করা শর্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالنَّوْعُ الثَّانِيْ مَا يَكُوْنُ الْوَقْتُ الخ -এর আলোচনা :

উক্ত ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) مامور به موقت -এর দ্বিতীয় প্রকার তথা مامور به -কে সম্পাদন করার জন্য সময়টা معيار বা মাপকাঠি হবে-এর পরিচয় ও তার বিধানের বিবরণ দিয়েছেন।

مامور به معيار -এর পরিচয় :

مامور به যার জন্য সময় معيار হবে তার অর্থ এই যে, পূর্ণ সময়টিকে مامور به আবৃত করে নেবে। مامور به আদায় করার পরে আর কোনো সময় অবশিষ্ট থাকবে না।

অথবা, সম্পূর্ণ সময় ব্যাপী এ ওয়াজিব বিদ্যমান থাকবে, সময়ের কোনো অংশই ওয়াজিবের বাহিরে থাকবে না। যেমন– সাওম। কেননা, সারা দিনই সাওমের সময় হিসেবে নির্দিষ্ট।

এ প্রকারের বিধান :

এর হুকুম হলো, এ প্রকারের مامور به আদায় করার জন্য নিয়তের নির্ধারণ আবশ্যক নয়। কেননা, এর জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে مامور به ব্যতীত অন্য কোনো কাজ আদায় করা সহীহ হবে না। এ জন্য কোন সুস্থ মুকীম ব্যক্তি যদি রমযান মাসে মানত অথবা কাযা সাওমের নিয়তে সাওম রাখে, তখন রমযান শরীফের সাওমই আদায় হয়ে যাবে। তার এ সাওম মানতের কাযা সাওম হিসেবে আদায় হবে না। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তি রমজান শরীফে মানত বা কাযা অথবা কাফ্ফারার সাওম রাখতে পারে।

قَوْلُهُ وَاِذَا انْدَفَعَ الْمُزَاحِمُ فِي الْوَقْتِ الخ -এর আলোচনা :

এখানে সম্মানিত লিখক مامور به -এর আদায়ের ব্যাপারে নিয়তের বিশ্লেষণ করেছেন। যে মামূরে বিহীর সময়ের মধ্যে তার সমজাতীয় অন্য কোনো ইবাদত করারও সুযোগ রয়েছে, ঐ মামূর বিহী আদায় করার সময় নিয়ত নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। কেননা, অন্যথায় অন্য ইবাদত মামূর বিহী -এর সাথে একত্রিত হয়ে যায়। আর যে মামূর বিহী -এর সময়ের মধ্যে অন্য কোনো ইবাদতের সম্ভাবনা থাকে না, ঐ স্থানে নিয়ত নির্দিষ্ট করার কোনো প্রয়োজন হয় না। কেননা, ঐ স্থানে মামূর বিহী-এর সাথে অন্যকিছু একত্রিত হওয়ার মত সময় এটা নয়। অতএব, নিয়ত নির্দিষ্টকরণ দ্বারা قَطْعُ الْمُزَاحَمَةِ -এর প্রয়োজন নেই। কিন্তু মামূর বিহী -এর এ প্রকারেও আসল নিয়ত কিন্তু প্রয়োজন। কেননা, কোনো ইবাদতই নিয়ত ছাড়া আদায় হয় না। এ কারণেই যে ব্যক্তি অভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাদ্য-পানীয় ও স্ত্রী থেকে বঞ্চিত থাকে, তার এই উপবাসকে শরয়ী দিক হতে সাওম বলা হয় না। কেননা, তার এই উপবাসে সাওমের নিয়ত নেই।

ثُمَّ لِلْعَبْدِ اَنْ يُّوْجِبَ شَيْئًا عَلٰى نَفْسِهِ مُوَقَّتًا اَوْ غَيْرَ مُوَقَّتٍ وَلَيْسَ لَهُ تَغْيِيْرُ حُكْمِ الشَّرْعِ مِثَالُهُ اِذَا نَذَرَ اَنْ يَّصُوْمَ يَوْمًا بِعَيْنِهِ لَزِمَهُ ذٰلِكَ وَلَوْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ اَوْ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِيْنِهِ جَازَ لِاَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْقَضَاءَ مُطْلَقًا فَلَا يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ مِنْ تَغْيِيْرِهِ بِالتَّقْيِيْدِ بِغَيْرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يَلْزَمُ عَلٰى هٰذَا مَا اِذَا صَامَهُ عَنْ نَفْلٍ حَيْثُ يَقَعُ عَنِ الْمَنْذُوْرِ لَا عَمَّا نَوٰى لِاَنَّ النَّفْلَ حَقُّ الْعَبْدِ اِذْ هُوَ يَسْتَبِدُّ بِنَفْسِهِ مِنْ تَرْكِهِ وَتَحْقِيْقِهِ فَجَازَ اَنْ يُّؤَثِّرَ فِعْلَهُ فِيْمَا هُوَ حَقُّهُ لَا فِيْمَا هُوَ حَقُّ الشَّرْعِ وَعَلٰى اِعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى قَالَ مَشَائِخُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا شَرَطَا فِى الْخُلْعِ اَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنٰى سَقَطَتِ النَّفَقَةُ دُوْنَ السُّكْنٰى حَتّٰى لَا يَتَمَكَّنُ الزَّوْجُ مِنْ اِخْرَاجِهَا عَنْ بَيْتِ الْعِدَّةِ لِاَنَّ السُّكْنٰى فِىْ بَيْتِ الْعِدَّةِ حَقُّ الشَّرْعِ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ مِنْ اِسْقَاطِهِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> ثُمَّ لِلْعَبْدِ অতঃপর বান্দার জন্য বৈধ اَنْ يُّوْجِبَ شَيْئًا কোনো কিছু ওয়াজিব করা عَلٰى نَفْسِهِ নিজের উপর مُوَقَّتًا اَوْ غَيْرَ مُوَقَّتٍ চাই সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না হোক وَلَيْسَ لَهُ এবং তার জন্য জায়েজ নেই تَغْيِيْرُ حُكْمِ الشَّرْعِ শরয়ী হুকুম পরিবর্তন করা مِثَالُهُ-এর উদাহরণ اِذَا نَذَرَ যখন কেউ মান্নত করে (যে,) اَنْ يَّصُوْمَ يَوْمًا بِعَيْنِهِ সে নির্দিষ্ট একদিন রোজা রাখবে لَزِمَهُ ذٰلِكَ তার জন্য সে দিনের রোজা আবশ্যক হবে وَلَوْ صَامَهُ আর সে দিন রোজা রাখে عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ রমজানের কাযার اَوْ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِيْنِهِ অথবা শপথের কাফফারার جَازَ তা বৈধ হবে لِاَنَّ الشَّرْعَ কেননা শরিয়ত جَعَلَ الْقَضَاءَ কাযাকে রেখেছেন مُطْلَقًا সময় নির্দিষ্টহীনভাবে فَلَا يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ সুতরাং বান্দাহ সামর্থ রাখে না مِنْ تَغْيِيْرِهِ তা পরিবর্তন করতে بِالتَّقْيِيْدِ নির্দিষ্টের দ্বারা بِغَيْرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ মান্নতের নির্দিষ্ট দিন ব্যতীত وَلَا يَلْزَمُ عَلٰى هٰذَا এটা এ ভিত্তিতে আবশ্যক হয় না اِذَا صَامَهُ عَنْ نَفْلٍ (যে,) যখন সে ঐ দিন নফলের রোজা রাখে حَيْثُ يَقَعُ عَنِ الْمَنْذُوْرِ সে ক্ষেত্রে মান্নতের রোজা হবে لَا عَمَّا نَوٰى যার নিয়ত করেছে তা হবে না لِاَنَّ النَّفْلَ কেননা নফল حَقُّ الْعَبْدِ বান্দার হক اِذْ هُوَ يَسْتَبِدُّ بِنَفْسِهِ কেননা সে নিজের অধিকারের ব্যাপারে স্বনির্ভর مِنْ تَرْكِهِ অধিকার বর্জন করার ব্যাপারে وَتَحْقِيْقِهِ এবং রক্ষা করার ব্যাপারে فَجَازَ সুতরাং বৈধ اَوْ يُؤَثِّرُ فِعْلَهُ তার নিজের কাজ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে فِيْمَا هُوَ حَقُّهُ যেখানে তার হক রয়েছে لَا فِيْمَا هُوَ حَقُّ الشَّرْعِ ঐ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না যেখানে শরিয়তের হক রয়েছে وَعَلٰى اِعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى এ নীতির বিবেচনায় قَالَ مَشَائِخُنَا আমাদের ইমামগণ বলেন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন اِذَا شَرَطَا যখন স্বামী স্ত্রী শর্ত করে فِى الْخُلْعِ খোলার মধ্যে (যে,) اَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنٰى স্ত্রীর কোন খরচ ও বাসগৃহ থাকবে না سَقَطَتِ النَّفَقَةُ খরচা রহিত হয়ে যাবে دُوْنَ

السُّكْنٰى। কিন্তু বাসগৃহ রহিত হবে না حَتّٰى لَا يَتَمَكَّنُ الزَّوْجُ এমনকি স্বামী শক্তি রাখে না مِنْ اِخْرَاجِهَا স্ত্রীকে বের করে দেওয়ার عَنْ بَيْتِ الْعِدَّةِ ইদ্দতের ঘর থেকে لِاَنَّ السُّكْنٰى কেননা বাসগৃহ فِىْ بَيْتِ الْعِدَّةِ ইদ্দতের ঘরে حَقُّ الشَّرْعِ। শরীয়তের অধিকার فَلَا يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ বান্দা সামর্থ রাখে না مِنْ اِسْقَاطِهٖ তা রহিত করার بِخِلَافِ النَّفَقَةِ খরচা এর পরিপন্থী (অর্থাৎ খরচা স্ত্রীর অধিকার তা রহিত করার অধিকার রাখে)।

সরল অনুবাদ : অতঃপর এক্ষেত্রে নিজের জন্য কোনো কিছু বাধ্যতামূলক করে নেওয়া বান্দার জন্য বৈধ, চাই তা সময়ের সাথে জড়িত হোক বা না হোক। তবে বান্দা শরিয়তের কোনো হুকুম পরিবর্তন করতে পারবে না। যেমন— কোনো ব্যক্তি মানত করল সে অমুক দিন সাওম রাখবে, তখন তার জন্য ঐ দিন সাওম রাখা কর্তব্য। হাঁ, যদি ঐ দিন রমজানের কাযা সাওম অথবা শপথের কাফ্ফারার সাওম রাখে, তাহলেও জায়েজ হবে। কেননা, শরীয়ত কাযাকে অনির্দিষ্ট বা মুতলাক রেখেছে। সুতরাং বান্দার এ মুতলাককে ঐ নির্দিষ্ট দিন ব্যতীত অন্য কোনো দিনের সাথে নির্ধারণ করে حكم شرعى পরিবর্তনের অধিকার নেই। তাই বলে এখানে এই সুরত প্রযোজ্য হবে না যে, যখন বান্দা ঐ মানতের দিনে নফল সাওম রাখে, তাহলে মানতের সাওমই আদায় হবে; তার নিয়ত হিসেবে নফল সাওম হবে না। কেননা, নফল সাওম বান্দার অধিকার এবং তার অধিকার রক্ষা করা ও পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সে স্বনির্ভর। সুতরাং তার নিজস্ব ব্যাপারে তার ক্রিয়া (পরিবর্তন) কার্যকরী হবে শরিয়তের ব্যাপারে নয়। আর বান্দার নিজের অধিকারের ব্যাপারে তার ক্ষমতা কার্যকরী, শরিয়তের অধিকারের ব্যাপারে নয়—এ নীতির ভিত্তিতে আমাদের ইমামগণ বলেছেন যে, যদি খোলার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী শর্ত করে যে, স্ত্রী খোরপোশ ও বাসস্থান পাবে না, তখন খোরপোশ রহিত হবে, কিন্তু বাসস্থান রহিত হবে না। এমনকি স্বামী তার স্ত্রীকে ইদ্দত পালনের বাসস্থান হতে বের করতে পারবে না। কেননা, ইদ্দত পালনের ঘরে থেকে ইদ্দত পালন করা শরিয়তের বিধান। অতএব, বান্দা তা রহিত করতে পারে না; তবে খোরপোশ এর ব্যতিক্রম। (উহা স্ত্রীর অধিকার হিসেবে সে বাদ দিতে পারে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ثُمَّ لِلْعَبْدِ اَنْ يُوْجِبَ الخ -এর আলোচনা :

উক্ত ইবারাতের মাধ্যমে সম্মানিত গ্রন্থকার مامور به مقيد -এর প্রকার ও তার বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

مَامُوْرٌ بِهٖ مُقَيَّدٌ-এর প্রকার :

উল্লেখ্য যে, مامور به مقيد টা দুই প্রকার :

১. ঐ مامور به مقيد যার জন্য শরিয়তে সময় নির্ধারণ করেছে। যেমন— রমযান শরীফের সাওম।

২. ঐ مامور به مقيد যার জন্য শরিয়ত সময় নির্ধারণ করেনি। যেমন— রমজানের কাযা সাওম ও কাফ্ফারার সাওম নফল সাওম ইত্যাদি। শরিয়ত এ সকল সাওমের জন্য কোন সময় নির্ধারণ করেনি। সুতরাং বান্দা যখন ইচ্ছা করে, তখনই সে সাওম রাখতে পারে। আর এ সকল সাওমের জন্য বান্দা কোনো সময় নির্ধারণ করলেও তা নির্ধারিত হবে না। সুতরাং যে দিনগুলিকে বান্দা রমজানের কাযার জন্য নির্ধারণ করেছে ঐ সকল দিনে রমজানের কাযা আদায় না করে কাফ্ফারার সাওম বা নফল সাওম রাখাও জায়েজ। مامور به موقت -এর এই প্রকারের মধ্যেও مزاحم বা অন্য কাজের ভিড়ের কারণে নিয়তের আবশ্যকতা আছে। অতঃপর বান্দা নিজের উপর যে-কোনো ইবাদত ওয়াজিব করতে পারে। চাই সে ইবাদত موقت হোক বা না হোক। কিন্তু বান্দা শরিয়তের হুকুম পরিবর্তন করতে পারবে না। যেমন— শাবান মাসের প্রথম জুমুআর তারিখে সাওমের

মানত করল; কিন্তু সেই জুমুআর তারিখে রমজানের কাযা এবং শপথের কাফফারার সাওম রাখতে পারবে। কেননা, শরিয়ত রমজানের কাযা এবং কাফ্ফারার সাওমের জন্য সময়কে مطلق রেখেছে। তাই তাকে শাবান মাসের প্রথম জুমুআয় রাখুক বা অন্য কোনো দিন রাখুক। সুতরাং বান্দা এ مطلق-কে উল্লিখিত জুমা ব্যতীত অন্য কোনো দিনের সাথে مقيد করে পরিবর্তন করার অধিকার নেই। তবে উল্লিখিত জুমার দিন নফল সাওম এবং মানতের সাওম রাখার বান্দার অধিকার ছিল। অতঃপর যখন সেদিনের সাওমের মানত করে তারপর সে নির্ধারণকে বাতিল করে সেদিন নফল সাওমা রাখা সহীহ হবে না; বরং নফল নিয়ত দ্বারাও মানতের সাওমই আদায় হয়ে যাবে। কেননা, নফল সাওম বান্দার ইখতিয়ারে ছিল। আর মানত দ্বারা সে তার এখতিয়ারকে বর্জন করে দিল। আর একবার এখতিয়ার বর্জন করার পর পুনঃ এখতিয়ার করা সহীহ্ হবে না।

قَوْلُهُ اِذَا شَرَطَا فِى الْخُلْعِ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারতের মাধ্যমে লিখক বান্দা শুধুমাত্র আপন অধিকারের ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা রাখে সে ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। বান্দা তার নিজের অধিকারের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে; কিন্তু শরিয়তের অধিকারের ব্যাপারে তার হস্তক্ষেপ কার্যকরী হবে না। এরই উদাহরণ হিসেবে আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন যে, তালাক প্রাপ্তা মহিলা তার ইদ্দতের মধ্যে থাকা কালীন স্বামী তার نفقه এবং سكنى দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে سكنى তথা বসতির স্থান দেওয়া শরিয়তের অধিকার হিসেবে স্বামীর দায়িত্ব। আর স্ত্রীকে نفقه দেওয়া এটা স্ত্রীর অধিকার। আর বান্দা তার নিজের অধিকার পরিবর্তন করতে পারে। তাই স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার পাওয়া বর্জন করতে পারবে। কিন্তু سكنى শরিয়তের অধিকার, তাই এটা বাদ দেওয়ার অধিকার বান্দার নাই। কেননা, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন— لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ অর্থাৎ, তোমরা তালাকপ্রদত্তা মহিলাদেরকে তাদের ইদ্দতের ঘর হতে বের করো না।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১. ماموربه কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা দাও। এরপর مطلق -এর বিধান উদাহরণসহ লিখ।

২. ماموربه موقت কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত লিখ।

৩. اَلْحَانِثُ اِذَا ذَهَبَ مَالُهُ وَصَارَ فَقِيْرًا كَفَّرَ بِالصَّوْمِ -এর ব্যাখ্যা কর।

৪. মাকরূহ সময়ে কাযা সালাত আদায় করার বিধান বর্ণনা কর।

৫. ماموربه موقت -এর দ্বিতীয় প্রকারের সংজ্ঞা ও হুকুম বর্ণনা কর।

فَصْلٌ اَلْاَمْرُ بِالشَّئِ يَدُلُّ عَلٰى حُسْنِ الْمَأْمُوْرِ بِهِ اِذَا كَانَ الْاٰمِرُ حَكِيْمًا لِاَنَّ الْاَمْرَ لِبَيَانِ اَنَّ الْمَأْمُوْرَ بِهِ مِمَّا يَنْبَغِىْ اَنْ يُوْجَدَ فَاقْتَضٰى ذٰلِكَ حُسْنَهُ ثُمَّ الْمَأْمُوْرُ بِهِ فِىْ حَقِّ الْحُسْنِ نَوْعَانِ : حَسَنٌ بِنَفْسِهِ وَحَسَنٌ لِغَيْرِهِ فَالْحَسَنُ بِنَفْسِهِ مِثْلُ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ وَالصِّدْقِ وَالْعَدْلِ وَالصَّلٰوةِ نَحْوِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَالِصَةِ فَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ اَنَّهُ اِذَا وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ اَدَاءُهُ لَايَسْقُطُ اِلَّا بِالْاَدَاءِ وَهٰذَا فِيْمَا لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ مِثْلُ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَاَمَّا مَايَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ فَهُوَ يَسْقُطُ بِالْاَدَاءِ اَوْ بِاِسْقَاطِ الْاٰمِرِ -

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْاَمْرُ بِالشَّئِ কোনো বিষয়ের নির্দেশ يَدُلُّ ইঙ্গিত করে عَلٰى حُسْنِ الْمَأْمُوْرِ بِهِ আদিষ্ট বিষয়ের সৌন্দর্যের প্রতি اِذَا كَانَ الْاٰمِرُ حَكِيْمًا যখন নির্দেশদাতা প্রজ্ঞাময় হন لِاَنَّ الْاَمْرَ কেননা, আমর (নির্দেশ) لِبَيَانِ اَنَّ الْمَأْمُوْرَ بِهِ এ কথা বর্ণনা করার জন্য যে, নিশ্চয় নির্দেশিত বিষয়টি مِمَّا يَنْبَغِىْ اَنْ يُوْجَدَ এমন বিষয় যার বাস্তবায়ন করা উচিত فَاقْتَضٰى ذٰلِكَ حُسْنَهُ সুতরাং এ নির্দেশ নির্দেশিত বিষয়ের সৌন্দর্য হওয়ার নির্দেশক ثُمَّ الْمَأْمُوْرُ بِهِ অতঃপর নির্দেশিত বিষয় فِىْ حَقِّ الْحُسْنِ সৌন্দর্যতার দিক থেকে نَوْعَانِ দুপ্রকার حَسَنٌ بِنَفْسِهِ স্বয়ং সৌন্দর্য وَحَسَنٌ لِغَيْرِهِ অন্যের কারণে সৌন্দর্য فَالْحَسَنُ بِنَفْسِهِ অতঃপর স্বয়ং সৌন্দর্য مِثْلُ যেমন اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ নিয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা وَالصِّدْقُ সত্যবাদিতা وَالْعَدْلُ ন্যায়পরায়ণতা وَالصَّلٰوةُ নামাজ পড়া وَنَحْوُهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَالِصَةِ ইত্যাদি খাটি ইবাদতসমূহ فَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ এ প্রকারের হুকুম হল اَنَّهُ اِذَا وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ اَدَاءُهُ যখন বান্দার উপর এরূপ ইবাদত আদায় করা ওয়াজিব হয় لَايَسْقُطُ اِلَّا بِالْاَدَاءِ (তখন) আদায় করা ব্যতীত তা রহিত হবে না وَهٰذَا فِيْمَا لَايَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ আর এটা ঐ আদিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে হবে যা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না مِثْلُ اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى যেমন আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনা وَاَمَّا مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوْطَ আর যে আদিষ্ট বিষয় রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে فَهُوَ يَسْقُطُ بِالْاَدَاءِ তা আদায় করার দ্বারা রহিত হয়ে যাবে اَوْ بِاِسْقَاطِ الْاٰمِرِ অথবা নির্দেশদাতার রহিতকরণ দ্বারা রহিত হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : কোনো বিষয়ে নির্দেশ বা اَمر সে বিষয়ের সৌন্দর্যকে বুঝায়, যখন হুকুমদাতা বিজ্ঞ হয়। কেননা, امر বা নির্দেশ একথা বুঝানোর উদ্দেশ্যে দান করা হয় যে, مامور به টি বাস্তবায়নযোগ্য। কাজেই এ নির্দেশ مامور به -এর সৌন্দর্যের নির্দেশক। অতঃপর مامور به সৌন্দর্যের দিক হতে দুই প্রকার :

(১) حسن بنفسه বা যা নিজেই সুন্দর, (২) حسن لغيره বা যা অন্য কারণে সুন্দর।

সুতরাং حسن بنفسه -এর উপমা হলো, আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, নিয়ামত দাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, সত্যবাদিতা, ন্যায়-বিচার এবং সালাত আদায় করা ইত্যাদি ভেজালমুক্ত খাঁটি উপাসনাসমূহ।

এ প্রকার مامور به-এর বিধান হলো, যখন বান্দার উপর এরূপ ইবাদত আদায় করা ওয়াজিব হয়, তখন আদায় করা ব্যতীত তা রহিত হবে না। আর এটা ঐ مامور به -এর ব্যাপারে হবে যা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। যথা— আল্লাহর উপর ঈমান রাখা। আর যে, مامور به রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তা আদায় করার দ্বারা রহিত হয়ে যাবে অথবা নির্দেশদাতার রহিতকরণ দ্বারা রহিত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حكيم -এর ব্যাখ্যা :

قَوْلُهُ اِذَا كَانَ الْاَمْرُ حَكِيْمًا الخ : حكيم সে কাজের হুকুম দেওয়া না যার মধ্যে কোন প্রকার হিতাহিতও প্রয়োজন নেই। চাই হাকীম حكيم مطلق-হোক, যেমন— আল্লাহ তা'আলা, অথবা حكيم مطلق না হোক যেমন- নবীগণ।

حسن এবং قبيح -এর অর্থের প্রকার :

প্রকাশ থাকে যে, حسن এবং قبيح এর অর্থ তিনটি– (১) صفة كمال-কে حسن এবং صفة نقص-কে قبيح বলা হয়। যেমন– জ্ঞান, ইনসাফ, বীরত্ব ইত্যাদি حسن হবে। আর মূর্খতা, অত্যাচার, ভীরুতা ইত্যাদি قبيح (২) দুনিয়াবী প্রয়োজন ও স্বার্থের অনুকূলে হলে حسن - আর দুনিয়াবী স্বার্থের প্রতিকূলে হলে ইহা قبيح হবে। (৩) যে কাজের কর্তা প্রশংসা ও ছওয়াবের অধিকারী হবে সে কাজই حسن আর যে কাজের কর্তা দুর্নাম ও শাস্তের অধিকারী হবে, তাই قبيح হবে। আলোচ্য বর্ণনায় গ্রন্থকার حسن এবং قبيح -এর শেষ অর্থ গ্রহণ করেছেন।

حَسَنٌ ও قَبِيْحٌ -এর ক্ষেত্রে আলিমদের ব্যাখ্যা :

حسن এবং قبيح এর ব্যাপারে ওলামাগণ বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন—

প্রথমত اشاعره গণ বলেন যে, حسن এবং قبيح -এর পরিচয় শরিয়তের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ, শরীয়তে যে কাজের হুকুম দেওয়া হয়েছে উহাই حسن আর শরিয়তে যে কাজের প্রতি বাধা দেয়া হয়েছে তাই قبيح সুতরাং শরিয়তের সিদ্ধান্ত যদি এমন হয় যে, যত مامورات আছে উহারা সকল منهيات হয়ে যাক, আর যত منهيات আছে তার সকল مامورات হয়ে যাবে, তখন শরিয়তের সিদ্ধান্তের সাথে সাথেই পূর্বের منهيات বর্তমানে حسن হয়ে যাবে, আর পূর্বের مامورات সকল বর্তমানে قبيح হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত কথা এই যে, প্রত্যেক مامور به-এর حسن আর منهى عنه -এর قبيح -এর নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেক মানুষের عقل যথেষ্ট নয়। অতঃপর হানাফিয়া এবং معتزله -এর মধ্যে প্রভেদ হলো, معتزله -এর মতে কোনো কাজ مامور به হওয়ার জন্য মানুষের عقل তার حسن-কে নির্ণয় করার ব্যাপারে যথেষ্ট; شارع-এর পক্ষ হতে হুকুম নাযিল হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আর হানাফীদের মতে, شارع -এর পক্ষ হতে হুকুম নাযিল হওয়া আবশ্যক তথা عقل যে সকল কাজের حسن নির্ণয় করতে সক্ষম তাও শরিয়তের সিদ্ধান্ত ব্যতীত مامور به হতে পারবে না।

حُسْنٌ ذَاتِيٌّ এবং حُسْنٌ عَارِضِيٌّ -এর দিক হতে مَامُوْرٌ بِهٖ -এর প্রকারভেদ :

প্রকাশ থাকে যে, حسن ذاتى এবং حسن عارضى -এর দিক হতে مامور به দুই প্রকার। আর حسن এবং قبيح -এর كيفيت -এর দিক হতে ماموربه চার প্রকার।

১. حسن بنفسه যা রহিত হয় না। যেমন— ইসলামি আকায়িদের দৃষ্টিতে تصديق قلبى

২. حسن بنفسه যা রহিত হয়। যেমন— شهادة -এর স্বীকৃতি, যা জবরদস্তি অবস্থায়; اطمينان قلبى থাকা কালে এ স্বীকৃতি রহিত হবে। অনুরূপ قبيح ও দুই প্রকার।

وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا وَجَبَتِ الصَّلٰوةُ فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ سَقَطَ الْوَاجِبُ بِالْاَدَاءِ اَوْ بِاعْتِرَاضِ الْجُنُوْنِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ بِاعْتِبَارِ اَنَّ الشَّرْعَ اَسْقَطَهَا عَنْهُ عِنْدَ هٰذِهِ الْعَوَارِضِ وَلَايَسْقُطُ بِضَيْقِ الْوَقْتِ وَعَدَمِ الْمَاءِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِهٖ وَالنَّوْعُ الثَّانِىْ مَا يَكُوْنُ حُسْنًا بِوَاسِطَةِ الْغَيْرِ وَذٰلِكَ مِثْلُ السَّعْىِ اِلَى الْجُمُعَةِ وَالْوُضُوْءِ لِلصَّلٰوةِ فَاِنَّ السَّعْىَ حَسَنٌ بِوَاسِطَةِ كَوْنِهٖ مُفْضِيًا اِلٰى اَدَاءِ الْجُمُعَةِ وَالْوُضُوْءُ حَسَنٌ بِوَاسِطَةِ كَوْنِهٖ مِفْتَاحًا لِلصَّلٰوةِ وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ اَنَّهٗ يَسْقُطُ بِسُقُوْطِ تِلْكَ الْوَاسِطَةِ حَتّٰى اَنَّ السَّعْىَ لَا يَجِبُ عَلٰى مَنْ لَّا جُمُعَةَ عَلَيْهِ وَلَايَجِبُ الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ لَّا صَلٰوةَ عَلَيْهِ وَلَوْسَعٰى اِلَى الْجُمُعَةِ فَحَمَلَ مُكْرَهًا اِلٰى مَوْضِعٍ اٰخَرَ قَبْلَ اِقَامَةِ الْجُمُعَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْىُ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ مُعْتَكِفًا فِى الْجَامِعِ يَكُوْنُ السَّعْىُ سَاقِطًا عَنْهُ وَكَذٰلِكَ لَوْ تَوَضَّأَ فَاَحْدَثَ قَبْلَ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ ثَانِيًا وَلَوْكَانَ مُتَوَضِّيًا عِنْدَ وُجُوْبِ الصَّلٰوةِ لَايَجِبُ عَلَيْهِ تَجْدِيْدُ الْوُضُوْءِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا আর এ প্রেক্ষিতে আমরা বলি اِذَا وَجَبَتِ الصَّلٰوةُ যখন নামাজ ওয়াজিব হয় فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ প্রথম ওয়াক্তে سَقَطَ الْوَاجِبُ بِالْاَدَاءِ আদায় করার দ্বারা ওয়াজিব রহিত হয়ে যায় اَوْ بِاعْتِرَاضِ الْجُنُوْنِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে, হায়েয হলে, নিফাস হলে (ওয়াজিব রহিত হয়ে যায়), فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ শেষ সময়ে بِاعْتِبَارِ اَنَّ الشَّرْعَ اَسْقَطَهَا عَنْهُ এ কারণে যে শরিয়ত আলোচ্য বিষয়সমূহ তার থেকে রহিত করে দিয়েছে। عِنْدَ هٰذِهِ الْعَوَارِضِ এ গুণসমূহ সংশ্লিষ্ট হওয়ার সময় وَلَا يَسْقُطُ এবং রহিত হবে না بِضَيْقِ الْوَقْتِ وَعَدَمِ الْمَاءِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِهٖ সময় সংকীর্ণ হওয়ার কারণে পানি, পোশাক ইত্যাদি না পাওয়ার কারণে। وَالنَّوْعُ الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় প্রকার مَا يَكُوْنُ حُسْنًا যা হয় সৌন্দর্যমণ্ডিত بِوَاسِطَةِ الْغَيْرِ অন্যের মধ্যস্থতায় وَذٰلِكَ আর তা হলো مِثْلُ السَّعْىِ اِلَى الْجُمُعَةِ যেমন জুমার দিকে দৌড়ানো وَالْوُضُوْءِ لِلصَّلٰوةِ নামাজের জন্য অজু করা فَاِنَّ السَّعْىَ কেননা সায়ী ও দৌড়ান حَسَنٌ সৌন্দর্য মণ্ডিত بِوَاسِطَةِ كَوْنِهٖ مُفْضِيًا اِلٰى اَدَاءِ الْجُمُعَةِ জুমআর আদায়ের দিকে পৌছানোর কারণে وَالْوُضُوْءُ حَسَنٌ এবং অজু সৌন্দর্যমণ্ডিত بِوَاسِطَةِ كَوْنِهٖ مِفْتَاحًا لِلصَّلٰوةِ নামাজের জন্য চাবি হওয়ার কারণে وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ আর এ প্রকারের হুকুম হলো اَنَّهٗ يَسْقُطُ بِسُقُوْطِ تِلْكَ الْوَاسِطَةِ কারণ রহিত হওয়ার ফলে নির্দেশিক বিষয়টি রহিত হয়ে যায় حَتّٰى এমনকি اَنَّ السَّعْىَ নিশ্চয় সায়ী (দৌড়ানো) لَايَجِبُ ওয়াজিব নয়। عَلٰى مَنْ ঐ ব্যক্তির উপর لَاجُمُعَةَ عَلَيْهِ যার উপর জুমআ ফরয নয় وَلَا يَجِبُ الْوُضُوْءُ এবং অজু ওয়াজিব নয় عَلٰى مَنْ ঐ ব্যক্তির উপর لَا صَلٰوةَ عَلَيْهِ যার উপর নামাজ ফরয নয় وَلَوْ سَعٰى اِلَى جُمُعَةِ যদি কেউ জুমার দিকে সায়ী করে فَحَمَلَ مُكْرَهًا اِلٰى مَوْضِعٍ اٰخَرَ অতঃপর জোরপূর্বক তাকে অন্যত্র নিয়ে যায় قَبْلَ اِقَامَةِ الْجُمُعَةِ জুমার নামাযের পূর্বে يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْىُ ثَانِيًا (এমতাবস্থায়) তার উপর দ্বিতীয় বার সায়ী করা ওয়াজিব وَلَوْ كَانَ مُعْتَكِفًا فِى الْجَامِعِ আর যদি সে জামে মসজিদে ই'তিকাফরত হয় يَكُوْنُ السَّعْىُ سَاقِطًا عَنْهُ তবে তার থেকে সায়ী রহিত হয়ে যাবে وَكَذٰلِكَ অনুরূপভাবে لَوْ تَوَضَّأَ যদি কোনো ব্যক্তি অজু করে فَاَحْدَثَ অতঃপর হদস করে (অজু ভঙ্গ হয়ে যায়) قَبْلَ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ নামাজ আদায়ের পূর্বে يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ ثَانِيًا দ্বিতীয়বার তার উপর অজু ওয়াজিব وَلَوْ كَانَ مُتَوَضِّيًا আর সে যদি অজু অবস্থায় থাকে عِنْدَ وُجُوْبِ الصَّلٰوةِ নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সময় لَايَجِبُ عَلَيْهِ তার উপর ওয়াজিব নয় تَجْدِيْدُ الْوُضُوْءِ অজু নবায়ন করা।

সরল অনুবাদ : আর যে مامور به রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, তা امر। তথা আদেশদাতার রহিত করার দ্বারা রহিত হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে আমরা বলি যে, যখন ওয়াক্তের প্রথম ভাগেই সালাত ওয়াজিব হয়ে যায়, তখন তা আদায় করার দ্বারা দায়িত্ব হতে রহিত হয়ে যাবে। অথবা শেষ ওয়াক্তে جنون তথা মস্তিষ্ক বিকৃতি حيض অথবা نفاس সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে সালাত দায়িত্ব হতে রহিত হয়ে যাবে। এ কারণে যে, শরিয়ত আলোচ্য বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট হওয়ার সময় مكلف হতে সালাতকে রহিত করে দিয়েছে। আর সালাতের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়ার সময় এবং পানি ও পোশাক ইত্যাদি না পাওয়া যাওয়ার সময় এ ওয়াজিব দায়িত্ব হতে রহিত হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার ঐ مامور به যা অন্যের কারণে حسن হবে। তার উদাহরণ হলো, জুমার সালাতের জন্য سعى করা, আর সালাতের জন্য অজু করা। কেননা, سعى এটা জুমা আদায়ের দিকে পৌঁছায় বিধায় حسن আর অজু সালাতের চাবি হওয়ার কারণে حسن -

এ প্রকার مامور به যে কারণের প্রেক্ষিতে حسن হয়, সে কারণ রহিত হওয়ার দ্বারা مامور به ও রহিত হয়ে যাবে। এমনকি سعى ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে না যার উপর জুমা ওয়াজিব নয়। আর ঐ ব্যক্তির উপর অজু ওয়াজিব হবে না যার দায়িত্বে সালাতও ওয়াজিব নয়। আর যদি কোনো ব্যক্তি জুমার দিকে ধাবিত হয়, তবে জুমার স্থানে পৌঁছার পরে এবং সালাতের পূর্বে তাকে জোরপূর্বক অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় তার উপর পুনঃ سعى ওয়াজিব হবে।

আর যদি কোনো ব্যক্তি জুমার মসজিদে ই'তিকাফরত থাকে, তখন তার দায়িত্ব হতে سعى রহিত হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি কেউ অজু করে, অতঃপর সে সালাত আদায়ের পূর্বে محدث তথা অজু ভঙ্গকারী হলো, তার উপর দ্বিতীয়বার অজু ওয়াজিব হবে। আর যদি সে সালাত ওয়াজিব হওয়ার সময় অজু বিশিষ্ট থাকে, তার উপর নতুন করে অজু ওয়াজিব হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا وَجَبَتْ الخ -এর আলোচনা :

মামূর বিহী যা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে তার হুকুম হলো, মুকাল্লাফের পক্ষ হতে সম্পাদন তথা বান্দার আদায় করা দ্বারা অথবা আজ্ঞাদাতার পক্ষ হতে অব্যাহতি দান করলেও তা হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা বলি, সালাত ওয়াক্তের প্রথমাংশে ওয়াজিব হয়, আর ওয়াক্তের শেষ সময়ে আদায় করা নির্ধারিত হয়ে যায়। সুতরাং সময়ের মধ্যে যে-কোনো সময় সালাত আদায় করলে বান্দা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সালাত আদায়ের পূর্বে যদি এমন কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হয় যদ্বারা সালাত হয় না যেমন– সময়ের শেষাংশের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা অথবা সময়ের শেষাংশে হায়েয বা নিফাস আসা, তবে তার সালাত রহিত হয়ে যাবে। কেননা, এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার জন্য বান্দা দায়ী নয়; বরং বলতে হবে যে, শরিয়ত তার সালাত রহিত করে দিয়েছে। অবশ্য সময় যদি সংকীর্ণ হয়ে যায়, অথবা অজু করবার জন্য পানি পাওয়া না যায়, অথবা সতর ঢাকবার জন্য কাপড় পাওয়া না যায়, তখন সালাত রহিত হবে না। কেননা, শরিয়তে কাযাকে আদায়ের স্থলাভিষিক্ত এবং তায়াম্মুমকে অজুর স্থলাভিষিক্ত করেছে। আর কাপড় না পাওয়া গেলে তো উলঙ্গ অবস্থাই সালাত পড়ার বিধান রয়েছে।

قَوْلُهُ النَّوْعُ الثَّانِىْ مَا يَكُوْنُ حُسْنًا الخ-এর আলোচনা :

এখান হতে মুসান্নিফ (র.) حسن হওয়ার হিসেবে مامور به -এর দ্বিতীয় প্রকার তথা حسن لغيره -এর আলোচনা করেছেন।

حَسَنٌ لِغَيْرِه-এর সংজ্ঞা :

حسن لغيره ঐ مامور به-কে বলে, যার মধ্যে মূলগতভাবে কোনো সৌন্দর্য নেই, অন্য জিনিসের সৌন্দর্যের কারণে তার মধ্যে সৌন্দর্য আসে। যেমন– অজু এবং জুমার জন্য চেষ্টা করার মধ্যে মূলগতভাবে কোনো সৌন্দর্য নেই; বরং অজু সালাতের কারণে এবং জুমার জন্য سعى জুমার কারণে حسن হয়েছে। এ জন্যই যার উপর সালাত ওয়াজিব নয়, তার উপর জুমার জন্য سعى ও ফরয নয়। কেননা, অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য সালাত এবং জুমার জন্য سعى ওয়াজিব হওয়ার জন্য জুমুআ ছিল উপকরণ। সুতরাং যখন উপকরণ রহিত হবে, তখন যে কাজের জন্য উপকরণ হবে তাও রহিত হয়ে যাবে। এ কারণেই যদি কেউ জুমার জন্য سعى করে, জুমার সালাত পড়ার পূর্বেই যদি কেউ তাকে জোরপূর্বক অন্যত্র নিয়ে যায়, আর

জুমুআর সালাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই যদি তার এ সমস্যা দূর হয়ে যায়, তখন তাকে পুনঃ জুমার দিকে سعى করতে হবে। কেননা, মূল উদ্দেশ্য سعى নয়; বরং মূল উদ্দেশ্য সালাত। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সে সালাত পড়তে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর سعى -এর দায়িত্ব থেকে যাবে। অনুরূপ ওযূ ইত্যাদি।

আর কেউ যদি মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় থাকে, তখন তাকে জুমার জন্য সায়ী করতে হবে না। কেননা, সায়ীর উদ্দেশ্য হলো সে জুমা পর্যন্ত পৌঁছা, আর সে পূর্ব হতেই তথায় উপস্থিত আছে, তাই তার সায়ীর প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ اَنَّهُ يَسْقُطُ الخ -এর আলোচনা :

মুসান্নিফ (র.) উক্ত ইবারাতের মাধ্যমে حسن لغيره -এর হুকুমের বিবরণ দিয়েছেন।

حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ -এর হুকুম :

হাসান লিগায়রিহী -এর হুকুম হলো, যদি উপলক্ষ না পাওয়া যায়, তবে আদিষ্ট বস্তু তথা মামূর বিহী কার্যকরী হবে না। যেমন– রোগী এবং মুসাফিরের উপর জুমার সালাত ওয়াজিব নয়। অতএব, তাদের উপর জুমার জন্য সায়ী ওয়াজিব নয় এবং যার উপর সালাত ওয়াজিব নয় তার উপর অজুও ওয়াজিব নয়। কেননা, মূল উদ্দেশ্য সায়ী ও অজু নয়; বরং মূল উদ্দেশ্য হলো জুমার সালাত।

আর কেউ যদি জুমার দিকে ধাবিত হয় এবং জুমার স্থানে পৌঁছার পরে সালাত আদায়ের পূর্বে তাকে জোরপূর্বক অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তার উপর পুনঃ সায়ী ওয়াজিব হবে। কেননা, উপলক্ষ এখনও বিদ্যমান আছে।

আর কেউ যদি মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় থাকে, তখন জুমার সালাতের জন্য সায়ী করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা, সায়ীর উদ্দেশ্য হলো জুমা পর্যন্ত পৌঁছা, আর ই'তিকাফকারী তো পূর্ব হতেই তথায় উপস্থিত। কাজেই তার সায়ীর প্রয়োজন নেই।

وَالْقَرِيْبُ مِنْ هٰذَا النَّوْعِ الْحُدُوْدُ وَالْقِصَاصُ وَالْجِهَادُ فَاِنَّ الْحَدَّ حَسَنٌ بِوَاسِطَةِ الزَّجْرِ عَنِ الْجِنَايَةِ وَالْجِهَادَ حَسَنٌ بِوَاسِطَةِ دَفْعِ شَرِّ الْكَفَرَةِ وَاِعْلَاءِ كَلِمَةِ الْحَقِّ وَلَوْ فَرَضْنَا عَدَمَ الْوَاسِطَةِ لَايَبْقٰى ذٰلِكَ مَامُوْرًا بِهٖ فَاِنَّهُ لَوْلَا الْجِنَايَةُ لَايَجِبُ الْحَدُّ وَلَوْلَا الْكُفْرُ الْمُفْضِىْ اِلَى الْحَرْبِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْقَرِيْبُ مِنْ هٰذَا النَّوْعِ আর এ প্রকারের নিকটবর্তী হলো اَلْحُدُوْدُ শরয়ী শাস্তি প্রদান করা وَالْقِصَاصُ হত্যার পরিবর্তে হত্যা وَالْجِهَادُ এবং জিহাদ فَاِنَّ الْحَدَّ কেননা, হদ (শরয়ী শাস্তি) حَسَنٌ সৌন্দর্যমণ্ডিত بِوَاسِطَةِ الزَّجْرِ ধমকের কারণে عَنِ الْجِنَايَةِ অপরাধ হতে وَالْجِهَادُ حَسَنٌ এবং জেহাদ সৌন্দর্যমণ্ডিত بِوَاسِطَةِ دَفْعِ الْكَفَرَةِ কুফরী মন্দ প্রতিরোধ করার কারণে وَاِعْلَاءِ كَلِمَةِ الْحَقِّ এবং সত্যের বাণী সমুন্নত রাখার কারণে وَلَوْ فَرَضْنَا আর যদি আমরা মনে করি عَدَمُ الْوَاسِطَةِ কারণহীন لَايَبْقٰى ذٰلِكَ এগুলো অবশিষ্ট থাকবে না مَامُوْرًابِهٖ আদিষ্ট বিষয় হিসেবে فَاِنَّهُ কেননা لَوْلَا الْجِنَايَةُ যদি অপরাধ না থাকত لَايَجِبُ الْحَدُّ শাস্তি ওয়াজিব হত না وَلَوْلَا الْكُفْرُ কুফরী যদি না থাকত اَلْمُفْضِىْ اِلَى الْحَرْبِ যা যুদ্ধের দিকে ধাবিত করে لَايَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ তার উপর জিহাদ ওয়াজিব হত না।

সরল অনুবাদ : আর এ প্রকার তথা حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ -এর নিকটবর্তী হলো قصاص ، حدود এবং جهاد কেননা, حد অপরাধ হতে ধমকি হওয়ার কারণে তা حسن -জিহাদ কুফরীর অপরাধ দমন এবং সত্যকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠার কারণ হওয়াতে حسن -যদি উল্লিখিত উদ্দেশ্য নেই বলে আমরা মনে করি, তাহলে এগুলো مامور به হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। যেহেতু যদি অপরাধ না থাকতো, তাহলে حد ওয়াজিব হতো না। আর যদি লড়াই পর্যন্ত ধাবিতকারী কুফর না হতো, তাহলে লড়াই ওয়াজিব হতো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْقَرِيْبُ مِنْ هٰذَا النَّوْعِ الْحُدُوْدُ الخ -এর আলোচনা :

এখানে هذا النوع বলতে مامور به حسن لغيره -কে বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে মূলগতভাবে কোনো সৌন্দর্য্য নেই, তবে অন্যের কারণে এর মধ্যে সৌন্দর্য আসবে। আর مامور به حسن لغيره -এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা এখানে করা হয়েছে। যেমন– حدود ، قصاص ও جهاد ইত্যাদি। যেহেতু এরাও مامور به حسن لغيره -এর অনুরূপ। কেননা, حدود ও قصاص এদের মধ্যে মূলত কোনো সৌন্দর্য নেই; বরং এদের মধ্যে মারামারি ও রক্তপাত মাত্র, যা দ্বারা পারস্পারিক কলহ ও সম্পর্কহীনতার উপাদান সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু حدود ও قصاص এদের দ্বারা جناية বা অপরাধের ব্যাপারে ধমকি হয় বিধায় এদের মধ্যে সৌন্দর্য আসে। কেননা, কোনো অপরাধের ব্যাপারে حدود কার্যকরী হলে এবং قتل -এর ব্যাপারে قصاص কার্যকরী হলে সমাজে অনুরূপ অপরাধ এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ আর সংগঠিত হবে না। অদ্রূপ জিহাদও রক্তপাতের সূচনা ও মাধ্যম, যার মধ্যে বাহ্যিক কোনো সৌন্দর্য নেই। কিন্তু জিহাদ কুফরীর অন্যায় প্রতিরোধের কারণ হিসেবে এর মধ্যে সৌন্দর্য এসেছে। কিন্তু উল্লিখিত বিষয়সমূহে সরাসরি সৌন্দর্য না থাকলেও অন্য কারণে তার মধ্যে সৌন্দর্য এসেছে, বিধায় এরাও مامور به حسن لغيره -এর সংশ্লিষ্ট ও নিকটবর্তী।

একটি اِعْتِرَاضْ ও তার জবাব :

تَقْرِيْرُ الْاِعْتِرَاضِ : এখানে একটি প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়। তাহলো, حدود ، قصاص ও جهاد এগুলো حسن لغيره -এর নিকটবর্তী বলায় বুঝা যায় যে, এগুলো حسن لغيره নয়; বরং অন্য حسن – আর حسن لغيره এবং حسن لعينه -এর মধ্যে অন্য কোনো واسطه নেই। সুতরাং আলোচ্য বিষয়গুলো حسن لغيره হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। কিন্তু এদের মধ্যে মূলগতভাবে حسن না হওয়াতে এরা حسن لعينه হতেই পারে না।

اَلْجَوَابُ عَنِ الْاِعْتِرَاضِ : আলোচ্য প্রতিবাদের উত্তর হলো, উল্লিখিত বিষয়গুলো সরাসরি حسن لغيره নয়। কেননা, حسن لغيره যা হবে তা পালন করার দ্বারা ঐ مامور به অর্জন হবে না, যার কারণে তার মধ্যে সৌন্দর্য এসেছে; বরং مامور به গুলো ভিন্নভাবে অর্জন করতে হয়; কিন্তু এখানে যে সকল حدود ও قصاص ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের পালনের দ্বারা ঐ غير ও অর্জিত হয়ে যায়, যার কারণে তার মধ্যে সৌন্দর্য এসেছে। যেমন— জিহাদ পালনের দ্বারা কাফিরদের অন্যায় দমন হয়ে যায়। যে অন্যায় দমনের কারণে জিহাদের মধ্যে সৌন্দর্য আসে। কিন্তু সে অন্যায় দমনের কাজ ভিন্নভাবে করতে হয়নি। সুতরাং এগুলো حسن لغيره ও নয়। আর সরাসরি তাদের মধ্যে সৌন্দর্য নেই হিসেবে حسن لعينه ও নয়। বাকি এদের মধ্যে সৌন্দর্য অন্যের কারণেই হয়ে থাকে বিধায় এগুলো حسن لغيره -এর নিকটবর্তী হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১. حسن হওয়ার দিক হতে مامور به কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা উপমাসহ বর্ণনা কর।

فَصْلٌ اَلْوَاجِبُ بِحُكْمِ الْاَمْرِ نَوْعَانِ : اَدَاءٌ وَ قَضَاءٌ فَالْاَدَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيْمِ عَيْنِ الْوَاجِبِ اِلٰى مُسْتَحِقِّهٖ وَالْقَضَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيْمِ مِثْلِ الْوَاجِبِ اِلٰى مُسْتَحِقِّهٖ ثُمَّ الْاَدَاءُ نَوْعَانِ : كَامِلٌ وَقَاصِرٌ فَالْكَامِلُ مِثْلُ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ فِىْ وَقْتِهَا بِالْجَمَاعَةِ اَوِ الطَّوَافِ مُتَوَضِّيًا وَتَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ سَلِيْمًا كَمَا اقْتَضَاهُ الْعَقْدُ اِلَى الْمُشْتَرِىْ وَتَسْلِيْمِ الْغَاصِبِ الْعَيْنَ الْمَغْصُوْبَةَ كَمَا غَصَبَهَا وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ اَنْ يَّحْكُمَ بِالْخُرُوْجِ عَنِ الْعُهْدَةِ بِهٖ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا الْغَاصِبُ اِذَا بَاعَ الْمَغْصُوْبَ مِنَ الْمَالِكِ اَوْ رَهَنَهٗ عِنْدَهٗ اَوْ وَهَبَهٗ لَهٗ وَسَلَّمَهٗ اِلَيْهِ يَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ اَدَاءً لِحَقِّهٖ وَيَلْغُوْ مَاصَرَّحَ بِهٖ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْوَاجِبُ بِحُكْمِ الْاَمْرِ نَوْعَانِ আমরের বিধান দ্বারা সাব্যস্ত ওয়াজিব দু'প্রকার اَدَاءٌ وَقَضَاءٌ আদা ও কাযা فَالْاَدَاءُ সুতরাং আদা বলা হয় عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيْمِ সমর্পণ করা عَيْنِ الْوَاجِبِ প্রকৃত ওয়াজিবকে اِلٰى مُسْتَحِقِّهٖ তার দাবিদারের নিকট وَالْقَضَاءُ আর কাযা বলা হয় عِبَارَةٌ عَنْ تَسْلِيْمِ সমর্পণ করা مِثْلِ الْوَاجِبِ ওয়াজিবের অনুরূপ اِلٰى مُسْتَحِقِّهٖ তার দাবিদারের নিকট ثُمَّ الْاَدَاءُ অতঃপর نَوْعَانِ দু'প্রকার كَامِلٌ ত্রুটিহীন وَقَاصِرٌ ত্রুটিযুক্ত فَالْكَامِلُ مِثْلُ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ -এর কামিল যেমন সালাত আদায় করা فِىْ وَقْتِهَا সঠিক সময়ে بِالْجَمَاعَةِ জামাতের সাথে اَوِ الطَّوَافِ অথবা তওয়াফ করা مُتَوَضِّيًا অজু অবস্থায় وَتَسْلِيْمِ الْمَبِيْعِ বিক্রিত বস্তু সমর্পণ করা كَمَا اقْتَضَاءُ الْعَقْدُ চুক্তির চাহিদা অনুযায়ী اِلَى الْمُشْتَرِىْ ক্রেতার নিকট وَتَسْلِيْمِ الْغَاصِبِ ছিনতাইকারীর সমর্পণ করা الْعَيْنَ الْمَغْصُوْبَةَ ছিনতাইকৃত প্রকৃত জিনিসকে كَمَا غَصَبَهَا যেরূপ সে ছিনতাই করেছে وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ এবং এ প্রকারের হুকুম হলো اَنْ يَّحْكُمَ بِالْخُرُوْجِ বের হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে عَنِ الْعُهْدَةِ দায়িত্ব থেকে بِهٖ সমর্পণের দ্বারা وَعَلٰى هٰذَا আর এ নীতির ভিত্তিতে قُلْنَا আমরা বলি الْغَاصِبُ ছিনতাইকারী اِذَا بَاعَ الْمَغْصُوْبَ যখন ছিনতাইকৃত মাল বিক্রি করে مِنَ الْمَالِكِ মূল মালিকের নিকট اَوْ رَهَنَهٗ عِنْدَهٗ অথবা তার নিকট তা বন্ধক রাখে اَوْ وَهَبَهٗ لَهٗ অথবা তাকে দান করে وَسَلَّمَهٗ اِلَيْهِ এবং তার কাছে তা সোপর্দ করে يَخْرُجُ সে বের হয়ে যাবে عَنِ الْعُهْدَةِ দায়িত্ব থেকে وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ اَدَاءً আর উহা আদায় করা হবে لِحَقِّهٖ তার অধিকারের জন্য وَيَلْغُوْ এবং নিরর্থক হবে مَا صَرَّحَ بِهٖ যা সে স্পষ্টভাবে বলেছে مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ বিক্রয় দান (ইত্যাদি)।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : امر দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া ওয়াজিব দুই প্রকার ঃ (১) ادا، (২) قضاء। অতঃপর ادا। দুই প্রকার ঃ (১) اداءٌ كامل (২) اداءٌ قاصر আর اداءٌ كامل-এর উদাহরণ হলো, সালাত জামাতের সাথে তার যথা সময়ে পালন করা, অথবা অজু অবস্থায় তওয়াফ করা এবং بيع-কে عقد-এর চাহিদা মোতাবেক দোষ মুক্ত অবস্থায় ক্রেতার নিকট সোপর্দ করা। ছিনতাইকৃত [illegible] করেছে ছিনতাইকারী তদ্রূপ সোপর্দ করা। এ

প্রকার واجب -এর হুকুম হলো, দায়িত্ব হতে ওয়াজিব বের হওয়া তথা পালিত হওয়ার হুকুম দেওয়া। এ বর্ণনার ভিত্তিতে আমরা হানাফীগণ বলি যে, ছিনতাইকারী যখন ছিনতাইকৃত মালকে মূল মালিকের নিকট বিক্রয় করে অথবা মালিকের নিকট বন্ধক রাখে অথবা মালিককে হিবা করে এবং তার নিকট সোপর্দ করে, এতে দায়িত্বমুক্ত হবে এবং তার এরূপ করার দ্বারা মালিকের অধিকার আদায় করে দেওয়া হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। আর ছিনতাইকারী এখানে بيع - هبه ইত্যাদি যা উল্লেখ করেছেন তা অনর্থক বলে সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلُ الْوَاجِبُ بِحُكْمِ الْاَمْرِ الخ-এর আলোচনা :

এখানে امر-এর দ্বারা যে সকল ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় তার প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। امر-এর দ্বারা যে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় তা দুই প্রকার : (১) الاداء ও (২) القضاء।

الاداء-এর সংজ্ঞা : امر-এর দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়টিকে কোনো পরিবর্তন ছাড়া প্রকৃত প্রাপকের নিকট যথাযথভাবে পৌছে দেওয়ার নাম হলো 'আদা'।

القضاء -এর সংজ্ঞা : আর হুবহু ঐ বিষয়টি সমর্পণ না করে যদি তার অনুরূপ কোনো জিনিস প্রাপকের নিকট সমর্পণ করা হয়, তবে তাকে বলা হয় 'কাযা'।

الاداء-এর প্রকারভেদ : উল্লেখ্য যে, اداء দুই প্রকার : (১) اداء كامل ও (২) اداء قاصر

আদিষ্ট বস্তুকে শরয়ী বিধান অনুযায়ী **হুবহু উহার** প্রকৃত মালিকের নিকট সমর্পণ করে দেওয়াকে اداء كامل **-বলা হয়।** যেমন– সময়মত আযান ও একামত সহকারে জামাআতের সাথে সালাত পড়া, ওযূসহ তওয়াফ করা ইত্যাদি।

আর আদিষ্ট বস্তুকে তার বিশেষণের ত্রুটি-বিচ্যুতির সাথে প্রকৃত মালিকের নিকট সমর্পণ করে দেওয়াকে اداء قاصر বলা হয়। যেমন–তা'দীলে আরকান ব্যতীত সালাত আদায় করা, অজুবিহীন তওয়াফ করা ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ আদা ও কাযা উভয়ই রূপকভাবে একটির স্থলে অপরটি ব্যহবহৃত হয়। কাজেই কাযার নিয়তে আদা বৈধ। অনুরূপভাবে আদার নিয়তে কাযা বৈধ। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি যোহরের সময় বলে– نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِى ظُهْرَ الْيَوْمِ তবে এর অর্থ হবে– نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّى ظُهْرَ الْيَوْمِ -তদ্রূপ যদি বলে– نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّى ظُهْرَ الْاَمْسِ তখন ইহার অর্থ হবে– نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِى ظُهْرَ الْاَمْسِ-

قضاء -এর জন্য নতুন نص -এর প্রয়োজন রয়েছে কি :

কাযার জন্য নতুন نص আবশ্যক কিনা তাতে ইমামদের মতভেদ রয়েছে–

হানাফীদের মতে, আদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে 'নস' রয়েছে, যেমন আল্লাহর বাণী– كُتِبَ عَلَيْكُمُ ও اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ঐ নসই কাযার জন্য প্রত্যক্ষ দলিল। তার জন্য কোনো নতুন নস, যেমন রাসূল ﷺ-এর বাণী– مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ وَقْتُهَا এবং আল্লাহর বাণী– مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। এ দু'টি নস ঐ কথার সতর্কবাণী হিসেবে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমাদের দায়িত্বে পূর্ণ দু'টি নসের কারণ অবশিষ্ট রয়েছে, সময় অতিক্রম হওয়ার কারণে মূল ওয়াজিবটি দায়িত্ব হতে অপসারিত হয়নি।

আর ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, কাযা'র জন্য আদায়ের নস ব্যতীত স্বতন্ত্র নতুন নস থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং তাঁর মতে সাওম ও সালাতের কাযা আল্লাহর বাণী– مَنْ كَانَ مِنْكُمْ الخ এবং রাসূল ﷺ-এর বাণী– مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلٰوةِ الخ দ্বারা ওয়াজিব হবে।

وَلَوْ غَصَبَ طَعَامًا فَأَطْعَمَ مَالِكَهُ وَهُوَ لَا يَدْرِيْ اَنَّهُ طَعَامُهُ اَوْغَصَبَ ثَوْبًا فَأَلْبَسَهُ مَالِكَهُ وَهُوَ لَايَدْرِيْ اَنَّهُ ثَوْبُهُ يَكُوْنُ ذٰلِكَ اَدَاءً لِحَقِّهِ وَ الْمُشْتَرِيْ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَوْ اَعَارَ الْمَبِيْعَ مِنَ الْبَائِعِ اَوْ رَهَنَهُ عِنْدَهُ اَوْ اٰجَرَهُ مِنْهُ اَوْ بَاعَهُ مِنْهُ اَوْ وَهَبَ لَهُ وَسَلَّمَهُ يَكُوْنُ ذٰلِكَ اَدَاءً لِحَقِّهِ وَيَلْغُوْ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِ وَاَمَّا الْاَدَاءُ الْقَاصِرُ فَهُوَ تَسْلِيْمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ مَعَ النُّقْصَانِ فِيْ صِفَتِهِ نَحْوُ الصَّلٰوةِ بِدُوْنِ تَعْدِيْلِ الْاَرْكَانِ اَوِ الطَّوَافِ مُحْدِثًا وَرَدِّ الْمَبِيْعِ مَشْغُوْلًا بِالدَّيْنِ اَوْ بِالْجِنَايَةِ وَرَدِّ الْمَغْصُوْبِ مُبَاحَ الدَّمِ بِالْقَتْلِ اَوْ مَشْغُوْلًا بِالدَّيْنِ اَوِ الْجِنَايَةِ بِسَبَبٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَاَدَاءُ الزُّيُوْفِ مَكَانَ الْجِيَادِ اِذَا لَمْ يَعْلَمِ الدَّائِنُ ذٰلِكَ وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ اَنَّهُ اِنْ اَمْكَنَ جَبْرُ النُّقْصَانِ بِالْمِثْلِ يَنْجَبِرُ بِهٖ وَاِلَّا يَسْقُطُ حُكْمُ النُّقْصَانِ اِلَّا فِي الْاِثْمِ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَوْ غَصَبَ طَعَامًا আর যদি ছিনতাইকারী খাদ্য ছিনতাই করে فَاَطْعَمَ مَالِكَهُ অতঃপর সে (ছিনতাইকৃত খাদ্য) তার মালিককে ভক্ষণ করায় وَهُوَ لَايَدْرِيْ অথচ সে জানে না (যে,) اَنَّهُ طَعَامُهُ নিশ্চয়ই ইহা তার খাদ্য اَوْغَصَبَ ثَوْبًا অথবা সে যদি কাপড় ছিনতাই করে فَاَلْبَسَهُ مَالِكَهُ অতঃপর সেই বস্ত্র তার মালিককে পরিধান করায় وَهُوَ لَايَدْرِيْ অথচ সে জানে না (যে,) اَنَّهُ ثَوْبُهُ নিশ্চয়ই উহা তার কাপড় يَكُوْنُ ذٰلِكَ اَدَاءً (তবে) এটা তার জন্য আদা হবে لِحَقِّهِ তার হকের জন্য وَالْمُشْتَرِيْ এবং ক্রেতা فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ত্রুটিপূর্ণ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে لَوْ اَعَارَ الْمَبِيْعَ যদি বিক্রিত জিনিস ধার দেয় مِنَ الْبَائِعِ বিক্রেতাকে اَوْ رَهَنَهُ عِنْدَهُ অথবা বিক্রেতার নিকট বন্ধ রাখে اَوْ اٰجَرَهُ مِنْهُ কিংবা বিক্রেতার নিকট ভাড়া দেয় اَوْ بَاعَهُ مِنْهُ অথবা বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করে اَوْ وَهَبَ لَهُ অথবা তাকে দান করে وَسَلَّمَهُ এবং তার কাছে সোপর্দ করে يَكُوْنُ ذٰلِكَ اَدَاءً لِحَقِّهِ উল্লেখিত কাজগুলো বিক্রেতার হক আদায় তথা প্রাপ্য পরিশোধ হবে وَيَلْغُوْ এবং নিরর্থক হবে مَا صَرَّحَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِ আর সে (ক্রেতা) বিক্রয়, দান ইত্যাদি যে সব কথা বলেছে وَاَمَّا الْاَدَاءُ الْقَاصِرُ আর অসম্পূর্ণ আদা হচ্ছে فَهُوَ تَسْلِيْمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ প্রকৃত ওয়াজিবকে সোপর্দ করা مَعَ النُّقْصَانِ ত্রুটির সাথে فِيْ صِفَتِهِ তার গুণে نَحْوُ الصَّلٰوةِ যেমন নামাজ পড়া بِدُوْنِ تَعْدِيْلِ الْاَرْكَانِ তাদীলে আরকান ব্যতীত اَوِ الطَّوَافِ অথবা তওয়াফ করা مُحْدِثًا অজুহীন অবস্থায় وَرَدِّ الْمَبِيْعِ বিক্রিত দাস ফেরত দেওয়া مَشْغُوْلًا بِالدَّيْنِ ঋণগ্রস্ত অবস্থায় اَوْ بِالْجِنَايَةِ অথবা অপরাধযুক্ত অবস্থায় وَرَدِّ الْمَغْصُوْبِ এবং ছিনতাইকৃত বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া مُبَاحَ الدَّمِ بِالْقَتْلِ হত্যার কারণে হত্যাযোগ্য অপরাধের সাথে اَوْ مَشْغُوْلًا بِالدَّيْنِ অথবা ঋণগ্রস্ত اَوِ الْجِنَايَةِ অথবা অপরাধযুক্ত بِسَبَبٍ কোনো কারণে عِنْدَ الْغَاصِبِ ছিনতাইকারীর নিকট وَاَدَاءُ الزُّيُوْفِ ত্রুটিযুক্ত মুদ্রা আদায় করা مَكَانَ الْجِيَادِ খাঁটি মুদ্রার স্থলে اِذَا لَمْ يَعْلَمِ الدَّائِنُ ذٰلِكَ যখন ঋণদাতা তা না জানে وَحُكْمُ هٰذَا النَّوْعِ আর এ প্রকারের হুকুম اَنَّهُ اِنْ اَمْكَنَ جَبْرُ النُّقْصَانِ নিশ্চয় যদি ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয় بِالْمِثْلِ সমতুল্য কিছু দিয়ে يَنْجَبِرُ بِهٖ তবে ক্ষতিপূরণ করা হবে وَاِلَّا يَسْقُطُ حُكْمُ النُّقْصَانِ অন্যথায় ক্ষতিপূরণের বিধান রহিত হবে اِلَّا فِي الْاِثْمِ তবে সে পাপী হবে।

সরল অনুবাদ : যদি অপহরণকারী খাদ্য অপহরণ করে ঐ অপহৃত খাদ্য তার মালিকে ভক্ষণ করায়, আর মালিক এটা না জানে যে, উহা তারই খাদ্য, অথবা অপহরণকারী বস্ত্র অপহরণ করে তার মালিককে পরিধান করিয়ে দেয়, আর মালিক এটা না জানে যে, উহা তারই বস্ত্র; তাহলেও মালিকের হক আদায় হবে। আর ত্রুটিপূর্ণ বিক্রির মধ্যে ক্রেতা যদি ক্রয়কৃত মাল বিক্রেতাকে ধার দেয় বা বিক্রেতার নিকট বন্ধক রাখে অথবা বিক্রেতার নিকট ভাড়া দেয় অথবা বিক্রেতাকে তা হিবা করে দেয়, তাহলেও উল্লিখিত অবস্থায় বিক্রেতার প্রাপ্য পরি[illegible] ইত্যাদি যেসব কথা বলেছিল এগুলি নিরর্থক হবে।

আর আদায়ে কাসের বা অসম্পূর্ণ আদা হচ্ছে প্রকৃত ওয়াজিবকে তার বিশেষণের অসম্পূর্ণতার সাথে সমর্পণ করা। যেমন– তা'দীলে আরকান ছাড়া সালাত আদায় করা, অথবা অজু ছাড়া তওয়াফ করা, অথবা ক্রেতা কর্তৃক ক্রয়কৃত দাসটি বিক্রেতার নিকট এমন অবস্থায় ফেরত দেওয়া— যে অবস্থায় ক্রয়কৃত ক্রীতদাস কোনো ঋণ অথবা কোনো অন্যায়ের সাথে জড়িত এবং অপহরণকারীর অপহৃত দাস তার মালিকের নিকট এ অবস্থায় ফেরত দেওয়া যে, ঐ অপহৃত দাস হত্যার দরুন মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য হয়েছে, অথবা ঐ অপহৃত দাসটি এমন কারণে ঋণ অথবা অন্যায়ের সাথে জড়িত ছিল, যে কারণ অপহরণকারীর নিকট থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট হয়েছে এবং খাঁটি মুদ্রার পরিবর্তে ক্রটিযুক্ত মুদ্রা দিয়ে ঋণ শোধ করা, যা ঋণদাতা জনত না।

এ প্রকার আদা'র হুকুম হলো, যদি সমতুল্য বা অনুরূপ কিছু দিয়ে ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়, তবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। অন্যাথায় ক্ষতিপূরণের বিধান রহিত হবে বটে; তবে সে অপরাধী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْغَصَبَ طَعَامًا الخ-এর আলোচনা :

এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) اَدَاءٌ كَامِلٌ-এর উপমা পেশ করতে গিয়ে বলেন, মূল ওয়াজিব হওয়া বিষয় প্রাপককে প্রদান করা اداء كامل হওয়ার প্রেক্ষিতে আহনাফ বলেন যে, যদি কেউ কোনো খাবার ছিনতাই করল অতঃপর সে ছিনতাইকৃত খাবার মালিককে খাইয়ে দেয়, অথচ মালিকের এ কথা জানা নেই যে, এটা তারই খাবার। এমতাবস্থায় মালিককে সে খাবার খাওয়ানো দ্বারা اداء كامل হয়ে যাবে। কেননা, এখানে খাবারের প্রাপক মালিককে খাবার সোপর্দ করা হয়েছে, বিধায় এটা اداء كامل হয়ে যাবে।

অনুরূপ যদি কেউ কাপড় ছিনতাই করে মালিককে সে কাপড় পরিয়ে দেয়, তখন যদিও মালিকের এটা তার নিজের কাপড় বলে জানা নেই, তবুও প্রাপকের নিকট তার কাপড় পৌঁছিয়েছে বিধায় তা اداء كامل হয়েছে।

অনুরূপ بيع فاسد-এর মধ্যে ক্রেতা যদি বিক্রেতার নিকট مبيع ধার দেয় বা বন্ধক রাখে অথবা কেরায়া দেয় ইত্যাদি অবস্থায়ও اداء كامل তথা প্রাপকের নিকট তার মাল পৌঁছে গেছে বলে গণ্য হবে। বাকি بيع فاسد-এর ক্রেতা বিক্রেতার সাথে ধার, বন্ধক, কেরায়া ইত্যাদির যে ব্যাপার করেছে এগুলো অনর্থক সাব্যস্ত হবে এবং যার মাল তার নিকট পৌঁছেছে বিধায় اداء كامل সাব্যস্ত হবে।

আর মূল ওয়াজিব হওয়া বিষয় তার صفة-এর মধ্যে ক্রটির সাথে প্রাপকের নিকট পৌঁছে দিলে তা اداء قاصر হবে। যেমন– تعديل اركان ব্যতীত সালাত পড়া আর অজুবিহীন অবস্থায় তওয়াফ করা। এখানে تعديل اركان না হওয়া সালাতের صفة-এর মধ্যে ক্রটি হওয়া আর তওয়াফের বেলায় অজু বিহীন হওয়া তওয়াফের صفة-এর মধ্যে ক্রটি হওয়া বলে পরিগণিত। অতএব এগুলো اداء قاصر উদাহরণ।

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْاَدَاءُ الْقَاصِرُ فَهُوَ الخ-এর আলেচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) الاداء القاصر-এর পরিচয় ও তার উপমা এবং তার হুকুম বর্ণনা করেছেন।

اَلْاَدَاءُ الْقَاصِرُ-এর পরিচয় :

আদিষ্ট বিষয়টি প্রকৃত মালিকের নিকট যেসব বিশেষণের সাথে সমর্পণ করা ওয়াজিব ছিল ঐ সব বিশেষণের সাথে সমর্পণ না করে বিশেষণের অসম্পূর্ণতার সাথে তথা ক্রটিযুক্ত অবস্থায় সমর্পণ করাকে اداء قاصر বলা হয়। যেমন– তা'দীলে আরকান ব্যতীত সালাত পড়া, অজুবিহীন অবস্থায় তওয়াফ করা তা'দীলে আরকান ছাড়া সালাত পড়া সালাতের বিশেষণের মধ্যে ক্রটি। আর অজুবিহীন তওয়াফ করা তওয়াফের বিশেষণের মধ্যে ত্রুটি।

اَدَاءٌ قَاصِرٌ-এর উপমা :

অনুরূপভাবে কোনো ক্রেতা বিক্রেতার হাত হতে ক্রীতদাস গ্রহণ করার পর ক্রেতার হাতে থেকে ক্রীতদাসটি ঋণ করলে অথবা অন্য কোনো অপরাধে নিমজ্জিত হলে, সে এ অবস্থায় ক্রয়কৃত দাসটিকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দিল; তাহলে এটা 'আদায়ে কাসের' হবে। কেননা, সে ক্রটিমুক্ত অবস্থায় তাকে ক্রয় করেছে, আর এখন ক্রটিযুক্ত অবস্থায় ফেরত দিয়েছে।

اَدَاءٌ قَاصِرٌ -এর হুকুম :

প্রকাশ থাকে যে, اداء قاصر -এর হুকুম হলো, اداء قاصر -এর صفة -এর ক্রটির ক্ষতিপূরণ যা مثل বা তুল্য দ্বারা সম্ভব হয়, তাহলে مثل দ্বারাই ক্ষতিপূরণ প্রদান কর[illegible] ক্ষতিপূরণ সম্ভব না হয়, তাহলে ক্ষতিপূরণের বিধান

وَعَلٰى هٰذَا إِذَا تَرَكَ تَعْدِيْلَ الْاَرْكَانِ فِىْ بَابِ الصَّلٰوةِ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهٗ بِالْمِثْلِ إِذْ لَا مِثْلَ لَهٗ عِنْدَ الْعَبْدِ فَسَقَطَ وَلَوْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ فِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ فَقَضَاهَا فِىْ غَيْرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ لَا يُكَبِّرُ لِاَنَّهٗ لَيْسَ لَهُ التَّكْبِيْرُ بِالْجَهْرِ شَرْعًا وَقُلْنَا فِىْ تَرْكِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْقُنُوْتِ وَالتَّشَهُّدِ وَتَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ اَنَّهٗ يَنْجَبِرُ بِسُجُوْدِ السَّهْوِ وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الْفَرْضِ مُحْدِثًا يَنْجَبِرُ ذٰلِكَ بِالدَّمِ وَهُوَ مِثْلٌ لَهٗ شَرْعًا وَعَلٰى هٰذَا لَوْ اَدّٰى زَيْفًا مَكَانَ جَيِّدٍ فَهَلَكَ عِنْدَ الْقَابِضِ لَاشَيْءَ لَهٗ عَلَى الْمَدْيُوْنِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّهٗ لَا مِثْلَ لِصِفَةِ الْجُوْدَةِ مُنْفَرِدَةً حَتّٰى يُمْكِنَ جَبْرُهَا بِالْمِثْلِ وَلَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ مُبَاحَ الدَّمِ بِجِنَايَةٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ اَوْ عِنْدَ الْبَائِعِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَاِنْ هَلَكَ عِنْدَ الْمَالِكِ اَوِ الْمُشْتَرِىْ قَبْلَ الدَّفْعِ لَزِمَهُ الثَّمَنُ وَبَرِئَ الْغَاصِبُ بِاعْتِبَارِ اَصْلِ الْاَدَاءِ وَاِنْ قُتِلَ بِتِلْكَ الْجِنَايَةِ اسْتَنَدَ الْهَلَاكُ اِلٰى اَوَّلِ سَبَبِهٖ فَصَارَ كَاَنَّهٗ لَمْ يُوْجَدِ الْاَدَاءُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح)-

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا আর এ (হুকুমের) ভিত্তিতে اِذَا تَرَكَ تَعْدِيْلَ الْاَرْكَانِ যখন কেউ তাদীলে আরকান বর্জন করে فِىْ بَابِ الصَّلٰوةِ সালাতে لَا يُمْكِنُ সম্ভব নয় تَدَارُكُهٗ তার ক্ষতিপূরণ بِالْمِثْلِ সমতুল্য কোনো কিছু দ্বারা اِذْ কেননা لَا مِثْلَ لَهٗ তার কোন সমতুল্য নেই عِنْدَ الْعَبْدِ বান্দার নিকট فَسَقَطَ ফলে তা রহিত হয়ে যাবে وَلَوْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ আর যদি সালাত বর্জন করে فِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ তাশরীকের দিনসমূহে فَقَضَاهَا তবে তা কাযা করবে فِىْ غَيْرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ তাশরীকের দিনসমূহ ছাড়া অন্য সময়ে لَا يُكَبِّرُ (তবে) তাকবীর পড়বে না لِاَنَّهٗ কেননা لَيْسَ لَهُ التَّكْبِيْرُ بِالْجَهْرِ তার জন্য আওয়াজ করে তাকবীর পড়া সাব্যস্ত নেই شَرْعًا শরিয়তের দৃষ্টিতে وَقُلْنَا আর আমরা (হানাফীরা) বলি فِىْ تَرْكِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ফাতিহা পড়া বর্জনের ব্যাপারে وَالْقُنُوْتِ এবং দোয়ায়ে কুনুত বর্জন প্রসঙ্গে وَالتَّشَهُّدِ এবং তাশাহহুদ পড়া ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে وَتَكْبِيْرَاتِ এবং উভয় ঈদের তাকবীর ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে اَنَّهٗ يَنْجَبِرُ بِسُجُوْدِ السَّهْوِ সিজদায়ে সাহু দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে وَلَوْ طَافَ আর যদি তওয়াফ করে طَوَافَ الْفَرْضِ ফরজ তওয়াফ مُحْدِثًا অজুহীন অবস্থায় يَنْجَبِرُ ذٰلِكَ بِالدَّمِ (তবে) দম দ্বারা এবং এর ক্ষতিপূরণ দেবে وَهُوَ مِثْلٌ لَهٗ আর তা হল তার সমতুল্য شَرْعًا শরিয়তের দৃষ্টিতে وَعَلٰى هٰذَا আর এ ভিত্তিতে لَوْ اَدّٰى زَيْفًا যদি কেউ অচল মুদ্রা প্রদান করে مَكَانَ جَيِّدٍ চল মুদ্রার স্থলে فَهَلَكَ عِنْدَ الْقَابِضِ অতঃপর গ্রহণকারীর নিকট তা ধ্বংস হয়ে যায় لَاشَيْءَ لَهٗ عَلَى الْمَدْيُوْنِ ঋণতাদার ওপর ঋণ গ্রহিতার জন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে لِاَنَّهٗ কেননা لَا مِثْلَ কোনো সমূল্য নেই لِصِفَةِ الْجُوْدَةِ مُنْفَرِدَةً শুধু মুদ্রার উৎকৃষ্টতার حَتّٰى يُمْكِنَ جَبْرُهَا بِالْمِثْلِ যে সমতুল্য তার ক্ষতিপূরণ হতে পারে وَلَوْ سَلَّمَ الْعَبْدَ যদি কেউ ছিনতাইকৃত দাসকে সোপর্দ করে مُبَاحَ الدَّمِ হত্যা করা বৈধ অবস্থায় بِجِنَايَةٍ কোনো অপরাধের কারণে عِنْدَ الْغَاصِبِ ছিনতাইকারীর নিকট اَوْ عِنْدَ الْبَائِعِ অথবা বিক্রেতার নিকট بَعْدَ الْبَيْعِ বিক্রয়ের পর فَاِنْ هَلَكَ যদি ধ্বংস হয়ে যায় عِنْدَ الْمَالِكِ মালিকের নিকট اَوِ الْمُشْتَرِىْ অথবা ক্রেতার নিকট قَبْلَ الدَّفْعِ সমর্পণ করার পূর্বে لَزِمَهُ الثَّمَنُ তার ওপর মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হবে وَبَرِئَ الْغَاصِبُ এবং ছিনতাইকারী অপরাধ মুক্ত হবে بِاعْتِبَارِ اَصْلِ الْاَدَاءِ মূল্য আদায়ের বিবেচনায় وَاِنْ قُتِلَ আর যদি হত্যা করা হয় بِتِلْكَ الْجِنَايَةِ ঐ অপরাধের কারণে اِسْتَنَدَ الْهَلَاكُ (তবে) হত্যার ঘটনা সম্পৃক্ত হবে اِلٰى اَوَّلِ سَبَبِهٖ তার প্রথমে কারণের সাথে فَصَارَ অতঃপর ব্যাপারে এরূপ হবে كَاَنَّهٗ لَمْ يُوْجَدِ الْاَدَاءُ যেন আদা পাওয়া যায় নি عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে।

সরল অনুবাদ : اداء قاصر -এর উল্লিখিত হুকুমের ভিত্তিতে এ শাখা মাসআলা বের হলো যে, যখন সালাতের মধ্যে تَعْدِيْل اَرْكَان -ছেড়ে দেওয়া হয় مثل দ্বারা যার تدارك (ক্ষতিপূরণ) সম্ভব নয়। কেননা, বান্দার নিকট تعديل اركان-এর উদাহরণ নেই। এ জন্য تعديل اركان রহিত হয়ে যাবে। আর যদি اَيَّامْ تَشْرِيْق -এর মধ্যে সালাত ছেড়ে দেয়, অতঃপর ايام تشريق-এর পরে তার قضا করে, তখন তাকবীর বলবে না। কেননা, ايام تشريق ব্যতীত অন্য সময়ে উঁচু আওয়াজে তাকবীর বলা শরিয়তের দৃষ্টিতে সাব্যস্ত হবে না। আর আমরা হানাফীগণ বলি যে, সূরায়ে ফাতিহা পাঠ, দোয়ায়ে কুনূত, তাশাহ্হুদ, উভয় ঈদের তাকবীরসমূহ ছেড়ে দিলে সিজদায়ে সাহু দ্বারা তার ক্ষতপূরণ দেওয়া যাবে। আর যদি অজুবিহীন অবস্থায় ফরজ তওয়াফ করে, তাহলে দম দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে। কেননা, এ দম প্রদান করা শরিয়তের দৃষ্টিতে مثل সাব্যস্ত হবে। আর اداء قاصر-এর উল্লিখিত حكم-এর ভিত্তিতে যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি নিখুঁত দিরহামের পরিবর্তে অচল দিরহাম আদায় করে, অতঃপর সে দিরহাম গ্রহণকারী তথা ঋণ গ্রহীতার নিকট ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ঋণ গ্রহিতার জন্য ঋণ দাতার ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, শুধু صفة جودة-এর এমন কোনো উদাহরণ নেই যা صفة جودة-এর ক্ষতিপূরক হতে পারে। আর যদি ছিনতাইকৃত গোলাম ছিনতাইকারীর নিকট থাকা অবস্থায় কাউকে হত্যা করে مباح الدم তথা তার হত্যা জায়েজ হওয়া সাব্যস্ত হয়ে মালিকের নিকট ফিরে যায়, অথবা ক্রয় করা গোলাম বিক্রেতার নিকট থাকাবস্থায় কাউকে হত্যা করে مباح الدم হয়ে যাওয়ার পর ক্রেতার নিকট সোপর্দ হয়ে যায়, অতঃপর সে গোলাম মালিক অথবা قصاص-এর জন্য হত্যাকৃতের ولى-কে দেওয়ার পূর্বে ক্রেতার নিকট ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতার উপর ثمن ওয়াজিব হবে। আর মূল আদায়ের দিক হতে ছিনতাইকারী দোষমুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি এ দোষের কারণে গোলাম হত্যা করে দেওয়া হয়, তাহলে এ ধ্বংস তার প্রথম কারণের দিকে ধাবিত হবে, তখন তা এমন হবে যে, যেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, আদায় হওয়াই পাওয়া যায়নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا اِذَا تَرَكَ تَعْدِيْلَ الْاَرْكَانِ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারতের মাধ্যমে الاداء القاصر -এর বিধানের ভিত্তিতে কতিপয় মাসআলা নির্গত করেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ হলো— সালাতের রুকনসমূহ তথা কিয়াম, রুকু, সিজদা, কওমা ও জলসা প্রভৃতি ধীরস্থিরভাবে প্রশান্ত মনে আদায় করাকে 'তা'দীলুল আরকান' বলা হয়। সালাতের মধ্যে তা'দীলুল আরকান ওয়াজিব। কোনো ব্যক্তি যদি তা'দীলুল আরকান ব্যতীত সালাত সম্পন্ন করে তবে সালাতের ফরসসমূহ আদায় হয়ে যাওয়ার কারণে তার সালাত হয়ে যাবে বটে; কিন্তু ওয়াজিব পরিত্যক্ত হয়েছে বলে সে গুনাহগার হবে।

অনুরূপ যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজরের সালাত হতে আরম্ভ করে ১৩ তারিখ আসরের সালাত পর্যন্ত প্রতি সালাতের পর উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করা ওয়াজিব। এখন কেউ যদি এ দিনগুলোতে সালাত ছেড়ে দেয় এবং পরবর্তী দিনগুলোতে কাযা করে, তবে কাযা করার সময় তাকবীর পাঠ করবে না। কেননা, ঐ দিনগুলো ব্যতীত অন্য সময়ে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলার প্রমাণ শরিয়তে নেই। সুতরাং এটা বিদআত। কেননা, শরিয়তের পক্ষ হতে এর জন্য কোনো مثل বা সমতুল্য রাখা হয়নি। আর এ তাকবীরগুলোর সমতুল্য কোনো বিকল্প আমল বিবেক সম্মতও নয়, তাই তা পরিত্যাগ করাতে গুনাহ হবে। পক্ষান্তরে সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে, অনুরূপভাবে উভয় ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবীর ছেড়ে দিলে শরিয়তের পক্ষ হতে উহাদের সমতুল্য হিসেবে বিকল্প সিজদা সাহু রাখা হয়েছে। অতএব, সাহু সিজদা দিলেই সালাতের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি ওযূবিহীন অবস্থায় কা'বা তওয়াফ করেছে সে এক বৎসরের একটি ছাগল কুরবানি করে তার ক্ষতিপূরণ করবে। আর এ ছাগল শরিয়তের পরিভাষায় 'দম' বলা হয়। এ দমই শরিয়তের পক্ষ হতে নির্ধারিত সমতুল্য।

اَدَاءٌ قَاصِرٌ -এর হুকুমের ভিত্তিতে কয়েকটি মাসআলা :

ঋণগ্রহীতা যদি তার ঋণদাতাকে ভাল মুদ্রার পরিবর্তে নকল মুদ্রা দেয় আর ঋণদাতার হাতেই ঐ মুদ্রা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ঋণগ্রহীতার ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, এ অবস্থায় ঋণগ্রহীতার দায়িত্বে শুধু ভাল বা উত্তমতারগুণ অবশিষ্ট থেকে যায়, যার কোনো তুল্য নেই। সুতরাং তার ক্ষতিপূরণ হতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত এটাই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, ঋণদাতার উচিত হলো নকল মুদ্রা ফেরত দেওয়া এবং ঋণগ্রহীতার নিকট হতে ভাল মুদ্রা আদায় করা।

অনুরূপ অপহৃত দাস যদি অপহারণকারীর হাতে থাকা অবস্থায় কাউকে হত্যা করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে সাজা পাওয়ার যোগ্য হয় এবং এ অবস্থায় অপহরণকারী ঐ দাসটিকে মালিকের নিকট সোপর্দ করে, তবে দাসটি যদি কিসাসের জন্য হত্যাকৃত ব্যক্তির উত্তরাধীকারীদের হাতে সোপর্দ করার পূর্বেই মালিকের নিকটে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে মূল আদায় পাওয়া যাওয়ার কারণে অপহরণকারী দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি মালিকের নিকট পৌছার পর উপরোক্ত অপরাধের কারণে দাসটিকে হত্যা করা হয়, তবে বলা হবে যে, অপহরণকারীর পক্ষ হতে আদায় পাওয়া যায়নি। সুতরাং অপহরণকারীর ওপর উক্ত দাসের মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত।

অনুরূপভাবে দাস যদি বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় কাউকে হত্যা কারার অপরাধে মৃত্যুদন্ডে সাজাপ্রাপ্ত হয় এবং এ অবস্থায় বিক্রেতা ঐ দাসকে ক্রেতার নিকট সোপর্দ করে, তবে উক্ত অবস্থায় দাসটি যদি কিসাসের জন্য হত্যাকৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সোপর্দ করার পূর্বে ক্রেতার নিকট ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আদায় পাওয়া যাওয়ার কারণে ক্রেতার ওপর তার মূল্য প্রদান অপরিহার্য হবে। আর যদি ক্রেতার নিকট পৌছার পর উপরোক্ত অপরাধের কারণে দাসটিকে হত্যা করা হয়, তবে ক্রেতার ওপর উহার মূল্য প্রদান অপরিহার্য হবে না; বরং বলা হবে যে, দাসটি যেন বিক্রেতার নিকটই হত্যা করা হয়েছে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, মৃত্যুদন্ডে সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে দাসটিতে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে ক্রেতা সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ বিক্রেতার নিকট হতে আদায় করবে; বিক্রেতার নিকট হতে পূর্ণ মূদ্রা আদায় করতে পারবে না। কেননা, তাঁদের মতে দাস মৃত্যুদন্ডে সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হলো উহা ত্রুটি (عيب) যুক্ত হওয়া। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, দাস মৃত্যুদন্ডে সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ তা হত্যাকৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারদের অধিকারে চলে যাওয়া। এমতাবস্থায় যেন একজনের হক অন্যকে সোপর্দ করা হলো। অতএব, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত অনুসারে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে পূর্ণ মূল্যই আদায় করবে।

وَالْمَغْصُوْبَةُ إِذَا رُدَّتْ حَامِلًا بِفِعْلٍ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ عِنْدَ الْمَالِكِ لَا يَبْرَئُ الْغَاصِبُ عَنِ الضَّمَانِ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ثُمَّ الْأَصْلُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ هُوَ الْأَدَاءُ كَامِلًا كَانَ أَوْ نَاقِصًا وَإِنَّمَا يُصَارُ إِلَى الْقَضَاءِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَدَاءِ وَلِهٰذَا يَتَعَيَّنُ الْمَالُ فِى الْوَدِيْعَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْغَصْبِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُوْدَعُ وَالْوَكِيْلُ وَالْغَاصِبُ أَنْ يُمْسِكَ الْعَيْنَ وَيَدْفَعَ مَا يُمَاثِلُهُ لَيْسَ لَهُ ذٰلِكَ وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ كَانَ الْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ فِيْهِ وَبِاعْتِبَارِ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْأَدَاءُ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ (رحـ) اَلْوَاجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوْبَةِ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ فِىْ يَدِ الْغَاصِبِ تَغَيُّرًا فَاحِشًا وَيَجِبُ الْأَرْشُ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ .

শাব্দিক অনুবাদ ঃ وَالْمَغْصُوْبَةُ অপহৃত দাসী إِذَا رُدَّتْ যখন ফেরত দেওয়া হয় حَامِلًا গর্ভবর্তী অবস্থায় بِفِعْلٍ কোনো কাজের দ্বারা عِنْدَ الْغَاصِبِ অপহরণকারীর নিকট فَمَاتَتْ অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করে بِالْوِلَادَةِ প্রসবকালে عِنْدَ الْمَالِكِ মালিকের নিকট لَا يَبْرَئُ الْغَاصِبُ অপহরণকারী অব্যাহতি পাবে عَنِ الضَّمَانِ ক্ষতিপূরণ থেকে عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ثُمَّ الْأَصْلُ অতঃপর মূল হলো فِىْ هٰذَا الْبَابِ এ অধ্যায়ে هُوَ الْأَدَاءُ আদা كَامِلًا أَوْ كَانَ نَاقِصًا পূর্ণ হোক বা অপূর্ণ وَإِنَّمَا يُصَارُ إِلَى الْقَضَاءِ অবশ্যই কাযার দিকে যাওয়া হয় عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَدَاءِ আদা অসম্ভব হওয়ার সময় وَلِهٰذَا আর এ কারণে يَتَعَيَّنُ الْمَالُ মাল নির্দিষ্ট হয় فِى الْوَدِيْعَةِ وَالْوَكَالَةِ আমানতে প্রতিনিধি নিয়োগে এবং অপহরণে وَالْغَصْبِ وَلَوْ أَرَادَ الْمُوْدَعُ وَالْوَكِيْلُ وَالْغَاصِبُ আর যদি আমানতদার, প্রতিনিধি এবং অপহরণকারী ইচ্ছা পোষণ করে أَنْ يُمْسِكَ الْعَيْنَ আসল মাল রেখে দেওয়ার وَيَدْفَعَ مَا يُمَاثِلُهُ এবং তার সমতুল্য প্রদান করার لَيْسَ لَهُ ذٰلِكَ তবে তার জন্য এরূপ করার অনুমতি নেই وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا আর যদি বিক্রেতা কোনো জিনিস বিক্রয় করে وَسَلَّمَهُ এবং (ক্রেতার নিকট) সোপর্দ করে فَظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ অতঃপর ঐ

মালে দোষ প্রকাশ পায় كَانَ الْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ (তখন) ক্রেতার ইখতিয়ার রয়েছে فِىْ بَيْنَ الْاَخْذِ وَالتَّرْكِ فِيْهِ মাল গ্রহণ করা ও না করার মাঝে وَبِاعْتِبَارِ اَنَّ الْاَصْلَ هُوَ الْاَدَاءُ আর আদা মূল হওয়ার বিবেচনায় يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, اَلْوَاجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ অপহরণকারীর উপর ওয়াজিব رَدُّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوْبَةِ হুবহু অপহৃত মাল ফেরত দেওয়া وَاِنْ تَغَيَّرَتْ আর যদি পরিবর্তন فِىْ يَدِ الْغَاصِبِ অপহরণকারীর হাতে تَغَيُّرًا فَاحِشًا অত্যাধিক পরিবর্তন يَجِبُ الْاَرْشُ ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব بِسَبَبِ النُّقْصَانِ ক্রটির কারণে।

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি অপহৃত দাসী অপহরণকারীর নিকট থাকা অবস্থায় গর্ভবতী হওয়ার পর ফেরত দেওয়া হয়; অতঃপর সে প্রসবের সময় মালিকের নিকট মারা যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, অপহরণকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান হতে অব্যহতি পাবে না।

অতঃপর 'আদা' ও 'কাযা' অধ্যায়ে আদায়ই হচ্ছে আসল বা মূল; চাই তা কামেল হোক বা নাকেস। আর 'আদা' সম্ভব না হলেই কেবল 'কাযা' গ্রহণযোগ্য হবে। 'আদা' মূল হওয়ার কারণে অপহরণে, প্রতিনিধি নিয়োগে এবং আমানতের মধ্যে মাল নির্ধারিত হয়। আর যদি আমানতদার, প্রতিনিধি এবং অপহরণকারী আসল মাল রেখে তার সমতুল্য দিতে চায়, তখন তাদের জন্য এরূপ দেওয়ার কোনো হুকুম নেই। আর যদি বিক্রেতা কোনো মাল বিক্রয় করে ক্রেতার দায়িত্বে অর্পণ করে, পরে ঐ মালে কোনো প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়, তখন ঐ মাল গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার ক্রেতার থাকবে। 'আদা' মূল হওয়ার কারণে ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, অপহরণকারীর ওপর হুবহু অপহৃত মাল ফেরত দেওয়া ওয়াজিব; যদিও অপহরণকারীর হাতে তা খুব বেশি রকম পরিবর্তন হয়ে যায়। অবশ্য এ পরিবর্তনের কারণে যে ক্রটি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمَغْصُوْبَةُ اِذَا رُدَّتْ حَامِلًا الخ-এর আলোচনা :

এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার অপহৃত দাসীর ব্যাপারে ইমামদের মতামত তুলে ধরেছেন। অপহৃত দাসী অপহরণকারীর ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী হোক অথবা অন্যের ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী হোক, তারপর যদি মালিকের নিকট ফেরত এসে সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করে, তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট অপহরণকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা, ঐ গর্ভই তার মৃত্যুর কারণ। আর যদি গর্ভবতী না হত, তাহলে মৃত্যু হত না। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট মৃত্যুর কারণ হলো প্রসব, গর্ভ নয়। তাই সন্তান জন্ম মালিকের নিকট পাওয়া যাওয়ার কারণে অপহরণকারী ক্ষতিপূরণ দান হতে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু এ মতানৈক্য শুধু দাসীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি কোনো স্বাধীনা নারীকে বলপূর্বক ব্যভিচারে করে আর তাতে সন্তান জন্ম হওয়ার সময় সে মরে যায়, তখন সর্বসম্মতিক্রমে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْاَصْلُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাতের মাধ্যমে লিখক الاداء ও القضاء -এর মূলনীতির ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। 'আদা' ও 'কাযা'র ব্যাপারে মূলনীতি হলো, 'আদা' কার্যে পরিণত করা সম্ভব হলে 'কাযা' বৈধ নয়। এ কারণেই সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় ঐ দিনের আসরের সালাত আদায় করা প্রয়োজন। আর যদি কোনো অবস্থাতেই 'আদা' সম্পূর্ণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে সালাতের কাযা প্রায়াজন হয়।

উপরোক্ত নীতিতেই আমানত, উকালত এবং অপহরণে এ নীতিই অনুসরণ করা হয় যে, আমানতকারী যে দ্রব্য আমানত রেখেছেন তা তাকে ফেরত দিতে হবে, তার মিছিল দেওয়া গ্রহণীয় নয়। তদ্রূপ উকালতি বা প্রতিনিধিত্বেও মুয়াক্কেল যে দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য উকিল নিয়োগ করেছেন, তা অবিক্রিত থাকলে সে দ্রব্যই মুয়াক্কেলকে ফেরত দিতে হবে। এভাবে অপহরণকারী যে দ্রব্য অপহরণ করেছে ঠিক তাই মালিককে ফেরত দিতে হবে। আর এ জন্যই বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতার নিকট হস্তান্তরের পরে কোনো ক্রটি বের হলে তা-ই ফেরত দেওয়া হলে 'আদা', আর ক্রটির পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হলো 'কাযা'। আর যতক্ষণ পর্যন্ত 'আদা সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত 'কাযা' জায়েজ নেই।

আর اداء মূল বা اصل হওয়ার ভিত্তিতে ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন যে, ছিনতাইকৃত মাল বিকৃত হয়ে যাওয়ার অবস্থায় সে ছিনতাইকৃত মালকে ফেরত দেওয়া ছিনতাইকারীর ওপর আবশ্যক। আর বিকৃত হওয়ার অবস্থায় ছিনতাইকৃত মালের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা-ই دیت আদায় করে দেওয়া ছিনতাইকারীর ওপর ওয়াজিব হবে।

وَعَلٰى هٰذَا لَوْ غَصَبَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا اَوْسَاجَةً فَبَنٰى عَلَيْهَا دَارًا اَوْ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَّاهَا اَوْ عِنَبًا فَعَصَرَهَا اَوْ حِنْطَةً فَزَرَعَهَا وَنَبَتَ الزَّرْعُ كَانَ ذٰلِكَ مِلْكًا لِلْمَالِكِ عِنْدَهٗ وَقُلْنَا جَمِيْعُهَا لِلْغَاصِبِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الْقِيْمَةِ وَلَوْ غَصَبَ فِضَّةً فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ اَوْتِبْرًا فَاتَّخَذَهَا دَنَانِيْرَ اَوْ شَاةً فَذَبَحَهَا لَايَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكَذٰلِكَ لَوْغَصَبَ قُطْنًا فَغَزَلَهٗ اَوْغَزْلًا فَنَسَجَهٗ لَايَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هٰذَا مَسْئَلَةُ الْمَضْمُوْنَاتِ وَلِذَا قَالَ لَوْظَهَرَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوْبُ بَعْدَ مَا اَخَذَ الْمَالِكُ ضِمَانَهٗ مِنَ الْغَاصِبِ كَانَ الْعَبْدُ مِلْكًا لِلْمَالِكِ وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَالِكِ رَدُّ مَا اَخَذَ مِنْ قِيْمَةِ الْعَبْدِ وَاَمَّا الْقَضَاءُ فَنَوْعَانِ كَامِلٌ وَقَاصِرٌ فَالْكَامِلُ مِنْهُ تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ صُوْرَةً وَمَعْنًى كَمَنْ غَصَبَ قَفِيْزَ حِنْطَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا ضَمِنَ قَفِيْزَ حِنْطَةٍ وَيَكُوْنُ الْمُؤَدّٰى مِثْلًا لِلْاَوَّلِ صُوْرَةً وَمَعْنًى وَكَذٰلِكَ الْحُكْمُ فِىْ جَمِيْعِ الْمِثْلِيَّاتِ –

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا আর এ নীতির ভিত্তিতে لَوْ غَصَبَ حِنْطَةً যদি কেউ গম ছিনতাই করে فَطَحَنَهَا অঃপর তা পিষে ফেলে اَوْسَاجَةً অথবা কেউ যদি সাগু গাছ (ছিনতাই করে) فَبَنٰى عَلَيْهَا دَارًا অতঃপর তাতে ঘর নির্মাণ করে اَوْشَاةً অথবা কেউ যদি ছাগল (ছিনতাই করে) فَذَبَحَهَا অতঃপর তা জবাই করে وَشَوَّاهَا এবং তা ভুনা করে اَوْ عِنَبًا অথবা কেউ যদি আঙ্গুর (ছিনতাই করে) فَعَصَرَهَا অতঃপর তার রস বের করে اَوْ حِنْطَةً অথবা কেউ যদি গম (ছিনতাই করে) فَزَرَعَهَا অতঃপর তা জমিনে বপন করে وَنَبَتَ الزَّرْعُ এবং অঙ্কুর বের হয় كَانَ ذٰلِكَ مِلْكًا لِلْمَالِكِ এ সব অবস্থায় মালিক এগুলোর অধিকারী হবে عِنْدَهٗ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে وَقُلْنَا আর আমরা হানাফীরা বলি جَمِيْعُهَا لِلْغَاصِبِ এ সব কিছু ছিনতাইকারীর জন্য وَيَجِبُ عَلَيْهِ এবং ছিনতাইকারীর উপর ওয়াজিব رَدُّ الْقِيْمَةِ মূল্য ফেরত দেওয়া وَلَوْ غَصَبَ فِضَّةً আর যদি সে রৌপ্য (ছিনতাই করে) فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ অতঃপর তা দিয়ে দিরহাম তৈরি করে اَوْ تِبْرًا অথবা কেউ যদি স্বর্ণ (ছিনতাই করে) فَاتَّخَذَهَا دَنَانِيْرَ অতঃপর তা দ্বারা দিনার তৈরি করে اَوْ شَاةً অথবা কেউ যদি ছাগল (ছিনতাই করে) فَذَبَحَهَا অতঃপর তা জবাই করে ফেলে لَايَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ তবে (উপরোক্ত ক্ষেত্রে) মালিকের অধিকার রহিত হবে না فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ যাহেরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপ لَوْ غَصَبَ قُطْنًا যদি কেউ তুলা ছিনতাই করে فَغَزَلَهٗ অতঃপর তা ধুনে ফেলে اَوْ غَزْلًا অথবা ধুনা তুলা নষ্ট হবে না فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ যাহেরী রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هٰذَا আর এর থেকে শাখা মাসয়ালা বের হয় مَسْئَلَةُ الْمَضْمُوْنَاتِ ক্ষতিপূরণের মাসয়ালা وَلِذَا قَالَ আর এ কারণে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন لَوْ ظَهَرَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوْبُ যদি ছিনতাইকৃত দাস প্রকাশ পায় بَعْدَ مَا اَخَذَ الْمَالِكُ ضِمَانَهٗ মালিক তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার পর مِنَ الْغَاصِبِ ছিনতাইকারী থেকে كَانَ الْعَبْدُ مِلْكًا لِلْمَالِكِ তবে দাসটি মালিকের অধিকারে থাকবে وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمَالِكِ এবং মালিকের ওপর আবশ্যক رَدُّ مَا اَخَذَ مِنْ قِيْمَةِ الْعَبْدِ দাসের মূল্য যা গ্রহণ ক[illegible] وَاَمَّا الْقَضَاءُ বস্তুত কাযা فَنَوْعَانِ দুপ্রকার كَامِلٌ

تَسْلِيْمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ পূর্ণ وَقَاصِرٌ এবং অপূর্ণ (ত্রুটি সম্পন্ন) فَالْكَامِلُ অতঃপর পূর্ণ কাযা مِنْهُ তার থেকে ওয়াজিবের অনুরূপ বিষয় সমর্পণ করা صُوْرَةً وَمَعْنًى আকৃতিগত ও অর্থগতভাবে كَمَنْ غَصَبَ قَفِيْزَ حِنْطَةٍ যেমন কেউ এক টুকরী গম ছিনতাই করেছে فَاسْتَهْلَكَهَا অতঃপর সে তা নষ্ট করে ফেলেছে ضَمِنَ قَفِيْزَ حِنْطَةٍ (তবে) সে এক টুকরী গম ক্ষতিপূরণ দেবে وَيَكُوْنُ الْمُؤَدُّى এবং আদায়কৃত বস্তু হবে مِثْلًا لِلْاَوَّلِ প্রথমটি তুল্য صُوْرَةً وَمَعْنًى আকৃতি ও অর্থগতভাবে وَكَذٰلِكَ الْحُكْمُ আর অনুরূপ হুকুম হবে فِيْ جَمِيْعِ الْمِثْلِيَاتِ সকল তুল্য জিনিসের ক্ষেত্রে :

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ ইমাম শাফিয়ী (র.)–এর উল্লিখিত নীতির ভিত্তিতে যে, "ছিনতাইকারীর ওপর মূল ছিনতাইকৃত মাল ফেরত দেওয়া আবশ্যক, যদিও তা বিকৃত হয়ে যাক।" বলা হয় যে, যদি ছিনতাইকারী গম ছিনতাই করে আটা তৈরি করে ফেলে, বা সাগু গাছ ছিনতাই করে তাতে ঘর নির্মাণ করে ফেলে, অথবা ছাগল ছিনতাই করে তাকে জবাই করে ফেলে এবং ভুনে ফেলে, অথবা আঙ্গুর ছিনতাই করে তা চিবিয়ে ফেলে, অথবা গম ছিনতাই করে তা বপন করে ফেলে এবং তার চারা উৎপাদিত হয়ে যায়, এ সকল ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, ছিনতাইকৃত বস্তুর দ্বারা যে জিনিস প্রস্তুত হয় ততে মালিকের অধিকার হবে। আর আমরা হানাফীগণ বলি যে, তাতে ছিনতাইকারীর অধিকার হবে, আর ছিনতাইকারীর ওপর ছিনতাইকৃত মালের দাম ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি ছিনতাইকারী রোপ্য ছিনতাই করে তা দ্বারা দিরহাম তৈরি করে ফেলে, অথবা স্বর্ণের টুকরা ছিনতাই করে তা দ্বারা দিনার তৈরি করে ফেলে, অথবা ছাগল ছিনতাই করে তাকে জবাই করে ফেলে, তাহলে প্রকাশ্য রিওয়ায়াত অনুযায়ী মালিকের অধিকার নষ্ট হবে না। অনুরূপ তুলা ছিনতাই করে যদি তা ধুনে নেয় অথবা ধুনা তুলা ছিনতাই করে উহা দ্বারা কাপড় তৈরি করে নেয়, তাহলে প্রকাশ্য রিওয়ায়াত মোতাবেক মালিকের অধিকার নষ্ট হবে না। আর উল্লিখিত মূলনীতির ভিত্তিতে مضمونات-এর মাসআলা বাহির হবে তথা উল্লিখিত বিষয়ে ইমাম আযম (র.)-এর মতে, মূল্যের জরিমানা ওয়াজিব হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ মতে, ছিনতাইকৃত বস্তুর জরিমানা ওয়াজিব হবে।

এ জন্য ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, গোলামের মালিক ছিনতাইকারী হতে জরিমানা গ্রহণের পরে যদি ছিনতাইকৃত গোলাম প্রকাশ পায়, তাহলে সে গোলাম মালিকের অধিকারে হবে। আর গোলামের যে দাম জরিমানা হিসেবে মালিক উসূল করেছিল, তা ফেরত দেওয়া মালিকের ওপর ওয়াজিব হবে।

আর قضا দুই প্রকার ঃ (১) كامل (২) قاصر আর قضاء كامل ঐ জিনিসকে সোপর্দ করা যা ওয়াজিব হওয়া জিনিসের আকৃতিগত এবং অর্থগতভাবে তুল্য হবে। যেমন– যে ব্যক্তি এক কাফীয গম ছিনতাই করে ধ্বংস করে ফেলে, সে জরিমানা হিসেবে এক কাফীয গম দিয়ে দেবে। আর এ প্রদত্ত গম প্রথম গমের তথা ছিনতাইকৃত গমের আকৃতিগত এবং অর্থগত উভয় প্রকারের তুল্য। তা ছাড়া যাবতীয় مثليات তথা তুল্য জিনিসের হুকুম এটাই হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَوْغَصَبَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا الخ-এর আলোচনা :

এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) অপহৃত মাল ফেরত দেওয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, হানাফী ওলামাদের মতানুসারে বস্তুর তিন গুণের যে-কোনো একটি পরিবর্তন হয়ে গেলে, তা ফেরত দেওয়া উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয় না। গুণ তিনটি নিম্নরূপ—

১. ওজন বা পরিমাণ এমনভাবে পরিবর্তন হয়ে যাওয়া যাতে বস্তুর নাম পরিবর্তন হয়ে যায়।

২. বস্তুর সব চেয়ে লাভজনক দিকটি নষ্ট হয়ে যাওয়া।

৩. অপহরণকারীর সম্পদের সাথে অপহৃত বস্তু এভাবে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া যে, অনপহৃত ও অপহৃত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে পড়ে। সুতরাং গম অপহরণ করে আটা বানানোর পর এবং বৃক্ষ অপহরণ করে ঘর বানিয়ে ফেলার পর এবং ছাগল অপহরণ করে ভুনা করে ফেলার পর এবং আঙ্গুর ছিনতাই করে রস বের করে ফেলার পর এবং গম ছিনতাই করে জমিনে বপন করে ফেলার ফলে চারা গাছ উৎপাদিত হয়ে যাওয়ার পর হানাফী ওলামাদের মতে, ছিনতাইকৃত বস্তু ফেরত দিতে হবে না। কারণ, উল্লিখিত প্রতিটি বস্তুতেই পরিবর্তনের ফলে উহাদের নাম পরিবর্তন হয়ে গেছে। রৌপ্য ও স্বর্ণ ছিনতাই করে দিরহাম ও দিনার বানিয়ে ফেলার পর এবং ছাগল ছিনতাই করে জবাই করার পরও মালিকের অধিকার খর্ব হবে না। কেননা, উল্লিখিত তিন প্রকারের বস্তুর নাম অবশিষ্ট রয়েছে। ... স্বর্ণ এবং জবাইকৃত ছাগলকে ছাগলই বলা হয়।

وَاَمَّا الْقَاصِرُ فَهُوَ مَالَايُمَاثِلُ الْوَاجِبَ صُوْرَةً وَيُمَاثِلُ مَعْنًى كَمَنْ غَصَبَ شَاةً فَهَلَكَتْ ضَمِنَ قِيْمَتَهَا وَالْقِيْمَةُ مِثْلُ الشَّاةِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى لَا مِنْ حَيْثُ الصُّوْرَةِ وَالْاَصْلُ فِى الْقَضَاءِ الْكَامِلِ وَعَلٰى هٰذَا قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ (رحـ) اِذَا غَصَبَ مِثْلِيًّا فَهَلَكَ فِىْ يَدِهٖ وَانْقَطَعَ ذٰلِكَ عَنْ اَيْدِى النَّاسِ ضَمِنَ قِيْمَتَهٗ يَوْمَ الْخُصُوْمَةِ لِاَنَّ الْعِجْزَ عَنْ تَسْلِيْمِ الْمِثْلِ الْكَامِلِ اِنَّمَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْخُصُوْمَةِ فَاَمَّا قَبْلَ الْخُصُوْمَةِ فَلَا لِتَصَوُّرِ حُصُوْلِ الْمِثْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَاَمَّا مَالَا مِثْلَ لَهٗ لَاصُوْرَةً وَلَامَعْنًى لَايُمْكِنُ اِيْجَابُ الْقَضَاءِ فِيْهِ بِالْمِثْلِ وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى قُلْنَا اِنَّ الْمَنَافِعَ لَاتُضْمَنُ بِالْاِتْلَافِ لِاَنَّ اِيْجَابَ الضَّمَانِ بِالْمِثْلِ مُتَعَذِّرٌ وَاِيْجَابُهٗ بِالْعَيْنِ كَذٰلِكَ لِاَنَّ الْعَيْنَ لَاتُمَاثِلُ الْمَنْفَعَةَ لَاصُوْرَةً وَلَامَعْنًى كَمَا اِذَا غَصَبَ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهٗ شَهْرًا اَوْ دَارًا فَسَكَنَ فِيْهِ شَهْرًا ثُمَّ رَدَّ الْمَغْصُوْبَ اِلَى الْمَالِكِ لَايَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْمَنَافِعِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا الْقَاصِرُ আর কাযায়ে কাসির فَهُوَ উহাকে বলা হয় مَالَا يُمَاثِلُ الْوَاجِبَ যা আকৃতিগতভাবে ওয়াজিবের সমতুল্য নয় وَيُمَاثِلُ مَعْنًى এবং অর্থগতভাবে সমতুল্য كَمَنْ غَصَبَ شَاةً যেমন কেউ একটি ছাগল ছিনতাই করল فَهَلَكَ অতঃপর তা মারা গেল ضَمِنَ قِيْمَتَهَا (এমতাবস্থায়) তার মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিবে وَالْقِيْمَةُ مِثْلُ الشَّاةِ (এখানে) মূল্য ছাগলের সমতুল্য مِنْ حَيْثُ الْمَعْنٰى অর্থগতভাবে لَامِنْ حَيْثُ الصُّوْرَةِ আকৃতিগতভাবে নয় وَالْاَصْلُ فِى الْقَضَاءِ الْكَامِلُ আর কাযা এর ক্ষেত্রে কামিলই মূল وَعَلٰى هٰذَا এ মূলনীতির ভিত্তিতে قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رح ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন اِذَا غَصَبَ مِثْلِيًّا যখন তুল্যমান বস্তু ছিনতাই করে فَهَلَكَ فِىْ يَدِهٖ অতঃপর তা তার নিকট নষ্ট হয়ে যায় وَانْقَطَعَ ذٰلِكَ مِنْ اَيْدِى النَّاسِ এবং তার তুল্য বস্তু মানুষের কাছ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় ضَمِنَ قِيْمَتَهٗ (তবে) সে তার মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেবে يَوْمَ الْخُصُوْمَةِ মোকাদ্দমা দায়েরের দিন لِاَنَّ الْعِجْزَ কেননা, অক্ষমতা عَنْ تَسْلِيْمِ الْمِثْلِ الْكَامِلِ পূর্ণ সমতুল্য সমর্পণ থেকে اِنَّمَا يَظْهَرُ নিশ্চয় প্রকাশ পায় عِنْدَ الْخُصُوْمَةِ মোকাদ্দমা দায়েরের দিন فَاَمَّا قَبْلَ الْخُصُوْمَةِ মোকাদ্দমা দায়েরের পূর্বে فَلَا অক্ষমতা প্রকাশ পায় না لِتَصَوُّرِ حُصُوْلِ الْمِثْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ কেননা (এর পূর্বে) পূর্ণাঙ্গ সমতুল্য বস্তু পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা সর্বদিক দিয়ে থেকে যায় فَاَمَّا مَا لَامِثْلَ لَهٗ আর যার সমতুল্য নেই لَاصُوْرَةً وَلَا مَعْنًى আকৃতিগতভাবেও নেই অর্থভাবেও নেই لَايُمْكِنُ সম্ভব নয় اِيْجَابُ الْقَضَاءِ কাযা সাব্যস্ত করা فِيْهِ তাতে بِالْمِثْلِ সমতুল্য বস্তু দ্বারা وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى আর এ রহস্যের ভিত্তিতে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اِنَّ الْمَنَافِعَ নিশ্চয় বস্তুর উপকারিতা لَاتُضْمَنُ بِالْاِتْلَافِ নিষ্ট করার ফলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না لِاَنَّ اِيْجَابَ الضَّمَانِ কেননা ক্ষতিপূরণে বাধ্য করা بِالْمِثْلِ সমতুল্য বস্তু দ্বারা مُتَعَذِّرٌ অসম্ভব وَاِيْجَابُهٗ এবং তা বাধ্য করা بِالْعَيْنِ মূল বস্তু দ্বারা كَذٰلِكَ তদ্রূপ

لَاصُوْرَةً وَلَا مَعْنًى (অসম্ভব) لِاَنَّ الْعَيْنَ কেননা মূল বস্তু لَاتُمَاثِلُ الْمَنْفَعَةَ উপকারের সমতুল্য হয় না আকৃতিগতভাবেও নয় অর্থগতভাবেও নয়। যেমন– اِذَا غَصَبَ عَبْدًا যখন কেউ একটি দাস ছিনতাই করে فَاسْتَخْدَمَهُ شَهْرًا অতঃপর তার দ্বারা একমাস সেবা গ্রহণ করে اَوْ دَارًا অথবা ঘর জবর দখল করে فَسَكَنَ فِيْهِ شَهْرًا অতঃপর তাতে এক মাস বসবাস করে ثُمَّ رَدَّ الْمَغْصُوْبَ অতঃপর ছিনতাইকৃত বস্তু ফেরত দেয় اِلَى الْمَالِكِ প্রকৃত মালিকের নিকট لَايَجِبُ عَلَيْهِ তার ওপর ওয়াজিব হবে না ضَمَانُ الْمَنَافِعِ উপভোগের ক্ষতিপূরণ।

সরল অনুবাদ : যা আকৃতিগত দিক দিয়ে ওয়াজিবের সমতুল্য হয় না বরং গুণগত দিক দিয়ে সমতুল্য হয়; তাকে কাযায়ে কাসের বলা হয়। যেমন — কোনো ব্যক্তি ছাগল অপহরণ করল, অতঃপর তার মৃত্যু হলো, এমতাবস্থায় উহার মূল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ করতে হবে। মূল্য গুণগত দিক দিয়ে ছাগলের সমতুল্য, আকৃতিগত দিক দিয়ে নয়। কাযার ক্ষেত্রে কাযায়ে কামেলই মূল। এর উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন– যদি অপহরণকারী কোনো তুল্যমান বস্তু অপহরণ করে এবং তা তার নিকট নষ্ট হয়ে যায় ও তার তুল্য বস্তুও মানুষের হাত হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন মালিক যেদিন মকদ্দমা দায়ের করেছে, ঐ দিন অপহৃত বস্তুর যে মূল্য ছিল অপহরণকারীকে তাই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা, কামেল সমতুল্য প্রদানের অক্ষমতা মকদ্দমার দিনই প্রকাশিত হবে মকদ্দমার পূর্বে তা প্রকাশ হবে না। কারণ, এর পূর্বে কামেল সমতুল্য পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা সর্বদিক দিয়ে থেকে যায়। আর যে জিনিসের আকৃতিগত ও অর্থগত কোনোরূপ সমতুল্য নেই, তাতে সমতুল্য দ্বারা কাযা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

এ জন্যই আমরা (হানাফীরা) বলি, বস্তুর উপকারিতা নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। কেননা, এ অবস্থায় সমতুল্য দ্বারা ক্ষতিপূরণে বাধ্য করা যেমন অসম্ভব, তেমনিভাবে মূল বস্তু দ্বারাও ক্ষতিপূরণে বাধ্য করা অসম্ভব। কেননা, এ ক্ষেত্রে প্রকৃত সমতুল্য আকৃতিগত ও অর্থগত কোনো দিক দিয়েই সম্ভব নয়। যেমন– কেউ গোলাম অপহরণ করে তার দ্বারা এক মাস সেবা গ্রহণ করল, অথবা কোনো ঘর জবর দখল করে এক মাস তাতে বসবাস করল, অতঃপর অপহৃত গোলাম অথবা ঘর প্রকৃত মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া হলো, তখন তাকে উপভোগের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْقَاصِرُ فَهُوَ لَايُمَاثِلُ الخ -এর আলোচনা :

এখানে اَلْقَضَاءُ الْقَاصِرُ -এর উপমা পেশ করা হয়েছে।

কাযায়ে কাসেরের উদাহরণ : কোনো বস্তুর মূল্যকে সম্পদ হওয়ার দিক দিয়ে ঐ বস্তুর সমান বলে মনে করা হয়। এ জন্যই ছাগলের মূল্য ছাগলের সমতুল্য। কিন্তু এ সমতুল্য শুধু গুণগত দিক দিয়ে হওয়ার কারণে মূল্য আদায় করাকে 'কাযায়ে কাসের' বলা হয়। আর কাযার অধ্যায়ে কাযায়ে কামেলই মূল। একথার ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, তুল্য বস্তু অপহরণ করার পর যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় এবং উহার অনুরূপ কোথাও পাওয়া না যায়, তাহলে মকদ্দমা দায়ের করার দিন তার যে মূল্য ছিল ক্ষতিপূণের সময় অপহরণকারীকে ঐ পরিমাণ মূল্যই প্রদান করতে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে অপহরণের দিন যে মূল্য ছিল সে মূল্যই দিতে হবে। কিন্তু ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতে, যেদিন হতে বস্তুটির সমতুল্য বস্তু পাওয়া না যাবে সেদিন যে মূল্য ছিল সে মূল্য দিতে হবে।

لَاصُوْرَةً وَلَامَعْنًى-এর ব্যাখ্যা :

কোনো বস্তু ভাবগত ও অর্থগত দিক দিয়ে সমতুল্য হতে পারে না। কেননা, একটি গোলাম ছিনতাই করার পর তার থেকে সেবা গ্রহণ করে ছিনতাইকারী তার মালিককে ফেরত দিলে, মালিক ছিনতাইকারী থেকে কোনো প্রকার সমতুল্য বিনিময় গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। কেননা, মালিক ছিনতাইকারীর অন্য কোনো গোলামের সেবা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এক গোলামের সেবা অন্য গোলামের সমতুল্য হতে পারে না। অন্যদিকে যদি ফায়দার পরিবর্তে অপর একটি গোলামও প্রদান করা হয় তবুও ফায়দা সমতুল্য হবে না। কারণ, গোলাম কখনো গোলামের সেবার তুল্য হতে পারে না।

خِلَافًا لِلشَّافِعِىْ (رحـ) فَيَبْقَى الْاِثْمُ حُكْمًا لَهٗ وَانْتَقَلَ جَزَاؤُهٗ اِلٰى دَارِ الْاٰخِرَةِ وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى قُلْنَا لَا تُضْمَنُ مَنَافِعُ الْبُضْعِ بِالشَّهَادَةِ الْبَاطِلَةِ عَلَى الطَّلَاقِ وَلَا بِقَتْلِ مَنْكُوْحَةِ الْغَيْرِ وَلَا بِالْوَطْئِ حَتّٰى لَوْ وَطِئَ زَوْجَةَ اِنْسَانٍ لَا يُضْمَنُ لِلزَّوْجِ شَيْئًا اِلَّا اِذَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِالْمِثْلِ مَعَ اَنَّهٗ لَا يُمَاثِلُهٗ صُوْرَةً وَلَا مَعْنًى فَيَكُوْنُ مِثَالُهٗ شَرْعًا فَيَجِبُ قَضَاءُهٗ بِالْمِثْلِ الشَّرْعِيِّ وَنَظِيْرُهٗ مَا قُلْنَا اَنَّ الْفِدْيَةَ فِىْ حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِىْ مِثْلُ الصَّوْمِ وَالدِّيَةَ فِى الْقَتْلِ خَطَاءً مِثْلُ النَّفْسِ مَعَ اَنَّهٗ لَا مُشَابَهَةَ بَيْنَهُمَا -

---

শাব্দিক অনুবাদ : خِلَافًا لِلشَّافِعِىْ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিপরীত فَيَبْقَى الْاِثْمُ حُكْمًا অতঃপর বিধানরূপে গুনাহ অবশিষ্ট থাকবে لَهٗ তার জন্য وَانْتَقَلَ جَزَاؤُهٗ এবং তার প্রতিফল স্থানান্তরিত হবে اِلٰى دَارِ الْاٰخِرَةِ পরকালের দিকে وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى এ মূলনীতির ভিত্তিতে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি لَا تُضْمَنُ مَنَافِعُ الْبُضْعِ স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না بِالشَّهَادَةِ الْبَاطِلَةِ মিথ্যা সাক্ষীর কারণে عَلَى الطَّلَاقِ তালাকের ব্যাপারে وَلَا بِقَتْلِ مَنْكُوْحَةِ الْغَيْرِ অন্যের স্ত্রীকে হত্যার কারণে (স্বামীর যে ক্ষতি হয়) তার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না وَلَا بِالْوَطْئِ এবং অন্যের স্ত্রীকে ধর্ষণের দ্বারা (ধর্ষিতার স্বামীর যে ক্ষতি হয়) তার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না حَتّٰى لَوْ وَطِئَ زَوْجَةَ اِنْسَانٍ এমনকি যদি কেউ অপরের স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে لَا يُضْمَنُ لِلزَّوْجِ شَيْئًا (তবে) ঐ স্বামীকে কোনো কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না اِلَّا اِذَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِالْمِثْلِ তবে (ঐ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে) যখন শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ের সমতুল্য কিছু প্রবর্তিত হয় مَعَ اَنَّهٗ لَا يُمَاثِلُهٗ صُوْرَةً وَلَا مَعْنًى যদিও তা মূল বিষয়ের সাথে আকৃতিগত ও অর্থগত সমতুল্য নয় فَيَكُوْنُ مِثَالُهٗ شَرْعًا অতএব, তার সমতুল্য হবে শরিয়তগত فَيَجِبُ قَضَاءُهٗ অতঃপর তার কাযা করা ওয়াজিব হবে بِالْمِثْلِ الشَّرْعِ শরিয়ত প্রবর্তিত সমতুল্য বস্তু দ্বারা وَنَظِيْرُهٗ এবং তার উদাহরণ হচ্ছে مَا قُلْنَا যা আমরা (হানাফীরা) বলি اَنَّ الْفِدْيَةَ নিশ্চয় ফিদিয়া فِىْ حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِىْ অতি বৃদ্ধের ক্ষেত্রে مِثْلُ الصَّوْمِ রোজার সমতুল্য وَالدِّيَةَ এবং দিয়াত فِى الْقَتْلِ خَطَاءً ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রে مِثْلُ النَّفْسِ আত্মার সমতুল্য مَعَ اَنَّهٗ لَا مُشَابَهَةَ بَيْنَهُمَا যদিও উভয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই।

সরল অনুবাদ : বস্তুর উপকারিতা নষ্ট করলে উহার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। এ ব্যাপারে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বিপরীত মত পোষণ করেন। অতএব, এ মূলনীতি অনুসারে হানাফীদের মত হলো, গুনাহ অবশিষ্ট থাকবে এবং পরকালে এর পরিণাম ভোগ করবে। উল্লিখিত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে আমরা (হানাফীরা) বলি, তালাক সংক্রান্ত মিথ্যা সাক্ষীর কারণে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগের অধিকার হরণ করলে, অথবা পর স্ত্রী হত্যা ও ধর্ষণের জন্য স্বামীর যে স্বার্থহানী হয়, তার কোনো ক্ষতিপূরণ হবে না। এমনি কোনো লোকের স্ত্রী সাথে যদি কেউ যৌন সঙ্গম করে, তাহলে ঐ স্ত্রীর স্বামীকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। অবশ্য শুধু ঐ অবস্থায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যখন সমতুল্য হওয়ার ব্যাপারে শরিয়ত কোনো বিধি নির্ধারণ করে থাকে, যদিও তা ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসের আকৃতিগত ও অর্থগত কোনো দিক দিয়েই সমান না হয়। অতএব, ঐ সমতুল্যই তথা 'মিছলে শরয়ী' শরিয়তের দৃষ্টিতে সমান। যেমন– অতি বৃদ্ধের পক্ষ হতে ফিদিয়া সাওমের অনুরূপ এবং ভুলক্রমে হত্যার 'দিয়াত' জীবনের অনুরূপ; যদিও উভয়টি মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيْ الخ -এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) ফায়দা নষ্টের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে যে মতানৈক্য রয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ফায়দা নষ্টের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, কোনো বস্তুর ফায়দা নষ্ট করলে ফায়দার ক্ষতিপূরণ দেওয়া অপহরণকারী অথবা জবর দখলকারীর ওপর ওয়াজিব। কেননা, ইজারার অধ্যায় হতে বুঝা যায় যে, ফায়দার বিনিময় হতে পারে। সুতরাং অন্যান্য স্থানেও ফায়দার বিনিময় থাকবে। কিন্তু হানফীগণ বলেন, বস্তুর ফায়দা নষ্টের ক্ষতি পূরণ ওয়াজিব হতে পারে না। কারণ, ক্ষতিপূরণের মধ্যে সমতুল্য হওয়া শর্ত। এক বস্তুর অপর বস্তুর ফায়দার সমান ফায়দা নয়। সুতরাং এক বস্তুর ফায়দা নষ্ট করলে তা দ্বিতীয় বস্তু ফায়দার সমান হতে পারে না। অনুরূপভাবে এক বস্তু অপর বস্তুর ফায়দার সমান ভাবগত দিক দিয়েও হতে পারে না, আবার অর্থগত দিক দিয়েও হতে পারে না। কেননা, ফায়দা অস্থায়ী ও পরনির্ভশীল, আর বস্তু স্বনির্ভরশীল, আর স্বনির্ভরশীল ও পরনির্ভরশীল উভয়ের মধ্যে সমতুল্য হতে পারে না। অথবা ফায়দার স্থায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে অপহরণই হতে পারে না। কেননা, এমন জিনিসের অপহরণ হতে পারে যার স্থায়িত্ব রয়েছে, আর ফায়াদার কোনো স্থায়িত্ব নেই। সুতরাং ফায়দা অপহরণের কল্পনাও হতে পারে না।

আর ইজারার বেলায় প্রয়োজন বশত ফায়দাকে বিনিময় মূল্য নির্ধারিত করা হয়। কিন্তু অন্যান্য ফায়দাকে ইজারার ফায়দার ওপর কিয়াস করা ঠিক হবে না। অবশ্য একজন লোকের ফায়দাকে নষ্ট করার কারণে পরকালে গুনাহগার হবে। দুনিয়াতে এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব নয়।

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا قُلْنَا الخ -এর বিশ্লেষণ ও উদাহরণ :

যে বস্তুর ভাবগত ও অর্থগত উভয় দিক দিয়ে সমতুল্য নেই, তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব নয়। এ মূলনীতি অনুসারে আমরা হানাফীগণ বলি, কোনো বিবাহিত মহিলাকে তিন তালাক প্রাপ্তা বলে সাব্যস্ত করার জন্য দু'জন সাক্ষীর সামনে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করল। ক্বাজি তাদের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ প্রদান করলেন। অতঃপর সাক্ষীদ্বয় এসে তাদের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের কথা স্বীকার করল। এ অবস্থায় সাক্ষীদ্বয়ের উপর কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না, অথচ তারা উল্লিখিত মহিলার স্বামীর যৌন উপভোগের ফায়দা নষ্ট করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের স্ত্রী হত্যা করে, তাহলে স্বামীর যৌন উপভোগের ফায়দা নষ্ট করে দিল অথবা অন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করল, তাহলেও অন্যের ফায়দা নষ্ট করল। এসব অবস্থায় ফায়দা নষ্টকারীর উপর কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ নেই। কেননা, যৌন উপভোগের সমতুল্য ভাবগত ভাবেও বিদ্যমান নেই, আবার অর্থগতভাবেও বিদ্যমান নেই। কিন্তু যদি কোনো ফায়দার ভাবগত ও অর্থগত সমতুল্য না থাকার পরেও শরিয়তের দৃষ্টিকোণ হতে কোনো সমতুল্য ঘোষণা করে, তাহলে সমতুল্য বলে ধরে নেওয়া হবে। যদিও উভয়ের মধ্যে কোনোরূপ মিল না থাকে। আর তা শরয়ী সমতুল্য বলে পরিগণিত হবে। যেমন– অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি সাওমের রাখতে সক্ষম না হয়, তাহলে শরিয়ত ঐ ব্যক্তিকে সাওমের ফিদিয়া দিতে বলেছে। ঐ অবস্থায় ফিদিয়া সাওম শরয়ী সমতুল্য। যদিও সাওম এবং ফিদিয়ার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। কেননা, মিসকিনকে পেট পুরে খাদ্য ভক্ষণ করার নাম ফিদিয়া, আর খাদ্য ভক্ষণ না করার নাম সাওম। অনুরূপভাবে ভুলক্রমে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করলে শরিয়তের পক্ষ হতে দিয়াত প্রদানকে তার সমতুল্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। জীবনের সাথে ইহার কোনো সামঞ্জস্য না থাকার পরেও শরিয়তের পক্ষ হতে নির্ধারিত বলে তাকে সমতুল্য মেনে নেওয়া হয়েছে।

১. اَلْوَاجِبُ بِحُكْمِ الْأَمْرِ কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় দিয়ে তার বিধান বর্ণনা কর।

২. الاداء -এর পরিচয় দাও। উহা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৩. الاداء القاصر কাকে বলে? এর حكم কি? বিস্তারিত লিখ।

৪. القضاء কাকে বলে? القضاء কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

فَصْلٌ فِي النَّهْيِ : اَلنَّهْيُ نَوْعَانِ : نَهْيٌ عَنِ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْكِذْبِ وَالظُّلْمِ وَنَهْيٌ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَالنَّهْيِ عَنِ الصَّوْمِ فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ وَالصَّلٰوةِ فِي الْاَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ وَ بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَحُكْمُ النَّوْعِ الْاَوَّلِ اَنْ يَّكُوْنَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ عَيْنَ مَاوَرَدَ عَلَيْهِ النَّهْيُ فَيَكُوْنُ عَيْنُهُ قَبِيْحًا فَلَايَكُوْنُ مَشْرُوْعًا اَصْلًا وَحُكْمُ النَّوْعِ الثَّانِيْ اَنْ يَّكُوْنَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ غَيْرُ مَا اُضِيْفَ اِلَيْهِ النَّهْيُ فَيَكُوْنُ هُوَ حَسَنًا بِنَفْسِهِ قَبِيْحًا لِغَيْرِهِ وَيَكُوْنُ الْمُبَاشِرُ مُرْتَكِبًا لِلْحَرَامِ لِغَيْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : اَلنَّهْيُ نَوْعَانِ নাহী দুপ্রকার نَهْيٌ عَنِ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কার্যাবলি হতে নিষেধাজ্ঞা كَالزِّنَا যেমন ব্যভিচার وَشُرْبِ الْخَمْرِ মদ্যপান وَالْكِذْبِ মিথ্যা বলা وَالظُّلْمِ অত্যাচার (ইত্যাদি) نَهْيٌ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ শরীয়তের সংজ্ঞা প্রদত্ত ও হস্তক্ষেপ কৃত কার্যাবলি হতে নিষেধাজ্ঞা كَالنَّهْيِ عَنِ الصَّوْمِ যেমন রোজা হতে নিষেধাজ্ঞা فِيْ يَوْمِ النَّحْرِ কুরবানির দিনে وَالصَّلٰوةِ সালাতের নিষেধাজ্ঞা فِي الْاَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ মাকরূহ ওয়াক্তসমূহে وَبَيْعِ الدِّرْهَمِ এক দিরহাম বিক্রির নিষেধাজ্ঞা بِالدِّرْهَمَيْنِ দু দিরহামের পরিবর্তে وَحُكْمُ النَّوْعِ الْاَوَّلِ প্রথম প্রকার নিষেধাজ্ঞার হুকুম اَنْ يَّكُوْنَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ যার থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা হওয়া هُوَعَيْنَ স্বয়ং মন্দ مَاوَرَدَ عَلَيْهِ النَّهْيُ যার ওপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে فَيَكُوْنُ عَيْنُهُ قَبِيْحًا অতএব স্বয়ং বস্তুটি মন্দ হবে فَلَا يَكُوْنُ مَشْرُوْعًا اَصْلًا ফলে তা আদৌ শরিয়ত সিদ্ধ হতে পারে না وَحُكْمُ النَّوْعِ الثَّانِيْ দ্বিতীয় প্রকারের হুকুম হলো اَنْ يَّكُوْنَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ যার থেকে নিষেধ করা হয় তা হওয়া غَيْرُ নয়, ভিন্ন مَا اُضِيْفَ اِلَيْهِ যার দিকে করা হয় اَلنَّهْيُ নিষেধাজ্ঞা فَيَكُوْنُ حَسَنًا ফলে তা উত্তম হবে بِنَفْسِهِ স্বয়ং নিজে قَبِيْحًا لِغَيْرِهِ অন্য কারণে মন্দ وَيَكُوْنُ الْمُبَاشِرُ তাতে লিপ্ত ব্যক্তি হবে مُرْتَكِبًا الْحَرَامِ হারামে লিপ্ত لِغَيْرِهِ অন্য কারণে لَا لِنَفْسِهِ নিজের কারণে নয়।

সরল অনুবাদ : নাহী দুই প্রকার: (১) نَهْيٌ عَنِ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কার্যাবলির নিষেধাজ্ঞা)। যেমন– ব্যভিচার, মদ্য পান, মিথ্যা বলা এবং অত্যাচার করা ইত্যাদি। (২) نَهْيٌ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ (শরয়ী গ্রাহ্য কার্যাবলির নিষেধাজ্ঞা)। যেমন– কুরবানির দিনের সাওম, মাকরূহ ওয়াক্তের সালাত ও এক দিরহামের পরিবর্তে দুই দিরহার বিক্রয় করা হতে নিষেধাজ্ঞা।

প্রথম প্রকার নাহীর হুকুম হলো, যার ওপর নাহী এসেছে বা যে বস্তু হতে নিষেধ করা হয়েছে তা স্বয়ং মন্দ হবে। ফলে উহা কখনও জায়েজ হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার নাহীর হুকুম হলো, যার ওপর নাহী এসেছে মূলত উহা নিষিদ্ধ নয়; বরং নিষিদ্ধ বস্তু অন্য কিছু। ফলে উহা স্বয়ং উত্তম, অন্য কারণে মন্দ হয়েছে। তাই তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে মূল হারামে লিপ্ত বলা যাবে না; বরং অন্য কারণে লিপ্ত বলা যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلنَّهْيُ-এর পরিচয় :

نَهْي শব্দটি বাবে سَمِعَ-এর ক্রিয়ামূল। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এর অর্থ– বিরত রাখা, নিষেধ করা, বারণ করা ইত্যাদি।

এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে মানাব গ্রন্থকার আল্লামা আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ (র.) বলেন– اَلنَّهْيُ قَوْلُهُ (اَيِ الْقَائِلِ) لِغَيْرِهٖ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِسْتِعْلَاءِ "لَا تَفْعَلْ" অর্থাৎ, "নাহীর অর্থ হলো, বক্তা কর্তৃক নিজেকে উচ্চ মার্যদাসম্পন্ন মনে করে অপরকে لَا تَفْعَلْ (কর না) বলে সম্বোধন করা।" প্রকৃতপক্ষে বক্তা বড় হোক বা না হোক। যেমন–

النهى-এর প্রকৃত অর্থ :

আমরের ন্যায় নাহীর শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– তাহরীম (নিষিদ্ধকরণ), কারাহাত (অপছন্দ করা), দু'আ (প্রার্থনা), ইলতিমাস (অনুরোধ), তামান্নী (আকাঙ্ক্ষা), তাহদীদ (ধমক দেওয়া), তাওবীখ (ভর্ৎসনা করা), তাহ্কীর (তুচ্ছ), দাওয়াম (স্থায়িত্ব), ইরশাদ (সদুপদেশ দান), তাসবীয়া (সমতা) ইত্যাদি।

উল্লিখিত অর্থের মাধ্যে প্রকৃত অর্থ কোনটি এ বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে তাহরীম ও কারাহাত ছাড়া অন্যান্য সকল অর্থ রূপক হওয়ার মধ্যে আলিমগণ একমত। কেউ তাহরীমকে প্রকৃত অর্থ মনে করেন; আর কেউ কারাহাতকে প্রকৃত অর্থ মনে করেন। তবে প্রকৃত অর্থ তাহরীম হওয়াই অধিকাংশের মত।

اَلنَّهْىُ عَنِ الْاَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ এবং اَلنَّهْىُ عَنِ الْاَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ -এর বর্ণনা :

যে সমস্ত কাজের পরিচিতি শরিয়তের বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং শরিয়ত অবতীর্ণের পূর্বেও মানুষ কাজগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল ঐ সমস্ত কাজকে افعال حسيه (অনুভবযোগ্য বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কার্যবলি) বলা হয়। যেমন– ব্যভিচার করা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি।

আর যে সমস্ত কাজের পরিচিতি শরিয়তের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল, শরিয়ত অবতীর্ণের পূর্বে কাজগুলো সম্পর্কে মানুষ ওয়াকিফহাল ছিল না, ঐ সমস্ত কাজকে افعال شرعيه (ধর্মীয় কার্যাবলি) বলা হয়। যেমন– সালাত, সাওম ইত্যাদি। শরিয়ত অবতীর্ণের পূর্বে এ সকল ইবাদতের প্রকৃতি ও আদায় পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষ ওয়াকিফহাল ছিল না।

النهى -এর প্রকারভেদ :

উল্লেখ্য যে, النهى টা দুই প্রকার ঃ

১. النهى عن الافعال الحسية বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কার্যাবলির নিষেধাজ্ঞা।

২. النهى عن الافعال الشرعيه বা শরয়ী গ্রাহ্য কার্যাবলির নিষেধাজ্ঞা ।

النهى -এর প্রথম প্রকারের হুকুম :

প্রথম প্রকারে হুকুম হলো, যার ওপর নিষেধ এসেছে বা যে বস্তু হতে নিষেধ করা হয়েছে তা সত্তাগত ভাবেই মন্দ। ফলে তা কখনো জায়েজ হতে পারে না। যেমন– ব্যভিচার করা, মিথ্যা বলা, মদ্যপান করা, অত্যাচার করা ইত্যাদি কাজ সত্তাগত ভাবেই নিষিদ্ধ, তা কখনও জায়েজ হতে পারে না।

النهى -এর দ্বিতীয় প্রকারের হুকুম :

আর দ্বিতীয় প্রকারের হুকুম হলো, যা হতে নিষেধ করা হয়েছে মূলত উহা নিষিদ্ধ নয়; বরং নিষিদ্ধ বস্তু অন্যটি। উহা মূলত উত্তম কাজ, অন্য কারণে উহাতে মন্দ এসেছে। উহাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে মূল হারাম কাজে লিপ্ত বলা যাবে না; বরং ঐ অন্য কাজটি তথা হারামের আনুষঙ্গিক কার্যে লিপ্ত বলা যাবে। যেমন– কুরবানির দিনে সাওম রাখা ও মাকরূহ সময়ে সালাত পড়া হতে নিষেধাজ্ঞা। এখানে সালাত ও সাওম নিষিদ্ধ বস্তু (منهى عنه) নয়; বরং নিষিদ্ধ বিষয় হলো তা-ই যার কারণে সালাত ও সাওমে মন্দ পরিলক্ষিত হয়। যেমন– কুরবানির দিন সাওম রাখতে আল্লাহর মেহমানদারীকে উপেক্ষা করা হয়, আর নিষিদ্ধ সময়সমূহে সালাত পড়া কাফিরদের ইবাদতের সাথে সাদৃশ্য দেখা দেয়। সুতরাং এখানে নিষিদ্ধ বিষয় হলো, আল্লাহর মেহমানদারী হতে বিরত থাকা এবং কাফিরদের ইবাদতের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন করা। মূল সালাত ও সাওম নিষিদ্ধ বিষয় নয়।

اَفْعَالٌ شَرْعِيَّةٌ ও اَفْعَالٌ حِسِّيَّةٌ -এর মধ্যে পার্থক্য :

আফ'আলে হিস্সিয়্যাহ বলা হয়, যা সেসব লোক যারা শরিয়ত সম্পর্কে জানে আর যারা শরিয়ত সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখে না সকলের নিকটই অনুভূতির সাহায্যে বোধগম্য হয়। যেমন– যিনা করা, মদ্যপান করা ইত্যাদি। উহার অস্তিত্ব শরিয়তের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু যার অস্তিত্ব শরিয়তের উপর নির্ভরশীল উহা আফ'আলে শার'ইয়্যাহ। যেমন–কুরবানির দিন সাওম রাখা, মাকরূহ সময়ে সালাত পড়া। কারণ, শরিয়ত আগত হওয়ার পূর্বে উহার হুকুম অজ্ঞাত ছিল।

কারো কারো মতে, উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, অস্তিত্বের অনুপাতে আফ'আলে শার'ইয়্যাহ ও হিস্সিয়্যাহ -এর মধ্যে পার্থক্য করবে তখন সন্দেহ নেই যে, যেমন– যিনা ও মদ্যপান শরিয়ত পাওয়া যাওয়ার ওপর মওকুফ হয় না; বরং শরিয়ত পাওয়া যাওয়ার পূর্বেও তাদের ওজূদ সম্ভব। অনুরূপভাবে শরিয়ত প্রবর্তনের উপর বেচাকেনা ও সাওমের ওজূদ মওকুফ নয়। আর যদি হুকুম অনুসারে পার্থক্য বিবেচনা করা হয়, তবে সন্দেহ নেই যে, যেমন–বেচাকেনার হুকুম আর তাহলো মালিকানা ওয়াজিব করা শরিয়ত প্রবর্তনের ওপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে যিনা ও মদ্যপানের হুকুমের জ্ঞান তাহলো এতদুভয় হারাম হওয়া ও শাস্তি ওয়াজিব হওয়া শরিয়ত নাজিল হওয়ার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যদি আফ'আলে শার'ইয়্যাহ ও হিস্সিয়্যাহর মধ্যে পার্থক্য ধরা হয়, তবে নাহীকে নাহীতে বিভক্ত করা হবে, আর সে বিভক্তি অসম্ভব। এর উত্তরে বলা হবে যে, উভয় প্রকারের নাহীর মধ্যে পার্থক্য হলো ওজূদ অনুসারে। কারণ, যদিও আফ'আলে হিসসিয়্যার হুকুম শরিয়তের ওপর নির্ভরশীল কিন্তু তার ওজূদের জ্ঞান শরিয়তের উপর নির্ভশীল নয়, যা আফ'আলে শার'ইয়্যার বিপরীত। কেননা, তার ওজূদ শরিয়ত প্রবর্তনের [illegible] ব্যাখ্যাবিহীন, যা কেবল শরিয়তের ব্যাখ্যার দ্বারাই

وَعَلٰى هٰذَا قَالَ اَصْحَابُنَا النَّهْىُ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يَقْتَضِىْ تَقْرِيْرَهَا وَيُرَادُ بِذٰلِكَ اَنَّ التَّصَرُّفَ بَعْدَ النَّهْيِ يَبْقٰى مَشْرُوْعًا كَمَا كَانَ لِاَنَّهٗ لَوْ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوْعًا كَانَ الْعَبْدُ عَاجِزًا عَنْ تَحْصِيْلِ الْمَشْرُوْعِ وَحِيْنَئِذٍ كَانَ ذٰلِكَ نَهْيًا لِلْعَاجِزِ وَذٰلِكَ مِنَ الشَّارِعِ مُحَالٌ وَبِهٖ فَارَقَ الْاَفْعَالُ الْحِسِّيَّةُ لِاَنَّهٗ لَوْ كَانَ عَيْنُهَا قَبِيْحًا لَايُؤَدِّىْ ذٰلِكَ اِلٰى نَهْيِ الْعَاجِزِ لِاَنَّهٗ بِهٰذَا الْوَصْفِ لَايَعْجِزُ الْعَبْدُ عَنِ الْفِعْلِ الْحِسِّيِّ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هٰذَا حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْاِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَالنَّذْرِ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَجَمِيْعُ صُوَرِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ وُرُوْدِ النَّهْيِ عَنْهَا فَقُلْنَا اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفِيْدُ الْمِلْكَ عِنْدَ الْقَبْضِ بِاِعْتِبَارِ اَنَّهٗ بَيْعٌ وَيَجِبُ نَقْضُهٗ بِاِعْتِبَارِ كَوْنِهٖ حَرَامًا لِغَيْرِهٖ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا আর এ নীতির ভিত্তিতে قَالَ اَصْحَابُنَا আমাদের (হানাফী মাযহাবের) আলেমগণ বলেন اَلنَّهْىُ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ শরয়ী হস্তক্ষেপপূর্ণ কার্যাবলি থেকে নিষেধাজ্ঞা يَقْتَضِىْ تَقْرِيْرَهَا নিষেধাজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত থাকা কামনা করে وَيُرَادُ بِذٰلِكَ আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اِنَّ التَّصَرُّفَ নিশ্চয় প্রয়োগ بَعْدَ النَّهْيِ নিষেধাজ্ঞা পরে يَبْقٰى অবশিষ্ট থাকবে مَشْرُوْعًا শরিয়ত সম্মত হিসেবে كَمَا كَانَ যেরূপ পূর্বে ছিল لِاَنَّهٗ لَوْ لَمْ يَبْقَ مَشْرُوْعًا কেননা, শরিয়ত সম্মত হিসেবে যদি অবশিষ্ট না থাকে كَانَ الْعَبْدُ عَاجِزًا তা হলে বান্দা অক্ষম হতে عَنْ تَحْصِيْلِ الْمَشْرُوْعِ শরিয়ত সম্মত কাজ অর্জনে وَحِيْنَئِذٍ আর যখন كَانَ ذٰلِكَ উহা হবে نَهْيًا নিষেধাজ্ঞা لِلْعَاجِزِ অক্ষমের জন্য وَذٰلِكَ আর ইহা مِنَ الشَّارِعِ শরীয়ত প্রবর্তনকারীর পক্ষ থেকে مُحَالٌ অসম্ভব وَبِهٖ -এর দ্বারা فَارَقَ الْاَفْعَالُ الْحِسِّيَّةُ ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্পন্ন কার্যাবলি لِاَنَّهٗ কেননা وَلَوْ كَانَ عَيْنُهَا যদি তার মূল হয় قَبِيْحًا মন্দ لَايُؤَدِّىْ ذٰلِكَ (তবে) তা মননশীল নয় اِلٰى نَهْيِ الْعَاجِزِ অক্ষমের নিষেধাজ্ঞার প্রতি لِاَنَّهٗ কেননা এ بِهٰذَا الْوَصْفِ গুণের দ্বারা لَايَعْجِزُ الْعَبْدُ বান্দা অক্ষম নয় عَنِ الْفِعْلِ الْحِسِّيِّ ইন্দ্রিয়ানুভূত কাজ থেকে وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هٰذَا আর এর থেকে শাখা মাসয়ালা বের হয় حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম وَالْاِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ ফাসিদ ভাড়ার হুকুম وَالنَّذْرِ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ কুরবানির দিনের রোজার মান্নত وَجَمِيْعُ صُوَرِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ এবং তাসাররুফাতে শরীয়ার অবস্থাসমূহের বিধি-বিধান (বের হয়) مَعَ وُرُوْدِ النَّهْيِ عَنْهَا নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও فَقُلْنَا অতঃপর আমরা (হানাফীরা) বলি اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় يُفِيْدُ الْمِلْكَ মালিক হওয়ার ফায়দা দান করে عِنْدَ الْقَبْضِ হস্তগত করার সময় بِاِعْتِبَارِ اَنَّهٗ بَيْعٌ এ হিসেবে যে এটাও ক্রয়-বিক্রয় وَيَجِبُ نَقْضُهٗ আর তা ভঙ্গ করা ওয়াজিব بِاِعْتِبَارِ كَوْنِهٖ حَرَامًا لِغَيْرِهٖ অন্য কারণে হারাম হওয়ার দরুন।

সরল অনুবাদ : এ নীতির ভিত্তিতে (যে تَصَرُّفَاتٌ شَرْعِيَّةٌ -এর দ্বারা নাহী নিজে ভাল, অন্যের কারণে মন্দ হয়ে যায়।) হানাফীগণ বলেন, তাসাররুফাতে শার'ইয়্যার নাহী তার প্রতিষ্ঠিত থাকা চায়। এর অর্থ হলো, শরিয়তের ব্যবহার বিধি প্রয়োগ হওয়ার ওপর নাহী আসার পরও ইহা শরিয়ত সম্মত হওয়া আগের মতোই বাকি থাকে। কেননা, যদি শরিয়ত সম্মত হওয়া বর্তমান না থাকে, তাহলে বান্দা সে শরিয়ত অনুমোদিত বিষয় লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে যাবে, তখন ব্যর্থ ও অক্ষমের জন্য নিষেধাজ্ঞা [illegible] দ্বারা পার্থক্য হয়ে গেল যে, তাসাররুফাতে

শার'ইয়াহ হলো আফ'আলে হিস্সিয়্যাহ। কারণ, আফ'আলে হিস্সিয়্যার আইন যদি কবীহ হয়, তবে কবীহ বা মন্দ হওয়া অক্ষমের জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের প্রতি মননশীল নয়। কেননা, এ মন্দ হওয়ার গুণটি দ্বারা বান্দা অনুভূত কাজ থেকে অক্ষম নয়। আর তাসাররুফাতে শার'ইয়্যার নিষেধাজ্ঞা তার শরিয়ত সম্মত হওয়ার ফায়দা অনুপাতে ফাসিদ বেচাকেনা, ফাসিদ ইজারা, কুরবানির দিনে মানতের সাওম রাখা এবং নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ হওয়ার পর তাসাররুফাতে শার'ইয়্যার অবস্থাসমূহের বিধি-বিধান বহু শাখা-প্রশাখা যুক্ত। সুতরাং হানাফীগণ বলেন, ক্রয়কৃত দ্রব্য হস্তগত করার পর ফাসিদ বেচাকেনা মালিকানার ফায়দা দেবে। উহা এ কারণে যে, ফাসিদ বেচাকেনাও বেচাকেনা। আর হারাম লিগায়রিহী হওয়ার কারণে ফাসিদ বেচাকেনা ভঙ্গ করা ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের পর ক্রিয়া শরিয়ত সম্মত হওয়া বর্তমান থাকে কিনা? তাতে ইমামদের মতামত :

قَوْلُهُ قَوْلُهُ يَقْتَضِىْ تَقْرِيْرَهَا الخ ঃ যে সকল আফ'আলে শার'ইয়্যার ওপর নাহী আগত হয়েছে, এ নাহীর পরও সে আফ'আলের মাশরূইয়্যাত বাকি থাকে কিনা এতে আহ্নাফ ও শাফিয়ী মতাবলম্বীগণ মতবিরোধ করেন। হানাফীদের মতে, উহাদের মাশরূইয়্যাত বাকি থাকে, আর শাফিয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, বাকি থাকে না। কেননা, তাঁদের মতে, নাহী অবগত হওয়ার পর আফ'আলে হিস্সিয়্যার মত আফ'আলে শার'ইয়্যাহও قبيح لعينه হয়ে যায়।

হানাফীগণ বলেন, যে ক্রিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা এসে থাকে, উহা চাই হিস্সী হোক আর শরয়ী, নাহীর পর সে ক্রিয়া যা হতে নিষেধ করা হয়েছে উহা বান্দার ক্ষমতাসীন থাকতে হবে, যেমনিভাবে নিষেধাজ্ঞার পূর্বে ছিল। আর বান্দার সম্পাদন ক্ষমতা নেই এমন কাজ হতে নিষেধ করার প্রয়োজন হবে না। কারণ, এ অবস্থায় নিষেধাজ্ঞা নিরর্থক হয়ে যাবে। আর আল্লাহর প্রতি নিরর্থক ক্রিয়ার সম্বন্ধ করা অসম্ভব হওয়া সুস্পষ্ট। কাজেই হানাফীগণ বলেন, হিস্সী ক্রিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আসার পর সে নিষেধকৃত বস্তু সরাসরি মন্দে পরিণত হয়ে যায় এবং তার শরিয়ত সম্মত হওয়া বিদ্যমান থাকে না। যেমন— চুরির ওপর নাহী আসার পর চুরি করা শরিয়ত সম্মত হওয়া আদৌ বাকি থাকে না। কিন্তু এতে অক্ষমের জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করাও আবশ্যক হয় না। কেননা, চুরির ওপর বান্দার ক্ষমতা (মাশরূইয়্যাত ওঠে যাওয়ার পরও) অনুভবগত ক্রিয়া হওয়ার কারণে বহাল থাকে, যা আফ'আলে শার'ইয়্যার বিপরীত। কেননা, শরয়ী ক্রিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আসার পরও যদি সে মাশরূ না থাকে, তবে অক্ষমের জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা আবশ্যক হবে, যা নিরর্থক হওয়া অনুপাতে আল্লাহ্ তা'আলা হতে অসম্ভব। কারণ, সকল বস্তুর এখতিয়ার তার সমীচীন হওয়া জরুরী। যেমন– আফ'আলে হিস্সিয়্যার ওপর এখ্তিয়ার ক্ষমতা হিস্সী হওয়া এবং আফ'আলে শার'ইয়্যার ওপর এখতিয়ার ক্ষমতা শরিয়তগত হওয়া জরুরি। সুতরাং যে শরয়ী ক্রিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে, তা যদি শরিয়ত সম্মত না থাকে, তবে তাতে শরিয়তের দিক হতে বান্দার ক্ষমতা ও এখতিয়ার লাভ হবে না। আর যে শরয়ী ক্রিয়ার ওপর বান্দার শরয়ী কুদরত লাভ হয় না উহা হতে বান্দা শরিয়তের দিক হতে অক্ষম, এমন কাজ হতে বান্দাকে নাহী দ্বারা বিরত রাখা অক্ষমকেই বিরত রাখা, যা নিরর্থক বলে ইতিপূর্বে জানা গেল।

আর আফ'আলে শার'ইয়্যার নিষেধাজ্ঞা তাদের শরিয়ত সম্মত চাহিদা পূর্ণ হওয়ার ফায়দা অনুপাতে ফাসিদ বেচাকেনার হুকুম, ফাসিদ ইজারার হুকুম, কুরবানির দিনে মানতের সাওমের হুকুম এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার পর সকল তাসাররুফাতে শার'ইয়্যার অবস্থাসমূহের হুকুম বহু শাখা-প্রশাখা যুক্ত। সুতরাং অতিরিক্ত শর্তের কারণে যে শরয়ী বেচাকেনা ফাসিদ হবে যথা– এ শর্তে গোলাম কিনল যে, গোলাম পূর্ববর্তী বেচাকেনার পর এক মাস মনিবের খেদমত করবে। অনুরূপভাবে সে ইজারা যা অতিরিক্ত শর্তের কারণে ফাসিদ হবে যেমন– এ শর্তে কোনো বাড়ি ইজারা দিল যে, ইজারাদাতা ইজারা দেওয়ার পর এক মাস বাড়িতে অবস্থান করবে, তবে এ ধরনের বেচাকেনা ও ইজারা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মাশরূ হওয়ার কারণে মালিকানার ফায়দা দায়ক অর্থাৎ, দখল করার পর ক্রেতা ক্রয়কৃত দ্রব্যের ও ইজারা গ্রহণকারী ইজারাকৃত বস্তুর লাভের মালিক হবে। কিন্তু মানহী আনহুর কারণে তাতে ব্যবহার ক্ষমতা প্রয়োগ হালাল হবে না। সুতরাং এ বেচাকেনা ও ইজারা মূলত ভাল, কিন্তু অতিরিক্ত শর্তের কারণে মন্দ হয়ে গেছে। কাজেই এ স্থানে একই অবস্থায় ভাল ও মন্দের একত্রিত হওয়াও আবশ্যক হয়নি যা নিষিদ্ধ।

অনুরূপভাবে কুরবানির দিনের সাওমও মূলত ভাল ও শরিয়ত সম্মত হওয়ার কারণে মানত সহীহ্ হয়েছে। কিন্তু এই সাওমগুলোর কারণে আল্লাহর মেহমানদারী হতে ফিরে থাকা আবশ্যক হয় বলে কুরবানির দিনে সেই সাওমগুলো আদায় করা জায়েজ নেই; বরং কুরবানির দিন ছাড়া অন্য কোনো দিনে তা পুরা করে নেবে।

মোটকথা, হানাফীদের মতে আফ'আলে শার'ইয়্যার ওপর নাহী আগত হওয়ার কারণে উহা بنفسه জায়েজ এবং لغيره হারাম হয়ে যায়। আর নাহীর সম্পর্ক সে ক্রিয়াসমূহের সত্তার সাথে নয়; বরং অতিরিক্ত গুণের সাথে। এ জন্য দু'টি বিপরীতমুখী বস্তুর সমাবেশও ঘটেনি। কেননা, সে ক্রিয়াগুলো নাহীর পর যেভাবে মাশরূ সেভাবে মানহী আনহু নয় এবং

هٰذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ وَمَنْكُوْحَةِ الْاَبِ وَمُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ وَمَنْكُوْحَتِهٖ وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَالنِّكَاحُ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ لِاَنَّ مُوْجَبَ النِّكَاحِ حِلُّ التَّصَرُّفِ وَمُوْجَبَ النَّهْىِ حُرْمَةُ التَّصَرُّفِ فَاسْتَحَالَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيُحْمَلُ النَّهْىُ عَلَى النَّفْىِ فَاَمَّا مُوْجَبُ الْبَيْعِ ثُبُوْتُ الْمِلْكِ وَمُوْجَبُ النَّهْىِ حُرْمَةُ التَّصَرُّفِ وَقَدْ اَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِاَنْ يَّثْبُتَ الْمِلْكُ وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ اَلَيْسَ اَنَّهٗ لَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيْرُ فِىْ مِلْكِ الْمُسْلِمِ يَبْقٰى مِلْكُهٗ فِيْهَا وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ وَعَلٰى هٰذَا قَالَ اَصْحَابُنَا اِذَا نَذَرَ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَاَيَّامِ التَّشْرِيْقِ يَصِحُّ نَذْرُهٗ لِاَنَّهٗ نَذَرَ بِصَوْمٍ مَشْرُوْعٍ وَكَذٰلِكَ لَوْ نَذَرَ بِالصَّلٰوةِ فِى الْاَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ يَصِحُّ نَذْرُهٗ لِاَنَّهٗ نَذَرَ بِعِبَادَةٍ مَشْرُوْعَةٍ لِمَا ذَكَرْنَا اَنَّ النَّهْىَ يُوْجِبُ بَقَاءَ التَّصَرُّفِ مَشْرُوْعًا-

---

শাব্দিক অনুবাদ : (اِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ ، بَيْعٌ فَاسِدٌ) এটা هٰذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ ইত্যাদি মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করার বিপরীত وَمَنْكُوْحَةِ الْاَبِ পিতার বিবাহ করা নারীকে বিবাহ করার (বিপরীত) وَمُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ অন্যের ইদ্দত পালনরত মহিলাকে বিবাহ করার (বিপরীত) مَنْكُوْحَتِهٖ অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করার (বিপরীত) وَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ বিবাহ চির নিষিদ্ধ নারীগণকে বিবাহ করার (বিপরীত) وَالنِّكَاحُ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ এবং সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করার (বিপরীত) لِاَنَّ কেননা বিবাহের চাহিদা হলো حِلُّ التَّصَرُّفِ স্ত্রী ব্যবহার হালাল হওয়া وَمُوْجَبُ النَّهْىِ আর নিষেধাজ্ঞার مُوْجَبُ النِّكَاحِ চাহিদা হলো حُرْمَةُ التَّصَرُّفِ স্ত্রীর ব্যবহার হারাম হওয়া فَاسْتَحَالَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ফলে উভয়ের একত্রিত হওয়া অসম্ভব فَيُحْمَلُ النَّهْىُ অতঃপর নাহীকে প্রয়োগ করা হবে عَلَى النَّفْىِ নফীর উপর فَاَمَّا مُوْجَبُ الْبَيْعِ বস্তুতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের চাহিদা হলো ثُبُوْتُ الْمِلْكِ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া وَمُوْجَبُ النَّهْىِ আর নাহীর চাহিদা হলো حُرْمَةُ التَّصَرُّفِ ব্যবহার হারাম হওয়া وَقَدْ اَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا এ ক্ষেত্রে উভয়ের একত্রিত হওয়া সম্ভব بِاَنْ يَّثْبُتَ الْمِلْكُ এভাবে যে মালিকানা সাব্যস্ত হবে وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ এবং ব্যবহার হারাম হবে اَلَيْسَ বিষয়টি এমন নয়কি? اَنَّهٗ নিশ্চয় لَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيْرُ যদি আঙ্গুরের রস মদে রূপান্তরিত হয় فِىْ مِلْكِ الْمُسْلِمِ কোনো মুসলমানের মালিকানায় يَبْقٰى مِلْكُهٗ فِيْهَا তাতে মুসলমানের মালিকানা অবশিষ্ট থাকবে وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ কিন্তু তা ব্যবহার করা বা বিক্রয় করা হারাম হবে وَعَلٰى هٰذَا আর এ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে قَالَ اَصْحَابُنَا আমাদের (হানাফী মাযহাবের) ইমামগণ বলেন اِذَا نَذَرَ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ যখন কেউ কুরবানির দিন রোজা রাখার মান্নত করে وَاَيَّامِ التَّشْرِيْقِ এবং তাশরীকের দিনগুলো (রোজা রাখার মান্নত করে) يَصِحُّ نَذْرُهٗ তার মান্নত শুদ্ধ হবে لِاَنَّهٗ نَذَرَ بِصَوْمٍ مَشْرُوْعٍ কেননা সে শরীয়ত সম্মত রোজারই মান্নত করেছে وَكَذٰلِكَ অদ্রূপ لَوْ نَذَرَ بِالصَّلٰوةِ যদি কেউ সালাত পড়ার মান্নত করে فِى الْاَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ মাকরূহ সময়ে يَصِحُّ তবে মান্নত শুদ্ধ হবে لِاَنَّهٗ نَذَرَ কেননা সে মান্নত করেছে بِعِبَادَةٍ مَشْرُوْعَةٍ শরিয়ত সম্মত ইবাদতের لِمَا ذَكَرْنَا যে কথা আমরা উল্লেখ করেছি اَنَّ النَّهْىَ নিশ্চয় নাহী يُوْجِبُ ওয়াজিব করে بَقَاءَ التَّصَرُّفِ ব্যবহারের স্থায়িত্বকে مَشْرُوْعًا শরিয়তসম্মত হিসেবে।

সরল অনুবাদ : এটা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করা, যে নারীকে পিতা বিবাহ করেছে তাকে পুত্রের বিবাহ করা, অন্যের স্ত্রী বিবাহ করা, অন্যের ইদ্দতরতা নারী বিবাহ করা, যেসব নারীদেরকে বিবাহ করা শরিয়তে হারাম তাদেরকে বিবাহ করা, সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করা, ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির বিপরীত। কেননা, বিবাহের চাহিদা হলো স্ত্রীকে ব্যবহার হালাল হওয়া এবং নাহীর চাহিদা হলো স্ত্রী ব্যবহার হারাম হওয়া। এ জন্য উভয়ের একত্রিত হওয়া অসম্ভব। কাজেই এ ক্ষেত্রে নাহীকে নফীর ওপর প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু বেচাকেনার চাহিদা হলো মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া, আর নাহীর চাহিদা হলো তাসাররুফ হারাম হওয়া। এ দু'টি একত্রিত হতে পারে। তা এভাবে যে, মালিকানা সাব্যস্ত হবে কিন্তু তাসাররুফ হারাম হবে। যেমন–

কোনো মুসলমানের নিকট অঙ্গুরের রস ছিল, উহা মদে রূপান্তরিত হলো, তখন ঐ মদের ওপর তার মালিকানা থাকবে বটে; কিন্তু সে উহাকে ব্যবহার বা বিক্রয় করতে পারবে না। এরই ওপর ভিত্তি করে আমাদের সাথীরা বলেছেন যে, যদি কেউ কুরবানির দিন বা তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলোতে সাওম রাখার মানত করে, তবে তার মানত সহীহ হবে। কেননা, সে যেন শরিয়ত অনুমোদিত সাওমের মানত করেছে। তদ্রূপ মাকরূহ সময়ে সালাত পড়ার মানত করলেও মানত বিশুদ্ধ হবে। কেননা, সে একটি শরিয়ত অনুমোদিত মানত করেছে। কেননা, النهى টা শরয়ী ক্রিয়ার মাশরূইয়াত বাকি রাখাকে ওয়াজিব করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ هٰذَا بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা গ্রন্থকার হানাফীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত একটি سؤال مقدر-এর জবাব দিয়েছেন।

تَقْرِيْرُ السُّؤَالِ :

প্রশ্নটি হলো, শরয়ী কাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার পরও যদি তার বৈধতা বাকি থাকে, তবে মুশরিক নারীদেরকে, পিতার বিবাহিতা নারীকে, অপরের ইদ্দত পালনরতা নারীকে, মুহাররমা নারীকে বিবাহ করা এবং সাক্ষ্য ব্যতীত বিবাহ করা বৈধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এসব বিবাহের ওপর কিরূপে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলো? অথচ বিবাহ একটি শরয়ী কাজ।

تَقْرِيْرُ الْجَوَابِ :

গ্রন্থকার উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এ সমস্ত বিবাহের ওপর যে নাহী এসেছে তা নফীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নাহী এবং নফীর মধ্যে অনেক পার্থক্য। নাহীর অর্থ এমন কাজ হতে বিরত রাখা, যে কাজ করার মতো ক্ষমতা ব্যক্তির আছে। যেমন- কোনো চক্ষু বিশিষ্ট লোককে বলা হলো- দেখ না। আর যে কাজের ক্ষমতা তার নেই, তা হতে কাউকেও বিরত রাখাকে নফী বলা হয়। যেমন— কোনো অন্ধকে বলা হলো- এটা দেখ না। নাহীর মধ্যে বৈধতার (সম্ভাব্যতার) অবকাশ আছে; কিন্তু নফীতে বৈধতার (সম্ভাব্যতার) অবকাশ নেই। কারণ, নাহীর হুরমতের সাথে মৌলিক বিধান একত্র হতে পারে, যে স্থলে নাহী স্বীয় প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- বাইয়ে ফাসিদ। নাহী আগমনের পরও এর বৈধতা মূলত থেকে যায়। এ কারণে গ্রহণের পর ক্রয়কৃত বস্তুর ওপর ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ক্রয়কৃত বস্তুর ওপর ক্রেতার ব্যবহার অবৈধ হয়। অতএব, অবৈধতা এবং ধর্মীয় বিধান একত্র হয়ে গেল। যেখানে এ অবৈধতা (حرمة) এবং বৈধতা (مشروعية) একত্র হতে পারে না সেখানে নাহী তার মাজাযী অর্থ তথা নফীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ওপরে উল্লিখিত বিবাহসমূহ اجتماع ضدين। তথা দু'টি পরস্পর বিরোধী জিনিস এক জায়গায় একত্রিত হওয়ার কারণে তা নিষিদ্ধ। কারণ, বিবাহ দ্বারা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম হালাল হয় অথচ নাহী দ্বারা উহা নিষিদ্ধ বা হারাম হয়।

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا قَالَ اَصْحَابُنَا الخ -এর আলোচনা :

যদি কোনো ব্যক্তি কুরবানির দিন অথবা আইয়ামে তাশরীকে সাওম রাখার মানত করে, তবে তার মানত শুদ্ধ হবে। কেননা, সাওম মূলগতভাবে শরিয়ত সম্মত ইবাদত। তবে যেহেতু ঐ দিনগুলোতে সাওম পালন করলে আল্লাহর মেহমানদারী হতে বিরত থাকতে হয়, তাই এ দিনগুলোতে উক্ত সাওম পালন করা বৈধ হবে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান হলো কুরবানির দিন এবং আইয়ামে তাশরীকে সাওম রাখবে না; বরং অন্য দিবসে তা পূর্ণ করবে।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ لَوْنَذَرَ بِالصَّلٰوةِ الخ-এর আলোচনা :

অনুরূপভাবে যদি কেউ নিষিদ্ধ সময়ে সালাত পড়ার মানত করে,তবে তার মানত শুদ্ধ হবে। কেননা, সে শরিয়ত সম্মত ইবাদতই মানত করেছে। তবে ঐ নিষিদ্ধ সময়ে উক্ত মানত পূর্ণ করতে পারবে না; বরং নিষিদ্ধ সময় অতিক্রম করার পর উক্ত মানত পূর্ণ করবে।

نهى ও نفى -এর মাধ্যকার পার্থক্য :

নফী ও নাহীর মধ্যে পার্থক্য হলো, নাহীর মধ্যে মানহী আনহুর অস্তিত্ব শর্ত, যা নফীর বিপরীত। তাতে মানফী আনহু মওজুদ হওয়া জরুরি নয়; বরং معدوم ও ممتنع -এরও নফী করা জায়েজ। প্রথমোক্ত মাসআলাসমূহের মধ্যে যথা- ফাসিদ বেচাকেনার মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া এবং তাসারুরুফ নাজায়েজ হওয়ার মধ্যে সঠিক বৈপরীত্য রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উভয়ের একত্রিকরণ সম্ভব অথাৎ, মালিকানাও সাব্যস্ত হবে এবং تصرف নাজায়েজ হবে। যেমন- মুসলমানের মালিকানায় অঙ্গুরের রস শরাবে পরিণত হলে তাতে মুসলমানের মালিকানা থেকে যাবে, কিন্তু তাসাররুফ হারাম হবে।

وَلِهٰذَا قُلْنَا لَوْشَرَعَ فِى النَّفْلِ فِى هٰذِهِ الْاَوْقَاتِ لَزِمَهُ بِالشُّرُوْعِ وَارْتِكَابُ الْحَرَامِ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِلُزُوْمِ الْاِتْمَامِ فَاِنَّهُ لَوْ صَبَرَ حَتّٰى حَلَّتِ الصَّلٰوةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَغُرُوْبِهَا وَدُلُوْكِهَا اَمْكَنَهُ الْاِتْمَامُ بِدُوْنِ الْكَرَاهَةِ وَبِهٖ فَارَقَ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيْدِ فَاِنَّهُ لَوْشَرَعَ فِيْهِ لَايَلْزَمُهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لِاَنَّ الْاِتْمَامَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ اِرْتِكَابِ الْحَرَامِ وَمِنْ هٰذَا النَّوْعِ وَطْئُ الْحَائِضِ فَاِنَّ النَّهْىَ عَنْ قُرْبَانِهَا بِاِعْتِبَارِ الْاَذٰى لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ" وَلِهٰذَا قُلْنَا يَتَرَتَّبُ الْاَحْكَامُ عَلٰى هٰذَا الْوَطْئِ فَيَثْبُتُ بِهٖ اِحْصَانُ الْوَاطِئِ وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ وَيَثْبُتُ بِهٖ حُكْمُ الْمَهْرِ وَالْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِهٰذَا আর এ কারণে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি لَوْ شَرَعَ فِى النَّفْلِ যদি কেউ নফল সালাত পড়া শুরু করে فِى هٰذِهِ الْاَوْقَاتِ এ মাকরূহ ওয়াক্তসমূহে لَزِمَهُ (এ) নফল সালাত আবশ্যক হয়ে গিয়েছে بِالشُّرُوْعِ শুরু করার কারণে وَارْتِكَابُ الْحَرَامِ আর হারামে লিপ্ত হওয়া لَيْسَ بِلَازِمٍ আবশ্যক নয় لِلُزُوْمِ الْاِتْمَامِ পূর্ণ করা আবশ্যক হওয়ার কারণে فَاِنَّهُ কেননা لَوْ صَبَرَ যদি সে ধৈর্যধারণ করে حَتّٰى حَلَّتِ الصَّلٰوةُ সালাত বৈধ হওয়ার সময় পর্যন্ত بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ সূর্য ওঠে যাওয়ার মাধ্যমে وَغُرُوْبِهَا সূর্য অস্ত যাওয়ার মাধ্যমে وَدُلُوْكِهَا সূর্য ঢলে যাওয়ার মাধ্যমে اَمْكَنَهُ الْاِتْمَامُ তবে নফল সালাত পূর্ণ করা সম্ভব بدون الكراهة মাকরূহ ছাড়া وَبِهٖ আর এর দ্বারা فَارَقَ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيْدِ ঈদের দিনের সাওম পার্থক্য হয়ে যায় فَاِنَّهُ কেননা لَوْ شَرَعَ فِيْهِ যদি সে দিন রোজা রাখা আরম্ভ করে لَايَلْزَمُهُ তবে তা পূরা করা আবশ্যক হবে না عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে لِاَنَّ الْاِتْمَامَ কেননা পূর্ণ করা لَايَنْفَكُّ পৃথক হয় না عَنْ اِرْتِكَابِ الْحَرَامِ হারামে লিপ্ত হওয়া থেকে وَمِنْ هٰذَا النَّوْعِ আর এর সমপর্যায় হলো وَطْئُ الْحَائِضِ ঋতুবতীর সাথে সঙ্গম করা فَاِنَّ النَّهْىَ কেননা নিষেধাজ্ঞা عَنْ قُرْبَانِهَا ঋতুবতীর নিকটে যাওয়া থেকে بِاِعْتِبَارِ الْاَذٰى নোংড়ার কারণে لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীর কারণে وَيَسْئَلُوْنَكَ আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে عَنِ الْمَحِيْضِ হায়েয সম্পর্কে قُلْ আপনি বলুন هُوَ اَذًى তা নোংড়া (নাজাসাত) فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ সুতরাং নারীদের থেকে দূরে থাক فِى الْمَحِيْضِ হায়েযের সময় وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ এবং তাদের নিকটে যেয়ো না حَتّٰى يَطْهُرْنَ যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয় وَلِهٰذَا আর এ কারণে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি يَتَرَتَّبُ الْاَحْكَامُ বিভিন্ন বিধান প্রবর্তিত হবে হবে عَلٰى هٰذَا الْوَطْئِ এ সঙ্গমের ওপর فَيَثْبُتُ بِهٖ অতঃপর এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে اِحْصَانُ الْوَاطِئِ সঙ্গমকারী মুহসিন বলে وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ এবং এ মহিলার হালাল হবে لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ প্রথম স্বামীর জন্য وَيَثْبُتُ بِهٖ এবং এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে حُكْمُ الْمَهْرِ মহরের হুকুম وَالْعِدَّةِ ইদ্দতের হুকুম وَالنَّفَقَةِ এবং খোরপোষের হুকুম।

সরল অনুবাদ : নাহী আসার পার مشروعيت থেকে যাওয়ার কারণে আমরা হানাফীগণ বলে থাকি, যদি মাকরূহ সময়সমূহে কেউ নফল সালাত শুরু করে, তবে শুরু করার কারণে এ নফল সালাত ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। এ সালাত পুরা করতে হারামে লিপ্ত হতে হবে না। কারণ, সে যদি সূর্য ওঠে যাওয়া কিংবা সূর্য ডুবে যাওয়া বা সূর্য ঢলে গিয়ে সালাত জায়েজ হওয়ার সময় পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করে, তবে বিনা কারাহাতে সালাত পুরা করে নেওয়া সম্ভব। আর তার সাথে উল্লিখিত নফল সালাত ঈদের দিনের নফল সাওম হতে পার্থক্য হয়ে গেল । কেননা, ঈদের দিন নফল সাওম শুরু করলে আমাদের তরফাইনের মতে তা পুরা করা ওয়াজিব হবে না। কারণ, তা পুরা করা হারামে লিপ্ত হওয়ার থেকে পৃথক হয় না। ঋতুবতীর সাথে সহবাস করা এ ধরনের মাসআলার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এ সহবাস থেকে নিষেধ করা হয়েছে নাজাসাতের কারণে। তাও বারী তা'আলার এ ফরমানের কারণে যে, "হে নবী! লোকেরা আপনার নিকট হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, এ

হায়েয নাজাসাত। সুতরাং তোমরা হায়েযের সময়ে স্ত্রীদের থেকে পৃথক থাক এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকট যেয়ো না।" আর এ নাহী لعينه হওয়ার কারণে এ সহবাসের ওপর আমরা হানফীগণ বিধান প্রবর্তনের পক্ষপাতি। এ জন্য সে সহবাসের সাথে সহবাসকারী محصن হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং এ নারী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। আর এ সহবাসের দ্বারা মোহর, ইদ্দত, ভরণ-পোষণের হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নফল সালাত শুরু করলে উহা পুরা করা ওয়াজিব হওয়ার কারণ :

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا قُلْنَا لَوْ شَرَعَ فِي النَّفْلِ الخ : আফ'আলে শার'ইয়্যার ওপর নাহী আসার পর যেহেতু তার মাশ্রূইয়্যাত ও বৈধতা থেকে যায়। এজন্য আমরা বলেছি যে, মাকরূহ সময়ের মধ্যে নফল সালাত শুরু করলে তা পূরণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে এ ওয়াজিব হওয়ার অর্থ হলো, শুরু করার পর সে নফল সালাত ছেড়ে দিলে এবং মাকরূহ সময় চলে যাওয়ার পর তার কাযা পড়ে নেবে। সুতরাং এতে হারাম কাজ অর্থাৎ, মাকরূহ সময়সমূহে সালাত পড়ায় লিপ্ত হওয়া আবশ্যক হয়ে যায় না। কিন্তু কুরবানির দিনে নফল সাওম শুরু করলে তরফাইনের মতে তা পুরা করা ওয়াজিব নয়। কেননা, এ সকল দিবসে সাওম রাখলে হারামে লিপ্ত হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। সুতরাং এ অনুপাতে মাকরূহ সময়সমূহের নফল সালাত এবং কুরবানির দিনসমূহের নফল সাওমের মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেল।

উত্থাপিত এক সংশয় ও তার অপনোদন :

قَوْلُهُ وَمِنْ هٰذَا النَّوْعِ الخ : এখানে গ্রন্থকার একটি উত্থাপিত সংশয়ের অপনোদন করতেছেন, যা হানাফীদের ওপর উত্থাপিত হয়। তা হলো, হানাফীগণ বলেন— افعال حسى -এর নাহী قبيح لعينه এর চাহিদা রাখে। নিষেধের পর অনুভূতি সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া মোটেই বৈধ থাকে না। সুতরাং এ قاعده মতে ঋতু অবস্থায় সহবাস আদৌ বৈধ না হওয়া চাই। কেননা, ঋতু অবস্থায় সহবাসের ওপর নাহী আগত হয়েছে। আর সহবাস হলো অনুভবগত ক্রিয়া, অথচ হানাফীগণ বিধান প্রবর্তন করেন। যেমন– হানাফীগণ বলেন, এ সহবাস দ্বারা সহবাসকারী মুহসেন হওয়া সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর তিন তালাক প্রাপ্তা নারীর সাথে যদি দ্বিতীয় স্বামী ঋতু অবস্থায় সহবাস করে, তবে স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। এ সহবাস দ্বারা পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং এ সহবাসের পর যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তবে স্ত্রীর ওপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে এবং স্বামীর ওপর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে।

এ প্রশ্নের সমাধান হলো, যদিও সহবাস অনুভবগত ক্রিয়া কিন্তু স্বয়ং শরিয়ত প্রবর্তক। কাজেই সহবাস হারাম হওয়ার ইল্লত অপবিত্রতা পাওয়া যাওয়াকে স্থির করেছেন। কাজেই বুঝা গেল যে, ঋতু অবস্থায় সহবাস حرام لعينه নয়; বরং حرام لغيره আর حرام لغيره-এর ওপর নিষেধ আসার পর মাকরূহ থাকা আগেই জানা হয়েছে। কাজেই নাহী আসার পরও ঋতু অবস্থায় সহবাস মাকরূহ রয়েছে। এ জন্য সহবাসের ওপর বিধানসমূহ প্রবর্তন হয়ে থাকে। সুতরাং এ সহবাস আমাদের قاعده كليه হতে সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

মাকরূহ সময়ের জন্য মানতকৃত সালাত ও কুরবানির দিনের জন্য সাওম মানত করলে মানত সহীহ হবে কিনা :

قَوْلُهُ وَبِهٖ فَارَقَ صَوْمُ الخ : কুরবানীর দিন ও আইয়ামে তাশরীকে সাওম রাখা ইমামদের ঐকমত্যে নিষিদ্ধ। কেননা, এতে আল্লাহর যিয়াফত হতে এ'রায করা লাযেম হয়ে থাকে এবং মাকরূহ সময়ের মধ্যে সালাত পড়াও সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু মতভেদ এ কথায় যে, এসব দিনে সাওম রাখার মানত করলে কিংবা মাকরূহ সময়সমূহে সালাত পড়ার মানত করলে মানত সহীহ হবে কিনা? জমহুরে আহনাফের মতে মানত শুদ্ধ হবে। ইমাম যুফার (র.) ও শাফিয়ী (র.)-এর মতে, মানত সহীহ হবে না। কেননা, গুনাহের মানত সহীহ নয়। আমরা বলে থাকি, মাকরূহ সময়ে সালাত পড়া গুনাহ, কিন্তু সালাতের নিয়ত করা গুনাহ নয়। অনুরূপভাবে কুরবানীর দিনে সাওম রাখা গুনাহ, কিন্তু সাওম রাখার নিয়ত করা গুনাহ নয়। সুতরাং মানত সহীহ হওয়ার পর মানতকারী অন্য সময়ে তা আদায় করবে। আর যদি মাকরূহ সময়ে সালাত পড়ে ফেলে কিংবা কুরবানির দিনে সাওম রেখে ফেলে, তবে كراهة-এর সাথে মানত আদায় হয়ে যাবে। আর মাকরূহ সময়সমূহের মধ্যে নফল সাওম শুরু করে ছেড়ে দিলে হানাফীদের মতে তার কাযা পাড়া ওয়াজিব। কিন্তু কুরবানির দিনে সাওম শুরু করে ছেড়ে দিলে তরফাইনের মতে কাযা ওয়াজিব নয়। কেননা, তখন হারামে লিপ্ত হওয়া ছাড়া সাওম আদায় করার কোনো অবস্থা নেই, তবে সালাত শেষ করার অবস্থা আছে। যেমন– মাকরূহ সময়ে সালাত শুরু করে মাকরূহ সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর সালাত শেষ করে নেবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সালাতের মতো সাওমও কাযা ওয়াজিব বলে মত

وَلَوْ اِمْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِيْنِ لِاَجْلِ الصَّدَاقِ كَانَتْ نَاشِزَةً عِنْدَهُمَا فَلَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ لَاتُنَافِيْ تَرَتُّبَ الْاَحْكَامِ كَطَلَاقِ الْحَائِضِ وَالْوُضُوْءُ بِالْمِيَاهِ الْمَغْصُوْبَةِ وَالْاِصْطِيَادِ بِقَوْسٍ مَغْصُوْبَةٍ وَ الذَّبْحُ بِسِكِّيْنٍ مَغْصُوْبَةٍ وَالصَّلٰوةُ فِى الْاَرْضِ الْمَغْصُوْبَةِ وَالْبَيْعُ فِيْ وَقْتِ النِّدَاءِ فَاِنَّهُ يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلٰى هٰذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مَعَ اِشْتِمَالِهَا عَلَى الْحُرْمَةِ–

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَوْ اِمْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِيْنِ আর যদি স্ত্রী সঙ্গম সুযোগ না দেয় لِاَجْلِ الصَّدَاقِ মহর আদায়ের উদ্দেশ্যে كَانَتْ نَاشِزَةً (তবে) সে অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে عِنْدَهُمَا সাহেবাইনের মতে فَلَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ ফলে সে খোরপোষের অধিকারিণী হবে না وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ আর কাজ হারাম হওয়া لَاتُنَافِيْ প্রতিবন্ধক হয় না تَرَتُّبَ الْاَحْكَامِ বিধানসমূহ প্রবর্তিত হওয়ার كَطَلَاقِ الْحَائِضِ যেমন ঋতুবতীর তালাক وَالْوُضُوْءُ بِالْمِيَاهِ الْمَغْصُوْبَةِ ছিনতাইকৃত পানি দ্বারা অজু করা وَالْاِصْطِيَادِ بِقَوْسٍ مَغْصُوْبَةٍ ছিনতাইকৃত ধনুক দ্বারা শিকার করা وَالذَّبْحُ بِسِكِّيْنٍ مَغْصُوْبَةٍ ছিনতাইকৃত ছুরি দ্বারা জবাই করা وَالصَّلٰوةُ فِى الْاَرْضِ الْمَغْصُوْبَةِ জবরদখলকৃত জমিনে সালাত পড়া وَالْبَيْعُ فِيْ وَقْتِ النِّدَاءِ আযানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করে فَاِنَّهُ يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ কেননা হুকুম প্রবর্তিত হয় عَلٰى هٰذِهِ التَّصَرُّفَاتِ এ সবের ব্যবহারের ওপর مَعَ اِشْتِمَالِهَا عَلَى الْحُرْمَةِ হারামের ওপর প্রয়োগ হওয়া সত্ত্বেও।

সরল অনুবাদ : আর যদি স্ত্রী (হায়েয অবস্থায় সহবাসের সুযোগ দেওয়ার পর) মোহর আদায় করার উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে সহবাসের সুযোগ না দেয়, তবে সাহেবাইনের মতে স্ত্রী অবাধ্য বলে প্রমাণিত হবে, যাতে সে নফকার হকদার হবে না। আর কাজ হারাম হওয়া বিধানসমূহ প্রবর্তন হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। যেমন– ঋতুবতীর তালাক, জোরপূর্বক দখলকৃত পানির দ্বারা অজু, জবর দখলকৃত বন্দুক দ্বারা শিকার করা, ছিনিয়ে নেওয়া ছুরি দ্বারা জবাই করা এবং জবর দখলকৃত জমিনে সালাত পড়া, আযানের সময় বেচাকেনা করা। কারণ, এগুলোর মধ্যে حرمة পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও এদের تصرفات -এর ওপর বিধান প্রবর্তন হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি স্ত্রী স্বামীকে সহবাসের সুযোগ না দেয় :

قَوْلُهُ وَلَوْ اِمْتَنَعَتْ عَنْ الخ : হায়েয অবস্থায় সহবাসের ওপর যে বিধান প্রবর্তিত হয়, তা দ্বারা এ বিধানও সাব্যস্ত হয় যে, যে নারী নিজের স্বামীকে হায়েয অবস্থায় সহবাসের সুযোগ দিল; কিন্তু নগদ মোহর আদায় করার জন্য পরবর্তীতে স্বামীকে সহবাসের সুযোগ দিল না, তবে আমাদের ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, সে নারী অবাধ্য বলে প্রতীয়মান হবে। আর অবাধ্যতার কারণে যেহেতু ভরণ-পেষণ বাতিল হয়ে যায়, সেহেতু নারী ভরণ-পোষণের অধিকারী হবে না।

একটি প্রশ্নের উত্তর : কোনো হারাম জিনিস বৈধ ক্রিয়ার কারণ হতে পারে না। কেননা, বৈধ ক্রিয়া খোদা প্রদত্ত নিয়ামত এ নিয়ামত হারাম দ্বারা লাভ করা যায় না।

উত্তর হলো, কোনো কাজ হারাম হওয়া তার ওপর বিধান প্রবর্তন হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। সুতরাং হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া বিদআত; কিন্তু তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে। জবর দখলকৃত পানি দ্বারা অজু করা হারাম; কিন্তু ঐ অজু দ্বারা সালাত আদায় হয়ে যাবে; লুণ্ঠিত বন্দুক দ্বারা শিকার করা হারাম, তবে তা দ্বারা শিকার করলে তা হালাল। তদ্রূপ ছুরি ছিনতাই করা হারাম; কিন্তু তা দ্বারা জবাইকৃত প্রাণী খওয়া হালাল। জবর দখলকৃত জমিনে সালাত পড়া নিষিদ্ধ; কিন্তু সালাত পড়লে সালাত আদায় হয়ে যাবে। জুমুআর আযানের সময় বেচাকেনা করা হারাম; কিন্তু সেই বেচাকেনা দ্বারা ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। উল্লিখিত ছয়টি অবস্থাতেই হারাম ক্রিয়া বৈধ ক্রিয়ার উপকরণ হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, কোনো ক্রিয়া হারাম হওয়া এক কথা এবং বৈধ ক্রিয়ার উপকরণ হওয়া আরেক কথা। একটি অপরটির সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টিকারী নয়। ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, হারাম ক্রিয়া হালাল ক্রিয়ার سبب হতে পারে না। কিন্তু তার এ মাযহাব বিশুদ্ধ না হওয়া উল্লিখিত মাসায়েল হতে প্রতীয়মান হলো। এ ছাড়া তিন তালাক প্রাপ্তা নারীর تحليل এ শর্তে করানো যে, সহবাসের পরই দ্বিতীয় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে। এমন تحليل দ্বারা স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। সুতরাং এ মাসআলায় হারাম ক্রিয়া হালাল ক্রিয়ার জন্য মাধ্যম হয়েছে। অনুরূপভাবে সূর্যাস্তকালে সে দিনের আসর আদায় ... হয়ে যায় অথচ সে সময় সালাত পড়া নিষিদ্ধ।

وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْاَصْلِ قُلْنَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَلَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا" اِنَّ الْفَاسِقَ مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْفُسَّاقِ لِاَنَّ النَّهْىَ عَنْ قَبُوْلِ الشَّهَادَةِ بِدُوْنِ الشَّهَادَةِ مُحَالٌ وَاِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِفَسَادٍ فِى الْاَدَاءِ لَا لِعَدَمِ الشَّهَادَةِ اَصْلًا وَعَلٰى هٰذَا لَايَجِبُ عَلَيْهِمُ اللِّعَانُ لِاَنَّ ذٰلِكَ اَدَاءٌ لِلشَّهَادَةِ وَلَا اَدَاءَ مَعَ الْفِسْقِ –

শাব্দিক অনুবাদ : وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْاَصْلِ আর এ মূলনীতির ভিত্তিতে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীতে وَلَا تَقْبَلُوْا তোমরা গ্রহণ করো না لَهُمْ তাদের شَهَادَةً সাক্ষী اَبَدًا কখনো اِنَّ الْفَاسِقَ নিশ্চয় ফাসিক مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ সাক্ষ্যদানের যোগ্য فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ সুতরাং বিবাহ শুদ্ধ হবে بِشَهَادَةِ الْفُسَّاقِ ফাসিকদের সাক্ষ্য দ্বারা لِاَنَّ النَّهْىَ কেননা নিষেধাজ্ঞা عَنْ قَبُوْلِ الشَّهَادَةِ সাক্ষ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে بِدُوْنِ صَلَاحِيَّةِ الشَّهَادَةِ সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা ছাড়া مُحَالٌ অসম্ভব وَاِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ নিশ্চয় ফাসিকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না لِفَسَادٍ فِى الْاَدَاءِ সাক্ষ্য আদায়ের মধ্যে বিপর্যয়ের কারণে لَا لِعَدَمِ الشَّهَادَةِ اَصْلًا এ জন্যে নয় যে ফাসিক মোটেও সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য নয় وَعَلٰى هٰذَا আর এ বিধানের ভিত্তিতে لَايَجِبُ عَلَيْهِمُ اللِّعَانُ তাদের ওপর লিয়ান (শপথ দেওয়া) ওয়াজিব নয় لِاَنَّ ذٰلِكَ اَدَاءٌ لِلشَّهَادَةِ কেননা উহা (লেয়ান) সাক্ষ্য আদায়ের নাম وَلَا اَدَاءَ مَعَ الْفِسْقِ আর ফিসকের সাথে সাক্ষ্য আদায় হতে পারে না।

সরল অনুবাদ : আর اَفْعَالُ شَرْعِيَّةٌ-এর নাহী বৈধতা থেকে যাওয়ার চাহিদাবান হওয়ার ভিত্তিতে আমরা হানাফীগণ বলে থাকি যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী: وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا -এর মধ্যে রয়েছে যে, পাপাচারী (ফাসিক) সাক্ষ্য দানের যোগ্য। এ জন্য ফাসিকদের সাক্ষীতে বিবাহ সঙ্ঘটিত হয়ে যায়। কেননা, সাক্ষ্যদানের যোগ্য হওয়া ছাড়া সাক্ষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা অসম্ভব। আর সাক্ষ্য আদায়ের মধ্যে বিপর্যয়ের কারণে ফাসিকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। এ জন্য ফাসিকগণ মোটেই সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য নয়। কাজেই যেসব লোকদের ওপর মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ হয়েছে তার ওপর لعان (কসম দেওয়া) ওয়াজিব নয়। কেননা, لعان সাক্ষ্য আদায়ের নাম। আর ফাসিকীর সাথে সাক্ষ্য আদায় হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ الخ-আয়াতটির তাৎপর্য :

قَوْلُهٗ قُلْنَا فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى الخ : অর্থাৎ, যে সকল লোকেরা কোনো পবিত্র নারীকে যিনার অপবাদ দিয়েছে, কিন্তু প্রমাণ দিতে না পারায় তাদের প্রত্যেককে আশি দোর্‌রা লাগানো হয়েছে, তাদের সম্পর্কে কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— "তোমারা তাদের সাক্ষী মোটেই গ্রহণ কর না।" অত্র আয়াত সম্পর্কে আমাদের হানাফীগণ বলেন, আমরা যে উসূল স্থির করেছি যে, افعال شرعيه -এর ওপর নাহী আগত হওয়ার পর উহার مشروعية থেকে যায়। উহা হতে জানা গেল যে, যেসব ফাসিক যাদেরকে যিনার অপবাদের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তারা সাক্ষ্য দানের যোগ্য। কেননা, যদি তাদের মধ্যে সাক্ষ্যদানের যোগ্যতা না থাকে, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা নিরর্থক হয়ে যাবে। যেমনিভাবে কোনো অন্ধকে 'দেখ না' বলা নিরর্থক। এ কারণেই শিশু, পাগল এবং গোলামাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা فلا لَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا বলেননি। কেননা, তাদের মধ্যে সাক্ষ্য দানের যোগ্যতা নেই। সুতরাং তাদের বেলায়— لَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا বলা অন্ধকে 'দেখ না' বলার মতো। আর ফাসিকগণ সাক্ষ্য দানের পাত্র হওয়ার কারণে তাদের সাক্ষীতে

বিবাহ সম্ঘটিত হয়ে যায়। কিন্তু ফাসিকদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে সাক্ষ্য গ্রহণে ফাসিকদের অবকাশ রয়েছে। তা এই যে, তাদের ফাসিক হওয়ার কারণে তাদের সাক্ষী মিথ্যা হওয়ার অবকাশ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দরুন তারা সাক্ষ্য দানের যোগ্যই নয়, এ কথা নয়। আর যে লোকের ওপর যিনার মিথ্যা অপবাদের শাস্তি লাগানো হয়েছে সে যদি তার পবিত্র স্ত্রীকে যিনার অপবাদ দেয়,তবে তার ওপর لعان ওয়াজিব নয়। কেননা, لعان কতিপয় তাকিদকৃত সাক্ষ্যের অবতারণার নাম। আর حد قذف লাগানোর কারণে যাদের ফাসিক হওয়া সাবেত হয়ে গিয়েছে, তারা সাক্ষ্য আদায় করতে পারেন না।

لعان -এর পরিচয় ও হুকুম :

قَوْلُهٗ عَلَيْهِمُ اللِّعَانُ الخ : যদি স্বামী-স্ত্রী সাক্ষ্য দানের যোগ্য হয় এবং স্বামী তার স্ত্রীর ওপর যিনার অপবাদ দেয় অতঃপর প্রমাণ পেশ করতে না পারে, তবে স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকে اشهد শব্দ দ্বারা পাঁচ বার কসম করবে। শরিয়তে উহাকে লি'আন বলে। আর এ লি'আন স্ত্রীর বেলায় যিনার শাস্তির স্থলাভিষিক্ত এবং স্বামীর বেলায় যিনার অপবাদের শাস্তির স্থলাভিষিক্ত। এর হুকুম হলো– لعان-এর পর উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি স্বামী ফাসিক হয়, তবে لعان চলবে না। সুতরাং এক্ষণি আলোচিত হলো যে, স্বামীর ওপর যিনার অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করে দেওয়া হবে।

قَوْلُهٗ اَدَاءُ الشَّهَادَةِ الخ-এর আলোচনা :

সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া সাক্ষ্য দানের যোগ্য হওয়াকে আবশ্যক করে অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সাক্ষী দানের যোগ্য হবে, তার সাক্ষী আবশ্যই কবুল হবে। কিন্তু যে সকল ফাসিকের ওপর যিনার অপবাদের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী— لَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا সমাগত হয়। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, আহলিয়াতে শাহাদাত একটি শরয়ী বস্তু। কাজেই নাহী আসার পর এর مشروعية থেকেই যাবে। কিন্তু মিথ্যার অবকাশ থাকার কারণে তাদের সাক্ষী গৃহীত হবে না। আর বিবাহ প্রমাণে জন্য যেহেতু نفس شهادة যথেষ্ট, সেহেতু ফাসিকদের সাক্ষীতে বিবাহ সম্ঘটিত হয়ে যায়। কারণ, উহাতে اداء شهادة (আদায় শাহাদাত) কোনো প্রয়োজন হয় না।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১. النهى -এর পরিচয় দাও, উহা কত প্রকার ? উদাহরণ ও হুমুকসমূহ বিস্তারিত লিখ। (দাঃ পঃ ১৯৬৫, ৬৭, '৭৭ইং)

অথবা, النهى। কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা উদাহরণসহ লিখ। (দাঃ পঃ ১৯৬৮ইং)

অথবা, النهى। কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের হুকুম উদাহরণসহ লিখ। الامر ও النهى -এর মধ্যে পার্থক্য কি? বর্ণনা কর। (দাঃ পঃ ১৯৭০, '৮১ইং)

২. নিম্নোক্ত উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

هٰذَا خِلَافُ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ وَمَنْكُوْحَةِ الْاَبِ وَمُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ وَمَنْكُوْحَتِهٖ وَ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ –

৩. নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা গ্রন্থকার কি বুঝাতে চেয়েছেন? বর্ণনা কর।

وَمِنْ هٰذَا النَّوْعِ وَطْئُ الْحَائِضِ فَاِنَّ النَّهْىَ عَنْ قُرْبَانِهَا بِاعْتِبَارِ الْاَذٰى –

৪. حُرْمَةُ الْفِعْلِ لَاتُنَافِىْ تَرَتُّبَ الْاَحْكَامِ -এর ব্যাখ্যা কর।

৫. কেউ স্বীয় স্ত্রীকে যিনার অপবাদ দিলে, তার বিধান কি? লিখ।

৬. কেউ মাকরূহ সময়সমূহে সালাত পড়ার মানত করলে তার হুকুম কি? বিস্তারিত লিখ।

৭. কুরবানির দিন ও আইয়ামে তাশরীকের দিনে সাওম রাখার মানত করলে তার হুকুম কি?

৮. قَوْلُهٗ تَعَالٰى لَا تَقْبَلُوْا شَهَادَتَهُمْ اَبَدًا দ্বারা লিখক কিসের দলিল গ্রহণ করেছেন? মাসআলাটির ব্যাখ্যা কর।

فَصْلٌ فِي تَعْرِيفِ طَرِيقِ الْمُرَادِ بِالنُّصُوصِ : اِعْلَمْ اَنَّ لِمَعْرِفَةِ الْمُرَادِ بِالنُّصُوصِ طُرُقًا مِنْهَا اَنَّ اللَّفْظَ اِذَا كَانَ حَقِيقَةً لِمَعْنًى وَمَجَازًا لِاٰخَرَ فَالْحَقِيقَةُ اَوْلٰى مِثَالُهُ مَا قَالَ عُلَمَائُنَا اَلْبِنْتُ الْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ الزِّنَا يَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي نِكَاحُهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) يَحِلُّ وَالصَّحِيحُ مَاقُلْنَا لِاَنَّهَا بِنْتُهُ حَقِيقَةً فَتَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالٰى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ" وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْاَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ حِلِّ الْوَطْئِ وَوُجُوبِ الْمَهْرِ وَلُزُوْمِ النَّفَقَةِ وَجَرَيَانِ التَّوَارُثِ وَوِلَايَةِ الْمَنْعِ عَنِ الْخُرُوْجِ وَالْبُرُوْزِ-

---

শাব্দিক অনুবাদ : اِعْلَمْ জেনে রাখ اَنَّ لِمَعْرِفَةِ الْمُرَادِ নিশ্চয় মর্ম অনুধাবনের بِالنُّصُوصِ নসসমূহের طُرُقًا কতগুলো পন্থা রয়েছে مِنْهَا তন্মধ্যে একটি হলো اَنَّ اللَّفْظَ নিশ্চয় শব্দ اِذَا كَانَ حَقِيقَةً لِمَعْنًى যখন অর্থে হাকীকত হয় وَمَجَازًا لِاٰخَرَ এবং অন্য অর্থে মাজায হয় فَالْحَقِيقَةُ اَوْلٰى তবে হাকীকী অর্থ গ্রহণ করা উত্তম مِثَالُهُ -এর উদাহরণ مَا قَالَ عُلَمَائُنَا যা আমাদের (হানাফী মাযহাবের) আলেমগণ বলেন اَلْبِنْتُ الْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ الزِّنَا যিনার বীর্য থেকে জন্মগ্রহণ করা কন্যা يَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي যিনাকারীর ওপর হারাম نِكَاحُهَا তাকে বিবাহ করা وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন يَحِلُّ (যিনার সন্তানকে যিনাকারীর বিবাহ করা) হালাল وَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَا সঠিক কথা হলো যা আমরা বলেছি لِاَنَّهَا بِنْتُهُ কেননা সে হলো তার কন্যা حَقِيقَةً প্রকৃতপক্ষে فَتَدْخُلُ ফলে সে প্রবেশ করবে تَحْتَ قَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার অধীনে حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে اُمَّهَاتُكُمْ তোমাদের মাতাদেরকে وَبَنَاتُكُمْ এবং তোমাদের কন্যাদেরকে وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْاَحْكَامُ এবং এর থেকে অনেক প্রাসঙ্গিক মাসয়ালা বের হয় عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ উভয় মাযহাবের মতভেদের ওপর ভিত্তি করে مِنْ حِلِّ الْوَطْئِ সহবাস হালাল হওয়া وَوُجُوبِ الْمَهْرِ মহর আবশ্যক হওয়া وَلُزُوْمِ النَّفَقَةِ খোরপোষ আবশ্যক হওয়া وَجَرَيَانِ التَّوَارُثِ পরস্পরে উত্তরাধিকারিত্বের বিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়া وَوِلَايَةِ الْمَنْعِ বাধা দেওয়ার অধিকার লাভ করা عَنِ الْخُرُوْجِ وَالْبُرُوْزِ আসা-যাওয়া থেকে। (ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিবাহ হারাম বিধায় উপরোক্ত সম্পূর্ণ অবৈধ। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিবাহ হালাল বিধায় উপরোক্ত কার্যাবলি বৈধ।)

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : নসসমূহের মর্ম উদঘাটনের পরিচয় সম্পর্কে জেনে রাখ যে, নসের মর্ম উদঘাটনের বহু পদ্ধতি রয়েছে। তারমধ্যে একটি হলো, যদি নসের কোনো শব্দের এক অর্থ প্রকৃত হয় এবং অপরটি মাজায হয়, তাহলে প্রকৃত অর্থ তথা হাকীকাত গ্রহণ করাই উত্তম হবে। যেমন, হানাফী আলিমগণ বলেছেন, ব্যভিচার দ্বারা যে কন্যা জন্ম নিয়েছে ব্যভিচারীর জন্য ঐ কন্যাকে বিবাহ করা হারাম। ইমাম শাফিয়ী (র.) ঐ কন্যাকে তার বিবাহ বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে আমরা (হানাফীরা) যা বলেছি তাই সঠিক। কেননা, প্রকৃত পক্ষে ঐ সন্তান ব্যভিচারীরই বটে। এ জন্য সে কন্যা আল্লাহ তা'আলার বাণী— حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ الخ (অর্থাৎ, তোমাদের জন্য তোমাদের মাতা ও কণ্যাগণকে হারাম করা হলো।)-এর অন্তর্ভুক্ত। এ মতানৈক্যের ওপর উভয় মাযহাবের মধ্যে কতগুলো খণ্ড মাসআলা নির্গত হয়। অর্থাৎ, ব্যভিচারীর কন্যাকে সে বিবাহ করলে [ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর নিকট] সহবাস বৈধ হবে, মোহর দিতে হবে, খোরপোশ দিতে হবে, একের ওপর অপরের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এ কন্যাকে বাহিরে আসা-যাওয়া হতে বিরত রাখার অধিকার ব্যভিচারীর থাকবে। (পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবে উল্লিখিত কোনোটিই শুদ্ধ নয়। কেননা, এখা[illegible]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الخ আয়াতটির পর্যালোচনা :

ইমাম শাফিয়ী (র.) আল্লাহ তা'আলার বাণী– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الخ-এর মধ্যে 'বানাত' বলতে সেসব কন্যা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন যাদের নসব বা বংশ দ্বারা তাদের পিতাদের সাথে সাব্যস্ত হয়েছে। আর যিনার দ্বারা যে কন্যা জন্ম হয়েছে, তার বংশ যিনাকারীর সাথে সাবেত হয় না। সুতরাং তাকে যিনাকারী বিবাহ করতে পারে। আমরা হানাফীগণ বলে থাকি যে, অভিধানে কন্যা বলা হয়, যে পিতার বীর্য হতে জন্ম হয়েছে; চাই তার বংশ ঐ পিতার সাথে সাথে সাব্যস্ত হোক আর না হোক। বংশ সাব্যস্ত কন্যাকে কন্যা বলা কন্যার রূপক অর্থ بنات শব্দটিকে রূপক অর্থ হতে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করাই উত্তম। কাজেই উল্লিখিত আয়াত দ্বারা সকল প্রকার কন্যাদেরকে বিবাহ করা হারাম হওয়া সাবেত হয়ে যাবে। চাই সে কন্যার নসব সাবেত হোক আর না হোক। সুতরাং যিনার দ্বারা জন্ম নেওয়া কন্যার সাথে যখন বিবাহ করা হারাম হবে তখন তাকে বিবাহ করার পর তার সাথে সহবাসও হালাল হবে না এবং মোহর ও নফকা ওয়াজিব হবে না। এমন ধরনের বিবাহে স্বামী-স্ত্রী একজনের মৃত্যু হলে অপরজন মৃতের ওয়ারিশ হবে না। বিবাহের পর যদি এ কন্যা বাহিরে আসা-যাওয়া করতে চায়, তবে যিনাকারী তাকে স্ত্রী হিসেবে বাধা দিতে পরবে না। কেননা, বিবাহ সহীহ না হওয়ার কারণে এই কন্যা যিনাকারীর স্ত্রী হয়নি; বরং বিবাহের পরও পরনারী হিসেবে থেকে গেছে। যেমন– পরনারীকে পরপুরুষ বাহিরে আসা-যাওয়া করতে বাধা দিতে পারবে না। কাজেই প্রকৃত ও রূপক অর্থে ব্যবহৃত بنات শব্দটিকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করে আমরা আয়াতের অর্থ নির্ধারণ করে থাকি। আর ইমাম শাফিয়ী (র.) بنات শব্দটিকে রূপক অর্থে ব্যবহার করে অর্থ নির্ধারণ করেন, যা আমরা বিশুদ্ধ মনে করি না। কেননা, কন্যার বংশ সাব্যস্ত হওয়া অবস্থায় যেমনিভাবে পিতার সাথে আংশিকতার সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়, তেমনিভাবে বংশ সাব্যস্ত না হওয়া অবস্থায়ও আংশিকতার সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়। আর এ আংশিকতার সম্পর্কের কারণেই মানুষের জন্য তার اصل এবং فرع বিবাহ করা হারাম। কাজেই যিনার কন্যা বিবাহ করাও হারাম হবে।

وَمِنْهَا أَنَّ أَحَدَ الْمُحْتَمَلَيْنِ إِذَا أَوْجَبَ تَخْصِيْصًا فِى النَّصِّ دُوْنَ الْاٰخَرِ فَالْحَمْلُ عَلٰى مَالَا يَسْتَلْزِمُ التَّخْصِيْصَ أَوْلٰى مِثَالُهٗ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى "أَوْلَامَسْتُمُ النِّسَاءَ" فَالْمُلَامَسَةُ لَوْحُمِلَتْ عَلَى الْوِقَاعِ كَانَ النَّصُّ مَعْمُوْلًا بِهٖ فِىْ جَمِيْعِ صُوَرِ وُجُوْدِهٖ وَلَوْ حُمِلَتْ عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ كَانَ النَّصُّ مَخْصُوْصًا بِهٖ فِىْ كَثِيْرٍ مِنَ الصُّوَرِ فَإِنَّ مَسَّ الْمَحَارِمِ وَالطِّفْلَةِ الصَّغِيْرَةِ جِدًّا غَيْرُ نَاقِضٍ لِلْوُضُوْءِ فِىْ أَصَحِّ قَوْلَيِ الشَّافِعِىْ (رح) وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْاَحْكَامُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ إِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَدُخُوْلِ الْمَسْجِدِ وَصِحَّةِ الْإِمَامَةِ وَلُزُوْمِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَتَذَكُّرِ الْمَسِّ فِىْ أَثْنَاءِ الصَّلٰوةِ-

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْهَا পদ্ধতিসমূহের আরেকটি হলো أَنَّ أَحَدَ الْمُحْتَمَلَيْنِ নিশ্চয় সম্ভাব্য দু অর্থের একটি إِذَا أَوْجَبَ যখন একটি খাস করা আবশ্যক হয় تَخْصِيْصًا যখন একটি খাস করা আবশ্যক হয় فِى النَّصِّ নসের মধ্যে دُوْنَ الْاٰخَرِ দ্বিতীয়টি এরূপ আবশ্যক হয় না فَالْحَمْلُ অতঃপর নসকে ব্যবহার করা عَلٰى مَالَا يَسْتَلْزِمُ التَّخْصِيْصَ ঐ অর্থের উপর যে অর্থের নসকে ব্যবহার করার মধ্যে বিশিষ্ট কারণ আবশ্যকীয় হয় না أَوْلٰى উত্তম مِثَالُهٗ তার উদাহরণ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী– أَوْلَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ অথবা তোমরা নারীদেরকে স্পর্শ কর فَالْمُلَامَسَةُ অতঃপর স্পর্শকে لَوْ حُمِلَتْ যদি ব্যবহার করা হয় عَلَى الْوِقَاعِ সহবাস অর্থে كَانَ النَّصُّ নসের ওপর আমল করা হবে فِىْ جَمِيْعِ صُوَرِ وُجُوْدِهٖ স্পর্শ করার সকল ক্ষেত্রে مَعْمُوْلًا بِهٖ وَلَوْ حُمِلَتْ আর যদি ব্যবহার করা হয় عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ হাত দ্বারা স্পর্শ করার ওপর كَانَ النَّصُّ مَخْصُوْصًا بِهٖ নস তার সাথে

শিশু কন্যাকে স্পর্শ করা غَيْرُ نَاقِضٍ لِلْوُضُوْءِ অজু ভঙ্গকারী নয় فِيْ أَصَحِّ قَوْلِ الشَّافِعِيْ (رح) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দুটি উক্তির সহীহ উক্তিতে وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ -এর থেকে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক মাসয়ালা নির্গত হয় عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ উভয় মাযহাবের মতভেদের উপর ভিত্তি করে مِنْ إِبَاحَةِ الصَّلٰوةِ সালাত বৈধ হওয়া وَمَسِّ الْمُصْحَفِ কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা وَدُخُوْلِ الْمَسْجِدِ মসজিদে প্রবেশ করা وَصِحَّةِ الْإِمَامَةِ ইমামতি বৈধ হওয়া وَلُزُوْمِ التَّيَمُّمِ তায়াম্মুম আবশ্যক হওয়া عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ পানি না পাওয়ার সময় وَتَذَكُّرِ الْمَسِّ স্পর্শের কথা মনে হওয়া فِيْ أَثْنَاءِ الصَّلٰوةِ সালাতের মধ্যে।

সরল অনুবাদ : নাসের মর্ম উদঘাটনের দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, যদি নাসের দু'টি অর্থের মধ্যে একটি অর্থ নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন হয়, আর দ্বিতীয়টি এরূপ না হয়, তখন নসকে সে অর্থেই ব্যবহার করা উত্তম, যা নসের মধ্যে নির্দিষ্টকরণ আবশ্যক করে না। উহার উদাহরণ আল্লাহর বাণী— أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর মধ্যে রয়েছে। যদি স্পর্শ (মুলামাসাত)-কে সহবাস অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে স্পর্শ পাওয়া যাওয়ার সব কয়টি অবস্থাতেই নসের ওপর আমল করা যাবে। আর যদি হাত দ্বারা স্পর্শ করা বুঝায়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে নসটিকে নির্দিষ্ট করতে হবে। কেননা, মুহাররাম স্ত্রীলোকদেরকে স্পর্শ করা, ছোট শিশু কন্যাকে স্পর্শ করা দ্বারা অজু নষ্ট হবে না। এটাই ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর দু'টি মতের মধ্যে বিশুদ্ধতম মত। এ মতানৈক্যের ভিত্তিতে উভয় মাযহাবের মধ্যে কয়েকটি খণ্ড মাসআলা নির্গত হয়। তথা সালাত বৈধ হওয়া, কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করা, ইমামতি বৈধ হওয়া, পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম ওয়াজিব হওয়া এবং সালাতের মধ্যে স্ত্রী স্পর্শের ঘটনা মনে হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নারীকে স্পর্শ করার ব্যাপারে মূলনীতি :

قَوْلُهُ فَالْمُلَامَسَةُ لَوْ حُمِلَتْ الخ : নস দ্বারা এমন অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়, যা দ্বারা বাক্যের কোনো অংশ বর্জিত হয়; ঐ অর্থ প্রকৃত হোক বা রূপক হোক। এ মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা (হানাফীগণ) বলি, পবিত্র কুরআনের আয়াত أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ -এর মধ্যে মুলামাসাত (স্পর্শ) দ্বারা সহবাস বুঝায়। সুতরাং সহবাসের সর্বাবস্থায় তথা স্ত্রীর সাথে সহবাস হোক, অথবা অপরিচিতার সাথে হোক, অথবা মুহাররামার সাথে হোক অজু নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (র.) মুলামাসাত (স্পর্শ) দ্বারা স্ত্রীর ওপর হাত লাগানো অর্থ গ্রহণ করেছেন। এ কথার ভিত্তিতে মুলামাসাতের কোন অবস্থায় ওযূ নষ্ট হবে এবং কোনো অবস্থায় অজু নষ্ট হবে না। অতএব, এ সমস্ত নারীদের গায়ে হাত লাগানো যাদেরকে বিবাহ করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয় এবং শিশু মেয়েদের গায়ে হাত লাগালে ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর নিকটও অজু ভঙ্গ হয় না। মুলামাসাত দ্বারা যদি হাত লাগানো অর্থ নেওয়া হয়, তাহলে কোনো কোনো অবস্থায় 'নস'-এর ওপর আমল পরিত্যক্ত হয়, যা নাজায়েজ। এতে নস্‌কে কিছু অংশের জন্য নির্দিষ্ট করা লাযেম আসে। আর এ জন্যই আমরা (হানাফীগণ) মুলামাসাত দ্বারা সহবাস অর্থ গ্রহণ করেছি।

قَوْلُهُ مَعْمُوْلًا بِهِ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাত দ্বারা একটি اعتراض করে তার জবাব প্রদান করা হয়েছে।

تَقْرِيْرُ الْاِعْتِرَاضِ :

ملامسة শব্দের আভিধানিক অর্থ– হাত দ্বারা স্পর্শ করা। সহবাস করা তার রূপক অর্থ। আর হানীফীদের পূর্বের সূত্র অনুসারে শব্দকে তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করাই উচিত। অথচ আয়াতে মুলামাসাতে তারা মুলামাসাত শব্দকে রূপক অর্থে ব্যববহার করেছেন। সুতরাং শাফিয়ীদের পক্ষ হতে হানাফীদের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে, হানাফীগণ কিভাবে তাদের নীতি পরিবর্তন করে প্রকৃত অর্থ গ্রহণের পরিবর্তে রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন।

اَلْجَوَابُ الْمُفْحِمُ لِحَلِّ الْاِعْتِرَاضِ :

এর জবাব হলো, যেখানে হাকীকী অর্থ গ্রহণ করলে নসের ওপর আমল করতে অসুবিধা সৃষ্টি না হয় সেখানে হাকীকী অর্থই গ্রহণ করা উত্তম; আর যেখানে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ নসের ওপর আমল পরিত্যক্ত হয় সেখানে মাজাযী অর্থ গ্রহণই উত্তম।

মোদ্দাকথা, যে অর্থ গ্রহণ করলে নসের মধ্যে তাখসীস লাযেম আসে তা বর্জন করতে হবে এবং যা দ্বারা নসের মধ্যে নির্দিষ্টকরণ অবশ্যম্ভাবী না হয়, তাই করা উত্তম হবে।

قَوْلُهُ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْاَحْكَامُ الخ-এর আলোচনা :

উপরোক্ত মতবাদের ভিত্তিতে আহনাফ ও শাফিয়ীদের মাধ্যে কতগুলো মাসআলাতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, অজু করার পর স্ত্রীকে স্পর্শ করলে অজু নষ্ট হবে না। সুতরাং এ অজু দ্বারা সালাত পড়া, কুরআন স্পর্শ করা, মসজিদে প্রবেশ করা এবং ইমামতি করা বৈধ। আর ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, যেহেতু স্পর্শ দ্বারা অজু ভঙ্গ হয়ে যায়, সুতরাং ঐ অজু দ্বারা উল্লিখিত কোনো কার্য সম্পন্ন করা বৈধ হবে না।

স্ত্রীকে স্পর্শ করার পর পানি না পাওয়া গেলে ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, তায়াম্মুম করা ওয়াজিব হবে। কেননা, তাঁর মতে স্পর্শ দ্বারা অজু নষ্ট হয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তায়াম্মুম করা ওয়াজিব নয়। কেননা তাঁর মতে, স্পর্শ দ্বারা অজু নষ্ট হয় না।

অনুরূপভাবে সালাতের মধ্যে স্ত্রী স্পর্শের ঘটনা মনে হলে ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে সালাত ভঙ্গ হবে। কেননা, তার পূর্বের অজু এখন বহাল নেই। আর ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে, সালাত ভঙ্গ হবে না। কেননা, তার পূর্বের অজু এখনও বহাল রয়েছে।

وَمِنْهَا اَنَّ النَّصَّ اِذَا قُرِئَ بِقِرَاءَتَيْنِ اَوْ رُوِىَ بِرِوَايَتَيْنِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِ عَلٰى وَجْهٍ يَكُوْنُ عَمَلًا بِالْوَجْهَيْنِ اَوْلٰى مِثَالُهُ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى "وَاَرْجُلَكُمْ" قُرِئَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْمَغْسُوْلِ وَبِالْخَفْضِ عَطْفًا عَلَى الْمَمْسُوْحِ فَحُمِلَتْ قِرَاءَةُ الْخَفْضِ عَلٰى حَالَةِ التَّخْفِيْفِ وَقِرَاءَةُ النَّصْبِ عَلٰى حَالَةِ عَدَمِ التَّخْفِيْفِ وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى قَالَ الْبَعْضُ جَوَازُ الْمَسْحِ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى "حَتّٰى يَطْهُرْنَ" قُرِئَ بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيْفِ فِيْمَا اِذَا كَانَ اَيَّامُهَا عَشَرَةً وَبِقِرَاءَةِ التَّشْدِيْدِ فِيْمَا اِذَا كَانَ اَيَّامُهَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ وَعَلٰى هٰذَا قَالَ اَصْحَابُنَا اِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِاَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ وَطْئُ الْحَائِضِ حَتّٰى تَغْتَسِلَ لِاَنَّ كَمَالَ الطَّهَارَةِ يَثْبُتُ بِالْاِغْتِسَالِ وَلَوِانْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشَرَةِ اَيَّامٍ جَازَ وَطْيُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ لِاَنَّ مُطْلَقَ الطَّهَارَةِ ثَبَتَ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ</u> : وَمِنْهَا আর (নসের মর্ম উদঘাটনের) পদ্ধতিসমূহের মধ্যে থেকে আরেকটি হলো اَنَّ النَّصَّ নিশ্চয় নস اِذَا قُرِئَ যখন পড়া হয় بِقِرَاءَتَيْنِ দুটি কেরাতে اَوْ رُوِىَ অথবা বর্ণনা করা হয় بِرِوَايَتَيْنِ দুটি বর্ণনায় كَانَ الْعَمَلُ بِهِ তার সাথে আমল করা عَلٰى وَجْهٍ এমনভাবে (যাতে) يَكُوْنُ عَمَلًا আমল হয়ে যায় بِالْوَجْهَيْنِ উভয়ের সাথে اَوْلٰى উত্তম مِثَالُهُ তার উদাহরণ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীতে وَاَرْجُلَكُمْ এবং তোমাদের পাসমূহ (ধৌত কর) قُرِئَ (একে) পড়া হয় بِالنَّصْبِ যবরের সাথে عَطْفًا عَلَى الْمَغْسُوْلِ ধৌত করা অঙ্গগুলোর ওপর আত্ফ করে وَبِالْخَفْضِ এবং জারের সাথে (পড়া হয়) عَطْفًا عَلَى الْمَمْسُوْحِ মসেহ করার অঙ্গের ওপর আত্ফ করে فَحُمِلَتْ অতঃপর প্রয়োগ করা হবে قِرَاءَةُ الْخَفْضِ জরের কেরাতকে عَلٰى حَالَةِ التَّخْفِيْفِ মোজা পরাবস্থায় وَقِرَاءَةُ النَّصْبِ এবং যবরের কেরাতকে عَلٰى حَالَةِ عَدَمِ التَّخْفِيْفِ মোজাহীন অবস্থায় وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى আর এ অর্থের ভিত্তিতে قَالَ الْبَعْضُ কোনো কোনো আলেম বলেন جَوَازُ الْمَسْحِ মৌজা মসহের বৈধতা ثَبَتَ প্রমাণিত হয়েছে بِالْكِتَابِ কুরআন মাজীদ দ্বারা وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপ قَوْلُهُ تَعَالٰى আল্লাহর তা'আলার বাণী– حَتّٰى يَطْهُرْنَ قُرِئَ পড়া হয়েছে بِالتَّشْدِيْدِ তাশদীদের সাথে

وَبِالتَّخْفِيْفِ এবং সাকিনের সাথে فَيُعْمَلُ অতঃপর আমল করা হবে بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيْفِ সাকিন কেরাতের সাথে فِيْمَا ঐ সময়ে إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا যখন হায়েযের দিনসমূহ হয় عَشَرَةً দশদিন وَبِقِرَاءَةِ التَّشْدِيْدِ এবং তাশদীদ কেরাতের উপর আমল করা হবে فِيْمَا ঐ সময়ে إِذَا كَانَ أَيَّامُهَا যখন হায়েযের দিনসমূহ হয় دُوْنَ الْعَشَرَةِ দশদিনের চেয়ে কম وَعَلَى هٰذَا আর এ নীতির ভিত্তিতে قَالَ أَصْحَابُنَا আমাদের (হানাফী মাযহাবের) আলেমগণ বলেন إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ যখন হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে যায় لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ দশ দিনের কম সময়ে لَمْ يَجُزْ وَطْئُ الْحَائِضِ ঋতুস্রাব বিশিষ্টার সাথে সঙ্গম বৈধ হবে না حَتّٰى تَغْتَسِلَ যতক্ষণ না সে গোসল করে لِأَنَّ كَمَالَ الطَّهَارَةِ কেননা পূর্ণ পবিত্রতা يَثْبُتُ সাব্যস্ত হয় بِالْاِغْتِسَالِ গোসলের দ্বারা وَلَوِ انْقَطَعَ دَمُهَا আর যদি তার রক্ত বন্ধ হয়ে যায় لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ দশদিন পূর্ণ হওয়ার পর جَازَ وَطْئُهَا (তবে) তার সাথে সঙ্গম বৈধ قَبْلَ الْغُسْلِ গোসলের পূর্বে لِأَنَّ مُطْلَقَ الطَّهَارَةِ কেননা, সাধারণ পবিত্রতা ثَبَتَ সাব্যস্ত হয়েছে بِانْقِطَاعِ الدَّمِ রক্ত বন্ধ হওয়ার দ্বারা।

সরল অনুবাদ : কোনো নস্ যদি দুই কিরাআতে পাঠ করা হয় অথবা দুই ধরনের শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়, তবে উক্ত নস (আয়াত ও হাদীস)-এর ওপর এমনভাবে আমল করা উত্তম, যাতে উভয় কেরাত ও উভয় বর্ণনার ওপর আমল হয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَأَرْجُلَكُمْ -কে ধৌত করার অঙ্গসমূহের সাথে যুক্ত করে যবর যোগে পাঠ করা হয় এবং মাসহ করার অঙ্গসমূহের সাথে যুক্ত করে যের যোগে পাঠ করা হয়। ফলে দু'টির উপর আমল করে যের-এর কেরাতকে মোজা পরা অবস্থায় আর যবর-এর কেরাতকে মোজাবিহীন অবস্থার উপর গণ্য করা হয়। এ মর্মে কেউ কেউ বলেন যে, মোজার ওপর মাসহ করা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। অনুরূপ কুরআন মাজীদের حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ আয়াতটিকে (ه অক্ষরটিতে) তাশদীদসহ এবং তাশদীদ ছাড়াও পাঠ করা হয়ে থাকে। তাশদীদ ছাড়া কেরাতকে স্ত্রীলোকদের ঐ অবস্থায় গ্রহণ করা হবে, যে অবস্থায় ঋতুকাল ১০ দিন হবে, আর তাশদীদসহ কেরাতকে ঋতুকাল ১০ দিনের কম অবস্থায় ধরা হবে। এ নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের হানাফী ইমামগণ বলেন যে, যদি কোনো স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব ১০ দিনের কমে বন্ধ হয়ে যায়, তখন গোসলের পূর্বে তার সাথে সহবাস করা জায়েজ হবে না। কেননা, গোসলের দ্বারা তার পূর্ণ পবিত্রতা অর্জিত হবে। আর ঋতুস্রাব ১০দিনের পর বন্ধ হলে গোসলের পূর্বেও সহবাস করা বৈধ হবে। কারণ, রক্তস্রাব বন্ধের দ্বারা مطلق তাহারাত অর্জিত হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দুই কিরাআতে পঠিত আয়াত ও দুই ধরনের শব্দে বর্ণিত হাদীস প্রসঙ্গ :

قَوْلُهُ إِنَّ النَّصَّ إِذَا قُرِئَ بِقِرَاءَتَيْنِ أَوْ رُوِيَ بِرِوَايَتَيْنِ الخ : অজু সম্বন্ধীয় আয়াত –فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -এর মধ্যে وَأَرْجُلَكُمْ শব্দটি وُجُوْهَكُمْ -এর সাথে যুক্ত করে যবর এবং برءوسكم -এর সাথে সংযুক্ত করে যের সহকারেও পড়া হয়ে থাকে। ফলে যবরের কেরাত অনুযায়ী পা অজুর সময় ধৌত করতে হয়, আর যের-এর কিরাআত অনুযায়ী মাসহ করতে হয়। তাই আমাদের ইমামগণ মোজা বিশিষ্ট লোকের জন্য যের-এর কেরাত আর মোজাবিহীন লোকের জন্য যবর -এর কিরাআত, এ দুই অর্থে দুই কিরাআতকে ধরে নেন। এখন আয়াতের অর্থ হয়, যার পায়ে মোজা নেই সে অজু করার সময় উভয় পা ধৌত করবে। আর যার পায়ে মোজা আছে, সে অজুর সময় উভয় পা মাসহ করবে। এভাবে কেরাতের ওপর আমল করা হবে।

قَوْلُهُ حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ الخ আয়াতাংশটির ব্যাখ্যা :

আল্লাহর বাণী– وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطَّهَّرْنَ আয়াতে يطهرن শব্দ তাশদীদ যোগে ও তাশদীদ ছাড়া উভয় প্রকারের পড়া জায়েজ। তাশদীদ যোগ হলে অর্থ হবে, "তোমরা ঋতুবতীর সাথে সহবাস কর না, যতক্ষণ না তারা উত্তমরূপে পবিত্র হয়।" আর তাশদীদ ছাড়া হলে অর্থ হবে, "তোমরা ঋতুবতীর সাথে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সহবাস কর না।" শুধুমাত্র হায়েয বন্ধ হলেই পবিত্রতা অর্জিত হয়। আর উত্তমভাবে পবিত্র হওয়ার অর্থ হায়েয বন্ধ হওয়ার পর গোসল করে পবিত্র হওয়া।

এ নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ইমামগণ বলেন, যদি কোনো স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব দশ দিনের কমে বন্ধ হয়ে যায়, তখন গোসলের পূর্বে তার সাথে সহবাস করা জায়েজ হবে না। কেননা, গোসলের দ্বারা তার পূর্ণ পবিত্রতা অর্জিত হবে। তাশদীদযুক্ত কেরাতটি এ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে দশ দিনের পর ঋতুস্রাব বন্ধ হলে গোসলের পূর্বেও সহবাস করা বৈধ। কারণ, দশদিন পূর্ণ হয়ে রক্তস্রাব

وَلِهٰذَا قُلْنَا لَوْ اِنْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِعَشَرَةِ اَيَّامٍ فِىْ اٰخِرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ تَلْزَمُهَا فَرِيْضَةُ الْوَقْتِ وَاِنْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا تَغْتَسِلُ فِيْهِ وَلَوِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِاَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ فِىْ اٰخِرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ وَاِنْ بَقِىَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارُ مَا تَغْتَسِلُ فِيْهِ وَتُحَرِّمُ لِلصَّلٰوةِ لَزِمَتْهَا الْفَرِيْضَةُ وَاِلَّا فَلَا ثُمَّ نَذْكُرُ طُرُقًا مِنَ التَّمَسُّكَاتِ الضَّعِيْفَةِ لِيَكُوْنَ ذٰلِكَ تَنْبِيْهًا عَلٰى مَوَاضِعِ الْخَلَلِ فِىْ هٰذَا النَّوْعِ مِنْهَا اَنَّ التَّمَسُّكَ بِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ لِاِثْبَاتِ اَنَّ الْقَىْءَ غَيْرُ نَاقِضٍ ضَعِيْفٌ لِاَنَّ الْاَثَرَ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْقَىْءَ لَايُوْجِبُ الْوُضُوْءَ فِى الْحَالِ وَلَا خِلَافَ فِيْهِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِىْ كَوْنِهِ نَاقِضًا-

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِهٰذَا আর এ কারণে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اِذَا যদি اِنْقَطَعَ বন্ধ হয়ে যায় دَمُ الْحَيْضِ হায়েযের রক্ত لِعَشَرَةِ اَيَّامٍ দশ দিন পূর্ণ হয়ে فِىْ اٰخِرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ সালাতের শেষ সময়ে تَلْزَمُهَا فَرِيْضَةُ الْوَقْتِ সে ওয়াক্তের সালাত অপরিহার্য হবে وَاِنْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْوَقْتِ যদি সময় না থাকে مَا تَغْتَسِلُ فِيْهِ গোসল করার মতো সময় وَلَوِ انْقَطَعَ دَمُهَا আর যদি হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে যায় لِاَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে فِىْ اٰخِرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ সালাতের শেষ সময়ে اِنْ بَقِىَ مِنَ الْمِقْدَارِ যদি এ পরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকে مَا تَغْتَسِلُ فِيْهِ যে সময়ে সে গোসল করতে পারে وَتُحَرِّمُ لِلصَّلٰوةِ এবং সালাতের জন্য তাহরীমা বলতে পারে لَزِمَتْهَا الْفَرِيْضَةُ তবে ঐ ওয়াক্তের ফরজ সালাত পড়া আবশ্যক وَاِلَّا فَلَا আর যদি এ পরিমাণ সময় না থাকে তবে ফরজ সালাত আদায় করা আবশ্যক হবে না ثُمَّ نَذْكُرُ তারপর আমরা উল্লেখ করব طُرُقًا কতগুলো পন্থত مِنَ التَّمَسُّكَاتِ الضَّعِيْفَةِ দুর্বল দলিলসমূহ থেকে لِيَكُوْنَ ذٰلِكَ যাতে করে উহা تَنْبِيْهًا সতর্কতা عَلٰى مَوَاضِعِ الْخَلَلِ ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষেত্রসমূহে فِىْ هٰذَا النَّوْعِ এ প্রকারে مِنْهَا তন্মধ্যে একটি হলো اَنَّ التَّمَسُّكَ নিশ্চয় দলিল গ্রহণ করা بِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ যা মহানবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, اَنَّهُ قَاءَ নিশ্চয় তিনি বমি করেছেন فَلَمْ يَتَوَضَّأْ কিন্তু তিনি অজু করেন নি لِاِثْبَاتِ প্রমাণ করার জন্য (যে,) اَنَّ الْقَىْءَ নিশ্চয় বমি غَيْرُ نَاقِضٍ অজু ভঙ্গকারী নয় ضَعِيْفٌ দুর্বল পদ্ধতি لِاَنَّ الْاَثَرَ কেননা হাদীস يَدُلُّ عَلٰى ইঙ্গিত করে (যে,) اَنَّ الْقَىْءَ নিশ্চয় বমি لَايُوْجِبُ ওয়াজিব করে না الْوُضُوْءَ অজুকে فِى الْحَالِ তাৎক্ষণিক وَلَا خِلَافَ فِيْهِ আর এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই وَاِنَّمَا الْخِلَافُ নিশ্চয় মতভেদ فِىْ كَوْنِهِ نَاقِضًا অজু ভঙ্গকারী হওয়ার ব্যাপারে।

সরল অনুবাদ : এ জন্যই আমরা বলি, যদি দশদিন পূর্ণ হয়ে সালাতের শেষ সময়ে ঋতুস্রাবের রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তখন গোসল করার সময় না থাকলেও মহিলাকে সে ওয়াক্তের সালাত কাযা করতে হবে। আর যদি দশদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সালাতের শেষ ওয়াক্তে রক্তস্রাব বন্ধ হয়, তখন যদি এতটুকু সময় থাকে যাতে গোসল করে সালাতের জন্য তাহরীমা বলতে পারে, তখন ঐ ওয়াক্তের ফরজ সালাত পড়া তার কর্তব্য। আর যদি এ পরিমাণ সময়ও না থাকে, তবে ফরজ সালাত আদায় করা কর্তব্য হবে না।

এখন আমরা দলিল পেশ করার কতগুলো দুর্বল পন্থার কথা উল্লেখ করবো, যাতে ইহা দলিল পেশ করার ত্রুটিপূর্ণ স্থানগুলোর প্রতি সতর্কতা দান করে। তন্মধ্যে একটি হলো, "বমি করা অজু ভঙ্গকারী নয়।" এটা প্রমাণ করার জন্য "রাসূল ﷺ বমি করেছেন অথচ তিনি অজু করেননি।" হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা দুর্বল পন্থা। কেননা, হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বমি করা তাৎক্ষণিকভাবে অজু করাকে অপরিহার্য করে না। আর এ ব্যাপারে

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلِهٰذَا قُلْنَا لَوِانْقَطَعَ الخ -এর আলোচনা :

এখানে ঋতুস্রাব বন্ধের পরবর্তী সালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঋতুবতী কোনো নারীর যদি দশদিন পূর্ণ হয়ে কোনো এক সালাতের এমন শেষ সময়ে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায় যে, স্ত্রীলোকটি ঐ সময়ের মধ্যে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করত সালাতের জন্য প্রস্তুত হতে পারে না, তথাপি তার ঐ সময়ের সালাত কাযা করতে হবে। আর যদি দশদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সালাতের শেষ সময়ে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার নিকট যদি এতটুকু সময় থাকে, যাতে সে গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারে, তখন ঐ ওয়াক্তের সালাত পড়া তার উপর ফরজ। আর যদি তাকবীরে তাহরীমা বলারও সময় না থাকে, তবে এ সময়ের সালাত কাযা করা কর্তব্য হবে না। কেননা, যদি দশ দিন পূর্ণ হবার পূর্বেই রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে তাতে নারীর এ পরিমাণ পবিত্রতা অর্জিত হয় না, যাতে তার ওপর সালাত ফরজ হতে পারে; বরং এ পরিমাণ পবিত্রতা অর্জিত হবে গোসল করার পরে। অতএব, তার ওপর ঐ সময়ের সালাত ফরজ হওয়ার জন্য এতটুকু সময় থাকতে হবে, যাতে সে গোসল করে অন্তত তাকবীরে তাহরীমাটুকু বলতে পারে। কিন্তু যদি দশদিন পূর্ণ হওয়ার পর রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে রক্ত বন্ধ হতেই তার এ পরিমাণ পবিত্রতা অর্জিত হবে, যাতে তার উপর সালাত ফরজ হতে পারে। সুতরাং এ অবস্থায় সালাত ফরয হওয়ার জন্য গোসল ইত্যাদির সময় পাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

قَوْلُهٗ اِنَّ التَّمَسُّكَ بِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ الخ -এর আলোচনা :

উক্ত ইবারাতে মুসান্নিফ (র.) দলিল পেশ করার একটি দুর্বল পন্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম পদ্ধতিটি হলো, হাদীসে বর্ণিত আছে— اَنَّهٗ ﷺ قَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বমি করলেন অথচ অজু করেননি। এ হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করতে গিয়ে ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, বমি অজু ভঙ্গকারী নয়। গ্রন্থকার বলেন, এ দলিল দুর্বল। কেননা, এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, নবী করীম ﷺ বমি করার সাথে সাথে হয়তো অজু করেননি। এর ভিত্তিতে বলা যায় না যে, বমি অজু ভঙ্গের কারণ নয়। হতে পারে রাসূল ﷺ বমির পর যখন সালাতের সময় আসছিল, তখন অজু করেছিলেন। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত দলিল পেশকারী [অর্থাৎ, ইমাম শাফিয়ী (রা.)] এটা প্রমাণ করতে না পারবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বমির পরে সালাতের জন্যও অজু করেননি, ততক্ষণ পর্যন্ত বমি অজু ভঙ্গের কারণ নয় বলে প্রমাণিত হবে না। অথচ ইমাম তিরমিযী এবং হাকিম (র.) হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, বমির পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ অজু করেছেন।

وَكَذٰلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ" لِاِثْبَاتِ فَسَادِ الْمَاءِ بِمَوْتِ الذُّبَابِ ضَعِيْفٌ لِاَنَّ النَّصَّ يُثْبِتُ حُرْمَةَ الْمَيْتَةِ وَلَاخِلَافَ فِيْهِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِىْ فَسَادِ الْمَاءِ وَكَذٰلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ "حُتِّيْهِ ثُمَّ اُقْرُصِيْهِ ثُمَّ اغْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ" لِاِثْبَاتِ اَنَّ الْخَلَّ لَايُزِيْلُ النَّجَسَ ضَعِيْفٌ لِاَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِىْ وُجُوْبَ غَسْلِ الدَّمِ بِالْمَاءِ فَيَتَقَيَّدُ بِحَالِ وُجُوْدِ الدَّمِ عَلَى الْمَحَلِّ وَلَاخِلَافَ فِيْهِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِىْ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ بَعْدَ زَوَالِ الدَّمِ بِالْخَلِّ وَكَذٰلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ "فِىْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ" لِاِثْبَاتِ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْقِيْمَةِ ضَعِيْفٌ لِاَنَّهٗ يَقْتَضِىْ وُجُوْبَ الشَّاةِ وَلَا خِلَافَ فِيْهِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِىْ سُقُوْطِ الْوَاجِبِ بِاَدَاءِ الْقِيْمَةِ ـ

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَكَذَالِكَ আর অনুরূপ التَّمَسُّكُ দলিল পেশ করা بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা حُرِّمَتْ হারাম করা হয়েছে عَلَيْكُمُ তোমাদের ওপর الْمَيْتَةُ মৃত জন্তু لِاِثْبَاতِ فَسَادِ الْمَاءِ পানি নাপাক হওয়া সাব্যস্ত করার জন্য بِمَوْتِ الذُّبَابِ মাছি মারা যাওয়ার দ্বারা لِاَنَّ النَّصَّ কেননা নসটি يُثْبِتُ সাব্যস্ত করে حُرْمَةَ الْمَيْتَةِ মত জন্তু হারাম হওয়া وَلَاخِلَافَ فِيْهِ আর এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই وَاِنَّمَا الْخِلَافُ নিশ্চয় মতভেদ

بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي فَسَادِ الْمَاءِ পানি অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে وَكَذٰلِكَ তদ্রূপ التَّمَسُّكُ দলিল পেশ করা রাসূল ﷺ -এর বাণী দ্বারা حُتِّيْهِ হায়েযের রক্তকে ঘসে ফেল ثُمَّ اقْرُصِيْهِ তারপর একে টোকা দাও ثُمَّ اغْسِلِيْهِ তারপর একে ধৌত কর بِالْمَاءِ পানি দ্বারা لِاِثْبَاتِ প্রমাণ করার জন্য (যে,) اَنَّ الْخَلَّ নিশ্চয় সিরকা لَا يُزِيْلُ النَّجَسَ নাপাক দূর করতে পারে না ضَعِيْفٌ দুর্বল لِاَنَّ الْخَبَرَ কেননা, হাদীসটি يَقْتَضِيْ কামনা করে وُجُوْبَ غُسْلِ الدَّمِ রক্ত ধৌত করা ওয়াজিব হওয়া بِالْمَاءِ পানি দ্বারা فَيَتَقَيَّدُ অতঃপর তা সীমাবদ্ধ থাকবে بِحَالِ وُجُوْدِ الدَّمِ রক্ত পাওয়া যাওয়ার অবস্থার সাথে عَلَى الْمَحَلِّ সে স্থানে وَلَا خِلَافَ فِيْهِ আর এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই وَاِنَّمَا الْخِلَافُ নিশ্চয় মতানৈক্য فِي الطَّهَارَةِ الْمَحَلِّ স্থান পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে بَعْدَ زَوَالِ الدَّمِ রক্ত দূরীভূত করার পরে بِالْخَلِّ সিরকা দ্বারা وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপ التَّمَسُّكُ দলিল গ্রহণ করা بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ -এর বাণী দ্বারা فِيْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ চল্লিশটি ছাগলে একটি ছাগল যাকাত দিতে হয় لِاِثْبَاتِ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ বৈধ না হওয়া প্রমাণ করা الْقِيْمَةِ মূল্য প্রদান করা ضَعِيْفٌ দুর্বল لِاَنَّهُ يَقْتَضِيْ কেননা তা কামনা করে وُجُوْبَ الشَّاةِ ছাগল ওয়াজিব হওয়া وَلَا خِلَافَ فِيْهِ আর এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই وَاِنَّمَا الْخِلَافُ নিশ্চয় মতভেদ فِيْ سُقُوْطِ الْوَاجِبِ ওয়াজিব রহিত হওয়ার ব্যাপারে بِاَدَاءِ الْقِيْمَةِ মূল্য আদায় করার দ্বারা।

সরল অনুবাদ ঃ অনুরূপভাবে পানিতে পড়ে মাছি মারা গেলে পানি নষ্ট হয়ে যায়। এটা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার বাণী— حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (তোমাদের জন্য মৃতদেহকে অবৈধ করা হয়েছে।)-কে দলিল হিসেবে পেশ করাও দুর্বল পন্থা। কারণ, নসটি প্রমাণ করে যে, মৃতুদেহ অবৈধ। আর এ ব্যাপারে তো কোনো দ্বিমত নেই। দ্বিমত হলো তা দ্বারা পানি নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে।

অনুরূপ রাসূল ﷺ-এর বাণী— حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ ثُمَّ اغْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ (হে আয়িশা! তুমি হায়েযের রক্তকে প্রথমে ঘর্ষণ কর, অতঃপর ঝেড়ে ফেল, পরে উহাকে পানি দ্বারা ধৌত কর।) দ্বারা এ কথা প্রমাণের জন্য দলিল পেশ করা যে, সিরকা নাপাক দূর করতে পারে না; অতি দুর্বল পন্থা। কেননা, হাদীসটি রক্তকে পানি দ্বারা ধৌত করা বুঝাচ্ছে। তবে তা সে স্থানে আরো রক্ত লেগে থাকা অবস্থার সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে, এতে কারো দ্বিমত নেই। হ্যাঁ, এ বিষয় দ্বিমত রয়েছে যে, সিরকা দ্বারা রক্ত দূরীভূত করা হলে স্থানটি পাক হবে কিনা।

অনুরূপ নবী করীম ﷺ-এর ইরশাদ— "চল্লিশটি ছাগলে একটি ছাগল" দ্বারা এ কথার দলিল গ্রহণ করা দুর্বল পন্থা যে, ছাগলের পরিবর্তে কোনো লোক তার মূল্য আদায় করলে চলবে না। কেননা, হাদীসটির উদ্দেশ্য হলো চল্লিশটিতে একটি ওয়াজিব করা। আর এতে কারোও ভিন্ন মত নাই। তবে মূল্য আদায় করলে ওয়াজিব আদায় হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى "حُرِّمَتْ الخ"-এর আলোচনা :

এখানে আল্লাহর বাণী— حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ-এর থেকে দলিল বের করার পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী— حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ -এর সাথে কোনো কোনো শাফিয়ী মতাবলম্বীগণ এ মর্মে দলিল গ্রহণ করেন যে, এ نص দ্বারা মৃত প্রাণী হালাল হওয়া জানা গেল। আর যে বস্তু মানহীন হওয়া সত্ত্বেও হারাম হয়ে থাকে উহা নাপাকই হয়ে থাকে। সুতরাং মৃত মাছিও নাপাক। কেননা, তার হারাম হওয়া মানসম্পন্ন হওয়ার কারণে নয়। কাজেই মৃত মাছি পানিতে পড়লে কিংবা পানিতে মরে গেলে পানি অপবিত্র হয়ে যায়। কেননা, নাপাক পড়লে পানি অপবিত্র হয়ে যায়। গ্রন্থকার (র.) বলেন, এরূপ দলিল গ্রহণ একটি দুর্বল পদ্ধতি। কেননা, অপবিত্র হওয়ার জন্য কেবল মানহীন হওয়া সত্ত্বেও হারাম হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং শরীরে রক্ত প্রবাহিত হওয়া এবং শরিয়ত পদ্ধতিতে সেই রক্ত বের করা না হওয়াও শর্ত। আর মাছি ইত্যাদির শরীরে প্রবাহিত রক্ত থাকে না। কাজেই মরার পর তা অপবিত্রও হয় না এবং উহার মরাতে পানিও অপবিত্রতা হয় না। এ ছাড়া অপবিত্র হওয়ার জন্য কেবল হারাম হওয়া যথেষ্ট নয়। অতএব, মাটি তো হারাম, অথচ তাতে পানি নাপাক হয় না। সুতরাং মাছিও হারাম কিন্তু অপবিত্র নয়।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ (ع) حُتِّيْهِ الخ -এর আলোচনা :

এখানেও হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। নবী কারীম ﷺ হায়েযের রক্ত সম্পর্কে আম্মাজান হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-কে বললেন, তুমি প্রথমে উহা খুঁটে ফেল, তার পর ঘর্ষণ করে ফেল, অতঃপর পানি দ্বারা ধৌত করে ফেল। এ হাদীস হতে দলিল গ্রহণ পূর্বক ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, সিরকা ইত্যাদি প্রবাহিত বস্তু দ্বারা কোনো অপবিত্র বস্তু পবিত্র হয় না। কেননা, নবী কারীম ﷺ অপবিত্রতা দূর করার জন্য পানি ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন। যদি পানির পরিবর্তে সিরকা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, তবে নবী কারীম ﷺ -এর এ আদেশ বর্জন করা আবশ্যক হয়ে পড়বে।

আমরা হানাফীগণ বলে থাকি, যে বস্তুর সাথে রক্ত ইত্যাদি অপবিত্র বস্তু লেগে গেছে, তাকে পবিত্র করার জন্য পানি দ্বারা ধৌত করা ওয়াজিব হওয়াকে আমরা মেনে থাকি। তাতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু মতভেদ হলো এ কথায় যে, যদি কোনো ব্যক্তি সিরকা ব্যবহার করে নাজাসাত দূর করে ফেলে, তবে সেই পবিত্র অপবিত্র হয়ে যাবে কিনা? উল্লিখিত হাদীসটি এ সম্পর্কে নীরব। কিন্তু নাপাক জিনিসকে পানি দ্বারা ধৌত করার উদ্দেশ্যও হলো নাজাসাত দূর করা। সুতরাং এ উদ্দেশ্য যদি সিরকা ইত্যাদি প্রবাহিত পবিত্র বস্তু দ্বারা হাসিল হয়ে যায়, তবে পবিত্র না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

قَوْلُهُ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ (ع) "فِىْ اَرْبَعِيْنَ الخ -এর আলোচনা :

উক্ত ইবারতের মাধ্যমে মহানবী ﷺ -এর বাণী— فِىْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ -এর দ্বারা দলিল গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নবী কারীম ﷺ -এর বাণী— فِىْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ দ্বারা দলিল গ্রহণ পূর্বক যাকাত আদায় সম্পর্কে ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, প্রতি চল্লিশ বকরির মধ্যে একটি বকরি যাকাতরূপে আদায় করার স্থলে যদি একটি বকরির মূল্য দিয়ে দেয়, তবে যাকাত আদায় হবে না। কেননা, নবী করীম ﷺ বকরি প্রদান করার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। আমরা হানাফীগণ বলে থাকি, প্রতি চল্লিশ বকরিতে একটি বকরি যাকাতরূপে ওয়াজিব হওয়া সর্বসম্মত কথা। আর একটি বকরি দেওয়ার অবস্থায় যাকাত আদায় হয়ে যাওয়ার কথাও সর্বসম্মত। তবে বকরি না দিয়ে মূল্য দিলে যাকাত আদায় হবে কিনা? এ ব্যাপারে নস্ নীরব। আর যাকাত দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রদের অভাব মোচন করা। মূল্য আদায় করলে এই উদ্দেশ্য আরো ভালভাবে লাভ হয়। সুতরাং মূল্য দ্বারা যাকাত আদায় না হওয়ার কোনো কারণই নেই।

وَكَذٰلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالٰى "وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ" لِاِثْبَاتِ وُجُوْبِ الْعُمْرَةِ اِبْتِدَاءً ضَعِيْفٌ لِاَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِىْ وُجُوْبَ الْاِتْمَامِ وَذٰلِكَ اِنَّمَا يَكُوْنُ بَعْدَ الشُّرُوْعِ وَلَاخِلَافَ فِيْهِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِىْ وُجُوْبِهَا اِبْتِدَاءً وَكَذٰلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لَاتَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَلَاالصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ" لِاِثْبَاتِ اَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَايُفِيْدُ الْمِلْكَ ضَعِيْفٌ لِاَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِىْ تَحْرِيْمَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَاخِلَافَ فِيْهِ وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِىْ ثُبُوْتِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপ التَّمَسُّكُ দলিল গ্রহণ করা بِقَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণী وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ আর তোমরা হজ ও ওমরা পূর্ণ কর لِلّٰهِ আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে لِاِثْبَاتِ وُجُوْبِ الْعُمْرَةِ ওমরা ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত করার জন্য اِبْتِدَاءً প্রথম পর্যায়ে ضَعِيْفٌ দুর্বল لِاَنَّ النَّصَّ কেননা নসটি يَقْتَضِىْ কামনা করে وُجُوْبَ الْاِتْمَامِ পূর্ণ করা ওয়াজিব হওয়া وَذٰلِكَ আর উহা اِنَّمَا يَكُوْنُ بَعْدَ الشُّرُوْعِ শুরু করার পর হয় وَلَاخِلَافَ فِيْهِ আর তাতে কোনো মতভেদ নেই وَاِنَّمَا الْخِلَافُ নিশ্চয় মতভেদ فِىْ وُجُوْبِهَا ওমরা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে اِبْتِدَاءً প্রথম হতে وَكَذٰلِكَ তদ্রূপ التَّمَسُّكُ দলিল গ্রহণ করা بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ -এর বাণী দ্বারা لَاتَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ তোমরা এক দিরহামকে বিক্রি করো না بِالدِّرْهَمَيْنِ দু দিরহামের পরিবর্তে وَلَا الصَّاعَ এবং এক

সা'কে বিক্রি করো না بِالصَّاعَيْنِ দু সার পরিবর্তে لِإِثْبَاتِ প্রমাণ করার জন্য أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ নিশ্চয় ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় لَايُفِيْدُ الْمِلْكَ মালিকানার ফায়দা দেয় না ضَعِيْفٌ দুর্বল لِأَنَّ النَّصَّ কেননা নসটি يَقْتَضِى কামনা করে تَحْرِيْمَ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয় হারাম হওয়া لَاخِلَافَ فِيْهِ এতে কোনো মতভেদ নেই وَإِنَّمَا الْخِلَافُ নিশ্চয় মতভেদ فِىْ ثُبُوْتِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهٖ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে।

সরল অনুবাদ ঃ অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী— "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ এবং ওমরা পুরা কর।" এর সাথে প্রথম পর্যায়ে ওমরা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করার জন্য দলিল গ্রহণ করা দুর্বল। কেননা, এ নস ওমরা শুরু করার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হওয়াকে চায়। এতে কারো দ্বিমত নেই। মতভেদ হলো কেবল ওমরা প্রাথমিকভাবে ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে। অনুরূপভাবে নবী কারীম ﷺ-এর বাণী— "তোমরা এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে এবং এক সা'কে দুই সা'-এর বিনিময়ে বেচাকেনা কর না।" এর দ্বারা ফাসিদ বেচাকেনার মধ্যে মালিকানা স্থাপিত না হওয়ার প্রমাণ করার জন্য দলিল গ্রহণ করা দুর্বল। কেননা, এ নস ফাসিদ বেচাকেনা হারাম হওয়া চাচ্ছে। এতে কারো দ্বিমত নেই। মতভেদ রয়েছে কেবল ফাসিদ বেচাকেনার মধ্যে দ্রব্যের ওপর ক্রেতার দখল করার পর মালিকানা স্থাপিত হওয়া আর না হওয়ার ব্যাপার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَوْلُهٗ كَذٰلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَاَتِمُّوْا الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারাতের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে হজের ন্যায় ওমরাও ওয়াজিব কিনা সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, হজের মতো ওমরাও প্রাথমিকভাবে ওয়াজিব। দলিলরূপে اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ পেশ করেন। তিনি বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হজ এবং ওমরা উভয়কে اتموا। আমরের সীগাহ দ্বারা উল্লেখ করেন। সুতরাং উভয়ের হুকুম একই হবে। হজ প্রাথমিকভাবেই ওয়াজিব, অতএব ওমরাও প্রাথমিকভাবেই ওয়াজিব হবে। কিন্তু আমরা হানাফীগণ বলে থকি যে, ওমরা প্রাথমিকভাবে সুন্নত ওয়াজিব নয়। অবশ্য যে ওমরা শুরু করা হয়েছে, তা পুরা করা ওয়াজিব। কেননা, শুরু করার পর সকল নফল ইবাদতই ওয়াজিব হয়ে যায়। আর উল্লিখিত আয়াত দ্বারাও পরিজ্ঞাত হলো যে, ওমরাকে শুরু করার পর পুরা করা আবশ্যক। কেননা, اتمام বা পুরা করা হয় শুরু করার পর, শুরু করার আগে নয়। আর এতে কারো দ্বিমতও নেই। আমরাও শুরু করার পর اتمام বা পুরা করা ওয়াজিব বলে থাকি। তবে মতভেদ হলো শুরু করার পূর্বে ওমরা পালন করা ওয়াজিব না সুন্নত। উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, ওমরা প্রাথমিকভাবে অর্থাৎ শুরু করার আগেই ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিব হওয়ার দলিল গ্রহণ করা দুর্বল।

قَوْلُهٗ اِنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাতের মাধ্যমে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের দ্রব্য কবজা করার মাধ্যমে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় কিনা? সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে, এক টাকাকে দুই টাকার বিনিময়ে, এক সা'কে দুই সা'-এর বিনিময়ে, এক সেরকে দুই সেরের বিনিময়ে বেচাকেনা করা শাফিয়ী মাযহাব মতে ও আমাদের হানাফী মাযহাব মতে ফাসিদ বেচাকেনা, এতে কারো দ্বিমত নেই। দ্বিমত হচ্ছে ফাসিদ বেচাকেনায় ক্রেতার দখল হওয়ার পর ক্রেতার মালিকানা স্থাপিত হয় কিনা। হানাফীগণ মালিকানা স্থাপিত হওয়ার পক্ষপাতি। আর শাফিয়ীগণ মালিকানা স্থাপিত না হওয়ার পক্ষপাতি। তারা দলিল গ্রহণ করেন নবী কারীম ﷺ -এর বাণী— لَاتَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ দ্বারা। হাদীস খানি দ্বারা ফাসিদ বেচাকেনা হারাম হওয়া জানা গেল। কোনো হারাম নিয়ামতের মালিকানা লাভ হবার মাধ্যম হতে পারে না। কাজেই ফাসিদ বেচাকেনায়ও মালিকানার নিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না।

আমরা বলে থাকি যে,এ হাদীস হতে এটুকু জানা গেল যে, ফাসিদ বেচাকেনা হারাম, এতে কারো দ্বিমত নেই। আর হারাম বেচাকেনা দ্বারা দখল করার পরও ক্রেতা দ্রব্যের মালিক না হওয়ার কথা এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় না। আর মতভেদ এতে যে, আমরা মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষপাতি। আর শাফিয়ীগণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষাপাতি নয়। কাজেই তাঁদের এ দলিল গ্রহণ পদ্ধতি দুর্বল হবে।

وَكَذٰلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "اَلَا لَاتَصُوْمُوْا فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ" لِاِثْبَاتِ اَنَّ النَّذْرَ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ لَايَصِحُّ ضَعِيْفٌ لِاَنَّ النَّصَّ يَقْتَضِىْ حُرْمَةَ الْفِعْلِ وَلَاخِلَافَ فِىْ كَوْنِهِ حَرَامًا وَاِنَّمَا الْخِلَافُ فِىْ اِفَادَةِ الْاَحْكَامِ مَعَ كَوْنِهِ حَرَامًا وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ لَاتُنَافِىْ تَرَتُّبَ الْاَحْكَامِ فَاِنَّ الْاَبَ لَوْ اِسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ اِبْنِهٖ يَكُوْنُ حَرَامًا وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ لِلْاَبِ وَلَوْ ذَبَحَ شَاةً بِسِكِّيْنٍ مَغْصُوْبَةٍ يَكُوْنُ حَرَامًا وَيَحِلُّ الْمَذْبُوْحُ وَلَوْغَسَلَ الثَّوْبَ النَّجَسَ بِمَاءٍ مَغْصُوْبٍ يَكُوْنُ حَرَامًا وَيَطْهُرُ بِهِ الثَّوْبُ وَلَوْوَطِئَ اِمْرَأَةً فِىْ حَالَةِ الْحَيْضِ يَكُوْنُ حَرَامًا وَيَثْبُتُ بِهٖ اِحْصَانُ الْوَطْئِ وَيَثْبُتُ الْحِلُّ لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذٰلِكَ আর তদ্রূপ اَلتَّمَسُّكُ দলিল গ্রহণ করা بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ-এর বাণী দ্বারা اَلَا সাবধান لَاتَصُوْمُوْا তোমরা রোজা রেখো না فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ এ সকল দিনে فَاِنَّهَا কেননা এগুলো اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ পানাহার ও সহবাস করার দিন لِاِثْبَاتِ প্রমাণ করার জন্য اَنَّ النَّذْرَ নিশ্চয় মানত করা بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ কুরবানির দিন রোযা রাখার لَايَصِحُّ শুদ্ধ নয় ضَعِيْفٌ দুর্বল لِاَنَّ النَّصَّ কেননা নসটি يَقْتَضِىْ কামনা করে حُرْمَةَ الْفِعْلِ কাজটি (রোজা) হারাম হওয়া وَلَا خِلَافَ فِىْ كَوْنِهِ حَرَامًا আর ঐ দিন রোজা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কারো মতভেদ নেই وَاِنَّمَا الْخِلَافُ নিশ্চয় মতভেদ فِىْ اِفَادَةِ الْاَحْكَامِ বিধানসমূহ প্রবর্তিত হওয়ার ক্ষেত্রে مَعَ كَوْنِهِ حَرَامًا তার হারাম হওয়া সত্ত্বেও وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ আর কাজ হারাম হওয়া لَاتُنَافِىْ নিষেধ করে না تَرَتُّبَ الْاَحْكَامِ বিধানসমূহ প্রবর্তিত হওয়াকে عَلَيْهِ তার ওপর فَاِنَّ الْاَبَ কেননা পিতা لَوْ اِسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ اِبْنِهٖ যদি তার ছেলের দাসীর সাথে সঙ্গম করে সন্তান জন্ম দেয় يَكُوْنُ حَرَامًا কাজটি হারাম হবে وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ لِلْاَبِ (তবে) পিতার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হবে لَوْ ذَبَحَ شَاةً যদি কেউ একটি ছাগল জবাই করে بِسِكِّيْنٍ مَغْصُوْبَةٍ ছিনতাইকৃত ছুরি দ্বারা يَكُوْنُ حَرَامًا তা হারাম হবে وَيَحِلُّ الْمَذْبُوْحُ (কিন্তু) জবাইকৃত জন্তু খাওয়া হালাল হবে وَلَوْ غَسَلَ الثَّوْبَ النَّجَسَ কেউ যদি অপবিত্র কাপড় ধৌত করে بِمَاءٍ مَغْصُوْبٍ ছিনতাইকৃত পানি দ্বারা يَكُوْنُ حَرَامًا কাজটি হারাম হবে وَيَطْهُرُ بِهِ الثَّوْبُ তবে-এর দ্বারা কাপড় পবিত্র হবে لَوْ وَطِئَ اِمْرَأَةً যদি কেউ স্ত্রী সঙ্গম করে فِىْ حَالَةِ الْحَيْضِ হায়েয অবস্থায় يَكُوْنُ حَرَامًا তবে তা হারাম হবে وَيَثْبُتُ بِهٖ اِحْصَانُ الْوَاطِئِ কিন্তু সঙ্গমকারী মুহসিন বলে গণ্য হবে وَيَثْبُتُ الْحِلُّ এবং (স্ত্রী লোকটি) হালাল হওয়া প্রমাণিত হবে لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ প্রথম স্বামীর জন্য।

সরল অনুবাদ : অনুরূপভাবে মহানবী ﷺ-এর বাণী— "সাবধান! তোমরা এ দিনগুলোতে সাওম রেখো না। কেননা, এগুলো পানাহার ও সহবাসের দিন।" দ্বারা কুরবানির দিনসমূহে সাওম রাখার মানত করলে তা শুদ্ধ না হওয়ার ওপর দলিল পেশ করা দুর্বল পন্থা। কেননা, নসটির উদ্দেশ্য হলো এ দিনসমূহে সাওম পালন করাকে হারাম করা। আর এ দিনসমূহে সাওম হারাম হওয়ার বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। তবে হারাম হওয়া সত্ত্বেও এ সাওমের বিধান কার্যকর হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। অবশ্য কোনো কার্য হারাম হওয়া তার ওপর পরবর্তী বিধান প্রবর্তন হওয়ার

পরিপন্থী নয়। কেননা পিতা যদি তার সন্তানের ক্রীতদাসীর সাথে সহবাস করে তার সন্তান জন্মায়, তবে এ কাজটি পিতার জন্য হারাম হলেও উহা দ্বারা ক্রীতদাসীতে পিতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। তেমনিভাবে লুণ্ঠিত ছুরি দিয়ে যদি ছাগল জবাই করা হয়, তবে কার্যটি হারাম হলেও জবাইকৃত প্রাণীটি হালাল হবে। তেমনি যদি অপহৃত পানি দ্বারা অপবিত্র কাপড় ধৌত করা হয়, তবে কার্যটি হারাম হওয়া সত্ত্বেও কাপড়টি যথাযথই পাক হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি স্ত্রীর সাথে হায়েযা অবস্থায় সহবাস করে, তবে কার্যটি হারাম হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সহবাস দ্বারা সহবাসকারী পুরুষ লোকটি 'মুহসিন'রূপে গণ্য হবে এবং স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল প্রমাণিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ (ع) اَلَا لَاتَصُوْمُوْا الخ-এর আলোচনা :

মুসান্নিফ (র.) এ ইবারতের মাধ্যমে নিষিদ্ধ দিনগুলোতে সাওমের মানত করলে তার কি বিধান? সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মহানবী ﷺ-এর বাণী– اَلَا لَاتَصُوْمُوْا فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ فَاِنَّهَا اَيَّامُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ (সাবধান! তোমরা এ দিনগুলোতে সাওম রেখ না। কেননা, এ দিনগুলো পানাহার ও সহবাসের দিন।) দ্বারা দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিন সর্বমোট পাঁচদিন সাওম রাখা হারাম প্রমাণিত হয়েছে। আর এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তবে কুরবানির দিনসমূহে সাওম রাখার মানত করলে তা করা শুদ্ধ হবে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। শাফিয়ীদের মতে, এ দিনগুলোতে সাওম রাখার মানত করা শুদ্ধ নয়। তাঁরা উক্ত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। হানাফীগণ বলেন, কুরবানির দিনসমূহে সাওম রাখার মানত করা শুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে এ হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করা দুর্বল পন্থা। কেননা, হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ দিনগুলোতে সাওম রাখা হারাম। আর এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু দ্বিমত রয়েছে এতে যে, হারাম হওয়া সত্ত্বেও এ সাওমের হুকুম কার্যকর হবে কিনা? হানাফীদের মতে, হুকুম কার্যকর হবে অর্থাৎ হারাম হওয়া সত্ত্বেও যদি সাওম রাখে, তবে সাওম আদায়কারী গুনাহগার হবে সত্য; কিন্তু এ সাওমের দ্বারা তার নির্দিষ্ট মানত পূর্ণ হবে। কেননা, কোনো কার্য হারাম হওয়া তার ওপর পরবর্তী বিধান প্রবর্তন হওয়ার পরিপন্থী নয়। আর ইসলামি শরিয়তে এর বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। যেমন– পিতার পক্ষে পুত্রের বাঁদির সাথে সহবাস করে উম্মে ওয়ালাদ করা হারাম। কিন্তু হারাম কার্যটি শরয়ী হুকুমের কাজ দিতেছে। অর্থাৎ, এর দ্বারাও পিতা বাঁদিটির মালিক হয়ে যাবে, আর ছেলেকে উহার মূল্য আদায় করবে। তাকে যিনার শাস্তি দেওয়া চলবে না।

অনুরূপ লুণ্ঠিত ছুরি দ্বারা জবাই করা হারাম; কিন্তু এ কাজটি জবাইকৃত জন্তু তক্ষণকে হালাল করে দেয়। অনুরূপ লুণ্ঠনপূর্বক দখলকৃত পানি দ্বারাও অপবিত্র কাপড় ধৌত করা হারাম হলেও ধৌত কাপড়টি পাক হবে। অনুরূপ স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুর সময় তার সাথে সহবাস করা হারাম; কিন্তু কোনো লোক সহবাস করলে তাকে 'মুহসিন' গণ্য করা হবে। আর স্ত্রী প্রথম স্বামীর তিন তালাক প্রাপ্ত হলে ঐ সহবাসের পর প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে।

মোটকথা, উক্ত সাত প্রকারের দলিল-প্রমাণকে আমাদের ইমামগণ দুর্বল মনে করেন; অথচ ইমাম শাফিয়ী (র.) এগুলোকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে বিভিন্ন মাসআলার মধ্যে পরস্পর ভিন্ন মত দেখা দিয়েছে।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১. نص দ্বারা মর্ম উদঘাটনের পদ্ধতি কয়টি ও কি কি? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। (দাঃ পঃ ১৯৬৪ইং)

২. تمسكات ضعيفة কাকে বলে? তার দ্বারা কোন্ কোন্ মুজতাহিদ দলিল গ্রহণ করেছেন। বিস্তারিত বর্ণনা করা।

৩. দশ দিনের কম সময়ে ঋতুবতী মহিলার রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে তার সাথে সহবাস করা ও তার সালাতের বিধান কি?

৪. যে ব্যক্তি যিনার দ্বারা জন্ম হওয়া কন্যাকে বিবাহ করল তার বিধান কি?

৫. আল্লাহর বাণী– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ-এর দ্বারা লিখক কি বুঝাতে চেয়েছেন? বিস্তারিত লিখ।

৬. ওমরা ওয়াজিব না সুন্নত? এতে ইমামদের মতামত কি? উসূল সহকারে আলোচনা কর।

৭. যখন কোনো আয়াত দুই কেরাতে বা কোনো হাদীস দুই বর্ণনায় বর্ণিত হয় তাতে উপকারিতা কি? উপমাসহ ব্যাখ্যা কর।

فَصْلٌ فِيْ تَقْرِيْرِ الْحُرُوْفِ الْمَعَانِيْ : اَلْوَاوُ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ وَقِيْلَ اِنَّ الشَّافِعِيْ (رحـ) جَعَلَهُ لِلتَّرْتِيْبِ وَعَلٰى هٰذَا وَجَبَ التَّرْتِيْبُ فِيْ بَابِ الْوُضُوْءِ قَالَ عُلَمَائُنَا اِذَا قَالَ لِاِمْرَأَتِهِ اِنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا وَعَمْرًوا فَانْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْ عَمْرًوا ثُمَّ زَيْدًا طُلِّقَتْ وَلَايُشْتَرَطُ فِيْهِ مَعْنَى التَّرْتِيْبِ وَالْمُقَارَنَةِ وَلَوْ قَالَ اِنْ دَخَلْتِ هٰذِهِ الدَّارَ وَهٰذِهِ الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ فَدَخَلَتِ الثَّانِيَةَ ثُمَّ دَخَلَتِ الْاُوْلٰى طُلِّقَتْ قَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) اِذَا قَالَ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ وَاَنْتِ طَالِقٌ تُطَلَّقُ فِى الْحَالِ وَلَوْاقْتَضٰى ذٰلِكَ تَرْتِيْبًا لِتَرَتُّبِ الطَّلَاقِ بِهِ عَلَى الدُّخُوْلِ وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ تَعْلِيْقًا لَا تَنْجِيْزًا -

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْوَاوُ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ - واو অক্ষরটি সাধারণভাবে একত্রিকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয় وَقِيْلَ কেউ কেউ বলেছেন اِنَّ الشَّافِعِيْ নিশ্চয় ইমাম শাফিয়ী (র.) جَعَلَهُ واو কে নির্ধারণ করেছেন لِلتَّرْتِيْبِ ক্রম বিন্যাসের জন্য وَعَلٰى هٰذَا আর-এর উপর ভিত্তি করে وَجَبَ التَّرْتِيْبُ তারতীবকে (ক্রমবিন্যাসকে) ওয়াজিব করেছেন فِيْ بَابِ الْوُضُوْءِ অজুর ক্ষেত্রে وَقَالَ عُلَمَائُنَا আমাদের (হানাফী মাযহাবের) আলেমগণ বলেন اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِاِمْرَأَتِهِ স্বীয় স্ত্রীকে اِنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا وَعَمْرًوا যদি তুমি যায়েদ এবং আমরের সাথে কথা বল فَانْتِ طَالِقٌ তবে তুমি তালাক فَكَلَّمَتْ عَمْرًوا অতঃপর সে আমরের সাথে (প্রথমে) কথা বলেছে ثُمَّ زَيْدًا তারপর যায়েদের সাথে কথা বলেছে طُلِّقَتْ সে তালাক প্রাপ্তা হবে وَلَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ এক্ষেত্রে শর্ত থাকবে না مَعْنَى التَّرْتِيْبِ وَالْمُقَارَنَةِ তারতীব (ক্রম বিন্যাস) ও সংযুক্তির অর্থের وَلَوْ قَالَ আর যদি সে বলে اِنْ دَخَلْتِ هٰذَا الدَّارَ وَهٰذِهِ الدَّارَ যদি তুমি এ ঘরে এবং ঐ ঘরে প্রবেশ কর فَانْتِ طَالِقٌ তবে তুমি তালাক فَدَخَلَتِ الثَّانِيَةُ অতঃপর সে দ্বিতীয় ঘরে (প্রথমে) প্রবেশ করেছে ثُمَّ دَخَلَتِ الْاُوْلٰى তারপর প্রথম ঘরে প্রবেশ করেছে طلقت (তবে) সে তালাক প্রাপ্তা হবে قَالَ مُحَمَّدٌ رحـ ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে اِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ وَاَنْتَ طَالِقٌ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর এবং তুমি তালাক تُطَلَّقُ فِى الْحَالِ (তবে) তাৎক্ষণিকভাবে সে তালাক প্রাপ্তা হবে وَلَوْ اِقْتَضٰى ذٰلِكَ تَرْتِيْبًا যদি واو অক্ষরটি ক্রম বিন্যাসকে কামনা করতো لِتَرَتُّبِ الطَّلَاقِ بِهِ عَلَى الدُّخُوْلِ (তবে) ঘরে প্রবেশের উপর তালাকের হুকুম নির্ভরশীল হতো وَيَكُوْنُ ذَالِكَ আর বাক্যটি ব্যবহৃত হতো تَعْلِيْقًا শর্ত হিসেবে لاتنجيزا শর্তহীনভাবে নয় (তাৎক্ষণিকভাবে তালাক পতিত হওয়ার অর্থে নয়)।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : অর্থবোধক বর্ণসমূহের আলোচনায়। واو বর্ণটি সাধারণত একত্রিকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়েছে, ইমাম শাফিয়ী (র.) তাকে তারতীব বা ক্রমবিন্যাসের অর্থে ব্যবহার করেছেন। সে কারণে তাঁর মতে অজুর মধ্যে তারতীব ওয়াজিব। আমাদের হানাফী ইমামগণ বলেন, যদি কোনো লোক তার স্ত্রীকে (আরবী ভাষায়) বলে— ان كَلَّمْتِ زَيْدًا وَعَمْرًوا فَانْتِ طَالِقٌ (যদি তুমি যায়েদ এবং আমর-এর সাথে কথা বল, তবে তুমি তালাক।) তখন স্ত্রী যদি আমর-এর সাথে কথা বলে পরে যায়েদের সাথে কথা বলে, তবে তালাক হবে। তারতীব ও মুকারানাত (সংযুক্ত) কোনো কিছুই শর্ত থাকবে না। তদ্রূপ যদি কেউ বলে— اِنْ دَخَلْتِ هٰذِهِ الدَّارَ وَهٰذِهِ الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ (যদি তুমি এ ঘরে এবং ঐ ঘরে প্রবেশ কর, তবে তুমি তালাক প্রাপ্তা।) তখন স্ত্রীলোকটি দ্বিতীয় ঘরে প্রথমে প্রবেশ করে পরে প্রথম ঘরে প্রবেশ করলেও তালাক হবে। ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেন, যদি কোনো লোক বলে— اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ وَاَنْتِ طَالِقٌ (যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর, অথচ তুমি তালাক।) তখন তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হবে। واو হরফটির মধ্যে যদি তারতীব বা পর পর হওয়ার কোনো অর্থ থাকত, তাহলে প্রবেশের উপর তালাকের হুকুম নির্ভরশীল হত; ফলে বাক্যটি তখন শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হত, তানজীয বা

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ فِىْ تَقْرِيْرِ حُرُوْفِ الْمَعَانِى-এর আলোচনা :

অর্থের বিবেচনায় আরবি বর্ণসমূহ দু'টি ভাগে বিভক্ত: (১) কিছু বর্ণ এমন রয়েছে যা শুধু শব্দ গঠনের কাজ করে। সেগুলোকে হুরূফে হিজা (هجا) বা মাবানী (مبانى) বলা হয়। (২) কতক বর্ণ এমন রয়েছে যা কোনো একটা অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে হুরূফে মা'আনী বলা হয়।

হরফের নির্দিষ্ট অর্থ থাকলেও কোনো ইসমের সাথে মিলিত হওয়া ছাড়া সে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। মূলত দু'টি শব্দ বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য হরফের ব্যবহার হয়ে থাকে।

এ হরফগুলো যখন নিজেদের সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন বলা হয় হাকীকত (প্রকৃত), নতুবা মাজায (রূপক)। যেমন– فى হরফটি স্থান বা কালের অর্থে ব্যবহৃত হয়, এটাই তার প্রকৃত অর্থ এবং যদি على বা الى অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন হবে তার রূপক অর্থ।

قَوْلُهُ اَلْوَاوُ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ -এর আলোচনা :

اَلْحُرُوْفُ الْمَعَانِىْ -এর মধ্যে সর্বপ্রথম واو-এর আলোচনা কেন করা হলো :

হুরূফে মা'আনীর মধ্যে হুরূফে عاطفة রয়েছে এবং হুরূফে جارة ও রয়েছে; কিন্তু হুরূফে আতেফাই আম। কেননা, তারা ক্রিয়া ও বিশেষ্য উভয়ের উপর প্রবিষ্ট হয়। হুরূফে জার কেবল বিশেষ্যর উপরেই প্রবিষ্ট হয়। এ জন্য গ্রন্থকার হুরূফে আত্ফের আলোচনা সর্বাগ্রে এনেছেন এবং হুরূফে আতেফার মধ্যে واو – مفرد-এর স্থলাভিষিক্ত। কেননা, তা সাধারণত একত্রিকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং واو-এর তুলনায় অন্যগুলো مركب-এর মত। আর مفرد – مركب -এর উপর مقدم হওয়া চায়। এ জন্য গ্রন্থকার واو -এর আলোচনা সর্বপ্রথম করেছেন।

واو -এর অর্থের বর্ণনা :

واو হরফটি عطف ، جاره ، استيناف ও زائده ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ স্থলে গ্রন্থকার واو-এর অর্থ বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, সাধারনত একত্রিকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, واو শুধু معطوف ও معطوف شركت– عليه-এর উপর دلالة করে ترتيب বা مقارنة কিংবা تاخير-এর উপর دلالة করে না। যেমন, আমাদের কথা— جاءنى زيد وعمر -এর মধ্যে واو কেবল এ কথার উপর دليل যে, যায়েদ এবং আমর উভয় আসার মধ্যে শরিক, উভয় একত্রে এসেছে, কিংবা একের পর এক কাছাকাছি সময়ে এসেছে, কিংবা একের পর এক কিছু দেরীতে এসেছে। এ সব অর্থসমূহ হতে কোনো অর্থের উপর واو – دلالة কারী নয়।

قَوْلُهُ وَقِيْلَ اِنَّ الشَّافِعِى (رحـ) جَعَلَهُ الخ-এর আলোচান :

এখানে واو এর মধ্যে তারতীবের অর্থ পাওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের মধ্য হতে কোনো কোনো ওলামা বলেন– واو– ترتيب-এর فائده দেয়, কাজেই এ অর্থ অনুপাতে ইমাম শাফিয়ী (র.) অজুর মধ্যে ترتيب ফরয বলেন। কেননা, পবিত্র কুরআনে বারী তা'আলা– إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ-এর মধ্যে واو ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ কথার نسبت ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর প্রতি সহীহ নয়। কেননা, ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) অজুর মধ্যে ترتيب ফরয সাব্যস্ত করেন فا দ্বারা واو দ্বারা নয়। এ জন্য গ্রন্থকার দুর্বল صيغة – قيل দ্বারা এ কথাকে ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন।

قَوْلُهُ قَالَ عُلَمَائُنَا الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারত দ্বারা গ্রন্থকার হানাফি মাযহাবের বর্ণনা দিয়েছেন যে, আহনাফের মতে واو টি ترتيب -এর অর্থ দেয় না। আমাদের হানাফি মাযাহাবের ওলামাগণ বলেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে তুমি যদি যায়েদ এবং আমরের সাথে কথা বল, তবে তুমি তালাক। অতঃপর স্ত্রী আগে আমরের সাথে, তারপর যায়েদের সাথে কথা বলে তবুও তালাক হয়ে যাবে। যদি ترتيب -এর জন্য হত, তবে এ অবস্থায় স্ত্রী তালাক হত না। কেননা, স্ত্রী কথা বলার বেলায় স্বামীর ترتيب -এর বিপরীত করেছে। এমনিভাবে ঘরে প্রবেশ করার মাসআলাটিতেও লক্ষণীয়। যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে যে, إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ وَانْتِ طَالِقٌ (যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর এবং তুমি তালাক।) তাহলে তা তাৎক্ষণিকভাবেই তালাক হয়ে যাবে। আর যদি واو - ترتيب-এর فائده দিত, তাহলে ঘরে প্রবেশ করার আগে স্ত্রী তালাক হত না। আর এ বচন যদি তালাকের জন্য শর্ত হত, তৎক্ষণাৎ তালাক হয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ পাওয়া যেত না। অথচ ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ عبارة তালাক হয়ে যাওয়ার অর্থধারী عبارة স্থির করেছেন।

জ্ঞাতব্য : বিনা শর্তে তালাক দেওয়াকে تنجيز এবং শর্তযুক্ত করে تعليق দেওয়াকে তালাক বলে।

وَقَدْ يَكُوْنُ الْوَاوُ لِلْحَالِ فَتَجْمَعُ بَيْنَ الْحَالِ وَذِى الْحَالِ وَحِيْنَئِذٍ تُفِيْدُ مَعْنَى الشَّرْطِ مِثَالُهُ مَا قَالَ فِى الْمَاذُوْنِ اِذَا قَالَ لِعَبْدِهٖ اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا وَاَنْتَ حُرٌّ يَكُوْنُ الْاَدَاءُ شَرْطًا لِلْحُرِّيَّةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) فِى السِّيَرِ الْكَبِيْرِ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ لِلْكُفَّارِ اِفْتَحُوا الْبَابَ وَاَنْتُمْ اٰمِنُوْنَ لَايَأْمَنُوْنَ بِدُوْنِ الْفَتْحِ وَلَوْ قَالَ لِلْحَرْبِىِّ اِنْزِلْ وَاَنْتَ اٰمِنٌ لَا يَأْمَنُ بِدُوْنِ النُّزُوْلِ وَاِنَّمَا تُحْمَلُ الْوَاوُ عَلَى الْحَالِ بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ فَلَابُدَّ مِنْ اِحْتِمَالِ اللَّفْظِ عَلٰى ذٰلِكَ وَقِيَامِ الدَّلَالَةِ عَلٰى ثُبُوْتِهٖ كَمَا فِىْ قَوْلِ الْمَوْلٰى لِعَبْدِهٖ اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا وَاَنْتَ حُرٌّ فَاِنَّ الْحُرِّيَّةَ يَتَحَقَّقُ حَالَ الْاَدَاءِ وَقَامَتِ الدَّلَالَةُ عَلٰى ذٰلِكَ فَاِنَّ الْمَوْلٰى لَايَسْتَوْجِبُ عَلٰى عَبْدِهٖ مَالًا مَعَ قِيَامِ الرِّقِّ فِيْهِ وَقَدْ صَحَّ التَّعْلِيْقُ بِهٖ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَقَدْ يَكُوْنُ الْوَاوُ لِلْحَالِ - واو অক্ষরটি কখনো অবস্থা প্রকাশের অর্থে ব্যবহৃত হয় فَتَجْمَعُ بَيْنَ الْحَالِ وَذِى الْحَالِ তখন তা হাল ও যুলহাল (উভয়)-এর মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করে وَحِيْنَئِذٍ আর তখন تُفِيْدُ مَعْنَى الشَّرْطِ শর্তের অর্থ প্রদান করে مِثَالُهُ তার উদাহরণ مَا قَالَ فِى الْمَاذُوْنِ যা মনিব অনুমতিপ্রাপ্ত দাস প্রসঙ্গে বলেছে। اِذَا قَالَ لِعَبْدِهٖ যখন মনিব স্বীয় দাসকে বলে اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا وَاَنْتَ حُرٌّ তুমি আমাকে এক হাজার টাকা দাও, এ অবস্থায় তুমি আযাদ يَكُوْنُ الْاَدَاءُ আদা হবে شَرْطًا শর্ত لِلْحُرِّيَّةِ আযাদীর জন্য وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحـ ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন فِى السِّيَرِ الْكَبِيْرِ সিয়ারে কবীরের মধ্যে اِذَا قَالَ الْاِمَامُ ইমাম যখন বলে لِلْكُفَّارِ কাফিরদেরকে اِفْتَحُوا الْبَابَ দরজা খোল وَاَنْتُمْ اٰمِنُوْنَ এ অবস্থায় তোমরা নিরাপদ لَايَأْمَنُوْنَ তারা নিরাপদ হবে না بِدُوْنِ الْفَتْحِ দরজা খোলা ছাড়া وَلَوْ قَالَ অনুরূপ যদি কোনো দলনেতা বলে لِلْحَرْبِىِّ অমুসলিম যোদ্ধাকে اِنْزِلْ তুমি নিচে নেমে আস وَاَنْتَ اٰمِنٌ এমতাবস্থায় তুমি নিরাপদ لَايَأْمَنُ সে নিরাপদ হবে না بِدُوْنِ النُّزُوْلِ নিচে নেমে আসা ব্যতীত وَاِنَّمَا تُحْمَلُ الْوَاوُ আর واو অক্ষরটি ব্যবহার করা হয় عَلَى الْحَالِ হাল (অবস্থা)-এর অর্থে بِطَرِيْقِ الْمَجَازِ রূপকার্থে فَلَابُدَّ সুতরাং অত্যাবশ্যক مِنْ اِحْتِمَالِ اللَّفْظِ শব্দের সম্ভাবনা عَلٰى ذٰلِكَ রূপকার্থের উপর وَقِيَامُ الدَّلَالَةِ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত থাকা عَلٰى ثُبُوْتِهٖ রূপকার্থ সাব্যস্তের উপর كَمَا فِىْ قَوْلِ الْمَوْلٰى যেমন মনিবের উক্তিতে لِعَبْدِهٖ তার দাসকে লক্ষ্য করে اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا তুমি আমাকে এক হাজার টাকা প্রদান কর وَاَنْتَ حُرٌّ এ অবস্থায় তুমি আযাদ فَاِنَّ الْحُرِّيَّةَ অবশ্যই স্বাধীনতা يَتَحَقَّقُ বাস্তবায়িত হবে حَالَ الْاَدَاءِ আদায় করা অবস্থায় وَقَامَتِ الدَّلَالَةُ আর প্রমাণ বিদ্যমান عَلٰى ذٰلِكَ রূপকার্থ গ্রহণের পক্ষে فَاِنَّ الْمَوْلٰى নিশ্চয় মনিব لَايَسْتَوْجِبُ ওয়াজিব করতে পারেন عَلٰى عَبْدِهٖ স্বীয় দাসের উপর مَالًا [illegible] তার মধ্যে দাসত্ব বর্তমান থাকাবস্থায় وَقَدْ صَحَّ

সরল অনুবাদ : واو বর্ণটি কখনো হাল বা অবস্থা প্রকাশের অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন তা হাল ও যুলহালকে সংযুক্ত করে (অর্থাৎ, একই সময় উভয়টি বিদ্যমান থাকে) এবং শর্তের অর্থ প্রদান করে। যেমন— কোনো মনিব তার মাযূন (অর্থ- উপার্জন করার অনুমতি প্রাপ্ত) গোলামকে বলল– أَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتَ حُرٌّ (আমাকে এক হাজার টাকা দিলে তুমি আযাদ।) এখানে আযাদ হওয়ার জন্য এক হাজার টাকা আদায় করা শর্ত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'সিয়ারে কাবীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মুসলিম দলনেতা যদি কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে– اِفْتَحُوا الْبَابَ وَأَنْتُمْ آمِنُوْنَ (তোমরা দরজা খুললে নিরাপদ।) তবে দরজা না খোলা পর্যন্ত তারা নিরাপদ হবে না। অনুরূপ যদি কোনো দলনেতা শত্রু সৈন্যকে বলে— اِنْزِلْ وَأَنْتَ آمِنٌ (তুমি নিচে নেমে আসলে নিরাপদ।) তবে নিচে নেমে আসা ব্যতীত সে নিরপদ হবে না।

আর واو বর্ণটি হালের অর্থে ব্যবহার করা হয় রূপকভাবে। তাই শব্দের মধ্যে রূপক অর্থের সম্ভাবনা এবং রূপক অর্থ সাব্যস্ত হওয়ার সপক্ষে প্রমাণ থাকতে হবে। যেমন— মনিব তার দাসকে বলল–أَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتَ حُرٌّ (তুমি আমাকে এক হাজার টাকা প্রদান করলে তুমি আযাদ।) তখন হাজার টাকা আদায় পাওয়া যাওয়ার সময়ই আযাদ হওয়া সাব্যস্ত হবে। আর এখানে রূপক অর্থ গ্রহণের পক্ষেও প্রমাণ আছে। কেননা, দাসের মধ্যে দাসত্ব বর্তমান থাকা অবস্থায় মনিব তার উপর কিছুই ওয়াজিব করতে পারে না। আর দাসের সাথে এক হাজারের শর্তযুক্ত করা সহীহ। সুতরাং واو -কে হাল বা শর্তের অর্থে ব্যবহার করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُوْنُ لِلْحَالِ الخ -এর আলোচনা :

এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) واو -এর দ্বিতীয় অর্থটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–واو বর্ণটি একত্রিকরণের অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই তার প্রকৃত অর্থ। অবশ্য কখনো কখনো হালের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তবে এটা তার রূপক অর্থ। উভয় অর্থের মধ্যে সম্পর্কে হলো, প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী واو যেভাবে معطوف ও معطوف عليه -কে একত্র করে এখানেও তদ্রূপ হাল ও যুলহালের মধ্যে একত্রিত হওয়ার অর্থ পাওয়া যায়। কেননা, হাল অর্থের দিক দিয়ে যুলহালের সিফাত। আর মাওসূফ ও সিফাতের একত্রিত হওয়া সুস্পষ্ট। সুতরাং واو -এর প্রকৃত অর্থ ও রূপক অর্থের মধ্যে মিল পাওয়া গেল। واو টি যখন হালের অর্থের ব্যবহৃত হয়, তখন তাতে শর্তের অর্থ পাওয়া যাবে। গ্রন্থকার واو টি হালের অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার তিনটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন– (১) أَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتَ حُرٌّ (২) اِفْتَحُوا الْبَابَ وَأَنْتُمْ آمِنُوْنَ (৩) اِنْزِلْ وَأَنْتَ آمِنٌ

এ দৃষ্টান্ত তিনটিতে واو হালের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, বিভিন্ন কারণে واو একত্রিকরণের বা عطف -এর অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কারণ, প্রথম উদাহরণে واو বর্ণটি عطف -এর অর্থে ব্যবহৃত হলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়। হে দাস! তোমার উপর পূর্ব হতেই যে এক হাজার টাকা ওয়াজিব হয়ে রয়েছে তা প্রদান কর, আর তুমি আযাদ। অথচ দাস দাসত্বে থাকা অবস্থায় কোনো বস্তুর মালিক হতে পারে না; বরং সে ও তার সমস্ত কিছু মালিকেরই অধিকার। সুতরাং বাধ্য হয়েই এখানে واو-এর রূপক অর্থ গ্রহণ করে আযাদ হওয়াকে হাজার টাকা আদায়ের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদাহরণেও واو টি عطف -এর জন্য হতে পারে না। কেননা, প্রথমত এ অবস্থায় خبر-এর عطف হবে انشاء -এর উপর যা বৈধ নয়। দ্বিতীয়ত واو আতফের জন্য হলেও বক্তার অবরোধ বা যুদ্ধের মাঠে এ কথা বলার অর্থই হলো শর্তের সাথে যুক্ত করা। অন্যথায় অবরোধ বা যুদ্ধের কি কারণ থাকতে পারে?

واو -কে হালের অর্থে ব্যবহারের সূত্র :

واو বর্ণটি কখন হালের অর্থে ব্যবহৃত হবে, আর কখন হালের অর্থে ব্যবহৃত হবে না গ্রন্থকার উহার একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, واو -কে রূপক অর্থে তথা হালের অর্থে ব্যবহার করার জন্য দু'টি বিষয়ের প্রয়োজন— (ক) স্থান বা ক্ষেত্র রূপক অর্থের উপযোগী হওয়া, (খ) প্রকৃত অর্থে ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা থাকা এবং রূপক অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার প্রতি বাক্যের কোনো ইঙ্গিত থাকা।

যেমন– أَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتَ حُرٌّ বাক্যে واو টি প্রকৃত অর্থে তথা আতফের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং রূপক অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতও রয়েছে। কেননা, واو টি আতফের জন্য হলে তখন বাক্যের অর্থ হয়— হে দাস! তোমার উপর পূর্বেই যে এক হাজার ওয়াজিব রয়েছে তা প্রদান কর এবং তুমি আযাদ। অথচ দাস দাসত্বে থাকা অবস্থায় কোনো বস্তুর মালিক হতে পারে না; বরং সে এবং তার সমস্ত কিছু মালিকের অধিকারে থাকে। ফলে রূপক অর্থ না

وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ وَاَنْتِ مَرِيْضَةٌ اَوْمُصَلِّيَةٌ تُطَلَّقُ فِى الْحَالِ وَلَوْ نَوَى التَّعْلِيْقَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى لِاَنَّ اللَّفْظَ وَاِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ مَعْنَى الْحَالِ اِلَّا اَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ وَاِذَا تَاَيَّدَ ذٰلِكَ بِقَصْدِهٖ ثَبَتَ وَلَوْ قَالَ خُذْ هٰذِهِ الْاَلْفَ مُضَارَبَةً وَاعْمَلْ بِهَا فِى الْبَزِّ لَايَتَقَيَّدُ الْعَمَلُ فِى الْبَزِّ وَيَكُوْنُ الْمُضَارَبَةُ عَامَّةً لِاَنَّ الْعَمَلَ فِى الْبَزِّ لَايَصْلُحُ حَالًا لِاَخْذِ الْاَلْفِ مُضَارَبَةً فَلَا يَتَقَيَّدُ صَدْرُ الْكَلَامِ بِهٖ وَعَلٰى هٰذَا قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) اِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِىْ وَلَكَ اَلْفٌ فَطَلَّقَهَا لَايَجِبُ لَهٗ عَلَيْهَا شَيْءٌ لِاَنَّ قَوْلَهَا وَلَكَ اَلْفٌ لَايُفِيْدُ حَالَ وُجُوْبِ الْاَلْفِ عَلَيْهَا وَقَوْلُهَا طَلِّقْنِىْ مُفِيْدٌ بِنَفْسِهٖ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهٖ بِدُوْنِ الدَّلِيْلِ بِخِلَافِ قَوْلِهٖ اِحْمِلْ هٰذَا الْمَتَاعَ وَلَكَ دِرْهَمٌ لِاَنَّ دَلَالَةَ الْاِجَارَةِ يَمْنَعُ الْعَمَلَ بِحَقِيْقَةِ اللَّفْظِ .

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَوْ قَالَ আর যদি কেউ বলে اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক وَاَنْتِ مَرِيْضَةٌ এবং তুমি অসুস্থ اَوْمُصَلِّيَةٌ অথবা তুমি নামাজরতা تُطَلَّقُ فِى الْحَالِ (তবে) তৎক্ষনাৎ তালাক পতিত হবে وَلَوْ نَوَى التَّعْلِيْقَ আর যদি সে শর্তের নিয়ত করে صَحَّتْ نِيَّتُهُ তার নিয়ত শুদ্ধ হবে فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى তার মাঝে এবং আল্লাহ তা'আলার মাঝে لِاَنَّ اللَّفْظَ কেননা শব্দ وَاِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ مَعْنَى الْحَالِ যদি হালের অর্থের সম্ভাবনা রাখে اِلَّا اَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ কিন্তু বাহ্যিক তার বিপরীত وَاِذَا تَاَيَّدَ ذٰلِكَ আর যখন অর্থকে শক্তিশালী করবে بِقَصْدِهٖ তার নিয়ত দ্বারা ثَبَتَ (তখন) ঐ অর্থ সাব্যস্ত হবে وَلَوْ قَالَ আর যদি সে বলে خُذْ هٰذِهِ الْاَلْفَ এই এক হাজার গ্রহণ কর مُضَارَبَةً মুযারাবা হিসেবে وَاعْمَلْ بِهَا فِى الْبَزِّ এবং তা দ্বারা কাপড়ের ব্যবসা কর لَايَتَقَيَّدُ الْعَمَلُ فِى الْبَزِّ (তবে) কাপড়ের ব্যবসা নির্দিষ্ট হবে না وَيَكُوْنُ الْمُضَارَبَةُ عَامَّةً (বরং) মুযারাবা আম (ব্যাপক) হবে لِاَنَّ الْعَمَلَ فِى الْبَزِّ কেননা, কাপড়ের ব্যবসা لَايَصْلُحُ حَالًا তাৎক্ষণিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না لِاَخْذِ الْاَلْفِ এক হাজার গ্রহণ করার জন্য مُضَارَبَةً মুযারাবা হিসেবে فَلَا يَتَقَيَّدُ صَدْرُ الْكَلَامِ بِهٖ সুতরাং কথার সূচনা সে ব্যবসার সাথে নিবন্ধিত হবে না وَعَلٰى هٰذَا আর নীতির ভিত্তিতে قَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ رح ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন اِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا যখন কোনো মহিলা তার স্বামীকে বলে طَلِّقْنِىْ আমাকে তালাক দাও وَلَكَ اَلْفٌ এবং তোমার জন্য এক হাজার টাকা হবে فَطَلَّقَهَا অতঃপর স্বামী তাকে তালাক দিল لَايَجِبُ لَهٗ عَلَيْهَا شَيْءٌ স্বামীর জন্য স্ত্রীর উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না لِاَنَّ قَوْلَهَا কেননা স্ত্রীর উক্তি وَلَكَ اَلْفٌ এবং তোমার জন্য এক হাজার টাকা হবে لَايُفِيْدُ ফায়দা দান করে না حَالَ وُجُوْبِ الْاَلْفِ এক হাজার ওয়াজিব হওয়ার অবস্থার عَلَيْهَا স্ত্রীর উপর وَقَوْلُهَا আর স্ত্রী উক্তি طَلِّقْنِىْ আমাকে তালাক দাও مُفِيْدٌ بِنَفْسِهٖ স্বয়ং ফায়দা দানকারী فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهٖ ফলে তার সাথে আমল বিবর্জিত হবে না بِدُوْنِ الدَّلِيْلِ দলিল ছাড়া بِخِلَافِ قَوْلِهٖ (এটি) তার এ কথার বিপরীত اِحْمِلْ هٰذَا الْمَتَاعَ এ আসবাবপত্র বহন কর وَلَكَ دِرْهَمٌ এবং তোমার জন্য এক দিরহাম لِاَنَّ دَلَالَةَ الْاِجَارَةِ কেননা, ভাড়ার ইঙ্গিত يَمْنَعُ الْعَمَلَ আমল করাকে বাধা দেয় بِحَقِيْقَةِ اللَّفْظِ শব্দের হাকীকী অর্থের সাথে।

সরল অনুবাদ : যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে— তুমি তালাক, আর তুমি রুগ্ন কিংবা তুমি মুসল্লি, তবে স্ত্রী তখনই তালাক হয়ে যাবে। আর যদি শর্তারোপ করার নিয়ত করে তবে তা তার ও আল্লাহর মাঝে সহীহ হবে। কেননা, متكلم-এর শব্দ যদিও حال -এর অর্থের অবকাশ রাখে; কিন্তু বাহ্যিক তার বিপরীত। আর যখন তা তার নিয়ত দ্বারা সমর্থিত হবে, তখন তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি متكلم বলে যে, مضاربه হিসেবে এ এক হাজার টাকা নিয়ে নাও এবং তা দ্বারা কাপড়ের ব্যবসা কর। তবে কাপড়ের ব্যবসাই নির্দিষ্ট হবে না এবং [illegible] আম থেকে যাবে। কেননা, কাপড়ের ব্যবসা [illegible] রূপে এক

হাজার টাকা নেওয়ার জন্য حال হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন নয়। এ জন্য কথার সূচনা সে ব্যবসায়ের সাথে, নিবন্ধিত হবে না। এ قاعده অনুপাতে ইমাম আবূ হানিফা (র.) বলেন, যখন স্ত্রী স্বামীকে বলে, তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও, আর তোমার জন্য হাজার দিরহাম হবে। সুতরাং সে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়,তবে স্ত্রীর উপর স্বামীর জন্য কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা, স্ত্রীর কথা "আর তোমার জ. ্য এক হাজার দিনার" ওয়াজিব হওয়ার অবস্থার ফায়দা দেয় না। আর স্ত্রীর কথা "তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও" নিজে مقيد এ জন্য তার সাথে আমল বিবর্জিত হবে না দলিল ছাড়া। এটা متكلم এর উক্তির বিপরীত যে, এ সামগ্রীগুলো তুলে নাও এ অবস্থায় যে, তোমার জন্য দিরহাম হবে। কেননা, ইজারার দালালত শব্দের হাকীকতের সাথে আমল করাকে নিষেধ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ الخ -এর আলোচনা :

এখানে واو -এর প্রকৃত অর্থ অসম্ভব হলে কি করবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, واو হালের অর্থে ব্যবহৃত হতে হলে واو -এর প্রকৃত অর্থ ব্যবহার করা অপরাগ হওয়া শর্ত, যেখানে প্রকৃত অর্থ ব্যবহার করা অপরাগ হবে না সেখানে واو হালের অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং স্বামীর উক্তি স্ত্রীর প্রতি اَنْتِ مَرِيْضَةٌ وَاَنْتِ مُصَلِّيَةٌ -এর عطف তার পূর্ববর্তী বাক্যের উপর উভয়টি جمله اسميه হওয়ার কারণে صحيح হওয়ায় واو -কে হালের অর্থে ব্যবহার করা হবে।

قَوْلُهُ وَيَكُوْنُ الْمُضَارَبَةُ عَامَّةً الخ-এর আলোচনা :

مضاربة-এর পরিচয় : এটা বাবে مفاعلة -এর মাসদার। এর মূল অক্ষর হলো– ض ، ر ، ب জিনসে সহীহ,অর্থ অংশের ভিত্তিতে ব্যবসা করা।

শরিয়তের পরিভাষায়– مضاربة (মুযারাবা) বলা হয় এমন যৌথ ব্যবসাকে, যাতে একজনের পক্ষ হতে সম্পদ দেওয়া হয় আর অপর জনের পক্ষে হতে শ্রম দেওয়া হয় এবং লভ্যাংশের ক্ষেত্রে উভয়ই ভাগীদার হয়। এখানে সম্পদের মালিককে رب المال (রাব্বুল মাল) এবং শ্রম দাতাকে مضارب (মুযারিব) বলে।

যৌথ কারবার ব্যাপক :

قَوْلُهُ الْمُضَارَبَةُ عَامَّةً الخ : যদি যৌথ কারবাবের ব্যবসায় মালের মালিক বলে যে, তুমি আমার থেকে এ এক হাজার টাকা নাও এবং তা দ্বারা কাপড়ের ব্যবসা কর, তবে যৌথ কারবারের কাজ কাপড়ের ব্যবসার সাথে নিবন্ধিত হবে না; বরং যৌথ কারবার ব্যাপক থেকে যাবে। আর শ্রমের মালিক যে ব্যবসাই ইচ্ছা করে করতে পারবে। কেননা, যৌথ কারবারের ব্যবসা সূত্রে এক হাজার টাকা নেওয়ার জন্য কাপড়ের ব্যবসা حال হতে পারে না। সুতরাং এ অর্থ হবে না যে, তুমি কাপড়ের ব্যবসা করার অবস্থায় আমার থেকে এক হাজার টাকা مضاربه হিসেবে নিয়ে নাও; বরং অর্থ এ হবে যে, তুমি হাজার টাকা নিয়ে নাও এবং কাপড়ের ব্যবসা কর। সুতরাং এ দ্বিতীয় উক্তিটি মালের মালিকের পক্ষ থেকে পরামর্শ স্বরূপ হবে। কাজেই তা কার্যকর করা مضاربه-এর ওপর ওয়াজিব হবে না। তার এখতিয়ার থাকবে যে, সে চাই কাপড়ের ব্যবসা করুক বা অন্য যে-কোনো ব্যবসা করুক।

যে জিনিস حال হওয়ার যোগ্যতা রাখে না সে ক্ষেত্রে واو হালের অর্থে আসে না :

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا الخ : এ কায়দার ভিত্তিতে যে, যে জিনিস হাল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না তার ক্ষেত্রে واو হালের অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ইমাম আযম (র.) বলেন,যদি স্ত্রী স্বামীকে বলে, তুমি আমাকে তালাক দিয়ে দাও, আর তোমার জন্য এক হাজার দিরহাম; তখন স্বামী তালাক দিয়ে দিলে তালাক পতিত হয়ে যাবে। আর স্ত্রীর উপর হাজার দিরহাম দেওয়া ওয়াজিব হবে না। কেননা,হাজার দিরহাম তালাকের জন্য حال হতে পারে না; বরং মাল ছাড়াই তালাক হওয়া আসল কথা। কাজেই স্ত্রীর উক্তি طلقنى -এর সাথে আমল করা হবে এবং واو -কে حال-এর অর্থে নিয়ে স্ত্রীর হাজার দিরহাম ওয়াজিব করা যাবে না। অবশ্য যদি কুলিকে কেউ বলে— তুমি এ সামানগুলো ওঠাও তোমাকে দিরহাম দেব। তাহলে কুলি তা ওঠালেই এক দিরহাম পাওয়ার হকদার হবে। কেননা, ইজারার আকদের জন্য পারিশ্রমিক জরুরী হওয়া এ কথার উপর প্রমাণ যে, এ উক্তিটির মধ্যে واو টি حال-এর জন্য হয়েছে, জমার অর্থে নয়, যা তালাকের বিপরীত। কারণ এতে মাল জরুরী নয়।

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) যে বিষয় শর্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না সে বিষয়ের ক্ষেত্রে واو টি حال -এর অর্থ দেয় না, তা বর্ণনা করেছেন। যে জিনিস হাল বা শর্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না সে ক্ষেত্রে واو হালের অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এ কায়দার ভিত্তিতে ইমাম আযম আবূ হানিফা (র.) বলেন, যদি স্ত্রী স্বামীকে বলে— طَلِّقْنِىْ وَلَكَ اَلْفٌ (তুমি আমাকে তালাক প্রদান কর এবং তোমার জন্য এক হাজার।) এবং স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তালাক পতিত হয়ে যাবে। কিন্তু তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীর উপর হাজারের দাবি করতে পারবে না। কারণ, طلقنى (আমাকে তালাক প্রদান কর।) কথাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কথা স্বতন্ত্র অর্থজ্ঞাপক বিধায় ولك الف (এবং তোমার জন্য হাজার।) কথাটি হাল বা শর্তের অর্থে আসে না। কারণ, তালাক সাধারণত টাকা-কড়ির পরিবর্তে হয় না। আবার কথাটিতে واو হালের অর্থের হয়ে 'খোলা' বলার স্বপক্ষে কোনো দলিলও নেই। ফলে হাকীকী অর্থ বাদ দেওয়া যাবে না। তবে اِحْمِلْ هٰذَا الْمَتَاعَ وَلَكَ دِرْهَمٌ (এ আসবাবপত্র বহন কর এবং তোমাকে এক দিরহাম।) কথাটি উপরের দৃষ্টান্তগুলো হতে স্বতন্ত্র। এখানে واو হালের অর্থে ব্যবহৃত হবে। কেননা, কুলিকে ইজারা বা ভাড়া করার সময় বাক্যটি উচ্চারণ করায় প্রমাণ করছে যে, واو -এর প্রকৃত অর্থ— জমা বা সংযোজন এখানে উদ্দেশ্য হবে না। তাই মাল বহন করার পর এক দিরহাম পাবে, তার পূর্বে নয়। কেননা, কুলিকে ভাড়া করার জন্য অবশ্য মজুরী প্রয়োজন, আর ইহাই প্রমাণ করে যে, 'ওয়াও' حال-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে; বিপরীত পক্ষে তালাকের জন্য মালের প্রয়োজন হয় না।

فَصْلٌ اَلْفَاءُ لِلتَّعْقِيْبِ مَعَ الْوَصْلِ وَلِهٰذَا تُسْتَعْمَلُ فِى الْاَجْزِيَةِ لِمَا اَنَّهَا تَتَعَقَّبُ الشَّرْطُ قَالَ اَصْحَابُنَا اِذَا قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هٰذَا الْعَبْدَ بِاَلْفٍ فَقَالَ الْاٰخَرُ فَهُوَ حُرٌّ يَكُوْنُ ذٰلِكَ قَبُوْلًا لِلْبَيْعِ اِقْتِضَاءً وَيَثْبُتُ الْعِتْقُ مِنْهُ عَقِيْبَ الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ وَهُوَ حُرٌّ اَوْ هُوَحُرٌّ فَاِنَّهُ يَكُوْنُ رَدًّا لِلْبَيْعِ وَاِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ اُنْظُرْ اِلٰى هٰذَا الثَّوْبِ اَيَكْفِيْنِىْ قَمِيْصًا فَنَظَرَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ فَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ فَاِذَا هُوَ لَايَكْفِيْهِ كَانَ الْخَيَّاطُ ضَامِنًا لِاَنَّهُ اِنَّمَا اَمَرَهُ بِالْقَطْعِ عَقِيْبَ الْكِفَايَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ اِقْطَعْهُ اَوْ وَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ فَاِنَّهُ لَايَكُوْنُ الْخَيَّاطُ ضَامِنًا وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هٰذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ فَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا كَانَ الْبَيْعُ تَامًّا -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْفَاءُ لِلتَّعْقِيْبِ مَعَ الْوَصْلِ "ফা' অক্ষরটি সংযুক্তির সাথে পশ্চাতের অর্থে ব্যবহৃত হয় لِهٰذَا আর এ কারণে تُسْتَعْمَلُ 'ফা' অক্ষরকে ব্যবহার করা হয় فِى الْاَجْزِيَةِ জাযাসমূহের শুরুতে لِمَا কেননা اَنَّهَا تَتَعَقَّبُ الشَّرْطَ নিশ্চয় জাযা শর্তের পরে হয়ে থাকে قَالَ اَصْحَابُنَا আমাদের (হানাফী মাযহাবের) ইমামগণ বলেছেন اِذَا যখন কেউ বলে بِعْتُ مِنْكَ আমি তোমার কাছে বিক্রি করেছি هٰذَا الْعَبْدَ এ দাসটি بِاَلْفٍ এক হাজার টাকার বিনিময়ে فَقَالَ الْاٰخَرُ অতঃপর অপরজন (ক্রেতা) বলল فَهُوَ حُرٌّ অতঃপর সে আযাদ يَكُوْنُ ذٰلِكَ এ কথা বিবেচিত قَبُوْلًا ক্রয়-বিক্রয় কবুল হিসেবে اِقْتِضَاءً (উক্তির) চাহিদা অনুযায়ী وَيَثْبُتُ الْعِتْقُ مِنْهُ এবং তার থেকে আযাদী সাব্যস্ত হবে عَقِيْبَ الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে بِخِلَافِ مَا এটি এ কথা বিপরীত لَوْ قَالَ তাহলে যদি কেউ বলে وَهُوَ حُرٌّ এবং সে আযাদ اَوْ هُوَ حُرٌّ অথবা সে আযাদ فَاِنَّهُ يَكُوْنُ رَدًّا কেননা, তা হবে প্রত্যাখান করা لِلْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয়কে وَاِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ যদি কেউ দর্জিকে বলে اُنْظُرْ اِلٰى هٰذَا الثَّوْبِ এ কাপড়ের দিকে লক্ষ্য কর اَيَكْفِيْنِىْ قَمِيْصًا তা আমার জামার জন্য যথেষ্ট হবে কি-না? فَنَظَرَ অতঃপর সে লক্ষ্য করল فَقَالَ অতঃপর বলল نَعَمْ হ্যাঁ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ অতঃপর কাপড়ের মালিক বলল فَاقْطَعْهُ তবে একে কাট فَقَطَعَهُ অতঃপর দর্জি তা কাটল فَاِذَا هُوَ لَايَكْفِيْهِ অতঃপর

لِأَنَّهُ কেননা إِنَّمَا أَمَرَهُ নিশ্চয় কাপড়ে মালিক তাতে আদেশ করেছে بِالْقَطْعِ কাটার عَقِيبَ الْكِفَايَةِ যথেষ্ট হবে জানার পর بِخِلَافِ مَا তা একথার বিপরীত لَوْ قَالَ তা হলো যদি কাপড়ের মালিক বলে إِقْطَعْهُ একে কাট أَوْ وَاقْطَعْهُ অথবা (যদি বলে) এবং একে কাট فَقَطَعَهُ অতঃপর দর্জি তা কাটে فَإِنَّهُ কেননা (তখন) لَا يَكُونُ الْخَيَّاطُ দর্জি হবে না ضَامِنًا দায়ী وَلَوْ قَالَ আর যদি কেউ বলে بِعْتُ مِنْكَ আমি তোমার কাছে বিক্রি করেছি هَذَا الثَّوْبَ এ কাপড়টি بِعَشَرَةٍ ১০ টাকার বিনিময়ে فَاقْطَعْهُ অতঃপর তুমি তা কাট فَقَطَعَهُ তারপর সে তা কাটল وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا এবং সে কিছুই বলে নি كَانَ الْبَيْعُ تَامًّا এক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : 'ফা' বর্ণটি সংযুক্তি ও পরপর হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়, (অর্থাৎ 'ফা' বর্ণটি তার পূর্ববর্তী কথার সাথে পরবর্তী কথার সংযুক্তি এবং পূর্ববর্তীটির পরপরই পরবর্তীটি হওয়ার অর্থ প্রদান করে।) তাই এটাকে জাযাসমূহের শুরুতে আনা হয়। কেননা, জাযা শর্তের পরই হয়ে থাকে। আমাদের হানাফি ইমামগণ বলেন, যদি কোনো বিক্রেতা বলে– بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ (আমি তোমার নিকট এ গোলামটি হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করলাম।) অতঃপর ক্রেতা বলল— فهو حر (তবে সে আযাদ), তখন ক্রেতার এ উক্তির চাহিদা অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যাবে এবং ক্রয়-বিক্রয় সঙ্ঘটিত হওয়ার পরই ক্রেতার পক্ষ হতে গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি فهو حر-এর স্থলে وهو حر (এবং সে গোলাম আযাদ।) বলে, তখন তার কথা দ্বারা বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করা বুঝা যাবে। যদি কেউ দরজিকে বলে-- أُنْظُرْ إِلَى هَذَا الثَّوْبِ أَيَكْفِينِي قَمِيصًا (এ কাপড়টি দেখ, তাতে আমার জামা হবে কিনা?) তখন দরজি বলল— نعم (হাঁ হবে) অতঃপর কাপড়ের মালিক বলল— فاقطعه (তাহলে তুমি উহা কাট।) পরে কাপড়টি কাটল; কিন্তু কাটার পর দেখা গেল তাতে জামা হয় না। তখন তার জন্য দায়ী হবে দরজি। কেননা, কাপড়ের মালিক কাপড় কাটার নির্দেশ দিয়েছে, এ কাপড়ে জামা হবে জানার পর। কিন্তু কাপড়ের মালিক যদি বলে- اقطعه (তা কাট) অথবা, واقطعه (এবং তা কাট) তখন যদি দরজি কাটে, তবে দরজি দায়ী হবে না। আর যদি বিক্রেতা বলে- بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ فَاقْطَعْهُ (আমি তোমার নিকট এ কাপড়টি দশ টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করলাম, সুতরাং তুমি তা কেটে নাও।) তখন ক্রেতা কিছু না বলে কাপড় কেটে নিল,তবে এ ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ -এর আলোচনা :

উল্লেখ্য যে, الفاء বর্ণটি তিনটি অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়— (১) সংযুক্তি ও পরপর হওয়ার অর্থে, (২) কারণ বর্ণনা করার জন্য, (৩) علة -এর হুকুমের উপর প্রবেশ করে। فاء হরফটি معطوف তার معطوف عليه-এর পর তাৎক্ষণিক ভাবেই সঙ্ঘটিত হয়। উভয়ের মধ্যে কোনো প্রকার দূরত্ব থাকে না। এ কারণেই জাযাসমূহের উপর فاء ব্যবহৃত হয়। কেননা, জাযা শর্তের পরেই তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়। যথা-কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল— إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ কাজটিতে ঘরে প্রবেশ করা পাওয়া গেলেই তালাক সঙ্ঘটিত হয়ে যাবে। এমন নয় যে, ঘরে প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পর তালাক সঙ্ঘটিত হবে। আর এ কারণেই فاء হরফটি ইল্লতের উপর প্রবিষ্ট হয়। কেননা, معلول ইল্লতের পরপরই তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ "بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ"-এর হুকুম :

বিক্রেতা বলল, এ গোলামটি আমি তোমার নিকট এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করলাম। অতঃপর ক্রেতা বলল, فهو حر (সুতরাং সে গোলাম আযাদ।) এতে ক্রেতার উক্তির অর্থ এই দাঁড়াল যে, আমি এই বেচাকেনার عقد গ্রহণ করলাম। সুতরাং সেই গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে গ্রহণ করার অর্থ উহ্য না মানা হয়, তবে পূর্ববর্তী বচনের উপর فهو حر-এর সংস্থাপন শুদ্ধ হবে না এবং বচন নিরর্থক হয়ে যাবে, অথচ ক্রেতার বচনে فاء তারতীবের উপর নির্দেশক। অবশ্য যদি ক্রেতার কথা শুনে অন্য ব্যক্তি বলে وهو حر (সে স্বাধীন) তবে এতে বিক্রেতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হয়ে যাবে। আর অর্থ এই হবে যে, তুমি কি বিক্রয় করছ, সে তো স্বাধীন? গোলাম নয়। স্বাধীনকে বেচাকেনা করা জায়েজ নেই। কাজেই আমি তোমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না।

<u>দরজির কাপড় কাটার মাসআলা :</u>

قَوْلُهٗ فَاقْطَعْهُ الخ : যদি কোনো ব্যক্তি দরজি কাপড় দেখিয়ে বলে যে, এই কাপড়টুকু আমার জামা তৈরি করার জন্য যথেষ্ট হবে কিনা ? দরজি কাপড় দেখে বলে যে, হাঁ যথেষ্ট হবে। অতঃপর কাপড়ের মালিক বলল— فاقطعه (সুতরাং কাপড় কাট।) সুতরাং সে কাপড় কেটে নিল। দরজি কাপড় কাটার পর কাপড় জামার জন্য যথেষ্ট হলো না, তাহলে কাটাতে যে পরিমাণ ক্ষতি হলো দরজি তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা, কাপড়ের মালিকের উক্তির অর্থ এই যে, যদি আমার এ কাপড় আমার জামার জন্য যথেষ্ট হয়, তবে তা কাট, নতুবা নয়, আর দরজি বলেছিল যথেষ্ট হবে। কাজেই যখন যথেষ্ট হলো না, তখন বিনা অনুমতিতে কাটার কারণে দরজি তার ক্ষতিপূরণ দেবে।

قَوْلُهٗ اِقْطَعْهُ اَوْ وَاقْطَعْهُ-এর ব্যাখ্যা :

যদি কাপড়ের মালিক বলে— اقطعه কিংবা واقطعه (فاء ছাড়া) এতে দরজি কেটে নিল, আর কাপড় জামার জন্য যথেষ্ট না হলে এ অবস্থায় দরজি দায়ী হবে না। কেননা, এ অবস্থায়কে দরজিকে কাটার আদেশ দেওয়া জামার জন্য যথেষ্ট হবার উপর مرتب নয়।

قَوْلُهٗ "بِعْتُ مِنْكَ هٰذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ"-এর ব্যাখ্যা :

যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে, আমি তোমার কাছে এ কাপড় দশ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম, সুতরাং তা তুমি কেটে নাও এবং ক্রেতা বিনা উচ্চ বাচ্চে তা কেটে নিল, তবে বেচাকেনার عقد সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, তখন অর্থ এ হবে যে, যদি তুমি দশ টাকার বিনিময়ে এ কাপড় ক্রয় করে থাক, তবে তা কেটে নাও। আর যখন ক্রেতা কেটে নেবে, তখন বুঝা যাবে যে, সে বেচাকেনার عقد গ্রহণ করেই কেটেছে। কেননা, فاء -এর দ্বারা কাটার নির্দেশ গ্রহণ করার অর্থ প্রকাশ করছে।

وَلَوْ قَالَ اِنْ دَخَلْتِ هٰذِهِ الدَّارَ فَهٰذِهِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ فَالشَّرْطُ دُخُوْلُ الثَّانِيَةِ عَقِيْبَ دُخُوْلِ الْاُوْلٰى مُتَّصِلًا بِهٖ حَتّٰى لَوْ دَخَلَتِ الثَّانِيَةَ اَوَّلًا وَالْاُوْلٰى اٰخِرًا اَوْ دَخَلَتِ الْاُوْلٰى اَوَّلًا وَالثَّانِيَةَ اٰخِرًا لٰكِنَّهٗ بَعْدَ مُدَّةٍ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَقَدْ يَكُوْنُ الْفَاءُ لِبَيَانِ الْعِلَّةِ مِثَالُهٗ اِذَا قَالَ لِعَبْدِهٖ اَدِّ اِلَيَّ اَلْفًا فَاَنْتَ حُرٌّ كَانَ الْعَبْدُ حُرًّا فِى الْحَالِ وَاِنْ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا وَلَوْ قَالَ لِلْحَرْبِىْ اِنْزِلْ فَاَنْتَ اٰمِنٌ كَانَ اٰمِنًا وَاِنْ لَمْ يَنْزِلْ وَفِى الْجَامِعِ مَا اِذَا قَالَ اَمْرُ امْرَأَتِىْ بِيَدِكَ فَطَلِّقْهَا فَطَلَّقَهَا فِى الْمَجْلِسِ طُلِّقَتْ تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً وَلَا يَكُوْنُ الثَّانِىْ تَوْكِيْلًا بِطَلَاقٍ غَيْرِ الْاَوَّلِ فَصَارَ كَاَنَّهٗ قَالَ طَلِّقْهَا بِسَبَبِ اَنَّ اَمْرَهَا بِيَدِكَ -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَلَوْ قَالَ আর যদি কেউ বলে اِنْ دَخَلْتِ هٰذِهِ الدَّارَ যদি তুমি এ ঘরে প্রবেশ কর فَهٰذِهِ الدَّارَ তারপর এ ঘরে فَاَنْتِ طَالِقٌ তবে তুমি তালাক فَالشَّرْطُ অতঃপর শর্ত دُخُوْلُ الثَّانِيَةِ দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করা عَقِيْبَ دُخُوْلِ প্রথম ঘরে প্রবেশের পরে مُتَّصِلًا بِهٖ সাথে সাথে حَتّٰى এমনকি لَوْدَخَلَتِ الثَّانِيَةَ যদি দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করে اَوَّلًا প্রথমে وَالْاُوْلٰى এবং প্রথম ঘরে اٰخِرًا পরে اَوْدَخَلَتِ الْاُوْلٰى اَوَّلًا অথবা প্রথম ঘরে প্রথমে প্রবেশ করে وَالثَّانِيَةَ اٰخِرًا এবং দ্বিতীয় ঘরে পরে (প্রবেশ করে) لٰكِنَّهٗ بَعْدَ مُدَّةٍ কিন্তু এ প্রবেশ হয় কিছু সময় পরে لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ তালাক পতিত হবে না।

وَقَدْ يَكُوْنُ الْفَاءُ আর কখনো 'ফা' অক্ষরটি ব্যবহৃত হয় لِبَيَانِ الْعِلَّةِ কারণ বর্ণনা করার জন্য مِثَالُهٗ এর উদাহরণ اِذَا قَالَ যখন মনিব বলে لِعَبْدِهٖ তার দাসকে اَدِّ اِلَيَّ اَلْفًا তুমি আমাকে এক হাজার টাকা প্রদান কর فَاَنْتَ حُرٌّ কেননা তুমি আযাদ كَانَ الْعَبْدُ حُرًّا (এতে) দাস আযাদ হয়ে যাবে فِى الْحَالِ তৎক্ষণাৎ وَاِنْ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا যদিও সে কোনো কিছু আদায় করে নি وَلَوْ قَالَ আর যদি কোনো মুসলিম যোদ্ধা বলে لِلْحَرْبِىْ অমুসলিম যোদ্ধাকে اِنْزِلْ তুমি নিচে নেমে আস فَاَنْتِ اٰمِنٌ তবে তুমি নিরাপদ كَانَ اٰمِنًا (এমতাবস্থায়) [illegible] وَاِنْ لَّـ[illegible] যদিও সে নিচে না নেমে আসে وَفِـ[illegible]

الْجَامِعِ। জামে কবীরে রয়েছে مَاذَا قَالَ তা হল যখন কেউ বলে أَمْرُ امْرَأَتِيْ بِيَدِكَ আমার স্ত্রীর ব্যাপারে তোমার হাতে فَطَلِّقْهَا অতএব, তুমি তাকে তালাক দাও فَطَلَّقَهَا অতঃপর সে তাকে তালাক দিয়েছে فِي الْمَجْلِسِ ঐ বৈঠকে طَلُقَتْ تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً সে (স্ত্রী) এক তালাকে বায়েনা হয়ে যাবে وَلَا يَكُوْنُ الثَّانِيْ تَوْكِيْلًا بِطَلَاقٍ এবং দ্বিতীয় কথাটি কোনো তালাকের উকালতি বুঝাবে না غَيْرَ الْأَوَّلِ প্রথমটি ব্যতীত فَصَارَ অতঃপর তা (এরূপ) হয়েছে যে, كَأَنَّهُ قَالَ যেন সে বলেছে طَلِّقْهَا তুমি তাকে তালাক দাও بِسَبَبِ أَنَّ أَمْرَهَا এ কারণে যে, নিশ্চয় তার ব্যাপার بِيَدِكَ তোমার হাতে।

সরল অনুবাদ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, "যদি তুমি এ ঘরে প্রবেশ কর, সুতরাং এ ঘরে, তবে তুমি তালাক" তাহলে তালাক সঙ্ঘটিত হবার জন্য প্রথম ঘরের পর দ্বিতীয় ঘরের সাথে সাথে প্রবেশ করা শর্ত। এমতাবস্থায় যদি দ্বিতীয় ঘরে আগে প্রবেশ করে, কিংবা দ্বিতীয় ঘরে কিছুক্ষণ বিলম্বে প্রবেশ করে, তবে তালাক পতিত হবে না। আর কখনো فاء ইল্লত বর্ণনা করার জন্য আসে। তার উদাহরণ গোলামের প্রতি মনিবের উক্তি— "তুমি আমার নিকট এক হাজার দিরহাম আদায় করে দাও, কারণ তুমি আযাদ" এ কথার পর গোলাম তখনই আযাদ হয়ে যাবে। যদিও সে কিছু আদায় না করে থাকে। আর যদি হরবীকে বলে, "তুমি বাহন হতে নেমে এস, কেননা তোমার জন্য নিরাপত্তা রয়েছে।" এ কথার পর তার জন্য নিরাপত্তা হয়ে যাবে, যদিও সে হরবী (অমুসলিম দেশের অমুসলমান) অবতরণ না করে। جامع কবীর গ্রন্থে রয়েছে যে, যখন স্বামী কোনো ব্যক্তিকে বলল, আমার স্ত্রীর এখতিয়ার তোমারই হাতে। সুতরাং তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও এবং সে ব্যক্তি ঐ মজলিসেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল, তবে স্ত্রী এক طلاق بائن হয়ে যাবে। আর স্বামীর উক্তি فطلقها দ্বারা প্রথম তালাকে অন্যের উকালতি প্রয়োগ হবে না। সুতরাং স্বামী যেন এমনটুকু বলল যে, তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও । এ কারণে যে, এ স্ত্রীর এখতিয়ার তোমার হাতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اِنْ دَخَلْتِ هٰذِهِ الدَّارَ الخ -এর আলোচনা :

এখানে আসল ও তাকীদার্থে فاء-এর ব্যবহার করার ফলশ্রুতি দেখানো হয়েছে। الفاء বর্ণটি সংযুক্তি ও পরপর হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে কোনো লোক যদি তার স্ত্রীকে বলে— ان دخلت هذه الخ তখন তার স্ত্রী প্রথমত দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করে পরে প্রথম ঘরে প্রবেশ করল, অথবা প্রথম ঘরে প্রবেশ করার কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করল, তখন তালাক কার্যকর হবে না। কেননা, তার কথা فهذه الدار -এর অর্থ হলো, হে স্ত্রী! যদি তুমি প্রথম ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ কর, তবে তুমি তালাক। সুতরাং স্ত্রী যদি কোনো ঘরে প্রবেশ না করে, কিংবা শুধু একটি ঘরে প্রবেশ করে, কিংবা দ্বিতীয় ঘরে আগে প্রবেশ করে, তারপর প্রথম ঘরে প্রবেশ করে, অথবা প্রথম ঘরে প্রবেশের পর কিছুক্ষণ বিলম্ব করে দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করে, তবে এ সমুদয় অবস্থায় তালাক কার্যকর হবার শর্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি বিধায় তালাক কার্যকর হবে না।

قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُوْنُ الْفَاءُ لِبَيَانِ الْعِلَّةِ الخ -এর আলোচনা :

এখানে الفاء -এর দ্বিতীয় অর্থটির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 'ফা' বর্ণটি কারণ বর্ণনার জন্যও ব্যবহৃত হয়। তবে এটা 'ফা'-এর রূপক অর্থ। আর الفاء শব্দ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য প্রকৃত অর্থে ব্যবহার অসম্ভব হওয়া শর্ত। যেমন— গোলামের প্রতি মনিবের উক্তি–أَدِّ إِلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ (তুমি আমাকে এক হাজার প্রদান কর, কেননা তুমি আযাদ।)-এর মধ্যে فاء -এর পূর্ববর্তী বাক্য ইনশাইয়্যাহ এবং পরবর্তী বাক্য খবরিয়্যাহ্। আর খবরিয়্যার আতফ ইনশাইয়্যার উপর করা ভাল নয়। অতএব, বাধ্য হয়ে فاء বর্ণটিকে কারণ বর্ণনার অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এ অবস্থায় বাক্যের অর্থ হবে— "তুমি আমাকে হাজার দিয়ে দাও এজন্য যে, তুমি আযাদ।" এর ভিত্তিতে গোলামের আযাদ হওয়া এক হাজার প্রদানের সাথে শর্তযুক্ত নয়; বরং গোলাম তাৎক্ষণিক আযাদ হয়ে যাবে। আর এক হাজার গোলামের ঋণ থেকে যাবে। আযাদ হওয়ার পর হতে সে তা পরিশোধ করতে থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لِلْحَرْبِيِّ اِنْزِلْ فَأَنْتَ اٰمِنٌ الخ -এর আলোচনা :

যদি কোনো মুসলিম সেনাপতি শত্রুসৈন্যকে বলে— اِنْزِلْ فَأَنْتَ اٰمِنٌ (তুমি নেমে এস, কারণ তুমি নিরাপদ।) তবে শত্রুসৈন্য নিরাপদ হয়ে যাবে, সে নেমে আসুক বা না আসুক। কারণ, এ বাক্যেও فاء বর্ণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাক্যদ্বয় যথাক্রমে ইনশাইয়্যাহ ও খবরিয়্যাহ হওয়ায় فاء -টি আতফের জন্য হতে পারে না। কেননা ইনশাইয়্যার উপর খবরিয়্যার আতফ অপছন্দনীয়। অতএব, বাধ্য হয়ে এখানেও فاء -এর অর্থ কারণ বা ইল্লত গ্রহণ করতে হবে। এ অবস্থায় বাক্যের অর্থ হবে— "তুমি নেমে এস, কারণ তুমি নিরাপদ[illegible] হওয়া নেমে আসার সাথে শর্তযুক্ত নয় ; বরং

قَوْلُهُ أَمْرُ اِمْرَأَتِىْ بِيَدِكَ فَطَلِّقْهَا الخ-এর আলোচনা :

এখানে الفاء-এর তৃতীয় অর্থটি বর্ণনা করা হয়েছে। فاء কোনো কোনো সময় علة-এর হুকুমের উপর প্রবেশ করে। যেমন— স্বামী কোনো ব্যক্তিকে বলল— أَمْرُ اِمْرَأَتِىْ بِيَدِكَ فَطَلِّقْهَا (আমার স্ত্রীর ক্ষমতা তোমারই হাতে ; সুতরাং তুমি তাকে তালাক দাও।) এখানে فاء-এর পূর্ববর্তী বাক্য খবরিয়্যাহ এবং পরবর্তী বাক্য ইনশাইয়্যাহ। আর খবরিয়্যার উপর ইনশাইয়্যার আতফ উত্তম নয়। কাজেই বাধ্য হয়েই বলতে হবে যে, فاء বর্ণটি علة বর্ণনার জন্য। এ অবস্থায় বাক্যটির অর্থ হবে যে, তুমি স্ত্রীকে তালাক দাও, কারণ তার ক্ষমতা তোমার হাতে ন্যস্ত। সুতরাং সে যদি ঐ মজলিসেই তাকে তালাক দেয়, তবে বায়েন তালাক কার্যকর হবে। আর তার কথা فطلقها দ্বারা প্রথম তালাক ব্যতীত অন্য কোনো তালাক বঝাবে না; বরং পূর্বোক্ত কিনায়ার ব্যাখ্যা হবে।

وَلَوْ قَالَ طَلِّقْهَا فَجَعَلْتُ اَمْرَهَا بِيَدِكَ فَطَلَّقَهَا فِى الْمَجْلِسِ طُلِّقَتْ بِتَطْلِيْقَةٍ رَجْعِيَّةٍ وَلَوْ قَالَ طَلِّقْهَا وَجَعَلْتُ اَمْرَهَا بِيَدِكَ فَطَلَّقَهَا فِى الْمَجْلِسِ طُلِّقَتْ تَطْلِيْقَتَيْنِ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ طَلِّقْهَا وَاَبِنْهَا اَوْ اَبِنْهَا وَطَلِّقْهَا فَطَلَّقَهَا فِى الْمَجْلِسِ وَقَعَتْ تَطْلِيْقَتَانِ وَ عَلٰى هٰذَا قَالَ اَصْحَابُنَا اِذَا اُعْتِقَتِ الْاَمَةُ الْمَنْكُوْحَةُ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ سَوَاءٌ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا اَوْ حُرًّا لِاَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَرِيْرَةَ حِيْنَ اُعْتِقَتْ وَمَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِىْ اَثْبَتَ الْخِيَارَ لَهَا بِسَبَبِ مِلْكِهَا لِبُضْعِهَا بِالْعِتْقِ وَ هٰذَا الْمَعْنٰى لَا يَتَفَاوَتُ بَيْنَ كَوْنِ الزَّوْجِ عَبْدًا اَوْ حُرًّا وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ مَسْئَلَةُ اِعْتِبَارِ الطَّلَاقِ بِالنِّسَاءِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَوْ قَالَ আর যদি কেউ বলে طَلِّقْهَا তুমি তাকে তালাক দাও فَجَعَلْتُ اَمْرَهَا কারণ আমি তার ক্ষমতা প্রদান করেছি بِيَدِكَ তোমার হাতে فَطَلَّقَهَا অতঃপর সে তাকে তালাক প্রদান করল فِى الْمَجْلِسِ উক্ত বৈঠকে طُلِّقَتْ بِتَطْلِيْقَةٍ رَجْعِيَّةٍ (তবে) সে এক তালাকে রজয়ীপ্রাপ্তা হবে وَلَوْ قَالَ আর যদি সে বলে طَلِّقْهَا তুমি তাকে তালাক দাও وَجَعَلْتُ اَمْرَهَا এবং আমি তার ক্ষমতা প্রদান করেছি بِيَدِكَ তোমার হাতে فَطَلَّقَهَا অতঃপর সে তাকে তালাক দিল فِى الْمَجْلِسِ উক্ত বৈঠকে طُلِّقَتْ بِتَطْلِيْقَتَيْنِ (তবে) দু তালাক পতিত হবে وَكَذٰلِكَ অনুরূপভাবে لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে طَلِّقْهَا তুমি তাকে তালাক দাও وَاَبِنْهَا এবং তাকে তালাকে বায়েন দিয়ে দাও اَوْ اَبِنْهَا وَطَلِّقْهَا অথবা তাকে তালাকে বায়েন দাও এবং তাকে তালাক দাও। وَقَعَتْ تَطْلِيْقَتَانِ (এতে) দু তালাক পতিত হবে وَعَلٰى هٰذَا আর এ নীতির ভিত্তিতে قَالَ اَصْحَابُنَا আমাদের (হানাফী মাযহাবের) ইমামগণ বলেন اِذَا اُعْتِقَتِ الْاَمَةُ الْمَنْكُوْحَةُ যখন বিবাহিতা কোনো দাসীকে আযাদ করে দেওয়া হয় ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ (তবে) তার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হবে سَوَاءٌ বরাবর كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا তার স্বামী দাস হোক اَوْحُرًّا অথবা স্বাধীন হোক لِاَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ কেননা, রাসূল ﷺ-এর বাণী لِبَرِيْرَةَ হযরত বারীরাহ (রা.)-কে حِيْنَ اُعْتِقَتْ যখন তাকে আযাদ করে দেওয়া হয় مَلَكْتِ بُضْعَكِ তুমি তোমার যৌনাঙ্গের মালিক হয়েছ اِخْتَارِىْ তুমি তোমার ইখতিয়ার গ্রহণ কর اَثْبَتَ الْخِيَارَلَهَا তার জন্য খিয়ার সাব্যস্ত হয়েছে بِسَبَبِ مِلْكِهَالِبُضْعِهَا তার স্বীয় যৌনাঙ্গের মালিক হওয়ার কারণে بِالْعِتْقِ স্বাধীনতার দ্বারা وَهٰذَا الْمَعْنٰى আর এর উপর ভিত্তি করে لَايَتَفَاوَتُ কোনো ব্যবধান নেই بَيْنَ كَوْنِ الزَّوْجِ عَبْدًا اَوْحُرًّا স্বামী দাস ও স্বাধীন হওয়ার মাঝে وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ আর এর থেকে মাথা বের হয় مَسْاَلَةُ اِعْتِبَارِ الطَّلَاقِ তালাকের সংখ্যা নির্ধারণ করার মাসআলা بِالنِّسَاءِ নারীদের অবস্থার ভিত্তিতে।

সরল অনুবাদ : আর যদি কেউ তার উকিলকে বলে— طَلِّقْهَا فَجَعَلْتُ اَمْرَهَا بِيَدِكَ (তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক প্রদান কর, কারণ আমি তোমাকে তার ক্ষমতা প্রদান করলাম।) তখন ঐ স্থানে তালাক প্রদান করলে শুধু এক তালাক রজয়ী

যাবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে— طلقها وابنها অথবা যদি বলে— ابنها و طلقها। তখন মজলিসে তালাক দেওয়া হলে দুই তালাক হবে।

এ নিয়মের উপর আমাদের ইমামগণ বলেন, যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কোনো বাঁদিকে আযাদ করে দেওয়া হয়, তখন ঐ বাঁদির স্বামী গোলাম হোক বা স্বাধীন হোক, তার বিবাহ বিচ্ছেদ করা বা না করা বাঁদির নিজ ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। কেননা, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত বারীরাহকে তাঁর মুক্তি লাভের সময় বলেছিলেন— مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِيْ (তুমি তোমার নিজের অধিকার লাভ করেছ বিধায় এখন তোমার ইচ্ছা অর্থাৎ ভাল মনে করলে এখানে থাক, অন্যথায় অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পার।) এ হাদীসে তিনি বারীরাহ্-এর জন্য এখতিয়ার দিয়েছেন। কেননা, সে মুক্ত হওয়ার কারণে নিজের উপর কর্তৃত্বের মালিক হয়েছে। এতে তার স্বামী গোলাম বা আযাদ বলে কোনো পার্থক্য হবে না। এর উপর ভিত্তি করে এই মাসআলা নির্গত হয় যে, তালাকের সংখ্যা নির্ধারণ নারীদের অবস্থার ভিত্তিতে হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ طَلِّقْهَا فَجَعَلْتُ اَمْرَهَا الخ -এর الفاء -এর আলোচনা :

طلقها جعلت امرهابيدك বাক্যে فاء বর্ণটি ইল্লত বা কারণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়, তুমি তাকে তালাক প্রদান কর, কারণ তার ক্ষমতা আমি তোমার হাতে ন্যস্ত করেছি। উল্লিখিত উক্তিতে طلقها পদটি যেহেতু তালাকের ক্ষেত্রে স্পষ্ট শব্দ, তাই উকিল তালাক দিলে এক তালাক রজয়ী হবে।

অপরদিকে যদি فاء -এর স্থলে واو দ্বারা বলা হয়, তখন উকিল দুই তালাক দেওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে। ফলে মজলিসে তালাক প্রদান করলে দুই তালাক হবে। কারণ طَلِّقْهَا وَجَعَلْتُ اَمْرَهَا بِيَدِكَ বাক্যের অর্থ হবে– "তুমি তাকে তালাক প্রদান কর এবং আমি তাকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা তোমাকে দান করলাম।" এখানে واو টি জমা বা সংযোজনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বলে তালাক দু'টি হচ্ছে। অনুরূপভাবে যদি কোনো লোক طلقها وابنها বলে, অথবা ابنها وطلقها বলে, তখন উকিল প্রত্যেক বাক্যে দু'টি করে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে। কেননা, উল্লিখিত বাক্য দ্বারা স্বামী উকিলকে দুই তালাকের অধিকার দিয়েছে। একটি ابنها শব্দ দ্বারা অপরটি طلقها শব্দ দ্বারা।

قَوْلُهُ اِبْنَهَا وَطَلِّقْهَا -এর ব্যাখ্যা :

قَوْلُهُ اِبْنَهَا وَطَلِّقْهَا -এর মধ্যে ابنها শব্দটির শেষে ها যমীরটি স্ত্রীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে এবং ابن শব্দটি "ابنة" ক্রিয়ামূল হতে امر حاضر– واحد مذكر-এর শব্দ। অর্থ– পৃথক করে দাও। স্বামী উকিলকে বলল— طلقها وابنها (তাকে তালাক দিয়ে দাও এবং বায়েনা বা পৃথক করে দাও।) অথবা বলল ابنها وطلقها। আর উকিল মজলিসেই তালাক দিয়ে দিল, তবে দুই তালাকে بائن পতিত হয়ে যাবে। কেননা, এ শব্দগুলোর দ্বারা স্বামী দুই তালাকের اختيار দিয়েছে। একটির اختيار হলো ابنها শব্দ দ্বারা, আর দ্বিতীয়টির اختيار হলো طلقها দ্বারা।

علة বর্ণনার্থে ব্যবহৃত فاء-এর সূত্র অনুপাতে :

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا قَالَ الخ : فاء বর্ণটি علة বর্ণনার্থে ব্যবহৃত হওয়ার সূত্রানুপাতে হানাফী মাযহাবের ওলামাগণ বলেন, বিবাহিতা দাসীকে স্বাধীন করে দিলে তার বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে, চাই তার স্বামী গোলাম হোক বা স্বাধীন হোক। কেননা, যখন হযরত বারীরাহ (রা.)-কে স্বাধীন করে দেওয়া হয়েছিল তখন নবী কারীম ﷺ তাঁকে বলেছিলেন— مَلَكْتِ بُضْعَكِ فَاخْتَارِيْ ইহাতে বুঝা যায় যে, হযরত বারীরাহ (রা.)-এর اختيار পাওয়ার কারণ তাঁর যৌনাঙ্গের মালিক হয়ে যান। উহাতে স্বামীর কোনো ধর্তব্য নেই অর্থাৎ স্বামী গোলাম হলেও স্ত্রী তার যৌনাঙ্গের মালিক হয়ে যাবে এবং স্বাধীন হলেও নারী তার যৌনাঙ্গের মালিক হয়ে যাবে।

তালাকের সংখ্যার মান :

قَوْلُهُ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ مَسْئَلَةُ اِعْتِبَارِ الخ : ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, তালাকের সংখ্যার মান পুরুষের মান অনুসারেই হবে। অর্থাৎ, যদি পুরুষ আযাদ হয়, তবে তিন তালাকের মালিক হবে। তার স্ত্রী দাসী হোক বা স্বাধীনা। তাঁর এ অভিমত হাদীসে বারীরার বিপরীত। কেননা, তা হতে জানা যায় যে, তালাকের সংখ্যার মান নারীর মান অনুসারেই হবে অর্থাৎ, স্ত্রী যদি স্বাধীনা হয়, তবে স্বামী তিন তালাকের মালিক হবে। চাই স্বামী গোলাম হোক বা আযাদ। আর স্ত্রী যদি দাসী হয় তবে স্বামী দুই তালাকের মালিক হবে, চাই স্বামী গোলাম হোক বা স্বাধীন। যদি পুরুষের মান হত, তবে বিবাহিতা দাসী স্বাধীনা হওয়ার পর নবী কারীম ﷺ বিবাহ ভঙ্গ করার اختيار দিতেন না; বরং গোলামকে স্বাধীন করে দেওয়ার পর স্ত্রীকে বিবাহ ভঙ্গ

فَإِنَّ بُضْعَ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ مِلْكُ الزَّوْجِ وَلَمْ يَزُلْ عَنْ مِلْكِهِ بِعِتْقِهَا فَدَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى الْقَوْلِ بِازْدِيَادِ الْمِلْكِ بِعِتْقِهَا حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ الْمِلْكُ فِي الزِّيَادَةِ وَيَكُونُ ذٰلِكَ سَبَبًا لِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا وَازْدِيَادُ مِلْكِ الْبُضْعِ بِعِتْقِهَا مَعْنَى مَسْئَلَةِ اِعْتِبَارِ الطَّلَاقِ بِالنِّسَاءِ فَيُدَارُ حُكْمُ مَالِكِيَّةِ الثَّلَاثِ عَلَى عِتْقِ الزَّوْجَةِ دُوْنَ عِتْقِ الزَّوْجِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (رح)-

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنَّ بُضْعَ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ কেননা, বিবাহিতা দাসীর যৌনাঙ্গ مِلْكُ الزَّوْجِ স্বামীর মালিকানাধীন لَمْ يَزُلْ عَنْ مِلْكِهِ স্বামীর মালিকানা দূর হয় না بِعِتْقِهَا স্ত্রীর আযাদ হওয়ার দ্বারা فَدَعَتِ الضَّرُورَةُ ফলে প্রয়োজনীয় দাবী করে إِلَى الْقَوْلِ بِازْدِيَادِ الْمِلْكِ মালিকানা বৃদ্ধির প্রবক্তা হওয়ার بِعِتْقِهَا তার আযাদ হওয়ার কারণে حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ الْمِلْكُ এমনকি তার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হবে فِي الزِّيَادَةِ অতিরিক্তের মধ্যে وَيَكُونُ ذٰلِكَ سَبَبًا আর তা কারণ হবে لِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্য وَازْدِيَادُ مِلْكِ الْبُضْعِ যৌনাঙ্গের সংরক্ষণ বেড়ে যাওয়া بِعِتْقِهَا স্ত্রীর আযাদ হওয়ার দ্বারা مَعْنَى مَسْئَلَةِ اِعْتِبَارِ الطَّلَاقِ তালাকের পরিগ্রহণ ব্যবস্থাই মাসআলার মূলকথা بِالنِّسَاءِ নারীদের জন্য فَيُدَارُ حُكْمُ مَالِكِيَّةِ الثَّلَاثِ সুতরাং তিন তালাকের মালিক হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে عَلَى عِتْقِ الزَّوْجَةِ স্ত্রীর স্বাধীনা হওয়ার ভিত্তিতে دُوْنَ عِتْقِ الزَّوْجِ স্বামীর স্বাধীন হওয়ার ভিত্তিতে নয় كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رح যেমনটি ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মাযহাব।

সরল অনুবাদ : কারণ বিবাহিতা দাসীর যৌনাঙ্গ তার স্বামীরই মালিকানাধীন এবং দাসী আযাদ হয়ে যাওয়ার কারণে স্বামীর এ মালিকানা চলে যায় না। কাজেই তার স্বাধীনা হয়ে যাওয়ার কারণে মালিকানা প্রতীয়মান হয়ে যায়। আর তাই অতিরিক্তের মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে স্ত্রীর জন্য খেয়ার সাব্যস্ত হওয়ার কারণ। আর স্ত্রীর স্বাধীনতা লাভের দ্বারা যৌনাঙ্গের মালিকানা বেড়ে যাওয়া নারীদের সাথে তালাকের পরিগ্রহণ ব্যবস্থাই মাসআলার উদ্দেশ্য। কাজেই স্ত্রী স্বাধীনা হলে তিন তালাকের মালিক হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে — স্বামী স্বাধীন হওয়ার ভিত্তিতে নয়। যেমনি উহা ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মাযহাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিবাহিতা দাসীর লজ্জাস্থানের মালিকানা স্বামীর :

قَوْلُهُ فَإِنَّ بُضْعَ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ الخ : বিবাহিতা বাঁদির গুপ্তাঙ্গের মালিক তার স্বামী। বাঁদি আযাদ হওয়ার পর স্বামীর এ মালিকানা থেকে যায়। এ মালিকানা থাকা সত্ত্বেও আযাদ হওয়ার পর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার বাঁদির কি করে থাকবে? ইহাই চিন্তার বিষয়। চিন্তা-গবেষণার পর এটাই বলতে হবে যে, বিবাহিতা বাঁদির উপর বাঁদি থাকা অবস্থায় স্বামীর যতটুকু মালিকানা ছিল, আযাদ হওয়ার পর সে মালিকানায় আরো অধিকার সংযোজিত হয়। আর স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী যদি সে বর্ধিত ক্ষমতার অধিকারী হয়, তাহলে স্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব হবে। সুতরাং আযাদ হওয়ার পর স্ত্রীর অধিকার থাকবে যে, সে ইচ্ছা করলে তার স্বামীকে বর্ধিত অধিকারের মালিক করতে পারবে ও বিবাহ বহাল রাখবে, অথবা ইচ্ছা করলে ঐ স্বামীকে অতিরিক্ত অধিকারের অধিকারী না করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবে।

ইহা সর্বজন স্বীকৃত যে, ক্ষমতা যে পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে তার অবসানকারী বস্তুও সে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। আর নিকাহ-এর ক্ষমতা খর্বকারী হচ্ছে তালাক। উক্ত নিয়মে বুঝা যায় যে, স্ত্রী লোকটির দাসী থাকা কালীন যে পরিমাণ তালাক দ্বারা তার অধিকার শেষ হত, এখন আযাদ হওয়ার পর ঐ পরিমাণ তালাকের দ্বারা তা চলবে না। ফলে পূর্বে দুই তালাকের ক্ষমতা ছিল, এখন তিন তালাকের ক্ষমতা আসবে। কাজেই স্ত্রীলোকের আযাদ অথবা বাঁদি হওয়া হিসেবেই তালাকের হিসাব ধর্তব্য হবে।

<u>তালাকের সংখ্যার মান নির্ধারণ :</u>

قَوْلُهُ مَعْنَى مَسْئَلَةِ اِعْتِبَارِ الطَّلَاقِ الخ : ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, তালাকের সংখ্যা স্বামীর মানের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, স্বামী আযাদ হলে তিন তালাকের মালিক হবে। আর যদি স্বামী গোলাম হয়, তবে দুই তালাকের মালিক হবে। তিনি যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস— اَلطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ দ্বারা দলিল গ্রহণ করে থাকেন।

আর হানাফীদের মতে তালাকের সংখ্যা স্ত্রীর মানের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, স্ত্রী আযাদ হলে স্বামী তিন তালাকের মালিক হবে, আর স্ত্রী দাসী হলে স্বামী দুই তালাকের মালিক হবে। তাঁরা طَلَاقُ الْاَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করে থাকেন।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الشَّوَافِعِ : হানাফীগণ ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর উপস্থাপিত হাদীসটির উত্তরে বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারী যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম তালাকের সংখ্যার মানের ব্যাপারে স্বীয় অভিমত ও কিয়াসের ভিত্তিতে কথা বলতেন। এ হাদীস দ্বারা কেউ দালিল গ্রহণ করেননি। হাদীসটিকে দলিল হিসেবে তাঁদের গ্রহণ না করা দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা হাদীসই নয়; অথবা হাদীস, তবে রহিত হয়ে গেছে। অথবা হাদীসটির অর্থ হলো, তালাক দেওয়া না দেওয়ার মালিক পুরুষ। নারী তালাক দানের মালিক নয় অর্থাৎ, পুরুষ নারীকে তালাক দিতে পারে, কিন্তু নারী পুরুষকে তালাক দিতে পারে না। প্রাচীন আরব নারীরা পুরুষদের তালাক দিয়ে থাকত। রাসূল ﷺ উল্লিখিত বাণী দ্বারা আরবের সে কু-প্রথাটি বাতিল করলেন। বুঝা গেল যে, তালাক প্রদানের অধিকারী হলো পুরুষ; কিন্তু তালাকের সংখ্যা নারীদের মান অনুসারেই হবে যা এ স্থানে বারীরার হাদীস দ্বারা বুঝা যায়।

فَصْلٌ ثُمَّ لِلتَّرَاخِىْ لٰكِنَّهٗ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) يُفِيْدُ التَّرَاخِىْ فِى اللَّفْظِ وَالْحُكْمِ وَعِنْدَهُمَا يُفِيْدُ التَّرَاخِىْ فِى الْحُكْمِ وَبَيَانُهٗ فِيْمَا اِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُوْلِ بِهَا اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ فَعِنْدَهٗ يَتَعَلَّقُ الْاُوْلٰى بِالدُّخُوْلِ وَتَقَعُ الثَّانِيَةُ فِى الْحَالِ وَلَغَتِ الثَّالِثَةُ وَعِنْدَهُمَا يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ بِالدُّخُوْلِ ثُمَّ عِنْدَ الدُّخُوْلِ يَظْهَرُ التَّرْتِيْبُ فَلَا يَقَعُ اِلَّا وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَعَتِ الْاُوْلٰى فِى الْحَالِ وَلَغَتِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَعِنْدَهُمَا يَقَعُ الْوَاحِدَةُ عِنْدَ الدُّخُوْلِ لِمَا ذَكَرْنَا وَاِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَدْخُوْلًا بِهَا فَاِنْ قَدَّمَ الشَّرْطَ تَعَلَّقَتِ الْاُوْلٰى بِالدُّخُوْلِ وَيَقَعُ ثِنْتَانِ فِى الْحَالِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَاِنْ اَخَّرَ الشَّرْطَ وَقَعَ ثِنْتَانِ فِى الْحَالِ وَتَعَلَّقَتِ الثَّالِثَةُ بِالدُّخُوْلِ وَعِنْدَهُمَا يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ بِالدُّخُوْلِ فِى الْفَصْلَيْنِ -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> فَصْلٌ পরিচ্ছেদ ثُمَّ - ثُمَّ التَّرَاخِىْ অব্যয়টি বিলম্বের অর্থে ব্যাবহৃত হয় لٰكِنَّهٗ কিন্তু তা عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে يُفِيْدُ التَّرَاخِىْ বিলম্বের ফায়দা দান করে فِى اللَّفْظِ শব্দে ও হুকুমে وَالْحُكْمِ وَعِنْدَهُمَا আর সাহেবাইনের মতে يُفِيْدُ التَّرَاخِىْ বিলম্বের ফায়দা দান করে فِى الْحُكْمِ হুকুমর মধ্যে وَبَيَانُهٗ এবং-এর বর্ণনা فِيْمَا ঐ মাসআলায় اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِغَيْرِ الْمَدْخُوْلِ بِهَا সঙ্গম হয় নি এমন স্ত্রীকে اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর فَاَنْتِ طَالِقٌ তবে তুমি তালাক ثُمَّ طَالِقٌ তারপর তালাক

ثُمَّ طَالِقٌ তারপর তালাক فَعِنْدَهُ অতঃপর ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর মতে يَتَعَلَّقُ الْاُوْلٰى প্রথমটি ঝুলে থাকবে بِالدُّخُوْلِ ঘরে প্রবেশের সাথে وَتَقَعُ الثَّانِيَةُ এবং দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে فِى الْحَالِ তৎক্ষণাৎ وَلَغَتِ الثَّالِثَةُ এবং তৃতীয় তালাক বাতিল হবে وَعِنْدَهُمَا আর সাহেবাইনের মতে يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ সব তালাক ঝুলে থাকবে بِالدُّخُوْلِ ঘরে প্রবেশের সাথে ثُمَّ عِنْدَ الدُّخُوْلِ তারপর ঘরে প্রবেশের সময় يَظْهَرُ التَّرْتِيْبُ ক্রমান্বয়ে পতিত হবে কেউ বলে اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক ثُمَّ طَالِقٌ তারপর তালাক ثُمَّ طَالِقٌ তারপর তালাক اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ যদি ঘরে প্রবেশ কর فَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে وَقَعَتِ الْاُوْلٰى প্রথম তালাক পতিত হবে فِى الْحَالِ তাৎক্ষণিকভাবে وَلَغَتِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক বাতিল।

وَعِنْدَهُمَا এবং সাহেবাইনের মতে يَقَعُ الْوَاحِدَةُ এক তালাক পতিত হবে عِنْدَ الدُّخُوْلِ ঘরে প্রবেশের সময় لِمَا ذَكَرْنَا যে কথা আমরা উল্লেখ করেছি وَاِنْ كَانَتِ الْمَرْاَةُ আর যদি স্ত্রী হয় مَدْخُوْلًا بِهَا সহবাসকৃতা فَاِنْ قُدِّمَ الشَّرْطُ। অতঃপর শর্ত প্রথমে উল্লেখ করে تَعَلَّقَتِ الْاُوْلٰى (তবে) প্রথম তালাক ঝুলে থাকবে بِالدُّخُوْلِ ঘরে প্রবেশের সাথে وَيَقَعُ ثِنْتَانِ এবং দু তালাক পতিত হবে فِى الْحَالِ তৎক্ষণাৎ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে وَاِنْ اَخَّرَ الشَّرْطَ আর যদি শর্ত পরে আনা হয় وَقَعَ ثِنْتَانِ দু তালাক পতিত হবে فِى الْحَالِ তৎক্ষণাৎ وَتَعَلَّقَتِ الثَّالِثَةُ তৃতীয় তালাক ঝুলে থাকবে بِالدُّخُوْلِ ঘরে প্রবেশের সাথে وَعِنْدَهُمَا এবং সাহেবাইনের মতে يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ সকল তালাক ঝুলে থাকবে بِالدُّخُوْلِ ঘরে প্রবেশের সাথে فِى الْفَصْلَيْنِ উভয় ক্ষেত্রে।

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ ثم বর্ণটি বিলম্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়; তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ثم বর্ণটি কথা ও হুকুম উভয়ের মধ্যে বিলম্বের কাজ করে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, শুধু হুকুমের মধ্যেই বিলম্বের কাজ করে। উভয় মতের ব্যখ্যা, যেমন– কোনো লোক তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে (যার সাথে সহবাস হয়নি) যদি বলে– اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ (তুমি ঘরে প্রবেশ করলে এক তালাক, আর এক তালাক, আর এক তালাক।) এখন ইমাম সাহেবের মতে, প্রথম তালাকটি ঘরে প্রবেশের শর্তের সঙ্গে জড়িত থাকবে, দ্বিতীয়টি সঙ্গে সঙ্গে পতিত হবে ও তৃতীয়টি নিরর্থক হবে। আর সাহেবাইনের মতে, তিনটি তালাকই ঘরে প্রবেশের সাথে জড়িত থাকবে। (অর্থাৎ, প্রবেশ না করলে কোনো তালাকই হবে না।) অতঃপর প্রবেশের পর ক্রমান্বয়ে পতিত হবে। ফলে শুধুমাত্র একটি তালাকই হবে। যদি বলে – اَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ। (তুমি এক তালাক, অতঃপর এক তালাক, অতঃপর এক তালাক যদি ঘরে প্রবেশ কর।) তখন ইমাম সাহেবের মতে, তৎক্ষণাৎ একটি তালাক হবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক কার্যকরী হবে না। আর সাহেবাইনের মতে, ঘরে প্রবেশের পরই এক তালাক হবে সে কথার ভিত্তিতে যা আমরা উল্লেখ করেছি। পক্ষান্তরে স্ত্রী সহবাসকৃতা হলে এবং শর্ত প্রথমে উল্লেখ করলে তখন প্রথমটি ঘরে প্রবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক তৎক্ষণাৎ পতিত হবে। আর শর্তকে পরে উল্লেখ করলে প্রথম ও দ্বিতীয়টি তখন হয়ে যাবে এবং তৃতীয়টি প্রবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। এটাই ইমাম সাহেবের মাযহাব। কিন্তু সাহেবাইনের মতে, উভয় অবস্থায় সকল তালাকই ঘরে প্রবেশের সাথে শর্তযুক্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ثُمَّ তারাখীর অর্থে ব্যবহৃত হয় :

قَوْلُهُ ثُمَّ لِلتَّرَاخِيْ الخ : ثم যে তারাখী-এর অর্থে আসে এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু ইমাম সাহবের মতে, কথা এবং হুকুম উভয়ের মধ্যে তারাখী হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি اَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ বলল সে যেন انت طالق (তুমি তালাক) বলে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আবার طالق বলল। কথার মধ্যে বিলম্বের অর্থ এটাই।

আর আলোচ্য বাক্য দ্বারা প্রথমে এক তালাক পতিত হওয়ার পর দ্বিতীয় তালাক পতিত হবে। হুকুমের মধ্যে বিলম্ব হওয়ার অর্থ এটাই। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, ثم দ্বারা শুধু হুকুমের মধ্যে তারাখী (বিলম্ব) হয়, কথার মধ্যে তারাখী হয় না।

অবস্থা চতুষ্ঠয় :

قَوْلُهُ وَبَيَانُ فِيْمَا الخ : গ্রন্থকার ثم -এর নীরব অর্থে ব্যবহৃত হওয়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ বুঝানোর উদ্দেশ্য একটি উদাহরণকেই চারটি অবস্থায় পেশ করেছেন। যথা—

প্রথম অবস্থা :

স্ত্রী যদি সহবাসকৃতা না হয়, আর স্বামী শর্তকে আগে উল্লেখ করে বলে— اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, প্রথম তালাক ঘরে প্রবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে এবং দ্বিতীয় তালাক তাৎক্ষণিকভাবে পতিত হয়ে স্ত্রী বায়েনা হয়ে যাবে। আর শেষটা নিরর্থক হবে। সাহেবাইনের মতে, যেহেতু ثم কথার মধ্যে তারাখী বা বিলম্বের অর্থ প্রকাশক নয় সেহেতু তিনটি তালাকই শর্তের সাথে যুক্ত হবে এবং শর্ত তথা ঘরে প্রবেশ পাওয়া গেলেই প্রথম তালাক পতিত হবে, স্ত্রী বায়েনা হবে এবং ক্ষেত্র না থাকার কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক পতিত হবে না।

দ্বিতীয় অবস্থা :

স্ত্রী যদি সহবাসকৃতা না হয়, আর স্বামী শর্তকে পরে উল্লেখ করে বলে— اَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, প্রথম তালাক তাৎক্ষণিক ভাবেই পতিত হবে। কেননা, ইহা শর্তের সাথে যুক্ত এবং ক্ষেত্র না থাকার কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক নিরর্থক হবে। সাহেবাইনের মতে, তিনটি তালাকই শর্তের সাথে যুক্ত হবে। সুতরাং শর্ত পাওয়া গেলে অর্থাৎ, ঘরে প্রবেশ পাওয়া গেলে এক তালাকে বায়েনা পতিত হবে এবং ক্ষেত্র না থাকার কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালাক পতিত হবে না।

তৃতীয় অবস্থায় :

স্ত্রী যদি সহবাসকৃতা হয় এবং স্বামী শর্তকে আগে এনে বলে—اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, প্রথম তালাক শর্তের সাথে যুক্ত হবে এবং পরবর্তী দু'টি তালাক তাৎক্ষণিকভাবেই পতিত হবে। আর সাহেবাইনের মতে, তিনটি তালাকই শর্তের সাথে যুক্ত হবে এবং শর্ত পাওয়া গেলে তিনটি তালাকই পতিত হবে।

চতুর্থ অবস্থা :

স্ত্রী যদি সহবাসকৃতা হয় আর স্বামী শর্তকে পরে উল্লেখ করে বলে— اَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তাৎক্ষণিক ভাবে দুই তালাক পতিত হবে এবং তৃতীয় তালাক শর্তের সাথে যুক্ত হবে। আর সাহেবাইনের মতে, তিনটি তালাকই শর্তের সাথে যুক্ত হবে এবং শর্ত পাওয়া যাওয়ার পার তিন তালাক পতিত হবে।

فَصْلٌ "بَلْ" لِتَدَارُكِ الْغَلَطِ بِاِقَامَةِ الثَّانِىْ مَقَامَ الْاَوَّلِ فَاِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُوْلِ بِهَا اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ لِاَنَّ قَوْلَهُ لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ رُجُوْعٌ عَنِ الْاَوَّلِ بِاِقَامَةِ الثَّانِىْ مَقَامَ الْاَوَّلِ وَلَمْ يَصِحَّ رُجُوْعُهُ فَيَقَعُ الْاُوْلٰى فَلَايَبْقَى الْمَحَلُّ عِنْدَ قَوْلِهِ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ مَدْخُوْلًا بِهَا يَقَعُ الثَّلَاثُ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا لَوْقَالَ لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ لَا بَلْ اَلْفَانِ حَيْثُ لَايَجِبُ ثَلٰثَةُ الْاٰفٍ عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ (رح) يَجِبُ ثَلٰثَةُ الْاٰفٍ لِاَنَّ حَقِيْقَةَ اللَّفْظِ لِتَدَارُكِ الْغَلَطِ بِاِثْبَاتِ الثَّانِىْ مَقَامَ الْاَوَّلِ وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ اِبْطَالُ الْاَوَّلِ فَيَجِبُ تَصْحِيْحُ الثَّانِىْ مَعَ بَقَاءِ الْاَوَّلِ وَذٰلِكَ بِطَرِيْقِ زِيَادَةِ الْاَلْفِ عَلَى الْاَلْفِ الْاَوَّلِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَلْ ثِنْتَيْنِ لِاَنَّ هٰذَا اِنْشَاءٌ وَذٰلِكَ اِخْبَارٌ وَالْغَلَطُ اِنَّمَا يَكُوْنُ فِى الْاِخْبَارِ دُوْنَ الْاِنْشَاءِ فَاَمْكَنَ تَصْحِيْحُ اللَّفْظِ بِتَدَارُكِ الْغَلَطِ فِى الْاِقْرَارِ دُوْنَ الطَّلَاقِ حَتّٰى لَوْكَانَ الطَّلَاقُ بِطَرِيْقِ الْاِخْبَارِ بِاَنْ قَالَ كُنْتُ طَلَّقْتُكِ اَمْسِ وَاحِدَةً لَابَلْ ثِنْتَيْنِ يَقَعُ ثِنْتَانِ لِمَاذَكَرْنَا -

---

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ بَلْ لِتَدَارُكِ الْغَلَطِ - بَلْ অব্যয়টি ভুল সংশোধনের জন্য ব্যবহৃত হয় لِغَيْرِ দ্বিতীয়টি স্থাপন করার ফলে مَقَامَ الْاَوَّلِ প্রথমটির স্থলে فَاِذَا قَالَ অতএব যখন কেউ বলে بِاِقَامَةِ الثَّانِىْ الْمَدْخُوْلِ بِهَا সঙ্গম করা হয়নি এমন স্ত্রীকে اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً তুমি এক তালাক لَا না بَلْ ثِنْتَيْنِ বরং দু তালাক رُجُوْعٌ (এতে) এক তালাক পতিত হবে لِاَنَّ قَوْلَهُ কেননা তার উক্তি لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ না! বরং দু তালাক وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَلَمْ প্রথমটি হতে ফিরে আসা مَقَامَ الْاَوَّلِ بِاِقَامَةِ الثَّانِىْ দ্বিতীয়টিকে স্থলাভিষিক্ত করে প্রথমটির স্থলে عَنِ الْاَوَّلِ فَلَا يَبْقَى الْمَحَلُّ অথচ (এখানে) তার ফিরে আসা শুদ্ধ নয় فَيَقَعُ الْاُوْلٰى ফলে প্রথমটি পতিত হবে يَصِحَّ رُجُوْعُ অতঃপর ক্ষেত্র অবশিষ্ট নেই عِنْدَ قَوْلِهِ ثِنْتَيْنِ তার উক্তি ثِنْتَيْنِ বলার সময় (ফলে তা নিরর্থক হবে)। وَلَوْ كَانَتْ আর স্ত্রী সঙ্গমকৃতা হয় يَقَعُ الثَّلَاثُ (তা হলে) তিন তালাক পতিত হবে وَهٰذَا بِخِلَافِ আর তা ঐ مَدْخُوْلًا بِهَا কথার বিপরীত مَا لَوْ قَالَ তা হলো যদি কেউ বলে لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ অমুক আমার কাছে এক হাজার টাকা পাবে لَا عِنْدَنَا না! বরং দু হাজার টাকা পাবে حَيْثُ لَايَجِبُ ثَلٰثَةُ الْاٰفٍ এখানে তিন হাজার টাকা ওয়াজিব হবে না بَلْ اَلْفَانِ আমাদের (হানাফীদের) মতে وَقَالَ زُفَرُ رح ইমাম যুফার (র.) বলেন يَجِبُ ثَلٰثَةُ الْاٰفٍ তিন হাজার টাকা ওয়াজিব لِاَنَّ حَقِيْقَةَ اللَّفْظِ কেননা بَلْ শব্দের হাকীকত হলো لِتَدَارُكِ الْغَلَطِ ভুল সংশোধন করা بِاِثْبَاتِ الثَّانِىْ দ্বিতীয়টি সাব্যস্ত করে مَقَامَ الْاَوَّلِ প্রথমটির স্থলে لَمْ يَصِحَّ সহীহ নয় عَنْهُ স্বীকৃতিদাতার পক্ষ থেকে اِبْطَالُ الْاَوَّلِ প্রথমটিকে বাতিল করা فَيَجِبُ সুতরাং ওয়াজিব تَصْحِيْحُ الثَّانِىْ দ্বিতীয়টিকে শুদ্ধ রাখা مَعَ بَقَاءِ الْاَوَّلِ প্রথমটি বহাল রেখে زِيَادَةِ الْاَلْفِ وَذٰلِكَ بِطَرِيْقِ আর তা দ্বিতীয় এক হাজার বাড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতিতে হবে عَلَى الْاَلْفِ الْاَوَّلِ প্রথম এক

বরং দুতালাক لِاَنَّ هٰذَا কেননা, তা اِنْشَاءٌ ইনশা (স্বীকারোক্তিমূলক) وَذٰلِكَ اِخْبَارٌ আর উহা হলো খবর وَالْغَلَطُ আর ভুল فَاَمْكَنَ تَصْحِيْحُ اِنَّمَا يَكُوْنُ فِى الْاَخْبَارِ খবরের মধ্যে হয়ে থাকে دُوْنَ الْاِنْشَاءِ ইনশার মধ্যে হয় না اللَّفْظِ সুতরাং শব্দ শুদ্ধ করা সম্ভব بِتَدَارُكِ الْغَلَطِ ভুল সংশোধন করে فِى الْاِقْرَارِ স্বীকারোক্তির মধ্যে دُوْنَ الطَّلَاقِ তালাকে সম্ভব নয় حَتّٰى لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ এমনকি যদি তালাক হয় بِطَرِيْقِ الْاَخْبَارِ খবরের পদ্ধতিতে بِاَنْ قَالَ যে সে বলেছে كُنْتُ طَلَّقْتُكِ اَمْسِ وَاحِدَةً আমি গতকাল্য তোমাকে এক তালাক দিয়েছিলাম لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ না! বরং দু তালাক يَقَعُ ثِنْتَانِ (তবে) দু'তালাক পতিত হবে لِمَا ذَكَرْنَا যে কথা আমরা উল্লেখ করেছি।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : بَل হরফটি ভুল সংশোধন করত প্রথম হুকুমের স্থলে দ্বিতীয় হুকুমটি স্থাপন করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (তবে প্রথম হুকুম হতে ফিরে আসার সুযোগ থাকতে হবে।) যদি সহবাসকৃতা নয় এমন স্ত্রীকে কেউ বলে— اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَابَلْ ثِنْتَيْنِ (তুমি এক তালাক, না বরং দুই তালাক।) তখন এক তালাক বলে গণ্য হবে। কেননা بَل ثنتين কথাটির অর্থ হলো ইহাকে প্রথম তালাকের স্থলাভিষিক্ত করে প্রথমটি হতে ফিরে আসা, অথচ এখানে তা বৈধ নয়। তাই প্রথমটি পতিত হবে এবং পরের দুই তালাকের স্থান নেই বলে নিরর্থক হবে। আর স্ত্রী যদি সহবাসকৃতা হয়, তখন কিন্তু তিন তালাকই হবে। উহা আবার এ কথার বিপরীত যে, যদি কেউ বলে— لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ لَابَلْ اَلْفَانِ (সে আমার নিকট এক হাজার টাকা পাবে, না বরং দু হাজার।) এতে আমাদের মতে তিন হাজার ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) বলেন যে, এতেও তিন হাজার ওয়াজিব হবে। কারণ, এ বাক্যের প্রকৃত অর্থ হলো দ্বিতীয়টিকে প্রথমের স্থলে স্থাপন করে ভুল সংশোধন করা এবং তার জন্য প্রথম হুকুম বাতিল করা বৈধ নয়। ফলে প্রথমটি রেখে দ্বিতীয়টিকে শুদ্ধ করা ওয়াজিব হবে। আর প্রথম হাজারের সাথে আরোও এক হাজার বর্ধিত করলেই উহা পাওয়া যাবে। তবে اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ (তুমি এক তালাক, না বরং দুই তালাক।) কথাটি لفلان على الخ-এর বিপরীত। কেননা, এটা হচ্ছে ইনশা। আর ইকরার হচ্ছে খবর। খবরে ভুল সংশোধন হয় বটে,কিন্তু ইনশাতে তা সম্ভব নয়। তাই ইকরারের মধ্যে ভুল সংশোধন করে বাক্য শুদ্ধ করা চলে, কিন্তু তালাকে তা চলে না। হাঁ, যদি কেউ সংবাদ হিসেবে তালাক প্রদান করে বলে— كُنْتُ طَلَّقْتُكِ اَمْسِ وَاحِدَةً لَابَلْ ثِنْتَيْنِ (আমি তোমাকে গতকাল এক তালাক দিয়েছি, না বরং দুই তালাক।) তখন দুই তালাক হবে। তার কারণ ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بل দ্বারা عطف করা ও عطف -এর উদ্দেশ্য ঃ

قوله "بل" لِتَدَارُكِ الْغَلَطِ الخ : بل দ্বারা আতফের উদ্দেশ্য معطوف عليه হতে অন্যদিকে ফিরে যাওয়া। সুতরাং এ عطف দ্বারা معطوف عليه-সাব্যস্ত করাও উদ্দেশ্য হয় না এবং উহার نفى করাও উদ্দেশ্য হয় না। যেমন–جاء زيد بل عمرو-এর অর্থ–আমর আসাকে প্রমাণিত করে যায়েদ-এর আসাকে سقوط عنه স্থির করা। অবশ্য যদি معطوف عليه-এর পর لا উল্লেখ করে بل দ্বারা عطف করা হয়, যেমন বলল— جَاءَ نِىْ زَيْدٌ لَا بَلْ عَمْرٌو তবে এ অবস্থায় معطوف عليه-এর স্পষ্ট نفى হয়ে যায়। সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণটির অর্থ হবে আমর এসেছে, যায়েদ আসেনি এবং যায়েদের নাম ভুলবশত মুখ হতে বের হয়ে গেছে। কোনো কোনো লোক বলেন— بل-এর উদ্দেশ্য হলো معطوف عليه-কে বাতিল স্থির করে معطوف -কে সাব্যস্ত করা।

কুরআন শরীফের بل-এর উদ্দেশ্য :

আল্লাহ তা'আলার কালামের মধ্যে بل শব্দটি আলোচনার এক পদ্ধতি হতে অপর পদ্ধতির প্রতি পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-আল্লাহ তা'আলার বাণী— وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا-এর মধ্যে এক পদ্ধতি হতে অপর পদ্ধতির প্রতি পরিবর্তন করা হয়েছে।

بل দ্বারা نفى -এর পর عطف হলে : যদি بل দ্বারা নফীর পর আতফ হয়। যেমন– বলে যে, مَاجَاءَنِى زَيْدٌ بَلْ عمرو তবে উহার অর্থের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মুবাররাদ নাহুবিদ বলেন, উহার অর্থ হবে– مَاجَاءَنِى عَمْرٌو শাইখ আবদুল কাহের জুরজানী (র.) বলেন, উভয় অর্থ হতে পারে।

خبر সমূহের মধ্যে بل দ্বারা عطف করে رجوع করা যায় : স্মরণ রাখতে হবে যে, بل দ্বারা عطف করে رجوع হতে معطوف عليه করা খবর সমূহের মধ্যে সহীহ– ইনশার মধ্যে সহীহ নয়। কেননা, ইনশা হতে رجوع গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই যখন স্বামী তার অসহবাসকৃতা স্ত্রীকে اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ বলবে, তখন এক তালাক পতিত হয়ে স্ত্রী بائنة হয়ে যাবে এবং স্বামীর উক্তি لابل ثنتين নিরর্থক হয়ে যাবে। কেননা, তার উক্তি انت طالق واحدة হলো انشاء আর انشاء হতে رجوع জায়েজ নেই। কাজেই এক তালাক পতিত হবে এবং যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়নি তার ওপর তালাকে বায়েনই পতিত হয়। কাজেই স্বামীর কথা– بل ثنتين দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্র অবশিষ্ট থাকেনি।

যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা হয় : আর যদি স্ত্রী সহবাসকৃতা হয়, তবে স্বামীর কথা– انت طالق واحدة দ্বারা এক তালাক এবং بل ثنتين দ্বারা দুই তালাক মোট তিন তালাকই পতিত হবে। কেননা, যার সাথে সহবাস করেছে তার ওপর তালাকে رجعى ও পতিত হয় এবং একটি رجعى তালাক পতিত হওয়ার পর আবার দুই তালাক পতিত হওয়ার ক্ষেত্র থাকে।

ইকরার বা স্বীকারোক্তির মাসআলা :

قَوْلُهُ لَوْقَالَ لِفُلَانٍ الخ : স্বীকারোক্তির মাসআলাটি উপরোক্ত তালাকের মাসআলার বিপরীত। কেননা, স্বীকারোক্তি খবরের অন্তর্ভুক্ত– ইনশার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং স্বীকারোক্তি হতে প্রত্যাবর্তন বৈধ আছে। এ আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, কোনো ব্যক্তি যদি স্বীকারোক্তিতে বলে– لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ لَابَلْ اَلْفَانِ (সে আমার নিকট এক হাজার টাকা পাবে, না বরং দুই হাজার।) তবে আমাদের মতে প্রথম হাজার হতে প্রত্যাবর্তন হবে এবং স্বীকৃতি দানকারীর ওপর দুই হাজার ওয়াজিব হবে। কেননা, معطوف عليه-কে বাতিল করে معطوف-কে তদস্থলে স্থাপন করে ভুল সংশোধন করার জন্যই بل এর ব্যবহার। কিন্তু প্রথমের স্থলে দ্বিতীয়টিকে স্থাপন করা হয় বলে প্রথমটিকে বাতিল করা বুঝায় না। যদি এ রূপ করা হয় অর্থাৎ, প্রথম হাজার বাতিল করা হয় তবে প্রাপকের অসুবিধা হবে। তাই প্রথমটি রেখেই দ্বিতীয়টিকে শুদ্ধ করতে হবে এবং উহা এভাবে যে, প্রথম হাজার ঠিক রেখে উহার সাথে আর এক হাজার যোগ করবে।

ইমাম যুফার (র.) তালাকের মাসআলার ওপর কিয়াস করে বলেন যে– عَلَىَّ اَلْفٌ لَابَلْ اَلْفَانِ উক্তি দ্বারা স্বীকৃতি দানকারীর জিম্মায় তিন হাজার ওয়াজিব হবে। আমাদের উক্তি হলো, ইমাম যুফার (র.)-এর কিয়াসটি ঠিক নয়। কেননা, انت طَالِقٌ وَاحِدَةً لَابَلْ ثِنْتَيْنِ উক্তি لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ لَابَلْ اَلْفَانِ-এর বিপরীত। কারণ, انت طالق হচ্ছে ইনশা, আর لفلان على الخ হচ্ছে খবর। সুতরাং ইনশার উপর খবরের কিয়াস বৈধ নয়। তা ছাড়া দেশ প্রচলনেও এক হাজার বলার পর দুই হাজার বলার অর্থ এক হাজারের সাথে আরো দুই হাজার যোগ করা নয়; বরং এক হাজারের সাথে আর এক হাজার যোগ করে মোট দুই হাজারই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

ইনশার মধ্যে ভুল সংশোধন অসুবিধার কারণ :

قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً الخ : ইনশা-এর মধ্যে ভুল সংশোধন করা যায় না, আর খবরে সংশোধন করা যায়। কারণ, ইনশা-এর অর্থ হলো সৃষ্টি করা। সৃজনের পর উহা আর রহিত হয় না। কিন্তু সংবাদ ভুল হতে পারে এবং উহার সংশোধন আছে। ফলে তালাক ইনশা-এর অন্তর্ভুক্ত বলে اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَا بَلْ ثِنْتَيْنِ দ্বারা তিন তালাক হবে। কেননা, উহা ইনশা-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু স্বীকারোক্তি খবরের অন্তর্ভুক্ত। ফলে ইকরার ভুল সংশোধন করত বাক্য শুদ্ধ করা সম্ভব। তবে যখন সংবাদ হিসেবে তালাকের উল্লেখ হয়, তখন উহাতেও ভুল সংশোধন করা চলবে। যেমন– কোনো লোক তার স্ত্রীকে তালাকের সংবাদ দিয়ে বলল– كُنْتُ طَلَّقْتُكِ اَمْسِ وَاحِدَةً لَابَلْ ثِنْتَيْنِ (তোমাকে আমি গতকাল এক তালাক দিয়েছিলাম, না বরং দুই তালাক।) এখানে দুই তালাক হবে। কারণ, ইহা সংবাদের অন্তর্ভুক্ত বলে بل দ্বারা ভুল সংশোধন করার সুযোগ থাকবে।

فَصْلٌ "لٰكِنَّ" لِلْاِسْتِدْرَاكِ بَعْدَ النَّفْيِ فَيَكُوْنُ مُوْجِبُهٗ اِثْبَاتُ مَا بَعْدَهٗ فَاَمَّا نَفْيُ مَاقَبْلَهٗ فَثَابِتٌ بِدَلِيْلِهٖ وَالْعَطْفُ بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَ اِتِّسَاقِ الْكَلَامِ فَاِنْ كَانَ الْكَلَامُ مُتَّسِقًا يَتَعَلَّقُ النَّفْيُ بِاِثْبَاتِ الَّذِىْ بَعْدَهٗ وَاِلَّا فَهُوَ مُسْتَاْنِفٌ مِثَالُهٗ مَاذَكَرَهٗ مُحَمَّدٌ (رح) فِى الْجَامِعِ اِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ قَرْضٌ فَقَالَ فُلَانٌ لَا وَلٰكِنَّهٗ غَصَبٌ لَزِمَهُ الْمَالُ لِاَنَّ الْكَلَامَ مُتَّسِقٌ فَظَهَرَ اَنَّ النَّفْىَ كَانَ فِى السَّبَبِ دُوْنَ نَفْسِ الْمَالِ وَكَذٰلِكَ لَوْقَالَ لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ هٰذِهِ الْجَارِيَةِ فَقَالَ فُلَانٌ لَاالْجَارِيَةُ جَارِيَتُكَ وَلٰكِنْ لِىْ عَلَيْكَ اَلْفٌ يَلْزَمُهُ الْمَالُ فَظَهَرَ اَنَّ النَّفْىَ كَانَ فِى السَّبَبِ لَا فِىْ اَصْلِ الْمَالِ وَلَوْكَانَ فِىْ يَدِهٖ عَبْدٌ فَقَالَ هٰذَا لِفُلَانٍ فَقَالَ فُلَانٌ مَا كَانَ لِىْ قَطُّ وَلٰكِنَّهٗ لِفُلَانٍ اٰخَرَ فَاِنْ وَصَلَ الْكَلَامُ كَانَ الْعَبْدُ لِلْمُقَرِّلَهُ الثَّانِىْ لِاَنَّ النَّفْىَ يَتَعَلَّقُ بِالْاِثْبَاتِ وَاِنْ فَصَلَ كَانَ الْعَبْدُ لِلْمُقَرِّلَهُ الْاَوَّلِ فَيَكُوْنُ قَوْلُ الْمُقَرِّلَهٗ رَدًّا لِلْاِقْرَارِ-

---

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ لٰكِنْ لِلْاِسْتِدْرَاكِ - لكن অব্যয়টি পূর্ববর্তী বাক্যের সন্দেহ দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয় بَعْدَ النَّفْيِ নফী-এর পরে فَيَكُوْنُ مُوْجِبُهٗ সুতরাং-এর বিধান হলো اِثْبَاتُ مَا بَعْدَهٗ তার পরবর্তীকে সাব্যস্ত করা فَاَمَّا نَفْىُ مَا قَبْلَهٗ তবে তার পূর্ববর্তী বাক্যের নফী فَثَابِتٌ بِدَلِيْلِهٖ তার দলিল দ্বারা প্রমাণিত وَالْعَطْفُ بِهٰذِهٖ আর এ لكن শব্দ দ্বারা আতফ করা اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ কার্যকর হয় عِنْدَ اِتِّسَاقِ الْكَلَامِ বাক্যের যোগ সূত্রের সময় فَاِنْ كَانَ الْكَلَامُ مُتَّسِقًا অতঃপর যদি বাক্য যোগ সূত্র সম্পন্ন হয় يَتَعَلَّقُ النَّفْىُ নফী সংশ্লিষ্ট হয় بِاِثْبَاتِ الَّذِىْ بَعْدَهٗ তার (লকিন-এর) পরবর্তী ইসবাতের সাথে وَاِلَّا আর অন্যথায় (যোগসূত্র বদ্ধ না হলে) فَهُوَ مُسْتَاْنِفٌ তা হবে স্বতন্ত্র বাক্য مِثَالُهٗ-এর উদাহরণ مَاذَكَرَهٗ مُحَمَّدٌ رح যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) উল্লেখ করেছেন فِى الْجَامِعِ জামে কবীর গ্রন্থে اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ قَرْضٌ অমুক আমার কাছে এক হাজার কর্য হিসেবে পাবে فَقَالَ فُلَانٌ অতঃপর অমুক বলল لَا وَلٰكِنَّهٗ غَصَبٌ না, বরং তা লুণ্ঠিত অর্থ لَزِمَهُ الْمَالُ (তখন) তাকে মাল প্রদান করা আবশ্যক হবে لِاَنَّ الْكَلَامَ مُتَّسِقٌ কেননা, বাক্যের মধ্যে যোগসূত্র বিদ্যমান فَظَهَرَ অতঃপর সুস্পষ্ট হলো যে اَنَّ النَّفْىَ كَانَ فِى السَّبَبِ নিশ্চয় নফী (দাবি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার) কারণ সম্পর্কে মূল অর্থ সম্পর্কে নয় وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপ لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ অমুক আমার কাছে এক হাজার টাকা পাবে مِنْ ثَمَنِ هٰذِهِ الْجَارِيَةِ এ দাসীর মূল্য বাবত فَقَالَ فُلَانٌ অতঃপর অমুক ব্যক্তি বলল لَا الْجَارِيَةُ جَارِيَتُكَ না দাসীটি তোমার وَلٰكِنْ لِىْ عَلَيْكَ اَلْفٌ কিন্তু তোমার নিকট আমার এক হাজার টাকা প্রাপ্য আছে يَلْزَمُهُ الْمَالُ তখন তার উপর মাল ওয়াজিব হবে فَظَهَرَ অতঃপর সুস্পষ্ট হলো যে, اِنَّ النَّفْىَ كَانَ فِى السَّبَبِ নিশ্চয় নফী (না-বাচক উক্তি) মাল ওয়াজিব হওয়ার কারণ সম্পর্কে لَا فِىْ اَصْلِ الْمَالِ মূল মালে নয় وَلَوْ كَانَ فِىْ يَدِهٖ عَبْدٌ আর যদি কোনো স্বীকারোক্তিকারীর অধীনে কোনো দাস থাকে فَقَالَ অতঃপর সে বলে هٰذَا لِفُلَانٍ এ দাসটি অমুকের فَقَالَ فُلَانٌ

অতঃপর অমুক ব্যক্তি বলে مَا كَانَ لِى قَطُّ দাসটি আদৌ আমার ছিল না وَلٰكِنَّهُ لِفُلَانٍ اٰخَرَ বরং এটা অন্য অমুকের كَانَ الْعَبْدُ لِلْمُقِرِّ لَهُ الثَّانِى তবে যদি সে বাক্যটিকে আসল করে (সাথে সাথে বলে) فَاِنْ وَصَلَ الْكَلَامَ তবে দাস স্বীকারোক্তি প্রদত্ত দ্বিতীয় অমুক ব্যক্তির জন্য হবে لِاَنَّ النَّفْىَ কেননা নফী يَتَعَلَّقُ بِالْاِثْبَاتِ ইতিবাচকের সাথে সংশ্লিষ্ট وَاِنْ فَصَلَ আর যদি ফসল করে (সাথে সাথে না বলে) كَانَ الْعَبْدُ لِلْمُقِرِّ لَهُ الْاَوَّلِ (তবে) দাসটি স্বীকারোক্তি প্রদত্ত প্রথম ব্যক্তির জন্য হবে فَيَكُوْنُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ কাজেই এ প্রথম ব্যক্তির উক্তিটি দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে হবে رَدًّا لِلْاِقْرَارِ স্বীকারোক্তিকে প্রত্যাখ্যান।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : لٰكِنْ বর্ণটি পূর্ববর্তী বাক্যের সন্দেহ দূর করার জন্য নেতিবাচকের পর ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উহার আসল উদ্দেশ্য বা চাহিদা হলো পরবর্তী কথাটিকে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করা। তবে ইহার পূর্ববর্তী বাক্যের নেতিবাচক নিজ দলিল দ্বারাই প্রমাণিত। لٰكِنْ দ্বারা আতফ তখনই কার্যকর হবে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাক্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হবে। সুতরাং বাক্য যদি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয় তবে নেতিবাচকের সম্পর্ক لٰكِنْ-এর পরবর্তী ইতিবাচকের সাথে হবে। অন্যথায় পরবর্তীকে পৃথক বাক্য হিসেবে গণ্য করা হবে। উহার দৃষ্টান্ত সে মাসআলা যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'জামে কাবীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মাসআলাটি হলো, যখন কোনো লোক বলে— لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ قَرْضٌ (অমুক লোক আমার নিকট কর্জ হিসেবে হাজার টাকা পাবে।) অতঃপর লোকটি বলল— لَا وَلٰكِنَّهُ غَصَبٌ (না, উহা লুণ্ঠিত অর্থ।) তবে তাকে হাজার টাকা পরিশোধ করতে হবে। কেননা, দুই বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং প্রকাশ পেল যে, তার নেতিবাচকটি কারণের সাথে যুক্ত হবে, স্বয়ং মাল বা টাকার সাথে নয় :

এ রূপ যদি কেউ বলে— لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ هٰذِهِ الْجَارِيَةِ (অমুকের জন্য আমার ওপর এ দাসীর মূল্য হতে এক হাজার টাকা ওয়াজিব।) উত্তরে অমুক ব্যক্তি বলল–বাঁদি তোমারই وَلٰكِنْ لِى عَلَيْكَ اَلْفٌ (কিন্তু তোমার নিকট আমার এক হাজার টাকা প্রাপ্য।), তখন ঐ ব্যক্তির ওপর এক হাজার প্রদান ওয়াজিব হবে। কেননা, প্রাপকের উত্তরে বুঝা গেল যে, 'না'-টি সম্পর্ক ওয়াজিব হওয়ার কারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত, মূল সম্পদের সাথে নয়।

আর কারো অধীনে কোনো গোলাম থাকা অবস্থায় সে যদি বলে, এ গোলামটি অমুকের। আর সে অমুক ব্যক্তি যদি উত্তরে বলে— مَا كَانَ لِى قَطُّ وَلٰكِنَّهُ لِفُلَانٍ اٰخَرَ (এ গোলামটি মোটেই আমার নয়, বরং ইহা অমুক (দ্বিতীয়) ব্যক্তির।) তবে এ প্রথম ব্যক্তি যদি কথাটি সাথে সাথে বলে তাহলে গোলামটি দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য হবে। কেননা, প্রথম ব্যক্তির অস্বীকৃতিটি অন্যের ব্যাপারে স্বীকৃতি দানের সাথে সম্পর্কিত। আর প্রথম ব্যক্তি যদি 'উক্ত গোলামটি আমার নয়' বলে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে যে, 'বরং গোলামটি অমুকের', তখন গোলামটি যার জন্য আগে স্বীকার করা হয়েছে তার তথা প্রথম ব্যক্তির জন্যই নির্ধারিত হয়ে যাবে, আর তার কথাটি অন্যের পক্ষে স্বীকারোক্তির প্রতিবাদ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لٰكِنْ-এর উদ্দেশ্য :

قَوْلُهُ "لٰكِنْ" لِلْاِسْتِدْرَاكِ بَعْدَ النَّفْىِ الخ : لٰكِنْ দ্বারা তৎপূর্ববর্তী বাক্যে সৃষ্ট সন্দেহকে দূরীভূত করা হয়। যেমন— مَا جَاءَنِىْ زَيْدٌ لٰكِنْ عَمْرٌو ইহা তখনই বলা হয়, যখন যায়েদ ও আমরের মধ্যে এমন গভীর সম্পর্ক থাকে যে, একে অন্যকে ছাড়া চলাফেরা করে না। অর্থাৎ, কোথাও একজনের উপস্থিতি অন্য জনের উপস্থিতিকে অপরিহার্য করে দেয়। এ অবস্থায় যদি কেউ বলে– مَا جَاءَنِىْ زَيْدٌ তখন স্বভাবতই শ্রোতার মনে এ সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, যায়েদ না আসার কারণে হয়তো বা আমরও আসে নি। সুতরাং যখন বলা হলো যে– مَا جَاءَنِىْ زَيْدٌ لٰكِنْ عَمْرٌو তখন শ্রোতার সে সন্দেহ দূরীভূত হলো। আর لٰكِنْ পদটিই সে সন্দেহ দূর করে দিল, ফলে শ্রোতার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যায়েদ এসেছে আমর আসেনি।

لكن এবং بل -এর মধ্যকার পার্থক্য :

قَوْلُهُ فَامَّا نَفْىُ مَاقَبْلَهُ الخ : এ বাক্যটি দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো لكن এবং بل -এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করা যে, উভয়ের মধ্যে দু'টি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। যথা—

১. لكن শুধু নেতিবাচক উক্তির পরে ব্যবহৃত হয়, ইতিবাচকের পরে لكن ব্যবহৃত হয় না। পক্ষান্তরে بل -এর ব্যবহার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ব্যক্তির পরেই হয়ে থাকে।

২. لكن দ্বারা পরবর্তী উক্তি ইতিবাচক সাব্যস্ত হয়; কিন্তু পূর্ববর্তী বাক্যটির নেতিবাচক সাব্যস্ত হয় দলিল দ্বারা, لكن দ্বারা নয়। পক্ষান্তরে بل মৌলিকভাবেই পূর্ববর্তী উক্তিকে নেতিবাচক করে এবং পরবর্তী উক্তিকে ইতিবাচক করে।

জ্ঞাতব্য : لكن পদটি তখনই নেতিবাচক উক্তির পরে ব্যবহৃত হয় যখন শব্দের আতফ শব্দের ওপর হয়। যেমন- مَا جَاءَنِىْ زَيْدٌ لٰكِنْ عَمْرٌو এখানে زيد শব্দের ওপর عمرو শব্দের আতফ হয়েছে। বস্তুত যখন বাক্যের আতফ বাক্যের ওপর হবে, তখন ইতিবাচক উক্তির পরেও لكن ব্যবহৃত হতে পারে। তবে لكن -এর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী উক্তির যে-কোনো একটি অবশ্যই না-বাচক হতে হবে, যদিও তা অর্থগতভাবেই হোকনা কেন।

لكن দ্বারা আতফ সহীহ হওয়ার শর্ত :

قَوْلُهُ وَالْعَطْفُ بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ الخ : لكن দ্বারা আত্ফ সহীহ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে—

১. বাক্যের একাংশ অন্য অংশের সাথে অর্থগতভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া।

২. 'হাঁ' বাচক ও 'না' বাচকের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হওয়া।

এ দুই শর্ত কোনো বাক্যের মধ্যে পাওয়া গেলে উহাকে كلام متسق বলে। এ দুই শর্তের কোনো একটিও যদি পাওয়া না যায় তবে আতফ হবে না; বরং لكن -এর পরবর্তী বাক্যটি ভিন্ন বাক্য হিসেবে পরিগণিত হবে।

كلام متسق -এর দৃষ্টান্ত ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর উল্লিখিত মাসআলা। কেননা, উহাতে হাঁ-বাচকের ক্ষেত্র 'হাজার' এবং না-বাচকের ক্ষেত্র হলো হাজার ওয়াজিব হওয়ার কারণটি। আর স্বীকৃতি দানকারী ও যার পক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে উভয়ের উক্তির মধ্যে কোনো গরমিল নেই। কেননা, 'হাজার' ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ই একমত; শুধু ওয়াজিব হওয়ার কারণের ক্ষেত্রে দ্বিমত রয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ لَوْقَالَ لِفُلَانٍ الخ-এর আলোচনা :

এ ইবারাতের মাধ্যমে لكن দ্বারা عطف বিশুদ্ধ হওয়ার একটি উপমা পেশ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী মাসআলার মতোই বর্তমান মাসআলাটিও। স্বীকারকারী এবং যার জন্য স্বীকার করা হয়েছে উভয়ে যদি হাজারের ব্যাপারে একমত হয়, আর হাজার ওয়াজিবের কারণের ব্যাপারে মতানৈক্য হয়; যেমন- স্বীকারকারী বলে উহা বাঁদির মূল্য বাবদ, অথচ যার জন্য স্বীকার করা হয়েছে সে বলে বাঁদির মূল্য বাবদ নয় لٰكِنْ لِىْ عَلَيْكَ اَلْفٌ (কিন্তু তোমার নিকট আমার এক হাজার প্রাপ্য।) তখন স্বীকারকারীকে এক হাজার দিতে হবে। কেননা, এ মতানৈক্য কারণের ব্যাপারে হয়েছে প্রকৃত ওয়াজিবের ব্যাপারে নয়। সুতরাং لكن -এর পরবর্তী বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যের কোনো পরিপন্থী হবে না এবং আত্ফ সহীহ হবে। এভাবে কেউ যদি তার নিজ আওতাধীন গোলামের ব্যাপারে বলে যে- هذا لزيد (ইহা যায়েদের।) আর যায়েদ বলে— مَا كَانَ لِىْ قَطُّ (কখনো আমার নয়।) এবং তাৎক্ষণিকভাবে বলে— ولكنه لعمرو (কিন্তু উহা আমরের।) তবে গোলামটি আমরের জন্যই নির্দিষ্ট হবে। কেননা, এ অবস্থায় যায়েদের উদ্দেশ্য সাধারণভাবে 'না' করা নয়; বরং নিজের জন্য 'না' করে আমরের জন্য সাব্যস্ত করা। অতএব, উভয়ের ক্ষেত্র ভিন্ন হয়েছে। কাজেই لكن দ্বারা আত্ফ সহীহ হবে এবং গোলামটি আমরের জন্য হওয়াই সাব্যস্ত হবে।

তবে যায়েদ যদি ماكان لى قط বলার পরে কিছুক্ষণ নীরব থেকে ولكنه لعمرو বলে, তবে গোলামটি যায়েদের জন্যই হবে এবং তার উক্তি ولكنه لعمرو দ্বারা গোলামটি আমরের হওয়া প্রমাণিত হবে না। কেননা, নীরব থাকার কারণে لكن -এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উক্তির মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণে আত্ফ শুদ্ধ হবে না এবং তার উক্তি ولكنه لعمرو সাক্ষ্য দানের পর্যায়ে পড়বে। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, একজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই তার এ সাক্ষ্য দ্বারা গোলামটি আমরের জন্য হওয়া সাব্যস্ত হবে না। এবং যায়েদের উক্তি ما كان لى قط দ্বারা স্বীকারোক্তিকারীর স্বীকৃতিদানও প্রত্যাখ্যাত হবে।

জ্ঞাতব্য : لكن (লাকিন) হরফে আত্ফ আর لكن (লাকিন্না) حرف مشبهة بالفعل এ-দু'টি অব্যয়ই তার পূর্বের বক্তব্যের সন্দেহ দূর করে। এ কারণেই উসূলবিদগণ হরফে আতফের আলোচনার সাথে حرف مشبة بالفعل لكن -এর এরও আলোচনা করে থাকেন।

وَلَوْ اَنَّ اَمَةً تَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهَا بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمَوْلٰى لَا اُجِيْزُ الْعَقْدَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ بِمِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ بَطَلَ الْعَقْدُ لِاَنَّ الْكَلَامَ غَيْرُ مُتَّسِقٍ فَاِنَّ نَفْىَ الْاِجَازَةِ وَاِثْبَاتَهَا بِعَيْنِهَا لَايَتَحَقَّقُ فَكَانَ قَوْلُهُ لٰكِنْ اُجِيْزُهُ اِثْبَاتَهُ بَعْدَ رَدِّ الْعَقْدِ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ لَا اُجِيْزُهُ وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ اِنْ زِدْتَنِىْ خَمْسِيْنَ عَلَى الْمِائَةِ يَكُوْنُ فَسْخًا لِلنِّكَاحِ لِعَدَمِ اِحْتِمَالِ الْبَيَانِ لِاَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الْاِتِّسَاقُ وَلَا اِتِّسَاقَ-

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَوْ اَنَّ اَمَةً আর যদি কোনো দাসী تَزَوَّجَتْ বিবাহ দেয় نَفْسَهَا নিজেকে بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهَا স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতীত بِمِائَةِ دِرْهَمٍ এক দিরহামের বিনিময়ে فَقَالَ الْمَوْلٰى অতঃপর মনিব বলল لَا اُجِيْزُ الْعَقْدَ আমি বিবাহের অনুমতি দেব না بِمِائَةِ دِرْهَمٍ একশত দিরহামের বিনিময়ে وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ বরং আমি বিবাহের অনুমতি দেব بِمِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ দেড়শত দিরহামের বিনিময়ে بَطَلَ الْعَقْدُ (তবে) বিবাহ বন্ধন বাতিল হয়ে যাবে لِاَنَّ الْكَلَامَ কেননা বাক্যটি غَيْرُ مُتَّسِقٍ পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে যোগসূত্র বদ্ধ নয় فَاِنَّ نَفْىَ الْاِجَازَةِ কেননা, অনুমতির অস্বীকৃতি وَاِثْبَاتَهَا এবং অনুমতির স্বীকৃতি بِعَيْنِهَا হুবহু لَايَتَحَقَّقُ একত্রিত হতে পারে না فَكَانَ قَوْلُهُ لٰكِنْ اُجِيْزُهُ তাই মনিবে উক্তি, বরং আমি তার অনুমতি দিচ্ছি اِثْبَاتَهُ বিবাহের স্বীকৃতি প্রদান بَعْدَ رَدِّ الْعَقْدِ বিবাহকে অস্বীকার করার পর وَكَذٰلِكَ আর তদ্রূপ لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে لَا اُجِيْزُهُ আমি অনুমতি দেব না وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ তবে অনুমতি দেব اِنْ زِدْتَنِىْ خَمْسِيْنَ যদি তুমি পঞ্চাশ বেশি প্রদান কর عَلَى الْمِائَةِ একশতের উপর يَكُوْنُ فَسْخًا (এতে) বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে لِعَدَمِ اِحْتِمَالِ الْبَيَانِ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা না থাকায় لِاَنَّ مِنْ شَرْطِهِ কেননা, ব্যাখ্যার জন্য শর্ত হলো اَلْاِتِّسَاقُ যোগসূত্র বিদ্যমান থাকা وَلَا اِتِّسَاقَ অথচ এখানে যোগসূত্র বিদ্যমান নেই।

সরল অনুবাদ : যদি কোনো 'বাঁদি নিজেকে একশত দিরহামের পরিবর্তে প্রভুর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেয়, তখন প্রভু বলে— لَا اُجِيْزُ الْعَقْدَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ بِمِائَةٍ وَّخَمْسِيْنَ (আমি একশত দিরহামের পরিবর্তে বিবাহের অনুমতি দেব না, কিন্তু দেড়শত দিরহামের পরিবর্তে বিবাহের অনুমতি দিব।) তাহলে ঐ বিবাহ বাতিল হবে। কেননা, لكن -এর পরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সম্পর্কিত নয়। কারণ, অনুমতি অস্বীকার আর হুবহু ঐ কার্যের স্বীকৃতি একত্র হতে পারে না। তাই প্রভুর কথা— لٰكِنْ اُجِيْزُ الخ বিবাহকে অস্বীকারের পরে আবার স্বীকৃতি প্রদান করা বুঝায়। অনুরূপভাবে যদি প্রভু বলে— لَا اُجِيْزُهُ وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ اِنْ زِدْتَنِىْ خَمْسِيْنَ عَلَى الْمِائَةِ (আমি বিবাহকে স্বীকার করি না, কিন্তু যদি এক শ'য়ের পঞ্চাশ দিরহাম বেশি দেওয়া হয় তখন আমি উহাকে স্বীকৃতি দিব।) তখন তার বর্ণনার সম্ভাবনা না থাকায় বিবাহ ভঙ্গকারী হবে। কেননা, বর্ণনার জন্য সম্পর্ক শর্ত, আর এখানে সে সম্পর্ক নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لكن দ্বারা আত্ফ সহীহ না হওয়ার ব্যাখ্যা :

قَوْلُهُ وَلَوْاَنَّ اَمَةً تَزَوَّجَ نَفْسَهَا الخ : গ্রন্থকার প্রথমেই বলেছে لكن দ্বারা আত্ফ বৈধ হওয়ার দু'টি শর্ত রয়েছে– (১) বাক্যের এক অংশ অপর অংশের সাথে সংযুক্ত হতে হবে, (২) لكن -এর পূর্ববর্তী 'না' বাচক এবং পরবর্তী 'হাঁ' বাচকের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হতে হবে। যদি উভয় শর্ত একত্রে পাওয়া যায়, তখন বাক্যটিকে متسق (সম্পর্কযুক্ত) বলা হবে এবং আতফ বৈধ হবে, নতুবা আত্ফ শুদ্ধ হবে না; বরং لكن -এর পূর্ববর্তী বাক্যকে مستانفة (নতুন বাক্য) বলা হবে। কাজেই প্রভুর কথা— لَا اُجِيْزُ الْعَقْدَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ এবং اُجِيْزُ الْعَقْدَ بِمِائَةٍ وَّخَمْسِيْنَ -এর মধ্যে لكن দ্বারা আত্ফ শুদ্ধ নয়। কেননা, প্রভুর প্রথম বাক্যের মধ্যে যে বিবাহের অনুমতিকে অস্বীকার করা হয়েছিল, দ্বিতীয় বাক্যে তা-ই স্বীকার করা হয়েছে। অতএব, অস্বীকৃতি এবং স্বীকৃতির স্থান বা ক্ষেত্র ভিন্ন হয়নি, সুতরাং প্রভুর প্রথম বাক্য দ্বারা বাঁদির বিবাহ অস্বীকার হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্য

দ্বারা দেড়শত দিরহামের পরিবর্তে নতুন বিবাহের ঈজাব হয়েছে। কাজেই স্বামীর কবুলের ওপর বিবাহ সম্পাদন বাকি রয়েছে। কেননা, বিবাহ ইজাব ও কবুল এ দুইয়ের সমন্বয়ে হয়ে থাকে। শুধুমাত্র ঈজাবকে বিবাহ বলা যায় না। অনুরূপভাবে প্রভু যদি বলে— لَا اُجِيْزُهُ وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ اِنْ زِدْتَنِىْ خَمْسِيْنَ عَلَى الْمِائَةِ তবুও আত্ফ শুদ্ধ হবে না। কেননা, لٰكِنْ -এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় বাক্যই বিপরীতমুখী। প্রথম বাক্যে বিবাহের অনুমতিকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে তারই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং প্রভুর প্রথম বাক্য দ্বারা বাঁদির বিবাহ প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা নতুন বিবাহের প্রস্তাব হবে এবং স্বামীর কবুলের উপর বিবাহ সম্পাদন নির্ভর করবে। তা ছাড়া উভয় বাক্য বিপরীতমুখী হওয়ার কারণে দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের ব্যাখ্যাও হতে পারবে না।

উদ্ভাবিত একটি আপত্তি ও তার নিরসন :

ইবনে হুমাম (র.) প্রমুখ বলেন, যদি দাসী মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করার পর মনিব বলেন— لَا اُجِيْزُ النِّكَاحَ بِمِائَةٍ وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ بِمِائَتَيْنِ তবে দাসীর বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, নিবন্ধিত বাক্যের ওপর যখন না-বচন প্রবিষ্ট হয়, তখন উহা দ্বারা নিবন্ধনের নেতিকরণ উদ্দেশ্য হয়। অতএব, মনিবের বাক্যের উদ্দেশ্য এই দাঁড়াল যে, اُجِيْزُ النِّكَاحَ لٰكِنْ لَا بِمِائَةٍ بَلْ بِمِائَتَيْنِ আর একথা সুস্পষ্ট যে, গ্রন্থকারের ভাষ্যে মনিবের উক্তি– لَا اُجِيْزُ الْعَقْدَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلٰكِنْ اُجِيْزُهُ بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ ও ইবনে হুমাম (র.)-এর ভাষ্যে মনিবের উক্তির মতোই। কাজেই উসূলুশ্ শাশী গ্রন্থকারের এ আলোচনায় মনিবের উক্তিতে এ দাসীর বিবাহ শুদ্ধ হওয়া চায়, অথচ গ্রন্থকার বিবাহ বাতিল হয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন।

এ আপত্তির অপনোদন এই যে, নিবন্ধিত বাক্যের ওপর যে নেতিবচন প্রবিষ্ট হয়, উহা কখনো নিবন্ধের প্রতি, কখনো নিবন্ধন ও নিবন্ধিত উভয়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে থাকে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী— وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ -এর মধ্যে নিবন্ধন ও নিবন্ধিত উভয়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে। কেননা, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো জালিমদের জন্য কোনো সুপারিশকারীই থাকবে না। এ অর্থ নয় যে, সুপারিশকারী হবে কিন্তু সুপারিশ শোনা হবে না। আর কখনো কেবল নিবন্ধিত এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে থাকে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী— وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -এর মধ্যে কেবল হটকারিতার নেতিকরণই হয়েছে এবং وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ হতে দৃষ্টি এড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ, তারা হট করে না, চাই তারা জানুক আর নাই জানুক। সুতরাং গ্রন্থকার মনিবের উক্তির মধ্যে যে নেতিবচন আগত হয়েছে উহাকে নিবন্ধন ও নিবন্ধিত উভয়ের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে বিবাহ বাতিল হয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছেন। আর কামাল উদ্দীন ইবনে হুমাম (র.) কেবল মনিবের উক্তির নেতিবচনকে নিবন্ধের প্রতিই প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর সে নিবন্ধন হলো مِائَةٌ অর্থাৎ, আসল বিবাহের ওপর সম্মত, কিন্তু একশত দিরহাম মোহর হওয়ার ওপর অসম্মত। অতএব, এ অবস্থায় মনিবের কথা— لَا اُجِيْزُ النِّكَاحَ بِمِائَةٍ এবং اُجِيْزُ النِّكَاحَ بِمِائَتَيْنِ-এর মধ্যে বৈপরীত্য হবে না। কাজেই لٰكِنْ দ্বারা পরবর্তী বাক্যকে পূর্ববর্তী বাক্যের ওপর عطف করা শুদ্ধ হবে এবং উহাতে দাসীর বিবাহের অনুমতিও হয়ে যাবে।

فَصْلٌ : "اَوْ" لِتَنَاوُلِ اَحَدِ الْمَذْكُوْرَيْنِ وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ هٰذَا حُرٌّ اَوْ هٰذَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهٖ اَحَدُهُمَا حُرٌّ حَتّٰى كَانَ لَهٗ وِلَايَةُ الْبَيَانِ وَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُ بِبَيْعِ هٰذَا الْعَبْدِ هٰذَا اَوْ هٰذَا كَانَ الْوَكِيْلُ اَحَدَهُمَا وَيُبَاحُ الْبَيْعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ بَاعَ اَحَدُهُمَا ثُمَّ عَادَ الْعَبْدُ اِلٰى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ لَا يَكُوْنُ لِلْاٰخَرِ اَنْ يَبِيْعَهٗ وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثِ نِسْوَةٍ لَهٗ هٰذِهٖ طَالِقٌ وَهٰذِهٖ وَهٰذِهٖ طُلِّقَتْ اِحْدَى الْاُوْلَيَيْنِ وَطُلِّقَتِ الثَّالِثَةُ فِى الْحَالِ لِانْعِطَافِهَا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا وَيَكُوْنُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ فِىْ بَيَانِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ اَحَدُكُمَا طَالِقٌ وَهٰذِهٖ-

---

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَوْ لِتَنَاوُلِ اَحَدِ الْمَذْكُوْرَيْنِ - او অব্যয়টি উল্লেখিত দুটি বস্তুর একটিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয় وَلِهٰذَا আর এ কারণে لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে هٰذَا حُرٌّ اَوْ هٰذَا এ দাসটি আযাদ অথবা এ দাসটি كَانَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهٖ اَحَدُهُمَا حُرٌّ এ উক্তিটি দুটি দাসের একটি দাস আযাদ বলার সমপর্যায়ের হবে حَتّٰى كَانَ لَهٗ এমনকি মনিবের থাকবে [illegible] বর্ণনা করার অধিকার [illegible] আর যদি সে বলে [illegible] আমি উকিল বানিয়েছি [illegible]

দাস বিক্রয় করার هٰذَا اَوْ هٰذَا এ ব্যক্তিকে কিংবা ঐ ব্যক্তিকে كَانَ الْوَكِيْلُ اَحَدَهُمَا (তবে) উভয়ের মধ্যে একজন উকিল হবে وَيُبَاحُ الْبَيْعُ এবং বিক্রয় করা বৈধ হবে لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا উভয়ের প্রত্যেকের জন্য وَلَوْ بَاعَ اَحَدُهُمَا আর যদি উভয়ের একজন দাসটি বিক্রি করে ثُمَّ عَادَ الْعَبْدُ অতঃপর ঐ দাস ফিরে আসে اِلٰى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ মুয়াক্কিলের মালিকানায় لَايَكُوْنُ لِلْاٰخَرِ দ্বিতীয় উকিলের জন্য বৈধ হবে না اَنْ يَّبِيْعَهُ তাকে বিক্রি করা وَلَوْ قَالَ আর যদি কেউ বলে لِثَلٰثِ نِسْوَةٍ তার তিনজন স্ত্রীকে هٰذِهِ طَالِقٌ اَوْهٰذِهِ وَهٰذِهِ এ স্ত্রী বা এ স্ত্রী এবং এ স্ত্রী তালাক طَلُقَتْ اِحْدَى الْاُوْلَيَيْنِ (তবে) প্রথম দুজনের একজন তালাক হবে وَطَلُقَتِ الثَّالِثَةُ فِى الْحَالِ এবং তৃতীয় স্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে তালাক হবে لِانْعِطَافِهَا তৃতীয় স্ত্রীর আতফ হওয়ার কারণে عَلَى الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا প্রথম দুজনের একজন তালাক প্রাপ্তার ওপর وَيَكُوْنُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ এবং স্বামীর অধিকার থাকবে فِىْ بَيَانِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا প্রথম দুজন থেকে কে তালাক প্রাপ্তা হবে এর বর্ণনা দেওয়ার ব্যাপারে بِمَنْزِلَةِ مَالَوْ قَالَ এ মাসয়ালাটি এ পর্যায়ের যেমন যদি কোনো স্বামী বলে اَحَدُهُمَا طَالِقٌ وَهٰذِهِ উভয়ের একজন তালাক এবং এই (এ মাসয়ালায় প্রথম দুজনের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকার স্বামী রয়েছে।)

সরল অনুবাদ ঃ পরিচ্ছেদ : اَوْ হরফটি উল্লিখিত দুই বস্তুর মধ্য হতে একটিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। অতএব, যদি মনিব বলে, এ গোলামটি আযাদ কিংবা এ গোলামটি, তবে এ উক্তিতে দু'টি গোলামের মধ্যে একটি গোলাম আযাদ বলার সমপর্যায়ের হয়ে যাবে। এমনকি নির্দিষ্ট করণের জন্য বর্ণনা দেওয়ার অধিকার মনিবের থাকবে। আর যে ব্যক্তিকে উকিল বানাল সে যদি বলে, এ গোলামটি বিক্রয় করার জন্য আমি এ ব্যক্তিকে উকিল বানিয়েছি কিংবা ঐ ব্যক্তিকে, (উকিল বানিয়েছি) তবে উভয়ের মধ্যে একজনই উকিল হবে এবং উভয়ের প্রত্যেকের জন্য বিক্রয় করা জায়েয হবে। এবং যদি একজন উকিল গোলামকে বিক্রয় করে ফেলে, তারপর সে গোলাম মুয়াক্কেলের মালিকানায় ফিরে আসে, তবে দ্বিতীয় উকিলের জন্য সে গোলামটি বিক্রয় করা জায়েজ হবে না। আর যদি স্বামী তার তিনজন স্ত্রীকে বলে, এই কিংবা এই এবং এই তালাক, তবে প্রথম দু'জন থেকে একজন এবং তৃতীয় জন তাৎক্ষণিকভাবে তালাক হয়ে যাবে। কারণ, তৃতীয় স্ত্রী প্রথম দু'জনের মধ্যে তালাকপ্রাপ্তার ওপর عطف হয়েছে। আর প্রথম দু'জনের মধ্যে তালাকপ্রাপ্তাকে ইহার নির্দিষ্ট করার অধিকার স্বামীরই থাকবে। যেমনিভাবে স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট করার খেয়ার থাকে। যদি স্বামী বলে, তোমাদের দু'জন হতে একজন তালাক এবং এই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ "اَوْ" لِتَنَاوُلِ اَحَدِ الْمَذْكُوْرَيْنِ الخ - এর আলোচনা : এখান اَوْ হরফটি ব্যবহার বিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। اَوْ হরফটি দু'টি বস্তুর মধ্যখানে একটি বিষয়কে দায়ের করে দেয়। অর্থাৎ, اَوْ-এর পূর্বে যে হুকুম উল্লেখ হয়েছে, সে হুকুম معطوف عليه ও معطوف হতে একটির জন্য সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে اَوْ হরফটি নির্দেশক। কিন্তু যার জন্য সাব্যস্ত হচ্ছে, উহার উপর اَوْ নির্দেশক নয়। কাজেই নির্দিষ্ট করার অধিকার মুতাকাল্লেমেরই থাকবে। সুতরাং যদি اَوْ দ্বারা মুফরাদকে মুফরাদের উপর عطف করা হয়, যেমন— বলা হবে যে, جَاءَ زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌو তবে উহার অর্থ হবে যায়েদ ও আমরের মধ্যে একজনই এসেছে। তবে কে এসেছে উহার নির্দিষ্ট করণের উপায় আমার নিকট নেই। আর যদি اَوْ দ্বারা বাক্যের উপর বাক্যের عطف করা হয়ে থাকে, যেমন বলা হয়— اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اَخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ তবে উহার অর্থ এই হবে যে, নিজেদেরকে হত্যা কর এবং শহর হতে বের হয়ে যাও। এ দু'টি হতে একটি কথাই জরুরি হতে হয়, তবে উভয় ব্যবস্থা হতে যেটি তুমি চাও গ্রহণ কর। اَوْ -এর আলোচ্য অর্থ জমহুরে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে প্রাধান্য প্রাপ্ত।

কোনো কোনো উসূলবিদগণের মতে اَوْ হরফটি সন্দেহের জন্য বানানো হয়েছে, কিন্তু এ মাযহাব দুর্বল। কেননা, اَوْ এর ব্যবহার –انشاء-এর মধ্যেও হয়ে থাকে, আর একথা সুস্পষ্ট যে, انشاء-এর মধ্যে সত্য মিথ্যার অবকাশ না হওয়ার কারণে উহা সন্দেহের স্থানে নয়। সুতরাং যদি اَوْ সন্দেহের জন্য বানানো হতো, তবে انشاء -এর মধ্যে উহার ব্যবহার হতো না।

قَوْلُهُ هٰذَا حُرٌّ اَوْ هٰذَا الخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ, যদি মনিব দু'টি গোলামের প্রতি ইঙ্গিত করে বলে, এই আযাদ কিংবা এই। তবে তার এ উক্তি– তার উক্তি, এই দু'টি গোলাম হতে একটি আযাদ বলার মতোই হয়ে যাবে। সুতরাং যেমনিভাবে দ্বিতীয় উক্তি দ্বারা একটি গোলাম আযাদ হয়ে যেত, তেমনিভাবে প্রথম উক্তি দ্বারাও একটি গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যেমনিভাবে দ্বিতীয় উক্তির পর মনিবের জন্য নির্দিষ্ট করণের অধিকার থাকে, তেমনিভাবে প্রথম উক্তির পরও মনিবের নির্দিষ্ট করণের অধিকার থাকবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ اَحَدَهُمَا الخ -এর আলোচনা : এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার গোলাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি أَوْ দ্বারা দু'জন উকিলকে মনোনয়ন দেওয়া হয়, সে জাতীয় একটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। মনিব যদি কোনো গোলাম বিক্রয় করার জন্য দু'জন লোকের প্রতি ইঙ্গিত করে বলে থাকে যে, আমি এ ব্যক্তিকে কিংবা এ ব্যক্তিকে উকিল বানালাম, তবে তাদের দু'জনের একজনই উকিল হবে। নির্দিষ্ট করণের অধিকার মনিবেরই থাকবে। অতএব, যদি সেই গোলাম কোনো অবস্থাতে পুনরায় মনিবের মালিকানাধীন হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই গোলামকে বিক্রয় করে ফেলতে পারবে না। কেননা, এ ব্যক্তি উকিল নয়।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثِ نِسْوَةٍ الخ -এর আলোচনা : এখানে মুসান্নিফ (র.) যদি কোনো স্বামী তার তিনজন স্ত্রীকে ইঙ্গিতের মাধ্যমে তালাক প্রদান করে, তবে তার বিধান কি হবে? সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যদি স্বামী তার তিনজন স্ত্রীকে ইঙ্গিত করে বলে যে, এই তালাক কিংবা এই তালাক এবং এই তালাক। তবে এ কথার দ্বারা প্রথম দু'জন স্ত্রী হতে একজন তালাক হয়ে যাবে। তবে কোনটি তালাক হবে তা নির্দিষ্ট করার খেয়ার স্বামীরই থাকবে। আর তৃতীয় স্ত্রীর তালাক তখন তখনই হয়ে যাবে। কেননা, স্বামী তৃতীয় অবস্থাকে عطف করেছেন প্রথম দু'জনের মধ্যে যার ওপর তালাক হয়েছে তার ওপর। কাজেই তার উল্লিখিত উক্তিটি তার উক্তি— اَحَدُكُمَا طَالِقٌ وَهٰذِهِ বলার মতই হয়ে গেছে। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, দ্বিতীয় অবস্থায় প্রথম দু'টি হতে একজনের এবং তৃতীয় জনের তালাক হয়ে যায় এবং প্রথম দু'জন সম্পর্কে স্বামীর নির্দিষ্ট করণের খেয়ার থাকবে। কাজেই প্রথম অবস্থাতেও প্রথম দু'জন স্ত্রী হতে একজন এবং তৃতীয় জন তালাক হয়ে যাবে এবং নির্দিষ্ট করণের খেয়ার স্বামীরই থাকবে।

وَعَلٰى هٰذَا قَالَ زُفَرُ (رحـ) اِذَا قَالَ لَا اُكَلِّمُ هٰذَا اَوْ هٰذَا وَهٰذَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهٖ لَا اُكَلِّمُ اَحَدَ هٰذَيْنِ وَ هٰذَا فَلَا يَحْنَثُ مَالَمْ يُكَلِّمْ اَحَدَ الْاَوَّلَيْنِ وَالثَّالِثَ وَعِنْدَنَا لَوْ كَلَّمَ الْاَوَّلَ وَحْدَهٗ يَحْنَثُ وَلَوْ كَلَّمَ اَحَدَ الْاٰخِرَيْنِ لَايَحْنَثُ مَالَمْ يُكَلِّمْهُمَا وَلَوْ قَالَ بِعْ هٰذَا الْعَبْدَ اَوْ هٰذَا كَانَ لَهٗ اَنْ يَّبِيْعَ اَحَدَهُمَا اَيَّهُمَا شَاءَ وَلَوْ اَدْخَلَ "اَوْ" فِى الْمَهْرِ بِاَنْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى هٰذَا اَوْ عَلٰى هٰذَا يُحَكَّمُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) لِاَنَّ اللَّفْظَ يَتَنَاوَلُ اَحَدَهُمَا وَالْمُوْجَبُ الْاَصْلِىُّ مَهْرُ الْمِثْلِ فَيَتَرَجَّحُ مَا يُشَابِهُهٗ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا التَّشَهُّدُ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِى الصَّلٰوةِ لِاَنَّ قَوْلَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ "اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُكَ" عَلَّقَ الْاِتْمَامَ بِاَحَدِهِمَا فَلَا يُشْتَرَطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَدْ شُرِطَتِ الْقَعْدَةُ بِالْاِتِّفَاقِ فَلَا يُشْتَرَطُ قِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ-

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَعَلٰى هٰذَا এ মাসয়ালার উপর কিয়াস করে قَالَ زُفَرُ رحـ ইমাম যুফার (র.) বলেন اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لَا اُكَلِّمُ هٰذَا اَوْ هٰذَا وَهٰذَا আমি তার সাথে অথবা তার সাথে এবং তার সাথে কথা বলব না كَانَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهٖ উহা তার এ উক্তির সমপর্যায় হয়েছে لَا اُكَلِّمُ اَحَدَ هٰذَيْنِ وَهٰذَا আমি এ দুজনের এক জনের সাথে এবং-এর সাথে কথা বলব না فَلَا يَحْنَثُ অতঃপর সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না مَالَمْ يُكَلِّمْ اَحَدَ الْاَوَّلَيْنِ وَالثَّالِثَ যতক্ষণ না সে প্রথম দুজনের একজন এক তৃতীয় জনের সাথে কথা বলে وَعِنْدَنَا আমাদের (অধিকাংশ হানাফীর) মতে لَوْ كَلَّمَ الْاَوَّلَ وَحْدَهٗ যদি প্রথম একজনের সাথে কথা বলে يَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে وَلَوْ كَلَّمَ اَحَدَ الْاٰخِرَيْنِ আর যদি সে শেষ দুজনের একজনের সাথে কথা বলে لَايَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না مَالَمْ يُكَلِّمْهُمَا যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ দুজনের সাথে কথা বলবে وَلَوْ قَالَ আর যদি কেউ (উকিলকে) বলে بِعْ هٰذَا الْعَبْدَ اَوْ هٰذَا তুমি এ দাসটি, অথবা এ দাসটি বিক্রয় কর كَانَ لَهٗ উকিলের জন্য বৈধ হবে اَنْ يَّبِيْعَ বিক্রয় করা اَحَدَهُمَا দুজনের একজনকে اَيَّهُمَا شَاءَ উভয়ের যাকে সে (বিক্রয় করার) ইচ্ছা করে وَلَوْ اَدْخَلَ اَوْ فِى الْمَهْرِ আর যদি اَوْ অব্যয়টি মহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় بِاَنْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى هٰذَا اَوْ عَلٰى هٰذَا এভাবে যে, পুরুষ মহিলাকে এটার বিনিময়ে অথবা এটার বিনিময়ে বিবাহ করে يُحَكَّمُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ (এ ক্ষেত্রে) মহরের মিসলের হুকুম দেওয়া

একটিকে (মহরের) অন্তর্ভুক্ত করে وَالْمُوجَبُ الْأَصْلِيُّ আর প্রকৃত ওয়াজিব হলো مَهْرُ الْمِثْلِ মহরে মিসাল فَيَتَرَجَّحُ অতঃপর প্রাধান্য পাবে مَا يُشَابِهُهُ যা মহরে মিসলে সাদৃশ্যপূর্ণ وَعَلَى هٰذَا আর এ মূলনীতির ভিত্তিতে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ التَّشَهُّدُ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِي الصَّلٰوةِ সালাতে তাশাহহুদ রুকন নয় কেননা রাসূল ﷺ-এর বাণী إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ فَعَلْتَ هٰذَا যখন তুমি এটা বলবে অথবা এটা করবে فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُكَ তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে علق الاتمام রাসূল ﷺ পূর্ণতাকে সংশ্লিষ্ট করেছেন بِأَحَدِهِمَا দুটির একটি সাথে فَلَا يُشْتَرَطُ كُلُّ وَاحِدٍ উভয়ের প্রত্যেকটি শর্ত হবে না وَقَدْ شُرِطَتِ الْقَعْدَةُ শেষ বৈঠক শর্ত করা হয়েছে بِالْاِتِّفَاقِ ঐকমত্যে فَلَا يُشْتَرَطُ সুতরাং শর্ত করা যাবে না قِرَاءَةُ التَّشَهُّدِ তাশাহহুদ পড়া।

সরল অনুবাদ : তালাকের মাসআলার উপর কিয়াস করে ইমাম যুফার (র.) বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি বলে— لَا أُكَلِّمُ هٰذَا أَوْ هٰذَا وَهٰذَا (আমি তার সাথে কথা বলবো না, অথবা তার সাথে এবং তার সাথে।) তখন তার এ কথার অর্থ হবে– আমি তাদের দু'জনের মধ্যে একজনের সাথে এবং তার সাথে কথা বলব না। তবে যখন পর্যন্ত না প্রথম দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনের সাথে এবং তৃতীয় ব্যক্তির সাথে কথা বলবে, শপথ ভঙ্গ হবে না। আমাদের (হানাফীদের) নিকট যদি প্রথম এক ব্যক্তির সাথেও কথা বলে, তবে শপথ ভঙ্গ হবে। আর শেষ দুই ব্যক্তির মধ্যে শুধু এক ব্যক্তির সাথে কথা বললে শপথ ভঙ্গ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ দু'জনের সাথে কথা বলবে। আর যদি কেউ বলে— بِعْ هٰذَا الْعَبْدَ أَوْ هٰذَا (এই গোলামটি বিক্রয় কর অথবা উহাকে।) তখন সে যে-কোন একজনকে বিক্রয় করতে পারবে। কোনো পুরুষ যদি মহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে او বর্ণ প্রয়োগ করে অর্থাৎ, এইটি বা ঐটির বিনিময়ে বিবাহ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, মহরে মিছিল ওয়াজিব হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। কেননা, او শব্দটি দুই প্রকার মহরের একটি অন্তর্ভুক্ত করে। আর প্রকৃত ওয়াজিব হলো মহরে মিছিল। সুতরাং মহরে মিছিলই প্রাধান্য পাবে। ইহার উপর ভিত্তি করে আমরা (হানাফীরা) বলি, সালাতের মধ্যে তাশাহ্হুদ পাঠ রুকন নয়। কেননা, মহানবী ﷺ -এর বাণী— إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُكَ (যখন তুমি ইহা বলবে অথবা ইহা করবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে।) যে-কোনো একটির সাথে সালাত সম্পূর্ণ হওয়ার শর্তারোপ করেছে। অতএব, ইহাদের উভয়টি সালাতের মধ্যে শর্ত নয়। আর সর্বসম্মতিক্রমে শেষ বৈঠককে সালাতের শর্ত হিসেবে স্থির করা হয়েছে, তাই তাশাহ্হুদকে সালাতের মধ্যে শর্ত স্থির করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا قَالَ زُفَرُ (رحـ) الخ -এর আলোচনা : এ ইবারাত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) او শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে শপথকৃত মাসআলায় ইমামদের মতামত কি সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইমাম যুফার (র.) বলেন, শপথকারীর উক্তি— لَا أُكَلِّمُ هٰذَا أَوْ هٰذَا وَ هٰذَا কোনো ব্যক্তির উক্তি هٰذِهِ طَالِقٌ أَوْ هٰذِهِ وَ هٰذِهِ -এর অনুরূপ। অতএব, এ শপথের অর্থ হবে এই যে, আমি প্রথম দু'জনের সাথে একসঙ্গে এবং তৃতীয় জনের সাথে কথা বলব না। কাজেই প্রথম দু'জনের একজন এবং তৃতীয় জনের সাথে কথা বললে শপথ ভঙ্গ হবে না। ইমাম আযম (র.) বলেন, যদি শপথকারী প্রথম দু'জনের মধ্য হতে শুধু একজনের সঙ্গে কথা বলে, তবু শপথ ভঙ্গ হবে। আর শেষের দু'জনের সাথে কথা বললে শপথ ভঙ্গ হবে—একজনের সাথে বললে নয়। আর যদি শেষ দু'জন হতে শুধু একজনের সাথে কথা বলে, তবে শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, او হরফটি উল্লিখিত দু'টির মধ্যে একটিকে অনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং উল্লিখিত সে বস্তু দু'টির একটি نَكِرَةٌ -এর মতো। আর نَكِرَةٌ যখন না-বোধকের পরে আসে তখন نَكِرَه -এর সকল একককেই নেতিবাচক করা হয়। অতএব, বাক্যটির উহ্য রূপ হবে— لَا أُكَلِّمُ هٰذَا لَا أُكَلِّمُ هٰذَا أَوْ هٰذَيْنِ সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে لَا أُكَلِّمُ هٰذَا أَوْ هٰذَيْنِ বাক্যের যে হুকুম হবে لَا أُكَلِّمُ هٰذَا أَوْ هٰذَا وَ هٰذَا -এর হুকুম তাই হবে।

তবে শপথের এ মাসআলাকে তালাকের মাসআলার ওপর কিয়াস করা ঠিক হবে না। কেননা, তালাকের মাসআলার মধ্যে 'না'-বোধক নেই যাতে প্রত্যেকটি একক না-বাচক হতে পারে। সুতরাং هٰذِهِ طَالِقٌ أَوْ هٰذِهِ وَ هٰذِهِ উক্তিটি أَحَدُ كُمَا طَالِقٌ وَ هٰذِهِ -এর মতো এবং উহা দ্বারা তৃতীয়া স্ত্রী এবং প্রথমোক্ত দু'জনের একজনের ওপর তালাক পতিত হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ أَدْخَلَ "أَوْ" فِى الْمَهْرِ الخ -এর আলোচনা : এখানে মোহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যদি او শব্দ প্রয়োগ করে, তবে তার বিধান কি এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। او বর্ণ প্রয়োগে মোহর নির্ধারণ করলে মোহরের নামকরণ অজ্ঞাত হয়। আর অজ্ঞাত বস্তুকে যখন মোহর নির্ধারণ করা হয়, অথবা মোহরের উল্লেখই না করা হয়, তখন মোহরে মিছিল ওয়াজিব হয়। অতএব কারণে দুই বস্তুর মাঝে او প্রবিষ্ট করে মোহর নির্ধারণ করার অবস্থায়ও মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

তাশাহহুদ পড়ার হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মতামত :

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا قُلْنَا التَّشَهُّدُ الخ : নবী কারীম ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন— إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُكَ (যখন তুমি তাশাহহুদ পড়বে অথবা শেষ বৈঠক করবে তখন তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে।) এ হাদীসে সালাত পূর্ণ হওয়াকে দু'টি শর্তের সাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং শর্তদ্বয়ের মধ্যখানে او বর্ণ নেওয়া হয়েছে।

সুতরাং হাদীসটির অর্থ হবে— যখন তুমি শেষ বৈঠক এবং তাশাহহুদ পাঠ এ দু'টির একটি করবে, তখন সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। সালাত পূর্ণ হওয়ার জন্য উভয়টি একত্রে পাওয়া শর্ত নয়। আর শেষ বৈঠক ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের ঐকমত্য রয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, তাশাহহুদ পাঠ সালাতের মধ্যে ফরজ নয়। তাই আমরা হানাফীগণ বলে থাকি যে, তাশাহহুদ পাঠ করা ওয়াজিব। আর ওয়াজিব বর্জন করলেও সালাতের ফরযিয়ত আদায় হয়ে যায়।

ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, তাশাহহুদ পাঠ করা ফরজ। তাঁর এ মত উল্লিখিত হাদীসের বক্তব্যের বিরোধী।

ثُمَّ هٰذِهِ الْكَلِمَةُ فِى مَقَامِ النَّفْيِ يُوْجِبُ نَفْىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَذْكُوْرَيْنِ حَتّٰى لَوْ قَالَ لَا أُكَلِّمُ هٰذَا أَوْ هٰذَا يَحْنَثُ إِذَا كَلَّمَ أَحَدَهُمَا وَفِى الْإِثْبَاتِ يَتَنَاوَلُ أَحَدَهُمَا مَعَ صِفَةِ التَّخْيِيْرِ كَقَوْلِهِمْ خُذْ هٰذَا أَوْ ذٰلِكَ وَمِنْ ضَرُوْرَةِ التَّخْيِيْرِ عُمُوْمُ الْإِبَاحَةِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ" وَقَدْ يَكُوْنُ "أَوْ" بِمَعْنٰى حَتّٰى قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ" قِيْلَ مَعْنَاهُ حَتّٰى يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ قَالَ لَا أَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ أَوْ أَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ يَكُوْنُ "أَوْ" بِمَعْنٰى حَتّٰى فَلَوْ دَخَلَ الْأُوْلٰى أَوَّلًا حَنَثَ وَلَوْ دَخَلَ الثَّانِيَةَ أَوَّلًا بَرَّ فِى يَمِيْنِهِ وَبِمِثْلِهِ لَوْ قَالَ لَا أُفَارِقُكَ أَوْ تَقْضِىَ دَيْنِىْ يَكُوْنُ بِمَعْنٰى حَتّٰى تَقْضِىَ دَيْنِىْ-

---

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ هٰذِهِ الْكَلِمَةُ অতঃপর এ কালিমাটি (او অব্যয়টি) فِى مَقَامِ النَّفْيِ নফী (নেতিবাচক)-এর ক্ষেত্রে يُوْجِبُ نَفْىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَذْكُوْرَيْنِ উল্লেখিত উভয়কে নেতিবাচক আবশ্যিক করে حَتّٰى لَوْ قَالَ এমনকি যদি কেউ বলে لَا أُكَلِّمُ هٰذَا أَوْ هٰذَا আমি-এর সাথে বা-এর সাথে কথা বলব না يَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে إِذَا كَلَّمَ أَحَدَهُمَا যখন উভয়ের একজনের সাথে কথা বলে وَفِى الْإِثْبَاتِ আর হ্যাঁ-বাচক বাক্যে يَتَنَاوَلُ সে (او অব্যয়টি) অন্তর্ভুক্ত করে أَحَدَهُمَا উভয়ের একটিকে مَعَ صِفَةِ التَّخْيِيْرِ একটিকে ইখতিয়ারের গুণের সাথে كَقَوْلِهِمْ যেমন তাদের উক্তি خُذْ هٰذَا أَوْ ذٰلِكَ তুমি ইহা বা উহা গ্রহণ কর وَمِنْ ضَرُوْرَةِ التَّخْيِيْرِ আর ইখতিয়ার প্রদানের জন্য প্রয়োজন হলো عُمُوْمُ الْإِبَاحَةِ প্রত্যেক বস্তু মুবাহ হওয়া قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন فَكَفَّارَتُهُ শপথের কাফফারা হলো إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ দশজন মিসকীনকে খানা খাওয়ান مِنْ أَوْسَطِ মধ্যম ধরনের مَا تُطْعِمُوْنَ যা তোমরা খাওয়াও أَهْلِيْكُمْ তোমাদের পরিবারবর্গকে أَوْ كِسْوَتُهُمْ অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ অথবা একটি দাস মুক্ত করা।

وَقَدْ يَكُوْنُ اَوْ আর কখনো اَوْ অব্যয়টি ব্যবহৃত হয় حَتّٰى بِمَعْنٰى حَتّٰى -এর অর্থে قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ (হে হাবীব!) তাদের পক্ষে আপনার কিছু বলার নেই اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করেন قِيْلَ কেউ কেউ বলেছেন مَعْنَاهُ তার অর্থ হচ্ছে حَتّٰى يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ যতক্ষণ না তিনি তাদের তাওবা কবুল করেন قَالَ اَصْحَابُنَا আমাদের (হানাফী মাযহাবের) ইমামগণ বলেন لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে لَا اَدْخُلُ هٰذَا الدَّارَ আমি এ ঘরে প্রবেশ করব না اَوْ اَدْخُلَ هٰذِهِ الدَّارَ যতক্ষণ না আমি এ ঘরে প্রবেশ করি يَكُوْنُ اَوْ بِمَعْنٰى حَتّٰى তখন اَوْ অব্যয়টি حَتّٰى -এর অর্থ ব্যবহৃত হবে فَلَوْ دَخَلَ الْاُوْلٰى اَوَّلًا অতঃপর যদি প্রথম ঘরে প্রথমে প্রবেশ করে حَنِثَ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে وَلَوْ دَخَلَ الثَّانِيَةَ اَوَّلًا আর যদি দ্বিতীয় ঘরে প্রথমে প্রবেশ করে بَرَّ فِيْ يَمِيْنِهٖ (তবে) সে তার শপথ রক্ষাকারী হবে وَبِمِثْلِهٖ আর তার অনুরূপ لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে لَا اُفَارِقُكَ اَوْ تَقْضِيَ دَيْنِيْ আমি তোমার থেকে পৃথক হব না, যতক্ষণ না তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দেবে اَوْ - يَكُوْنُ بِمَعْنٰى حَتّٰى تَقْضِيَ دَيْنِيْ -এর অর্থ হবে حَتّٰى তথা যতক্ষণ না তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর।

সরল অনুবাদ : অতঃপর اَوْ এ কলিমাটি نَفِيْ -এর মধ্যে উল্লেখকৃত দু'টি সংখ্যা প্রত্যেকটিতে নেতিবাচক প্রমাণ করে। এমনকি যদি শপথকারী বলে, আমি এর সাথে কিংবা এর সাথে কথা বলব না, তবে সে কোনো একজনের সাথে কথা বললেই শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর اَوْ হরফটি হাঁ-বাচকের মধ্যেও উল্লেখকৃত দু'টি সংখ্যার কোনো একটিকে এখতিয়ার দেওয়ার সিফতের সাথে অন্তর্ভুক্ত করবে। যেমন, আরবদের উক্তি— "ইহা নাও, কিংবা ইহা।" (ইহার উদ্দেশ্য হলো কোনো একটি নেওয়া, যা তার ইচ্ছা হয়।) আর খেয়ার প্রদানের জন্য عُمُوْمِ اِبَاحَةٍ (অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তু মুবাহ হওয়া) প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— "কসমের কাফ্ফারা হলো দশজন মিসকিনকে মধ্যম ধরনের খানা খাওয়ানো, কিংবা বস্ত্র পরানো, কিংবা একজন গোলাম আযাদ করা।" আর اَوْ হরফটি কখনো حَتّٰى-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— "হে নবী ﷺ তাদের পক্ষে আপনার জন্য কিছু বলার নেই। যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল না করেন। হানাফী ওলামাগণ বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, আমি এ ঘরে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না আমি ঐ ঘরে প্রবেশ করব। সুতরাং এখানে اَوْ হরফটি حَتّٰى -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনকি যদি প্রথম ঘরে প্রথম প্রবেশ করে, তবে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর যদি দ্বিতীয় ঘরে আগে প্রবেশ করে, তবে সে তার শপথ পূরণকারী হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, আমি তোমার থেকে পৃথক হবো না, যতক্ষণ না তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দেবে। এ সকল উদাহরণে اَوْ হরফটি حَتّٰى-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ هٰذِهِ الْكَلِمَةُ فِيْ مَقَامِ النَّفْيِ الخ -এর আলোচনা : এখানে লেখক اثبات (ইতিবাচক) ও نفى (নেতিবাচক)-এর মধ্যে اَوْ আসলে তাদের ব্যবহারের পার্থক্য দেখিয়েছেন। نفى -এর পর اَوْ পতিত হলে- عموم এর উপকার দেয়। অতএব, اَوْ -এর পূর্বে এবং পরে পতিত উভয় এককের نفى সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে। যেমন শপথকারীর কথা— لَا اُكَلِّمُ هٰذَا اَوْ هٰذَا -এর অর্থ উভয়ের মধ্যে কারো সাথে কথা না বলা। সুতরাং সে দু'জনের যার সাথেই কথা বলবে, শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর اَوْ হরফটি যদি হাঁ-বচনের মধ্যে পতিত হয়ে থাকে, তবে কেবল একটি একককে অন্তর্ভুক্ত করবে। তবে নির্ণয়ের মধ্যে সম্বোধনকারী অধিকার থাকবে। যাকে ইচ্ছা করে সে নির্দিষ্ট করতে পারে। যেমন— প্রবক্তা خذ هذا او ذلك বলার পর সে সম্বোধিত ব্যক্তি ইহাও নিতে পারে উহাও নিতে পারে।

قَوْلُهٗ وَمِنْ ضَرُوْرَتِهِ التَّخْيِيْرِ الخ -এর আলোচনা : যে اَوْ টি خيار বা অধিকার প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়, উহার জন্য প্রত্যেক একককে একত্রিত করা مباح হওয়া জরুরি। যেমন— কসমের কাফ্ফারার মধ্যে اَوْ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তিনটি বস্তুর উল্লেখ করেছেন— (১) দশজন মিসকিনকে খাওয়ানো, (২) দশজন মিসকিনকে বস্ত্র পরিধান করানো, (৩) গোলাম আযাদ করা। এ বস্তু ত্রয়ের যেটিই কসম ভঙ্গকারী গ্রহণ করবে তার কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি তিনটিই গ্রহণ করে, তবেও যে-কোনো একটি দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। অবশিষ্ট দু'টির জন্য শপথ ভঙ্গকারী নফলের ছওয়াব পাবে।

قَوْلُهُ عُمُوْمُ الْإِبَاحَةِ الخ -এর আলোচনা : কিন্তু হাঁ-বাচকের মধ্যে أو হরফটি অধিকার প্রদানের জন্য উপকার দেওয়ার বেলায় انشا হওয়ার শর্ত। সুতরাং প্রবক্তার উক্তি— خُذْ هٰذَا أَوْ ذٰلِكَ হলো انشا - খবর প্রদানের বেলায় উহা অধিকার প্রদানে مفيد হয় না।

দুই বস্তুর মধ্যখানে أو প্রবিষ্ট করে বিবাহ করলে উহার হুকুম :

قَوْلُهُ تَعَالٰى اَوْتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ الخ : আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, যদি দুই বস্তুর মধ্যখানে أو প্রবিষ্ট করে বিবাহ করে, তবে স্ত্রীর জন্য কিংবা স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট করণের অধিকার থাকবে না; বরং এ অবস্থায় মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে।

وَقَدْ يَكُوْنُ "اَوْ" بِمَعْنٰى حَتّٰى الخ -এর আলোচনা : أو হরফটি কখনো حتى -এর অর্থে ব্যবহার হয়। أو হরফটি রূপকভাবে حتى-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী— لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ-এর মধ্যে أو হরফটি حتى -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ "হে নবী! আপনি তাদের ব্যাপারে হানাফী বলবেন না। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করে নেন।" এ অর্থের ওপর আমল করে হানাফী ওলামাগণ বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি কসম করে এ বাক্য দ্বারা যে— لَا اَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ তবে উহার অর্থ হলো— আমি প্রথম ঘরে প্রবেশ করব না দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করা পর্যন্ত। সুতরাং সে ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় ঘরে প্রথম ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে প্রবেশ করে, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না; বরং নিজের শপথ পূরণকারীই হবে। আর যদি দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে প্রথম ঘরে প্রবেশ করে, তবে কসম ভঙ্গকারী হবে। অনুরূপভাবে যদি ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে لَا اُفَارِقُكَ اَوْ تَقْضِيَ دَيْنِيْ বলে, তবে এ কথায়ও أو হরফটি حتى -এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। কাজেই ঋণ আদায় করার জন্য ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার পিছু ছেড়ে দেয়, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর যদি ঋণ আদায় করে পিছু ছেড়ে দেয়, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

فَصْلٌ "حَتّٰى" لِلْغَايَةِ كَاِلٰى فَاِذَا كَانَ مَاقَبْلَهَا قَابِلًا لِلْاِمْتِدَادِ وَمَا بَعْدَهَا يَصْلُحُ غَايَةً لَهُ كَانَتِ الْكَلِمَةُ عَامِلَةً بِحَقِيْقَتِهَا مِثَالُهُ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) اِذَا قَالَ عَبْدِيْ حُرٌّ اِنْ لَمْ اَضْرِبْكَ حَتّٰى يَشْفَعَ فُلَانٌ اَوْ حَتّٰى تَصِيْحَ اَوْ حَتّٰى تَشْتَكِيْ بَيْنَ يَدَيَّ اَوْ حَتّٰى يَدْخُلَ اللَّيْلُ كَانَتِ الْكَلِمَةُ عَامِلَةً بِحَقِيْقَتِهَا لِاَنَّ الضَّرْبَ بِالتَّكْرَارِ يَحْتَمِلُ الْاِمْتِدَادَ وَشَفَاعَةُ فُلَانٍ وَاَمْثَالُهَا تَصْلُحُ غَايَةً لِلضَّرْبِ فَلَوْ اِمْتَنَعَ عَنِ الضَّرْبِ قَبْلَ الْغَايَةِ حَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِيْمَهُ حَتّٰى يَقْضِيَهُ دَيْنَهُ فَفَارَقَهُ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ حَنِثَ فَاِذَا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيْقَةِ لِمَانِعٍ كَالْعُرْفِ كَمَا لَوْ حَلَفَ اَنْ يَضْرِبَهُ حَتّٰى يَمُوْتَ اَوْ حَتّٰى يَقْتُلَهُ حُمِلَ عَلَى الضَّرْبِ الشَّدِيْدِ بِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ وَاِنْ لَمْ يَكُنِ الْاَوَّلُ قَابِلًا لِلْاِمْتِدَادِ وَالْاٰخِرُ صَالِحًا لِلْغَايَةِ وَصَلُحَ الْاَوَّلُ سَبَبًا وَالْاٰخِرُ جَزَاءً يُحْمَلُ عَلَى الْجَزَاءِ.

<u>শাব্দিক অনুবাদ</u> : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ حَتّٰى لِلْغَايَةِ كَاِلٰى - حَتّٰى অব্যয়টি اِلٰى -এর মত প্রান্তসীমা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় فَاِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا অতঃপর যখন حَتّٰى -এর পূর্ববর্তী উক্তি হয় قَابِلًا যোগ্য لِلْاِمْتِدَادِ দীর্ঘ হওয়ার وَمَا بَعْدَهَا এবং حَتّٰى -এর পরবর্তী উক্তি يَصْلُحُ যোগ্যতা রাখে غَايَةً لَهُ তার প্রান্তসীমা হওয়ার كَانَتِ الْكَلِمَةُ عَامِلَةً (তবে) حَتّٰى অব্যয়টি ব্যবহৃত হবে بِحَقِيْقَتِهَا তার প্রকৃত অর্থে مِثَالُهُ -এর উদাহরণ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ رح যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে عَبْدِيْ حُرٌّ আমার দাস আযাদ اِنْ لَمْ اَضْرِبْكَ যদি আমি তোমাকে প্রহার না করি حَتّٰى يَشْفَعَ فُلَانٌ যতক্ষণ না অমুক ব্যক্তি সুপারিশ করে اَوْ حَتّٰى تَصِيْحَ অথবা যে পর্যন্ত না তুমি চিৎকার করবে اَوْ حَتّٰى تَشْتَكِيْ কিংবা যে পর্যন্ত না তুমি অভিযোগ করবে [illegible] আমার সম্মুখে اَوْ حَتّٰى يَدْخُلَ اللَّيْلُ অথবা যে পর্যন্ত না

রাত্রিআগমন করবে كَانَتِ الْكَلِمَةُ عَامِلَةً (এসব ক্ষেত্রে) حَتّٰى অব্যয়টি ব্যবহৃত হবে بِحَقِيْقَتِهَا তার প্রকৃত অর্থে لِاَنَّ الضَّرْبَ بِالتَّكْرَارِ কেননা বারবার প্রহার يَحْتَمِلُ الْاِمْتِدَادَ দীর্ঘতার সম্ভাবনা রাখে وَشَفَاعَةُ فُلَانٍ আর অমুকের সুপারিশ করা وَاَمْثَالُهَا এবং-এর অনুরূপ বিষয়সমূহ تَصْلُحُ যোগ্যতা রাখে غَايَةً لِلضَّرْبِ প্রহারের প্রান্তসীমা হওয়ার فَلَوْ اِمْتَنَعَ عَنِ الضَّرْبِ অতঃপর যদি সে প্রহার বন্ধ করে قَبْلَ الْغَايَةِ প্রান্তসীমা আসার পূর্বে حَنِثَ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে وَلَوْ حَلَفَ আর যদি ঋণদাতা শপথ করে (যে,) لَا يُفَارِقُ غَرِيْمَهُ সে তার ঋণগ্রহীতা হতে পৃথক হবে না حَتّٰى يَقْضِيَهُ دَيْنَهُ যে পর্যন্ত না সে তার ঋণ পরিশোধ করে দেয় فَفَارَقَهُ অতঃপর (যদি) সে তার থেকে পৃথক হয়ে যায় قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ ঋণ পরিশোধের পূর্বে حَنِثَ (তবে) সে শপথকারী হবে فَاِذَا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ আর যখন আমল করা অসম্ভব হয় بِالْحَقِيْقَةِ (حَتّٰى-এর) প্রকৃত অর্থের সাথে لِمَانِعٍ কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে كَالْعُرْفِ যেমন সামাজিক প্রচলন كَمَا যেমন لَوْ حَلَفَ যদি কেউ শপথ করে اَنْ يَضْرِبَهُ তাকে প্রহার করার حَتّٰى يَمُوْتَ যতক্ষণ না সে মারা যাবে اَوْ يَقْتُلَهُ অথবা সে তাকে হত্যা করে ফেলে حُمِلَ একে ধরে নেওয়া হবে عَلَى الضَّرْبِ الشَّدِيْدِ কঠিন প্রহারের ওপর بِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী وَاِنْ لَمْ يَكُنِ الْاَوَّلُ আর যদি প্রথমটি না হয় قَابِلًا যোগ্য لِلْاِمْتِدَادِ দীর্ঘ হওয়ার وَالْاٰخِرُ এবং দ্বিতীয়টি (না হয়) صَالِحًا যোগ্যতা সম্পন্ন لِلْغَايَةِ প্রান্ত সীমার وَصَلُحَ الْاَوَّلُ (বরং) প্রথমটি যোগ্য হয় سَبَبًا কারণ হওয়ার وَالْاٰخِرُ جَزَاءً এবং দ্বিতীয়টি জাযা হওয়ার يُحْمَلُ عَلَى الْجَزَاءِ (তবে) জাযা বলে ধর্তব্য হবে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : حتى হরফটি الى-এর ন্যায় প্রান্তসীমা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। حتى-এর পূর্ববর্তী শব্দ যদি দীর্ঘসূত্রিতা প্রকাশ করার যোগ্য হয়, আর পরবর্তীটি যদি তার জন্য প্রান্তসীমা হতে সক্ষম হয়, তাহলে حتى শব্দ তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হবে। উহার উদাহরণ হলো, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কথা, যখন কোনো ব্যক্তি বলে— عَبْدِيْ حُرٌّ اِنْ لَمْ اَضْرِبْكَ حَتّٰى يَشْفَعَ فُلَانٌ الخ (অর্থাৎ, আমার গোলাম আযাদ, যদি আমি তোমাকে প্রহার না করি, যে পর্যন্ত না অমুক ব্যক্তি সুপারিশ করবে অথবা যে পর্যন্ত না তুমি চিৎকার করবে, অথবা আমার সম্মুখে তুমি অভিযোগ করবে, অথবা যে পর্যন্ত না রাত্রি আগমন করবে।) ঐ সমস্ত অবস্থায় حتى তার প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হবে। কেননা, বারবার প্রহার করা দীর্ঘসূত্রিতার অবকাশ রাখে এবং অমুক ব্যক্তির সুপারিশ ও উহার অনুরূপ বিষয়গুলি প্রহারের প্রান্তসীমা হতে পারে। অতএব, প্রান্তসীমা আসার আগে প্রহার বন্ধ করে দিলে শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর ঋণদাতা যদি শপথ করে যে, সে তার ঋণগ্রহীতা হতে পৃথক হবে না, যে পর্যন্ত না সে তার ঋণের টাকা আদায় করে দেয়। অতএব, ঋণ আদায়ের আগে যদি পৃথক হয়ে যায়, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে। আর যদি কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে حتى-এর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হয় যথা– দেশ প্রচলন; যেমন– যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে যে, সে অমুক ব্যক্তিকে প্রহার করবে, যে পর্যন্ত না সে মৃত্যুবরণ করে, অথবা সে তাকে হত্যা করে ফেলে। প্রচলিত অর্থে এ প্রহার বেদম প্রহার তথা কঠিন প্রহার বলে ধরা হবে। আর যদি حتى-এর পূর্ববর্তী অবস্থা দীর্ঘসূত্রিতার যোগ্য না হয় এবং حتى-এর পরবর্তী অবস্থা প্রান্তসীমা হবার যোগ্যতা না রাখে; বরং পূর্ববর্তীটি কারণ হয় আর পরবর্তীটি যদি জাযা (ফল) হবার যোগ্য হয়, তাহলে জাযা বলেই গৃহীত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حَتّٰى অব্যয়টি غَايَةٌ-এর অর্থে ব্যবহারের স্থান :

قَوْلُهُ "حَتّٰى" لِلْغَايَةِ كَالٰى الخ : غاية (প্রান্তসীমা) বলা হয় ঐ বস্তুকে যার নিকট পৌঁছে কোনো বস্তু বা ক্রিয়া শেষ হয়ে যায়। অতএব, এখানে দু'টি বস্তুর প্রয়োজন— (১) ঐ বস্তু যা অন্য বস্তু পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, (২) ঐ বস্তু যা প্রথম বস্তুর হুকুমকে শেষ করার যোগ্যতা রাখে।

আর তাই গ্রন্থকার দু'টি শর্ত নির্ধারণ করেছেন— (১) حتى-এর পূর্ববর্তী শব্দ দীর্ঘসূত্রিতা সম্পন্ন হবে, (২) حتى-এর পরবর্তী শব্দ প্রান্তসীমা হওয়ার যোগ্য হবে।

উল্লেখিত উভয় শর্ত যখন পাওয়া যাবে, তখনই حتى বর্ণটি غاية (প্রন্তসীমা)-এর অর্থ প্রদান করবে। যেমন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন— প্রভু যদি কাউকেও সম্বোধন করে শপথ করে যে, যদি আমি তোমাকে অমুক ব্যক্তির সুপারিশ করা

অথবা তোমার চিৎকার করা, অথবা তুমি আমার সম্মুখে অভিযোগ করা, অথবা রাতের আগমন পর্যন্ত প্রহার না করি, তখন আমার গোলাম আযাদ। এ শপথের পর অমুক ব্যক্তির সুপারিশ ইত্যাদির পূর্বে যদি সম্বোধিত ব্যক্তিকে প্রহার করা রহিত করে, তখন শপথ ভঙ্গকারী হবে। কেননা, বারবার প্রহার করা এমন দীর্ঘায়িত কার্য যা প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আর সুপারিশ করা, চিৎকার করা, অভিযোগ করা ও রাতের আগমন এ চারটি বস্তু প্রহারের প্রান্তসীমা হতে পারে। সুতরাং উল্লিখিত দৃষ্টান্তে حتى হাকীকী বা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ لَايُفَارِقُ غَرِيْمَهُ الخ -এর আলোচনা : এখানে মুসান্নিফ (র.) حتى টি প্রকৃত অর্থে ব্যবহার হওয়ার উপর দলিল পেশ করেছেন। অনুরূপভাবে যদি ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে বলে, খোদার কসম! আমার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া ছাড়া আমি তোমার থেকে পৃথক হবো না। আর এ কসমের পর ঋণ আদায় হওয়ার তাগাদা করা একটি দীর্ঘ বস্তু এবং ঋণ আদায় হয়ে যাওয়া সে দীর্ঘ বিষয়ের প্রান্তসীমা হতে পারে। কাজেই উদাহরণটিতে حتى উহার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

حتى -এর রূপক অর্থ : যদি দেশ প্রথা ইত্যাদির কারণে حتى উহার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হতে না পারে, তবে উহার রূপক অর্থ উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং মেরে ফেলা দেশ প্রথায় অধিক প্রহার অর্থে ব্যবহৃত। অতএব, যে ব্যক্তি কসম করবে যে, অমুক ব্যক্তিকে সে মরে যাওয়া বা একেবারে মেরে ফেলা পর্যন্ত প্রহার করবে এবং কসমের পর প্রহার করতে করতে অর্ধ মৃত করে ছেড়ে দেয়, তবে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা, এ ধরনের কঠোর প্রহারকে দেশ প্রথায় মেরে ফেলা বলে। আর যদি এ রকম দেশ প্রথা না থাকে, তবে যাকে প্রহার করেছেন, তাকে মৃত্যুর আগে প্রহার করা বর্জন করলে কসম ভঙ্গকারী হবে। কারণ, তখন প্রান্তসীমা পাওয়া যায়নি।

حتى জাযার জন্য ব্যবহৃত হয় : যদি حتى-এর পূর্ববর্তী বচন দীর্ঘায়িত না হয় এবং পরবর্তী বচন প্রান্তসীমা হওয়ার যোগ্যতা না রাখে, কিন্তু পূর্ববর্তী বচন পরবর্তী বচনের জন্য سبب বা কারণ হতে পারে এবং حتى -এর পূর্ববর্তী বচনের জন্য পরবর্তী বচন জাযা হতে পারে, তবে حتى রূপকভাবে সে অর্থের উপর প্রযোজ্য হবে। আর উল্লিখিত উদাহরণে প্রহার করণের মধ্যে দীর্ঘায়িত হওয়ার যোগ্যতা ছিল এবং মৃত্যু ও হত্যার মধ্যে প্রান্তসীমার যোগ্যতাও ছিল, কেবল দেশ প্রথার কারণে প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। উপরে যার আলোচনা করা হলো।

مِثَالُهُ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) اِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ عَبْدِيْ حُرٌّ اِنْ لَّمْ اٰتِكَ حَتّٰى تُغَدِّيَنِيْ فَاَتَاهُ فَلَمْ يُغَدِّهِ لَا يَحْنَثُ لِاَنَّ التَّغْدِيَةَ لَايَصْلُحُ غَايَةً لِلْاِتْيَانِ بَلْ هُوَ دَاعٍ اِلٰى زِيَادَةِ الْاِتْيَانِ وَصَلُحَ جَزَاءً فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَزَاءِ فَيَكُوْنُ بِمَعْنٰى لَامِ كَيْ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ اِنْ لَّمْ اٰتِكَ اِتْيَانًا جَزَاؤُهُ التَّغْدِيَةُ وَاِذَا تَعَذَّرَ هٰذَا بِاَنْ لَّايَصْلُحَ الْاٰخِرُ جَزَاءً لِلْاَوَّلِ حُمِلَ عَلَى الْعَطْفِ الْمَحْضِ مِثَالُهُ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) اِذَا قَالَ عَبْدِيْ حُرٌّ اِنْ لَّمْ اٰتِكَ حَتّٰى اَتَغَدّٰى عِنْدَكَ الْيَوْمَ اَوْ اِنْ لَّمْ تَأْتِنِيْ حَتّٰى تَتَغَدّٰى عِنْدِيَ الْيَوْمَ فَاَتَاهُ فَلَمْ يَتَغَدَّ عِنْدَهُ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ حَنِثَ وَذٰلِكَ لِاَنَّهُ لَمَّا اُضِيْفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفِعْلَيْنِ اِلٰى ذَاتٍ وَاحِدٍ لَايَصْلُحُ اَنْ يَّكُوْنَ فِعْلُهُ جَزَاءً لِفِعْلِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْعَطْفِ الْمَحْضِ فَيَكُوْنُ الْمَجْمُوْعُ شَرْطًا لِلْبِرِّ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : مِثَالُهُ তার (حَتّٰى অব্যয়টি জাযার অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার) উদাহরণ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ رح যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন اِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ যখন কেউ অন্যকে বলে عَبْدِيْ حُرٌّ আমার দাস আযাদ اِنْ لَّمْ اٰتِكَ যদি আমি তোমার নিকট না আসি حَتّٰى تُغَدِّيَنِيْ যে পর্যন্ত না তুমি আমাকে প্রাতঃরাশ করাও فَاَتَاهُ অতঃপর সে তার নিকট আসল فَلَمْ يُغَدِّهِ কিন্তু সে তাকে প্রাতঃরাশ করায় নি لَايَحْنَثُ সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না لِاَنَّ التَّغْدِيَةَ কেননা প্রাতঃরাশ প্রদান لَايَصْلُحُ غَايَةً প্রান্তসীমা হওয়ার যোগ্যতা রাখে না لِلْاِتْيَانِ ... بَلْ هُوَ ... দَاعٍ আহ্বানকারী اِلٰى زِيَادَةِ الْاِتْيَانِ অধিক

আগমনের দিকে وَصَلُحَ جَزَاءً আর তা (আগমনের) জাযা হওয়ার যোগ্যতা রাখে فَيُحْمَلُ অতঃপর বাক্যটি প্রয়োগ হবে عَلَى الْجَزَاءِ জাযার উপর لَامُ كَيْ সুতরাং এ ক্ষেত্রে حَتّٰى অব্যয়টি فَيَكُوْنُ بِمَعْنٰى لَامِ كَيْ -এর অর্থে ব্যবহৃত হবে فَصَارَ সুতরাং তা হবে كَمَا যেমন لَوْ قَالَ যদি সে বলে اِنْ لَمْ اٰتِكَ যদি আমি তোমার নিকট না আসি اِتْيَانًا এমন আসা بِاَنْ لَا يَصْنَعُ যার জাযা হবে প্রাতঃরাশ وَاِذَا تَعَذَّرَ هٰذَا আর যখন তা (جزاء -এর অর্থ গ্রহণ) অসম্ভব হয় جَزَاءُ التَّغْدِيَةِ الْاٰخَرَ এ কারণে যে حَتّٰى -এর পরবর্তী অংশ যোগ্যতা রাখে না جَزَاءً জাযা হওয়ার لِلْاَوَّلِ পূর্ববর্তী অংশের حُمِلَ (তখন) গণ্য করা হবে عَلَى الْعَطْفِ الْمَحْضِ কেবল সংযোগের উপর مِثَالُهُ -এর উদাহরণ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ رح যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন اِذَا قَالَ যখন কোনো মনিব বলে عَبْدِيْ حُرٌّ আমার দাস আযাদ اِنْ لَمْ اٰتِكَ যখন আমি তোমার কাছে না আসি حَتّٰى اَتَغَدّٰى এমনকি প্রাতঃরাশ না করি عِنْدَكَ তোমার নিকট اَلْيَوْمَ আজ اَوْ اِنْ لَمْ تَأْتِنِيْ অথবা যদি তুমি আমার কাছে না আস حَتّٰى تَتَغَدّٰى এমনকি তুমি প্রাতঃরাশ কর عِنْدِيْ আমার নিকট اَلْيَوْمَ আজ فَاَتَاهُ অতঃপর সে তার নিকট আসল فَلَمْ يَتَغَدَّ কিন্তু প্রাতঃরাশ করে নি عِنْدَهُ তার নিকট فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ ঐ দিনে حَنِثَ (তবে) সে শপথ ভঙ্গকারী হবে وَذٰلِكَ -এর কারণ এই যে لِاَنَّهُ কেননা لَمَّا اُضِيْفَ যখন সম্বন্ধ করা হয় كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفِعْلَيْنِ দুটি ক্রিয়ার উভয়টিকে اِلٰى ذَاتٍ وَاحِدٍ একই ব্যক্তির দিকে لَا يَصْلُحُ (তখন) তা যোগ্যতা রাখে না اَنْ يَكُوْنَ فِعْلُهُ একটি ক্রিয়া হওয়ার جَزَاءً জাযা لِفِعْلِهِ অন্য ক্রিয়ার فَيُحْمَلُ অতঃপর গণ্য করা হবে عَلَى الْعَطْفِ الْمَحْضِ নিরেট সংযোগের ওপর فَيَكُوْنُ الْمَجْمُوْعُ অতঃপর সমষ্টি হবে شَرْطًا শর্ত لِلْبِرِّ শপথ পূর্ণ হওয়ার জন্য।

সরল অনুবাদ : حتى যে জাযার উপর নির্ভর করে, উহার উদাহরণ ঐ মাসআলাটি, যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলছেন যে, প্রভু যখন অপর কোনো লোককে বল, আমার গোলাম আযাদ, যদি আমি তোমার নিকট না আসি, যে পর্যন্ত না তুমি আমাকে প্রাতঃরাশ করাও। তখন সে তার নিকট আসল, কিন্তু তাকে প্রাতঃরাশ প্রদান করল না, তখন শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা, প্রাতঃরাশ প্রদান করাটা আসার জন্য প্রান্তসীমা হবার যোগ্যতা রাখে না; বরং তা অধিক আগমনের দিকে আহবান করে মাত্র, তবে ইহা আগমনের জাযা স্বরূপ হতে পারে। সুতরাং বাক্যটি জাযার দিকেই ধাবিত হবে। অতঃপর حتى -এর অর্থ হবে, لا كى -এর অর্থ। অতএব, প্রভুর কথার অর্থ এ দাঁড়াবে যে, যদি আমি তোমার নিকট এমন আসা আসি, যার জাযা হবে প্রাতঃরাশ। আর যখন জাযার ওপর নির্ভর করা অসম্ভব হবে, যদ্দরুন حتى -এর পরবর্তী অংশটি পূর্ববর্তী অংশের জাযা হতে পারবে না, তখন حتى শুধুমাত্র সংযোগ সাধনের কাজ করবে। এর উদাহরণ ঐ মাসআলা, যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন— যখন প্রভু বলে, আমার গোলাম আযাদ যদি আমি তোমার নিকট না আসি এবং আমি তোমার নিকট প্রাতঃরাশ গ্রহণ না করি। অথবা (বলে), যদি তুমি আমার নিকট না আস এবং তুমি আমার নিকট প্রাতঃরাশ গ্রহণ না কর। অতঃপর সে ঐ দিন আসল, কিন্তু প্রাতঃরাশ গ্রহণ করল না, তখন তার শপথ ভঙ্গ হবে। এর কারণ হলো যে, حتى -এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দু'টি কাজের সম্পর্ক যখন একই ব্যক্তির সাথে করা হয়, তখন একটি অপরটির জাযা হতে পারে না। এমতাবস্থায় حتى শুধু আত্ফ বা সংযোজনের জন্য ব্যবহৃত হবে। সুতরাং শপথ পূর্ণ হবার জন্য দু'টি ক্রিয়াই একত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مِثَالُهُ مَا قَالَ مُحَمَّدٌ الخ -এর আলোচনা :

এখানে حتى টি جزاء -এর ওপর প্রযোজ্য হওয়ার উপমা পেশ করা হয়েছে। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট এ খেয়ালে আসার নিয়ম আছে যে, সে খানা খাওয়াবে। কাজেই এ খানা খাওয়ানো আসার জন্য প্রান্তসীমা হতে পারে না যে, খানা খাওয়ানোর কারণে আসাই ছেড়ে দেবে। অতএব কারণে اِنْ لَمْ اٰتِكَ حَتّٰى تُغَدِّيَنِيْ -এর মধ্যে حتى গায়াতের জন্য নয়। হাঁ, খানা খাওয়ানো আসার জন্য জাযা হতে পারে। সুতরাং জাযার ওপর মাহমূল হবে।

আর অর্থ এই হবে যে, যদি তোমার নিকট না আসি, যাতে তুমি আমাকে প্রাতঃরাশ খাওয়াবে,তবে আমার গোলাম আযাদ। অতঃপর তার নিকট আসল, কিন্তু সে খানা খাওয়াল না, তখন সে আসা এমন হলো না যার জাযা খানা খাওয়ানো হতে

জন্য হত, তবে অর্থ এই হত যে, যদি আমি তোমার নিকট না আসি, এমন আসা যার প্রান্তসীমা হবে তোমার প্রাতঃরাশ খাওয়ানো, তবে আমার গোলাম আযাদ। অতঃপর যদি সে আসত এবং প্রাতঃরাশ না দিত, তবে তার আসা এমন হত না, যার প্রান্তসীমা খানা খাওয়ানো হত। তবে সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যেত এবং তার গোলাম আযাদ হয়ে যেত। এ মাসআলা সাধারণ লোকদের অনুপাতে— ভদ্রলোকদের অনুপাতে নয়। কেননা, ভদ্রলোকদের নিয়ম হলো, যখন তাদেরকে কেউ কোনো খানা খায়াতে চায়, তবে তারা তার নিকট আসা যাওয়া ছেড়ে দেয়। অতএব, যদি কোনো ভদ্রলোক এভাবে কসম করে, তারপর গমন করার পর সে ব্যক্তি তাকে খানা না দেয়, তবে তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ حتى এবং الى -এর অর্থের মধ্যে পার্থক্য হলো, حتى -এর পূর্ববর্তী বচনের সাথে পরবর্তী বচনের গভীর সম্পর্ক থাকে। চাই উহা পরবর্তী বচন পূর্ববর্তী বচনের অংশ হওয়ার কারণে হোক কিংবা কোনো দুর্বল অংশ হওয়ার কারণে হোক। প্রথমটির উদাহরণ— مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْاَنْبِيَاءُ এবং দ্বিতীয়টির উদাহরণ— قَدِمَ الْحَاجُّ حَتَّى الْمُشَاةُ কেননা, পদচারণ করে হজ্জব্রত পালনকারীদের সংখ্যা দুর্বল। পূর্বাপরের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক হয় না। সুতরাং উদাহরণসমূহ সামনে আসছে।

فَصْلٌ "اِلٰى" لِلْاِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ ثُمَّ هُوَ فِىْ بَعْضِ الصُّوَرِ يُفِيْدُ مَعْنَى اِمْتِدَادِ الْحُكْمِ وَفِىْ بَعْضِ الصُّوَرِ يُفِيْدُ مَعْنَى الْاِسْقَاطِ فَاِنْ اَفَادَ الْاِمْتِدَادَ لَاتَدْخُلُ الْغَايَةُ فِى الْحُكْمِ وَاِنْ اَفَادَ الْاِسْقَاطَ تَدْخُلُ نَظِيْرُ الْاَوَّلِ اِشْتَرَيْتُ هٰذَا الْمَكَانَ اِلٰى هٰذَا الْحَائِطِ لَاتَدْخُلُ الْحَائِطُ فِى الْبَيْعِ وَنَظِيْرُ الثَّانِىْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ اِلٰى ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَبِمِثْلِهٖ لَوْ حَلَفَ لَا اُكَلِّمُ فُلَانًا اِلٰى شَهْرٍ كَانَ الشَّهْرُ دَاخِلًا فِى الْحُكْمِ وَقَدْ اَفَادَ فَائِدَةَ الْاِسْقَاطِ هٰهُنَا وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا الْمِرْفَقُ وَالْكَعْبُ دَاخِلَانِ تَحْتَ حُكْمِ الْغَسْلِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِلَى الْمَرَافِقِ لِاَنَّ كَلِمَةَ اِلٰى هٰهُنَا لِلْاِسْقَاطِ فَاِنَّهٗ لَوْلَاهَا لَاسْتَوْعَبَتِ الْوَظِيْفَةُ جَمِيْعَ الْيَدِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اِلٰى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ - الى অব্যয়টি প্রান্তসীমার সমাপ্তির জন্য ব্যবহৃত হয় ثُمَّ هُوَ অতঃপর উহা فِىْ بَعْضِ الصُّوَرِ কোনো কোনো ক্ষেত্রে يُفِيْدُ ফায়দা দান করে مَعْنَى اِمْتِدَادِ الْحُكْمِ হুকুমের বিস্তৃতির অর্থের وَفِىْ بَعْضِ الصُّوَرِ এব কোনো কোনো ক্ষেত্রে يُفِيْدُ ফায়দা দান করে مَعْنَى الْاِسْقَاطِ (বিধান) রহিত করার অর্থে فَاِنْ اَفَادَ الْاِمْتِدَادَ অতঃপর যদি বিস্তৃতির ফায়দহা দান করে لَا تَدْخُلُ الْغَايَةُ (তবে) প্রান্তসীমা প্রবেশ করে না فِى الْحُكْمِ হুকুমের মধ্যে فَاِنْ اَفَادَ الْاِسْقَاطَ অতঃপর যদি রহিত করার ফায়দা দান করে تَدْخُلُ তাহলে (প্রান্তসীমা হুকুমের মধ্যে প্রবেশ করবে نَظِيْرُ الْاَوَّلِ প্রথমটির উদাহরণ اِشْتَرَيْتُ আমি ক্রয় করেছি هٰذَا الْمَكَانَ এ জায়গাটি اِلٰى هٰذَا الْحَائِطِ এ দেয়ালটি পর্যন্ত لَاتَدْخُلُ الْحَائِطُ দেয়ালটি প্রবেশ করবে না فِى الْبَيْعِ বিক্রয়ের মধ্যে وَنَظِيْرُ الثَّانِىْ এবং দ্বিতীয়টির উদাহরণ بَاعَ সে বিক্রয় করেছে بِشَرْطِ الْخِيَارِ খিয়ারের শর্তে اِلٰى ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ তিন দিন পর্যন্ত وَبِمِثْلِهٖ এবং এর উদাহরণ لَوْ حَلَفَ যদি কেউ শপথ করে لَا اُكَلِّمُ আমি কথা বলব না فُلَانًا অমুকের সাথে اِلٰى شَهْرٍ একমাস পর্যন্ত كَانَ الشَّهْرُ دَاخِلًا মাস প্রবেশ করবে فِى الْحُكْمِ হুকুমে وَقَدْ اَفَادَ এবং ফায়দা দান করে فائدة الاسقاط রহিত করণের ফায়দা هٰهُنَا এখানে وَعَلٰى هٰذَا আর এর ভিত্তিতে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اَلْمِرْفَقُ কনুই وَالْكَعْبُ পায়ের গোড়ালী دَاخِلَانِ উভয়টি অন্তর্ভুক্ত تَحْتَ حُكْمِ الْغَسْلِ ধৌত করার হুকুমের অধীনে فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীতে اِلَى الْمَرَافِقِ কনুই পর্যন্ত (ধৌত কর) لِاَنَّ كَلِمَةَ اِلٰى কেননা اِلٰى অব্যয়টি هٰهُنَا এখানে لِلْاِسْقَاطِ রহিত করণের জন্য فَاِنَّهٗ কেননা لَوْلَاهَا যদি তা রহিত করার জন্য না হত لَاسْتَوْعَبَتِ الْوَظِيْفَةُ হুকুম অন্তর্ভুক্ত করত جَمِيْعَ الْيَدِ সমস্ত হাতকে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : الى বর্ণটি প্রান্তসীমা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো সময় الى হুকুমের বিস্তৃতির উপকার দেয়। আবার কখনো الى রহিত অর্থও দেয়। অতঃপর যদি হুকুমের বিস্তৃতির উপকার প্রদান করে, তবে সীমা হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যদি রহিতকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে সীমা হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রথমটির উদাহরণ— اِشْتَرَيْتُ هٰذَا الْمَكَانَ اِلٰى هٰذَا الْحَائِطِ (আমি এ বাড়িটি এ দেয়ালটি পর্যন্ত ক্রয় করলাম।) এখানে দেয়ালটি ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। দ্বিতীয়টির উদাহরণ— بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ اِلٰى ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ (সে তিন দিনের খেয়ারের শর্তে বিক্রয় করল।) অনুরূপভাবে যদি কেউ শপথ করে— لَا اُكَلِّمُ فُلَانًا اِلٰى شَهْرٍ (আমি অমুকের সাথে এক মাস পর্যন্ত কথা বলব না।) তবে ঐ মাসআলাটি (কথা না বলার) হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এখানে الى রহিতকরণের অর্থ প্রকাশ করেছে। এরই ভিত্তিতে আমরা (হানাফীরা) বলি, আল্লাহ তা'আলার বাণী— الى المرافق -এর মধ্যে কনুই ও পায়ের গোড়ালি ধৌত করার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, الى রহিত করণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর الى যদি রহিত করণের জন্য না হত তাহলে সমস্ত হাত ও পা ধৌত করা অবশ্যই কর্তব্য হত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْمُغَايَا ও اَلْغَايَةُ -এর ব্যাখ্যা :

قَوْلُهٗ "اَلٰى" لِاِنْتِهَاءِ الْغَايَةِ الخ : اَلْغَايَةُ-এর অর্থ, প্রান্তসীমা। কিন্তু এখানে রূপকভাবে শব্দটাকে দূরত্বের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, প্রান্তসীমা দূরত্বেরই অংশ বিশেষ। অংশ বলে পূর্ণ বিষয়টি বুঝানো হয়েছে। আর অংশ বলে পূর্ণ বিষয়টি বুঝানো রূপকের একটি বিধি। উসূলে ফিক্হের পরিভাষায় এ দূরত্বকে المغايا বলা হয়। আর দূরত্বের প্রান্তসীমাকে الغاية বলা হয়।

গায়া মুগায়ার অন্তর্ভুক্ত কিনা এ সম্বন্ধে চারটি মাযহাব রয়েছে—

(১) গায়া মুগায়ার অন্তর্ভুক্ত, (২) গায়া মুগায়ার অন্তর্ভুক্ত নয়, (৩) যদি গায়া ও মুগায়া এক জাতীয় হয়, তাহলে গায়া মুগায়ার অন্তর্ভুক্ত, নতুবা নয়; (৪) গায়া মুগায়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়া না হওয়া ইঙ্গিত দ্বারা বুঝাবে।

مسافة -এর অর্থ :

এর অর্থ হলো এমন দূরত্ব যা الى-এর পূর্ববর্তী বচন হতে বোধগম্য হয়। যথা— سِرْتُ مِنْ مِيْرْپُوْر اِلَى غُلِسْتَانْ এখানে الى -এর পূর্ব বচন মিরপুর হতে আরম্ভ হয়ে গুলিস্তানে গিয়ে শেষ হয়েছে। একে مغايا ও বলা হয়।

قَوْلُهٗ اَفَادَ الْاِسْقَاطَ الخ-এর আলোচনা :

গ্রন্থকার (র.) উপরে বর্ণিত মাযহাব চতুষ্টয় বর্ণনা করেননি; বরং তিনি الى-এর শ্রেণীবিভাগই করেছিলেন। উহা এই যে, الى কোনো কোনো অবস্থায় হুকুম দীর্ঘায়িত হওয়ার فائده দেয়, আর কোনো কোনো অবসস্থায় বাতিল করণের فائده দেয়। যেমন– ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ -এর মধ্যে الى এসে সাওমের হুকুমকে দীর্ঘসূত্রিতে নিবন্ধ করে দিয়েছে। অর্থাৎ সাওম সুবহে সাদিকের শুরু হতে আরম্ভ হয়ে রাত্রি আসলেই শেষ হয়ে যাবে। আর রাত্রি সাওমের মধ্যে শামিল নয়। যদি الى না হত তবে সাওম কতক্ষণ পর্যন্ত চলত তা জানা যেত না। কেননা, পানাহার ও যৌন সম্ভোগ হতে এক মিনিটের জন্য বিরত থাকলেও অভিধানে উহাকে সাওম বলে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে الى হুকুম দীর্ঘায়িত হবার ফায়দা দিয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার উদাহরণে— اِشْتَرَيْتُ هٰذَا الْمَكَانَ اِلٰى هٰذَا الْحَائِطِ পেশ করেছেন। এ উদাহরণে الى এসে জায়গা ক্রয় করা প্রাচীর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হওয়াকে পরিব্যপ্ত করে দিয়েছে। অন্যথায় জায়গা বলতে স্বল্প পরিমাণও উদ্দেশ্য হতে পারত এবং বেশি পরিমাণও বুঝাতে পারত। সুতরাং এ অবস্থায় غاية ইহা مغيا -এর মধ্যে শামিল হয় না। অতএব, প্রথম উদাহরণে রাত্রি সাওমের মধ্যে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে প্রাচীর ক্রয় করার মধ্যে শামিল নয়।

الى বাতিল করণের অর্থ দায়ক হলে غاية টা مغيا -এর মধ্যে শামিল হয় :

قَوْلُهٗ وَنَظِيْرُ الثَّانِىْ الخ : যে সকল অবস্থায় الى বাতিল করণের فائد দেয়, সে সকল অবস্থায় غاية টা مغيا -এর মধ্যে শামিল হয়ে থাকে। যেমন– তিন দিনের খেয়ারে শর্তের ওপর বিক্রয় করার ক্ষেত্রে الى বাতিল করণের فائده দিতেছে। অতএব খেয়ারের মধ্যে এ দিবসত্রয় শামিল হবে।

এক মাস পর্যন্ত কথা না বলার কসম করলে উহার বিধান :

قَوْلَهُ بِمِثْلِهِ الخ : শপথকারীর উক্তি— لَاأُكَلِّمُ فُلَانًا اِلَى شَهْرٍ -এর মধ্যেও الى বাতিল করণের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, الى দ্বারা এক মাসের বেশি সময়ের জন্য কসম বাহির হয়ে গেল। আর এক মাস কসমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সুতরাং এক মাস অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর যদি কথা বলে, শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যদি এক মাস হয়ে যাওয়ার আগে কথা বলে, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে।

হাতের কনুই ও পায়ের গোড়ালি ধৌত করার মাসআলা :

قَوْلَهُ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا الخ : আল্লাহ তা'আলার বাণী— فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ -এর মধ্যে الى শব্দটি বাতিল করণে ফায়দা দায়ক। অতএব, কনুই ছাড়া হাত এবং গোড়ালি ছাড়া পা ধৌত করা الى দ্বারা বাতিল হয়ে গেল। কিন্তু কনুই ও পায়ের গোড়ালি ধৌত করার হুকুমের মধ্যে শামিল। অর্থাৎ, অজু করার সময় কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করা এবং পায়ের গোড়ালিসহ পা ধৌত করা ফরজ। যদি কনুই ও গোড়ালি না ধৌত করে, তবে অজু হবে না। যদি আয়াতের মধ্যে الى না হত, তবে গোটা হাত এবং গোটা পা ধৌত করা ফরজ হত। কেননা, বোগল পর্যন্ত সবটুকু হাত এবং কোমর পর্যন্ত সবটুকু আরবি অভিধানে পা।

وظيفة শব্দের অর্থ :

قَوْلَهُ وَظِيْفَةُ الخ : গ্রন্থকার وظيفة শব্দ ব্যবহার করে ধৌত করার অর্থ উদ্দেশ্য নিতেছেন। কেননা, অজুর মধ্যে হাতের অযীফা হলো হাত ধৌত করা।

وَلِهٰذَا قُلْنَا اَلرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ لِاَنَّ كَلِمَةَ اِلٰى فِىْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ اِلَى الرُّكْبَةِ" تُفِيْدُ فَائِدَةَ الْاِسْقَاطِ فَتَدْخُلُ الرُّكْبَةُ فِى الْحُكْمِ وَقَدْ تُفِيْدُ كَلِمَةُ اِلٰى تَاخِيْرَ الْحُكْمِ اِلَى الْغَايَةِ وَلِهٰذَا قُلْنَا اِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ اَنْتِ طَالِقٌ اِلٰى شَهْرٍ وَلَا نِيَّةَ لَهُ لَايَقَعُ الطَّلَاقُ فِى الْحَالِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) لِاَنَّ ذِكْرَ الشَّهْرِ لَايَصْلُحُ لِمَدِّ الْحُكْمِ وَالْاِسْقَاطِ شَرْعًا وَالطَّلَاقُ يَحْتَمِلُ التَّاخِيْرَ بِالتَّعْلِيْقِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِهٰذَا আর এ কারণে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اَلرُّكْبَةُ হাঁটু مِنَ الْعَوْرَةِ ঢেকে রাখার অন্তর্ভুক্ত لِاَنَّ كَلِمَةَ اِلٰى কেননা الى অব্যয়টি فِىْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ -এর বাণীতে عَوْرَةُ الرَّجُلِ পুরুষের সতর مَا تَحْتَ السُّرَّةِ নাভীর নীচ থেকে اِلَى الرُّكْبَةِ হাঁটু পর্যন্ত تُفِيْدُ তা ফায়দা দান করে فَائِدَةَ الْاِسْقَاطِ রহিত করার ফায়দা فَتَدْخُلُ الرُّكْبَةُ অতঃপর হাঁটু প্রবেশ করবে فِى الْحُكْمِ হুকুমে وَقَدْ تُفِيْدُ كَلِمَةُ اِلٰى কখনো الى অব্যয় ফায়দা দান করে تَاخِيْرَ الْحُكْمِ হুকুম বিলম্ব হওয়ার اِلَى الْغَايَةِ শেষ সীমা পর্যন্ত وَلِهٰذَا আর এ কারণে قُلْنَا আমরা বলি اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِامْرَأَتِهِ স্বীয় স্ত্রীকে اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক اِلٰى شَهْرٍ এক মাস পর্যন্ত وَلَانِيَّةَ لَهُ এবং তার কোনো নিয়ত না থাকে لَايَقَعُ الطَّلَاقُ তালাক পতিত হবে না فِى الْحَالِ তৎক্ষণাৎ عِنْدَنَا আমাদের (হানাফীদের) মতে خِلَافًا لِزُفَرَ رح ইমাম যুফার (র.) বিপরীত মত পোষণ করেন لِاَنَّ ذِكْرَ الشَّهْرِ কেননা মাসের উল্লেখ لَايَصْلُحُ যোগ্যতা রাখে না لِمَدِّ الْحُكْمِ وَالْاِسْقَاطِ হুকুম বিস্তৃত হওয়ার ও রহিত করার شَرْعًا শরিয়তের দৃষ্টিতে وَالطَّلَاقُ আর তালাক يَحْتَمِلُ التَّاخِيْرَ বিলম্বের সম্ভাবনা রাখে بِالتَّعْلِيْقِ শর্তযুক্ত হওয়ার কারণে فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ অতএব, তালাক বিলম্বের উপর প্রযোজ্য হবে।

সরল অনুবাদ ঃ এরূপ إلى পূর্ববর্তী অংশকে সংযুক্ত করার বেলায় পূর্ব অংশ পরবর্তীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে আমরা (হানাফীরা) বলি, হাঁটু ঢাকা ফরজ। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন — عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ (পুরুষের নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত সতর।) এখানে إلى শব্দটি রহিত করণের কাজ করছে। অতএব, হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আবার কখনো إلى শব্দটি ইহার হুকুমের শেষ সীমা পর্যন্ত বিলম্ব করার অর্থ প্রদান করে। এ জন্য আমরা হানাফীগণ বলি যে,যদি কোনো লোক তার স্ত্রীকে বলে— اَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ (তুমি তালাক এক মাস পর্যন্ত।) আর কোনো নিয়ত না করে, তাহলে আমাদের (হানাফীদের) নিকট সঙ্গে সঙ্গে তালাক হবে না। ইমাম যুফার (র.)-এর বিরোধী। কেননা, মাসের উল্লেখ শরিয়ত অনুসারে হুকুম সম্প্রসারিত হওয়া ও রহিত হওয়ার যোগ্য নয়, আর তালাক শর্তারোপ সাপেক্ষে বিলম্বে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, অতএব তালাক বিলম্বের ওপর ধর্তব্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا قُلْنَا الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ الخ -এর আলোচনা :

এখান হতে মুসান্নিফ (র.) পুরুষের হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

إلى সম্পর্কে বিধান হলো যে, إلى -এর পূর্ববর্তী পদটি যদি পরবর্তীটিকে إلى প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বেই অন্তর্ভুক্ত করে থাকে, তবে إلى প্রবিষ্ট হওয়ার পরেও অন্তর্ভুক্ত করবে। আর যদি إلى প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে পূর্ববর্তী শব্দ পরবর্তী শব্দকে অন্তর্ভুক্ত না করে থাকে, তবে إلى প্রবিষ্ট হওয়ার পরও অন্তর্ভুক্ত করবে না। যেমন, হাদীসে এসেছে— عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ -এর মধ্যে السرة তে إلى প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে পায়ের নিম্নভাগ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ সতরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই إلى প্রবিষ্ট হওয়ার পর হাঁটুর নিম্নভাগ সতর হতে বের হয়ে গেল, কিন্তু হাঁটু সতরের হুকুমের মধ্যে রয়ে গেল।

إلى কখনো হুকুমকে প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিলম্বিত করে :

قَوْلُهُ وَتُفِيْدُ كَلِمَةُ إِلَى تَاخِيْرِ الْحُكْمِ الخ : إلى শব্দটি কোনো কোনো সময় হুকুমকে প্রান্তসীমা পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়। যেমন, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উক্তি— طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ এখানে স্বামী যদি কোনো নিয়ত না করে থাকে, তবে তালাক কার্যকর হওয়া মাস অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব হবে এবং মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালাক কার্যকর হবে। কেননা, উল্লিখিত উক্তিতে তালাক দীর্ঘায়িত জিনিস নয়; বরং উহা হঠাৎ কার্যকর হয়ে যায়। আর মাসও তালাকের প্রান্তসীমা হতে পারে না যে, তালাক কার্যকর হওয়া মাস অতিবাহিত হওয়ার পর শেষ হয়ে যাবে; বরং তালাক বিলম্বেও হতে পারে। সুতরাং তালাককে কোনো সময়ের সাথে শর্তযুক্ত করা অবস্থায় তালাক বিলম্বিত হবে। অতএব কারণেই اَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ দ্বারাও মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকর হওয়া বিলম্বিত হবে এবং মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তালাক কার্যকর হবে। অবশ্য স্বামী যদি উল্লিখিত উক্তি দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে তালাক কার্যকর করার নিয়ত করে, তবে তাৎক্ষণিকভাবেই তালাক কার্যকর হবে।

ইমাম যুফার (র.)-এ মাসআলায় ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে, اَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ -এর মধ্যে যদি কোনো নিয়ত না করা হয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবেই তালাক কার্যকর হবে।

فَصْلٌ كَلِمَةُ "عَلٰى" لِلْاِلْزَامِ وَاَصْلُهُ لِاِفَادَةِ مَعْنَى التَّفَوُّقِ وَالتَّعَلِّىْ وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ اَلْفٌ يُحْمَلُ عَلَى الدَّيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عِنْدِىْ اَوْ مَعِىْ اَوْ قِبَلِىْ وَعَلٰى هٰذَا قَالَ فِى السِّيَرِ الْكَبِيْرِ اِذَا قَالَ رَأْسُ الْحِصْنِ اٰمِنُوْنِىْ عَلٰى عَشَرَةٍ مِنْ اَهْلِ الْحِصْنِ فَفَعَلْنَا فَالْعَشَرَةُ سِوَاهُ وَخِيَارُ التَّعْيِيْنِ لَهُ وَلَوْ قَالَ اٰمِنُوْنِىْ وَعَشَرَةً اَوْ فَعَشَرَةً اَوْ ثُمَّ عَشَرَةً فَفَعَلْنَا فَكَذٰلِكَ وَخِيَارُ التَّعْيِيْنِ لِلْاٰمِنِ وَقَدْ يَكُوْنُ عَلٰى بِمَعْنَى الْبَاءِ مَجَازًا حَتّٰى لَوْقَالَ بِعْتُكَ هٰذَا عَلٰى اَلْفٍ يَكُوْنُ عَلٰى بِمَعْنَى الْبَاءِ لِقِيَامِ دَلَالَةِ الْمُعَاوَضَةِ وَقَدْ يَكُوْنُ عَلٰى بِمَعْنَى الشَّرْطِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى "يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا" وَلِهٰذَا قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) اِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا عَلٰى اَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَا يَجِبُ الْمَالُ لِاَنَّ الْكَلِمَةَ هٰهُنَا تُفِيْدُ مَعْنَى الشَّرْطِ فَيَكُوْنُ الثَّلٰثُ شَرْطًا لِلُزُوْمِ الْمَالِ -

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ كَلِمَةُ عَلٰى لِلْاِلْزَامِ - عَلٰى অব্যয়টি আবশ্যিক করার জন্য ব্যবহৃত হয় **وَاَصْلُهُ আর**-এর প্রকৃত অর্থ হলো لِاِفَادَةِ مَعْنَى التَّفَوُّقِ وَالتَّعَلِّىْ চড়াও হওয়া এবং উর্ধ্বে হওয়ার অর্থের ফায়দা **দান করা وَلِهٰذَا** এ কারণে لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে لِفُلَانٍ অমুকের জন্য عَلَيَّ আমার উপর আবশ্যক اَلْفٌ এক হাজার **يُحْمَلُ** পণ্য করা হবে عَلَى الدَّيْنِ ঋণের ওপর بِخِلَافِ উহার বিপরীত مَالَوْ قَالَ তা হলো যদি কেউ বলে عِنْدِىْ **আমার নিকট** اَوْ مَعِىْ অথবা আমার সাথে اَوْ قِبَلِىْ অথবা আমার পক্ষে وَعَلٰى هٰذَا আর-এর ওপর ভিত্তি করে قَالَ **ইমাম মুহাম্মদ** (র.) বলেছেন فِى السِّيَرِ الْكَبِيْرِ সিয়ারে কবীর গ্রন্থে اِذَا قَالَ رَأْسُ الْحِصْنِ যখন অমুসলিম দুর্গ **প্রধান সেনাপতি** বলে اٰمِنُوْنِىْ আমাকে নিরাপত্তা দাও عَلٰى عَشَرَةٍ দশজনের ওপর مِنْ اَهْلِ الْحِصْنِ দুর্গবাসী থেকে **فَفَعَلْنَا অতঃপর** আমরা নিরাপত্তা দিয়ে দিলাম فَالْعَشَرَةُ অতঃপর দশজন নিরাপত্তা প্রাপ্ত হবে سِوَاهُ সেনাপতি **ব্যতীত لَهُ** وَخِيَارُ التَّعْيِيْنِ আর সেনাপতির নির্দিষ্ট করার ইখতিয়ার থাকবে وَلَوْ قَالَ আর যদি সে বলে اٰمِنُوْنِىْ **আমাকে নিরাপত্তা** দাও وَعَشَرَةً এবং দশজনকে اَوْفَعَشَرَةً অথবা (বলে) আমাকে অতঃপর দশজনকে (নিরাপত্তা দাও) **اَوْ ثُمَّ عَشَرَةً অথবা** (বলে) আমাকে তারপর দশজনকে (নিরাপত্তা দাও) فَفَعَلْنَا অতঃপর আমরা নিরাপত্তা দান **করলাম فَكَذٰلِكَ** তবে অনুরূপ বিধান হবে وَخِيَارُ التَّعْيِيْنِ এবং নির্দিষ্ট করার অধিকার থাকবে لِلْاٰمِنِ নিরাপত্তা দানকারীর **(মুসলিম** সেনাপতির) وَقَدْ يَكُوْنُ عَلٰى কখনো عَلٰى অব্যয়টি ব্যবহৃত হয় بِمَعْنَى الْبَاءِ - بَاء -এর অর্থে **مَجَازًا রূপকার্থে** حَتّٰى এমনকি لَوْقَالَ যদি কেউ بِعْتُكَ هٰذَا আমি তোমার কাছে এটা বিক্রি করলাম عَلٰى اَلْفٍ এক **হাজার টাকার** বিনিময়ে يَكُوْنُ عَلٰى তবে عَلٰى অব্যয়টি ব্যবহৃত হবে بِمَعْنَى الْبَاءِ - بَاء -এর অর্থে **لِقِيَامِ دَلَالَةِ الْمُعَاوَضَةِ** বিনিময়ের ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকার কারণে وَقَدْ يَكُوْنُ عَلٰى আর কখনো عَلٰى ব্যবহৃত হয় بِمَعْنَى الشَّرْطِ শর্তের অর্থে قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলা বলেছেন يُبَايِعْنَكَ মহিলারা আপনার কাছে

বাইয়াত গ্রহণ করবে عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ শিরক না করার শর্তে بِاللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সাথে شَيْئًا কোনো কিছুকে وَلِهٰذَا আর এ কারণে قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন اِذَا قَالَتْ যখন কোনো মহিলা বলে لِزَوْجِهَا তার স্বামীকে طَلِّقْنِىْ আমাকে তালাক দাও ثَلٰثًا তিন তালাক عَلٰى اَلْفٍ এক হাজারের শর্তে فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً অতঃপর স্বামী তাকে এক তালাক দিয়েছে لَا يَجِبُ الْمَالُ মাল ওয়াজিব হবে না لِاَنَّ الْكَلِمَةَ কেননা عَلٰى অব্যয়টি هٰهُنَا এখানে تُفِيْدُ ফায়দা দান করে مَعْنَى الشَّرْطِ শর্তের অর্থের فَيَكُوْنَ الثَّلٰثُ অতঃপর তিন তালাক হবে شَرْطًا শর্ত لِلُزُوْمِ الْمَالِ মাল (এক হাজার) ওয়াজিব হওয়ার জন্য।

সরল অনুবাদ : على শব্দটি কোনো কিছু দায়িত্বে চাপিয়ে দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রকৃত অর্থ— উপরে বা ঊর্ধ্বে হওয়া। যেহেতু على শব্দটি উপরে হওয়া এবং দায়িত্বে কিছু চাপিয়ে দেওয়া এ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তাই কোনো ব্যক্তি যদি বলে— لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ (আমার দায়িত্বে বা আমার উপর অমুকের এক হাজার।) তবে তা দ্বারা ঋণ বুঝতে হবে। কিন্তু সে যদি على শব্দ প্রয়োগ না করে عندى বা معى কিংবা قبلى শব্দ প্রয়োগ করে বলত যে— لِفُلَانٍ عِنْدِىْ اَلْفٌ বা لِفُلَانٍ مَعِىْ اَلْفٌ কিংবা لِفُلَانٍ قِبَلِىْ اَلْفٌ তবে ঋণ বুঝাত না।

على শব্দটি ওপরে বা ঊর্ধ্বে হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার ভিত্তিতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর প্রণীত 'সিয়ারে কাবীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যখন অমুসলিম দুর্গের সেনাপতি মুসলমান সেনাপতিকে বলে— اٰمِنُوْنِىْ عَلٰى عَشَرَةٍ مِنْ اَهْلِ الْحِصْنِ (আমাকে দশজনের ওপরে নিরাপত্তা দাও।) তখন বাক্য দ্বারা সেনাপতি ছাড়া দশজনকে সংযুক্ত করবে। সেনাপতির উপর নির্দিষ্ট করণের অধিকার থাকবে। আর যদি সেনাপতি বলে— اٰمِنُوْنِىْ وَعَشَرَةً اَوْ فَعَشَرَةً الخ (আমাকে এবং দশজনকে নিরাপত্তা দান কর, অথবা আমাকে নিরাপত্তা দাও অতঃপর দশজনকে, অথবা আমাকে নিরাপত্তা দাও পুনরায় দশজনকে এবং আমরা নিরাপত্তা দান করলাম।) বললেও সেনাধ্যক্ষ ব্যতীত দশজনের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর নিপরাপত্তা দানকারীর ওপর নির্দিষ্ট করণের অধিকার থাকবে।

আর কখনো কখনো على রূপকভাবে باء -এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বিক্রেতা যদি বলে— بِعْتُكَ هٰذَا عَلٰى اَلْفٍ (আমি ইহা তোমার নিকট হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করলাম।) তবে على শব্দটি باء অর্থে ব্যবহৃত হবে। কেননা, বাক্যটির মধ্যে বিনিময়ের অর্থ গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আবার কখনো على শব্দটি শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী— يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ (হে মুহাম্মদ ﷺ! ঐ সমস্ত মেয়েরা তোমার নিকট এ শর্তে 'বাইয়াত' করবে যে তারা আল্লাহর সাথে শিরক করবে না।)

যদি স্ত্রী স্বামীকে বলে, তুমি আমাকে হাজারের শর্তে তিন তালাক দাও, তখন স্বামী এক তালাক দিলে মাল ওয়াজিব হবে না। কেননা, على শব্দ এখানে শর্তের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর মাল ওয়াজিব হবার জন্য তিন তালাক প্রদান করা শর্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

على শব্দের অর্থ :

قَوْلُهُ كَلِمَةُ "عَلٰى" لِلْاِلْزَامِ الخ : على শব্দের অর্থ বর্ণনায় ভাষাবিদদের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ওপর বা ঊর্ধ্বে হওয়া على -এর আভিধানিক অর্থ। আর কারো দায়িত্বে কিছু চাপিয়ে দেওয়া على -এর পরিভাষিক অর্থ। তবে সঠিক অভিমত হলো, على শব্দটি আভিধানিকভাবে উভয় অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা, শরিয়ত প্রবর্তনের পূর্বেও على دين ইত্যাদি বলা হত। ইহার ভিত্তিতে যদি কেউ বলে যে, لفلان على তাহলে ইহার দ্বারা এক হাজার ঋণ

হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কেননা, على শব্দ দ্বারা বাধ্য-বাধকতা আরোপিত হয়। আর ঋণগ্রহীতার উপর ঋণ একটা বাধ্য-বাধকতার ব্যাপার। তবে সে যদি বলে— عِنْدِيْ اَلْفٌ اَوْ مَعِيْ اَلْفٌ اَوْ قِبَلِيْ اَلْفٌ তাহলে এক হাজার ঋণ সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এ সব শব্দ দ্বারা বাধ্য-বাধকতা আরোপিত হয় না। সুতরাং এ সব শব্দ দ্বারা হাজার আমানত সাব্যস্ত হবে।

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا قَالَ فِى السِّيَرِ الْكَبِيْرِ الخ -এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) على শব্দটি উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার হওয়ার ভিত্তিতে কতিপয় মাসআলা বের করেছেন। মুসলিম সেনাবাহিনী কর্তৃক কাফিরদের কোনো দুর্গ অবরোধ অবস্থায় দুর্গাধিপতি যদি على -শব্দ ব্যবহার করে বলে— اٰمِنُوْنِيْ عَلٰى عَشَرَةٍ اَهْلِ الْحِصْنِ (আমাকে দুর্গের দশজনের জন্য নিরাপত্তা দাও।) ইহার অর্থ হবে যে, আমাকে এ রকম দশজনসহ নিরাপত্তা দাও যাদের উপর আমার প্রাধান্য হবে। অতএব, মুজাহিদীনদের নেতা কর্তৃক নিরাপত্তা দান করার বেলায় দুর্গাধিপতি ব্যতীত অপর দশজনের নিরাপত্তা লাভ হবে এবং দুর্গাধিপতির উক্ত দশজন নির্বাচন করার অধিকার থাকবে। তবে যদি على -এর পরিবর্তে 'ওয়াও', 'ফা' অথবা 'ছুম্মা' ব্যবহার করে নিরাপত্তা চায়, তাহলেও দুর্গাধিপতি ব্যতীত দশজনের নিরাপত্তা লাভ করবে, তবে এমতাবস্থায় দশজন নির্ধারণ করার অধিকার মুসলিম সেনাপতির থাকবে। কেননা, নিরপত্তা প্রার্থীর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র যে-কোনো দশজনের নিরাপত্তা। তাই কোন্ দশজনের নিরপত্তা, তা নির্ধারণে তার কোনো অধিকার নেই।

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اٰمِنُوْنِيْ وَعَشَرَةً الخ -এর আলোচনা :

এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার واو - فاء বা ثم দ্বারা দুর্গের আংশিক সৈন্যকে নিরাপত্তা দানের হুমুক বর্ণনা করেছেন। যদি দুর্গের নেতা ولو অথবা فاء কিংবা ثم ব্যবহার করে বলে আমাকে নিরাপত্তা দাও এবং দশজনকে। واو কিংবা فاء দ্বারা বলল, সুতরাং দশজনকে অথবা ثم দ্বারা বলল, অতঃপর দশজনকে তবুও নেতা ছাড়াই দশজন নিরাপত্তা পেয়ে যাবে। কিন্তু এ দশজন নির্দিষ্ট করণের অধিকার মুজাহিদ নেতারই থাকবে। কেননা, এ অবস্থায় নিরাপত্তা চাওয়ার উদ্দেশ্য সাধারণভাবে দশ জনের জন্য যাদের নির্দিষ্ট করণের অধিকার দুর্গাধিপতির নেই।

قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُوْنُ عَلٰى بِمَعْنَى الْبَاءِ الخ-এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) على-এর অপ্রকৃত অর্থ তথা على টি কখনো الباء -এর অর্থে ব্যবহার হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। على শব্দটি কখও রূপকভাবে باء -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। باء -এর অর্থ সংযুক্তকরণ ও على -এর অর্থ لزوم বা অপরিহার্যকরণ। উভয় অর্থের সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট। কেননা, لازم টিও ملزوم -এর সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে। বিক্রেতার উক্তি— بِعْتُكَ هٰذَا عَلٰى اَلْفٍ -এর মধ্যে على শব্দটি باء -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, باء বিনিময়ের অর্থ নির্দেশ করে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা হলো— مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِىْ অতএব, বিক্রেতার উক্তির অর্থ হবে, আমি ইহা তোমার নিকট হাজারের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম।

قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُوْنُ عَلٰى بِمَعْنَى الشَّرْطِ الخ -এর আলোচনা :

على শব্দটি কখনো কখনো শর্তের জন্যও ব্যবহার হয়, সে সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

على শব্দটি কখনোও শর্তের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, শর্তের অংশসমূহ জাযার অংশসমূহে বন্টিত হয় না। অতএব, এ কারণে যদি স্ত্রী স্বামীকে বলে, হাজার টাকা আদায় করা শর্তে তুমি আমাকে তালাক দাও অতঃপর স্বামী যদি স্ত্রীকে এক তালাক দেয়, তবে স্ত্রীর উপর কোনো মাল ওয়াজিব হবে না। কেননা, স্ত্রী মাল ওয়াজিব হওয়ার জন্য তিন তালাকের শর্ত করেছিল। আর এক তালাক দেওয়া অবস্থায় শর্ত পাওয়া যায়নি। সুতরাং শর্ত পাওয়া না গেলে জাযাও পাওয়া যাবে না।

তবে এ মাসাআলাটির ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা তালাককে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কিয়াস করে বলেন যে, এখানে على বিনিময়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, বিনিময়ের অংশসমূহ বিনিময়কৃত বস্তুর অংশসমূহে বন্টিত হয়। অতএব কারণে উল্লিখিত অবস্থায় স্বামী এক তালাক দেওয়ার পরে স্ত্রীর ওপর এক হাজারের $\frac{1}{3}$ অংশ অর্থাৎ ৩৩৩.৩৩ টাকা ওয়াজিব হবে।

فَصْلٌ كَلِمَةُ "فِيْ" لِلظَّرْفِ وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْاَصْلِ قَالَ اَصْحَابُنَا اِذَا قَالَ غَصَبْتُ ثَوْبًا فِيْ مِنْدِيْلٍ اَوْ تَمْرًا فِيْ قَوْصَرَةٍ لَزِمَاهُ جَمِيْعًا ثُمَّ هٰذِهِ الْكَلِمَةُ تُسْتَعْمَلُ فِى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْفِعْلِ اَمَّا اِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِى الزَّمَانِ بِاَنْ يَّقُوْلَ اَنْتِ طَالِقٌ فِيْ غَدٍ فَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ (رحـ) يَسْتَوِىْ فِيْ ذٰلِكَ حَذْفُهَا وَاِظْهَارُهَا حَتّٰى لَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فِيْ غَدٍ كَانَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا يَقَعُ الطَّلَاقُ كَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِى الصُّوْرَتَيْنِ جَمِيْعًا وَذَهَبَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رحـ) اِلٰى اَنَّهَا اِذَا حُذِفَتْ يَقَعُ الطَّلَاقُ كَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَاِذَا اُظْهِرَتْ كَانَ الْمُرَادُ وُقُوْعُ الطَّلَاقِ فِيْ جُزْءٍ مِنَ الْغَدِ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِبْهَامِ فَلَوْلَا وُجُوْدُ النِّيَّةِ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِاَوَّلِ الْجُزْءِ لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ لَهٗ وَلَوْ نَوٰى اٰخِرَ النَّهَارِ صَحَّتْ نِيَّتُهٗ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ كَلِمَةُ فِيْ لِلظَّرْفِ অব্যয়টি ظَرْف তথা স্থান, কাল, পাত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْاَصْلِ আর এ মূলনীতির আলোকে قَالَ اَصْحَابُنَا আমাদের (হানাফী মাযহাবের) ইমামগণ বলেছেন اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে غَصَبْتُ ثَوْبًا আমি একটি কাপড় ছিনতাই করেছি فِيْ مِنْدِيْلٍ রুমালের মধ্যে اَوْتَمْرًا অথবা বলে যে আমি খেজুর ছিনতাই করেছি فِيْ قَوْصَرَةٍ ঝুড়ির মধ্যে لَزِمَاهُ جَمِيْعًا তবে তার জন্য সব কিছু (কাপড় ও রুমাল এবং খেজুর ও ঝুড়ি) ফেরত দেয়া আবশ্যক হবে ثُمَّ هٰذِهِ الْكَلِمَةُ তারপর এ অব্যয়টি تُسْتَعْمَلُ ব্যবহৃত হয় فِى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْفِعْلِ কাল, স্থান, ক্রিয়ার ক্ষেত্রে اَمَّا اِذَا اسْتُعْمِلَتْ বস্তুতঃ যখন ব্যবহৃত হয় فِى الزَّمَانِ কালের ক্ষেত্রে بِاَنْ يَّقُوْلَ এভাবে যে, স্বামী বলল اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক فِيْ غَدٍ আগামীকাল فَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ অতঃপর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন يَسْتَوِىْ সমান فِيْ ذٰلِكَ এতে حَذْفُهَا وَاِظْهَارُهَا তাকে বিলোপ করা ও উল্লেখ করা حَتّٰى এমনকি لَوْ قَالَ যদি স্বামী বলে اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক فِيْ غَدًا আগামীকাল كَانَ তা হবে بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ তার এ উক্তির সমপর্যায়ে اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا তুমি আগামীকাল তালাক يَقَعُ الطَّلَاقُ তালাক পতিত হবে كَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ ভোর হওয়ার সাথে সাথে فِى الصُّوْرَتَيْنِ جَمِيْعًا উভয় অবস্থায় وَذَهَبَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ আর ইমাম আবূ হানিফা (র.) গিয়েছেন اِلٰى এদিকে যে اَنَّهَا নিশ্চয় তা اِذَا حُذِفَتْ যখন فِيْ অব্যয়কে বিলোপ করা হয় يَقَعُ الطَّلَاقُ তালাক পতিত হয় كَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ ভোর হওয়ার সাথে সাথে وَاِذَا اُظْهِرَتْ আর যখন فِيْ অব্যয়কে উল্লেখ করা হয় كَانَ الْمُرَادُ তখন উদ্দেশ্য হবে وُقُوْعُ الطَّلَاقِ তালাক পতিত হওয়া فِيْ جُزْءٍ مِنَ الْغَدِ আগামীকালের একটি অংশে عَلٰى سَبِيْلِ الْاِبْهَامِ অনির্দিষ্টভাবে فَلَوْلَا وُجُوْدُ النِّيَّةِ অতঃপর যদি নিয়ত না থাকে يَقَعُ الطَّلَاقُ তালাক পতিত হবে بِاَوَّلِ الْجُزْءِ প্রথম অংশে لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ لَهٗ তার জন্যে সংকীর্ণতা না থাকার কারণে وَلَوْ نَوٰى আর যদি সে নিয়ত করে اٰخِرَ النَّهَارِ দিনের শেষভাগে তালাক পতিত হওয়ার صَحَّتْ نِيَّتُهٗ তার নিয়ত শুদ্ধ হবে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : فى শব্দটি যরফ (কাল, ক্ষেত্র, পাত্র) অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ সূত্রানুপাতে আমাদের হানাফী মাযহাবের মনীষীগণ বলেন, যখন কোনো আত্মসাৎকারী বলবে যে, আমি একটি কাপড় রুমালের মধ্যে কিংবা থলির মধ্যে খোরমা আত্মসাৎ করেছি, তাকে সে রুমাল এবং কাপড় এবং থলি ও খোরমা ফেরত দিতে হবে। আবার এ فى শব্দটি স্থান, কাল এবং ক্রিয়া সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন তা যরফের মধ্যে ব্যবহৃত হবে, এভাবে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, আগামীকাল তুমি তালাক। সুতরাং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার মধ্যে তাকে লোপ করা ও উল্লেখ করা উভয়ই সমান। তাই তাঁদের মতে— اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ غَدٍ বলা اَنْتِ طَالِقٌ غدا বলার মতো। উভয় অবস্থাতেই আগামীকাল ভোর হলেই স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এ মত প্রকাশ করেন যে, فى শব্দটি যখন লোপ করা হবে, তবে আগামীকালের صبح صادق প্রকাশ পেলে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি فى উল্লেখ করা হয়, তবে আগামীকালের প্রথমাংশেই তালাক পতিত হয়ে যাবে, এ অংশে সংকীর্ণতা না থাকার কারণে। আর যদি আগামীকালের শেষ ভাগে তালাক পতিত হওয়ার নিয়ত থাকে, তবে তার নিয়ত শুদ্ধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যরফ (পাত্র)-এর জন্য ব্যবহৃত فى :

قَوْلُهُ كَلِمَةُ "فِىْ" لِلظَّرْفِ الخ : فى -এর পরবর্তী শব্দটি পূর্ববর্তী শব্দের যরফ হয়। যেমন— اَلْمَاءُ فِى الْقِدْرِ وَاَنَا اَذْهَبُ فِى الْغَدِ (পাত্রে পানি, আমার যাওয়া আগামীকাল হবে।) আর বক্তার কথা— انا فى زَيْدٌ يَنْظُرُ فِى الْعِلْمِ এবং حاجتك -এর মধ্যেও فى যরফের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, علم -ই হলো চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্র। আর সম্বোধনকারী সম্বোধিত ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণে নিমগ্ন হয়। সুতরাং সম্বোধিত ব্যক্তির প্রয়োজন যেন সম্বোধনকারীকে বেষ্টন করে ফেলে। এ হিসেবে সম্বোধিত ব্যক্তির প্রয়োজন হলো বেষ্টনকারী এবং সম্বোধনকারী হলো বেষ্টিত। আর প্রত্যেক বেষ্টনকারী বেষ্টিত ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য যরফ হয়। কাজেই সম্বোধনকারীর জন্য সম্বোধিত ব্যক্তির প্রয়োজনও যরফ হবে।

فى শব্দটি যরফের অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই আসল। এর ভিত্তিতে হানাফী ইমামগণ বলেন, অপহরণকারী যদি বলে— غَصَبْتُ ثَوْبًا فِىْ مِنْدِيْلٍ তখন তার অর্থ হবে– আমি রুমাল আবৃত কাপড় অপহরণ করেছি অর্থাৎ, আমি যে কাপড় অপহরণ করেছি তার যরফ রুমাল। কাজেই অপহরণকারীর উপর রুমাল ও কাপড় উভয়ই (ফেরত দান) ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে غَصَبْتُ تَمْرًا فِىْ قَوْصَرَةٍ -এর মধ্যেও فى যরফের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

فى -এর জন্য ব্যবহৃত ظرف زمان :

قَوْلُهُ اَمَّا اِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِى الزَّمَانِ الخ : فى শব্দটি যেমন ظرف مكان -এর জন্য ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ ظرف زمان -এর জন্যও ব্যবহৃত হয়। তবে শব্দটি যখন যরফে যামানের অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন সাহেবাইনের মতে উল্লেখ থাকা ও না থাকা উভয়ই সমান। সুতরাং স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে— اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا বা اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ غَدٍ তবে উভয় অবস্থাতেই আগামীকাল ভোর হলেই স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে এবং আগামী দিনের শেষভাগে তালাক কার্যকর হওয়ার নিয়ত করা আইনত গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এ অবস্থায় সে তার উক্তি পরিবর্তন করতেছে।

ইমাম আবূ হানিফা (র.) বলেন, فى উল্লেখ থাকা ও না থাকা উভয় অবস্থা সমান নয়; বরং فى উল্লেখ না থাকা অবস্থায় আগামীকালের প্রথম ভাগেই তালাক কার্যকর হবে এবং দিনের শেষভাগে তালাক কার্যকর হওয়ার নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। আর فى যদি উল্লেখ থাকে, তবে কোনো নিয়ত না থাকা অবস্থায় আগামীকালের প্রথমভাগে তালাক কার্যকর হবে এবং দিনের শেষভাগে তালাক কার্যকর হওয়ার নিয়ত করলেও নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে।

وَمِثَالُ ذٰلِكَ فِىْ قَوْلِ الرَّجُلِ اِنْ صُمْتُ الشَّهْرَ فَاَنْتِ كَذَا فَاِنَّهٗ يَقَعُ عَلٰى صَوْمِ الشَّهْرِ وَلَوْ قَالَ اِنْ صُمْتُ فِى الشَّهْرِ فَاَنْتِ كَذَا يَقَعُ ذٰلِكَ عَلَى الْاِمْسَاكِ سَاعَةً فِى الشَّهْرِ وَاَمَّا فِى الْمَكَانِ فَمِثْلُ قَوْلِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ فِى الدَّارِ اَوْ فِىْ مَكَّةَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ طَلَاقًا عَلَى الْاِطْلَاقِ فِىْ جَمِيْعِ الْاَمَاكِنِ وَبِاعْتِبَارِ مَعْنَى الظَّرْفِيَّةِ قُلْنَا اِذَا حَلَفَ عَلٰى فِعْلٍ وَاَضَافَهٗ اِلٰى زَمَانٍ اَوْمَكَانٍ فَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا يَتِمُّ بِالْفَاعِلِ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْفَاعِلِ فِىْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ اَوِ الْمَكَانِ فَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ يَتَعَدّٰى اِلٰى مَحَلٍّ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَحَلِّ فِىْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ اَوِ الْمَكَانِ لِاَنَّ الْفِعْلَ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِاَثَرِهٖ وَاَثَرُهٗ فِى الْمَحَلِّ قَالَ مُحَمَّدٌ فِى الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ اِذَا قَالَ اِنْ شَتَمْتُكَ فِى الْمَسْجِدِ فَكَذَا فَشَتَمَهٗ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَالْمَشْتُوْمُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ يَحْنَثُ وَلَوْ كَانَ الشَّاتِمُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَالْمَشْتُوْمُ فِى الْمَسْجِدِ لَا يَحْنَثُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثَالُ ذٰلِكَ আর তার উদাহরণ. فِىْ قَوْلِ الرَّجُلِ কোনো ব্যক্তির উক্তিতে اِنْ صُمْتُ الشَّهْرَ যদি আমি পূর্ণ মাস রোজা রাখি فَاَنْتِ كَذَا তবে তুমি এরূপ فَاِنَّهٗ يَقَعُ তবে এ উক্তি পতিত হবে عَلٰى صَوْمِ الشَّهْرِ এক মাস রোজা রাখার উপর وَلَوْ قَالَ আর যদি সে বলে اِنْ صُمْتُ যদি আমি রোজা রাখি فِى الشَّهْرِ মাসের মধ্যে فَاَنْتِ كَذَا তবে তুমি এরূপ يَقَعُ ذٰلِكَ তা পতিত হবে عَلَى الْاِمْسَاكِ বিরত থাকার উপর سَاعَةً প্রথম মুহূর্তে فِى الشَّهْرِ মাসের মধ্যে وَاَمَّا فِى الْمَكَانِ বস্তুতঃ স্থানের ক্ষেত্রে قَوْلُهٗ তার উক্তি اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক فِى الدَّارِ ঘরে اَوْ فِىْ مَكَّةَ অথবা মক্কায় يَكُوْنُ ذٰلِكَ طَلَاقًا তবে তা তালাক হিসেবে কার্যকর হবে عَلَى الْاِطْلَاقِ সাধারণভাবে فِىْ جَمِيْعِ الْاَمَاكِنِ সর্বক্ষেত্রে وَبِاعْتِبَارِ مَعْنَى الظَّرْفِيَّةِ এবং যরফ হওয়ার অর্থ অনুসারে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اِذَا حَلَفَ যখন কেউ শপথ করে عَلٰى فِعْلٍ কোনো কাজের উপর وَاَضَافَهٗ এবং একে সম্পৃক্ত করে اِلٰى زَمَانٍ কোনো কালের দিকে اَوْمَكَانٍ অথবা স্থানের দিকে فَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ অতঃপর যদি ফেলটি হয় مِمَّا তা থেকে (যা) يَتِمُّ পূর্ণ হয়ে যায় بِالْفَاعِلِ কর্তা দ্বারা يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْفَاعِلِ কর্তা বর্তমান থাকা শর্ত فِىْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ اَوِ الْمَكَانِ সে কালও স্থানে فَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ يَتَعَدّٰى আর যদি ফেলটি মুতায়াদ্দি (পরিব্যপ্ত) হয় اِلٰى مَحَلٍّ মহল বা ঘটনাস্থলের দিকে يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَحَلِّ তখন ঘটনাস্থল বর্তমান থাকা শর্ত فِىْ ذٰلِكَ الزَّمَانِ اَوِ الْمَكَانِ সেই কালে বা স্থানে لِاَنَّ الْفِعْلَ কেননা ফেল বা ক্রিয়া اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ কার্যকর হয় بِاَثَرِهٖ তার নিদর্শন দ্বারা وَاَثَرُهٗ فِى الْمَحَلِّ আর তার নিদর্শন ঘটনা স্থলেই পাওয়া যায় قَالَ مُحَمَّدٌ رح ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন فِى الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ জামে কবীর গ্রন্থে اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে اِنْ شَتَمْتُكَ যদি আমি তোমাকে গালি দেই فِى الْمَسْجِدِ মসজিদে فَكَذَا তবে তুমি এরূপ فَشَتَمَهٗ অতঃপর সে তাকে গালি দিয়েছে (এমতাবস্থায় যে,) وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ সে (গালিদাতা) মসজিদে وَالْمَشْتُوْمُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ আর যাকে গালি দিচ্ছে সে মসজিদের বাহিরে يَحْنَثُ (এ

ক্ষেত্রে) সে শপথ ভঙ্গকারী হবে وَلَوْ كَانَ الشَّاتِمُ আর যদি গালিদাতা خَارِجَ الْمَسْجِدِ মসজিদের বাহিরে وَالْمَشْتُوْمُ এবং যাকে গালি দিচ্ছে সে فِى الْمَسْجِدِ মসজিদের ভিতরে لَايَحْنَثُ (তবে) সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

সরল অনুবাদ : فى শব্দটি উল্লেখ করার ও উহ্য রাখার উদাহরণ সে ব্যক্তির কথার মধ্যে রয়েছে, যে ব্যক্তি فى উহ্য করে বলল, যদি আমি পূর্ণ মাস সাওম রাখি তবে তুমি আযাদ। তাহলে এক মাস সাওম রাখলে গোলাম আদায় হয়ে যাবে। আর যদি فى উল্লেখ করে বলে, যদি আমি মাসের মধ্যে সাওম রাখি তবে তুমি আযাদ, তাহলে সাওম শুরু করলেই গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যখন فى শব্দটি স্থানের অর্থের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন– স্বামীর উক্তি স্ত্রীর প্রতি তুমি ঘরের মধ্যে তালাক কিংবা মক্কায়, তবে এ তালাক সাধারনভাবে সকল স্থানেই কার্যকর হবে। আর ظرف-এর অর্থ অনুসারে আমরা বলেছি, যখন শপথকারী কোনো কাজের উপর শপথ করবে এবং সে কাজকে কোনো স্থান বা কালের প্রতি সম্বন্ধিত করে, তবে যদি ক্রিয়া অকর্মক হয় যা কেবল কর্তা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সে স্থান বা কালের মধ্যে কর্তা বর্তমান থাকা শর্ত। আর যদি ক্রিয়া সকর্মক কোনো মহলের প্রতি সম্বন্ধিত হয়, তবে সে মহল এ স্থান বা কালের মধ্যে বর্তমান থাকা শর্ত। কেননা, ক্রিয়া তার নিদর্শনের সাথে প্রকাশ পায় এবং তার নিদর্শন মহলের মধ্যেই পাওয়া যায়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) جامع كبير গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যখন গালিদাতা বলে, যদি আমি তোমাকে মসজিদে গালি দেই, তবে আমার গোলাম আযাদ। অতঃপর সে মসজিদে থাকা অবস্থায় গালি দিল এবং যাকে গালি দিল সে মসজিদের বাহিরে থাকে, তবে সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে এবং যদি গালিদাতা মসজিদের বাহিরে থাকে ও যাকে গালি দেয় সে যদি মসজিদের ভিতরে থাকে, তবে সে কসম ভঙ্গকারী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فى উল্লেখিত হওয়া না হওয়ার পার্থক্যের বিশ্লেষণ ঃ

قَوْلُهُ وَمِثَالُ ذٰلِكَ فِىْ قَوْلِ الرَّجُلِ الخ : এখানে উক্ত ইবারতের মাধ্যমে গ্রন্থকার "فى" উল্লেখ হওয়া না হওয়ার পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইমাম আবূ হানিফা (র.) -এর মতে, فى উহ্য থাকা এবং প্রকাশ থাকার যে পার্থক্য করা হয়েছে উহা ঐ লোকের কথা, যে বলে— اِنْ صُمْتُ الشَّهْرَ فَاَنْتَ حُرٌّ এবং اِنْ صُمْتُ فِى الشَّهْرِ فَاَنْتَ حُرٌّ দ্বারা স্পষ্ট হলো। কেননা, প্রথম কথায় فى উহ্য থাকাতে গোলাম আযাদ হওয়ার ব্যাপারে শপথকারীকে এক মাস সাওম রাখা শর্ত। আর দ্বিতীয় কথায় فى উল্লেখ থাকায় সাওম আরম্ভ করলেই গোলাম আযাদ হবে। এমনকি সাওমও করার প্রয়োজন নেই। উল্লিখিত উদাহরণের দ্বারাও اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا এবং اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ غَدٍ -এর মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

فى যরফে মাকানের জন্য হওয়ার বিশ্লেষণ :

قَوْلُهُ وَاَمَّا فِى الْمَكَانِ فَمِثْلُ قَوْلِهِ الخ : আর فى শব্দ যখন যরফে মাকান -এ ব্যবহৃত হবে, যেমন— اَنْتِ طَالِقٌ فِى الدَّارِ اَوْ فِىْ مَكَّةَ তাহলে তাৎক্ষণিক তালাক হয়ে যাবে। কেননা, এখানে তালাক সঙ্ঘটিত হওয়া কোনো স্থানের সাথে শর্তযুক্ত নয়। তবে বক্তা যদি فِى الدَّارِ বলে فِىْ دُخُوْلِكِ الدَّارَ বুঝাতে চায়, তবে তার নিয়ত সঠিক হবে এবং ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে তালাক হয়ে যাবে।

وَلَوْ قَالَ اِنْ ضَرَبْتُكَ اَوْ شَجَجْتُكَ فِى الْمَسْجِدِ فَكَذَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَضْرُوْبِ وَالْمَشْجُوْجِ فِى الْمَسْجِدِ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الضَّارِبِ وَالشَّاجِّ فِيْهِ وَلَوْ قَالَ اِنْ قَتَلْتُكَ فِىْ يَوْمِ الْخَمِيْسِ فَكَذَا فَجَرَحَهُ قَبْلَ يَوْمِ الْخَمِيْسِ وَمَاتَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ يَحْنَثُ وَ لَوْ جَرَحَهُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَمَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَايَحْنَثُ وَ لَوْ دَخَلَتِ الْكَلِمَةُ "فِىْ" فِى الْفِعْلِ تُفِيْدُ مَعْنَى الشَّرْطِ قَالَ مُحَمَّدٌ (رح) اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ دُخُوْلِكِ الدَّارَ فَهُوَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ دُخُوْلِ الدَّارِ وَلَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ حَيْضَتِكِ اِنْ كَانَتْ فِى الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِى الْحَالِ وَاِلَّا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالْحَيْضِ وَفِى الْجَامِعِ لَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ مَجِيْئِ يَوْمٍ لَمْ تُطَلَّقْ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَلَوْ قَالَ فِىْ مُضِيِّ يَوْمٍ اِنْ كَانَ ذٰلِكَ فِى اللَّيْلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنَ الْغَدِ لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ وَاِنْ كَانَ فِى الْيَوْمِ تُطَلَّقُ حِيْنَ تَجِيْئُ مِنَ الْغَدِ تِلْكَ السَّاعَةُ وَفِى الزِّيَادَاتِ لَوْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ مَشِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ فِىْ اِرَادَةِ اللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ بِمَعْنَى الشَّرْطِ حَتّٰى لَا تُطَلَّقُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَوْ قَالَ আর যদি শপথকারী বলে اِنْ ضَرَبْتُكَ যদি আমি তোমাকে প্রহার করি اَوْ شَجَجْتُكَ অথবা গ্রীবা দেশেল উপরিভাগে আঘাত করি فِى الْمَسْجِدِ মসজিদে فَكَذَا তবে তুমি এরূপ (তুমি আযাদ) يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَضْرُوْبِ وَالْمَشْجُوْجِ প্রহৃত ও গ্রীবায় আঘাত কৃত ব্যক্তি বিদ্যমান থাকা শর্ত فِى الْمَسْجِدِ মসজিদে وَلَا يُشْتَرَطُ এবং শর্ত নয় كَوْنُ الضَّارِبِ وَالشَّاجِّ প্রহারকারী ও আঘাতকারী বিদ্যমান থাকা فِيْهِ মসজিদে وَلَوْ قَالَ আর যদি শপথকারী বলে اِنْ قَتَلْتُكَ যদি আমি তোমাকে হত্যা করি فِىْ يَوْمِ الْخَمِيْسِ বৃহস্পতিবার فَكَذَا তবে তুমি এরূপ (তুমি আযাদ) فَجَرَحَهُ অতঃপর শপথকারী তাকে আঘাত করল قَبْلَ الْخَمِيْسِ বৃহস্পতিবারের পূর্বে وَمَاتَ এবং সে মারা গেল يَوْمَ الْخَمِيْسِ বৃহস্পতিবার يَحْنَثُ (তবে) সে শপথ ভঙ্গকারী হবে وَلَوْ جَرَحَهُ আর যদি সে তাকে আঘাত করে يَوْمَ الْخَمِيْسِ বৃহস্পতিবার وَمَاتَ এবং সে মারা গিয়েছে يَوْمَ الْجُمُعَةِ জুমাবারে لَايَحْنَثُ (তবে) সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না وَلَوْ دَخَلَتِ الْكَلِمَةُ আর যদি فِىْ অব্যয়টি প্রবেশ করে فِى الْفِعْلِ ক্রিয়ায় تُفِيْدُ ফায়দা দান করে مَعْنَى الشَّرْطِ শর্তের অর্থের قَالَ مُحَمَّدٌ رح ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক فِىْ دُخُوْلِكِ الدَّارَ তুমি ঘরে প্রবেশ করলে فَهُوَ তবে তা بِمَعْنَى الشَّرْطِ শর্তের অর্থে فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ সুতরাং তালাক পতিত হবে না قَبْلَ دُخُوْلِ الدَّارِ ঘরে প্রবেশের পূর্বে وَلَوْ قَالَ আর যদি বলে اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক فِىْ حَيْضَتِكِ তোমার হায়েযের মধ্যে اِنْ كَانَتْ فِى الْحَيْضِ যদি স্ত্রী হায়েয অবস্থায় থাকে وَقَعَ الطَّلَاقُ তালাক পতিত হবে فِى الْحَالِ তৎক্ষণাৎ وَاِلَّا আর যদি হায়েয অবস্থায় না থাকে يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ তালাক স্থগিত থাকবে بِالْحَيْضِ হায়েযের সাথে وَفِى الْجَامِعِ আর জামে কবীর গ্রন্থে রয়েছে لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক فِىْ مَجِيْئِ يَوْمٍ দিন আসলে لَمْ تُطَلَّقْ সে তালাক প্রাপ্তা হবে না حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ যতক্ষণ না প্রভাত হয় وَلَوْ قَالَ আর যদি বলে فِىْ مُضِيِّ يَوْمٍ তুমি দিন চলে গেলে তালাক اِنْ كَانَ ذٰلِكَ فِى اللَّيْلِ যদি এ কথা রাত্রে বলে থাকে وَقَعَ الطَّلَاقُ তালাক পতিত হবে عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنَ الْغَدِ আগামী দিন সূর্যাস্তের সময় لِوُجُوْدِ الشَّرْطِ শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে وَاِنْ كَانَ الْيَوْمُ আর যদি এ কথা দিনে বলে থাকে تُطَلَّقُ তালাক পতিত হবে حِيْنَ تَجِيْئُ مِنَ الْغَدِ যখন আগামী দিন আসবে تِلْكَ السَّاعَةُ ঐ সময় وَفِى الزِّيَادَاتِ যিয়াদাত নামক গ্রন্থে রয়েছে لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক فِىْ مَشِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় اَوْفِىْ اِرَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى অথবা আল্লাহ তা'আলার

সরল অনুবাদ : আর যদি শপথকারী বলে— اِنْ ضَرَبْتُكَ اَوْ شَجَجْتُكَ فِى الْمَسْجِدِ فَكَذَا (যদি আমি মসজিদে তোমাকে প্রহার করি অথবা তোমার মাথায় আঘাত করি, তবে গোলাম আযাদ।) তখন শপথ ভঙ্গ হওয়ার জন্য যাকে প্রহার করা হলো অথবা মাথায় আঘাত করা হলো তার মসজিদে থাকা শর্ত। প্রহারকারী অথবা আঘাতকারী মাসজিদের ভিতরে থাকা শর্ত নয়। আর যদি শপথকারী বলে, যদি বৃহস্পতিবার তোমাকে হত্যা করি, তাহলে গোলাম আযাদ। এমতাবস্থায় শপথকারী যদি বৃহস্পতিবারের পূর্বে তাকে আঘাত করে এবং বৃহস্পতিবার দিন সে মারা যায়, তাহলে শপথ ভঙ্গ হবে। আর বৃহস্পতিবার দিন আহত করলে এবং শুক্রবার দিন মারা গেলে শপথ ভঙ্গ হবে না। আর যদি فى শব্দটি ক্রিয়ার মধ্যে সংযুক্ত হয়, তবে শর্তের অর্থ প্রদান করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন— স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি ঘরে প্রবেশ করলে তালাক। তখন এটা শর্তের অর্থ হলো। অতএব, ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে তালাক হবে না। আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে, তোমার হায়েযের মধ্যে তুমি তালাক। তার কথার সময় স্ত্রী যদি হায়েযে লিপ্ত থাকে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তালাক কার্যকর হবে। নতুবা হায়েয আসার সময় পর্যন্ত তালাক স্থগিত থাকবে। জামে' কাবীর নামক গ্রন্থে আছে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, দিন হলে তুমি তালাক। তখন প্রভাত হওয়ার পূর্বে তালাক হবে না। আর যদি বলে, দিন চলে গেলে তুমি তালাক; যদি রাত্রের বেলায় বলে থাকে, তবে পরের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় তালাক কার্যকর হবে। আর যদি এ কথা দিনে বলে, তাহলে পরের দিন ঐ সময় আসার সাথে সাথে তালাক কার্যকর হবে। (অর্থাৎ, যদি একথা বেলা ১০টায় বলে, তবে পরদিন ১০টা বাজতেই তালাক কার্যকর হবে।) যিয়াদাত নামক গ্রন্থে আছে, যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে— اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ مَشِيْئَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ فِىْ اِرَادَةِ اللّٰهِ (আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাকে তালাক।) তবে তা শর্তের অর্থে গৃহীত হবে এবং স্ত্রী তালাক হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فى ব্যবহৃত বাক্যে সকর্মক ক্রিয়া হওয়ার প্রেক্ষিতে কতিপয় নীতিমালা :

قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ اِنْ ضَرَبْتُكَ اَوْ الخ : ضربتك (প্রহার করা) এবং شججتك (মাথায় আঘাত করা) উভয়টি সকর্মক ক্রিয়া (فعل متعدى) **হওয়ার দরুন** উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী এ ক্রিয়াকে যে স্থানের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়েছে, **শপথকারী শপথ ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কর্ম ঐ স্থানে থাকা** শর্ত, কর্তা (فاعل) ঐ স্থানে থাকা শর্ত নয়। সুতরাং প্রহৃত এবং **আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মসজিদের** ভিতরে থাকলে **শপথকারীর শপথ** ভঙ্গ হবে, নতুবা হবে না। হত্যা করার অর্থ একেবারে মেরে ফেলা। **সুতরাং শপথকারী** যদি হত্যাকে বৃহস্পতিবারের দিকে **সম্বন্ধ** করে, অতঃপর নিহত ব্যক্তিকে বুধবারে যখম করে এবং **ঐ যখমের দরুন** বৃহস্পতিবার সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে **শপথকারীর শপথ** ভঙ্গ হবে। কেননা, ঐ অবস্থায় মৃত্যু বৃহস্পতিবার দিন সঙ্ঘটিত হয়েছে। আর যদি বৃহস্পতিবারে **যখম করে** এবং ঐ যখমের দরুন শুক্রবার মৃত্যুবরণ করে, তবে শপথকারীর **শপথ** ভঙ্গ হবে না। কেননা, ঐ অবস্থায় মৃত্যু বৃহস্পতিবারে পাওয়া যায়নি অথচ তার শপথ ছিল বৃহস্পতিবারে মেরে ফেলার।

قَوْلُهُ وَلَوْ دَخَلَتِ الْكَلِمَةُ فِى الْفِعْلِ الخ-এর আলোচনা :

فى শব্দটি যদি ক্রিয়ামূলের উপর দাখিল হয়, তবে তা শর্তের অর্থ দেবো, কাজেই اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ دُخُوْلِ الدَّارِ-এর অর্থ হবে— اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ এ জন্যই ঘরে প্রবেশের পূর্বে স্ত্রী তালাক হবে না। তদ্রূপ اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ حَيْضَتِكِ -এর অর্থ হবে যে, اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ حِضْتِ কাজেই এ কথা অনুযায়ী ঋতুবর্তী অবস্থায় তালাক দিলে তালাক পতিত হয়ে যাবে। অন্যথায় ঋতু আসার উপর طلاق শর্তযুক্ত থাকবে।

قَوْلُهُ وَفِى الزِّيَادَاتِ اَنْتِ طَالِقٌ الخ -এর আলোচনা :

এখানে মুসান্নিফ (র.) বর্ণনা করতে চেয়েছেন যে, اِنْ شَاءَ اللّٰهُ। اِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলে তালাক প্রদান করলে তা কার্যক হয় না। দ্বারা তালাক কার্যকর না হওয়ার কারণ এই যে, লোকটির কথা— اَنْتِ طَالِقٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَوْ اِنْ اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى -এর একই অর্থ। উক্ত কথায় তালাক কার্যকর হয় না। কেননা, আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। সুতরাং প্রথম বাক্য দ্বিতীয় বাক্যের অনুরূপ হওয়ার কারণে তালাক কার্যকর হবেনা। কিন্তু اَنْتِ طَالِقٌ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى বললে সঙ্গে সঙ্গে তালাক হবে না। কেননা, আল্লাহর ইলম প্রত্যেক বস্তুর সাথে রয়েছে। আবার আল্লাহর ইচ্ছা প্রত্যেক বস্তুর সাথে জড়িত নয়। সুতরাং فِىْ مَشِيْئَةِ اللّٰهِ বললে শর্ত বৈধ হবে, কিন্তু فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ বললে শর্ত বৈধ হবে না।

فَصْلٌ حَرْفُ الْبَاءِ لِلْاِلْصَاقِ فِيْ وَضْعِ اللُّغَةِ وَلِهٰذَا تَصْحَبُ الْاَثْمَانَ وَتَحْقِيْقُ هٰذَا اَنَّ الْمَبِيْعَ اَصْلٌ فِى الْبَيْعِ وَالثَّمَنُ شَرْطٌ فِيْهِ وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى هَلَاكُ الْمَبِيْعِ يُوْجِبُ اِرْتِفَاعَ الْبَيْعِ دُوْنَ هَلَاكِ الثَّمَنِ اِذَا ثَبَتَ هٰذَا فَنَقُوْلُ الْاَصْلُ اَنْ يَكُوْنَ التَّبَعُ مُلْصَقًا بِالْاَصْلِ لَا اَنْ يَكُوْنَ الْاَصْلُ مُلْصَقًا بِالتَّبَعِ فَاِذَا دَخَلَ حَرْفُ الْبَاءِ فِى الْبَدَلِ فِيْ بَابِ الْبَيْعِ دَلَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَنَّهٗ تَبَعٌ مُلْصَقٌ بِالْاَصْلِ فَلَا يَكُوْنُ مَبِيْعًا فَيَكُوْنُ ثَمَنًا وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هٰذَا الْعَبْدَ بِكُرٍّ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ وَصَفَهَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مَبِيْعًا وَالْكُرُّ ثَمَنًا فَيَجُوْزُ الْاِسْتِبْدَالُ بِهٖ قَبْلَ الْقَبْضِ .

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ حَرْفُ الْبَاءِ - باء অব্যয়টি لِلْاِلْصَاقِ اِلْصَاقٌ তথা সংযুক্তি করণার্থে ব্যবহৃত হয় فِىْ وَضْعِ اللُّغَةِ আভিধানিক দিক দিয়ে وَلِهٰذَا আর এ কারণে تَصْحَبُ الْاَثْمَانَ তা (باء অব্যয়টি) মূল্যের উপর ব্যবহৃত হয় وَتَحْقِيْقُ هٰذَا -এর ব্যাখ্যা এই যে اِنَّ الْمَبِيْعَ নিশ্চয়ই বস্তু হলো اَصْلٌ মূল فِى الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে وَالثَّمَنُ আর মূল্য হলো شَرْطٌ শর্ত فِيْهِ ক্রয়-বিক্রয়ের لِهٰذَا الْمَعْنٰى আর এ নীতির ভিত্তিতে هَلَاكُ الْمَبِيْعِ বস্তু ধ্বংস হওয়া يُوْجِبُ ওয়াজিব করে اِرْتِفَاعُ الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হওয়া دُوْنَ هَلَاكِ الثَّمَنِ মূল্য ধ্বংস হওয়া ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করা ওয়াজিব করে না اِذَا ثَبَتَ هٰذَا যখন তা সাব্যস্ত হলো فَنَقُوْلُ অতঃপর আমরা বলব اَلْاَصْلُ মূল হলো اَنْ يَكُوْنَ التَّبَعُ অনুসারী হওয়া مُلْصَقًا মিলিত بِالْاَصْلِ মূলের সাথে لَا اَنْ يَكُوْنَ الْاَصْلُ মূল হওয়া নয় مُلْصَقًا মিলিত بِالتَّبَعِ অনুসারীর সাথে فَاِذَا دَخَلَ অতঃপর যখন প্রবেশ করে حَرْفُ الْبَاءِ - باء অব্যয়টি فِى الْبَدَلِ বিনিময়ের মধ্যে فِىْ بَابِ الْبَيْعِ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে دَلَّ ذٰلِكَ (তখন) তা ইঙ্গিত করে عَلٰى اَنَّهٗ تَبَعٌ এ কথার উপর যে, তা অনুসারী مُلْصَقٌ بِالْاَصْلِ মূলের সাথে মিলিত فَلَا يَكُوْنُ مَبِيْعًا ফলে তা বিক্রিত বস্তু হবে না فَيَكُوْنُ ثَمَنًا তবে তা মূল্য হবে وَعَلٰى هٰذَا আর এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে بِعْتُ আমি বিক্রয় করলাম مِنْكَ তোমার নিকট هٰذَا الْعَبْدَ এ দাসটি بِكُرٍّ مِنَ الْحِنْطَةِ এক কুর (২৫৬ কেজি) গমের বিনিময়ে وَوَصَفَهَا এবং গমের গুণ বর্ণনা করেছে يَكُوْنُ الْعَبْدُ مَبِيْعًا (এ ক্ষেত্রে) দাম হবে বিক্রিত বস্তু وَالْكُرُّ ثَمَنًا আর কুর হবে মূল্য فَيَجُوْزُ الْاِسْتِبْدَالُ সুতরাং বিনিময় বৈধ بِهٖ -এর দ্বারা قَبْلَ الْقَبْضِ হস্তগত করার পূর্বে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : আভিধানিক দিক দিয়ে با বর্ণটিকে সংযুক্তি করণের অর্থের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কারণেই با মূল্যের উপর ব্যবহৃত হয়। এর ব্যাখ্যা এই যে, বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বস্তু হলো মূল, আর মূল্য শর্ত। এ জন্য (ক্রেতার হস্তগত হওয়ার) পূর্বে ক্রয়কৃত বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। আর মূল্য নষ্ট হলে চুক্তি বাতিল হয় না। এ মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমরা (হানাফীরা) বলি, অনুগামী মূলের সাথে মিলিত হবে এটাই অগ্রগণ্য। মূল বস্তু অনুগামীর সাথে মিলিত হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং বিক্রয় চুক্তিতে با হরফটি বিনিময়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় এ কথাই বুঝাবে যে, এটা মূলের সাথে মিলিত অনুগামী। ফলে, তা বিক্রিত বস্তু না হয়ে মূল্য হবে। এ মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা হানাফীরা বলি, যদি বিক্রেতা বলে, আমি এ গোলামকে এক বস্তা গমের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম এবং গমের গুণ বর্ণনা করে, তখন গোলাম বিক্রিত বস্তু হবে, আর গমের বস্তা হবে মূল্য। কবজা তথা হস্তগত করার পূর্বে গম পরিবর্তন করা বৈধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ حَرْفُ الْبَاءِ الخ -এর আলোচনা :

এখানে الباء সম্পর্কিত কতিপয় আলোচনা করা হয়েছে। با হরফের পূর্ববর্তীকে ملصق به এবং পরবর্তীকে ملصق বলা হয়। এ با পরবর্তী কথাকে পূর্ববর্তীটির সহিত মিলিয়ে দেয়। এটাই با -এর প্রকৃত অর্থ। এ জন্য با বিক্রয় সংক্রান্ত মূলের উপর প্রবিষ্ট হয়।

কেননা, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মূল্য বিক্রিত দ্রব্যের সাথে মিলে যায়। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, বিক্রয় চুক্তিতে মূল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য হয়ে থাকে। কেননা, তার মূল্যমান প্রকৃতিগত এবং সৃষ্টিগত। তবে স্বর্ণ-রৌপ্য প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এদের দ্বারা ক্ষুধা-পিপাসা, গরম-শীত দূরীভূত হয় না। অবশ্য ঐ সমস্ত বস্তু যার দ্বারা ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদি দূর হয় তা সোনা রূপার পরিবর্তে অর্জন করা হয়। সুতরাং ঐগুলো তথা সোনা-রূপা উদ্দেশ্যের অনুগামী, আর ঐ বস্তুগুলোর দ্বারা যে সমস্ত খাদ্য পানীয় ক্রয় করা হয় ঐ সমস্ত প্রকৃত উদ্দেশ্য। অতএব, এ সমস্ত বস্তুকে ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রিত বস্তু (مبيع) এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যকে মূল্য (ثمن) বলা হয়।

وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ كُرًّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَ وَصَفَهَا بِهٰذَا الْعَبْدِ يَكُوْنُ الْعَبْدُ ثَمَنًا وَالْكُرُّ مَبِيْعًا وَيَكُوْنُ الْعَقْدُ سَلَمًا لَايَصِحُّ اِلاَّ مُؤَجَّلًا وَقَالَ عُلَمَائُنَا اِذَا قَالَ لِعَبْدِهٖ اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ بِقُدُوْمِ فُلَانٍ فَاَنْتَ حُرٌّ فَذٰلِكَ عَلَى الْخَبَرِ الصَّادِقِ لِيَكُوْنَ الْخَبَرُ مُلْصَقًا بِالْقُدُوْمِ فَلَوْ اَخْبَرَ كَاذِبًا لَايُعْتَقُ وَلَوْ قَالَ اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ اَنَّ فُلَانًا قَدِمَ فَاَنْتَ حُرٌّ فَذٰلِكَ عَلٰى مُطْلَقِ الْخَبَرِ فَلَوْ اَخْبَرَهٗ كَاذِبًا عُتِقَ -

---

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَلَوْ قَالَ আর যদি কেউ বলে بِعْتُ আমি বিক্রয় করলাম مِنْكَ তোমার কাছে كُرًّا مِّنَ الْحِنْطَةِ এক কুর গম وَوَصَفَهَا এবং গমের গুণও বর্ণনা করে দেয় بِهٰذَا الْعَبْدِ এ দাসের বিনিময়ে يَكُوْنُ الْعَبْدُ (এ ক্ষেত্রে) দাস হবে ثَمَنًا মূল্য وَالْكُرُّ এবং কুর হবে مَبِيْعًا বিক্রিত বস্তু وَيَكُوْنُ الْعَقْدُ আর এ চুক্তিটি হবে سَلَمًا সলম لَايَصِحُّ তা শুদ্ধ হবে না اِلاَّ مُؤَجَّلًا তবে অবশিষ্ট থাকলে (শুদ্ধ হবে) قَالَ عُلَمَائُنَا আমাদের (হানাফী মাযহাবে) আলেমগণ বলেন اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِعَبْدِهٖ স্বীয় দাসকে اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ যদি তুমি আমাকে সংবাদ দাও بِقُدُوْمِ فُلَانٍ অমুকের আগমনের فَاَنْتَ حُرٌّ তবে তুমি আযাদ فَذٰلِكَ তা প্রযোজ্য হবে عَلَى الْخَبَرِ الصَّادِقِ সত্য সংবাদের উপর لِيَكُوْنَ الْخَبَرُ যাতে সংবাদ হয় مُلْصَقًا সম্পৃক্ত بِالْقُدُوْمِ আগমনের সাথে فَلَوْ اَخْبَرَ كَاذِبًا যদি দাস মিথ্যা সংবাদ দেয় لَايُعْتَقُ তবে সে আযাদ হবে না وَلَوْ قَالَ আর যদি সে বলে اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ যদি তুমি আমাকে সংবাদ দাও (যে,) اِنَّ فُلَانًا قَدِمَ নিশ্চয় অমুক এসেছে فَاَنْتَ حُرٌّ তবে তুমি আযাদ فَذٰلِكَ তবে তা প্রযোজ্য হবে عَلٰى مُطْلَقِ الْخَبَرِ সাধারণ খবরের উপর فَلَوْ اَخْبَرَهٗ كَاذِبًا অতঃপর দাস যদি তাকে মিথ্যা খবর দেয় عُتِقَ সে আযাদ হয়ে যাবে।

<u>সরল অনুবাদ :</u> আর যদি বিক্রেতা বলে, আমি এক বস্তা গমের পরিবর্তে এ গোলামকে বিক্রয় করলাম এবং গমের গুণও বর্ণনা করে দেয়, তখন গোলাম মূল্য হবে, আর এক বস্তা গম বিক্রিত বস্তু হবে। আর এই চুক্তি بيع سلم হবে এবং বিক্রিত বস্তু سلم চুক্তিতে অবশিষ্ট থাকবে, নতুবা চুক্তি শুদ্ধ হবে না। আর হানাফী আলিমগণ বলেন, যখন প্রভু তার গোলামকে বলে, যদি অমুক ব্যক্তির আগমন সংবাদ তুমি আমাকে দাও, তবে তুমি আযাদ। এ সংবাদ দ্বারা সত্য সংবাদ বুঝাবে যেন এ সংবাদ ভ্রমণ হতে ফেরত আসার সাথে জড়িত হবে। সুতরাং সংবাদ যদি মিথ্যা হয়, তখন গোলাম আযাদ হবে না। আর যদি প্রভু বলে, তুমি যদি আমাকে এ সংবাদ দাও যে, অমুক ব্যক্তি ভ্রমণ হতে এসেছে, তাহলে তুমি আযাদ। তখন এ সংবাদ প্রদান দ্বারা অনির্দিষ্ট সংবাদ বুঝাবে। সুতরাং প্রভুকে অমুক ব্যক্তি ভ্রমণ হতে আসার ব্যাপারে মিথ্যা সংবাদ প্রদান করলেও গোলাম আযাদ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ يَكُوْنُ الْعَقْدُ سَلَمًا الخ - এর আলোচনা :

এখানে লেখক ক্রয়-বিক্রয়ের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, প্রথমত জানতে হবে যে, বেচাকেনা চার প্রকার: (১) بيع مطلق তথা সাধারণ বেচাকেনা, (২) بيع مقايضة, (৩) بيع صرف, (৪) بيع سلم

১. যে বেচাকেনায় সোনা-রূপা কিংবা নোট বিনিময় দ্রব্য হয় এবং বিক্রয়কৃত বস্তু তদ্রূপ না হয়, তাকে بيع مطلق বলা হয়।

২. যে বেচাকেনার عقد -এর মধ্যে বিনিময় বস্তুদ্বয়ের কোনোটি টাকা বা সোনা রূপা না হয়; বরং উভয়টি মাল জাতীয় হয়; তাকে مقائضه বলে। যেমন— ধানের পরিবর্তে কাপড়, কাপড়ের বিনিময়ে সার ইত্যাদি।

৩. যে বেচাকনার উভয় বিনিময় মুদ্রা অর্থাৎ, সোনা রূপা হয়, যেমন- সোনাকে রূপার বিনিময়ে, সোনাকে সোনার বিনিময়ে বেচাকেনা করা হয়, তাকে بيع صرف বলা হয়।

৪. আর যে বেচাকেনা বস্তুর মূল্য আগে দিয়ে দেওয়া হয় এবং বিক্রয়কৃত বস্তু পরিশোধের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করা হয়, তাকে بيع سلم বলে। بيع سلم -এর মূল্যকে মূলধন এবং مبيع -কে مسلم فيه এবং ক্রেতাকে رب السلم ও বিক্রেতাকে مسلم اليه বলে।

بَيْعِ سَلَمْ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি :

قَوْلُهُ لَايَصِحُّ اِلَّا مُؤَجَّلًا الخ : سلم রূপে কৃত বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য ৮টি শর্ত—

১. বিক্রয়ের বস্তুর গুণ বর্ণনা করে দেওয়া অর্থাৎ, যেমন ধান মোটা হবে কি চিকন, শুকনা হবে কি কাঁচা, ইরি কি বোরো ইত্যাদি।

২. বিক্রয়কৃত বস্তুর জাতীয়তা বর্ণনা করে দেওয়া অর্থাৎ, তা কি ধান না গম।

৩. বিক্রয়কৃত বস্তুর শ্রেণী বর্ণনা করে দেওয়া অর্থাৎ, তা কি মৌসুমী না অন্য কি।

৪. বিক্রয়কৃত বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া অর্থাৎ, কত আড়ি বা মণ এবং কোন ধরনের আড়ি বা কোন ধরনের মাপ; কেজি না সের।

৫. বিক্রয়কৃত বস্তুর সময় নির্ধারণ করা অর্থাৎ, তা কোন সময় আদায় করা হবে। এ সময় কমপক্ষে এক মাস হতে হবে।

৬. মূল্য নির্ধারণ করা।

৭. বেচাকেনার মজলিসে মূল্য পরিশোধ করা।

৮. সে স্থান নির্ধারণ করা, যে স্থানে বিক্রয়কৃত বস্তু আদায় করবে।

অপর একটি উদাহরণের ব্যাখ্যা :

قَوْلُهُ عَلٰى مُطْلَقِ الْخَبَرِ الخ : আর যদি মনিব باء বর্ণটি প্রবিষ্ট না করে বলে— اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ اَنَّ فُلَانًا قَدِمَ فَاَنْتَ حر তবে যদি গোলাম সে ব্যক্তির আগমনের মিথ্যা খবরও দিয়ে দেয়, তবুও আযাদ হয়ে যাবে। কেননা, এ অবস্থায় মনিব গোলামের আযাদীকে এমন খবরের সাথে শর্তযুক্ত করেনি যা অমুক ব্যক্তি আগমনের সাথে মিলিত; বরং আযাদীকে সাধারণত সংবাদের সাথে নিবন্ধিত করেছে। আর মিথ্যা খবরও সাধারণ খবরের একক। তাই মিথ্যা খবর দিলেও গোলাম আযাদ হয়ে যাবার শর্ত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অতএব, গোলাম আযাদও হয়ে যাবে।

باء বর্ণ প্রবিষ্ট করা বা না করার বিধানের পার্থক্য :

قَوْلُهُ اِذَاقَالَ لِعَبْدَانِ اَخْبَرْتَنِىْ بِقُدُوْمِ الخ : মনিব যদি باء বর্ণ প্রবিষ্ট করে বলে— اِنْ اَخْبَرْتَنِىْ بِقُدُوْمِ فُلَانٍ فَاَنْتَ حُرٌّ তবে গোলাম আযাদ হওয়া সত্য খবর প্রদানের উপর নির্ভরশীল হবে। কেননা, মিথ্যা খবর প্রদানের অবস্থায় তার খবর প্রদান অমুকের আগমনের সাথে যুক্ত হবে না। অথবা মনিব তো গোলাম আযাদ হওয়াকে ঐ খবরের সাথে শর্তযুক্ত করেছিল, যা অমুক ব্যক্তি আগমনের সাথে সংযুক্ত।

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ اِلَّا بِاِذْنِىْ فَاَنْتِ كَذَا تَحْتَاجُ اِلَى الْاِذْنِ كُلَّ مَرَّةٍ اِذِ الْمُسْتَثْنٰى خُرُوْجٌ مُلْصَقٌ بِالْاِذْنِ فَلَوْ خَرَجَتْ فِى الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ بِدُوْنِ الْاِذْنِ طُلِّقَتْ وَلَوْ قَالَ اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ فَذٰلِكَ عَلَى الْاِذْنِ مَرَّةً حَتّٰى لَوْ خَرَجَتْ مَرَّةً اُخْرٰى بِدُوْنِ الْاِذْنِ لَا تُطَلَّقُ وَفِى الزِّيَادَاتِ اِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ بِاِرَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ بِحُكْمِهِ لَمْ تُطَلَّقْ ـ

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَوْ قَالَ আর যদি কেউ বলে لِامْرَأَتِهِ স্বীয় স্ত্রীকে اِنْ خَرَجْتِ যদি তুমি বের হও مِنَ الدَّارِ ঘর থেকে اِلَّا بِاِذْنِىْ আমার অনুমতি ছাড়া فَاَنْتِ كَذَا তবে তুমি এরূপ تحتاج (তবে) সে মুখাপেক্ষী اِلَى الْاِذْنِ অনুমতির দিকে كُلَّ مَرَّةٍ প্রত্যেকবার اِذِ الْمُسْتَثْنٰى কেননা মুসতাসনা خُرُوْجٌ এরূপ বের হওয়া مُلْصَقٌ بِالْاِذْنِ অনুমতির সাথে সম্পৃক্ত فَلَوْ خَرَجَتْ অতঃপর যদি বের হয় فِى الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ দ্বিতীয়বার بِدُوْنِ الْاِذْنِ অনুমতি ছাড়া طُلِّقَتْ সে তালাকপ্রাপ্তা হবে وَلَوْ قَالَ আর যদি সে বলে اِنْ خَرَجْتِ যদি তুমি বের হও مِنَ الدَّارِ ঘর থেকে اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ তবে আমি অনুমতি দিলে فَذٰلِكَ عَلَى الْاِذْنِ مَرَّةً তখন তা একবার অনুমতির উপর নির্ভর করবে حَتّٰى এমনকি لَوْ خَرَجَتْ যদি বের হয় مَرَّةً اُخْرٰى দ্বিতীয়বার بِدُوْنِ الْاِذْنِ অনুমতি ছাড়া لَا تُطَلَّقُ তালাক পতিত হবে না فِى الزِّيَادَاتِ যিয়াদাত নামক গ্রন্থে রয়েছে اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে اَنْتِ طَالِقٌ তুমি তালাক بِمَشِيَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় اَوْ بِاِرَادَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى অথবা আল্লাহ তা'আলার বাসনায় اوبحكمه অথবা তার হুকুমে لَمْ تُطَلَّقْ তালাক পতিত হবে না।

সরল অনুবাদ : যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বলে— اِنْ خَرَجْتِ الدَّارَ اِلَّا بِاِذْنِىْ فَاَنْتِ كَذَا (যদি তুমি ঘর হতে বের হও আমার অনুমতি ছাড়া, তখন তুমি তালাক।) তখন স্ত্রী প্রত্যেকবার ঘর হতে বের হওয়ার সময় স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। কেননা, অনুমতিসহ বের হওয়া তালাকের ব্যতিক্রম পর্যায়ে পড়ল। সুতরাং স্ত্রী যদি দ্বিতীয়বারও স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাহির যায়, তাহলেও তালাকপ্রাপ্তা হবে। আর যদি স্বামী বলে— اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ (যদি তুমি ঘর হতে বের হও কিন্তু আমি অনুমতি দিলে, তখন তুমি তালাক।) তখন এ তালাক একবার অনুমতির উপর নির্ভর করবে। যদি অনুমতি ব্যতীত দ্বিতীয়বার ঘর হতে বাহির হয়, তাহলেও তালাক হবে না। যিয়াদাত নামক গ্রন্থে আছে, স্বামী যখন তার স্ত্রীকে বলে— اَنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيَّةِ اللّٰهِ اَوْ بِاِرَادَةِ اللّٰهِ اَوْ بِحُكْمِهِ (আল্লাহ চাইলে তুমি তালাক, অথবা আল্লাহর ইচ্ছায়, অথবা আল্লাহর হুকুমে তালাক।) তখন তালাক হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্বামীর উক্তি— اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ اِلَّا بِاِذْنِىْ فَاَنْتِ كَذَا ও اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ فَاَنْتِ كَذَا **-এর মধ্যে পার্থক্য :**

লোকটির কথা— اِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ اِلَّا بِاِذْنِىْ -এর মধ্যে মুসতাছনা মুফাররাগ, যার মুসতাছনা মিনহু عام এবং উহ্য। বাক্যটি হবে এই— لَا تَخْرُجْ مِنَ الدَّارِ خُرُوْجًا مُلْصَقًا بِاِذْنِىْ এটা দ্বারা বুঝা গেল যে, ঐ স্ত্রীর তালাক বের হওয়ার সাথে জড়িত এবং যে বের হওয়া অনুমতির সাথে সংযুক্ত। সুতরাং স্ত্রী প্রত্যেকবার বাহির হবার জন্য অনুমতির প্রয়োজন। যদি স্ত্রীর পক্ষ হতে এরূপ বহির্গমন পাওয়া যায়, যা অনুমতির সাথে জড়িত নয়, তখন তালাক কার্যকর হবে।

কিন্তু যদি পুরুষ বলে— اِنْ خَرَجْتِ الدَّارَ اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ তাহলে প্রথমবার ঘর হতে বের হলে অনুমতির প্রয়োজন হবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বের হতে অনুমতির প্রয়োজন হবে না। এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার বিনা অনুমতিতে বেরে হলেও তালাক সঙ্ঘটিত হবে না। কেননা, বক্তা তার বক্তব্যে باء (বা) ব্যবহার করেনি, অতএব প্রত্যকবার ঘর হতে বাহিরে যেতে অনুমতির প্রয়োজন বুঝা যায়নি; বরং সাধারণভাবে বের হওয়ার জন্য অনুমতির শর্ত বুঝা গেছে। আর প্রথমবার বের হওয়াতে অনুমতি পাওয়া গেছে, যার সাথে তালাক শর্তযুক্ত ছিল। অতএব, তালাক পরে আর সঙ্ঘটিত হবে না।

فَصْلٌ فِيْ وُجُوْهِ الْبَيَانِ : اَلْبَيَانُ عَلٰى سَبْعَةِ اَنْوَاعٍ : بَيَانُ تَقْرِيْرٍ وَبَيَانُ تَفْسِيْرٍ وَبَيَانُ تَغْيِيْرٍ وَبَيَانُ ضَرُوْرَةٍ وَبَيَانُ حَالٍ وَبَيَانُ عَطْفٍ وَبَيَانُ تَبْدِيْلٍ اَمَّا الْاَوَّلُ : فَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ مَعْنَى اللَّفْظِ ظَاهِرًا لٰكِنَّهُ يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ فَبَيَّنَ الْمُرَادُ بِمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَيَتَقَرَّرُ حُكْمُ الظَّاهِرِ بِبَيَانِهِ وَمِثَالُهُ اِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَىَّ قَفِيْزُ حِنْطَةٍ بِقَفِيْزِ الْبَلَدِ اَوْ اَلْفٌ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَاِنَّهُ يَكُوْنُ بَيَانُ تَقْرِيْرٍ لِاَنَّ الْمُطْلَقَ كَانَ مَحْمُوْلًا عَلٰى قَفِيْزِ الْبَلَدِ وَنَقْدِهِ مَعَ اِحْتِمَالِ اِرَادَةِ الْغَيْرِ فَاِذَا بَيَّنَ ذٰلِكَ فَقَدْ قَرَّرَهُ بِبَيَانِهِ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عِنْدِىْ اَلْفٌ وَدِيْعَةٌ فَاِنَّ كَلِمَةَ عِنْدِىْ كَانَتْ بِاِطْلَاقِهَا تُفِيْدُ الْاَمَانَةَ مَعَ اِحْتِمَالِ اِرَادَةِ الْغَيْرِ فَاِذَا قَالَ وَدِيْعَةٌ فَقَدْ قَرَّرَ حُكْمَ الظَّاهِرِ بِبَيَانِهِ -

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْبَيَانُ বর্ণনা عَلٰى سَبْعَةِ اَنْوَاعٍ সাত প্রকার: ১. بَيَانُ تَقْرِيْرٍ স্থিতিকরণমূলক বর্ণনা, ২. بَيَانُ تَفْسِيْرٍ ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা ৩. بَيَانُ تَغْيِيْرٍ পরিবর্তনমূলক বর্ণনা ৪. بَيَانُ ضَرُوْرَةٍ প্রয়োজনীয় বর্ণনা ৫. بَيَانُ حَالٍ নির্বাক বর্ণনা ৬. بَيَانُ عَطْفٍ সংযোজনমূলক বর্ণনা ৭. بَيَانُ تَبْدِيْلٍ পরিবর্তনমূলক বর্ণনা اَمَّا الْاَوَّلُ বস্তুতঃ প্রথম প্রকারটি فَهُوَ তা হলো اَنْ يَكُوْنَ مَعْنَى اللَّفْظِ শব্দের অর্থ হওয়া ظَاهِرًا প্রকাশ্য لٰكِنَّهُ কিন্তু তা يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ অন্যের সম্ভাবনা রাখে فَبَيَّنَ الْمُرَادُ অতঃপর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে بِمَا هُوَ الظَّاهِرُ যা প্রকাশ্য فَيَتَقَرَّرُ অতএব, স্থিরকৃত হবে حُكْمُ الظَّاهِرِ প্রকাশ্যের বিধান بِبَيَانِهِ তার বর্ণনার দ্বারা وَمِثَالُهُ আর তার উদাহরণ اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِفُلَانٍ অমুকের জন্য রয়েছে عَلَىَّ আমার উপর قَفِيْزُ حِنْطَةٍ এক কাফিয গম بِقَفِيْزِ الْبَلَدِ শহরের কাফিযে اَوْ অথবা اَلْفٌ এক হাজার মুদ্রা مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ শহরের মুদ্রায় فَاِنَّهُ يَكُوْنُ সুতরাং তা (মহরের কাফিয বা শহরের মুদ্রা) হল بَيَانُ تَقْرِيْرٍ স্থিতিকরণমূলক বর্ণনা لِاَنَّ কেননা الْمُطْلَقَ অনির্দিষ্ট كَانَ مَحْمُوْلًا প্রয়োগ হয় عَلٰى قَفِيْزِ الْبَلَدِ শহরের কাফিযের উপর وَنَقْدِهِ শহরের মুদ্রা مَعَ اِحْتِمَالِ اِرَادَةِ الْغَيْرِ অন্যের উদ্দেশ্যের সম্ভাবনার সাথে فَاِذَا بَيَّنَ ذٰلِكَ অতঃপর যখন তা বর্ণনা করেছে فَقَدْ قَرَّرَهُ তাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে بِبَيَانِهِ তার বর্ণনার দ্বারা وَكَذٰلِكَ তদ্রূপ لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে لِفُلَانٍ অমুকের জন্য রয়েছে عِنْدِىْ আমার নিকট اَلْفٌ এক হাজার মুদ্রা وَدِيْعَةٌ আমানত স্বরূপ فَاِنَّ كَلِمَةَ عِنْدِىْ কেননা عِنْدِىْ শব্দটি كَانَتْ بِاِطْلَاقِهَا সাধারণ অর্থ অনুসারে تُفِيْدُ الْاَمَانَةَ আমানতের ফায়দা দান করে مَعَ اِحْتِمَالِ اِرَادَةِ الْغَيْرِ অন্য কিছুর অবকাশ থাকা সত্ত্বেও فَاِذَا قَالَ অতঃপর যখন বলেছে وَدِيْعَةٌ আমানত স্বরূপ فَقَدْ قَرَّرَ ফলে নির্দিষ্ট করেছে حُكْمَ الظَّاهِرِ প্রকাশ্য অর্থের হুকুমকে بِبَيَانِهِ তার বর্ণনা দ্বারা।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : বয়ানের পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে। বয়ান বা বর্ণনা সাত প্রকার: (১) بيان تقرير (স্থিতি করণমূলক বর্ণনা), (২) بيان تفسير (ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা), (৩) بيان تغيير (পরিবর্তনমূলক বর্ণনা!), (৪) بيان ضرورة (প্রয়োজনীয় বর্ণনা), (৫) بيان حال (নির্বাক বর্ণনা, (৬) بيان عطف (সংযোজনমূলক বর্ণনা) (৭) بيان تبديل (রহিত করণমূলক বর্ণনা)।

যাই হোক, প্রথমটি অর্থাৎ, بيان تقرير বা স্থিতিকরণমূলক বর্ণনা বলা হয় শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া; কিন্তু শব্দ তার বিপরীতার্থের অবকাশ রাখা। সুতরাং প্রবক্তা বর্ণনা করে দেবে যে, আমার উদ্দেশ্যে বাহ্যিক অর্থ। অতএব, তার বর্ণনার সাথে প্রকাশ্য অর্থই স্থিরকৃত হয়ে যাবে। এর উদাহরণ বক্তার উক্তি যখন বলল যে, আমার উপর অমুক শহরের পালির এক পালি গম আছে, কিংবা শহরের প্রচলিত মুদ্রা এক হাজার মুদ্রা (ঋণ আছে)। এতে শহরের প্রচলিত মুদ্রা কিংবা শহব প্রচলিত পালি স্পষ্ট করে দেওয়া হলো বয়ানে তাকরীর। কেননা, সাধারণত পালি শহরের প্রচলিত পালির উপর অনুদ্দেশ্যের অবকাশ সহকারে প্রযোজ্য ছিল। সুতরাং যখন তা বর্ণনা করে দেওয়া হলো, তখন নিজের বর্ণনা দ্বারা তা প্রমাণ করে দিল। আর যদি এমনিভাবে প্রবক্তা বলে, আমানত ভিত্তিতে আমার উপর অমুকের হাজার (টাকা) আছে। কেননা, عندى শব্দটি তার সাধারণ অর্থ অনুসারে আমানত ব্যতীত অন্য কিছুর অবকাশ থাকা [illegible] সুতরাং যখন প্রবক্তা وديعة শব্দের ব্যবহার

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বয়ানের আলোচনা উপস্থাপনার উদ্দেশ্য ঃ

قَوْلُهٗ فَصْلٌ فِىْ وُجُوْهِ الْبَيَانِ الخ : বর্ণনার পদ্ধতি সমূহের সম্পর্ক কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ের সাথে। যেমনিভাবে عام ও خاص -এর সম্পর্ক উভয়ের সাথে রয়েছে। অতএব, عام ও خاص-এর মতো বর্ণনার পদ্ধতিসমূহের আলোচনাও গ্রন্থকার কুরআনের অর্থাৎ কিতাবুল্লাহর আলোচনায় উপস্থাপন করলেন।

بَيَانُ تَقْرِيْر -এর আলোচনা :

بَيَانُ تَقْرِيْر -এর অর্থ বক্তা স্বীয় বাক্যের ঐ অর্থই প্রকাশ করতে চান, যার অর্থ বাহ্যতই স্পষ্ট; তবে স্পষ্ট অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থের সম্ভাবনাও বাক্যের মধ্যে থাকে। সুতরাং বক্তা যদি বলে, আমার নিকট অমুকের এক পাল্লা গম আছে, অথবা অমুক ব্যক্তি আমার নিকট এক হাজার টাকা পাবে; তখন এই পাল্লা দ্বারা শহরের নির্দিষ্ট পাল্লা আর টাকা দ্বারা শহরের প্রচলিত টাকা বুঝতে হবে। কিন্তু শহরের পাল্লা ও টাকা ব্যতীত অন্য অর্থ গ্রহণ করাও সম্ভাবনা ছিল। অতএব, বক্তা نقد البلد অথবা بقفيز البلد বলে তার অর্থকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

لِفُلَانٍ عِنْدِىْ اَلْفٌ وَدِيْعَةٌ -এর ব্যাখ্যা :

قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ لَوْقَالَ الخ : গ্রন্থকার بيان تقرير -এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, বক্তা যদি বলে— لفلان عندى الف وديعة (আমার নিকট অমুকের এক হাজার টাকা আছে।) তবে তার প্রকাশ্য অর্থ হবে যে, এক হাজার টাকা তার নিকট আমানত হিসেবে আছে। কেননা, عند শব্দটি প্রকাশ্যত আমানতের অর্থ প্রকাশক। তবে আমানত ছাড়া অন্য অর্থেরও সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও উক্ত সম্ভাবনা ক্ষীণ। সুতরাং বক্তা وديعة শব্দটি যোগ করে দিয়েছে যে, عند দ্বারা আমার উদ্দেশ্য প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ, অপ্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং বক্তার وديعة শব্দই بيان تقرير -

---

فَصْلٌ وَاَمَّا بَيَانُ التَّفْسِيْرِ فَهُوَ مَا اِذَا كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ مَكْشُوْفِ الْمُرَادِ فَكَشَفَهٗ بِبَيَانِهٖ مِثَالُهٗ اِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَىَّ شَىْءٌ ثُمَّ فَسَّرَ الشَّىْءَ بِثَوْبٍ اَوْ قَالَ عَلَىَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَنَيْفٌ ثُمَّ فَسَّرَ النَّيْفَ اَوْ قَالَ عَلَىَّ دَرَاهِمُ وَفَسَّرَهَا بِعَشَرَةٍ مَثَلًا وَحُكْمُ هٰذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الْبَيَانِ اَنْ يَّصِحَّ مَوْصُوْلًا اَوْ مَفْصُوْلًا -

فَصْلٌ وَاَمَّا بَيَانُ التَّغْيِيْرِ فَهُوَ اَنْ يَّتَغَيَّرَ بِبَيَانِهٖ مَعْنٰى كَلَامِهٖ وَنَظِيْرُهُ التَّعْلِيْقُ وَالْاِسْتِثْنَاءُ وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِى الْفَصْلَيْنِ فَقَالَ اَصْحَابُنَا الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ سَبَبٌ عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ لَاقَبْلَهٗ وَ قَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) اَلتَّعْلِيْقُ سَبَبٌ فِى الْحَالِ اِلَّا اَنَّ عَدَمَ الشَّرْطِ مَانِعٌ فِىْ حُكْمِهٖ .

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَاَمَّا بَيَانُ التَّفْسِيْرِ বস্তুতঃ বয়ানে তাফসীর (ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা) فَهُوَ তাকে বলা হয় اِذَا كَانَ اللَّفْظُ مَا যখন শব্দ হয় غَيْرَ مَكْشُوْفِ الْمُرَادِ অস্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন فَكَشَفَ তখন সে স্পষ্ট করে بِبَيَانِهٖ বা তার বর্ণনা দ্বারা مِثَالُهٗ তার উদাহরণ اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِفُلَانٍ অমুকের জন্য عَلَىَّ كُلّ আমার উপর রয়েছে شَىْءٌ একটি জিনিস ثُمَّ فَسَّرَ অতঃপর ব্যাখ্যা করেছে الشَّىْءَ জিনিসের بِثَوْبٍ কাপড় দ্বারা اَوْقَالَ অথবা কেউ বলেছে عَلَىَّ আমার উপর রয়েছে عَشَرَةُ دَرَاهِمَ দশ দিরহাম وَنَيْفٌ এবং আরো কিছু ثُمَّ فَسَّرَ النَّيْفَ অতঃপর نيف -এর ব্যাখ্যা দিয়েছে اَوْقَالَ অথবা কেউ বলল عَلَىَّ আমার উপর রয়েছে دَرَاهِمُ কতগুলো দিরহাম وَفَسَّرَهَا এবং সে তার ব্যাখ্যা করেছে بِعَشَرَةٍ দশ দ্বারা مَثَلًا উদাহরণ স্বরূপ وَحُكْمُ هٰذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الْبَيَانِ এ দুপ্রকার বর্ণনার হুকুম হলো اَنْ يَّصِحَّ তা শুদ্ধ হওয়া

فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَاَمَّا بَيَانُ التَّغْيِيْرِ বস্তুতঃ বয়ানে তাগয়ীর বা পরিবর্তনমূলক বর্ণনা فَهُوَ তা হলো اَنْ يَتَغَيَّرَ বক্তার পরিবর্তন করা بِبَيَانِهِ স্বীয় বর্ণনা দ্বারা مَعْنَى كَلَامِهِ তার বাক্যের (বক্তব্যের) অর্থ وَنَظِيْرُهُ আর তার উদাহরণ হলো اَلتَّعْلِيْقُ শর্ত যুক্ত করা وَالْاِسْتِثْنَاءُ এবং পৃথক করা وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ এবং ফিক্‌হবিদগণ মতানৈক্য করেছেন فِيْ الْفَصْلَيْنِ উভয়ের মধ্যে فَقَالَ اَصْحَابُنَا অতঃপর আমাদের (হানাফী) মাযহাবের মনীষীগণ বলেন اَلْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ শর্তের সাথে সংযুক্ত বিষয় سَبَبٌ কারণ হয় عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় لَا قَبْلَهُ -এরপূর্বে নয় وَقَالَ الشَّافِعِىْ رح আর ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন اَلتَّعْلِيْقُ শর্ত যুক্ত করা سَبَبٌ কারণ হয় فِى الْحَالِ তাৎক্ষণিকভাবে اِلَّا তবে اِنَّ عَدَمَ الشَّرْطِ নিশ্চয় শর্ত না পাওয়া مَانِعٌ প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী فِيْ حُكْمِهِ তার হুকুমে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : بَيَانُ تَفْسِيْرٍ (ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা) হলো, যা দ্বারা বক্তা শব্দের অর্থ স্পষ্ট নয় বলে নিজের বর্ণনার মধ্যমে তার মর্মার্থ স্পষ্ট করে দেয়। যেমন– لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْئٌ (আমার নিকট অমুকের একটি বস্তু রয়েছে।) অতঃপর তার ব্যাখ্যা করে বলল– ثوب (কাপড়)। অথবা বলল, অমুক ব্যক্তি আমার নিকট দশ টাকার কিছু বেশি টাকা পাবে এবং কিছুর ব্যাখ্যা দিয়ে দিল। অথবা বলল, অমুকে আমার নিকট কিছু টাকা পাবে; অতঃপর কিছুর ব্যাখ্যা দিয়ে বলল, দশ টাকা।

আর এ দুই প্রকার বর্ণনার বিধান হলো, মূল উক্তির সাথে একসাথে বলুক বা আলাদাভাবে বলুক তা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য।

পরিচ্ছেদ : بَيَانُ تَغْيِيْرٍ (পরিবর্তনমূলক বর্ণনা) তাকে বলা হয়, যাতে বক্তা স্বীয় বাক্যের অর্থ নিজের বর্ণনা দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। তার উদাহরণ হলো—শর্তযুক্তকরণ ও ব্যতিক্রমকরণ। আর এ শর্তযুক্তকরণ ও ব্যতিক্রমকরণের মধ্যে ফকীহদের মতানৈক্য রয়েছে। হানাফীগণ বলেন, যা শর্ত সাপেক্ষ তা শর্ত পাওয়া গেলেই কারণে পরিণত হয়— পূর্বে নয়। ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, যা শর্তসাপেক্ষ তা সঙ্গে সঙ্গেই কারণে পরিণত হয়। তবে শর্ত না পাওয়া হুকুমটি বাস্তবে পরিণত হওয়ার অন্তরায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بيان تفسير -এর ব্যাখ্যা ও উদাহরণ :

قَوْلُهُ وَاَمَّا بَيَانُ التَّفْسِيْرِ الخ : বাক্যে ব্যবহৃত কোনো অস্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক শব্দকে নিজ বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়াকে بيان تفسير বলা হয়। যেমন, কেউ বলল— لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْئٌ (আমার নিকট অমুকের একটি বস্তু রয়েছে।) এখানে বস্তুটি কি তা স্পষ্ট ছিল না। অতঃপর তার ব্যাখ্যা করে দিয়ে বলল যে, شئ দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো ثوب (কাপড়) বা عَشَرَةُ دَرَاهِمَ (দশ দিরহাম) সুতরাং ثوب ও عَشَرَةُ دَرَاهِمَ হলো বয়ানে তাফসীর।

نيف শব্দের বিশ্লেষণ :

قَوْلُهُ وَنَيِّفٌ الخ : نيف শব্দটি তাশ্‌দীদ যোগে (نيّف) এবং তাশ্‌দীদবিহীন (نيف) উভয় ভাবেই পড়া যায়। তা দ্বারা এক হতে তিন পর্যন্ত যে-কোনো সংখ্যা বুঝানো হয়। যেমন, বলা হয়— عشرة ونيف এবং الف ونيف। সুতরাং বক্তা যদি عشرة ونيف ইত্যাদি বলে نيف -এর ব্যখ্যা করে দেয়, তবে তা বয়ানে তাফসীর হবে।

بيان تغيير -এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ :

قَوْلُهُ وَاَمَّا بَيَانُ التَّغْيِيْرِ الخ : বয়ানে তাগয়ীর ঐ বয়ানকে বলা হয়, যা দ্বারা বক্তা নিজেই উক্তির ঐ অর্থকে পরিবর্তন করে দেওয়া যা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়। যেমন– عام -কে خاص করা مطلق -কে مقيد করা। আর এ بيان যেহেতু বাক্যের প্রকৃত অর্থকে পরিবর্তন করে দেয়, তাই তাকে بيان تغيير (পরিবর্তনমূলক বর্ণনা) বলা হয়।

بَيَانُ تَغْيِيْرٍ ও بَيَانُ تَفْسِيْرٍ -এর সম্পর্ক :

بيان تغيير ও بيان تفسير উভয়টিই তার পূর্ববর্তী শব্দের সাথে যুক্তভাবে ও পৃথকভাবে উভয় অবস্থায় ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ, বক্তা স্বীয় উক্তির সাথে এ দুই ধরনের বর্ণনা দিতে পারে অথবা স্বীয় উক্তির পরে কিছুক্ষণ বিলম্ব করেও বর্ণনা দিতে পারে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন— اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (কুরআনকে সন্নিবেশিত করা এবং তা পড়িয়ে দেওয়া অতঃপর উহা বর্ণনা করে দেওয়া আমারই দায়িত্ব।)

আয়াতটিতে إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ বলে ثُمَّ বর্ণ প্রয়োগে إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ উল্লেখ করেছেন। আর ثم ব্যবহৃত হয় বিলম্বের অর্থ দানের জন্য। অতএব, বুঝা গেল যে, بيان সাথে সাথে না হয়ে পৃথকভাবেও হতে পারে। ইহা হানাফী, শাফিয়ী ও মালিকীদের অভিমত। তবে পরবর্তী যুগের ফকীহগণ এবং হাম্বলীদের মতে ঐ بيان গ্রহণযোগ্য নয়, যা যুক্ত নয়।

بَيَانُ تَغْيِيْر -এর প্রকারভেদ :

بيان تغيير দুই প্রাকর: (১) التعليق (শর্তযুক্তকরণ) ও (২) الاستثناء (পৃথকীকরণ)। যেমন– কোনো ব্যক্তি তার দাসকে বলল– انت حر (তুমি আযাদ) বাক্যটির প্রকাশ্য অর্থ হলো, তাৎক্ষণিকভাবেই দাসটি আযাদ হয়ে যাওয়া। অতঃপর বক্তা যখন স্বীয় উক্তির সাথে إِنْ ضَرَبْتَ زَيْدًا (যদি তুমি যায়েদকে প্রহার কর) যোগ করল, তখন বুঝা গেল যে, দাসটিকে শর্তহীনভাবে আযাদ করে দেওয়া বক্তার উদ্দেশ্য নয়; বরং যায়েদকে প্রহারের শর্তে আযাদ করা উদ্দেশ্য। সুতরাং انت حر উক্তি দাসটির শর্তহীনভাবে যে আযাদ হওয়ার কথা বুঝা গিয়েছিল, বক্তা তাকে ان ضربت زيدا উক্তি দ্বারা শর্তের সাথে যুক্ত করেছে।

অনুরূপভাবে لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ উক্তির পর الا مائة বলা। على الف বলার সাথে সাথে বুঝা গিয়েছিল যে, বক্তার উপর এক হাজার ওয়াজিব। কিন্তু পরক্ষণেই الا مائة বলায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, পূর্ণ এক হাজার ওয়াজিব নয়; বরং নয় শত। আর এ استثناء হলো بيان تغيير -

তবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, যে বাক্যকে শর্তের সাথে যুক্ত করা হয় তার ভাব কখন কারণে পরিণত হয়?

হানাফীগণ বলেন, যা শর্তযুক্ত তাতে শর্ত পাওয়া গেলেই কারণে পরিণত হয়, পূর্বে নয়। ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, শর্ত পাওয়া যাওয়ার পূর্বেই তা কারণে পরিণত হয়। তবে শর্ত পাওয়ার পূর্বে হুকুম কার্যকর হবে না। যেমন, কেউ তার স্ত্রীকে বলল– أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ এখানে أَنْتِ طَالِقٌ বাক্যটি শর্তের সাথে জড়িত। শর্ত হলো– إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ -এখন হানাফীদের মতে أَنْتِ طَالِقٌ বাক্যটি তালাকের কারণ হবে তখন, যখন ঘরে প্রবিষ্ট হওয়া পাওয়া যাবে। ইহার পূর্বে নয়। আর ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, ঘরে প্রবিষ্ট হওয়া পাওয়া যাওয়ার পূর্বেই তা তালাকের কারণ। তবে শর্ত না পাওয়া যাওয়ার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে তালাক কার্যকর হবে না।

وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيْمَا إِذَا قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ قَالَ لِعَبْدِ الْغَيْرِ إِنْ مَلَكْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ يَكُوْنُ التَّعْلِيْقُ بَاطِلًا عِنْدَهُ لِأَنَّ حُكْمَ التَّعْلِيْقِ اِنْعِقَادُ صَدْرِ الْكَلَامِ عِلَّةً وَالطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ هٰهُنَا لَمْ يَنْعَقِدْ عِلَّةً لِعَدَمِ إِضَافَتِهِ إِلَى الْمَحَلِّ فَبَطَلَ حُكْمُ التَّعْلِيْقِ فَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيْقُ وَعِنْدَنَا كَانَ التَّعْلِيْقُ صَحِيْحًا حَتّٰى لَوْ تَزَوَّجَهَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ كَلَامَهُ إِنَّمَا يَنْعَقِدُ عِلَّةً عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ وَ الْمِلْكُ ثَابِتٌ عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ فَيَصِحُّ التَّعْلِيْقُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ মতানৈক্যের ফায়দা تَظْهَرُ প্রকাশ পাবে فِيْمَا ঐ অবস্থায় إِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِأَجْنَبِيَّةٍ কোনো অপরিচিত মহিলাকে إِنْ تَزَوَّجْتُكِ যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি فَأَنْتِ طَالِقٌ তবে তুমি তালাক أَوْقَالَ অথবা কেউ বলল لِعَبْدِ لِغَيْرِ অন্যের দাসকে إِنْ مَلَكْتُكَ যদি আমি তোমার মালিক হই فَأَنْتَ حُرٌّ তবে তুমি আযাদ يَكُوْنُ التَّعْلِيْقُ بَاطِلًا (এরূপ ক্ষেত্রে) শর্ত বাতিল হবে عِنْدَهُ ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে لِأَنَّ حُكْمَ التَّعْلِيْقِ কেননা শর্তের নিয়ম হল اِنْعِقَادُ صَدْرِ الْكَلَامِ বাক্যের শীর্ষাংশ সংগঠিত হওয়া عِلَّةً ইল্লতরূপে وَالطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ هٰهُنَا আর এখানে তালাক ও আযাদ হওয়া لَمْ يَنْعَقِدْ عِلَّةً ইল্লতরূপে সংগঠিত হয় নাই لِعَدَمِ إِضَافَتِهِ তার সম্বন্ধ না হওয়ার কারণে إِلَى الْمَحَلِّ মহলের দিকে فَبَطَلَ অতঃপর বাতিল হয়ে যাবে

وَعِنْدَنَا আর حُكْمُ التَّعْلِيْقِ শর্তযুক্তের হুকুম فَلَا يَصِحُّ অতঃপর শুদ্ধ হবে না حُكْمُ التَّعْلِيْقِ শর্তযুক্তের বিধান আমাদের মতে كَانَ التَّعْلِيْقُ صَحِيْحًا শর্তযুক্ত করা শুদ্ধ হবে حَتّٰى لَوْ تَزَوَّجَهَا এমনকি যদি সে তাকে বিবাহ করে يَقَعُ الطَّلَاقُ তালাক পতিত হবে لِاَنَّ كَلَامَهُ কেননা তার উক্তি اِنَّمَا يَنْعَقِدُ عِلَّةً ইল্লত হিসেবে পরিণত হবে عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় وَالْمِلْكُ এবং মালিকানা ثَابِتٌ সাব্যস্ত হবে عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় فَيَصِحُّ التَّعْلِيْقُ অতঃপর শর্তারোপ করা শুদ্ধ হবে।

সরল অনুবাদ : উল্লিখিত মতানৈক্যের ভাব প্রকাশ হবে ঐ অবস্থায় যখন বক্তা কোনো অপরিচিতা নারীকে বলে, "আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তখন তুমি তালাক"; অথবা বক্তা অন্যের দাসকে যদি বলে, "যদি আমি তোমার মালিক হই, তখন তুমি আযাদ" এ শর্তকরণ ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর নিকট বাতিল। কেননা, শর্তকরণের নিয়ম হলো, বাক্যের প্রথম অংশ কারণ হবে। আর এখানে তালাক ও ইতাক যথার্থ ক্ষেত্রের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত না হওয়াতে কারণ হয়নি। কাজেই শর্তযুক্তকরণের হুমুক বাতিল বিধায় শর্তকরণ বৈধ হবে না। আমাদের (হানাফীদের) নিকট শর্তযুক্তকরণ নীতিটি বৈধ। এমন কি সে যদি অপরিচিতাকে বিবাহ করে, তাহলে তালাক কার্যকর হবে। কেননা, তার উক্তি শর্ত পাওয়ার সময় তালাক কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে কারণে পরিণত হয়। আর শর্ত পাওয়ার সময় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব, শর্তকরণ শুদ্ধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ এবং اِنْ مَلَكْتُكَ فَاَنْتَ حُرٌّ-এর হুকুম :

قَوْلُهُ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ الخ : অপরিচিতা তালাকের স্থান নয়, এ ব্যাপারে হানাফী ও শাফিয়ী উভয় মাযহাবই একমত। আর অন্যের দাসও আযাদের যোগ্য নয়। অতএব, অপরিচিতাকে اَنْتِ طَالِقٌ এবং অন্যের গোলামকে انت حر বললে সকলেরই নিকট বাক্য নিরর্থক হবে। এতে তালাকও হবে না– আযাদও হবে না। তবে মতানৈক্য হলো এ ব্যাপারে যে, অপরিচিতার তালাককে যদি বিবাহের দিকে সম্বন্ধ করা হয়, যেমন– اِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ (অর্থাৎ, আমি তোমাকে শাদী করলে তুমি তালাক।) তখন ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করলে উল্লিখিত বাক্য দ্বারা তালাক হবে– কি হবে না। এরূপ যদি কেউ অন্যের গোলামকে বলে– اِنْ مَلَكْتُكَ فَاَنْتَ حُرٌّ (আমি যদি তোমার মালিক হই, তখন তুমি আযাদ।)

অতঃপর ঐ ব্যক্তি গোলামের মালিক হলে আযাদ হবে কি হবে না? ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, তালাক ও আযাদ কোনোটাই কার্যকর হবে না এবং বাক্যটি নিরর্থক হবে। কেননা, তাঁর নিকট শর্ত বৈধ হওয়ার জন্য বাক্যের প্রথম ভাগ শর্তের কারণ হবার যোগ্যতা রাখতে হবে। ইমাম আবূ হানিফা (র.) বলেন, উভয় স্থলেই শর্ত বৈধ। অতএব, তালাক ও আযাদ কার্যকর হবে। কেননা, শর্তযুক্ত বাক্যে যখন শর্ত পাওয়া যাবে তখনই ইল্লত হবে– তার পূর্বে নয়। সুতরাং অপরিচিতাকে বক্তা যখনই বিবাহ করবে তখনই তালাক সজ্ঘটিত হবে। কারণ, তখনই فَاَنْتِ طَالِقٌ-এর ইল্লত পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে সে অপরের গোলামের মালিক হলেই আযাদ হবে।

জ্ঞাতব্য : গ্রন্থকার صدر الكلام দ্বারা جزاء বুঝিয়েছেন, যদিও তা شرط-এর পরেই উল্লিখিত হয়ে থাকে। কেননা, আহলে আরবের আলিমগণ جزاء-কেই বাক্যের মূল উদ্দেশ্য মনে করেন এবং তার উপর হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কারণ এই যে, জুমলায়ে শর্তিয়ার 'জাযাটি' খবর হলে পুরা জুমলা বা বাক্যকেই খবর বলা হয়, আর ইনশা হলে পুরা বাক্যই ইনশা বলা হয়। তাই জাজা জুমলায়ে শর্তিয়ার মূল হওয়ার কারণে তাকে صدر الكلام বা বাক্যের প্রধান অংশ বলা হয়ে থাকে। জাজাটি শর্তের পূর্বেই আসুক বা পরে আসুক।

وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى قُلْنَا شَرْطُ صِحَّةِ التَّعْلِيْقِ لِلْوُقُوْعِ فِىْ صُوْرَةِ عَدَمِ الْمِلْكِ اَنْ يَّكُوْنَ مُضَافًا اِلَى الْمِلْكِ اَوْ اِلٰى سَبَبِ الْمِلْكِ حَتّٰى لَوْ قَالَ لِاَجْنَبِيَّةٍ اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَوُجِدَ الشَّرْطُ لَايَقَعُ الطَّلَاقُ وَكَذٰلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْاَمَةِ عِنْدَهٗ لِاَنَّ الْكِتَابَ عَلَّقَ نِكَاحَ الْاَمَةِ بِعَدَمِ الطَّوْلِ فَعِنْدَ وُجُوْدِ الطَّوْلِ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا وَعَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ فَلَايَجُوْزُ وَكَذٰلِكَ قَالَ الشَّافِعِىْ (رح) لَانَفَقَةَ لِلْمَبْتُوْتَةِ اِلَّا اِذَا كَانَتْ حَامِلًا لِاَنَّ الْكِتَابَ عَلَّقَ الْاِنْفَاقَ بِالْحَمْلِ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "فَعِنْدَ عَدَمِ الْحَمْلِ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا وَعَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ عِنْدَهٗ وَعِنْدَنَا لِمَا لَمْ يَكُنْ عَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعًا مِنَ الْحُكْمِ جَازَ اَنْ يَّثْبُتَ الْحُكْمُ بِدَلِيْلِهٖ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى আর এ কারণে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি (যে,) شَرْطُ صِحَّةِ التَّعْلِيْقِ শর্ত যুক্ত করা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত لِلْوُقُوْعِ তালাক পতিত হওয়ার জন্য فِىْ صُوْرَةِ عَدَمِ الْمِلْكِ মালিকানা না থাকা অবস্থায় اَنْ يَّكُوْنَ مُضَافًا সম্বন্ধ যুক্ত হওয়া اِلَى الْمِلْكِ মালিকানার দিকে اَوْ اِلٰى سَبَبِ الْمِلْكِ মালিকানার কারণের দিকে حَتّٰى এমনকি لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে لِاَجْنَبِيَّةٍ কোনো অপরিচিতা নারীকে اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর فَاَنْتِ طَالِقٌ তবে তুমি তালাক ثُمَّ تَزَوَّجَهَا তারপর সে তাকে বিবাহ করল وَوُجِدَ الشَّرْطُ এবং শর্ত পাওয়া গেল لَايَقَعُ الطَّلَاقُ তবে তালাক পতিত হবে না وَكَذٰلِكَ অনুরূপভাবে طَوْلُ الْحُرَّةِ স্বাধীন নারী يَمْنَعُ বাধা প্রদান করে جَوَازَ نِكَاحِ الْاَمَةِ দাসীর বিবাহ বৈধ হওয়া لِاَنَّ الْكِتَابَ কেননা কুরআন عَلَّقَ শর্ত করে দিয়েছে نِكَاحَ الْاَمَةِ দাসীর বিবাহকে بِعَدَمِ الطَّوْلِ (স্বাধীনা নারীকে বিবাহ করতে) সামর্থ না থাকার সাথে فَعِنْدَ وُجُوْدِ الطَّوْلِ সামর্থ পাওয়া যাওয়ার সময় كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا শর্ত বর্তমান থাকবে না وَعَدَمُ الشَّرْطِ আর শর্ত না থাকা مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ হুকুম কার্যকরি হওয়ার প্রতিবন্ধক فَلَا يَجُوْزُ সুতরাং (স্বাধীনা মহিলাকে বিবাহ করার সামর্থ্য থাকা অবস্থায়) দাসীকে বিবাহ করা বৈধ নয় وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপভাবে قَالَ الشَّافِعِىْ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন لَانَفَقَةَ لِلْمَبْتُوْتَةِ তালাকে বায়েনের ইদ্দতরতা নারী খরচা পাবে না اِلَّا اِذَا كَانَتْ حَامِلًا তবে যখন গর্ভবতী হয় (তখন খরচা পাবে) لِاَنَّ الْكِتَابَ কেননা কুরআন মাজীদ عَلَّقَ শর্ত করেছে الْاِنْفَاقَ খরচ করাকে بِالْحَمْلِ গর্ভবতীর সাথে لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর কারণে وَاِنْ كُنَّ আর যদি তারা হয় اُولَاتِ حَمْلٍ গর্ভবতী فَاَنْفِقُوْا তবে তোমরা খরচ কর عَلَيْهِنَّ তাদের প্রতি حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ যতক্ষণ না তারা তাদের গর্ভ নিরসন করে فَعِنْدَ عَدَمِ الْحَمْلِ অতঃপর গর্ভ না থাকা অবস্থায় كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا শর্তও থাকবে না وَعَدَمُ الشَّرْطِ এবং শর্ত না থাকা مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ হুকুম কার্যকরি হওয়ার প্রতিবন্ধক عِنْدَهٗ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট وَعِنْدَنَا আর আমাদের নিকট لِمَا যখন لَمْ يَكُنْ عَدَمُ الشَّرْطِ শর্তের অনুপস্থিতি নয় مَانِعًا مِنَ الْحُكْمِ বিধানের জন্য প্রতিবন্ধক جَازَ তখন জায়েজ اَنْ يَّثْبُتَ الْحُكْمُ হুকুম সাব্যস্ত হওয়া بِدَلِيْلِهٖ উহার দলিলের মাধ্যমে।

সরল অনুবাদ : আর এ কারণেই যে, (আমাদের মতে শর্তযুক্ত বাক্য শর্ত পাওয়া যাওয়ার আগে سبب হতে পারে না।) আমরা বলে থাকি যে, মালিকানা না হওয়া অবস্থায় তালাক পতিত হওয়াকে শর্তযুক্ত করা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত সেই শর্তযুক্ত করা মালিকানার প্রতি কিংবা মালিকানার سبب -এর প্রতি সম্বন্ধকৃত হওয়া চাই। এমনকি যদি পর নারীকে বলে, যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তবে তালাক। তারপর সে স্ত্রীকে বিবাহ করল এবং শর্ত পাওয়া গেল, তবে তালাক হবে না। অনুরূপভাবে স্বাধীনা নারীকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। ইমাম শাফিয়ী (র.) কোনো দাসী নারী বিবাহ করাকে স্বাধীনা নারী বিবাহ করার শক্তি না থাকার সাথে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং স্বাধীনা নারী বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা অবস্থায় শর্ত অনুপস্থিত হবে। আর শর্ত অনুপস্থিত হওয়া বৈধতার বিধির জন্য প্রতিবন্ধক, অতএব জায়েজ হবে না।

অনুরূপভাবে ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, তালাকে বায়েনের ইদ্দতরতা নারী যদি গর্ভবতী না হয়, তবে ইদ্দতের নফকা পাবে না। কেননা, কুরআন নফকাকে গর্ভবতী হওয়ার সাথে শর্তাযুক্ত করে দিয়েছেন। তাহলে আল্লাহ তা'আলার এ শব্দের কারণে যে, "ইদ্দতরতা নারীগণ যদি গর্ভবতী হয়, তবে গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতি খরচ করতে থাক।" সুতরাং গর্ভবতী না হওয়ার সময় শর্ত অনুপস্থিত থাকবে। আর শর্ত অনুপস্থিত থাকা তার মতে নফকা ওয়াজিব হওয়ার বিধানের প্রতিবন্ধক। এবং আমাদের হানাফীদের মতে শর্ত পাওয়া যাওয়া বিধানের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। কাজেই বিধান উহার দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যাওয়া জায়েজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অপরিচিতাকে اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ বলার হুকুম :

قَوْلُهُ وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى قُلْنَا الخ : অপরিচিতাকে যদি اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ (যদি তুমি গৃহে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি তালাক।) বলে যদি বিবাহ করে, তখন সে অপরিচিতা ঘরে প্রবেশ করলেই সর্বসম্মতিক্রমে তালাক কার্যকর হবে না। কেননা, এ শর্তযুক্তকরণ কারো নিকট বৈধ নয়। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর নিকট এ জন্য তালাক হবে না যে, শর্ত যুক্তকরণের সময় সে অপরিচিতা তালাকের পাত্রী ছিল না। আর হানাফীদের নিকট এ জন্য হবে না যে, এ শর্তযুক্তকরণের মধ্যে তালাক মালিকানা অথবা মালিকানা হওয়ার কারণের প্রতি সম্পর্কিত হয়নি। আর যে তালাক মালিকানা অথবা মালিকানার কারণের দিকে ইঙ্গিত বহন করে না, উহার শর্তযুক্তকরণ শুদ্ধ হয় না। কিন্তু অপরিচিতাকে فَاَنْتِ طَالِقٌ اِنْ تَزَوَّجْتُكِ (আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তাহলে তুমি তালাক।) এরূপে শর্তকরণ বৈধ। কেননা, ইহাতে মালিকানার কারণ বিবাহের দিকে সম্পর্কিত হয়েছে।

দাসী বিবাহকরণ প্রসঙ্গে :

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ -

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যাদের স্বাধীনা মু'মিনা নারীকে বিবাহ করার ক্ষমতা নেই, তারা নিজ মালিকানাভুক্ত মু'মিনা দাসীকে বিবাহ করে নেবে।" আয়াতটির বক্তব্য দ্বারা জানা গেল যে, দাসীকে বিবাহ করা শুদ্ধ হওয়ার জন্য স্বাধীনা নারীকে বিবাহ করার ক্ষমতা না থাকা শর্ত। এ কারণে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেন, স্বাধীনা নারীকে মোহর ও খোরপোশ দেয়ার মত সামর্থ্য যার আছে তার জন্য দাসী বিবাহ করা বৈধ নয়। কেননা, আলোচ্য আয়াতের মধ্যে দাসী বিবাহ বৈধ হওয়াকে স্বাধীনা নারী বিবাহ করার ক্ষমতা না থাকাটা শর্ত করা হয়েছে। অতএব, যখন স্বাধীনা নারীকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকবে তখন দাসীকে বিবাহ করার শর্ত বিলুপ্ত হবে। আর শর্ত বিলুপ্ত হলে হুকুমও বিলুপ্ত হবে। কাজেই দাসী বিবাহ করার বৈধতাও বিলুপ্ত হবে।

হানাফীদের মতে, শর্ত বিলুপ্ত হয়ে গেলে হুকুম বিলুপ্ত হয় না; বরং হুকুম তার দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হবে এবং স্বাধীনা নারীকে বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিবাহ করা যাবে।

তালাক প্রাপ্তা নারীর ভরণ-পোষণ প্রসঙ্গে :

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ قَالَ الشَّافِعِىُّ (رح) الخ : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ, "তালাকে বায়েনের ইদ্দত পালনরতা নারীগণ যদি গর্ভবতী হয়, তবে গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতি খরচ করতে থাক।" আয়াতটি দ্বারা বুঝা যায় যে, তালাকে বায়েনের ইদ্দত পালনরতা নারী খোরপোশ পাবে তখনই যখন সে গর্ভবতী হবে। এ কারণে ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, তালাকে বায়েনের ইদ্দত পালনরতা নারী যদি গর্ভবতী না হয়, তবে তালাকদাতা স্বামীর ওপর তার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে না। কেননা, খোরপোশকে গর্ভবতী হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং গর্ভবতী না হওয়া অবস্থায় শর্ত বিলুপ্ত হবে। আর শর্ত বিলুপ্ত হলে হুকুমও বিলুপ্ত হবে। কাজেই তালাকে বায়েনে ইদ্দত পালনরতা নারী গর্ভবতী না হলে খোরপোশ পাওয়ার হকদার হবে না।

হানাফীদের মতে, শর্ত বিলুপ্ত হয়ে গেলে হুকুম বিলুপ্ত হয় না; বরং হুকুম তার দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তালাকে বায়েনে ইদ্দত পালনরতা নারীর খোরপোশ তালাকদাতা স্বামীর ওপর ওয়াজিব হবে।

فَيَجُوْزُ نِكَاحُ الْاَمَةِ وَيَجِبُ الْاِنْفَاقُ بِالْعُمُوْمَاتِ وَمِنْ تَوَابِعِ هٰذَا النَّوْعِ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَى الْاِسْمِ الْمَوْصُوْفِ بِصِفَةٍ فَاِنَّهٗ بِمَنْزِلَةِ تَعْلِيْقِ الْحُكْمِ بِذٰلِكَ الْوَصْفِ عِنْدَهٗ وَعَلٰى هٰذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (رح) لَايَجُوْزُ نِكَاحُ الْاَمَةِ الْكِتَابِيَةِ لِاَنَّ النَّصَّ رَتَّبَ الْحُكْمَ عَلٰى اَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ" فَيَتَقَيَّدُ بِالْمُؤْمِنَةِ فَيَمْتَنِعُ الْحُكْمُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفِ فَلَا يَجُوْزُ نِكَاحُ الْاَمَةِ الْكِتَابِيَةِ وَمِنْ صُوَرِ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ الْاِسْتِثْنَاءُ ذَهَبَ اَصْحَابُنَا اِلٰى اَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِىْ بَعْدَ الثُّنْيَا كَاَنَّهٗ لَمْ يَتَكَلَّمْ اِلَّا بِمَا بَقِىَ وَعِنْدَهٗ صَدْرُ الْكَلَامِ يَنْعَقِدُ عِلَّةً لِوُجُوْبِ الْكُلِّ اِلَّا اَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ يَمْنَعُهَا مِنَ الْعَمَلِ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ الشَّرْطِ فِىْ بَابِ التَّعْلِيْقِ -

শাব্দিক অনুবাদ : فَيَجُوْزُ نِكَاحُ الْاَمَةِ অতএব দাসীকে বিবাহ করা বৈধ وَيَجِبُ الْاِنْفَاقُ এবং খোরপোষ প্রদান করা ওয়াজিব بِالْعُمُوْمَاتِ (কুরআনের উক্তির) ব্যাপকতার ভিত্তিতে وَمِنْ تَوَابِعِ هٰذَا النَّوْعِ আর এ প্রকারের আওতাধীন হলো تَرَتُّبُ الْحُكْمِ হুকুম আরোপ করা عَلَى الْاِسْمِ الْمَوْصُوْفِ ঐ বিশেষ্যের উপর যা বিশেষিত بِصِفَةٍ বিশেষণ দ্বারা فَاِنَّهٗ কেননা তা عِنْدَهٗ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে بِمَنْزِلَةِ تَعْلِيْقِ الْحُكْمِ হুকুমকে শর্তযুক্ত করার নামান্তর بِذٰلِكَ الْوَصْفِ ঐ বিশেষণের দ্বারা وَعَلٰى هٰذَا আর এ ভিত্তিতে قَالَ الشَّافِعِيُّ رح ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন لَايَجُوْزُ বৈধ নয় نِكَاحُ الْاَمَةِ الْكِتَابِيَةِ কিতাবিয়া (আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী) দাসীকে বিবাহ করা لِاَنَّ النَّصَّ কেননা, নস (আয়াত) رَتَّبَ الْحُكْمَ হুকুমকে অন্তর্ভুক্ত করে عَلٰى اَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ মুমিনা দাসীর উপর لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার বাণীর কারণে مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ মুমিনা দাসীদের থেকে (যাদের তোমরা মালিক হয়েছে তাদেরকে বিবাহ কর) فَيَتَقَيَّدُ بِالْمُؤْمِنَةِ অতএব মুমিনা দাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে فَيَمْتَنِعُ الْحُكْمُ সুতরাং হুকুম নিষিদ্ধ হবে عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفِ বিশেষণ না পাওয়ার সময় فَلَا يَجُوْزُ সুতরাং বৈধ হবে না نِكَاحُ الْاَمَةِ الْكِتَابِيَةِ কিতাবিয়া দাসীকে বিবাহ করা وَمِنْ صُوَرِ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ পরিবর্তনসূচক বর্ণনার পদ্ধতিসমূহের মধ্যে আরেকটি হলো الْاِسْتِثْنَاءُ ব্যতিক্রম দেখান ذَهَبَ اَصْحَابُنَا আমাদের (হানাফী মাযহাবের) মনীষীগণ গিয়েছেন (অভিমত পোষণ করেছেন) اِلٰى اَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ এ দিকে যে নিশ্চয় ব্যতিক্রম হলো تَكَلُّمٌ যা بِالْبَاقِىْ অবশিষ্ট নিয়ে কথা বলা بَعْدَ الثُّنْيَا ব্যতিক্রমের পরে كَاَنَّهٗ لَمْ يَتَكَلَّمْ যেন সে কথা বলে নি اِلَّا بِمَا بَقِىَ যা অবশিষ্ট আছে তা ছাড়া وَعِنْدَهٗ আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে صَدْرُ الْكَلَامِ বাক্যের প্রথমাংশ يَنْعَقِدُ عِلَّةً কারণ হিসেবে নির্দিষ্ট হয় لِوُجُوْبِ الْكُلِّ সবটুকু ওয়াজিব হওয়ার জন্য اِلَّا اَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ তবে ইসতেসনা (পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া) يَمْنَعُهَا একে নিষেধ করে مِنَ الْعَمَلِ আমল করা থেকে بِمَنْزِلَةِ عَدَمِ الشَّرْطِ শর্ত না পাওয়ার স্থলে فِىْ بَابِ التَّعْلِيْقِ শর্তযুক্ত করণের অধ্যায়।

সরল অনুবাদ : অতএব, বাঁদির বিবাহ বৈধ হবে, আর কুরআনের উক্তির ব্যাপকতা অনুসারে খোরপোশ ওয়াজিব হবে। শর্তের মাধ্যমে শর্তযুক্ত করার আওতাধীনে একটি প্রকার হলো সে বিশেষ্যের ওপর হুকুম আরোপ করা যা কোনো বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হবে। কেননা, এটা ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর নিকট হুকুমকে ঐ বিশেষণের সাথে শর্তযুক্ত করারই নামান্তর। বিশেষণটি শর্তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন---- কিতাবিয়া বাঁদিকে বিবাহ করা বৈধ নয়। কেননা, নসতো মুমিন বাঁদিকে বিবাহের হুকুম অন্তর্ভুক্ত করেছে। যেমন- مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ الخ সুতরাং এ বৈধতা মু'মিন বাঁদির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে এবং এ বিশেষণ না পাওয়া গেলে হুকুম নিষিদ্ধ হবে। কাজেই কিতাবিয়া বাঁদিকে বিবাহ করা জায়েজ হবে না।

পরিবর্তনসূচক বর্ণনার আর একটি নিয়ম হলো اِسْتِثْنَاء বা ব্যতিক্রম। হানাফীদের মতে, ব্যতিক্রমের অর্থ হলো যা অবশিষ্ট আছে তা নিয়ে কথা বলা, যেন বক্তা অবশিষ্ট ব্যতীত আর অন্য কোনো কথা বলেনি। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর নিকট সবটুকু ওয়াজিব হবার জন্য বাক্যের প্রথমাংশ ... পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ায় এ কারণকে তার স্বাভাবিক

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَيَجُوْزُ نِكَاحُ الْاَمَةِ الخ -এর আলোচনা :

এখানে লেখক শর্ত রহিত হয়ে গেলে হুকুম রহিত হয় কিনা সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। হানাফীদের মতে, শর্ত রহিত হয়ে গেলে হুকুম রহিত হয়ে যাওয়া আবশ্যক নয়; বরং অন্য দলিল দ্বারা হুকুমটি প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। যেমন, আল্লাহর বাণী— وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ طَوْلًا الخ দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বাধীনা নারী বিবাহে যে ব্যক্তি অক্ষম সে দাসী বিবাহ করবে। তবে যে ব্যক্তি স্বাধীনা নারী বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে সে দাসী বিবাহ করতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে নসটি নীরব। কিন্তু আল্লাহর বাণী— فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الخ এবং اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ الخ ইত্যাদি নসের অর্থের ব্যাপকতা দ্বারা বুঝা যায় স্বাধীনা নারী বিবাহে সক্ষম হলেও দাসী বিবাহ করা বৈধ।

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী— وَاِنْ كُنَّ اُوْلَاتُ حَمْلٍ الخ দ্বারা বুঝা যায় যে, বায়েন তালাক প্রাপ্তা ইদ্দত পালন অবস্থায় গর্ভবর্তী থাকলে খোরপোষ দেওয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব। তবে গর্ভবতী না হলে খোরপোষ ওয়াজিব কিনা এ ব্যাপারে নস নীরব। কিন্তু আল্লাহর বাণী— وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ الخ -এর অর্থের ব্যাপকতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বায়েন তালাক প্রাপ্তার জন্য ইদ্দত পালন অবস্থায় গর্ভবতী না হলেও খোরপোশ ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ نِكَاحُ الْاَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ الخ -এর আলোচনা :

উক্ত ইবারাতে মুসান্নিফ (র.) কিতাবিয়া দাসী বিবাহ করার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) اسم موصوف-এর উপর হুকুম কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে এটাকে تعليق بالشرط (শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট)-এর সমপর্যায়ের মনে করেন। তিনি বলেন, اسم যখন কোনো সিফাত বা বিশেষণের সাথে যুক্ত হবে তখন উক্ত বিশেষণটি পাওয়া গেলেই হুকুম কার্যকর হবে, অন্যাথায় হুকুম কার্যকর হবে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী— فَمِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ-এর মধ্যে দাসী বিবাহের অনুমতিকে مؤمنه হওয়ার শর্ত করে দেওয়া হয়েছে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, কিতাবিয়া দাসী বিবাহ করা বৈধ নয়। আমাদের হানাফীদের মতে, যেমনিভাবে কিতাবিয়া স্বাধীনা নারীকে বিবাহ করা বৈধ তেমনিভাবে কিতাবিয়া দাসীকেও বিবাহ করা বৈধ। তবে مؤمنه দাসী বিবাহ করা উত্তম। আর আয়াতের মধ্যে مؤمنه হওয়ার শর্ত উত্তমতা বর্ণনা করার জন্যই। এ অর্থে নয় যে, বিশেষণ রহিত হয়ে গেলে বিবাহ বৈধতার হুকুমও রহিত হয়ে যাবে।

وَمِثَالُ هٰذَا فِىْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ" فَعِنْدَ الشَّافِعِىْ (رح) صَدْرُ الْكَلَامِ اِنْعَقَدَ عِلَّةً لِحُرْمَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ عَلَى الْاِطْلَاقِ وَخَرَجَ عَنْ هٰذِهِ الْجُمْلَةِ صُوْرَةُ الْمُسَاوَاةِ بِالْاِسْتِثْنَاءِ فَبَقِىَ الْبَاقِىْ تَحْتَ حُكْمِ الصَّدْرِ وَنَتِيْجَةُ هٰذَا حُرْمَةُ بَيْعِ الْحَفْنَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِحَفْنَتَيْنِ مِنْهُ وَعِنْدَنَا بَيْعُ الْحَفْنَةِ لَايَدْخُلُ تَحْتَ النَّصِّ لِاَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْهِىْ يَتَقَيَّدُ بِصُوْرَةِ بَيْعٍ يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ مِنْ اِثْبَاتِ التَّسَاوِىْ وَالتَّفَاضُلِ فِيْهِ كَىْ لَايُؤَدِّىْ اِلَى نَهْىِ الْعَاجِزِ فَمَا لَايَدْخُلُ تَحْتَ الْمِعْيَارِ الْمُسَوِّىْ كَانَ خَارِجًا عَنْ قَضِيَّةِ الْحَدِيْثِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثَالُ هٰذَا ইসতেসনার উদাহরণ فِىْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ-এর বাণীতে لَا تَبِيْعُوْا الطَّعَامَ তোমরা খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করো না بِالطَّعَامِ খাদ্য সামগ্রির বিনিময়ে اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ তবে সমান সমান (হলে বিক্রয় করতে পার) فَعِنْدَ الشَّافِعِىْ رح সুতরাং শাফেয়ী (র.)-এর মতে صَدْرُ الْكَلَامِ বাক্যের শীর্ষাংশ اِنْعَقَدَ নির্দিষ্ট হয়েছে عِلَّةً কারণ রূপে لِحُرْمَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ খাদ্য সামগ্রীর বিনিময়ে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হারাম হওয়ার

ব্যাপারে صُوْرَةُ الْمُسَاوَاةِ সাধারণভাবে عَلَى الْإِطْلَاقِ এবং বের হয়ে গিয়েছে وَخَرَجَ এ নিষেধাজ্ঞা থেকে عَنْ هٰذِهِ الْجُمْلَةِ সমপরিমাণ খাবারকে সমপরিমাণের বিনিময়ে বিক্রয়ের বৈধতা بِالْإِسْتِثْنَاءِ ইসতিসনা দ্বারা فَبَقِيَ الْبَاقِيْ অতঃপর (সমপরিমাণ বিনিময় ছাড়া) অবশিষ্ট বিনিময় ক্ষেত্রগুলো রয়ে গেল تَحْتَ حُكْمِ الصَّدْرِ নসের প্রথমাংশের অধীনে وَنَتِيْجَةُ هٰذَا আর (ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর) এ (মতভেদের) ফল হচ্ছে حُرْمَةُ بَيْعِ الْحَفْنَةِ مِنَ الطَّعَامِ এক মুষ্টি খাদ্য বিক্রয় করা হারাম بِحَفْنَتَيْنِ مِنْهُ দু মুষ্টি খাদ্যের বিনিময়ে وَعِنْدَنَا আর আমাদে (হানাফীদের) মতে بَيْعُ الْحَفْنَةِ এক মুষ্টি ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা উদ্দেশ্য يَتَقَيَّدُ بِصُوْرَةِ بَيْعٍ ঐ ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতির সাথে নির্দিষ্ট يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ (যাতে) বান্দাহ সামর্থ রাখে مِنْ إِثْبَاتِ التَّسَاوِيْ وَالتَّفَاضُلِ فِيْهِ সমতা বিধান করার এবং কম-বেশি করার كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَى نَهْيِ الْعَاجِزِ যাতে এ নিষেধাজ্ঞা অক্ষমকে নাহী করার পর্যায়ে পৌছিয়ে না দেয় فَمَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمِعْيَارِ الْمُسَوِّيْ সুতরাং যে অবস্থা সমতা বিধানকারী মাপকাঠির অন্তর্ভুক্ত নয় كَانَ خَارِجًا তা বহির্ভূত عَنْ قَضِيَّةِ الْحَدِيْثِ হাদীসের চাহিদার।

সরল অনুবাদ : اسْتِثْنَاء -এর উদাহরণ নবী কারীম ﷺ-এর হাদীস— لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ (তোমরা খাদ্যবস্তুকে খাদ্যবস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় কর না, তবে সমান সমান।) সুতরাং ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর নিকট এ হাদীসের প্রথমাংশটি কারণ হয়েছে খাবার বস্তু খাবার বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে। তবে ব্যতিক্রম প্রক্রিয়া (اسْتِثْنَاء) দ্বারা সমপরিমাণ বিক্রয়ের অবস্থা একথা হতে বহির্ভূত হয়ে গেল। সুতরাং সমপরিমাণ ব্যতীত অবশিষ্টগুলো কথার প্রথমাংশের বিধানের আওতাভুক্ত রয়ে গেল। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর কথার ফল দাঁড়ায় এই যে, এক মুষ্টি খাবারের পরিবর্তে দুই মুষ্টি খাবার বিক্রয় করা হারাম। (আমাদের) হানাফীদের নিকট এক মুষ্টি খাদ্য বিক্রয় এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এখানে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বিক্রয়ের ঐ অবস্থা বুঝানো হয়েছে, যাতে সমতা কিংবা কমবেশি নির্ণয় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। নচেৎ এ নিষেধাজ্ঞা অক্ষমকে নিষেধ করার শামিল হত। সুতরাং যে ক্ষেত্রে বিক্রয় কোনো সমতা বিধানকারী মানদণ্ডের আওতায় পড়ে না সে ক্ষেত্রে উহা অত্র হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্তও নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مِثَالُ هٰذَا فِيْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الخ -এর আলোচনা :

মহানবী ﷺ -এর হাদীস— لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ الخ -এর দ্বারা ইমাম শাফিয়ী (র.) দলিল গ্রহণ করে বলেছেন— খাদ্য জাতীয় বস্তুর সমজাতীয় বিনিময় দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। শুধু বস্তুর বিনিময় হার সমান হলে বৈধ হবে। অতএব, এক মুষ্টি খাদ্যের বিনিময়ে দুই মুষ্টি খাদ্য বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ। কেননা, রাসূল ﷺ এ বিষয়ে اسْتِثْنَاء করেননি। অতএব, রাসূল ﷺ -এর বাণী— لَا تَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ الخ হাদীসটি এক মুষ্টি খাদ্য দুই মুষ্টি খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রয় হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইল্লত বা কারণ হয়েছে। হানাফীদের মতে, এক মুষ্টি খাদ্যের বিনিময়ে দুই মুষ্টি খাদ্য ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। কেননা, উহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি এক মুষ্টি দুই মুষ্টির বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়কে উক্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়, তাহলে অক্ষমকে নিষেধ করার শামিল হবে। কেননা, যেসব দ্রব্য ওজনে ক্রয়-বিক্রয় হয় সেগুলো ওজনের নির্দিষ্ট একক ছাড়া অন্য কোনোভাবে ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হয় না। হাদীসে উল্লিখিত طعام দ্বারা ধান, গম, ছোলা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। আর এটা সবারই জানা কথা যে, এসব পণ্য মুষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয় হয় না; বরং এগুলোর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাপের একক রয়েছে। সুতরাং এক মুষ্টি দুই মুষ্টির বিনিময়ে ক্রয় -বিক্রয় এ হাদীসের নিষেধাজ্ঞায় পড়ে না বিধায় তা বৈধ।

وَمِنْ صُوَرِ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ مَا إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِيْعَةً فَقَوْلُهُ عَلَيَّ يُفِيْدُ الْوُجُوْبَ وَبِقَوْلِهِ وَدِيْعَةً غَيَّرَهُ إِلَى الْحِفْظِ وَقَوْلُهُ أَعْطَيْتَنِيْ أَوْ أَسْلَفْتَنِيْ أَلْفًا فَلَمْ أَقْبِضْهَا مِنْ جُمْلَةِ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ زُيُوْفٌ وَحُكْمُ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ أَنَّهُ يَصِحُّ مَوْصُوْلًا وَلَا يَصِحُّ مَفْصُوْلًا ثُمَّ بَعْدَ هٰذَا مَسَائِلُ اِخْتَلَفَ فِيْهَا الْعُلَمَاءُ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ فَتَصِحُّ بِشَرْطِ الْوَصْلِ أَوْ مِنْ جُمْلَةِ بَيَانِ التَّبْدِيْلِ فَلَا تَصِحُّ وَسَيَأْتِيْ طَرَفٌ مِنْهَا فِيْ بَيَانِ التَّبْدِيْلِ -

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِنْ صُوَرِ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ বয়ানে তাগয়ীর (পরিবর্তনমূলক বর্ণনা)-এর পদ্ধতিসমূহ থেকে (এটাও একটি পদ্ধতি) مَا إِذَا قَالَ তা হলো যখন কেউ বলে لِفُلَانٍ অমুকের জন্য রয়েছে عَلَيَّ আমার দায়িত্বে أَلْفٌ এক হাজার টাকা وَدِيْعَةً আমানত হিসেবে فَقَوْلُهُ অতঃপর বক্তার উক্তি عَلَيَّ আমার দায়িত্বে (এ কথাটি) يُفِيْدُ الْوُجُوْبَ (এক হাজার টাকা) ওয়াজিব হওয়ার ফায়দা দান করে وَبِقَوْلِهِ এবং তার উক্তি وَدِيْعَةً আমানত হিসেবে (এ কথাটি) غَيَّرَهُ প্রথম কথাকে পরিবর্তন করেছে إِلَى الْحِفْظِ রক্ষণাবেক্ষণের দিকে وَقَوْلُهُ এবং কোনো বক্তার উক্তি أَعْطَيْتَنِيْ তুমি আমাকে প্রদান করেছ أَوْ أَسْلَفْتَنِيْ অথবা তুমি আমাকে অগ্রিম দিয়েছ أَلْفًا এক হাজার টাকা فَلَمْ أَقْبِضْهَا কিন্তু আমি তা গ্রহণ করি নি وَمِنْ جُمْلَةِ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ এবং এটাও বয়ানে তাগয়ীরের অন্তর্ভুক্ত وَكَذَا আর অনুরূপভাবে لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে لِفُلَانٍ অমুকের জন্য রয়েছে عَلَيَّ আমার দায়িত্বে أَلْفٌ زُيُوْفٌ এক হাজার অচল টাকা وَحُكْمُ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ বয়ানে তাগয়ীরের হুকুম হলো أَنَّهُ يَصِحُّ مَوْصُوْلًا অবশ্যই তা মিলিতভাবে হলে শুদ্ধ وَلَا يَصِحُّ مَفْصُوْلًا আর (উক্তি হতে) বিচ্ছিন্ন হলে অশুদ্ধ ثُمَّ بَعْدَ هٰذَا مَسَائِلُ এরপর কতগুলো মাসয়ালা (এরূপ) রয়েছে اِخْتَلَفَ فِيْهَا الْعُلَمَاءُ যেখানে আলিমগণ মতভেদ করেছেন أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ নিশ্চয় ইহা বয়ানে তাগয়ীর কি-না (যদি বয়ানে তাগয়ীর হয়) فَتَصِحُّ بِشَرْطِ الْوَصْلِ তবে তা যুক্তভাবে আসার শর্তে শুদ্ধ أَوْ مِنْ جُمْلَةِ بَيَانِ التَّبْدِيْلِ না কি ইহা বয়ানে তাবদীলের অন্তর্ভুক্ত (যদি বয়ানে তাবদীলের অন্তর্ভুক্ত হয়) فَلَا تَصِحُّ তবে তা শুদ্ধ হবে না وَسَيَأْتِيْ طَرَفٌ مِنْهَا অচিরেই এ ধরনের মাসয়ালার বিবরণ আসছে فِيْ بَيَانِ التَّبْدِيْلِ বয়ানে তাবদীলের আলোচনায়।

সরল অনুবাদ : بيان تغيير বা পরিবর্তনমূলক বিবরণের পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ইহাও একটি যে, বক্তা যখন বলে لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِيْعَةً (অমুকের এক হাজার টাকা আমার নিকট আমানত রয়েছে।) এক্ষেত্রে তার কথা على (আমার ওপর) দ্বারা বুঝাচ্ছে যে, বক্তা ঋণের দায়ে আবদ্ধ এবং তার পরবর্তী কথা وديعة (আমানত স্বরূপ) বলে প্রথম কথা على -কে (আমানত) রক্ষণাবেক্ষণের দিকে পরিবর্তন করেছে। এরূপে বক্তার কথা– أَعْطَيْتَنِيْ أَوْ أَسْلَفْتَنِيْ أَلْفًا فَلَمْ أَقْبِضْهَا (তুমি আমাকে এক হাজার টাকা দিয়েছ অথবা তুমি আমাকে এক হাজার টাকা আগাম দিয়েছে কিন্তু আমি এই হাজার টাকা হস্তগত করিনি।) ইহাও মোটামুটি بيان تغيير -এর অন্তর্ভুক্ত অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে— لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ زُيُوْفٌ (অমুক আমার কাছে এক হাজার অচল টাকা পাবে।) এ সকলও পরিবর্তনমূলক বিবরণের অন্তর্গত। আর بيان تغيير -এর হুকুম এই যে, উহা উক্তির সাথে মিলিত থাকলে শুদ্ধ, আর উক্তি হতে বিচ্ছিন্ন হলে অশুদ্ধ। অতঃপর কতগুলো বিধান এরূপ আছে, যা بيان تغيير -এর অন্তর্ভুক্ত কিনা এ সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যদি بيان تغيير হতে হয়, তবে যুক্তভাবে আসলে শুদ্ধ হবে, আর যদি بيان تبديل -এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে যুক্তভাবে আসলেও শুদ্ধ হবে না। এরূপ কতগুলো মাসআলা بيان تبديل -এর মধ্যে আসবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ وَدِيْعَةٌ -এর ব্যাখ্যা :

قَوْلُهُ وَمِنْ صُوَرِ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ الخ : বক্তার কথা— لِفُلَانٍ عَلَىَّ اَلْفٌ (আমার নিকট অমুক ব্যক্তির এক হাজার পাওনা।) এখানে على শব্দটি ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যা ঋণ বুঝায়; কিন্তু বক্তা وديعة শব্দটি ব্যবহার করে বাক্যের অর্থ পাল্টিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, আমার উদ্দেশ্য على দ্বারা ঋণ আদায় ওয়াজিব হওয়া নয়; বরং আমার উপর উহা আমানত হিসেবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে। অনুরূপভাবে বক্তার কথা— اَعْطَيْتَنِىْ اَلْفًا الخ -এর প্রচলিত অর্থ এটাই যে, বক্তা এই الف-কে হস্তগতও করেছে। কেননা, হস্তগত করা ব্যতীত اعطاء (প্রদান) পূর্ণ হয় না। কিন্তু ইহার পর فَلَمْ اَقْبِضْهَا শব্দ সৃষ্টি করে স্বীয় বাক্যের অর্থকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। অর্থাৎ, اعطاء দ্বারা বক্তা إِعْطَاءٌ بِلَا قَبْضٍ (হস্তগত ব্যতিরেকে প্রদান করা।) বুঝিয়েছেন। সুতরাং বক্তার প্রথম বক্তব্যে وديعة এবং দ্বিতীয় বক্তব্যে فَلَمْ اَقْبِضْهَا এ দু'টি শব্দ তার বক্তব্যের بيان تغيير অর্থাৎ, বক্তা এ দু'টি শব্দ দ্বারা তার বক্তব্যের অর্থ পরিবর্তন করে দিয়েছেন।

بَيَانُ تَغْيِيْرٍ -এর হুকুম :

قَوْلُهُ وَحُكْمُ بَيَانِ التَّغْيِيْرِ الخ : بيان تغيير -এর হুকুম হলো, বক্তা যদি তার বক্তব্যের সাথে সাথে এ জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর উচ্চারণ করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন– اعطيتني الفا বলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যদি বলে– فلم اقبضها তবে ইহা গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকাংশ ইমামদের মত এটাই। তাঁরা প্রমাণ হিসেবে মহানবী ﷺ -এর উক্তি— مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَرَأٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهٖ-কে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ হলো, যদি কেউ কোনো বিষয়ে শপথ করার পর শপথের বিপরীত কোনো বিষয় তার নিকট উত্তম মনে হয় তবে সে শপথ ভঙ্গ করবে এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করবে। কিছুক্ষণ বিলম্ব করার পরও যদি بيان تغيير গ্রহণযোগ্য হত, তাহলে রাসূল ﷺ বলতেন যে, সে যেন إِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলে তার শপথ পরিবর্তন করে ফেলে; কিন্তু রাসূল ﷺ এরূপ বলেননি। কাজেই বুঝা গেল যে, বিলম্ব করার পর بيان تغيير গ্রহণযোগ্য নয়।

فَصْلٌ وَاَمَّا بَيَانُ الضَّرُوْرَةِ فَمِثَالُهُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى "وَ وَرِثَهُ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ" اَوْجَبَ الشِّرْكَةَ بَيْنَ الْاَبَوَيْنِ ثُمَّ بَيَّنَ نَصِيْبَ الْاُمِّ فَصَارَ ذٰلِكَ بَيَانًا لِنَصِيْبِ الْاَبِ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا بَيَّنَ نَصِيْبَ الْمُضَارِبِ وَسَكَتَ عَنْ نَصِيْبِ رَبِّ الْمَالِ صَحَّتِ الشِّرْكَةُ وَكَذٰلِكَ لَوْ بَيَّنَا نَصِيْبَ رَبِّ الْمَالِ وَسَكَتَا عَنْ نَصِيْبِ الْمُضَارِبِ كَانَ بَيَانًا وَعَلٰى هٰذَا حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ وَ كَذٰلِكَ لَوْ اَوْصٰى لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ بِاَلْفٍ ثُمَّ بَيَّنَ نَصِيْبَ اَحَدِهِمَا كَانَ ذٰلِكَ بَيَانًا لِنَصِيْبِ الْاٰخَرِ وَلَوْ طَلَّقَ اِحْدٰى اِمْرَاَتَيْهِ ثُمَّ وَطِئَ اَحَدَهُمَا كَانَ ذٰلِكَ بَيَانًا لِلطَّلَاقِ فِى الْاُخْرٰى بِخِلَافِ الْوَطْئِ فِى الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّ حِلَّ الْوَطْئِ فِى الْاِمَاءِ يَثْبُتُ بِطَرِيْقَيْنِ فَلَا يَتَعَيَّنُ جِهَةُ الْمِلْكِ بِاِعْتِبَارِ حِلِّ الْوَطْئِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَاَمَّا بَيَانُ الضَّرُوْرَةِ বস্তুতঃ বয়ানে জরুরত فَمِثَالُهُ অতঃপর তার উদাহরণ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى আল্লাহর তা'আলার বাণীতে وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ আর মৃত ব্যক্তি পিতা-মাতা উভয় তার ওয়ারিশ হবে فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ তবে তার মাতা পাবে এক তৃতীয়াংশ اَوْجَبَ الشِّرْكَةَ (আয়াতে) আল্লাহ তা'আলা অংশীদারিত্বকে ওয়াজিব করেছেন بَيْنَ الْاَبَوَيْنِ পিতা-মাতার মাঝে ثُمَّ بَيَّنَ نَصِيْبَ الْاُمِّ তারপর মাতার অংশকে বর্ণনা করেছেন فَصَارَ ذٰلِكَ بَيَانًا অতঃপর উহা বর্ণনা রয়েছে لِنَصِيْبِ الْاَبِ পিতার অংশের وَعَلٰى هٰذَا আর এ ভিত্তিতে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি اِذَا بَيَّنَا যখন উভয়ে (ব্যবসায়ী ও মালের মালিক) বর্ণনা করে نَصِيْبَ الْمُضَارِبِ ব্যবসায়ীর লভ্যাংশের وَسَكَتَا এবং উভয়ে নীরব থাকে عَنْ نَصِيْبِ رَبِّ الْمَالِ মালের মালিকের লভ্যাংশের ব্যাপারে صَحَّتِ الشِّرْكَةُ তাহলে শেয়ারে ব্যবসা শুদ্ধ হবে وَكَذٰلِكَ আর তদ্রূপ لَوْ بَيَّنَا যদি উভয়ে বর্ণনা করে نَصِيْبَ رَبِّ الْمَالِ মালে মালিকের লভ্যাংশ وَسَكَتَا এবং উভয়ে নীরব থাকে عَنْ نَصِيْبِ الْمُضَارِبِ ব্যবসায়ীর লভ্যাংশের ব্যাপারে كَانَ بَيَانًا তবে তা বর্ণনা হবে (ব্যবসায়ীর লভ্যাংশের) وَعَلٰى هٰذَا আর-এর ওপর ভিত্তি করে حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ বর্গা চাষাবাদের হুকুম وَكَذٰلِكَ অদ্রূপ لَوْ اَوْصٰى যদি কেউ অসিয়ত করে لِفُلَانٍ অমুক ব্যক্তির এবং অমুক ব্যক্তির জন্য وَفُلَانٍ بِاَلْفٍ এক হাজার টাকার ثُمَّ بَيَّنَ অতঃপর বর্ণনা করে نَصِيْبَ اَحَدِهِمَا উভয়ের একজনের অংশ كَانَ ذٰلِكَ بَيَانًا তবে এটা বর্ণনা হবে نَصِيْبِ الْاٰخَرِ অন্যের অংশের জন্য وَلَوْ طَلَّقَ যদি কেউ তালাক দেয় اَحَدَ اِمْرَاَتَيْهِ তার দুস্ত্রীর একজনকে ثُمَّ وَطِئَ اَحَدَهُمَا অতঃপর উভয়ের একজনের সাথে সঙ্গম করে كَانَ ذٰلِكَ بَيَانًا তবে তা হবে বর্ণনা لِلطَّلَاقِ فِى الْاُخْرٰى অপর জনের মধ্যে তালাক পতিত হওয়ার জন্য بِخِلَافِ الْوَطْئِ فِى الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ আযাদীতে সন্দেহপূর্ণ দাসীর সঙ্গম-এর বিপরীত عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে لِاَنَّ حِلَّ الْوَطْئِ কেননা সঙ্গম বৈধ হওয়া فِى الْاِمَاءِ দাসীর মধ্যে يَثْبُتُ সাব্যস্ত হয় بِطَرِيْقَيْنِ দু পদ্ধতিতে فَلَا يَتَعَيَّنُ جِهَةَ الْمِلْكِ ফলে মালিকানার দিকটি নির্দিষ্ট হবে না باعتبار حل الوطى সঙ্গম হালাল হওয়া হিসেবে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : بيان ضرورت (প্রয়োজনীয় বিবরণ) উহার উদাহরণ আল্লাহর বাণী— وورثه ابواه فلامه الثلث (মৃতের পিতামাতা জীবিত থাকলে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে মা এক তৃতীয়াংশ পাবে।) এ কথার মধ্যে পিতামাতাকে অংশীদার করা হয়েছে, অতঃপর মাতার অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং উহাতেই পিতার অংশের বিরবণ হয়ে গেল। এ অপরিহার্য তথা প্রয়োজনীয় বিবরণের ভিত্তিতে আমরা (হানাফীরা) বলি, যদি ব্যবসায়ীর অংশ বর্ণনা করে এবং পুঁজি বিনিয়োগকারীর অংশের বেলায় চুপ থাকে, তাহলে অংশীদারিত্ব (ব্যবসা) বৈধ হবে। এরূপে যদি উভয় পুঁজিদাতার লভ্যাংশ ব্যাখ্যা করে দেয়, আর ব্যবসায়ীর লভ্যাংশের ব্যাপারে উভয়ে চুপ থাকে, তখন এই চুপ থাকাই ব্যবসায়ীর লভ্যাংশের বর্ণনা হবে। বর্গা চাষের বেলায়ও এ নিয়ম প্রযোজ্য। এরূপে যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে এরূপ অসিয়ত করে যায় যে, অমুক আর অমুকের এক হাজার টাকা দিও; অতঃপর একজনের অংশ উল্লেখ করে তখন অপর জনের অংশ এমনিতে স্থির হয়ে

যাবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি তার দুই স্ত্রীর একজনকে তালাক দেয়, এবং পরে দুই জনের মধ্য হতে একজনের সাথে সহবাস করে,তাহলে দ্বিতীয় জনের তালাকের বর্ণনা হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, দুই বাঁদির একজন স্বাধীনা– এ কথা এটার বিপরীত। কেননা, ঐ মুবহামের সাথে সঙ্গম দু'ভাবে হালাল হয়ে থাকে— স্বাধীনা করে বিবাহ করার পর সহবাস করা, অথবা বাঁদি হিসেবে সহবাস করা। কাজেই এ ক্ষেত্রে সহবাস হালাল হওয়া অনুসারে মালিকানার দিকটি নির্দিষ্ট হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَيَانُ ضَرُوْرَةٍ-এর সংজ্ঞা ও প্রদত্ত প্রথম উদাহরণটির ব্যাখ্যা :

قَوْلُهُ اَمَّا بَيَانُ الضَّرُوْرَةِ الخ : بيان ضرورة সে বয়ানকে বলে যা متكلم-এর কথা হতে চাহিদা অনুপাতে বুঝা যায় এবং متكلم-এর কথার মধ্যে এ বয়ানের জন্য কোনো শব্দ বিদ্যমান থাকে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী— وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ এ আয়াতের মধ্যে এ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়ারিশ কেবল তার মাতাপিতা হবে এবং মাতা এক তৃতীয়াংশ পাবে। পিতার অংশ আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু মাতার অংশের বর্ণনা হতে চাহিদা মতো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পিতার জন্য দুই তৃতীয়াংশ। সুতরাং পিতার অংশ পরিব্যক্ত করার জন্য ইহা بيان ضرورة হয়ে গেল।

مُضَارَبَةٌ-এর অর্থ ও গ্রন্থকারের আনিত মাসআলাটির ব্যাখ্যা :

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا الخ : ব্যবসায়ের মধ্যে যদি পুঁজি এক জনের ও শ্রম আরেক জনের হয়, শরিয়তে উহাকে مضاربة বলে। এ ব্যবসা শুদ্ধ হয়ে চলার জন্য শ্রমদানকারী ব্যবসায়ী ও পুঁজি বিনিয়োগকারী উভয়ের লাভের পরিমাণ আকদের সময় নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া জরুরি। সুতরাং যদি শ্রম বিনিয়োগকারীর লাভের অংশ নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, সে যথা দুই-এর এক অংশ পাবে, তবে مضاربة শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, এ অবস্থায় পুঁজি বিনিয়োগকারীর লাভের অংশ দুই-এর এক হওয়া আলোচনার চাহিদা অনুপাতে ثابت হয়ে গেল। সুতরাং পুঁজি বিনিয়োগকারীর লাভের অংশ بيان ضرورة দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে যদি আকদের সময় পুঁজি বিনিয়োগকারীর লাভের অংশ সিদ্ধান্ত হয়, যেমন তার জন্য দুই -এর এক অংশ এবং শ্রম বিনিয়োগকারীর অংশে সিদ্ধান্ত না করা হয়,তবুও مضاربة সহীহ হবে এবং শ্রম বিনিয়োগকারীর লাভের অংশ দুই-এর এক হয়ে بيان ضرورت দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

فَصْلٌ وَاَمَّا بَيَانُ الْحَالِ فَمِثَالُهُ فِيْمَا اِذَا رَأَى صَاحِبُ الشَّرْعِ اَمْرًا مُعَايَنَةً فَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذٰلِكَ كَانَ سُكُوْتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ اَنَّهُ مَشْرُوْعٌ وَالشَّفِيْعُ اِذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَسَكَتَ كَانَ ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ بِاَنَّهُ رَاضٍ بِذٰلِكَ وَالْبِكْرُ اِذَا عَلِمَتْ بِتَزْوِيْجِ الْوَلِيِّ وَسَكَتَتْ عَنِ الرَّدِّ كَانَ ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ بِالرِّضَاءِ وَالْاِذْنِ وَالْمَوْلٰى اِذَا رَأَى عَبْدَهُ يَبِيْعُ وَيَشْتَرِيْ فِي السُّوْقِ فَسَكَتَ كَانَ ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْاِذْنِ فَيَصِيْرُ مَاذُوْنًا فِي التِّجَارَاتِ وَالْمُدَّعٰى عَلَيْهِ اِذَا نَكَلَ عَنِ الْحَلْفِ فِيْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَكُوْنُ الْاِمْتِنَاعُ بِمَنْزِلَةِ الرِّضَاءِ بِلُزُوْمِ الْمَالِ بِطَرِيْقِ الْاِقْرَارِ عِنْدَهُمَا وَبِطَرِيْقِ الْبَذْلِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) فَالْحَاصِلُ اَنَّ السُّكُوْتَ فِيْ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ اِلَى الْبَيَانِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ وَبِهٰذَا الطَّرِيْقِ قُلْنَا الْاِجْمَاعُ يَنْعَقِدُ بِنَصِّ الْبَعْضِ وَسُكُوْتِ الْبَاقِيْنَ .

__শাব্দিক অনুবাদ :__ فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَاَمَّا بَيَانُ الْحَالِ বস্তুতঃ বয়ানে হাল (অবস্থাগত বর্ণনা) فَمِثَالُهُ অতঃপর তার উদাহরণ فِيْمَا ইহাতে اِذَا رَأَى যখন প্রত্যক্ষ করেন صَاحِبُ الشَّرْعِ শরিয়ত প্রবক্তা اَمْرًا কোনো কাজ مُعَايَنَةً স্বচক্ষে فَلَمْ يَنْهَ অতঃপর তিনি নিষেধ করেন নি। عَنْ ذٰلِكَ উহা হতে كَانَ سُكُوْتُهُ তার চুপ থাকা হয়েছে بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ বর্ণনার পর্যায়ভুক্ত (যে,) اَنَّهُ مَشْرُوْعٌ নিশ্চয় তা শরিয়ত সম্মত ... অংশীদার اِذَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ যখন বিক্রয় সম্পর্কে অবহিত হয়

وَسَكَتَ নীরব থাকে كَانَ ذٰلِكَ (তখন) নীরব থাকা হবে بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ বর্ণনার পর্যায় (যে,) بِاَنَّهُ رَاضٍ অবশ্যই সে রাজি بِذٰلِكَ এ ব্যাপারে وَالْبِكْرُ الْبَالِغَةُ এবং প্রাপ্তা বয়স্কা কুমারী اِذَا عَلِمَتْ যখন জানতে পারে যে, بِتَزْوِيْجِ الْوَلِيِّ অভিভাবকের (তাকে) বিবাহ দেওয়ার কথা وَسَكَتَتْ عَنِ الرَّدِّ এবং প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে নীরব থাকে كَانَ ذٰلِكَ এ নীরব থাকা হবে بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ بِالرِّضَاءِ وَالْاِذْنِ সন্তুষ্টি ও অনুমতির বর্ণনার পর্যায়ভুক্ত।

وَالْمَوْلٰى আর মনিব اِذَا رَاٰى عَبْدَهُ যখন তার দাসকে দেখতে পায় (যে,) يَبِيْعُ وَيَشْتَرِىْ فِى السُّوْقِ সে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করছে فَسَكَتَ অতঃপর সে নীরব রয়েছে كَانَ ذٰلِكَ তবে এ নীরব থাকা হবে بِمَنْزِلَةِ الْاِذْنِ অনুমতির পর্যায়ভুক্ত فَيَصِيْرُ مَاذُوْنًا ফলে সে অনুমতি প্রাপ্ত হবে فِى التِّجَارَاتِ ব্যবসার ক্ষেত্রে وَالْمُدَّعٰى عَلَيْهِ আর বিবাদী اِذَا نَكَلَ যখন শপথ করতে অস্বীকার করে فِىْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ কাজির দরবারে يَكُوْنُ الْاِمْتِنَاعُ তার এ অস্বীকার করা হবে بِمَنْزِلَةِ الرِّضَاءِ সন্তুষ্টির পর্যায়ভুক্ত بِلُزُوْمِ الْمَالِ মাল অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে بِطَرِيْقِ الْاِقْرَارِ স্বীকারোক্তির পন্থায় عِنْدَهُمَا সাহেবাইনের মতে وبطريق البدل ফিদিয়া আদায়ের পন্থায় عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رح ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে فَالْحَاصِلُ অতএব সারকথা হলো اَنَّ السُّكُوْتَ নিশ্চয় নীরব থাকা فِىْ مَوْضَعِ الْحَاجَةِ اِلَى الْبَيَانِ বর্ণনার প্রয়োজনের সময় بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ বর্ণনার পর্যায়ভুক্ত وَبِهٰذَا الطَّرِيْقِ আর এ বয়ানে হালের পদ্ধতিতে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি (যে,) الْاِجْمَاعُ يَنْعَقِدُ ইজমা সংঘটিত হয় بِنَصِّ الْبَعْضِ وَسُكُوْتِ الْبَاقِيْنَ কোনো কোনো আলিমের স্পষ্ট উক্তি এবং অবশিষ্টদের নীরবতা দ্বারা।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : আর بيان حال ইহার উদাহরণ হলো, শরিয়ত প্রতিষ্ঠাতা যখন স্বচক্ষে কোনো কাজ করতে দেখেন অথচ তিনি নিষেধ করেননি, তার এ প্রকার চুপ থাকাই ঐ কাজটি বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে বর্ণনা। আর شفيع (অংশীদার) যখন (তাহার নিকটস্থ বাড়ি) বিক্রয় সম্পর্কে অবিহিতি হয় তখন সে কিছু না বলে চুপ থাকলে উহা বর্ণনার পর্যায়ভুক্ত হবে যে, সে উহাতে রাজি আছে। আর কুমারী মেয়ে যখন জানতে পারে যে, তার অভিভাবক তাকে বিবাহ দিতেছেন অথচ ইহাতে সে অস্বীকৃতি না জানায় তথা নিশ্চুপ থাকে, তাহলে উহা তার জন্য সম্মতি বলে গৃহীত হবে। আর প্রভু যখন তার গোলামকে বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখে চুপ থাকে, তখন তা অনুমতির পর্যায়ভুক্ত হবে এবং ঐ গোলাম ব্যবসার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বলে স্বীকৃত হবে। আর বিবাদী যখন কাজির দরবারে শপথ করতে অস্বীকার করে, তখন এ অস্বীকার করা ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তার দায়িত্বে মাল অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি প্রদানের পর্যায়ভুক্ত হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট টাকা ফিদিয়া দিয়ে অব্যাহতি লাভ করতে হবে।

মোটকথা, বিবরণের অপরিহার্যতার সময় চুপ থাকা বিবরণেই অন্তর্ভুক্ত। بيان حال পদ্ধতিতে আমরা হানাফীরা বলি, কোনো আলিমের বর্ণনা ও অবশিষ্টদের নীরবতা দ্বারাই ইজমা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَيَانُ حَالٍ -এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ :

قَوْلُهُ اَمَّا بَيَانُ الْحَالِ الخ : بيان حال (নির্বাক বর্ণনা) ঐ নীরবতাকে বলা হয়, যে নীরবতা দ্বারা বক্তার অবস্থার বর্ণনা বা ব্যাখ্যা হয়ে যায়। যেমন– মহানবী ﷺ -এর নিকট কোন সাহাবী কোনো কাজ করে থাকলে মাহানবী ﷺ ঐ কাজটি স্বচক্ষে দেখেও চুপ করে থাকলেন। তখন মহানবী ﷺ -এর নীরবতা দ্বারাই বুঝা গেল যে, তিনি ঐ কাজে সম্মতি প্রকাশ করেছেন এবং এটা শরিয়ত মতে জায়েজ। নতুবা মহানবী ﷺ নীরব থাকতেন না; বরং অস্বীকার করতেন।

قَوْلُهُ وَالشَّفِيْعُ اِذَا عَلِمَ الخ : এরূপে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভূমি বিক্রয় করতে মনস্থ করে, আর شفيع (অংশীদার) ঐ সংবাদ জ্ঞাত হওয়ার পরও যদি ঐ ভূমি বিক্রয়ের ব্যাপারে নির্বাক থাকে এবং ভূমির দাবি না করে, তাহলে মনে করতে হবে যে, ঐ ব্যক্তি অন্যত্র বিক্রয় হয়ে যাওয়াতে রাজি আছে। অতঃপর যদি তার শুফার অংশের দাবি করে তবে তা সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ وَسَكَتَتْ عَنِ الرَّدِّ الخ : অনুরূপভাবে যদি প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী কোনো নারীকে তার অভিভাবক বিবাহ দিয়ে দেয় এবং সে এর সংবাদ অবগত হওয়ার পরও কোনো প্রতিবাদ না করে নীরবতা অবলম্বন করে, তবে তার এই নীরবতাকেই

قَوْلُهُ وَالْمَوْلٰى اِذَا رَأٰى عَبْدَهُ الخ : মনিব যদি দেখে যে তার দাস অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করছে, কিন্তু মনিব তাকে ক্রয় -বিক্রয়ে বাধা না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করে, তবে এ নীরবতা অবলম্বন করাকেই মনিবের পক্ষ হতে অনুমতি ধরে নেয়া হবে। পরে যদি মনিব বলে যে, দাসটি আমার অনুমতি ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় করেছে, তবে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না । সুতরাং এখানে মনিবের নীরবতা অবলম্বন করাই হলো– بيان حال

قَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ اَنَّ السُّكُوتَ الخ : গ্রন্থকার বলেন, যেখানে বর্ণনা-বিবরণের প্রয়োজন সেখানে নীরবতা অবলম্বন করাই بيان حال-এই بيان حال-এর পদ্ধতিতেই আমরা হানাফীরা বলি, কোনো কোনো আলিমের বর্ণনা এবং অবশিষ্ট আলিমদের নীরবতা দ্বারা ইজমা সঙ্ঘটিত হবে। তবে এ প্রকার ইজমাকে ইজমায়ে সুকূতী বলা হয়।

فَصْلٌ وَاَمَّا بَيَانُ الْعَطْفِ فَمِثْلُ اَنْ تَعْطِفَ مَكِيْلًا اَوْ مَوْزُوْنًا عَلٰى جُمْلَةٍ مُجْمَلَةٍ يَكُوْنُ ذٰلِكَ بَيَانًا لِلْجُمْلَةِ الْمُجْمَلَةِ مِثَالُهُ اِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةٌ وَدِرْهَمٌ اَوْ مِائَةٌ وَقَفِيْزُ حِنْطَةٍ كَانَ الْعَطْفُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ اَنَّ الْكُلَّ مِنْ ذٰلِكَ الْجِنْسِ وَكَذَا لَوْ قَالَ مِائَةٌ وَّثَلٰثَةُ اَثْوَابٍ اَوْ مِائَةٌ وَثَلٰثَةُ دَرَاهِمَ اَوْ مِائَةٌ وَثَلٰثَةُ اَعْبُدٍ فَاِنَّهُ بَيَانٌ اَنَّ الْمِائَةَ مِنْ ذٰلِكَ الْجِنْسِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ اَحَدٌ وَّعِشْرُوْنَ دِرْهَمًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ مِائَةٌ وَثَوْبٌ اَوْ مِائَةٌ وَشَاةٌ حَيْثُ لَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ بَيَانًا لِلْمِائَةِ وَاخْتُصَّ ذٰلِكَ فِيْ عَطْفِ الْوَاحِدِ بِمَا يَصْلُحُ دَيْنًا فِى الذِّمَّةِ كَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يَكُوْنُ بَيَانًا فِىْ مِائَةٍ وَّشَاةٍ وَمِائَةٍ وَثَوْبٍ عَلٰى هٰذَا الْاَصْلِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَاَمَّا بَيَانُ الْعَطْفِ বস্তুত বয়ানে আতফ (সংযোজনমূলক বিবরণ) فَمِثْلُ اَنْ تَعْطِفَ অতঃপর যেমন কোনো পরিমাণ বা পরিমাপ যোগ্য জিনিসকে সংযোগ করা مَكِيْلًا اَوْ مَوْزُوْنًا عَلٰى جُمْلَةٍ مُجْمَلَةٍ কোনো অস্পষ্ট বস্তুর সাথে يَكُوْنُ ذٰلِكَ بَيَانًا উহা হবে বর্ণনা لِلْجُمْلَةِ الْمُجْمَلَةِ অস্পষ্ট বস্তুর জন্য مِثَالُهُ তার উদাহরণ اِذَا قَالَ যখন কেউ বলে لِفُلَانٍ অমুকের রয়েছে عَلَيَّ আমার নিকট مِائَةٌ وَدِرْهَمٌ একশত ও এক দিরহাম اَوْمِائَةٌ وَقَفِيْزُ حِنْطَةٍ অথবা একশত ও এক কাফিয গম كَانَ الْعَطْفُ সংযোগ হতে بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ বর্ণনার পর্যায়ভুক্ত اَنَّ الْكُلَّ مِنْ ذٰلِكَ الْجِنْسِ নিশ্চয় সমস্ত একই জাতীয় وكذا আর তদ্রূপ لَوْ قَالَ যদি কেউ বলে مِائَةٌ وَثَلٰثَةُ اَثْوَابٍ (সে আমার কাছে) একশত ও তিনটি কাপড় (পাবে) اَوْمِائَةٌ وَثَلٰثَةُ دَرَاهِمَ অথবা (সে আমার কাছে) একশত ও তিনটি দিরহাম (পাবে) اَوْمِائَةٌ وَثَلٰثَةُ اَعْبُدٍ অথবা (সে আমার কাছে) একশত ও তিনটি দাস (পাবে) فَاِنَّهُ بَيَانٌ অতঃপর ইহাও বর্ণনা (যে,) اَنَّ الْمِائَةَ مِنْ ذٰلِكَ الْجِنْسِ নিশ্চয় একশত ঐ আতফকৃত বস্তু জাতীয় بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ اَحَدٌ وَّعِشْرُوْنَ دِرْهَمًا তার উক্তি এক ও বিশ দিরহামের পর্যায়ভুক্ত بِخِلَافِ قَوْلِهِ مِائَةٌ وَثَوْبٌ তার উক্তি একশত ও কাপড়-এর বিপরীত اَوْمِائَةٌ وَشَاةٌ অথবা একশত ও ছাগল-এর বিপরীত حَيْثُ لَايَكُوْنُ ذٰلِكَ بَيَانًا لِلْمِائَةِ কেননা এ বাক্যটি একশতের বর্ণনা হবে না وَاخْتُصَّ ذٰلِكَ আর উহা নির্দিষ্ট فِيْ عَطْفِ الْوَاحِدِ এককের আতফের মধ্যে بِمَا يَصْلُحُ دَيْنًا এমন কিছুর সাথে যা ঋণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে فِى الذِّمَّةِ কারো দায়িত্বে كَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ যেমন পরিমাপযোগ্য বস্তু ও ওজনের বস্তুতে হয়ে থাকে قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رح ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন يَكُوْنُ بَيَانًا তা বর্ণনা হবে فِىْ مِائَةٍ وَشَاةٍ একশত ও ছাগলের মধ্যে وَمِائَةٌ وَثَوْبٌ এবং একশত ও কাপড়ের মধ্যে عَلٰى هٰذَا الْاَصْلِ এ মূলনীতি অনুসারে।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : بيان عطف (সংযোগমূলক বিবরণ) যেমন- কোনো পরিমাণ বা ওজনযোগ্য জিনিসকে কোনো অস্পষ্ট বস্তুর সাথে সংযোগ করা, যাতে অস্পষ্ট বস্তু স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন, যদি কেউ বলে— لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةٌ وَدِرْهَمٌ অথবা مِائَةٌ وَقَفِيْزُ حِنْطَةٍ (আমার নিকট অমুওক একশত এক দিরহাম পাবে অথবা একশত ও এক মন যব পাবে।) ইহা সংযোগ বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, প্রত্যেকটি একই জাতীয়। আর যদি বলে— مِائَةٌ وَثَلٰثَةُ اَثْوَابٍ অথবা مِائَةٌ وَثَلٰثَةُ دَرَاهِمَ অথবা مِائَةٌ وَ ثَلٰثَةُ اَعْبُدٍ (অমুক আমার নিকট একশত ও তিন খানা কাপড় পাবে, অথবা একশত ও তিনটি টাকা, অথবা একশত ও তিনটি গোলাম পাবে।) তখন এটাও এ বিষয়ে বর্ণনার যে, এ একশতও ঐ জাতীয় বস্তুই। এটা যেন তার কথা— اَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ دِرْهَمًا (এক ও বিশ টাকা) এরই অনুরূপ। আর উক্ত বাক্যটি ঐ বাক্যের বিপরীত যেমন, তার কথা— مِائَةٌ وَثَوْبٌ অথবা مِائَةٌ وَ شَاةٌ (একশত কাপড়, অথবা একশত ছাগল।) কেননা, এ বাক্যটি একশতের বিবরণ হবে না। এবং ইহা এমন এক অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট, যেখানে এককে এমন কিছুর সাথে আত্ফ করা হয় যা কারো দায়িত্বে ঋণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যেমন— পরিমাপে যোগ্য বস্তু ও ওজনের বস্তুতে হয়ে থাকে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, উল্লিখিত মূলনীতি অনুসারে مائة وثوب ও مائة وشاة বিবরণের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَمَّا بَيَانُ الْعَطْفِ الخ : পরিমাপ বা ওজনযোগ্য কোনো বস্তুকে কোনো অস্পষ্ট বিষয়ের ওপর 'আতফ' করা যাতে ঐ অস্পষ্ট বিষয়ের বর্ণনা হয়ে যায়, উহাকে শরিয়তের পরিভাষায় عطف بيان বলা হয়। গ্রন্থকার এ عطف সম্পর্কে তিনটি নিয়ম বর্ণনা করেছেন—

১. গণনাযোগ্য একবচনকে গণনাযোগ্য বহুবচনের ওপর আতফ করা। তবে শর্ত হলো, একবচনটি পরিমাপ বা ওজনযোগ্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। যেমন, কারো উক্তি— لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةٌ وَدِرْهَمٌ اَوْ مِائَةٌ وَقَفِيْزُ حِنْطَةٍ (অমুক আমার নিকট একশত এবং এক দিরহাম, অথবা একশত এবং এক পালি গম পাবে।) এখানে আতফ দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রথম উদাহরণে مائة (একশত) দ্বারা একশত দিরহাম উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় উদাহরণে مائة (একশত) দ্বারা একশত পালি গম উদ্দেশ্য। সুতরাং درهم এবং قفيز حنطة শব্দদ্বয় مائة -এর عطف بيان হলো।

২. معطوف عليه ও معطوف -এর সংখ্যা উল্লেখ করা। معطوف টি পরিমাপ বা ওজনযোগ্য বস্তু হোক বা অন্য কোনো বস্তু হোক। যেমন- مِائَةٌ وَثَلٰثَةُ اَثْوَابٍ - مِائَةٌ وَثَلٰثَةُ دَرَاهِمَ এবং مِائَةٌ وَثَلٰثَةُ اَعْبُدٍ এই উদাহরণ গুলোতে معطوف ও معطوف : ١ ، উভয়ের মধ্যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু دراهم، اثواب، اعبد -এর কোনোটিই পরিমাপ বা ওজনযোগ্য বস্তু নয়; বরং গণনাযোগ্য বস্তু। আর এ অবস্থায় معطوف দ্বারা معطوف عليه -এর বর্ণনা হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং জানা গেল যে, উল্লিখিত উদাহরণগুলোতে একশত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো— ثَوْبٌ، دِرْهَمٌ ও غُلَامٌ , যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি বলে— اَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ دِرْهَمًا এখানে احد মা'তূফ আলাইহের দ্বারা দিরহামই উদ্দেশ্য হবে।

৩. যে معطوف সংখ্যাবাচক কিংবা পরিমাপ বা ওজনযোগ্য নয় উহাকে সংখ্যা বাচকের ওপর আতফ করা। যেমন- مائة وثوب এবং مائة وشاة বলা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এ অবস্থায় معطوف দ্বারা জানা যায় না যে, معطوف عليه উহার সমজাতীয় কিনা? কেননা, معطوف عليه পরিমাপ বা ওজনযোগ্য বস্তু হলে উহার تمييز - কে বিলোপ করে উহার উপর কোনো সংখ্যাবাচক শব্দকে تمييز সহকারে আতফ করার বিধান রয়েছে। অনুরূপভাবে যা পরিমাপ বা ওজনযোগ্য এমন বস্তুর আতফ সংখ্যা বাচকের ওপর করাও বিধান রয়েছে। আর পরিমাপ ও ওজনযোগ্য নয় এমন বস্তুর আতফ সংখ্যাবাচক বস্তুর উপর করার বিধান রয়েছে। সুতরাং বক্তার উক্তি— مائة وثوب এবং مائة وشاة এখানে আত্ফ দ্বারা বুঝা যায় না যে, مائة (একশত) কি কাপড় না বকরি; বরং বিষয়টি বক্তার বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং একশত দ্বারা তা উদ্দেশ্য হবে, যা বক্তা বলবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তারফাইন কর্তৃক উল্লিখিত অবস্থা সমূহের হুকুমের মধ্যে পার্থক্যকরণকে মেনে নিতে পারে নি। তিনি প্রথমোক্ত অবস্থাদ্বয়ের ন্যায় তৃতীয় অবস্থায়ও عطف -কে بيان সাব্যস্ত করে বলেন যে, مائة وثوب এবং مائة وشاة -এর মধ্যেও مائة দ্বারা উদ্দেশ্য ثوب (কাপড়) এবং شاة (বকরি)। ইহাতে বক্তার বর্ণনার কোনো প্রয়োজন নেই।

فَصْلٌ وَاَمَّا بَيَانُ التَّبْدِيْلِ وَهُوَ النَّسْخُ فَيَجُوْزُ ذٰلِكَ مِنْ صَاحِبِ الشَّارِعِ وَلَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ مِنَ الْعِبَادِ وَعَلٰى هٰذَا بَطَلَ اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ عَنِ الْكُلِّ لِاَنَّهٗ نَسْخُ الْحُكْمِ وَلَا يَجُوْزُ الرُّجُوْعُ عَنِ الْاِقْرَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ لِاَنَّهٗ نَسْخٌ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ ذٰلِكَ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ اَلْفٌ قَرْضٌ اَوْ ثَمَنُ الْمَبِيْعِ وَقَالَ وَهِيَ زُيُوْفٌ كَانَ ذٰلِكَ بَيَانُ التَّغْيِيْرِ عِنْدَهُمَا فَيَصِحُّ مَوْصُوْلًا وَبَيَانُ التَّبْدِيْلِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) فَلَا يَصِحُّ وَاِنْ وَصَلَ وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ بِاَعْيُنِهَا وَلَمْ اَقْبِضْهَا وَالْجَارِيَةُ لَا اَثَرَلَهَا كَانَ ذٰلِكَ بَيَانُ التَّبْدِيْلِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ (رح) لِاَنَّ الْاِقْرَارَ بِلُزُوْمِ الثَّمَنِ اِقْرَارٌ بِالْقَبْضِ عِنْدَ هَلَاكِ الْمَبِيْعِ اِذْ لَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فَلَا يَبْقَى الثَّمَنُ لَازِمًا -

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ وَاَمَّا بَيَانُ التَّبْدِيْلِ বস্তুত বয়ানে তাবদীল (পরিবর্তনমূলক বিবরণ) وَهُوَ النَّسْخُ তা হলো নসখ (রহিতকরণ) فَيَجُوْزُ ذٰلِكَ অতঃপর উহা (নসখকারী) বৈধ مِنْ صَاحِبِ الشَّارِعِ শরিয়ত প্রবক্তার পক্ষ থেকে। وَلَا يَجُوْزُ ذٰلِكَ এবং নস্‌খ জায়েজ নেই مِنَ الْعِبَادِ বান্দাদের পক্ষ হতে وَعَلٰى هٰذَا আর এ ভিত্তিতে بَطَلَ اِسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ عَنِ الْكُلِّ সম্পূর্ণ বস্তুত হতে সম্পূর্ণ বস্তুর ইসতেসনা তথা পৃথকীকরণের বিধান বাতিল لِاَنَّهٗ কেননা, তা نَسْخُ الْحُكْمِ হুকুমকে রহিতকরণ وَلَا يَجُوْزُ الرُّجُوْعُ ফিরে আসা জায়েজ নেই عَنِ الْاِقْرَارِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ স্বীকারোক্তি, তালাক ও আবাদ করার ঘোষণা থেকে لِاَنَّهٗ نَسْخٌ কেননা, তাহল নস্‌খ (রহিতকরণ) وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ ذٰلِكَ বান্দার জন্য উহার ক্ষমতা নেই। وَلَوْ قَالَ আর যদি কেউ বলে لِفُلَانٍ অমুকের জন্য রয়েছে عَلَيَّ আমার নিকট اَلْفٌ এক হাজার টাকা। قَرْضٌ ঋণ বাবদ اَوْ ثَمَنُ الْمَبِيْعِ অথবা বিক্রিত মালের মূল্য বাবদ وَقَالَ এবং সে বলল وَهِيَ زُيُوْفٌ উহা অচল মুদ্রা كَانَ ذٰلِكَ بَيَانُ التَّغْيِيْرِ (তখন) উহা বয়ানে তাগয়ীর হবে। عِنْدَهُمَا সাহেবাইনের মতে فَيَصِحُّ مَوْصُوْلًا অতএব, সাথে সাথে বললে শুদ্ধ হবে وَبَيَانُ التَّبْدِيْلِ আর (উহা) বয়ানে তাবদীল হবে عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে فَلَا يَصِحُّ সুতরাং তা শুদ্ধ হবে না وَاِنْ وَصَلَ যদিও সাথে সাথে বলে وَلَوْ قَالَ আর যদি কেউ বলে لِفُلَانٍ অমুকের জন্য রয়েছে عَلَيَّ আমার নিকট اَلْفٌ এক হাজার টাকা مِنْ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ দাসীর মূল্য বাবদ بِاَعْيُنِهَا স্বয়ং وَلَمْ اَقْبِضْهَا এবং আমি তা গ্রহণ করিনি وَالْجَارِيَةُ لَا اَثَرَلَهَا অথচ দাসীর কোনো নিদর্শন নেই كَانَ ذٰلِكَ بَيَانُ التَّبْدِيْلِ তবে তা বয়ানে তাবদীল হবে عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رح ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট لِاَنَّ الْاِقْرَارَ কেননা স্বীকারোক্তি بِلُزُوْمِ الثَّمَنِ মূল্য প্রদানের আবশ্যকতার اِقْرَارٌ بِالْقَبْضِ হস্তগত করার স্বীকারোক্তির শামিল عِنْدَ هَلَاكِ الْمَبِيْعِ বিক্রিত বস্তু নষ্ট হওয়ার সময় اِذْ কেননা لَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْقَبْضِ যদি হস্তগত করার পূর্বে নষ্ট হয়ে যায় يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ মূল্য পরিশোধের অপরিহার্যতা আর অবশিষ্ট থাকে না।

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : বয়ানে তাবদীল রহিতকরণকেই বলা হয়। আর ইহা শরিয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে বৈধ; বান্দার পক্ষ হতে বৈধ নয়। এ সূত্রানুযায়ী কোনো কিছু হতে সম্পূর্ণটুকু বাদ দেওয়া বৈধ নয়। কেননা, ইহাতে হুকুম রহিতকরণ হয়। তেমনি স্বীকাররোক্তি, তালাক দান ও গোলাম আযাদ করা হতে ফিরে আসা বৈধ নয়। কেননা, ইহাও হুকুম রহিতকরণের অন্তর্ভুক্ত। আর হুকুম রহিতকরণ তো বান্দার জন্য বৈধ নয়। আর যদি বলে, অমুক ব্যক্তি আমার নিকট ঋণ বাবদ অথবা বিক্রিত মালের মূল্য হিসেবে এক হাজার টাকা পাবে। আর যদি বলে উহা زُيُوْفٌ বা ক্রটিযুক্ত মুদ্রা, তখন উহা ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট بَيَانُ تَغْيِيْر হবে। অতএব, সাথে সাথে বললে শুদ্ধ হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট بيان تبديل হবে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে বললেও শুদ্ধ হবে না। আর যদি বক্তা বলে, অমুক ব্যক্তি আমার নিকট তার বাঁদি বিক্রয়ের মূল্য বাবদ এক হাজার টাকা পাবে, আর আমি তাকে হস্তগত করিনি। এমতাবস্থায় বিক্রিত বাঁদিটি যদি অজ্ঞাত হয় তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট وَلَمْ اَقْبِضْهَا বলাতে بيان تبديل হলো। কেননা, বিক্রিত বস্তু নষ্ট হওয়ার সময় মূল্য প্রদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার... করার স্বীকারোক্তির শামিল। যেহেতু বিক্রিত বস্তু

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اَمَّا بَيَانُ التَّبْدِيْلِ وَهُوَ الخ **:** এ কথায় ওলামাগণ মতভেদ করেন যে, بيان تبديل বয়ানের অন্তর্ভুক্ত কিনা। জমহুরে ওলামা বলেন, উহা বয়ানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা نسخ -এর অর্থ হলো, পূর্ববর্তী হুকুমকে শেষ করে দেওয়া। আর বয়ান বলা হয় যা হুকুম প্রকাশ করার মাধ্যমে হয়। উহাকে বয়ান বলে না যা প্রতিহত করার মাধ্যমে হয়। কিন্তু গ্রন্থকার আল্লামা ফখরুল ইসলাম (র.)-এর অনুকরণ করে সে হুকুমকে বয়ানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা, তাঁর মতে نسخ অর্থ হলো, পূর্বোক্ত হুকুমকে শেষ করে দেওয়া নয়; বরং পূর্বোক্ত হুকুমের সময়সীমা বর্ণনা করে দেওয়া। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী হুকুমের মেয়াদ এতদিন ছিল, যা এখন শেষ হয়ে গেছে। যেমন— মদ ইসলামের প্রথম যুগে হালাল ছিল, পরে উহা হালাল হওয়ার যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং উহা হারাম হয়ে গেছে। গ্রন্থকার বয়ানের সংখ্যায় ইমাম ফখরুল ইসলামের অনুকরণ করেছেন। কেননা, তাঁর মতে বয়ান সাত প্রকার।

জমহুরের মতে بيان -এর সংখ্যা :

জমহুরের মতে বয়ান পাঁচ প্রকার। তাঁরা বয়ানে তাবদীল মানেন না এবং বয়ানে হালকে বয়ানে যরূরতের শামিল করে দেন।

قَوْلُهٗ وَهُوَ النَّسْخُ الخ **:** النسخ শব্দটি বাবে فتح -এর ক্রিয়ামূল। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ– বাতিল বা রহিত করা, দূর করা, পরিবর্তন করা, মিটিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

শরিয়তের পরিভাষায়, সময় বা অবস্থার দাবি অনুযায়ী পূর্ববর্তী কোনো বিধানকে পরবর্তী কোনো বিধান দ্বারা রহিতকরণকে 'নসখ' বলা হয়।

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে 'নসখ' বৈধ। বৈধতার প্রমাণ কুরআনেই বিদ্যমান। মহান আল্লাহর ভাষায়—

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا -

(অর্থাৎ, আমি যে-কোনো আয়াত রহিত করি অথবা বিস্মৃত করে দেই তা হতে উত্তম বা অনুরূপ কোনো আয়াত তদস্থলে উপস্থিত করে থাকি।—(বাকারা –১০৬)

শরয়ী বিধানে নস্খ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কোনো বান্দা এমনকি নবী-রাসূলকেও এ অধিকার দেওয়া হয় না।

নস্খের উদ্দেশ্য হলো, পূর্ববর্তী বিধানের চেয়ে সহজ বিধান উপস্থাপন করা; কিংবা এমন বিধান উপস্থাপন করা যা পালনে প্রথম বিধান হতে বেশি ছওয়াব লাভ হবে।

قَوْلُهٗ وَعَلٰى هٰذَا بَطَلَ الخ **:** 'নসখ' শরিয়ত প্রবর্তনের পক্ষ হতে বৈধ, বান্দার পক্ষ হতে বৈধ নয়— এ সূত্রানুযায়ী কোনো কিছু হতে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া বৈধ নয়। কেননা, ইহাতে হুকুম রহিতকরণ হয়। তবে প্রশ্ন হয় যে, কি পরিমাণ বাদ দেওয়া বা রহিতকরণ বৈধ? উক্ত প্রশ্নের সমাধানে হানাফীগণ বলেন, অধিকাংশ বাদ দেওয়া বৈধ। আর হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ইমামের মতে, অর্ধেক বা তার চেয়ে বেশি বাদ দেওয়া বৈধ নয়। আর সম্পূর্ণটা বাদ দেওয়া বৈধ নয় তখন, যখন مستثنى ও مستثنى منه একই শব্দ হয়। যেমন– لَهٗ عَلَىَّ عَشَرَةٌ اِلَّا عَشَرَةً কিন্তু যদি مستثنى ও مستثنى منه -এর শব্দ ভিন্ন হয়, তবে সম্পূর্ণটা বাদ দেওয়া বৈধ। যেমন– কোনো ব্যক্তি বলল যে, যয়নব, আয়িশা ও খালেদা ব্যতীত আমার সব স্ত্রী তালাক। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির স্ত্রী সংখ্যা যদি এ তিনজনই হয়, তবে তালাক কার্যকর হবে না। কেননা, এখান مستثنى ও مستثنى منه -এর শব্দ এক না হওয়ার কারণে সম্পূর্ণটা বাদ দেওয়া বৈধ হয়েছে।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১. بيان -এর সংজ্ঞা দাও। بيان কত প্রকার ও কি কি? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২ بيان التقرير কাকে বলে? উপমাসহ বিস্তারিত আলোচনা কর।

৩. بيان التفسير বলতে কি বুঝ? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৪. بيان التغيير -এর সংজ্ঞা ও হুকুম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

৫. بيان الضرورة -এর সংজ্ঞা দাও এবং এর উদাহরণগুলো উল্লেখ কর।

৬. بيان الحال সম্পর্কে যা জান বিস্তারিত লিখ।

৭. بيان العطف কি? এর উপকারিতা বিশুদ্ধ চিন্তাধারার মাধ্যমে বর্ণনা কর।

৮. [illegible] -এর পরিচয় দাও। এটা [illegible] -এর অন্তর্ভুক্ত কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য থাকলে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর।

اَلْبَحْثُ الثَّانِىْ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الرَّمْلِ وَالْحَصٰى

فَصْلٌ فِىْ اَقْسَامِ الْخَبَرِ : خَبَرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابِ فِىْ حَقِّ لُزُوْمِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهٖ فَاِنَّ مَنْ اَطَاعَهٗ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ فَمَا مَرَّ ذِكْرُهٗ مِنْ بَحْثِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَالْمُشْتَرَكِ وَالْمُجْمَلِ فِى الْكِتَابِ فَهُوَ كَذٰلِكَ فِىْ حَقِّ السُّنَّةِ اِلَّا اَنَّ الشُّبْهَةَ فِىْ بَابِ الْخَبَرِ فِىْ ثُبُوْتِهٖ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاتِّصَالِهٖ بِهٖ وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى صَارَ الْخَبَرُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ قِسْمٌ صَحَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَثَبَتَ مِنْهُ بِلَا شُبْهَةٍ وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ وَقِسْمٌ فِيْهِ ضَرْبُ شُبْهَةٍ وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ وَقِسْمٌ فِيْهِ اِحْتِمَالٌ وَشُبْهَةٌ وَهُوَ الْاٰحَادُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : خَبَرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূল ﷺ -এর খবর (হাদীস) بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابِ কুরআন মাজীদের পর্যায়ভুক্ত فِىْ حَقِّ لُزُوْمِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهٖ -এর দ্বারা ইলম ও আমল আবশ্যক হওয়ার বিবেচনায় فَاِنَّ مَنْ اَطَاعَهٗ কেননা যে ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করল فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করল فَمَا مَرَّ ذِكْرُهٗ অতঃপর যে সব আলোচনা বিগত হয়েছে مِنْ بَحْثِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَالْمُشْتَرَكِ وَالْمُجْمَلِ খাস, আম মুশতারিক, মুজমাল ইত্যাদির আলোচনা থেকে فِى الْكِتَابِ কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে فَهُوَ كَذٰلِكَ তা অনুরূপ প্রযোজ্য فِىْ حَقِّ السُّنَّةِ হাদীসের ক্ষেত্রেও اِلَّا اَنَّ الشُّبْهَةَ فِىْ بَابِ الْخَبَرِ তবে হাদীসের অধ্যায়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে فِىْ ثُبُوْتِهٖ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূল ﷺ থেকে সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে وَاتِّصَالِهٖ بِهٖ এবং তাঁর সাথে হাদীসের ধারাবাহিকতা মিলিত হওয়ার ব্যাপারে وَلِهٰذَا الْمَعْنٰى আর এ কারণে صَارَ الْخَبَرُ হাদীস বিভক্ত হয়েছে عَلٰى ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ তিন ভাগে قِسْمٌ صَحَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ঐ প্রকারের হাদীস যা রাসূল ﷺ থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে وَثَبَتَ مِنْهُ এবং তাঁর থেকে সাব্যস্ত হয়েছে بِلَا شُبْهَةٍ নিঃসন্দেহে وَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ আর তা হলো হাদীসে মুতাওয়াতির وَقِسْمٌ فِيْهِ ضَرْبُ شُبْهَةٍ ঐ প্রকারের হাদীস যার মধ্যে এক প্রকার সন্দেহ রয়েছে وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ আর তা হলো হাদীসে মাশহুর وَقِسْمٌ فِيْهِ اِحْتِمَالٌ وَشُبْهَةٌ ঐ প্রকারের হাদীস যার মধ্যে অশুদ্ধির সম্ভাবনা ও সন্দেহ রয়েছে وَهُوَ الْاٰحَادُ আর তা হলো খবরে ওয়াহেদ।

সরল অনুবাদ : দ্বিতীয় আলোচনা নবী করীম ﷺ -এর হাদীস সম্পর্কে, যা বালি এবং কঙ্করের সংখ্যা হতেও অধিক।

পরিচ্ছেদ : خبر -এর প্রকারসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে; নবী কারীম ﷺ -এর হাদীস দ্বারা علم ও عمل আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে উহা কিতাবুল্লাহ তথা কুরআনের সমপর্যায়ে। কেননা, যে ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করল। সুতরাং خاص، عام، مشترك، مجمل ইত্যাদির যে সকল আলোচনা কিতাবুল্লাহের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তা হাদীসের মধ্যেও প্রযোজ্য হবে। তবে হাদীসের অধ্যায়ে হাদীস নবী করীম ﷺ হতে সাব্যস্ত হওয়ার এবং নবী কারীম ﷺ পর্যন্ত হাদীসের ধারা পৌঁছার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে এবং এ প্রেক্ষিতে হাদীস তথা خبر তিন ভাগে বিভক্ত ঃ (১) ঐ হাদীস যা নবী করীম ﷺ হতে সহীহ ও নিঃসন্দেহের সাথে সাব্যস্ত হয়েছে, ইহাই خبر متواتر (২) ঐ হাদীস যার মধ্যে এক প্রকার সন্দেহ আছে। আর সেই প্রকার হলো— خبر مشهور (৩) ঐ হাদীস যার মধ্যে সরাসরি সন্দেহের অবকাশ আছে, উহাই خبر واحد

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ-এর আলোচনা :

সুন্নত-এর পরিচয় :

সুন্নতের আভিধানিক অর্থ : সুন্নত শব্দের আভিধানিক অর্থ— নিয়ম, অভ্যাস, রীতি, চলার পথ, কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি। যেমন, আল্লাহর বাণী— وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (তুমি কখনো আল্লাহর অভ্যাস, নিয়ম-রীতি, কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না।)

পারিভাষিক অর্থ : ফকীহদের পরিভাষায় ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত সমস্ত ইবাদতকে সুন্নত বলা হয়।

বস্তুত হাদীস বিশারদ ও ফিকহ্ শাস্ত্রের মূলনীতি বিশারদদের পরিভাষায় রাসূল ﷺ-এর কথা, কাজ ও নীরব সমর্থনকে বলা হয় সুন্নত। আর অত্র অধ্যায়ে সুন্নত দ্বারা এ অর্থই উদ্দেশ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে সুন্নত ও হাদীস সমার্থবোধক।

خبر-এর পরিচয় : যা মহানবী ﷺ ব্যতীত অন্য কারো থেকে বর্ণিত তাকেই خبر বলা হয়।

* পুরাতন ঘটনাবলি, ঐতিহাসিক ঘটনাবলিও খবরের অন্তর্ভুক্ত।
* হাদীস বর্ণনাকারীদের محدث বলা হয়, আর خبر-এর রাবীদেরকে اخبارى বলা হয়।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْخَبَرِ وَالسُّنَّةِ বা খবর ও সুন্নতের মধ্যকার পার্থক্য :

* কোনো কোনো মুহাদ্দিসের বর্ণনা মতে উভয়টি একই জিনিস।
* কারো কারো মতে خبر ও حديث-এর মধ্যে عموم خصوص مطلق-এর সম্পর্ক অর্থাৎ, যা حديث তা-ই خبر কিন্তু যা خبر তা হাদীস নয়।

এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন— كُلُّ حَدِيْثٍ خَبَرٌ وَبَعْضُ الْخَبَرِ حَدِيْثٌ وَبَعْضُ الْخَبَرِ لَيْسَ بِحَدِيْثٍ। অর্থাৎ, প্রত্যেক হাদীসই خبر-এর অন্তর্ভুক্ত এবং কিছু خبر হলো হাদীস আবার কিছু খবর হাদীস (সুন্নত) নয়।

* কারো কারো মতে حديث ও خبر-এর মাঝে نسبة تبائن-এর সম্পর্ক। তাঁরা হাদীস (সুন্নত) বলেন, যা কিছু মহানবী ﷺ হতে প্রকাশ পেয়েছে তাকে। আর যা মহানবী ﷺ ব্যতীত অন্যদের থেকে নির্গত হয়েছে, তাকে خبر বলেছেন।

মোট কথা, সুন্নতও খবর ও সমার্থবোধক। তবে সুন্নত শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক। ইহা রাসূল ﷺ-এর কথা, কাজ ও সমর্থন সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর খবর বলতে শুধু কথাকে বুঝায়। এ কারণে গ্রন্থকার সুন্নতের প্রকার স্থলে খবরের প্রকারের বর্ণনা দিয়েছেন।

সুন্নত বা হাদীস অথবা খবর অসংখ্য। অবশ্য মুজতাহিদগণের জন্য সকল সুন্নতের জ্ঞান থাকা আবশ্যক নয়; বরং এ পরিমাণ সুন্নতের জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যা আহকামে শরিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর উহাদের সংখ্যা হলো তিন হাজার।

সুন্নতের মর্যাদা : কুরআনী জ্ঞান অর্জন ও তদনুযায়ী জীবন গঠন যেমন বান্দার ওপর ওয়াজিব, অদ্রূপ হাদীসে কাওলীর জ্ঞান অর্জন ও তদনুযায়ী জীবন গঠনও ওয়াজিব। সুতরাং জানা ও মানার বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে হাদীসে কাওলী কুরআনেরই সমপর্যায়ের। কেননা, রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য যেন আল্লাহরই আনুগত্য। আল-কুরআনের ভাষায়— مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ [যে রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।] তা ছাড়া রাসূল ﷺ-এর উপস্থাপিত বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার নির্দেশ আল্লাহই দিয়েছেন। মহান আল্লাহর ভাষায়— وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا [রাসূল ﷺ তোমাদের নিকট যে বিধান উপস্থাপনা করেছেন, তোমরা উহা গ্রহণ কর এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।] এখানে خذوا শব্দটি নির্দেশসূচক যা ওয়াজিবের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, জানা ও মানার বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে হাদীসে কাওলী কুরআনেরই সমপর্যায়ের।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّ الشُّبْهَةَ الخ-এর আলোচনা : এখানে একটি সংশয়ের সমাধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

تَقْرِيْرُ الشُّبْهَةِ : উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একটি সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, হাদীস যখন কুরআনেরই সমপর্যায়ের তখন সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতির বা ধারাবাহিক বর্ণনায় বর্ণিত হওয়া উচিত, অথচ সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতির নয়।

اِزَالَةُ الشُّبْهَةِ বা সংশয়ের অপনোদন :

উক্ত সন্দেহের অপনোদন এই যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে মহানবী ﷺ-এর মাধ্যমে সঠিকভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌছার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হাদীস মহানবী ﷺ হতে প্রকাশিত হওয়ার এবং মহানবী ﷺ পর্যন্ত হাদীসের ধারা

সুন্নতের বর্ণনার স্থলে খবরের প্রকার বর্ণনা ও উহার আমলের গুরুত্বারোপ :

قَوْلُهٗ اَقْسَامُ الْخَبَرِ الخ : প্রকাশ থাকে যে, যে সকল আলোচনা কুরআনের ব্যাপারে প্রযোজ্য হয়েছে, তা حديث قولى-এর ব্যাপারেও প্রযোজ্য। আর خبر বলতে حديث قولى-কেই বুঝায়। এ জন্য গ্রন্থকার এখানে সুন্নতের প্রকারের স্থলে খবরের প্রকারের বর্ণনা দিয়েছেন এবং حديث قولى -এর দ্বারা علم ও عمل বাঞ্ছনীয় হওয়ার দিক হতে উহা কুরআনের পর্যায়ে বলে উল্লেখ করেছেন।

অর্থাৎ, যেরূপ কুরআনের علم অর্জন করা এবং উহার সাথে عمل করা বান্দার ওপর ওয়াজিব, অনুরূপ হাদীসের علم অর্জন করা এবং উহার প্রতি عمل করাও বান্দার উপর ওয়াজিব। যেমন— নবী করীম ﷺ-এর আনুগত্য মানে আল্লাহর আনুগত্য হওয়ার উল্লেখ এবং নবী কারীম ﷺ -এর হাদীসের সাথে عمل ওয়াজিব হওয়ার উল্লেখ কুরআনে আছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا অর্থাৎ, "রাসূল ﷺ যা নিয়ে আগমন করেছেন তা গ্রহণ কর, আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।" আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ অর্থাৎ, যে নবী কারীম ﷺ -এর আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল।

সুন্নত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা :

সুন্নত শব্দের অর্থ হলো— চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। ইহা ফিকহ্ শাস্ত্রের প্রচলিত ও ব্যবহৃত সুন্নত নয়। ইমাম রাগেব লিখেছেন— وَسُنَّةُ النَّبِىِّ طَرِيْقَةُ الَّتِىْ تَخَيَّرُهَا - مفردات راغب : ٣٤٥ع

সুন্নাতুন্নবী বলতে সে পথ ও রীতি পদ্ধতিকে বুঝায়, যা মহানবী ﷺ বাছাই করে নিতেন ও অবলম্বন করে চলতেন। ইহা কখনো হাদীস শব্দের সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

سُنَّةُ الْحَدِيْثِ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ - لغات القرآن : ج ٣ ٤٠٢ মুয়ায তোমাদের জন্য পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

'সুন্নত' শব্দটি রাসূলের কথা, কাজ ও চুপ থাকা এবং সাহাবীদের কথা ও কাজকে বুঝায়।

اَمَّا السُّنَّةُ فَتُطْلَقُ فِى الْاَكْثَرِ عَلٰى مَا اُضِيْفَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ فَهِىَ مُرَادِفَةٌ لِلْحَدِيْثِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْاُصُوْلِ - نورالانوار : ١٧٩

'সুন্নত' অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাসূলের নামে কথিত কথা, কাজ ও সমর্থনকে বুঝায়। ইহা বিশেষজ্ঞদের মতে হাদীসের সমার্থবোধক।

আল্লামা আবদুল আযীয হানাফী লিখেছেন—

لَفْظُ السُّنَّةِ شَامِلٌ لِقَوْلِ الرَّسُوْلِ وَفِعْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيُطْلَقُ عَلٰى طَرِيْقَةِ الرَّسُوْلِ وَاَصْحَابِهٖ - عَلَّامَةُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ الحنفى: كشف الاسرار : ٣٥٩

'সুন্নত' শব্দটি রাসূল ﷺ-এর কথা ও কাজকে বুঝায় এবং রাসূল ﷺ ও সাহাবীদের অনুসৃত বাস্তব কর্মনীতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

আল্লামা সফীউদ্দিন আল-হাম্বলী লিখেছেন—

اَلسُّنَّةُ مَاوَرَدَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ غَيْرِ الْقُرْاٰنِ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيْرٍ - قواعد الاصول :٩١

'সুন্নত' বলতে বুঝায় কুরআন ছাড়া রাসূল ﷺ -এর সব কথা, কাজ সমর্থন ও অনুমোদন।

সুন্নত ও খবরের মধ্যে পার্থক্য ও খবর-এর প্রকার :

সুন্নাত শব্দটি 'আম। মহানবী ﷺ -এর কথা, কাজ ও সমর্থন তিনটিকেই বুঝায়। আর মহানবী ﷺ -এর শুধু ভাষাকেই খবর বলে। যেমন— কুরআন আল্লাহর বাণীকে বলে। কুরআন সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ আলোচিত হয়েছে তাদের সম্পর্ক শুধু মহানবী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সাথেই রয়েছে। কাজেই গ্রন্থকার সুন্নতের প্রকারভেদ আলোচনা না করে খবর -এর প্রকার বর্ণনা করেছেন। অবগত হওয়া ও বাস্তবায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসে কাওলী প্রায় কুরআনের সমপর্যায়। কেননা, মহানবীর আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যেরই নামান্তর। আল্লাহর বাণী— مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ "যে মহানবী ﷺ -এর আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল।" যেভাবে কুরআনের শব্দসমূহ খাস, আম, মুশতারাক, মুজমাল ইত্যাদি ভাবে বিভক্ত, অনুরূপভাবে হাদীসের শব্দসমূহও বিভক্ত।

খবর তিন প্রকার ঃ (১) খবরে মুতাওয়াতির, (২) খবরে মাশহুর ও (৩) খবরে ওয়াহিদ।

فَالْمُتَوَاتِرُ مَانَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ لَايَتَصَوَّرُ تَوَافُقُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ لِكَثْرَتِهِمْ وَاتَّصَلَ بِكَ هٰكَذَا مِثَالُهُ نَقْلُ الْقُرْاٰنِ وَاِعْدَادُ الرَّكْعَاتِ وَمَقَادِيْرُ الزَّكٰوةِ وَالْمَشْهُوْرُ مَا كَانَ اَوَّلُهُ كَالْاٰحَادِ ثُمَّ اشْتَهَرَ فِي الْعَصْرِ الثَّانِيْ وَالثَّالِثِ وَتَلَقَّتْهُ الْاُمَّةُ بِالْقَبُوْلِ فَصَارَ كَالْمُتَوَاتِرِ حَتّٰى اِتَّصَلَ بِكَ وَذٰلِكَ مِثْلُ حَدِيْثِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ وَالرَّجْمِ فِيْ بَابِ الزِّنَا ثُمَّ الْمُتَوَاتِرُ يُوْجِبُ الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ وَيَكُوْنُ رَدُّهُ كُفْرًا وَالْمَشْهُوْرُ يُوْجِبُ عِلْمَ الطُّمَانِيْنَةِ وَيَكُوْنُ رَدُّهُ بِدْعَةً وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيْ لُزُوْمِ الْعَمَلِ بِهِمَا وَاِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْاٰحَادِ فَنَقُوْلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ هُوَ مَانَقَلَهُ وَاحِدٌ عَنِ الْوَاحِدِ اَوْ وَاحِدٌ عَنْ جَمَاعَةٍ اَوْجَمَاعَةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَلَا عِبْرَةَ لِلْعَدَدِ اِذَا لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الْمَشْهُوْرِ -

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> فَالْمُتَوَاتِرُ مَا نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ অতঃপর মুতাওয়াতির ঐ হাদীসকে বলা হয় যাকে একদল রাবী বর্ণনা করেছেন عَنْ جَمَاعَةٍ অপর এক দল থেকে لَايَتَصَوَّرُ কল্পনা করা যায় না تَوَافُقُهُمْ তাদের ঐকমত্য হওয়ার عَلَى الْكِذْبِ মিথ্যার উপর لِكَثْرَتِهِمْ তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে وَاتَّصَلَ بِكَ এবং তোমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছে هٰكَذَا এ পদ্ধতিতে مِثَالُهُ-এর উদাহরণ نَقْلُ الْقُرْاٰنِ কুরআন মাজীদের বর্ণনা وَاِعْدَادُ الرَّكْعَاتِ সালাতের রাক'আতের বর্ণনা وَمَقَادِيْرُ الزَّكٰوةِ যাকাতের পরিমাণের বর্ণনা وَالْمَشْهُوْرُ مَاكَانَ اَوَّلُهُ আর মাশহুর উহাকে বলা হয় যার প্রথম অবস্থা ছিল كَالْاٰحَادِ খবরে ওয়াহেদের মতো ثُمَّ اشْتَهَرَ অতঃপর প্রসিদ্ধি লাভ করেছে فِي الْعَصْرِ الثَّانِيْ وَالثَّالِثِ দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে وَتَلَقَّتْهُ الْاُمَّةُ بِالْقَبُوْلِ এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়া (সাধারণভাবে) উহা গ্রহণ করে নিয়েছে فَصَارَ كَالْمُتَوَاتِرِ অতঃপর তা মুতাওয়াতিরের মতো হয়েছে حَتّٰى اتَّصَلَ بِكَ এমনকি (এভাবে) তোমার সাথে মিলিত হয়েছে وَذٰلِكَ مِثْلُ حَدِيْثِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ আর এর উদাহরণ যেমন মোজার উপর মাসেহ করা সংক্রান্ত হাদীস وَالرَّجْمُ فِيْ بَابِ الزِّنَا এবং ব্যভিচারের ব্যাপারে পাথর মেরে হত্যা করা সংক্রান্ত হাদীস ثُمَّ الْمُتَوَاتِرُ অতঃপর মুতাওয়াত্তির يُوْجِبُ الْعِلْمَ الْقَطْعِيَّ অকাট্য জ্ঞানকে ওয়াজিব করে وَيَكُوْنُ رَدُّهُ كُفْرًا এবং তা অস্বীকার করা কুফরি হয় وَالْمَشْهُوْرُ يُوْجِبُ عِلْمَ الطُّمَانِيْنَةِ আর মাশহুর স্থিরতামূলক জ্ঞানকে আবশ্যক করে وَيَكُوْنُ رَدُّهُ بِدْعَةً আর তা অস্বীকার করা বিদ'আত হয় وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ আলিমদের মাঝে মতভেদ নেই فِيْ لُزُوْمِ الْعَمَلِ بِهِمَا উভয়ের উপর আমল করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে وَاِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْاٰحَادِ অবশ্য খবরে ওয়াহেদের ব্যাপারে বাক বিতণ্ডা রয়েছে فَنَقُوْلُ অতঃপর আমরা বলি خَبَرُ الْوَاحِدِ هُوَ مَانَقَلَهُ وَاحِدٌ খবরে ওয়াহেদ উহাকে বলা হয় যাকে একজন রাবী বর্ণনা করেছেন عَنِ الْوَاحِدِ একজন থেকে اَوْ وَاحِدٌ عَنْ جَمَاعَةٍ অথবা একজন রাবী একদল থেকে বর্ণনা করেছে اَوْ جَمَاعَةٌ عَنْ وَاحِدٍ অথবা একদল রাবী একজন থেকে বর্ণনা করেছে وَلَاعِبْرَةَ لِلْعَدَدِ সংখ্যার কোনো গুরুত্ব নেই اِذَا لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الْمَشْهُوْرِ যতক্ষণ পর্যন্ত খবরে মাশহুরের সীমা পর্যন্ত না পৌঁছে।

<u>সরল অনুবাদ :</u> মুতাওয়াতির ঐ হাদীসকে বলে, যা একদল মুহাদ্দিস অন্য একদল মুহাদ্দিস হতে বর্ণনা করেছেন; সংখ্যাধিক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সম্পর্কে মিথ্যার উপর ঐকমত্য পোষণ করার কল্পনাও করা যায় না এবং এ পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে তোমার পর্যন্ত পৌঁছেছে। মুতাওয়াতির হাদীসের উপমা যেমন— কুরআনের বর্ণিত হওয়া, সালাতের রাকাআতসমূহ ও জাকাতের পরিমাণ। মাশহুর ঐ হাদীসকে বলে, যা প্রথম যুগে অর্থাৎ, সাহাবীদের সময়ে খবরে ওয়াহেদের মতো ছিল, অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগে অর্থাৎ, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনদের সময়ে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়া সাধারণভাবে তা গ্রহণ করে নিল। অতঃপর তা মুতাওয়াতিরের মতো হয়ে গেল এবং এভাবে বর্ণিত হয়ে তোমার পর্যন্ত পৌছল। তার দৃষ্টান্ত মোজার উপর মাসাহ করার হাদীস এবং ব্যভিচারের অধ্যায়ে পাথর নিক্ষেপে হত্যার হাদীস মুতাওয়াতির

হাদীস দ্বারা علم يقين বা নিশ্চিত জ্ঞান ওয়াজিব হয়। তাকে অমান্য ও অস্বীকার করা কুফরী। আর হাদীসে মাশহূর দ্বারা علم الطمانيه "মনের স্থিরতার জ্ঞান" ওয়াজিব হয় অর্থাৎ, উহার প্রতি মনের টান অত্যধিক হয়। তাকে অস্বীকার করা বিদআত। হাদীসে মুতাওয়াতির ও মাশহূরের উপর আমল করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন অথাৎ, ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। অবশ্য খবরে ওয়াহেদের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। অতঃপর আমরা বলি, খবরে ওয়াহেদ ঐ হাদীসকে বলে, যা একজন অন্য একজন হতে বা একজন একটি দল হতে অথবা একটি দল একজন হতে বর্ণনা করেছেন। খবরে ওয়াহেদ কোনো সংখ্যার বিবেচনায় হবে না, যতক্ষণ না মাশহূরের স্তরে পৌছেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خبر متواتر -এর সংজ্ঞা ও তার راوى দের সংখ্যার বর্ণনা :

قَوْلُهُ فَالْمُتَوَاتِرُ مَانَقَلَهُ الخ : হাদীসে متواتر ঐ হাদীসেকে বলে, যার راوى (বর্ণনাকারী) প্রত্যেক যুগে এ পরিমাণ হয়, যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়াকে জ্ঞান সমর্থন করে না, চাই তার সমস্ত বর্ণাকারী عادل হোক বা না হোক; তারা একই স্থানের অধিবাসী হোক বা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসী হোক। চাই বর্ণনাকারীগণের সংখ্যা সীমিত হোক বা সীমাহীন হোক। জমহূর ওলামাগণ متواتر-এর এ সংজ্ঞাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

কেউ কেউ متواتر -এর সংজ্ঞার মধ্যে এ শর্তারোপ করছেন যে, তার বর্ণনাকারী অগণিত হতে হবে এবং তারা সকলে عادل হতে হবে এবং বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী হতে হবে। কেউ কেউ শর্তারোপ করেছেন যে, راوى প্রত্যেক যুগে কমপক্ষে চারজন হওয়া আবশ্যক। কারো মতে, راوى প্রত্যেক যুগে সাতজন, কারো মতে দশজন, কারো মতে বারোজন, কারো মতে চল্লিশজন, কারো মতে সত্তরজন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, راوى বা বর্ণনাকারীগণের ব্যাপারে কোনো সংখ্যার নির্ধারণ নেই। তবে راوى দের এ সংখ্যা হওয়া আবশ্যক যে, যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়াকে জ্ঞান ও বিবেক স্বীকৃতি দেয় না।

আর হাদীস متواتر হওয়ার জন্য راوى প্রত্যেক যুগে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের উপর হতে হবে। এমনকি مخاطب তথা শ্রোতা পর্যন্ত আলোচ্য বৈশিষ্ট্যের সাথে পৌছবে। কেননা, কোনো স্তর বা যুগে متواتر-এর বৈশিষ্ট্যের সাথে হাদীস না হলে তা متواتر হবে না।

قَوْلُهُ نَقْلَ الْقُرْاٰنِ الخ -এর আলোচনা :

এখান হতে মুসান্নিফ (র.) متواتر -এর উপমার বর্ণনা দিয়েছেন।

মুতাওয়াতিরের উদাহরণ : মুতাওয়াতির হাদীস হুবহু শব্দসহ বিদ্যমান আছে কিনা এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মাঝে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। কারো কারো মতে, অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির হাদীস প্রচুর পাওয়া গেলেও শব্দসহ মুতাওয়াতির একটিও নেই। আবার কেউ কেউ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ ও اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ-কে মুতাওয়াতির হাদীস বলেন। আর এ মতবিরোধের কালে গ্রন্থকার মুতাওয়াতির হাদীসেরও কোনো উদাহরণ বর্ণনা করেননি; বরং ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হওয়ার উদাহরণ হিসেবে কুরআন, সালাতের রাকআত সংখ্যা ও জাকাতের নিসাবের আলোচনা করেছেন।

قَوْلُهُ وَالْمَشْهُوْرُ مَا كَانَ اَوَّلُهُ الخ -এর আলোচনা :

উক্ত ইবারতের মাধ্যমে خبر مشهور -এর সংজ্ঞা ও তার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

মাশহূর হাদীসের সংজ্ঞা :

আভিধানিক অর্থ : مشهور শব্দটি বাবে فتح -এর ক্রিয়ামূল شهر হতে উদ্ভূত কর্মবাচ্য বিশেষ্যের রূপ। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে তার অর্থ— এমন বস্তু বা বিষয় যা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

পরিভাষিক অর্থ : মাশহূর ঐ হাদীসকে বলা হয়, যা সাহাবীদের যুগে খবরে ওয়াহেদের মত ছিল, অতঃপর তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনদের যুগে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়া তা সাধারণভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

মাশহূর হাদীসের উদাহরণ : গ্রন্থকার মাশহূর হাদীসের কোনো উদাহরণ পেশ করেননি; বরং মাশহূর হয়েছে এমন দু'টি বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন— (১) মোজার উপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদীস, (২) যিনার শাস্তিতে পাথর নিক্ষেপে হত্যা সংক্রান্ত হাদীস।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُتَوَاتِرُ يُوْجِبُ الخ -এর আলোচনা :

এখানে থেকে متواتر ও مشهور -এর হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।

মুতাওয়াতির ও মাশহূর হাদীসের হুকুম : ইসলামী শরিয়তের মূলনীতি নির্ধারকদের অধিকাংশের মতে মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা علم اليقين বা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়। আর তাকে অস্বীকার করা কুফরী।

আর মাশহূর হাদীস দ্বারা طمانينة বা মনঃতুষ্টি অর্জিত হয়। তাকে অস্বীকারকারী বিদআতী হবে; তাকে কাফির বলা যাবে না। বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যে মুতাওয়াতির ও মাশহূর উভয় প্রকার হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব।

قَوْلُهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ الخ -এর আলোচনা :

খবরে ওয়াহেদের সংজ্ঞা : খবরে ওয়াহেদ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যা একজন বর্ণনাকারী হতে অপর একজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, অথবা একজন বর্ণনাকারী একদল বর্ণনাকারী হতে বর্ণনা করেছেন, অথবা একদল বর্ণনাকারী একজন বর্ণনাকারী হতে বর্ণনা করেছেন।

وَهُوَ يُوْجِبُ الْعَمَلَ بِهِ فِى الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِشَرْطِ اِسْلَامِ الرَّاوِىْ وَعَدَالَتِهِ وَضَبْطِهِ وَعَقْلِهِ وَاتِّصَالِهِ بِكَ ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِهٰذَا الشَّرْطِ ثُمَّ الرَّاوِىْ فِى الْاَصْلِ قِسْمَانِ : مَعْرُوْفٌ بِالْعِلْمِ وَالْاِجْتِهَادِ كَالْخُلَفَاءِ الْاَرْبَعَةِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَاَمْثَالِهِمْ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ فَاِذَا صَحَّتْ عِنْدَكَ رِوَايَتُهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ يَكُوْنُ الْعَمَلُ بِرِوَايَتِهِمْ اَوْلٰى مِنَ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ وَلِهٰذَا رَوٰى مُحَمَّدٌ حَدِيْثَ الْاَعْرَابِىِّ الَّذِىْ كَانَ فِىْ عَيْنِهِ سُوْءٌ فِىْ مَسْئَلَةِ الْقَهْقَهَةِ وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهِ وَرَوٰى حَدِيْثَ تَاخِيْرِ النِّسَاءِ فِىْ مَسْئَلَةِ الْمُحَاذَاتِ وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهِ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَهُوَ يُوْجِبُ الْعَمَلَ আর খবরে ওয়াহেদ আমলকে ওয়াজিব করে بِهِ তার সাথে فِى الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ শরিয়তের বিধানাবলির ক্ষেত্রে بِشَرْطِ اِسْلَامِ الرَّاوِىْ রাবীর মুসলমান হওয়ার শর্তে। وَعَدَالَتِهِ তাঁর আদেল হওয়ার (শর্তে) وَضَبْطِهِ তার তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি থাকার (শর্তে) وَعَقْلِهِ এবং তার সুস্থ মস্তিষ্ক থাকার (শর্তে) وَاتِّصَالِهِ بِكَ ذٰلِكَ এবং হাদীসটি তোমার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার (শর্তে) مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ রাসূল ﷺ থেকে بِهٰذَا الشَّرْطِ উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে। ثُمَّ الرَّاوِىْ فِى الْاَصْلِ অতঃপর রাবী মূলত قِسْمَانِ দুপ্রকার مَعْرُوْفٌ بِالْعِلْمِ وَالْاِجْتِهَادِ প্রথম প্রকার হলো যাঁরা বিদ্যার ও গবেষণা কার্যে প্রসিদ্ধ। كَالْخُلَفَاءِ الْاَرْبَعَةِ যেমন চার খলিফা وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رض হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رض হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض হযরত মায়ায ইবনে জাবাল (রা.) وَاَمْثَالِهِمْ এবং তাঁদের সমকক্ষ অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন فَاِذَا صَحَّتْ عِنْدَكَ رِوَايَتُهُمْ অতঃপর যখন তাঁদের বর্ণনা তোমার নিকট বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হবে عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ রাসূল ﷺ থেকে يَكُوْنُ الْعَمَلُ بِرِوَايَتِهِمْ اَوْلٰى (তখন) তাঁদের বর্ণনার সাথে আমল করা উত্তম হবে। مِنَ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ কিয়াসের সাথে আমল করা থেকে لِهٰذَا আর এ কারণে رَوٰى مُحَمَّدٌ رح ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণনা করেছেন حَدِيْثَ الْاَعْرَابِىِّ বেদুঈনের হাদীস الَّذِىْ كَانَ فِىْ عَيْنِهِ যার চোখে ছিল ব্যাধি।

وَرُوِىَ حَدِيْثُ تَاخِيْرِ مَسْئَلَةُ الْقَهْقَهَةِ অট্টহাসির মাসআলায় وَتَرَكَ الْقِيَاسُ এবং কিয়াসকে বর্জন করেছে بِهٖ -এর দ্বারা النِّسَاءِ (নামাজে) নারীদের পিছনের দাঁড়ানোর হাদীস বর্ণনা করেছেন فِىْ مَسْئَلَةِ الْمُحَاذَاتِ নারী পুরুষের বরাবর দাঁড়ান মাসআলা وَتَرَكَ الْقِيَاسُ এবং কিয়াসকে বর্জন করেছেন بِهٖ -এর দ্বারা।

সরল অনুবাদ : খবরে ওয়াহেদ দ্বারা শরিয়তের মাসআলার ব্যাপারে আমল করা ওয়াজিব। কিন্তু শর্ত হলো, হাদীস বর্ণনাকারী মুসলমান, আদেল, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন ও সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট হতে হবে। এবং উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে হাদীসটি তোমাদের পর্যন্ত সংযোজিত হতে হবে। মূলত বর্ণনাকারীগণ দুই প্রকার: (১) যারা বিদ্যায় ও জ্ঞানে এবং গবেষণা কার্যে প্রসিদ্ধ। যেমন— খলিফা চতুষ্টয়, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, যায়েদ ইবনে ছাবিত, মা'আয ইবনে জাবাল এবং তাঁদের সমকক্ষ অন্যান্য সাহাবীগণ (রা.)। অতএব, মহানবী ﷺ হতে এদের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস যদি বিশুদ্ধ নিয়মে তোমার পর্যন্ত পৌঁছে, তবে তাঁদের বর্ণনা মত আমল করা কিয়াস অনুযায়ী আমল করা হতে উত্তম হবে। এ কারণেই ইমাম মুহাম্মদ (র.) অট্টহাসির মাসআলায় যে বেদুইনের দৃষ্টিশক্তি কম ছিল তার হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সে হাদীস মতে হুকুম দিয়ে কিয়াস ছেড়ে দিয়েছেন। নারী পুরুষের বরাবর দাঁড়ানোর মাসআলার পিছনে দাঁড়ানোর হাদীস বর্ণনা করেন এবং সেই মতে হুকুম দিয়ে কিয়াস ত্যাগ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهُوَ يُوْجِبُ الْعَمَلَ الخ -এর আলোচনা :

এ ইবারতের মাধ্যমে লিখক خبر واحد -এর হুকুমের বিবরণ দিয়েছেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো—

খবরে ওয়াহেদের হুকুম : অধিকাংশ আলিমদের মতে যদিও খবরে ওয়াহেদের দ্বারা মুতাওয়াতিরের ন্যায় নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় না বা মাশহূরের ন্যায় মনের স্থিরতা অর্জিত হয় না তথাপিও তা আমলকে ওয়াজিব করে দেয়। তবে খবরটির প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীর মধ্যে চারটি শর্ত পূর্ণরূপে থাকতে হবে—

১. বর্ণনাকারীকে মুসলিম হতে হবে, কোনো অমুসলিমের বর্ণনা গ্রহণীয় হবে না।

২. বর্ণনাকারীকে আদেল হতে হবে। অর্থাৎ, বর্ণনাকারীকে এমন হতে হবে যে, দীনকে সকল কাজে প্রাধান্য দেবে, কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকবে এবং সগীরা গুনাহ বারবার করা হতে বিরত থাকবে। কোনো ফাসিকের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৩. বর্ণনাকারীকে যাবিত বা পূর্ণসংরক্ষণকারী হতে হবে। অর্থাৎ, খবরটি শ্রবণের পর হতে অপরের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত বিবরণগুলোকে সতর্কতার সাথে স্মরণ রাখার পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন হতে হবে।

৪. বর্ণনাকারীকে আকেল বা বুদ্ধিমান হতে হবে। পাগল বা অর্ধপাগলের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। উল্লিখিত শর্তসমূহ ছাড়া আরো একটি শর্ত রয়েছে। তাহলো—

৫. হাদীসটি মহানবী ﷺ হতে مخاطب পর্যন্ত উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের সাথে পৌঁছা অর্থাৎ, হাদীসটি মুত্তাসিল হওয়া; যদি হাদীসটি মুনকাতি' হয়, তবে আমলযোগ্য হবে না।

বর্ণনাকারীর প্রকারভেদ :

قَوْلُهٗ ثُمَّ الرَّاوِىْ فِى الْاَصْلِ الخ : হাদীস বর্ণনাকারী মূলত দুই প্রকার :

প্রথম প্রকার ঐ সকল বর্ণনাকারী যারা ইলম (জ্ঞান) ও ইজতিহাদ (গবেষণা) -এ প্রসিদ্ধ। যেমন–চার খলিফা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, যায়েদ ইবনে ছাবিত, মুআয ইবনে জাবাল (রা.) এবং তাঁদের সমমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণ। রাসূল ﷺ হতে তাঁদের বর্ণনা যদি সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত হয়, তখন কিয়াসের উপর আমল না করে তাঁদের বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করতে হবে এবং কিয়াসের ওপর হাদীসকে প্রাধান্য দিতে হবে।

কিয়াসের মুকাবিলায় হাদীস অগ্রাধিকার পাওয়ার দৃষ্টান্ত :

قَوْلُهٗ رَوٰى مُحَمَّدٌ حَدِيْثَ الْاَعْرَابِىِّ الخ : বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত পড়ছিলেন। তখন একজন বেদুইন আগমন করে, যার দৃষ্টিশক্তি কম ছিল। সে গর্তে পড়ে যায়। অনেক সাহাবী তা দেখে সালাতের মধ্যেই হেসে উঠেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করে বললেন, তোমাদের মধ্য হতে যে উচ্চ আওয়াজে হেসেছে, সে যেন অজু এবং সালাত পুনরায় আদায় করে। কিন্তু [illegible] কেননা, হাসি দ্বারা কোনো নাপাক বের হয় না,

অথচ নাপাক বের হওয়াই অজু নষ্ট হওয়ার কারণ। অপরদিকে সালাতের বাহির তো এভাবে হাসলেও অজু নষ্ট হয় না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) সে হাদীসটি রিওআয়াত করে অজু ও সালাত উভয়কে পুনরায় ওয়াজিব হওয়ার হুকুম দিয়েছেন এবং কিয়াস ত্যাগ করেছেন। তবে অট্টহাসির দ্বারা ওযূ ও সালাত দ্বিতীয়বার ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো—

(১) সেই সালাত রুকু-সিজদা বিশিষ্ট হতে হবে এবং (২) যে ব্যক্তি হাসবে সে বালেগ হতে হবে।

সালাতে নারীদের পিছনে দাঁড়ানো :

قَوْلُهُ وَرُوِىَ حَدِيْثُ تَاخِيْرِ النِّسَاءِ الخ : মহানবী (সাঃ) বলেছেন— اَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَخَّرَهُنَّ اللّٰهُ অর্থাৎ "সালাতে নারীদেকে পিছনের সারিতে রাখবে। কেননা, আল্লাহ এভাবেই কাতার করার নর্দেশ দিয়েছেন।" সুতরাং যদি কোনো মেয়েলোক পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়ায়, অথবা কোনো পুরুষ কোনো মহিলার পাশাপাশি দাঁড়ায়, তবে উভয় অবস্থাতেই পুরুষের সালাত নষ্ট হয়ে যাবে, তাকে পুনরায় সালাত পড়তে হবে। সালাত নষ্ট হয়ে যাওয়া এ মাসআলাটি যদিও কিয়াস বিরোধী, তথাপি যেহেতু হাদসটির বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, যিনি ইলম ও ইজতিহাদে প্রসিদ্ধ; তাই হাদীসটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং কিয়াস পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে নারী-পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়ানো অবস্থায় পুরুষের সালাত নষ্ট হওয়ার আটটি শর্ত রয়েছে—

১. রুকু-সিজদা বিশিষ্ট সালাত হতে হবে। জানাজার সালাতে পাশাপাশি দাঁড়ালেও সালাত নষ্ট হবে না।
২. ইমামের ঐ নারীর ইমামতের নিয়ত করতে হবে। নতুবা স্ত্রীলোকের সালাতই নষ্ট হবে, পুরুষের সালাত নষ্ট হবে না।
৩. নারীকে বালেগা হতে হবে। অল্প বয়স্কা মেয়ের পাশাপাশি হলে সালাত ভঙ্গ হবে না।
৪. নারী-পুরুষ উভয় সালাতরত হতে হবে।
৫. উভয়ের সালাত একই সালাত হতে হবে।
৬. উভয়ের মাঝে কোনো প্রকার আড়াল বা দেয়াল না থাকা। কোনো প্রতিবন্ধক থাকলে সালাত নষ্ট হবে না।
৭. মহিলা সালাতে উপযুক্ত হতে হবে। সুতরাং হায়েয, নিফাস অথবা পাগল নারীর পাশাপাশি দাঁড়ালে সালাত নষ্ট হবে না।
৮. পাশাপাশি হওয়া সালাতে কোনো রুকন আদায় করা পর্যন্ত বাকি থাকতে হবে, নতুবা সালাত নষ্ট হবে না।

وَرُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) حَدِيْثُ الْقَئِ وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهٖ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثُ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَتَرَكَ الْقِيَاسَ بِهٖ وَالْقِسْمُ الثَّانِىْ مِنَ الرُّوَاةِ هُمُ الْمَعْرُوْفُوْنَ بِالْحِفْظِ وَالْعَدَالَةِ دُوْنَ الْاِجْتِهَادِ وَالْفَتْوٰى كَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) فَاِذَا صَحَّتْ رِوَايَةُ مِثْلِهِمَا عِنْدَكَ فَاِنْ وَافَقَ الْخَبَرُ الْقِيَاسَ فَلَا خَفَاءَ فِىْ لُزُوْمِ الْعَمَلِ بِهٖ وَاِنْ خَالَفَهٗ كَانَ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ اَوْلٰى مِثَالُهٗ مَا رَوٰى اَبُوْ هُرَيْرَةَ (رضـ) "اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" وَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) اَرَأَيْتَ لَوْ تَوَضَّأْتَ بِمَاءٍ سَخِيْنٍ اَكُنْتَ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَسَكَتَ وَاِنَّمَا رَدَّهٗ بِالْقِيَاسِ اِذْ لَوْ كَانَ عِنْدَهٗ خَبَرٌ لَرَوَاهُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَرُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন حَدِيْثُ الْقَئِ বমি প্রসঙ্গ হাদীস وَتَرَكَ الْقِيَاسَ এবং কিয়াসকে বর্জন করেছেন وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন حَدِيْثُ السَّهْوِ সিজদায়ে সাহুর হাদীস بَعْدَ السَّلَامِ সালামের পর। وَتَرَكَ الْقِيَاسَ এবং কিয়াসকে বর্জন করেছেন بِهٖ-এর দ্বারা وَالْقِسْمُ الثَّانِىْ مِنَ الرُّوَاةِ আর রাবীদের দ্বিতীয় প্রকার হলো هُمُ الْمَعْرُوْفُوْنَ بِالْحِفْظِ وَالْعَدَالَةِ ঐ সব রাবীগণ যারা কণ্ঠস্থ শক্তি ও ন্যায় পরায়ণের ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ। دُوْنَ الْاِجْتِهَادِ وَالْفَتْوٰى কিন্তু গবেষণা ও ফতওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ নয় كَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) فَاِذَا صَحَّتْ رِوَايَةُ مِثْلِهِمَا عِنْدَكَ অতঃপর যখন তাঁদের দুজনের অনুরূপ বর্ণনা সহীহভাবে তোমার নিকট পৌঁছে فَاِنْ وَافَقَ الْخَبَرُ الْقِيَاسَ এবং সে হাদীস কিয়াসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় فَلَا خَفَاءَ فِىْ لُزُوْمِ الْعَمَلِ بِهٖ তখন তার উপর আমল ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই وَاِنْ خَالَفَهٗ আর যদি হাদীস কিয়াসের

পরিপন্থী নয়। مَارُوِىَ اَبُوْ - مِثَالُهُ كَانَ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ اَوْلٰى তখন কিয়াসের সাথে আমল করা উত্তম। مِثَالُهُ-এর উদাহরণ هُرَيْرَةَ رض যা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন। اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ আগুন দ্বারা পাকান জিনিস ভক্ষণ করার পর অজু করা আবশ্যক। وَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رض তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন اَرَاَيْتَ لَوْ تَوَضَّأْتَ بِمَاءٍ سَخِيْنٍ আপনি কি অভিমত পোষণ করেন, যদি আপনি গরম পানি দ্বারা অজু করেন اَكُنْتَ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ তবে কি পুনরায় নতুন অজু করবেন فَسَكَتَ অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নির্বাক হয়ে যান وَاِنَّمَا رَدَّهُ بِالْقِيَاسِ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কিয়াস দ্বারা হাদীসকে প্রত্যাখান করেন اِذْ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَبَرٌ لَرَوَاهُ যদি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট (স্বীয় মতের পক্ষে) কোনো হাদীস থাকত, তবে অবশ্যই তিনি তা বর্ণনা করতেন।

সরল অনুবাদ : ইমাম মুহাম্মদ (র.) হযরত আয়িশা (রা.) হতে বমি করার হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং সে হাদীস দ্বারা কিয়াস ত্যাগ করেছেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে সালামের পর সিজদায়ে সাহু করার হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং তা দ্বারা কিয়াস ত্যাগ করেছেন।

রাবীর দ্বিতীয় প্রকারে রয়েছেন ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণ যারা স্মৃতিশক্তি এবং আদালতের ব্যাপারে বিখ্যাত; কিন্তু ইজতিহাদ ও ফতোয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ নয়। যেমন– আবূ হুরায়রা (রা.), আনাস ইবনে মালিক (রা.)। যখন তাঁদের দু'জনের রিওয়ায়াত সহীহভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছে এবং সে হাদীস কিয়াসের সাথে সামঞ্জস্য হয়, তখন তার উপর আমল ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। আর যদি কিয়াসের বিরোধী হয়, তবে কিয়াসের উপর আমল করা উত্তম। তার উদাহরণ ঐ হাদীস যা আবূ হুরায়রা (রা.) রিওয়ায়াত করেছেন যে, "আগুন দ্বারা পাকানো জিনিস খাওয়ার পর অজু করা আবশ্যক।" তখন ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে প্রশ্ন করেন, বলুন তো গরম পানি দ্বারা আপনি অজু করার পরও কি আবার অজু করবেন? ইহাতে আবূ হুরায়রা (রা.) চুপ হয়ে যান। আর ইবনে আব্বাস (রা.) কিয়াস দ্বারা আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস খানা অগ্রাহ্য করেন। কেননা, তাঁর নিকট যদি হাদীস থাকতই তবে তিনি অবশ্যই তা রিওয়ায়াত করতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হাদীসের মুকাবিলায় কিয়াস পরিত্যাজ্য হাওয়ার উদাহরণ :

قَوْلُهُ وَرُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ (رض) الخ : হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন—

مَنْ قَاءَ اَوْ رَعَفَ فِىْ صَلٰوةٍ فَلْيَنْصَرِفْ وَيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلٰى صَلٰوتِهِ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ

অর্থাৎ, "যার সালাতের মধ্যে বমি আসে অথবা নাক দিয়ে রক্ত বের হয়,তার উচিত সালাত ছেড়ে চলে যাওয়া এবং অজু করে পুনরায় পূর্বের সালাতের উপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট সালাত আদায় করা– যতক্ষণ না সে কোনো কথা বলে।"

হাদীসটি কিয়াসের বিপরীত। কেননা, বমি অপবিত্রতার স্থান হতে নির্গত হয় না, কাজেই তা অপবিত্র নয়, আর যা অপবিত্র নয় তা নির্গত হলে অজু নষ্ট হয় না। কিন্তু উক্ত হাদীসটি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-এর মত ফকীহা রিওয়ায়াত করায় এটা দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ (র.) কিয়াস ত্যাগ করেছেন।

অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, মহানবী ﷺ এরশাদ করেছেন— لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ অর্থাৎ,"প্রত্যেক ভুলের জন্য সালামের পর দু'টি সিজদা।"

হাদীসটি কিয়াসের বিপরীত। কেননা, সিজদায়ে সাহু সালাতের ক্ষতিপূরণের জন্য করা হয়। আর ক্ষতি পূরণ ক্ষতির স্থলবর্তী হয়ে থাকে। কাজেই যেভাবে সালাতের ক্ষতি সালাতের ভিতর পাওয়া গেছে, অনুরূপভাবে তার প্রতিবিধানও সালাতের মধ্যে হওয়া উচিত। কাজেই সালামের পূর্বেই সিজাদায়ে সাহু করা কিয়াসের চাহিদা। কেননা, সালাম সালাতের বিরোধী কাজ তথা সালাম দ্বারা সালাত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর উল্লিখিত হাদীস দ্বারা কিয়াস ত্যাগ করেছেন। কেননা, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) একজন ফকীহ।

দ্বিতীয় প্রকার বর্ণনাকারীগণ :

قَوْلُهُ الْقِسْمُ الثَّانِىْ مِنَ الرُّوَاةِ الخ : তাঁরা ঐ সকল বর্ণনাকারী, যাঁরা হিফয (স্মরণশক্তি) ও আদালত (সততা)-এর ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ইজতিহাদ ও ফতোয়ায় প্রসিদ্ধ ছিলেন না। যেমন— হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)। এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের বর্ণনা যদি কিয়াস-এর অনুকূলে হয়, তবে তার উপর আমল ওয়াজিব। আর যদি কিয়াস-এর বিপরীত হয়, তাহলে কিয়াস অনুযায়ীই আমল করা উত্তম। যেমন— আগুন দ্বারা পাকানো খাদ্য ভক্ষণের পর অজু করার হাদীস। হাদসিটি হলো

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীসখানা বর্ণনা করলে ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, গরম পানি দ্বারা অজু করার পর কি আপনি আবার ঠান্ডা পানি দ্বারা অজু করা আবশ্যক মনে করেন? এতে আবূ হুরায়রা (রা.) চুপ করে রইলেন। অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা.) কিয়াসের বিপরীত হওয়ার কারণে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত এ হাদীসটি বর্জন করেছেন। হতে পারে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) মহানবী ﷺ -এর উক্তি অনুধাবন করতে পারেননি।

জ্ঞাতব্য : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) চার খলিফা ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রমুখের মতো প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন না— এ কথা ঠিক; কিন্তু তিনি ফকীহ ছিলেন না এ কথা বলা যায় না। কেননা, ইবনে হুমাম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁর ফকীহ হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সাহাবীদের যুগে ফতোয়া দিতেন এবং নিজ সিদ্ধান্তের উপর আমল করতেন। বিশিষ্ট সাহাবীদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি বিতর্কও করতেন এবং সাহাবীগণ শেষ পর্যন্ত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রায়ের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতেন। যেমন— গর্ভবতীর ইদ্দত গর্ভ খালাস হওয়া— এ অভিমত দিয়েছেন আবূ হুরায়রা (রা.)। ইমাম আবূ হানিফা (র.) এ মতই গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে ইদ্দতের মধ্যে দূরবর্তীটি পালন করার মত তিনি গ্রহণ করেননি, যা ছিল ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত।

وَعَلٰى هٰذَا تَرَكَ اَصْحَابُنَا رِوَايَةَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) فِىْ مَسْئَلَةِ الْمُصَرَّاةِ بِالْقِيَاسِ وَبِاعْتِبَارِ اِخْتِلَافِ اَحْوَالِ الرُّوَاةِ قُلْنَا شَرْطُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ اَنْ لَّايَكُوْنَ مُخَالِفًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ وَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "تَكْثُرُ لَكُمُ الْاَحَادِيْثُ بَعْدِىْ فَاِذَا رُوِىَ لَكُمْ عَنِّىْ حَدِيْثٌ فَاعْرِضُوْهُ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ فَمَا وَافَقَ فَاقْبَلُوْهُ وَمَا خَالَفَ فَرُدُّوْهُ" -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا আর এ নীতির উপর ভিত্তি করে تَرَكَ اَصْحَابُنَا আমাদের হানাফী (মাযহাবের) মনীষীগণ বর্জন করেছে رِوَايَةَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনাকে فِى الْمَسْئَلَةِ الْمُصَرَّاةِ দুগ্ধদায়িনী পশুর স্তনে (বিক্রির পূর্বে) দুধ জমানোর মাসআলায় بِالْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা وَبِاعْتِبَارِ اِخْتِلَافِ اَحْوَالِ الرُّوَاةِ এবং রাবীদের অবস্থার ভিন্নতার প্রেক্ষিতে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি যে شَرْطُ الْعَمَلِ আমল ওয়াজিব হওয়ার শর্ত بِخَبَرِ الْوَاحِدِ খবরে ওয়াহেদের সাথে اَنْ لَّايَكُوْنَ مُخَالِفًا পরিপন্থী না হওয়ার لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ কুরআন মাজীদের এবং হাদীসে মাশহুরের وَاَنْ لَا يَكُوْنَ مُخَالِفًا এবং পরিপন্থী না হওয়া لِلظَّاهِرِ স্পষ্ট উক্তির قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ বলেন تَكْثُرُ لَكُمُ الْاَحَادِيْثُ তোমাদের নিকট বহু হাদীস সংকলিত হবে بَعْدِىْ আমার পরে فَاِذَا رُوِىَ لَكُمْ عَنِّىْ حَدِيْثٌ অতঃপর যখন আমার নামে কোনো হাদীস তোমাদের নিকট বর্না করা হয় فَاعْرِضُوْهُ তখন তোমরা তাকে পেশ কর عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ কুরআনের সামনে فَمَاوَافَقَ অতঃপর যা (কুরআনের) অনুরূপ হয়। فَاقْبَلُوْهُ তা গ্রহণ কর وَمَاخَالَفَ আর যা (কুরআন মাজীদের) পরিপন্থী হয় فردوه তা পরিত্যাগ কর।

সরল অনুবাদ : (রাবী ইজতিহাদ ও ফিক্হের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ না হওয়া অবস্থায় কিয়াস দ্বারা হাদীস বর্জন করা হয়)— এ নীতির উপর ভিত্তি করে আমাদের হানাফী আলিমগণ কিয়াস দ্বারা দুগ্ধদায়িনী পশুর স্তনে দুধ জমানোর মাসআলায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদিসটি বর্জন করেছেন। আর রাবীদের অবস্থা বিভিন্ন হওয়ার কারণে আমরা (হানাফীরা) বলি, খবরে ওয়াহেদ দ্বারা আমল ওয়াজিব হওয়ার জন্য উহা কুরআন ও হাদীসে মাশহুর এবং বাস্তবতার পরিপন্থী না হওয়া শর্ত। কেননা, নবী কারীম ﷺ বলেছেন— "আমার পরে তোমাদের নিকট বহু হাদীস (সংকলিত) হবে। কাজেই যখন আমার নামে কোনো হাদীস তোমাদের নিকট রিওয়ায়াত করা হয়, তা তোমরা কুরআনের সামনে পেশ করবে, যা কুরআনের অনুরূপ হবে তা গ্রহণ করবে এবং যা বিপরীত হবে তা পরিত্যাগ করবে।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مُصَرَّاةٌ -এর বিশ্লেষণ ও তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَعَلَى هٰذَا تَرَكَ الخ : مصراة শব্দটি تصرية (বাবে তাফয়ীলের ক্রিয়ামূল) হতে গঠিত ইসমে মাফঊলের সীগাহ। অর্থ— স্তনে দুধ জমা করা, যা দ্বারা ক্রেতা মনে করবে যে, তার স্তন বড়, সে বেশি দুগ্ধদায়িনী, তাই এটি ক্রয় করে নেই। এটা শরিয়তে নাজায়েজ তথা গুনাহে কবীরা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস—

لَاتُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْلِبَهَا إِنْ شَاءَ اَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

অর্থাৎ, "তোমরা উট ও বকরির স্তনে দুগ্ধ জমা করে রেখো না। যে ব্যক্তি অনুরূপ বকরি ও উট ক্রয় করবে, দুগ্ধ নির্গত করার পর তার জন্য দু'টি বিষয়ের একটি গ্রহণের অধিকার থাকবে । যদি সে ইচ্ছা করে তাকে রাখতে পারবে; অথবা তাকে ফিরিয়ে দেবে আর সাথে এক সা' খেজুর। (দুধের পরিবর্তে আদায় করবে।)

এ হাদীসের উপর ইমাম শাফিয়ী, মালিক এবং সাহেবাইন (র.) আমল করেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এ হাদীসের উপর আমল করেন না। উহার কারণ গ্রন্থকার বর্ণনা করেন যে, এ হাদীস কিয়াসের বিরোধী। কেননা, তুলনা বিশিষ্ট বস্তুর ক্ষতিপূরণ ঐ তুল্য বস্তু দ্বারাই পরিশোধ করতে হয় এবং মূল্য বিশিষ্ট বস্তুর ক্ষতিপূরণ মূল্য দ্বারাই করতে হয়। কাজেই স্তনে দুগ্ধ জমাকৃত পশু হতে যে দুগ্ধ ক্রেতা গ্রহণ করেছেন, উহার ক্ষতিপূরণ দুধ অথবা মূল্য দ্বারা করা উচিত। এক সা' খেজুর দ্বারা ক্ষতিপূরণ কোনোক্রমেই হতে পারে না। তা ছাড়া উক্ত দুধের পরিমাণ কমবেশি হয়ে থাকে, তখন ক্ষতিপূরণেও কমবেশি হবে। কাজেই এখানে ভোগ্য দুগ্ধ কম হলেও এক সা' এবং বেশি হলেও এক সা' খেজুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। গ্রন্থকার উল্লিখিত হাদীসের ওপর আমল বর্জন করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাবী ফকীহ ও মুজতাহিদ না হওয়ার কারণে হাদীসটি বর্জন করা হয়নি; বরং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) অবশ্যই ফকীহ ও মুজতাহিদ ছিলেন। ইমাম আযম (র.)-এ হাদীসের ওপর আমল না করার কারণ হলো, হাদীসটি মুজতারেব বা বিভ্রান্তিকর। কেননা, এ হাদীসটি ইবনে সিরীন হতে আবূ দাঊদ (র.) বর্ণনা করেন। হাদীসটির শেষাংশে صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلٰثًا উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ (র.)-এর রিওয়ায়াতে وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلٰثًا -এর উল্লেখ নেই। ইমাম আহমদের অন্য বর্ণনায় 'তামার' এর স্থলে 'ছামার' উল্লেখ রয়েছে। কাজেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, ক্ষতিপূরণে এক সা' তামার (খেজুর) দিতে হবে, না এক সা' ছামার (ফল) দিতে হবে? তদুপরি ক্রেতার তিন দিনের সময় থাকবে কিনা? কাজেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ বিভ্রান্তির কারণে হাদীসটির ওপর আমল বর্জন করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهُ شَرْطُ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الخ : খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার এবং ইহার ওপর আমল ওয়াজিব হওয়ার জন্য আটটি শর্ত রয়েছে। চারটি হাদীসের ভিতরে ও অপর চারটি রাবীর মধ্যে থাকতে হবে। প্রথম চারটি হলো—

১. উহা কুরআনের বিরোধী হবে না,

২. হাদীসে মাশহূরের বিরোধী হবে না,

৩. এ রকম ঘটনা সম্পর্কে হবে না, যাতে সাধারণত লোকেরা জড়িত হয়, (লোক সাধারণভাবে ঐ ঘটনায় লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন হাদীসটি খবরে মাশহূর হলো না, ইহাই তা জঈফ হওয়ার প্রমাণ।)

৪. খবরে ওয়াহেদটি এ রকম হবে না, যদ্বারা সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত প্রয়োজনেও দলিল গ্রহণ করেননি।

অপর চারটি হলো— ১. রাবীর আকেল বা বিবেকবান হওয়া, ২. রাবীর কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাকা এবং সগীরা গুনাহ বারবার না করা, ৩. রাবীর ক্ষমতা তথা সংরক্ষণগুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকা, ৪. রাবী মুসলিম হওয়া।

وَتَحْقِيْقُ فِيْمَا رُوِىَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ كَانَتِ الرُّوَاةُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ : مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَرَفَ مَعْنٰى كَلَامِهٖ وَاَعْرَابِىٌّ جَاءَ مِنْ قُبَيْلَتِهٖ فَسَمِعَ بَعْضَ مَا سَمِعَ وَلَمْ يَعْرِفْ حَقِيْقَةَ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَعَ اِلٰى قَبِيْلَتِهٖ فَرَوٰى بِغَيْرِ لَفْظِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّرَ الْمَعْنٰى وَهُوَ يَظُنُّ اَنَّ الْمَعْنٰى لَا يَتَفَاوَتُ وَمُنَافِقٌ لَمْ يُعْرَفْ نِفَاقُهٗ فَرَوٰى مَا لَمْ يَسْمَعْ وَافْتَرٰى فَسَمِعَ مِنْهُ اُنَاسٌ فَظَنُّوْهُ مُؤْمِنًا مُخْلِصًا فَرَوَوْا ذٰلِكَ وَاشْتَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ فَلِهٰذَا الْمَعْنٰى وَجَبَ عَرْضُ الْخَبَرِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمَشْهُوْرَةِ وَنَظِيْرُ الْعَرْضِ عَلَى الْكِتَابِ فِىْ حَدِيْثِ مَسِّ الذَّكَرِ فِيْمَا يُرْوٰى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهٗ فَلْيَتَوَضَّأْ" فَعَرَضْنَاهُ عَلَى الْكِتَابِ فَخَرَجَ مُخَالِفًا لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا" فَاِنَّهُمْ كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْاَحْجَارِ ثُمَّ يَغْسِلُوْنَ بِالْمَاءِ وَلَوْ كَانَ مَسُّ الذَّكَرِ حَدَثًا لَكَانَ هٰذَا تَنْجِيْسًا لَا تَطْهِيْرًا عَلَى الْاِطْلَاقِ -

<u>শাব্দিক অনুবাদ</u> : وَتَحْقِيْقُ ذٰلِكَ আর বারীর অবস্থার বিশ্লেষণ فِيْمَا ঐ বর্ণনায় (যা) رُوِىَ বর্ণিত আছে عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رضـ হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা.) হতে اَنَّهُ قَالَ নিশ্চয় তিনি বলেছেন كَانَتِ الرُّوَاةُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ রাবীগণ তিন প্রকার مُؤْمِنٌ مُخْلِصٌ ঐ নিষ্ঠাবান মুমিন صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ যিনি রাসূল ﷺ -এর সঙ্গ লাভ করেছেন وَعَرَفَ مَعْنٰى كَلَامِهٖ এবং তাঁর বাণীর মর্ম অনুধাবন করেছেন وَاَعْرَابِىٌّ এবং ঐ বেদুইন جَاءَ مِنْ قُبَيْلَتِهٖ যিনি নিজ গোত্র হতে রাসূল ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়েছে فَسَمِعَ بَعْضَ مَا سَمِعَ অতঃপর যা শ্রবণ করার শ্রবণ করেছেন وَلَمْ يَعْرِفْ এবং উপলব্ধি করতে পারে নি حَقِيْقَةَ كَلَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূল ﷺ -এর বাণীর মর্ম فَرَجَعَ অতঃপর ফিরে গিয়েছেন اِلٰى قَبِيْلَتِهٖ স্বীয় গোত্রে فَرَوٰى بِغَيْرِ لَفْظِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ অতঃপর রাসূল ﷺ -এর শব্দ ভিন্ন (অন্য শব্দে) বর্ণনা করেছেন فَتَغَيَّرَ الْمَعْنٰى অতঃপর অর্থকে পরিবর্তন করেছেন وَهُوَ يَظُنُّ তিনি ধারণা করেন যে اَنَّ الْمَعْنٰى لَا يَتَفَاوَتُ নিশ্চয় অর্থ পরিবর্তন হবে না وَمُنَافِقٌ আর ঐ মুনাফিক لَمْ يُعْرَفْ نِفَاقُهٗ যার মুনাফেকী প্রকাশ পায় নি فَرَوٰى অতঃপর বর্ণনা করেছে مَا لَمْ يَسْمَعْ যা শ্রবণ করে নি وَافْتَرٰى এবং (রাসূল ﷺ -এর উপর) মিথ্যারোপ করেছে فَسَمِعَ مِنْهُ اُنَاسٌ অতঃপর মানুষ তার থেকে শ্রবণ করেছে فَظَنُّوْهُ مُؤْمِنًا مُخْلِصًا অতঃপর তারা তাকে খাঁটি মুমিন মনে করেছে। فَرَوَوْا ذٰلِكَ অতঃপর তা (শ্রবণ কৃতহাদীস) বর্ণনা করেছেন وَاشْتَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ এবং তা (শ্রবণকৃত হাদীস) মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে فَلِهٰذَا الْمَعْنٰى আর এ কারণে وَجَبَ ওয়াজিব হয়ে পড়েছে عَرْضُ الْخَبَرِ খবরে ওয়াহেদকে উপস্থাপন করা عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْمَشْهُوْرَةِ কুরআন মাজীদ ও হাদীসে মাশহুরের সামনে وَنَظِيْرُ الْعَرْضِ আর পেশ করার উদাহরণ عَلَى الْكِتَابِ কুরআন মাজীদের সামনে فِىْ حَدِيْثِ مَسِّ الذَّكَرِ লিঙ্গ স্পর্শ সংক্রান্ত হাদীস فِيْمَا يُرْوٰى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ যা রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত আছে مَنْ مَسَّ ذَكَرَهٗ যে ব্যক্তি স্বীয় লিঙ্গ স্পর্শ করে فَلْيَتَوَضَّأْ তবে সে যেন অজু করে فَعَرَضْنَاهُ অতঃপর আমরা এ হাদীসকে পেশ করেছি عَلَى الْكِتَابِ কুরআন মাজীদের সামনে فَخَرَجَ مُخَالِفًا অতঃপর তা বিপরীত হয়েছে لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার (এ) বাণীর فِيْهِ رِجَالٌ এখানে (কাবা মসজিদে) এমন কিছু লোক রয়েছে يُحِبُّوْنَ যারা পছন্দ করে اَنْ يَتَطَهَّرُوْا অতি পবিত্রতাকে فَاِنَّهُمْ كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ কেননা তারা ইস্তেঞ্জা করতেন بِالْاَحْجَارِ পাথর দ্বারা ثُمَّ يَغْسِلُوْنَ بِالْمَاءِ অতঃপর তারা পানি দ্বারা ধৌত করতেন وَلَوْ كَانَ مَسُّ الذَّكَرِ আর লিঙ্গ স্পর্শ করা যদি হত حَدَثًا হদস (অজু ভঙ্গের কারণ) لَكَانَ هٰذَا تَنْجِيْسًا তাহলে অবশ্য তা (ইস্তেঞ্জা করা) অপবিত্র করা হত لَا تَطْهِيْرًا عَلَى الْاِطْلَاقِ পবিত্র করার ওপর প্রয়োগ হত না।

সরল অনুবাদ : রাবীর অবস্থার বিভিন্ন বিশ্লেষণ ঐ রিওয়ায়াতে আছে, যা হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন— রাবীগণ তিন প্রকার ঃ

১. নিষ্ঠাবান মু'মিন, যাঁরা নবী কারীম ﷺ -এর সঙ্গ লাভ করেছেন এবং নবী করীম ﷺ -এর কথার সঠিক মর্ম অনুধাবন করেছেন।

২. বেদুইন, যাঁরা কোনো গোত্র হতে নবী কারীম ﷺ -এর দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং মহানবী ﷺ -এর অনেক কথা শুনেছেন; কিন্তু কথার মূল ভাব অনুধাবন করতে পারেননি। অতঃপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে মহানবী ﷺ -এর শব্দ ত্যাগ করে অন্য শব্দে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, যাতে অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে। অথচ মনে করেছেন যে, অর্থের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

৩. মুনাফিক, যার মুনাফিকী প্রকাশ পায়নি; আর সে মহানবী ﷺ হতে যা শুনেনি তাও রিওয়ায়াত করে এবং মহানবী ﷺ -এর উপর মিথ্যারোপ করে। লোকেরা সেই মুনাফিক হতে শোনে নেয় এবং সে মুনাফিককে খালেস মু'মিন মনে করে তা হতে শোনা হাদীস রিওয়ায়াত করে এবং এ সব হাদীস সাধারণ্যে মাশহূর হয়ে যায়। রাবীদের এ বিভিন্নতার কারণেই খবরে ওয়াহেদকে কুরআন এবং হাদীসে মাশহূরের উপর পেশ করা ওয়াজিব হবে।

খবরে ওয়াহেদকে কুরআনের উপর পেশ করার উদাহরণ হলো, পুংলিঙ্গ স্পর্শ করা সংক্রান্ত হাদীস। নবী কারীম ﷺ হতে বর্ণিত আছে— "যে ব্যক্তি নিজের লিঙ্গ স্পর্শ করে, অতঃপর অজু করে নেওয়া উচিত।" আমরা উক্ত হাদীসকে কুরআনের উপর পেশ করেছি, তখন উক্ত হাদীসখানা আল্লাহর কালাম— فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا (কুবা মসজিদে এরূপ লোক রয়েছে— যাঁরা অধিক পাক হওয়া পছন্দ করেন।) -এর বিপরীত হয়েছে। কেননা, তাঁরা পাথর (ঢিলা) দ্বারা এস্তেঞ্জা করার পর পানি দ্বারা ধৌত করত। যদি লিঙ্গ স্পর্শ করা অজু ভঙ্গের কারণ হত, তবে পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করায় পবিত্রতা অর্জন হত না; বরং আরও অপবিত্র করা হত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রাবীদের প্রকারভেদ : হযরত আলী (রা.) রাবীগণকে তিনভাগে ভাগ করেছেন—

১. خالص مؤمن – খাঁটি মু'মিন, যাঁরা রাসূল ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁর বাণী শ্রবণ করেছেন এবং বাণীর সঠিক মর্মও উপলব্ধি করেছেন।

২. اعرابى – বেদুইন, যাঁরা নিজ গোত্র হতে নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন এবং নবী করীম ﷺ -এর অনেক কথা শুনেছেন, কিন্তু কথার মূল ভাব অনুধাবন করতে পারেননি। অতঃপর তাঁরা নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে এমন শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা রাসূল ﷺ -এর পবিত্র মুখ হতে বের হয়নি। ফলে হাদীসটির অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে; কিন্তু তাঁরা মনে করত যে, অর্থের পরিবর্তন ঘটেনি।

৩. منافق –কপট, যার কপটতা প্রকাশ পায়নি। সে মহানবী ﷺ হতে যা শুনেনি তাও রিওয়ায়াত করেছে এবং মহানবী ﷺ -এর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। সাধারণ লোক সে মুনাফিককে খালেস মু'মিন মনে করে তার নিকট হতে হাদীস শোনে ও রিওয়ায়াত করতে থাকে। আর এভাবে একের পর এক রিওয়ায়াত করাতে সে হাদীস জনগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

খবরে ওয়াহেদকে কুরআনের সামনে পেশ করার কারণ ঃ রাবীদের অবস্থা বিভিন্ন। কোনো কোনো হাদীসের রাবী এমন বেদুইন যাঁরা সময় সময় রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হত। তাঁরা রাসূল ﷺ -এর হাদীস শোনত, কিন্তু ইহার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারত না। পরে যখন নিজ গোত্রের নিকট ফিরে যেত, তখন এমন শব্দে হাদীস বর্ণনা করত যে শব্দ রাসূল ﷺ -এর জবান মুবারক হতে উচ্চারিত হয়নি। এতে হাদীসটির অর্থ পরিবর্তন হয়ে যেত। কিন্তু বেদুইন লোকটি মনে করত যে অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

আবার কোনো কোনো হাদীসের রাবী এমন মুনাফিক, যার নিকাফী প্রকাশ পায়নি। সে রাসূলের ﷺ উপর মিথ্যা আরোপ করে এমন সব হাদীস বর্ণনা করত যা রাসূল ﷺ -এর নিকট হতে সে শোনেনি। সাধারণ মানুষ তাকে খাঁটি মু'মিন মনে করে তার নিকট হতে হাদীস শ্রবণ করত এবং বর্ণনা করত।

রাবীদের এ বিভিন্নতার কারণে হাদীস কোন্‌টি সঠিক এবং কোন্‌টি সঠিক নয় তার যাঁচাই-বাছাই করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কাজেই হাদীস যাঁচাই-বাছাই করার সঠিক পদ্ধতি হলো,হাদীসকে কুরআনের সামনে পেশ করা। অতঃপর হাদীসটি যদি কুরআনের বিরোধী না হয়ে উহার অনুকূলে হয়, তবে বিশ্বাস করতে হবে যে, হাদীসটি সঠিক। আর যদি কুরআনের বিরোধী হয়, তবে মনে করতে হবে যে, হাদীসটি সঠিক নয়।

খবরে ওয়াহেদ কুরআনের সামনে পেশ করার উদাহরণ ঃ খবরে ওয়াহেদকে কুরআনের ওপর পেশ করার উদাহরণ হলো, পুংলিঙ্গ স্পর্শ করার হাদীস। নবী করীম ﷺ বলেছেন— "অজু করা লোক যদি নিজের লিঙ্গে হাত লাগায় তার পুনরায় অজু করা উচিত।" এ হাদীস দ্বারা ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, বিনা পর্দায় লিঙ্গে হাত লাগালে অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। ইমাম আযম (র.) এ হাদীসের ওপর আমল করেননি। কেননা, উক্ত হাদীস কুরআনের বিরোধী। কারণ, আল্লাহ তা'আলা মাসজিদে কুবায় অবস্থানরত মুসলমানদের প্রশংসা এজন্য করেছেন যে, তারা ঢিলার পরেও পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করত। আর এ কথা স্পষ্ট যে, পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করার সময় অবশ্যই লিঙ্গে হাত লাগবে। অতএব, যদি লিঙ্গ স্পর্শ দ্বারা অজু ভঙ্গ হত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা মাসজিদে কুবাবাসীদের প্রশংসা করতেন না। নতুবা তাঁরা প্রথমত ঢিলা দ্বারা লিঙ্গ পবিত্র করার পর পানি দ্বারা ধৌত করার সময় লিঙ্গে হাত লাগিয়ে যেন অপবিত্র করত, তাহলে ইহার প্রশংসা কিভাবে হয়? কাজেই ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, লিঙ্গে হাত লাগালে অর্জিত পবিত্রতা নষ্ট হয় না। তা ছাড়া লিঙ্গ স্পর্শের হাদীস নবী কারীম ﷺ -এর ঐ হাদীসের বিরোধী, যাতে মহানবী ﷺ বলেন, "লিঙ্গ শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতোই একটি অঙ্গ।" অতএব, যেমন শরীরের অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না, অনুরূপভাবে লিঙ্গ স্পর্শ করলেও অজু ভঙ্গ হবে না।

وَكَذٰلِكَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ "اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ" خَرَجَ مُخَالِفًا لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ" فَاِنَّ الْكِتَابَ يُوْجِبُ تَحْقِيْقَ النِّكَاحِ مِنْهُنَّ وَمِثَالُ الْعَرْضِ عَلَى الْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ رِوَايَةُ الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ فَاِنَّهٗ خَرَجَ مُخَالِفًا لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ "اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ" وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى قُلْنَا خَبَرُ الْوَاحِدِ اِذَا خَرَجَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ لَايُعْمَلُ بِهٖ وَمِنْ صُوَرِ مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ عَدَمُ اِشْتِهَارِ الْخَبَرِ فِيْمَا يَعُمُّ بِهِ الْبَلْوٰى فِى الصَّدْرِ الْاَوَّلِ وَالثَّانِىْ لِاَنَّهُمْ لَايَتَّهِمُوْنَ بِالتَّقْصِيْرِ فِىْ مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ فَاِذَا لَمْ يَشْتَهِرِ الْخَبَرُ مَعَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ وَعُمُوْمِ الْبَلْوٰى كَانَ ذٰلِكَ عَلَامَةَ عَدَمِ صِحَّتِهٖ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذٰلِكَ আর তদ্রূপ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ -এর বাণী اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ যে স্ত্রীলোক نَكَحَتْ نَفْسَهَا নিজেকে বিবাহ দেয় بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا স্বীয় অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া فَنِكَاحُهَا তবে তার বিবাহ بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ বাতিল, বাতিল, বাতিল خَرَجَ مُخَالِفًا তা পরিপন্থী হয়েছে لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ অতঃপর তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ তাদের স্বামী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে فَاِنَّ الْكِتَابَ কেননা কুরআন মাজীদ يُوْجِبُ ওয়াজিব করে تَحْقِيْقَ النِّكَاحِ বিবাহ সাব্যস্ত হওয়া مِنْهُنَّ তাদের থেকে وَمِثَالُ الْعَرْضِ আর খবরে ওয়াহেদকে পেশ করার উদাহরণ عَلَى الْخَبَرِ الْمَشْهُوْرِ খবরে মাশহুরের ওপর رِوَايَةُ الْقَضَاءِ ফয়সালা গ্রহণের বর্ণনা بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ একজন সাক্ষী ও শপথ দ্বারা فَاِنَّهٗ خَرَجَ مُخَالِفًا কেননা, তা পরিপন্থী হয়েছে لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ -এর এ বাণীর اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ বাদীর ওপর প্রমাণ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ এবং বিবাদীর ওপর শপথ وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে قُلْنَا আমরা (হানাফীরা) বলি যে, خَبَرُ الْوَاحِدِ اِذَا خَرَجَ مُخَالِفًا لِلظَّاهِرِ খবরে ওয়াহেদ যখন সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী অবস্থাসমূহের মধ্যে একটি হলো عَدَمُ اِشْتِهَارِ الْخَبَرِ খবরে ওয়াহেদ প্রসিদ্ধ না হওয়া فِيْمَا يَعُمُّ بِهِ الْبَلْوٰى পরীক্ষা ব্যাপক হওয়ার সময় فِى الصَّدْرِ الْاَوَّلِ وَالثَّانِىْ প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে لِاَنَّهُمْ لَايَتَّهِمُوْنَ بِالتَّقْصِيْرِ কেননা তাদের ব্যাপারে শৈথিল্যতার অভিযোগ উত্থাপন করা যায় না فِىْ مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ সুন্নাতের অনুসরণ করার ব্যাপারে فَاِذَا لَمْ يَشْتَهِرِ الْخَبَرُ অতঃপর যখন খবরটি প্রসিদ্ধি লাভ করে নি مَعَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ অতি প্রয়োজন সত্ত্বেও وَعُمُوْمِ الْبَلْوٰى ব্যাপক পরীক্ষার মুহূর্তে كَانَ ذٰلِكَ عَلَامَةَ عَدَمِ صِحَّتِهٖ তখন উহাই হাদীসটি শুদ্ধ না হওয়ার প্রমাণ।

সরল অনুবাদ : অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী— اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ الخ অর্থাৎ, "যে স্ত্রীলোক নিজের অলির অনুমতি ব্যতীত নিজেকে বিবাহ প্রদান করে, তার বিবাহ বাতিল বাতিল বাতিল।" এ হাদীসটি আল্লাহর বাণী— فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ الخ (তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে তাদের স্বামী গ্রহণ করা হতে বিরত কর না।)-এর পরিপন্থী। কেননা, কিতাব তথা কুরআনের এ আয়াতটি স্ত্রীলোকদের কথায় বিবাহ সাব্যস্ত হওয়াকে প্রমাণ করে।

খবরে ওয়াহেদকে হাদীসে মাশহূরের উপর পেশ করার উদাহরণ হলো, একজন সাক্ষী ও কসম দ্বারা ফয়সালা গ্রহণের রিওয়ায়াত। কেননা, উক্ত রিওয়ায়াতটি হাদীসে মাশহূর— اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ وَالْيَمِيْنُ عَلٰى مَنْ اَنْكَرَ (বাদীর উপর প্রমাণ এবং বিবাদীর উপর কসম।)-এর পরিপন্থী। খবরে ওয়াহেদ কুরআন অথবা হাদীসে মাশহূরের পরিপন্থী হওয়ার অবস্থায় উহার উপর আমল ওয়াজিব না হওয়ার দৃষ্টিকোণ হতে আমরা (হানাফীরা) বলি, খবরে ওয়াহেদ যখন যাহেরের বিরোধী হবে তখনও তার উপর আমল করা যাবে না। যাহেরের বিরোধী হওয়ার অবস্থাসমূহের মধ্যে একটি হলো, খবরে ওয়াহেদটি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ তথা সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে প্রসিদ্ধ না হওয়া। (যেমন– সালাতে বিস্‌মিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়া। অথচ উহা প্রত্যহ বারংবার পড়ার প্রয়োজন হত।) কেননা, উক্ত দুই যুগের লোকের প্রতি সুন্নতের অনুসরণ না করার অভিযোগ নেই। কাজেই যখন অত্যন্ত প্রয়োজন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় হওয়া সত্ত্বেও খবরটি মাশহূর হয়নি, তখন উহাই হাদীসটি সহীহ না হওয়ার প্রমাণ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَاكِرَةٌ بَالِغَةٌ -এর বিবাহের ব্যাপারে আলিমগণের মতামত :

বাকেরা তথা প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর বিবাহ অলির অনুমতি ব্যতীত শুদ্ধ কিনা, ইহা নিয়ে হানাফী ও শাফিয়ীগণের মধ্যে মতান্তর **রয়েছে। শাফিয়ীগণ** বলেন, বিবাহ শুদ্ধ হবে না। তাঁরা اَيُّمَا اِمْرَأَةٍ الخ এ হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। হানাফীগণ বলেন, বিবাহ **শুদ্ধ হবে।** তাঁরা উক্ত হাদীসের উত্তরে বলেন, হাদীসটি খবরে ওয়াহেদ এবং আল্লাহর বাণী— فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ الخ **-এর বিরোধী।** উক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের স্বামী গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। আর নিয়ম হলো, যে খবরে ওয়াহেদ কুরআনের বিরোধী, তার ওপর আমল ওয়াজিব নয়। এ জন্য উক্ত হাদীসকে ত্যাগ করা হয়েছে এবং **বাকেরা প্রাপ্তবয়স্কার** বিবাহ অলির অনুমতি ব্যতীত সিদ্ধ আছে।

খবরে ওয়াহেদ হাদীসে মাশহূরের পরিপন্থী হওয়ার উদাহরণ : যে খবরে ওয়াহেদ হাদীসে মাশহূরের পরিপন্থী তার উপর আমল জায়েজ নেই। যেমন— ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস— "নবী করীম ﷺ একটি সাক্ষী ও একটি কসম দ্বারা রায় প্রদান করেছেন।" এ হাদীসটি একটি হাদীসে মাশহূর তথা— اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيْ الخ -এর পরিপন্থী। উক্ত হাদীসে মশহূরে 'কসম' শধু অস্বীকারকারী হতে হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ জন্য ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসটির ওপর আমল ত্যাগ করা হয়েছে।

খবরে ওয়াহেদ যাহের-এর বিরোধী হওয়ার হুকুম ও উদাহরণ : খবরে ওয়াহেদ যাহেরের বিরোধী হলে উহার উপর আমল করা যাবে না। যাহেরের বিরোধী হওয়ার অবস্থাসমূহেরে মধ্যে একটি হলো, খবরটি সাধারণভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সাহাবী ও তাবিয়ীদের যুগে প্রসিদ্ধ না হওয়া। যেমন– আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস— "নবী ﷺ রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ হতে উঠার সময় হাত উত্তোলন করতেন।" হাদীসটি সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে প্রসিদ্ধ হয়নি।

অথচ সাহাবায়ে কিরাম পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই রাসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বে আদায় করতেন। তদুপরি বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এ হাদীসের ভিত্তিতে আমল করেছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি; বরং মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে— صَحِبْتُ اِبْنَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ فَلَمْ اَرَهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا عِنْدَ تَكْبِيْرِ الْاِفْتِتَاحِ (আমি দুই বৎসর পর্যন্ত ইবনে ওমরের সাহচর্যে ছিলাম, তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর কখনো তাঁকে সালাতের মধ্যে হাত উত্তোলন করতে দেখিনি।)

অনুরূপভাবে আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস—"নবী কারীম ﷺ সালাতে বিস্‌মিলাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন।" ইহা সাহাবী এবং তাবেয়ীদের যুগে প্রসিদ্ধ হয়নি। তদুপরি হযরত আনাস (রা.) বলেন— "আমি নবী কারীম ﷺ, আবূ বকরও ওমর (রা.)-এর পিছনে সালাত পড়েছি; কিন্তু কেউই বিস্‌মিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়েননি।" ইহা দ্বারা বুঝা গেল আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয়; বরং শিক্ষার জন্যই রাসূল ﷺ দুই একবার উচ্চৈঃস্বরে পড়েছেন। সত্যিকারে বিস্‌মিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়ার নিয়ম যদি থাকতই, তবে সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ উহার আমল কখনো ত্যাগ করতেন না। আর অনুরূপ অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে নেই। সুতরাং হাত উত্তোলন ও বিসমিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে পড়া সংক্রান্ত হাদীস যাহের বিরোধী। আর যাহের বিরোধী হওয়ায় হানাফীগণ উক্ত হাদীসদ্বয়ের ওপর আমল পরিত্যাগ করেছেন।

وَمِثَالُهُ فِي الْحُكْمِيَّاتِ إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ أَنَّ امْرَأَتَهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِالرَّضَاعِ الطَّارِئِ جَازَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى خَبَرِهِ وَيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَلَوْ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَقْدَ كَانَ بَاطِلًا بِحُكْمِ الرَّضَاعِ لَا يَقْبَلُ خَبَرَهُ وَكَذٰلِكَ إِذَا أَخْبَرَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا وَهُوَ غَائِبٌ جَازَ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَى خَبَرِهِ وَتَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِ وَلَوْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَنْهَا وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَلَوْ وَجَدَ مَاءً لَا يَعْلَمُ حَالَهُ فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ عَلَى النَّجَاسَةِ لَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بَلْ يَتَيَمَّمُ -

---

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثَالُهُ আর উদাহরণ فِي الْحُكْمِيَّاتِ শরয়ী বিধানসমূহে إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ যখন একজন (অন্যজনকে) সংবাদ দেয় (যে,) أَنَّ امْرَأَتَهُ নিশ্চয় তার স্ত্রী حَرُمَتْ عَلَيْهِ তার ওপর হারাম হয়েছে بِالرَّضَاعِ الطَّارِئِ চলমান দুগ্ধ পানের কারণে جَازَ (তখন) বৈধ أَنْ يَعْتَمِدَ আস্থা স্থাপন করা। عَلَى خَبَرِهِ তার সংবাদের উপর। وَيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا এবং তার বোনকে বিবাহ (বৈধ) وَلَوْ أَخْبَرَهُ আর যদি কেউ তাকে সংবাদ দেয় (যে,) أَنَّ الْعَقْدَ অবশ্যই বিবাহ كَانَ بَاطِلًا (পূর্বেই) বাতিল ছিল بِحُكْمِ الرَّضَاعِ দুগ্ধ পানের কারণে لَا يَقْبَلُ خَبَرَهُ (তখন) তার সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না وَكَذٰلِكَ আর তদ্রূপ إِذَا أَخْبَرَتِ الْمَرْأَةُ যখন স্ত্রীকে সংবাদ দেওয়া হয় بِمَوْتِ زَوْجِهَا তার স্বামী মারা যাওয়ার أَوْ طَلَاقِهِ إِيَّاهَا অথবা তাকে স্বামীর তালাক দেওয়ার وَهُوَ غَائِبٌ এমতাবস্থায় যে স্বামী অনুপস্থিত جَازَ (তখন) বৈধ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَى خَبَرِهِ স্ত্রী তার সংবাদের উপর আস্থা রাখা وَتَتَزَوَّجَ بِغَيْرِهِ অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া وَلَوِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ যদি কারো উপর কেবলা সন্দেহপূর্ণ হয় فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ অতঃপর একজন তাকে সংবাদ দিয়েছে عَنْهَا কেবলা সম্পর্কে وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ (তখন) উক্ত খবর অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব وَلَوْ وَجَدَ مَاءً যদি কেউ পানি পায় لَا يَعْلَمُ حَالَهُ তবে তার (পাক নাপাকের) অবস্থা জানে না فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ অতঃপর এক ব্যক্তি তাকে সংবাদ দিল عَلَى النَّجَاسَةِ অপবিত্রতার ওপর لَا يَتَوَضَّأُ بِهِ ঐ পানি দ্বারা সে অজু করবে না بَلْ يَتَيَمَّمُ বরং তায়াম্মুম করবে।

সরল অনুবাদ : শরয়ী আহকামে খবরে ওয়াহেদের উপর আমল করা সহীহ হওয়া না হওয়ার উদাহরণ হলো, যখন কাউকেও কেউ খবর দেয় যে, চলমান দুগ্ধ পানের কারণে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে গেছে, তখন ঐ খবরের ওপর আস্থা স্থাপন করা এবং সে স্ত্রীর বোনকে তার বিবাহ করা সিদ্ধ হবে; কিন্তু যদি কেউ সংবাদ দেয় যে, দুগ্ধ পানের কারণে পূর্বেই বিবাহ করা বাতিল ছিল, তখন সে খবর গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে (নিখোঁজ স্বামীর) স্ত্রীকে যদি খবর দেয়া হয় যে, তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, অথবা স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে, তাহলে স্ত্রীর জন্য উক্ত খবর বিশ্বাস করা এবং অপর স্বামী গ্রহণ করা জায়েজ হবে। অনুরূপ যদি কারো নিকট কেবলা সন্দেহপূর্ণ হয়, আর কোনো ব্যক্তি তাকে কেবলার দিকে নির্দেশ করে, তাহলে উক্ত খবর অনুযায়ী আমল ওয়াজিব হবে। আবার যদি কেউ পানি পায়, কিন্তু পানির অবস্থা তার জানা না থাকে, আর অন্য কেউ উক্ত পানি নাপাক হওয়ার সংবাদ দেয়, তখন সে ঐ পানি দ্বারা অজু করবে না; বরং তায়াম্মুম করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শরয়ী বিধানে খবরে ওয়াহেদের ওপর আমলের হুকুম ও উদাহরণ :

যে খবরে ওয়াহেদ যাহেরের বিপরীত নয় তা গ্রহণযোগ্য। আর যা যাহেরের বিপরীত তা পরিত্যাজ্য। খবরে ওয়াহেদের আমল সহীহ হওয়া ও না হওয়ার উদাহরণ 'শরয়ী আহকামে' এই যে, যদি কেউ কোনো দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে বিবাহ করে, তারপর সে বালিকা ঐ ব্যক্তির মা-এর দুধ পান করে আর অপর কোনো ব্যক্তি সে লোককে সংবাদ দেয় যে, তোমার স্ত্রী তোমার মায়ের দুগ্ধ পান করেছে, তখন সে ব্যক্তির খবর দ্বারা এ ব্যক্তি দুগ্ধপোষ্য স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করতে পারবে। কেননা, এ এক ব্যক্তির সংবাদ (খবরে ওয়াহেদ) যাহেরের বিরোধী নয়।

আর কোনো মহিলার সাথে বিবাহের পর কেউ যদি এসে খবর প্রদান করে যে, তোমার বিবাহের পূর্বে তোমার স্ত্রী তোমার মাতার দুগ্ধ পান করেছিল, কাজেই তোমার বিবাহ বাতিল। এ খবরে ওয়াহেদ যাহেরের বিরোধী হওয়ায় কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আত্মীয়গণ উপস্থিত ছিল। তাদের অবগতি অনুযায়ী বিবাহ হয়েছিল। যদি রিয়ায়াত প্রমাণিত হত তাহলে কেউ জানিয়ে দিত। য[illegible] প্রকাশ করেনি, তাই এখন তা প্রকাশ করা যাহেরের

বিরোধী। কাজেই উক্ত খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই ঐ ব্যক্তির জন্য তার স্ত্রীর বোনকে বিবাহ সিদ্ধ হবে না। তাবে যদি দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

অনুরূপভাবে যদি স্বামী নিখোঁজ থাকে, আর কেউ তার স্ত্রীকে সংবাদ দেয় যে, তোমার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, অথবা তোমার স্বামী তোমাকে তালাক দিয়েছে, তখন সেই খবর অনুযায়ী উক্ত স্বামীর জন্য ইদ্দতের পরে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা জায়েজ। কেননা, এ খবরে ওয়াহেদ যাহেরের বিরোধী নয়।

তদ্রূপ যদি কোনো সালাত আদায়কারী ব্যক্তি কেবলা নির্ণয় করতে না পারে, আর অন্য কোনো ব্যক্তি যদি বলে যে, কেবলা এই দিকে, তবে ঐ ব্যক্তির বর্ণিত দিকে মুখ করে সালাত পড়া তার ওপর ওয়াজিব। কেননা, এ খবরে ওয়াহেদ যাহেরের বিরোধী নয়।

অনুরূপভাবে যদি কোনো সালাত আদায়কারী পানি পায়, কিন্তু সে জানে না যে, উহা পবিত্র না অপবিত্র; এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি খবর প্রদান করল যে, উক্ত পানি নাপাক, তখন মুসল্লি তায়াম্মুম করে সালাত পড়বে। ঐ পানি দ্বারা অজু করা জায়েয হবে না। কেননা, এ খবরে ওয়াহেদ যাহেরের বিরোধী নয়।

فَصْلٌ خَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ فِى اَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ : خَالِصُ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى مَالَيْسَ بِعُقُوْبَةٍ وَخَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ مَا فِيْهِ اِلْزَامٌ مَحْضٌ وَخَالِصُ حَقِّهٖ مَا لَيْسَ فِيْهِ اِلْزَامٌ وَخَالِصُ حَقِّهٖ مَا فِيْهِ اِلْزَامٌ مِنْ وَجْهٍ اَمَّا الْاَوَّلُ فَيُقْبَلُ فِيْهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبِلَ شَهَادَةَ الْاَعْرَابِىِّ فِىْ هِلَالِ رَمَضَانَ وَاَمَّا الثَّانِىْ فَيُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ وَالْعَدَالَةُ وَنَظِيْرُهُ الْمُنَازَعَاتُ وَاَمَّا الثَّالِثُ فَيُقْبَلُ فِيْهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ عَدْلًا كَانَ اَوْ فَاسِقًا وَنَظِيْرُهُ الْمُعَامَلَاتُ وَاَمَّا الرَّابِعُ فَيُشْتَرَطُ فِيْهِ اِمَّا الْعَدَدُ اَوِ الْعَدَالَةُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَنَظِيْرُهُ الْعَزْلُ وَالْحَجْرُ -

সরল অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : خَبَرُ وَاحِدْ চার স্থানে حُجَّةٌ তথা দলিল হিসেবে গৃহীত হবে— (১) خَالِصْ তথা নিখুঁত আল্লাহর হকের ব্যাপারে, যাতে কোনো শাস্তির ব্যাপার নেই। (২) خَالِصْ তথা নিখুঁত বান্দার হক, যার মধ্যে শুধু দায়িত্বারোপ করা হয়। (৩) নিখুঁত বান্দার হক, যার মধ্যে কোনো দায়িত্বারোপের ব্যাপার নেই। (৪) নিখুঁত বান্দার হক যার মধ্যে এক প্রকার দায়িত্বারোপের ব্যাপার আছে।

প্রথম প্রকারের মধ্যে خَبَرْ وَاحِدْ গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, নবী করীম ﷺ রমযানের নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে এক বেদুইনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। আর দ্বিতীয় প্রকারে خَبَرْ وَاحِدْ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে رَاوِىْ-এর সংখ্যা এবং আদল তথা সাধুতা শর্ত হবে। উহার উদাহরণ হলো, পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদ। আর তৃতীয় প্রকার خَبَرْ وَاحِدْ গ্রহণযোগ্য হবে, রাবী আদেল হোক বা ফাসিক হোক। উহার উদাহরণ হলো, পরস্পরের লেনদেন। আর চতুর্থ প্রকারের خَبَرْ وَاحِدْ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, হয়তো رَاوِىْ-এর সংখ্যা নতুবা عَدَالَةْ তথা সাধুতা শর্ত হবে। ইহার উদাহরণ হলো, উকিলকে অব্যাহতি প্রদানের সংবাদ বা বেচাকেনার দায়িত্ব অর্পিত গোলামের দায়িত্ব পালনে আবদ্ধ প্রদানের সংবাদ প্রদান।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ خَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ খবরে ওয়াহেদ হুজ্জত বা দলিল হিসেবে বিবেচিত হয় فِىْ اَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ চার জায়গায় خَالِصُ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى নিরেট আল্লাহ্ তা'আলার অধিকারের ব্যাপারে مَالَيْسَ بِعُقُوْبَةٍ যা দণ্ডবিধি সংক্রান্ত নয় وَخَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ নিখুঁত বান্দার হকের ক্ষেত্রে مَافِيْهِ اِلْزَامٌ مَحْضٌ যার মধ্যে দায়িত্বারোপের ব্যাপার রয়েছে وَخَالِصُ حَقِّهٖ খাঁটি বান্দার ঐ হকের ক্ষেত্রে مَالَيْسَ فِيْهِ اِلْزَامٌ যাতে কোনো দায়িত্বারোপের ব্যাপার নেই وَخَالِصُ حَقِّهٖ খাঁটি বান্দার (ঐ) হকের ক্ষেত্রে مَافِيْهِ اِلْزَامٌ مِنْ وَجْهٍ যার মধ্যে এক প্রকার দায়িত্বারোপের ব্যাপার রয়েছে اَمَّا الْاَوَّلُ বস্তুতঃ প্রথম প্রকার فَيُقْبَلُ فِيْهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ যেখানে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য হবে فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبِلَ কেননা রাসূল ﷺ গ্রহণ করেছেন شَهَادَةَ الْاَعْرَابِىِّ বেদুঈনের [illegible] রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে وَاَمَّا الثَّانِىْ বস্তুতঃ

দ্বিতীয় প্রকার فَيُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ وَالْعَدَالَةُ এতে সংখ্যা ও ন্যায়পরায়ণতা শর্ত وَنَظِيْرُهُ আর-এর উদাহরণ اَلْمُنَازَعَاتُ পরস্পর ঝগড়া বিবাদ وَاَمَّا الثَّالِثُ বস্তুতঃ তৃতীয় প্রকার فَيُقْبَلُ فِيْهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ এতে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য হবে عَدْلًا كَانَ اَوْفَاسِقًا চাই রাবী ন্যায়পরায়ণ হোক বা ফাসিক হোক وَنَظِيْرُهُ الْمُعَامَلَاتُ -এর উদাহরণ হল পরস্পরের লেনদেন وَاَمَّا الرَّابِعُ আর চতুর্থ প্রকার فَيُشْتَرَطُ فِيْهِ اِمَّا الْعَدَدُ اَوِ الْعَدَالَةُ তাতে হয়তো সংখ্যা শর্ত নতুবা ন্যায়পরায়ণ শর্ত عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رحـ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে وَنَظِيْرُهُ الْعَزْلُ وَالْحَجْرُ -এর উদাহরণ হলো (উকীলকে) বরখাস্ত করা ও অনুমতি প্রত্যাহার করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার স্থানসমূহ : এখানে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা সে খবর বুঝায় যা মুতাওয়াতির অথবা মাশহূর নয়; যদিও সে খবর একজন বা দু'জন বা চারজনের খবর হোক। গ্রন্থকার বলেন, খবরে ওয়াহেদকে চার স্থানে দলিল হিসেবে পেশ করা যায়। স্থানগুলো হলো—

১. একমাত্র আল্লাহর অধিকার, যা ইবাদত সম্পর্কিত শাস্তি সম্পর্কিত নয়। উহার উদাহরণ হলো— সালাত, সাওম, অজু, ওশর, সদকাতুল ফিত্‌র ইত্যাদি। এ সব ইবাদতের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য হবে অর্থাৎ, খবরে ওয়াহেদ দ্বারা সালাত ইত্যাদি ইবাদতের বিধান সাব্যস্ত হতে পারে। কেননা, নবী কারীম ﷺ রমজানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন বেদুইনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন।

২. একমাত্র বান্দার অধিকার, যাতে কোনো ধরনের অভিযোগ রয়েছে। যেমন– ক্রয় বিক্রয়ের প্রকারসমূহ, রেহেন, শুফা, গসব ইত্যাদি। এ সমস্ত বিষয় প্রমাণের জন্য সাক্ষীর সংখ্যা ও আদালত উভয় শর্ত অর্থাৎ, দু'জন দীনদার পুরুষ অথবা একজন দীনদার পুরুষ এবং দু'জন দীনদার স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য শর্ত। যদি একজন দীনদার এবং দু'জন বে-দ্বীনের সাক্ষ্য হয়, তা দ্বারা উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রমাণিত হয় না।

৩. একমাত্র বান্দার অধিকার, যাতে কোনো ধরনের অভিযোগ নেই। যেমন–উকিল নিয়োগ করা, যৌথ ব্যবসা করা, দৌত্যকার্য ইত্যাদি। এ সব ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য, চাই খবরদাতা ফাসিক হোক বা দীনদার হোক।

৪. একমাত্র বান্দার অধিকার, যাতে এক দৃষ্টিতে অভিযোগ আছে, অন্য দৃষ্টিতে নেই। যেমন– প্রতিনিধিকে তার প্রতিনিধিত্ব করা হতে অব্যাহতি প্রদান, অথবা যে দাসকে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রভু দিয়েছিল, সে দাস হতে অনুমতি প্রত্যাহার করা। ঐ অপসারণের মধ্যে প্রকারান্তরে এক প্রকার অভিযোগ নিহিত রয়েছে। তদ্রূপ যে দাসকে বাণিজ্যের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল, তার সর্বপ্রকার লেনদেন সিদ্ধ ছিল, অনুমতি প্রত্যাহারের পর সর্বপ্রকার লেনদেন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইহাও প্রকারন্তরে অভিযোগ। সুতরাং উকিলের অপসারণ এবং দাস হতে অনুমতি প্রত্যাহারের খবর গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সাক্ষীর সংখ্যা অথবা আদালত যে-কোনো একটি শর্ত। কাজেই যদি এরূপ দুই ব্যক্তি খবর প্রদান করে যাদের অবস্থা জানা নেই, তা সত্ত্বেও সংখ্যা পাওয়া যাওয়ার কারণে খবর গ্রহণযোগ্য হবে। অপরদিকে একজন দীনদার লোক সংবাদ দিলেও তার আদালাত পাওয়া যাওয়ার কারণে খবরটি গ্রহণযোগ্য হবে।

৫. কোনো কোনো আলিমের মতে, খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়ার আর একটি ক্ষেত্র রয়েছে। তাহলো— একমাত্র আল্লাহর অধিকার, যা শাস্তি সম্পর্কিত। এতে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, খবরে ওয়াহেদ সংশয়যুক্ত দলিল, আর সংশয়যুক্ত দলিল দ্বারা শাস্তি সাব্যস্ত হয় না। নবী করীম ﷺ বলেছেন— وَالْحُدُوْدُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ "সংশয়ের কারণে শাস্তি রহিত হয়ে যায়।"

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১. সুন্নতের সংজ্ঞা দাও। سُنَّةٌ ও خَبَرٌ-এর পার্থক্য নিরূপণ কর।

২. خَبَرٌ-এর পরিচয় দাও এবং তার প্রকারভেদ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

৩. خَبَرُ الْمُتَوَاتِرِ কাকে বলে? এর হুকুম কি? উদাহরণসহ লিখ।

৪. رَاوِىْ (হাদীস বর্ণনাকারী) কত শ্রেণীতে বিভক্ত? বিশদভাবে আলোচনা কর।

৫. وَعَلٰى هٰذَا تَرَكَ اَصْحَابُنَا رِوَايَةَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ مَسْئَلَةِ الْمُصَرَّاةِ এ উক্তি দ্বারা গ্রন্থকার কিসের প্রয়োগ দেখিয়েছেন বুঝিয়ে দাও।

৬. رُوِىَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ كَانَتِ الرُّوَاةُ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَقْسَامٍ হাদীসে উল্লিখিত তিন প্রকার রাবীর বর্ণনা দাও।

৭. خَبَرٌ وَاحِدٌ কোন্ কোন্ স্থানে حُجَّةٌ বলে বিবেচিত? বর্ণনা কর।

اَلْبَحْثُ الثَّالِثُ فِى الْاِجْمَاعِ

তৃতীয় অধ্যায় : إِجْمَاعٌ প্রসঙ্গ

فَصْلٌ : اِجْمَاعُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ مَا تَوَفّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ فُرُوْعِ الدِّيْنِ حُجَّةٌ مُوْجِبَةٌ لِلْعَمَلِ بِهَا شَرْعًا كَرَامَةً لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ ثُمَّ الْاِجْمَاعُ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَقْسَامٍ ، اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَلٰى حُكْمِ الْحَادِثَةِ نَصًّا ثُمَّ اِجْمَاعُهُمْ بِنَصِّ الْبَعْضِ وَسُكُوْتِ الْبَاقِيْنَ عَنِ الرَّدِّ ، ثُمَّ اِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ فِيْمَا لَمْ يُوْجَدْ فِيْهِ قَوْلُ السَّلَفِ ، ثُمَّ الْاِجْمَاعُ عَلٰى اَحَدِ اَقْوَالِ السَّلَفِ ـ

সরল অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর দীনের শাখাগত মাসআলায় এ উম্মতের إِجْمَاعٌ এমন হুজ্জত বা দলিল, যার উপর আমল করা শরয়ীভাবে আবশ্যক। এটা (এ উম্মতের ইজমা গ্রহণীয় হওয়া) এ উম্মতের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কারণে।

إِجْمَاعٌ-এর প্রকারভেদ : অতঃপর إِجْمَاعٌ চার প্রকার। ১. কোনো সংঘটিত বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর إِجْمَاعٌ ২. সাহাবায়ে কেরামের এমন إِجْمَاعٌ, যাতে কিছুসংখ্যক সাহাবীর বর্ণনা রয়েছে। আর কিছুসংখ্যক সাহাবীর প্রত্যাখ্যানহীন নীরবতা রয়েছে। ৩. সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তীদের এমন বিষয় إِجْمَاعٌ যাতে সালাফে সালিহীনের কোনো উক্তি বর্ণিত নেই। ৪. সালাফে সালিহীনের কোনো উক্তির উপর উম্মতের ইজমা।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ অনুচ্ছেদ اِجْمَاعُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ এ উম্মতের ইজমা بَعْدَ مَا تَوَفّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ রাসূল ﷺ এর ইন্তেকালের পর فِىْ فُرُوْعِ الدِّيْنِ দীনের শাখাগত মাসআলায় حُجَّةٌ مُوْجِبَةٌ এমন দলিল যার উপর আবশ্যক لِلْعَمَلِ بِهَا شَرْعًا শরয়ীভাবে আমল করা كَرَامَةً বিশেষ মর্যাদা হিসেবে لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ এই উম্মতের ثُمَّ الْاِجْمَاعُ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَقْسَامٍ অতঃপর ইজমা চার প্রকার اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ সাহাবায়ে কেরামের ইজমা عَلٰى حُكْمِ الْحَادِثَةِ نَصًّا কোনো সংঘটিত বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ثُمَّ اِجْمَاعُهُمْ অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের এমন ইজমা بِنَصِّ الْبَعْضِ যাতে কিছু সংখ্যক বর্ণনা রয়েছে وَسُكُوْتِ الْبَاقِيْنَ আর কিছু সংখ্যক সাহাবীর নীরবতা রয়েছে عَنِ الرَّدِّ প্রত্যাখ্যানহীন ثُمَّ اِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তীদের এমন ইজমা فِيْمَا لَمْ يُوْجَدْ فِيْهِ যাতে বর্ণিত নেই قَوْلُ السَّلَفِ সালফেসালেহীনের কোনো উক্তি ثُمَّ الْاِجْمَاعُ অতঃপর ইজমা عَلٰى اَحَدِ اَقْوَالِ السَّلَفِ সালাফে সালেহীনের কোনো উক্তির উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِجْمَاعُ الْاُمَّةِ الخ :

إِجْمَاعٌ-এর শাব্দিক অর্থ : إِجْمَاعٌ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে–

১. اَلْعَزْمُ বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ২. اَلْاِتِّفَاقُ বা ঐকমত্য পোষণ করা। যথা– اَجْمَعَ اَهْلُ الْحَقِّ عَلٰى كَذَا (হকপন্থিগণ এ ব্যাপারে এক মত) اَجْمَعَ عُلَمَاءُ بَنْغَلَادِيْش عَلٰى كَذَا (বাংলাদেশের আলেমগণ এ ব্যাপার ঐকমত্য পোষণ করেন)

إِجْمَاعٌ-এর পারিভাষিক অর্থ :

هُوَ اِتِّفَاقُ عُلَمَاءِ كُلِّ عَصْرٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ذَوِي الْعَدَالَةِ وَالْاِجْتِهَادِ عَلَى حُكْمٍ .

অর্থাৎ বিশেষ কোনো ব্যাপারে কোনো যুগের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্তর্গত আদিল মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়।

কারো কারো মতে اَلْاِتِّفَاقُ فِيْ كُلِّ عَصْرٍ عَلٰى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُوْرِ جَمِيْعِ مَنْ هُوَ أَهْلُهُ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে এই উম্মতে মোহাম্মদীর যারা ইজমার যোগ্য তাদের সকলের কোনো একটি বিষয়ে ঐকমত্য হওয়াকে ইজমা বলে।

নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকারের মতে اِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِيْنَ صَالِحِيْنَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عَصْرٍ وَاحِدٍ عَلٰى أَمْرٍ قَوْلِيٍّ أَوْ فِعْلِيٍّ অর্থাৎ একই যুগের উম্মতে মোহাম্মদীর সকল সৎ মুজতাহিদগণ কোনো বক্তব্যমূলক অথবা কার্যমূল বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা।

উসূলুল শাশী-এর হাশিয়াকারের মতে মহানবী ﷺ -এর উম্মতের মধ্য হতে সৎ মুজতাহিদীগণের কোনো কথা বা কাজের উপর ঐকমত্য হওয়াকেই শরিয়তের পরিভাষায় ইজমা বলা হয়।

ফায়েদা : ইজমা সংঘটিত "বিষয়"টি قَوْل (উক্তি) فِعْل (কাজ) ও إِعْتِقَادٌ (আকীদাগত) যেকোনো প্রকারের হতে পারে।

প্রথমটির উদাহরণ যেমন কোনো ফতোয়ার ব্যাপারে এরূপ বলা– أَجْمَعْنَا عَلٰى هٰذَا একে إِجْمَاعٌ قَوْلِيٌّ বলে।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ যেমন مُضَارَبَةٌ، مُزَارَعَةٌ ও شِرْكَةٌ চুক্তির ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত হলো এটা إِجْمَاعٌ فِعْلِيٌّ-

তৃতীয়টির উদাহরণ যেমন হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর মর্যাদার ব্যাপারে সকল মুজতাহিদের একমত হওয়া। এটা হলো إِجْمَاعٌ إِعْتِقَادِيٌّ

إِجْمَاعٌ سُكُوْتِيٌّ যেমন– কোনো (إِعْتِقَادِيٌّ বা فِعْلِيٌّ، قَوْلِيٌّ) বিষয়ে যদি কিছু সংখ্যক মুজতাহিদ ঐকমত্য পোষণ করেন আর কিছু সংখ্যক উক্ত ব্যাপারে নীরব থাকেন এবং চিন্তা-গবেষণার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা তার বিরোধিতা না করেন তাহলে একে إِجْمَاعٌ سُكُوْتِيٌّ বলে। আহনাফের মতে এটা গ্রহণযোগ্য, তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) এটাকে গ্রহণ করেন না।

قَوْلُهُ فِيْ فُرُوْعِ الدِّيْنِ حُجَّةٌ الخ : فُرُوْع তথা শাখাগত মাসায়েল উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে– أُصُوْل তথা আকীদাগত মাসায়েল যেমন– তাওহীদ, রেসালাত, আল্লাহর গুণাবলি, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বের হয়ে গেছে। কেননা, এগুলো দালায়েলে কতইয়ায়ে নকলিয়া দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে বিধায় এ সকল বিষয়ে ইজমা নিষ্প্রয়োজন।

قَوْلُهُ حُجَّةٌ مُوْجِبَةٌ : ইজমা শরয়ী দলিল হওয়ার প্রমাণ–

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– ক. وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا এ আয়াতে রাসূলের বিরোধিতা ও মু'মিনদের তরীকার বিপরীত পথ অনুকরণের উপর দোজখের ভয় দেখানো হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা তাদের অনুসরণ জরুরি সাব্যস্ত হয়। আর মু'মিনদের তরীকার অনুসরণই হলো ইজমা।

খ. وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا এ আয়াতে تَفَرُّقٌ (বিচ্ছিন্ন হওয়া) থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর বিচ্ছিন্ন না হওয়ার অর্থ হলো ইজমা।

২. রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– ক. لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ يَجْمَعُ أُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ খ. لَاتَجْتَمِعُ أُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ গ. مَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنًا ইত্যাদি বহু হাদীস উম্মতের ইজমা হক ও সঠিক হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর হক জিনিস দলিল হওয়াতে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

৩. কিয়াস তথা যুক্তি ও বিবেকের চাহিদা ও ইজমা শরয়ী দলিল হওয়ার দাবিদার। কেননা নবী করীম ﷺ হলেন খাতিমুল আম্বিয়া, তাঁর পরে কোনো নবী আসবেন না। অথচ যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে এমন নিত্য নতুন সমস্যা আলিম মুজতাহিদের প্রদত্ত সম্মিলিত সিদ্ধান্ত শরিয়তে গ্রহণযোগ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক।

قَوْلُهُ مُوْجِبَةٌ لِلْعَمَلِ : ইজমা আমল ওয়াজিবকারী বলার কারণ এই যে, যাতে ইজমা সকল শাখাকে শামিল করে নেয়। কারণ ইজমার সকল শ্রেণীর উপর আমল করা ওয়াজিব। কিন্তু ই'তেকাদ (বিশ্বাস) ওয়াজিব নয়।

قَوْلُهُ كَرَامَةً : ইজমা দলিল রূপে গ্রহণ যোগ্য হওয়া এই উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট। পূর্ববর্তী উম্মতের কারোর ইজমার ও হুজ্জত ছিল না। كَرَامَةً শব্দটি উল্লেখ করার দ্বারা এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ : এটা اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ -এর প্রথম প্রকার যা قَوْلِىْ হতে পারে আবার فِعْلِىْ ও হতে পারে। কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের اَجْمَعْنَا عَلٰى كَذَا (আমরা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছি) বলা হলো ইজমায়ে কওলী ফে'লী। এ উভয় প্রকারই اِجْمَاعِ عَزِيْمَةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

ইজমায়ে সাহাবা এর দ্বিতীয় প্রকার হলো اِجْمَاعُ السُّكُوْتِىْ এটাকে আবার اِجْمَاعُ رُخْصَةٍ ও বলা হয়। যেমন– একই সাথে তিন তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে হযরত ফারুকে আযম (রা.)-এর নিকট তিন তালাক হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে কেউ তার বিরোধিতা করেন নি।

اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ -এর প্রথম প্রকারের অস্বীকারকারী কুফরি। কেননা এটা يَقِيْنٌ -এর ফায়দা দেওয়ার ফলে তা কুরআনের সমপর্যায়ের হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় প্রকারের অস্বীকার করা কুফরি নয়। কেননা এটা প্রথম প্রকারের চেয়ে নিম্নস্তরের। এটা خَبَرُ مُتَوَاتِرٌ -এর সমপর্যায়ের। তবে এর উপর আমল ওয়াজিব এবং এটা اَدِلَّةٌ قَطْعِيَّةٌ তথা অকাট্য দলিলের অন্তর্গত।

আর তৃতীয় প্রকার হলো– সাহাবায়ে কেরামের যুগের পরে এমন কোনো বিষয়ের উপর ইজমা সংঘটিত হওয়া যে বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম হতে কোনো মতামত বর্ণিত নেই। এর মধ্যে প্রত্যেক যুগের মুজতাহিদগণ অন্তর্ভুক্ত। এই জাতীয় ইজমা خَبَرُ مَشْهُوْرٌ -এর সমপর্যায়ের। এর উপর ও আমল করা ওয়াজিব। তবে এটা اَدِلَّةٌ ظَنِّيَّةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। অকাট্য দলিলের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর চতুর্থ প্রকারের ইজমা হলো সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত হতে কোনো একটির উপর করা হয়। এটা খবরে ওয়াহেদের সমপর্যায়ের -এর উপর ও আমল করা ওয়াজিব। আর এ প্রকারের ইজমা ظَنْ -এর ফায়দা প্রদান করে। তবুও এটা কিয়াসের উপর প্রাধান্য পাবে।

সারকথা হলো ইজমা نَصْ খবরের মুতাওয়াতির, খবরে মাশহুর ও খবরে ওয়াহিদের পর্যায়ের হওয়ার কারণে সর্বদাই কিয়াসের উপর প্রাধান্য পাবে। যেহেতু উক্ত তিন প্রকারের খবর গুলো সর্বদাই কিয়াসের উপর প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى ثُمَّ إِجْمَاعُ الْبَعْضِ وَسُكُوْتُ الْبَاقِيْنَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَاتِرِ ثُمَّ إِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْهُوْرِ مِنَ الْأَخْبَارِ ثُمَّ إِجْمَاعُ الْمُتَاخِّرِيْنَ عَلَى أَحَدِ أَقْوَالِ السَّلَفِ بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيْحِ مِنَ الْأَحَادِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي هٰذَا الْبَابِ إِجْمَاعُ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ فَلَا يُعْتَبَرُ بِقَوْلِ الْعَوَامِّ وَالْمُتَكَلِّمِ أَوِ الْمُحَدِّثِ الَّذِيْ لَا بَصِيْرَةَ لَهُ فِيْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ ـ

সরল অনুবাদ : ইজমা এর প্রথম প্রকার কিতাবুল্লাহর আয়াতের সমপর্যায়ের। দ্বিতীয় প্রকার কিছু কিছু সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা এবং অন্যান্যদের নিশ্চুপ থাকা। এটা হাদীসে মুতাওয়াতিরের সমপর্যায়ের। এরপর তৃতীয় প্রকার তাদের পরবর্তী লোকজনের ঐকমত্য তা হাদীসে মশহুরের সমপর্যায়ের। এরপর চতুর্থ প্রকার পূর্ববর্তীদের কোনো একটি মতের উপর ঐকমত্য এটা বিশুদ্ধ খবরে ওয়াহিদের সমপর্যায়ের। আর إِجْمَاعٌ -এর ক্ষেত্রে আহলে রায় এবং মুজতাহিদীনের কথাই গ্রহণযোগ্য। কাজেই সাধারণ লোক, মুতাকাল্লিমীন এবং এমন মুহাদ্দিছ যাদের উসূলে ফিকহ্ সম্পর্কে যথেষ্ট পারদর্শিতা নেই তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : أَمَّا الْأَوَّلُ আর প্রথম প্রকার فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى তা কিতাবুল্লাহর আয়াতে সমপর্যায়ের ثُمَّ إِجْمَاعُ الْبَعْضِ দ্বিতীয় প্রকার কিছু সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা করা وَسُكُوْتُ الْبَاقِيْنَ এবং অন্যান্যদের চিশ্চুপ থাকা فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَاتِرِ এটা হাদীসে মুতাওয়াতিরের সমপর্যায়ের ঐকমত্য بِمَنْزِلَةِ الْمَشْهُوْرِ مِنْ أَخْبَارٍ তা হাদীসে মশহুরের পর্যায়ে ثُمَّ إِجْمَاعُ الْمُتَاخِّرِيْنَ অঃপর পরবর্তীদের ঐকমত্য عَلَى أَحَدِ أَقْوَالِ السَّلَفِ পূর্ববর্তীদের কোনো একটি মতের উপর بِمَنْزِلَةِ الصَّحِيْحِ مِنَ الْأَحَادِ এটা বিশুদ্ধ খবরে ওয়াহিদের সমপর্যায়ের وَالْمُعْتَبَرُ فِيْ هٰذَا الْبَابِ আর এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হলো إِجْمَاعُ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ আহলে রায় ও মুজতাহিদ গণের কথা فَلَا يُعْتَبَرُ কাজেই গ্রহণযোগ্য নয় بِقَوْلِ الْعَوَامِّ সাধারণ লোকদের কথা وَالْمُتَكَلِّمِيْنَ মুতাকাল্লিমীনদের أَوِ الْمُحَدِّثِ অথবা এমন মুহাদ্দিস الَّذِيْ لَا بَصِيْرَةَ لَهُ যাদের পারদর্শিতা নেই فِيْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ উসূলে ফিকহ সম্পর্কে ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَوْعَيْنِ এরপর ইজমা দু'প্রকার مُرَكَّبٌ وَغَيْرُ مُرَكَّبٍ মুরাক্কাব এবং গায়রে মুরাক্কাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ أَمَّا الْأَوَّلُ الخ : স্মর্তব্য যে, إِجْمَاعٌ প্রথমতঃ দু'প্রকার। ১। إِجْمَاعُ عَزِيْمَتْ ২. إِجْمَاعُ رُخْصَتْ ইজমায়ে আযীমত আবার দুভাগে বিভক্ত। এক. আহলে ইজমার সকলেই এক বাক্যে এ কথা বলবে যে, আমরা এটা গ্রহণ করে নিলাম এবং সকলেরই কোনো কাজের গ্রহণীয়তার ব্যাপারে মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া। দুই. আহলে ইজমার সকলেই কোনো কাজ করা আরম্ভ করে দিল। যথা– আহলে ইজমার সকলে مُضَارَبَتْ -এর ব্যবসা আরম্ভ করে দিল। তখন তা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সকলের ইজমা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় হলো রুখসত তা হচ্ছে কিছু লোক কোনো কথা বা কাজের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করল আর অন্যান্যরা এটার উপর নীরব রইল।

ইজমায়ে আযীমতের উপমা হলো হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়া।

আর ইজমায়ে রুখসতের উপমা হলো– অন্যান্য খলীফাগণের খেলাফত। এরপর قُوَّتْ ও ضُعْفْ এবং ظَنّ ও يَقِيْن এর হিসেবে ইজমা চার প্রকার। মুসান্নিফ (র.) যার বিস্তারিত বিবরণ ইবারতে ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ الْإِجْمَاعُ الخ : ইজমা এর প্রকারভেদ– ইজমা প্রথমত দু'প্রকার। ক. إِجْمَاعُ سَنَدِيْ খ. إِجْمَاعُ مَذْهَبِيْ কোনো হুকুম বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আলিমগণের একমত হওয়াকে إِجْمَاعُ سَنَدِيْ বলে। এটা আবার চার প্রকার যা পূর্বে গত হয়েছে।

ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ الْاِجْمَاعُ عَلٰى نَوْعَيْنِ مُرَكَّبٍ وَغَيْرِ مُرَكَّبٍ فَالْمُرَكَّبُ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْآرَاءُ عَلٰى حُكْمِ الْحَادِثَةِ مَعَ وُجُوْدِ الْاِخْتِلَافِ فِى الْعِلَّةِ وَمِثَالُهُ الْاِجْمَاعُ عَلٰى وُجُوْدِ الْاِنْتِقَاضِ عِنْدَ الْقَيْئِ وَمَسِّ الْمَرْاَةِ اَمَّا عِنْدَنَا فَبِنَاءً عَلَى الْقَيْئِ وَاَمَّا عِنْدَهُ فَبِنَاءً عَلَى الْمَسِّ ثُمَّ هٰذَا النَّوْعُ مِنَ الْاِجْمَاعِ لَا يَبْقٰى حُجَّةً بَعْدَ ظُهُوْرِ الْفَسَادِ فِىْ اَحَدِ الْمَاخَذَيْنِ حَتّٰى لَوْ ثَبَتَ اَنَّ الْقَيْئَ غَيْرُ نَاقِضٍ فَاَبُوْحَنِيْفَةَ (رحـ) لَا يَقُوْلُ بِالْاِنْتِقَاضِ فِيْهِ وَلَوْ ثَبَتَ اَنَّ الْمَسَّ غَيْرُ نَاقِضٍ فَالشَّافِعِىُّ (رحـ) لَا يَقُوْلُ بِانْتِقَاضِ فِيْهِ لِفَسَادِ الْعِلَّةِ الَّتِىْ بُنِىَ عَلَيْهَا الْحُكْمُ .

সরল অনুবাদ : اِجْمَاعُ (مَذْهَبِىْ) এর প্রকারভেদ : এরপর اِجْمَاعُ দু'প্রকার। ক. مُرَكَّبٌ খ. غَيْرُ مُرَكَّبٍ

সংজ্ঞা : কোনো ঘটমান বিষয়ে উম্মতের রায় এক হওয়া পরবর্তীদের তার ইল্লতের ব্যাপারে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তাকে اِجْمَاعُ مُرَكَّبٌ বলা হয়।

এর উদাহরণ হলো কারো বমি হলে এবং নারী স্পর্শ করলে তার অজু নষ্ট হয়ে যাওয়া। আমাদের আহনাফের মতে অজু নষ্ট হবে বমির ভিত্তিতে। আর শাফেয়ীগণের মতে অজু নষ্ট হবে নারী স্পর্শের ভিত্তিতে।

অতঃপর এ প্রকার اِجْمَاعُ -এর কোনো এক ইল্লত বা উৎসের মধ্যে ফ্যাসাদ বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা আর দলিল হিসেবে বহাল থাকবে না। এমনকি যদি এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, বমি অজু ভঙ্গকারী নয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) অজু ভঙ্গের প্রবক্তা হবেন না। আর যদি প্রমাণিত হয় যে, নারী স্পর্শ (مَسُّ مَرْاَةٍ) অজু ভঙ্গকারী নয়। তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.) সে ক্ষেত্রে অজু ভঙ্গের প্রবক্ত, হবেন না। কারণ যে ইল্লতের উপর ভিত্তি করে অজু ভঙ্গে বিধান দেওয়া হয়েছিলো তা ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে গেছে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَالْمُرَكَّبُ সুতরাং মুরাক্কাব হলো مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْآرَاءُ উম্মতের রায় এক হওয়া عَلٰى حُكْمِ الْحَادِثَةِ কোনো ঘটমান বিষয়ে مَعَ وُجُوْدِ الْاِخْتِلَافِ মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও فِى الْعِلَّةِ ইল্লতের ব্যাপারে وَمِثَالُ الْاِجْمَاعِ ইজমা-এর উদাহরণ হলো عَلٰى وُجُوْدِ الْاِنْتِقَاضِ অজু নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে عِنْدَ الْقَيْئِ কারো বমি হলে وَمَسِّ الْمَرْاَةِ এবং নারী স্পর্শ করলে اَمَّا عِنْدَنَا আমাদের মতে অজু নষ্ট হবে فَبِنَاءً عَلَى الْقَيْئِ বমির ভিত্তিতে وَاَمَّا عِنْدَهُ আর শাফেয়ীগণের মতে অজু নষ্ট হবে فَبِنَاءً عَلَى الْمَسِّ নারী স্পর্শের ভিত্তিতে ثُمَّ هٰذَا النَّوْعُ مِنَ الْاِجْمَاعِ অতঃপর এ প্রকার ইজমা-এর لَا يَبْقٰى حُجَّةً দলিল হিসেবে বহাল থাকবে না بَعْدَ ظُهُوْرِ الْفَسَادِ ত্রুটি বা ফ্যাসাদ পরিলক্ষিত হলে فِىْ اَحَدِ الْمَاخَذَيْنِ কোনো এক ইল্লত বা উৎসের মধ্যে حَتّٰى لَوْ ثَبَتَ এমনকি যদি প্রমাণিত হয় اَنَّ الْقَيْئَ غَيْرُ نَاقِضٍ বমি অজু ভঙ্গকারী নয় فَاَبُوْحَنِيْفَةَ لَا يَقُوْلُ তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রবক্তা হবেন না بِالْاِنْتِقَاضِ فِيْهِ তাতে অজু ভঙ্গের وَلَوْ ثَبَتَ আর যদি প্রমাণিত হয় اَنَّ الْمَسَّ غَيْرُ نَاقِضٍ নারী স্পর্শ অজু ভঙ্গকারী নয় فَالشَّافِعِىُّ لَا يَقُوْلُ তবে ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রবক্তা হবেন না بِانْتِقَاضِ فِيْهِ সে ক্ষেত্রে অজু ভঙ্গের لِفَسَادِ الْعِلَّةِ সেই ইল্লতের নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে الَّتِىْ بُنِىَ عَلَيْهَا الْحُكْمُ যার উপর ভিত্তি করে অজু ভঙ্গের বিধান দেওয়া হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ الخ দ্বারা মুসান্নিফ (র.) اِجْمَاعُ مَذْهَبِىْ -এর প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। যে, اِجْمَاعُ مَذْهَبِىْ দু'প্রকার–

ক. اِجْمَاعُ غَيْرُ مُرَكَّبٍ খ. اِجْمَاعُ مُرَكَّبٌ

মুসান্নিফ (র.) اِجْمَاعُ غَيْرُ مُرَكَّبٍ -এর সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ হওয়ায় তা উল্লেখ করেন নি।

اِجْمَاعُ غَيْرُ مُرَكَّبٍ : কোনো মাসআলার হুকুমের ইল্লতের ব্যাপারে মুজতাহিদগণের রায় এক ও অভিন্ন হওয়াকে اِجْمَاعُ غَيْرُ مُرَكَّبٍ বলে। যেমন– ... مِنَ السَّبِيْلَيْنِ ... হওয়ার এবং এর ইল্লত যে, خُرُوْجُ نَجَاسَةٍ

وَالْفَسَادُ مُتَوَهَّمٌ فِى الطَّرَفَيْنِ لِجَوَازِ اَنْ يَّكُوْنَ اَبُوْحَنِيْفَةَ مُصِيْبًا فِىْ مَسْئَلَةِ الْمَسِّ مُخْطِئًا فِىْ مَسْئَلَةِ الْقَيْئِ وَالشَّافِعِىُّ مُصِيْبًا فِىْ مَسْئَلَةِ الْقَيْئِ مُخْطِئًا فِىْ مَسْئَلَةِ الْمَسِّ فَلَا يُؤَدِّىْ هٰذَا اِلٰى بِنَاءِ وُجُوْدِ الْاِجْمَاعِ لِظُهُوْرِ الْفَسَادِ فِيْمَا بُنِىَ هُوَ عَلَيْهِ ـ وَلِهٰذَا اِذَا قَضَى الْقَاضِىْ فِىْ حَادِثَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ رِقُّ الشُّهُوْدِ اَوْ كِذْبُهُمْ بِالرُّجُوْعِ بَطَلَ قَضَائُهُ وَاِنْ لَّمْ يَظْهَرْ ذٰلِكَ فِىْ حَقِّ الْمُدَّعِىْ ـ

সরল অনুবাদ : আর এ ফাসেদ হওয়াটা উভয়ে সম্ভাবনা রাখে। এ সম্ভাবনা থাকার কারণে যে, ইমাম সাহেব (র.) مَسِّ مَرْأَةٍ -এর মাসআলায় সঠিক সিদ্ধান্তে রয়েছেন। আর বমির মাসআলায় ভুল সিদ্ধান্তে আছেন। এর বিপরীতে ইমাম শাফেয়ী (র.) বমির মাসআলায় সঠিক সিদ্ধান্তে আছেন। আর مَسِّ مَرْأَةٍ -এর মাসআলায় ভুল সিদ্ধান্তে আছেন। সুতরাং এটা বাতিল বা ভ্রান্ত বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ হবে না। এটা প্রথম প্রকার ইজমার বিপরীত। সারকথা হলো যে ইল্লতের উপর ভিত্তি করে ইজমা হয়েছিল তার মধ্যে ফ্যাসাদ প্রকাশিত হওয়ার কারণে এ প্রকারের ইজমা বিনষ্ট হওয়া সম্ভব।

এ সম্ভাবনার ভিত্তিতে বলা হয় যে, যখন বিচারক কোনো বিষয়ে ফয়সালা দেন। এরপর সাক্ষীর গোলাম হওয়া বা সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে তাদের মিথ্যা প্রকাশিত হওয়ার দ্বারা বিচারকের ফয়সালা বাতিল হয়ে যাবে। যদিও তা বাদীর পক্ষে ক্রিয়াশীল রূপে প্রকাশিত হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْفَسَادُ আর এ ফাসেদ হওয়াটা مُتَوَهَّمٌ فِى الطَّرَفَيْنِ উভয়ের সম্ভাবনা রাখে لِجَوَازِ এ সম্ভাবনা থাকার কারণে اَنْ يَّكُوْنَ اَبُوْحَنِيْفَةَ مُصِيْبًا ইমাম সাহেব সঠিক সিদ্ধান্তে রয়েছেন فِىْ مَسْئَلَةِ الْمَسِّ নারী স্পর্শ করার মাসআলায় مُخْطِئًا ভুল সিদ্ধান্তে আছেন فِىْ مَسْئَلَةِ الْقَيْئِ বমির মাসআলায় وَالشَّافِعِىُّ مُصِيْبًا আর ইমাম শাফেয়ী (র.) সঠিক সিদ্ধান্তে আছেন فِىْ مَسْئَلَةِ الْقَيْئِ বমির মাসআলায় وَمُخْطِئًا এবং ভুল সিদ্ধান্তে আছেন فِىْ مَسْئَلَةِ الْمَسِّ নারী স্পর্শ করার মাসআলায় فَلَا يُؤَدِّىْ هٰذَا কাজেই এটা কারণ হবে না اِلٰى بِنَاءِ وُجُوْدِ الْاِجْمَاعِ বাতিল বা ভ্রান্ত বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার لِظُهُوْرِ الْفَسَادِ ফ্যাসাদ প্রকাশিত হওয়ার কারণে فِيْمَا بُنِىَ هُوَ عَلَيْهِ যে ইল্লতের উপর ভিত্তি করে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল وَلِهٰذَا এ সম্ভাবনার ভিত্তিতে বলা হয় اِذَا قَضَى الْقَاضِىْ যখন বিচারক ফয়সালা দেন فِىْ حَادِثَةٍ কোনো বিষয়ে ثُمَّ ظَهَرَ এর প্রকাশিত হওয়া দ্বারা رِقُّ الشُّهُوْدِ সাক্ষীর গোলাম হওয়া اَوْ كِذْبُهُمْ بِالرُّجُوْعِ অথবা সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের মাধ্যমে মিথ্যা بَطَلَ قَضَائُهُ তবে বিচারকের ফয়সালা বাতিল হয়ে যাবে وَاِنْ لَّمْ يَظْهَرْ ذٰلِكَ যদিও তা প্রকাশিত হবে না فِىْ حَقِّ الْمُدَّعِىْ বাদীর পক্ষে ক্রিয়াশীল রূপে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْفَسَادُ مُتَوَهَّمٌ : এটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হচ্ছে– اِجْمَاعٌ مُرَكَّبٌ মূলত فَسَادٌ তথা ভ্রান্তিমূলক ইজমা, কারণ মতভেদের ক্ষেত্রে হক বিষয় একটি, আর অপর পক্ষেরটি ভ্রান্ত হওয়া নিশ্চিত। অতএব এ সত্ত্বে ইজমা হওয়ার অর্থ হলো ভ্রান্ত বিষয়ে ইজমা হওয়া।

জবাব : ভ্রান্তির সম্ভাবনা কোন্ পক্ষে তা যেহেতু অনিশ্চিত, যেকোনোটি সঠিক ও যেকোনোটি ভ্রান্ত হতে পারে। সুতরাং এক পক্ষের فَسَادُ عِلَّتْ -এর সম্ভাবনা দ্বারা ইজমা বাতিল হওয়া প্রমাণিত হবে না।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْاِجْمَاعِ : এর সম্পর্ক ثُمَّ هٰذَا النَّوْعُ مِنَ الْاِجْمَاعِ -এর সাথে। অর্থাৎ اِجْمَاعِ مُرَكَّبْ -এর মধ্যে ইল্লত ফাসেদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে اِجْمَاعُ غَيْرُ مُرَكَّبْ -এর মধ্যে এ ধরনের সম্ভাবনা থাকে না।

قَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ اَنَّهُ جَازَ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন– مَبْنِىْ عَلَيْهِ (عِلَّتْ) না থাকলে مَبْنِىْ (হুকুম) থাকে না। এ কারণে আমরা বলে থাকি যে, বিচারক যদি দলিল ও সাক্ষীর ভিত্তিতে বাদীর পক্ষে রায় ঘোষণা করেন এরপর যদি জানা যায় যে, সাক্ষী গোলাম বা সে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে তাহলে রায় বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ لَمْ يَظْهَرَ الخ : এটা একটি প্রশ্নের জবাব : প্রশ্নটি হচ্ছে– সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রত্যাহার দ্বারা যদি বিচারকের রায় বাতিল হয়ে যায় তাহলে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বাদী যে সম্পদ লাভ করেছে বিবাদীকে তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হয় না কেন?

এর উত্তর মুসান্নিফ (র.) বলেন যে, রায় ঘোষণার সময় যেহেতু তা সাক্ষীর শর্ত মোতাবেক ছিল। সুতরাং বিচার যথার্থ ছিল। এ হিসেবে বাদী তার মালিক হয়ে যাবে। অন্যথায় শরয়ী দলিল অকার্যকর ও বাতিল সাব্যস্ত হয়। অথচ শরয়ী দলিল বাতিল ও অকার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। তবে বিবাদীও সাক্ষীর ক্ষেত্রে রায় বাতিল ও অকার্যকর হওয়ার দ্বারা বিবাদীর ক্ষতি দূর করা উদ্দেশ্য। সুতরাং সাক্ষীদ্বয় মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা বিবাদীর যে সম্পদের ক্ষতি করেছিল তার ক্ষতিপূরণ উভয়ের উপর বর্তাবে।

وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى سَقَطَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ عَنِ الْاَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ لِانْقِطَاعِ الْعِلَّةِ وَسَقَطَ سَهْمُ ذَوِى الْقُرْبٰى لِانْقِطَاعِ عِلَّةٍ وَعَلٰى هٰذَا اِذَا غَسَلَ الثَّوْبَ النَّجِسَ بِالْخَلِّ فَزَالَتِ النَّجَاسَةُ يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الْمَحَلِّ لِانْقِطَاعِ عِلَّتِهَا وَبِهٰذَا ثَبَتَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَدَثِ وَالْخَبْثِ فَاِنَّ الْخَلَّ يُزِيْلُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْمَحَلِّ فَاَمَّا الْخَلُّ لَا يُفِيْدُ طَهَارَةَ الْمَحَلِّ وَاِنَّمَا يُفِيْدُهَا الْمُطَهِّرُ وَهُوَ الْمَاءُ ـ

সরল অনুবাদ : (ইল্লত বিনষ্টের সম্ভাবনা রাখে) এর উপর ভিত্তি করে যাকাতের আট শ্রেণীর হকদারদের মধ্য হতে مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ (যে অমুসলিমদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য এমন ব্যক্তি বর্গ) যাকাতের হকদার হওয়া থেকে বেরিয়ে গেল। ইল্লত (কারণ) এর অস্তিত্ব (বা প্রয়োজনীয়তা) না পাওয়ার কারণে এবং মীরাছের বিধান হতে ইল্লত না থাকার কারণে ذَوِى الْقُرْبٰى (নিকটাত্মীয়)-এর অংশ খারিজ হয়ে গেল।

(ইল্লত উঠে গেলে হুকুম উঠে যায়) এ নীতির উপর ভিত্তি করে বলা হয় যে, নাপাক সিরকা দ্বারা ধৌত করলে যদি নাপাকীর আছর বা প্রভাব দূরীভূত হয়ে যায় তাহেল উক্ত স্থান পাক হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। কারণ নাপাক হওয়ার ইল্লত দূরীভূত হয়ে গেছে। (আর পাক হওয়ার ইল্লত হলো নাপাক দূরীভূত হওয়া) এর দ্বারা নাজাসাতে হুকমী ও নাজাসাতে হাকীকীর মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল। কারণ সিরকা مَحَلّ (স্থান) থেকে হাকীকী নাপাকীকে দূর করে দেয়। কিন্তু সিরকায় مَحَلّ কে নাপাকী থেকে পাক হওয়ার ফায়দা দেয় না; বরং একমাত্র مُطَهِّرْ (পবিত্রকারী বস্তু) অর্থাৎ পানিই উক্ত ফায়েদা দেয়। (কাজেই বিধানগত নাপাক তথা অজু গোসলের জন্যে পানি ব্যবহার শর্ত।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى এরই উপর ভিত্তি করে سَقَطَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ যে অমুসলিমদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে যাকাত দেওয়া হতো তারা বেরিয়ে গেল عَنِ الْاَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ আট শ্রেণীর হকদারদের মধ্য হতে لِانْقِطَاعِ الْعِلَّةِ ইল্লতা বা কারণের অস্তিত্ব না পাওয়ার কারণে وَسَقَطَ سَهْمُ ذَوِى الْقُرْبٰى এবং নিকটাত্মীয়ের অংশ খারিজ হয়ে গেল لِانْقِطَاعِ عِلَّةٍ ইল্লত না থাকার কারণে وَعَلٰى هٰذَا এ নীতির উপর ভিত্তি করে বলা হয় اِذَا غَسَلَ الثَّوْبَ النَّجِسَ অপবিত্র কাপড়কে ধৌত করলে بِالْخَلِّ সিরকা দ্বারা فَزَالَتِ النَّجَاسَةُ যদি নাপাকীর আছর বা প্রভাব দূরীভূত হয়ে যায় يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الْمَحَلِّ উক্ত স্থান পাক হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে لِانْقِطَاعِ عِلَّتِهَا কারণ নাপাক হওয়ার ইল্লত দূরীভূত হয়ে গেছে وَبِهٰذَا ثَبَتَ الْفَرْقُ এর দ্বারা পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল بَيْنَ الْحَدَثِ وَالْخَبْثِ নাজাসাতে হুকমি ও হাকীকীর মাঝে فَاِنَّ الْخَلَّ কেননা সিরকা يُزِيْلُ النَّجَاسَةَ عَنِ الْمَحَلِّ স্থান থেকে নাপাকীকে দূর করে দেয় فَاَمَّا الْخَلُّ কিন্তু সিরকা لَا يُفِيْدُ طَهَارَةَ الْمَحَلِّ নাপাকী থেকে পাক হওয়ার ফায়দা দেয় না اِنَّمَا يُفِيْدُهَا الْمُطَهِّرُ বরং একমাত্র পবিত্রকারী বস্তুই উক্ত ফায়দা দেয় وَهُوَ الْمَاءُ আর তা হলো পানি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ الخ : মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামের প্রথম যুগে আর্থিক সাহায্য দ্বারা অমুসলিমদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার বা تَالِيْفِ قُلُوْبٍ -এর অনুমতি ছিল। এ লক্ষ্যে তাদেরকে যাকাত দেওয়া জয়েজ ছিল। এ জাতীয় লোকদের مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ বলে। পরে ইসলামের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির ফলে এ ইল্লত (কারণ) উঠে যাওয়ায় তাদেরকে যাকাত দেওয়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبٰى الخ : ইল্লত রহিত হওয়ায় ذَوِي الْقُرْبٰى কে মালে গনিমত দেওয়ার হুকুম ও রহিত হয়ে গেছে। রাসূল ﷺ এর যুগে গনিমত তথা যুদ্ধকালে বিধর্মীদের ফেলে যাওয়া সম্পদের এক পঞ্চমাংশ পাঁচ শ্রেণীকে ভাগ করে দেওয়া হতো। ১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, ২. রাসূল ﷺ -এর বংশের আত্মীয় স্বজন, ৩. এতিম, ৪. দরিদ্র-মিসকিন ও ৫. মুসাফির। এর মধ্যে রাসূল ﷺ -এর বংশীয় ব্যক্তিবর্গ যেহেতু রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহায্য সহানুভূতি করত এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে অংশ দেওয়া হতো। আহনাফের মতে রাসূল ﷺ -এর তিরোধানের পর কেবল শেষোক্ত তিন শ্রেণী এর হকদার রয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা তাঁদেরকে সাহায্য থেকে মুখাপেক্ষীহীন করেছেন। সুতরাং ইল্লত বাতিল হওয়ায় হুকুম ও বাতিল হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا إِذَا غَسَلَ النَّجَسَ الخ : কেননা পবিত্রতার ইল্লত হলো নাপাকী দূরীভূত করা। সুতরাং পানি ছাড়া অন্য কোনো পাক তরল পদার্থ দ্বারা যদি কোনো বস্তুর নাপাকী দূরীভূত হয়ে যায় তাহলে তা পাক হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। কারণ নাপাক হওয়ার ইল্লত হলো নাপাক বস্তু লেগে থাকা। কাজেই তা যখন দূরীভূত হয়েছে, নাপাক হওয়ার হুকুমও দূরীভূত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَبِهٰذَا ثَبَتَ الْفَرْقُ الخ : অর্থাৎ যেহেতু নাপাক দূর করা পবিত্রতার ইল্লত নাজাসাতে হাকীকী ও হুকমীর মাঝে এর দ্বারা পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল। কেননা নাজাসাতে হাকীকী হতে পাক হওয়ার ইল্লত হলো নাজাসাত দূরীভূত হওয়া। সুতরাং সিরকা ইত্যাদি যে কোনো জিনিস দ্বারা ধৌত করলে যদি তার আছর নষ্ট হয়ে যায় তাহলে শরিয়তের মাধ্যমে পানি দ্বারা গোসলের ভিত্তিতে গোটা শরীর পবিত্র হওয়ার বিধান জানা গেছে।

فَصْلٌ : ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ نَوْعٌ مِنَ الْاِجْمَاعِ وَهُوَ عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ وَذٰلِكَ نَوْعَانِ : اَحَدُهُمَا مَا اِذَا كَانَ مَنْشَأُ الْخِلَافِ فِى الْفَصْلَيْنِ وَاحِدًا وَالثَّانِىْ مَا اِذَا كَانَ الْمَنْشَأُ مُخْتَلِفًا وَالْاَوَّلُ حُجَّةٌ وَالثَّانِىْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ـ مِثَالُ الْاَوَّلِ فِيْمَا خَرَّجَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ عَلٰى اَصْلٍ وَاحِدٍ ـ

সরল অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : ইজমার আরো একটি প্রকার রয়েছে। তা হচ্ছে عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ (পার্থক্যের প্রবক্তা না হওয়া) এটা দু'প্রকার। (ক) দু'টি মাসআলায় মতভেদের উৎস এক হবে। (খ) মতভেদের উৎস ভিন্ন ভিন্ন হবে। এর মধ্যে প্রথমটি দলিলযোগ্য হবে, আর দ্বিতীয়টি দলিলযোগ্য হবে না।

প্রথমটির উদাহরণ : একই মূলনীতির উপর ওলামায়ে কেরামের এস্তেম্বাতকৃত ফিকহী মাসআলাসমূহ।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ অনুচ্ছেদ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ এরপর রয়েছে نَوْعُ الْاِجْمَاعِ ইজমা -এর আরো একটি প্রকার وَهُوَ আর তা হলো عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ পার্থক্যের প্রবক্তা না হওয়া وَذٰلِكَ نَوْعَانِ এটা দু'প্রকার اَحَدُهُمَا مَا اِذَا كَانَ প্রথমটি হলো যখন হবে مَنْشَأُ الْخِلَافِ মতভেদের উৎস فِى الْفَصْلَيْنِ وَاحِدًا দু'টি মাসআলায় এক হবে وَالثَّانِىْ مَا اِذَا كَانَ দ্বিতীয়টি হলো যখন হবে الْمَنْشَأُ مُخْتَلِفًا উৎস ভিন্ন ভিন্ন وَالْاَوَّلُ حُجَّةٌ এর মধ্যে প্রথমটি দলিল যোগ্য হবে وَالثَّانِىْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ দ্বিতীয়টি দলিল যোগ্য হবে না مِثَالُ الْاَوَّلِ প্রথমটি উদাহরণ فِيْمَا خَرَّجَ الْعُلَمَاءُ ওলামায়ে কেরামের ইস্তেম্বাতকৃত مِنَ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ ফিকহী মাসআলা সমূহ عَلٰى اَصْلٍ وَاحِدٍ একই মূলনীতির উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ : অর্থাৎ اِجْمَاعٌ مُرَكَّبٌ -এর এক প্রকার হলো عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ (পার্থক্য ও ভিন্নতার প্রবক্তা না হওয়া) অর্থাৎ মতভেদপূর্ণ এমন দু'টি মাসআলা যা উভয় পক্ষের কাছে হয়ত স্বীকৃত হবে নতুবা উভয়টি অগ্রাহ্য হবে। একটি স্বীকৃত হবে, আরেকটি স্বীকৃত হবে না এমন কেউ বলেন না।

قَوْلُهُ مِثَالُ الْاَوَّلِ ـ الخ : تَصَرُّفَاتْ شَرْعِيَّةْ -এর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা তা মৌলিকভাবে জায়েজ হওয়ার দাবি করে এ উসূলের উপর ভিত্তি করে কুরবানির দিনসমূহের রোজার মান্নত করা এবং ফাসেদ বেচা-কেনার ক্ষেত্রে ক্রেতা তার মালিক হওয়ার পক্ষে হানাফীগণ মত প্রকাশ করেন। কারণ বেচা-কেনা এবং রোজা উভয়টি শরয়ী কাজ এবং উভয়টির ব্যাপারে শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সুতরাং উভয়টির مَشْرُوْعِيَّتْ (বৈধতা) বহাল থাকবে। তবে রোজা রাখার দ্বারা যেহেতু اِعْرَاضْ عَنْ ضِيَافَةِ اللّٰهِ (আল্লাহর মেহমানদারী উপেক্ষা করা) হয় বিধায় সেদিন রোজা না রেখে পরে তার কাযা আদায় করবে।

অনুরূপভাবে বেচা-কেনা শরিয়তে জায়েজ, তবে পদ্ধতিটা শরিয়ত সম্মত না হওয়ায় এর দ্বারা শরিয়তের খেলাফ করা সাব্যস্ত হয়। এ জন্যে এটা দূষণীয়। এ কারণে পণ্য করায়ত্ব করার আগ পর্যন্ত ক্রেতা তার মালিক হবে না। উভয় মাসআলায় মতভেদের উৎস এক অর্থাৎ اَفْعَالْ شَرْعِيَّةْ হতে নিষেধাজ্ঞা, এটা আহনাফের মতে তার বৈধতার দাবিদার, আর শাফেয়ী (র.) এর মতে বৈধ না হওয়ার দাবিদার। এ কারণে আহনাফের মতে উভয় মাসআলা সাব্যস্ত হবে। আর শাফেয়ী (র.) -এর মতে কোনোটি সাব্যস্ত হবে না। তবে দু'টি মাসআলার একটি জায়েজ, আর একটি নাজায়েজ এরূপ কেউ বলেন না।

وَنَظِيْرُهُ إِذَا أَثْبَتْنَا أَنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يُوْجِبُ تَقْرِيْرَهَا قُلْنَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفِيْدُ الْمِلْكَ لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ ـ وَلَوْ قُلْنَا أَنَّ التَّعْلِيْقَ سَبَبٌ عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ قُلْنَا تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ بِالْمِلْكِ اَوْسَبَبِ الْمِلْكِ صَحِيْحٌ وَكَذَا لَوْ أَثْبَتْنَا أَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلٰى اِسْمٍ مَوْصُوْفٍ بِصِفَةٍ لَا يُوْجِبُ تَعْلِيْقَ الْحُكْمِ بِهِ ـ

<u>সরল অনুবাদ :</u> এর দৃষ্টান্ত। যেমন– যখন আমরা এ কথা প্রমাণিত করবো যে, শরয়ী কার্যাবলি থেকে নিষেধাজ্ঞা তার অস্তিত্বকে অপরিহার্য করে। এর ভিত্তিতে আমরা হানাফীরা বলি যে, কুরবানির দিনের রোজার মান্নত করা জায়েজ এবং بَيْع فَاسِدْ মালিকানার ফায়েদা দেওয়। কেননা কেউ এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্যের প্রবক্তা নয়। আর যদি আমরা বলি যে, تَعْلِيْق তথা শর্তের সাথে সংযুক্ত করা শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় সবব হয়। তবে আমরা বলব তালাক এবং গোলাম আজাদ করণকে মালিকানা বা মালিকানার সববের সাথে مُعَلَّقْ করা বৈধ। তদ্রূপ আমরা যদি প্রমাণ করি যে, হুকুমটা مَوْصُوْف بِالصِّفَة তথা কোনো বিশেষণের সাথে বিশেষত্ব ইসমের উপর প্রযোজ্য হওয়া এটা হুকুম কে তার সাথে مُعَلَّقْ হওয়াকে সাবেত করে না।

<u>**শাব্দিক অনুবাদ :**</u> وَنَظِيْرُهُ এর দৃষ্টান্ত إِذَا أَثْبَتْنَا আমরা যখন এ কথা প্রমাণিত করব أَنَّ النَّهْيَ নিষেধাজ্ঞা عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ শরয়ী কর্যাকলাপ হতে يُوْجِبُ تَقْرِيْرَهَا তার অস্তিত্বকে অপরিহার্য করে قُلْنَا এর ভিত্তিতে আমরা হানাফীরা বলি যে, يَصِحُّ النَّذْرُ মান্নত জায়েজ بِصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ কুরবানির দিনের রোজার وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفِيْدُ الْمِلْكَ আর بَيْع فَاسِدْ মালিকানার ফায়দা দেয় لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ কেননা কেউ এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের প্রবক্তা নয় وَلَوْ قُلْنَا আর যদি আমরা বলি أَنَّ التَّعْلِيْقَ শর্তের সাথে সংযুক্ত করা سَبَبٌ সবব হয় عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ শর্ত পাওয়া যাওয়ার সময় قُلْنَا তবে আমরা বলব تَعْلِيْقُ الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ তালাক এবং গোলাম আজাদ করণকে مُعَلَّقْ করা بِالْمِلْكِ اَوْسَبَبِ الْمِلْكِ মালিকানা এবং মালিকানার সববের সাথে صَحِيْحٌ বৈধ وَكَذَا لَوْ أَثْبَتْنَا তদ্রূপ যদি আমরা প্রমাণ করি যে, أَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ হুকুমটা প্রযোজ্য হওয়া عَلٰى اِسْمٍ مَوْصُوْفٍ بِصِفَةٍ কোনো বিশেষণের সাথে বিশেষত্ব ইসিমের উপর لَا يُوْجِبُ সাবেত করে না تَعْلِيْقَ الْحُكْمِ بِهِ হুকুমকে তার সাথে مُعَلَّقْ হওয়াকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ قُلْنَا أَنَّ التَّعْلِيْقَ الخ : عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ -এর ভিত্তিতে مُعَلَّقْ بِالشَّرْط তথা কোনো বিষয়কে শর্তের সাথে مُعَلَّقْ করা হলে হানাফীগণের মতে তা হুকুম বর্তানোর জন্যে শর্ত পাওয়ার সময় সবব বা কারণ হবে। আর শাফেয়ীগণের মতে শর্তারোপের সময় সবব হবে। এ কারণে তালাক ও দাসমুক্তি (عِتَاق) কে হানাফীগণের মতে مِلْك ও سَبَبُ مِلْك উভয়ের সাথে মুআল্লাক করা বৈধ হবে। আর শাফেয়ীদের মতে শর্তারোপের সময় সবব হয় বিধায় কোনোটির সাথেই মুআল্লাক করা সহীহ হবে না। সুতরাং কথাটি অর্থহীন গণ্য হবে। এ দুটোর একটার ক্ষেত্রে তা'লীক সহীহ হবে, আরেকটার ক্ষেত্রে সহীহ হবে না এরূপ কেউ ... عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ -এর ব্যাপারে ইজমা।

قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ اَثْبَتْنَا اَنَّ الخ : পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি বিশেষ সিফত বা বৈশিষ্ট্যের সাথে জড়িত কোনো বস্তুর সাথে হুকুম প্রযোজ্য হয় তাহলে আহনাফের মতে হুকুম উক্ত সিফাতের সাথে মুআল্লাক হবে না। আর শাফেয়ীগণের মতে তার সাথে মুআল্লাক হবে। যেমন- وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ আয়াতে বাঁদী বিবাহকে স্বাধীনা বিবাহের ক্ষমতা না থাকার সাথে মু'আল্লাক করা হয়েছে। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আহনাফের মতে বাঁদী বিবাহ জায়েজ। আর শাফেয়ী (র.) -এর মতে সিফাতটা শর্তের পর্যায়ে। এ কারণে শর্ত না পাওয়া গেলে হুকুম ও পাওয়া যাবে না। অতএব ক্ষমতা (طَوْل نِكَاحُ حُرَّةٍ) থাকা কালে বাঁদী বিবাহ জায়েজ হবে না।

মোটকথা হচ্ছে- কোনো গুণ বা সিফাতের সাথে গুণান্বিত কোনো ইসমের উপর হুকুম প্রযোজ্য হওয়াটা আহনাফের মতে সিফাতের উপর হুকুম প্রযোজ্য হওয়াকে ওয়াজিব করে না। এটা প্রমাণিত হলে স্বাধীনা নারী বিবাহের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাঁদী বিবাহ জায়েজ প্রমাণিত হয়। আর এ সূত্র ধরে অর্থাৎ عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ -এর কারণে আহলে কিতাব বাঁদীকে বিবাহ করাও জায়েজ সাব্যস্ত হয়। কেননা স্বাধীনা বিবাহের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যারা মুমিন বাঁদী বিবাহকে জায়েজ বলেন তারা কিতাবী বাঁদীর বিবাহকে জায়েজ বলেন। এমন নয় যে, মুমিনা বাঁদীর ক্ষেত্রে জায়েজ, আর কিতাবিয়ার ক্ষেত্রে নাজায়েজ এরূপ কেউ বলেন না। অন্যথায় قَائِلٌ بِالْفَصْلِ জরুরি হয়ে যায়, অথচ عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ -এর ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

قُلْنَا طَوْلُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْاَمَةِ اِذْ صَحَّ بِنَقْلِ السَّلَفِ اَنَّ الشَّافِعِيَّ فَرَّعَ مَسْاَلَةَ طَوْلِ الْحُرَّةِ عَلٰى هٰذَا الْاَصْلِ وَلَوْاَثْبَتْنَا جَوَازَ نِكَاحِ الْاَمَةِ الْمُؤْمِنَةِ مَعَ الطَّوْلِ جَازَنِكَاحُ الْاَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ بِهٰذَا الْاَصْلِ ـ وَعَلٰى هٰذَا مِثَالُهُ مِمَّا ذَكَرْنَا فِيْمَا سَبَقَ وَنَظِيْرُ الثَّانِىْ اِذَا قُلْنَا اَنَّ الْقَىْءَ نَاقِضٌ فَيَكُوْنُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ مُفِيْدًا لِلْمِلْكِ لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ اَوْ يَكُوْنُ مُوْجِبُ الْعَمَدِ الْقَوَدِ لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ وَبِمِثْلِ هٰذَا الْقَىْءُ غَيْرُ نَاقِضٍ فَيَكُوْنُ الْمَسُّ نَاقِضًا وَهٰذَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِاَنَّ صِحَّةَ الْفَرْعِ وَاِنْ دَلَّتْ عَلٰى صِحَّةِ اَصْلِهٖ وَلٰكِنَّهُ لَا تُوْجِبُ صِحَّةَ اَصْلٍ اٰخَرَ حَتّٰى تَفَرَّعَتْ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةُ الْاُخْرٰى ـ

সরল অনুবাদ : তবে আমরা বলব স্বাধীনা নারী বিবাহ করার সক্ষমতা বাদী বিবাহ করার প্রতিবন্ধক নয়। কেননা সালাফ তথা পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, এ নীতির উপর ইমাম শাফেয়ী (র.) স্বাধীনা নারী বিবাহের মাসআলা বের করেছেন। আর যদি আমরা স্বাধীনা নারী বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মু'মিনাহ বাঁদী বিবাহ করার বৈধতা সাব্যস্ত করি তবে এ দলিল দ্বারাই কিতাবী বাদীর বিবাহ বৈধ হওয়া প্রমাণিত হয়ে যাবে।

এরূপে পূর্বোল্লিখিত মাসআলায় এর উদাহরণ রয়েছে। عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ -এর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ-যখন আমরা বলবো যে, বমি অজু ভঙ্গকারী, সুতরাং بَيْع فَاسِد মালিকানার ফায়িদা দিবে। কারণ উভয়ের মাঝে কেউ পার্থক্যের প্রবক্তা নেই। অথবা স্বেচ্ছায় হত্যা (قَتْل عَمَد) কিসাসকে ওয়াজিব করে কেউ পার্থক্যের প্রবক্তা না হওয়ার কারণে। এরূপে বমি অজু ভঙ্গকারী নয়। সুতরাং مَسّ অজু ভঙ্গকারী হবে এরূপ বক্তব্য দলিল নয়। কারণ فَرْع বিশুদ্ধ হওয়াটা যদিও اَصْل -এর বিশুদ্ধতা বুঝায়। কিন্তু তা অন্য একটি নীতি বিশুদ্ধ হওয়ার দলিল হতে পারে না। যাতে করে তার উপর ভিত্তি করে অন্য মাসআলা বের হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : قُلْنَا তবে আমরা বলব طَوْلُ الْحُرَّةِ স্বাধীনা নারী বিবাহ করার সক্ষমতা يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْاَمَةِ বাদী বিবাহ করার প্রতিবন্ধক নয় اِذْ صَحَّ بِنَقْلِ السَّلَفِ কেননা পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে اَنَّ الشَّافِعِيَّ (رحـ) فَرَّعَ ইমাম শাফেয়ী (র.) বের করেছেন مَسْاَلَةَ طَوْلِ الْحُرَّةِ স্বাধীনা নারী বিবাহের মাসআলা عَلٰى هٰذَا الْاَصْلِ এ নীতির উপর وَلَوْ اَثْبَتْنَا যদি আমরা সাব্যস্ত করি جَوَازَ نِكَاحِ الْاَمَةِ الْمُؤْمِنَةِ মুমিনাহ নারী বিবাহ করার বৈধতা مَعَ الطَّوْلِ স্বাধীনা নারী বিবাহ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও جَازَ বৈধ হওয়া প্রমাণিত হয়ে যাবে نِكَاحُ الْاَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ কিতাবী বাদীর বিবাহ করা بِهٰذَا الْاَصْلِ এ দলিল দ্বারাই وَعَلٰى هٰذَا مِثَالُهُ এরূপে এরূপে এর উদাহরণ রয়েছে مِمَّا ذَكَرْنَا فِيْمَا سَبَقَ পূর্বোল্লিখিত মাসআলায় وَنَظِيْرُ الثَّانِىْ দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ اِذَا قُلْنَا যখন আমরা বলব اَنَّ الْقَىْءَ نَاقِضٌ যে, বমি অজু ভঙ্গকারী فَيَكُوْنُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ সুতরাং بَيْع فَاسِد দিবে مُفِيْدًا لِلْمِلْكِ মালিকানার ফায়দা لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ কারণ উভয়ের মাঝে কেউ পার্থক্যের প্রবক্তা নেই اَوْ يَكُوْنُ مُوْجِبُ الْعَمَدِ الْقَوَدِ অথবা স্বেচ্ছায় হত্যা কেসাসকে ওয়াজিব করে لِعَدَمِ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ কেউ পার্থক্যের প্রবক্তা না হওয়ার কারণে وَبِمِثْلِ هٰذَا এরূপ الْقَىْءُ غَيْرُ نَاقِضٍ বমি অজু

ভঙ্গকারী নয় فَيَكُوْنُ الْمَسُّ نَاقِضًا সুতরাং নারী স্পর্শ অজু ভঙ্গকারী হবে وَهٰذَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ এরূপ বক্তব্য দলিল নয় لِاَنَّ لَا تُوْجِبُ وَلٰكِنَّهُ কিন্তু عَلٰى صِحَّةِ اَصْلٍ আসল-এর বিশুদ্ধতা وَاِنْ دَلَّتْ যদিও বুঝায় فَرْعٍ বিশুদ্ধ হওয়াটা صِحَّةَ الْفَرْعِ কারণ দলিল হতে পারে না صِحَّةَ اَصْلٍ اٰخَرَ অন্য একটি নীতি বিশুদ্ধ হওয়ার حَتّٰى تَفَرَّعَتْ عَلَيْهِ যাতে করে তার উপর ভিত্তি করে বের হয় الْمَسْئَلَةُ الْاُخْرٰى অন্য মাসআলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ اَثْبَتْنَا الخ : অর্থাৎ যখন আমরা স্বাধীনা নারী বিবাহ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও মু'মিন বাদী বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করেছি। ঐ নীতি দ্বারাই কিতাবী নারী তথা ইহুদি খ্রিস্টান নারী বিবাহ করারও বৈধতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য করার প্রবক্তা কেউ নন। কেননা যাদের নিকট تَعْلِيْقٌ بِالشَّرْطِ-এর সময় শর্তের নফী করা দ্বারা হুকুমের নফী হওয়া আবশ্যক নয় তাদের নিকট এটাও প্রমাণিত আছে যে, কোনো এরূপ ইসিমের উপর যা বিশেষণের সাথে বিশেষিত হুকুমটা মুরাত্তাব হওয়া তার সাথে হুকুমের مُعَلَّقٌ করাকে আবশ্যক করে না।

قَوْلُهُ فِيْمَا سَبَقَ الخ : আহনাফের মতে اِنْتِفَاءُ شَرْطٍ (শর্ত না পাওয়ার দ্বারা اِنْتِفَاءُ حُكْمٍ জরুরি হয় না। আর শাফেয়ীদের মতে জরুরি হয়। এ উসূলের উপর ভিত্তি করে পেছনে بَيَانُ تَغْيِيْرٍ-এর মধ্যে উদাহরণ চলে গেছে যে, وَاِنْ كُنَّ اُوْلَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ الخ আয়াতে مُعْتَدَّهْ بَائِنَهْ-এর ভরণ-পোষণকে গর্ভসঞ্চারের উপর মুআল্লাক করা হয়েছে। সুতরাং তালাকে বায়েনা প্রাপ্তা স্ত্রী হামেলা হলে আহনাফ ও শাওয়াফে' উভয়ের মতে نَفْقَهْ (ভরণ-পোষণ) ওয়াজিব হবে। আর হামেলা না হলে শাওয়াফের মতে ওয়াজিব নয়। কারণ এ ক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু আহনাফের মতে اِنْتِفَاءُ شَرْطٍ اِنْتِفَاءُ حُكْمٍ জরুরি করে না বিধায় نَفْقَهْ ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَنَظِيْرُ الثَّانِىْ اِذَا قُلْنَا الخ : عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ-এর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ– (অর্থাৎ কোনো মাসআলায় দু'পক্ষের মতভেদের উৎস (مَنْشَا) ভিন্ন হওয়ার উদাহরণ যেমন– বলা যে, হানাফীগণের মতে বমি যেহেতু অজু ভঙ্গকারী নয়। সুতরাং بَيْعٌ فَاسِدٌ মালিকানা সাব্যস্তকারী হবে না। এ দুটোর যে কোনো একটির ব্যাপারে কেউ প্রবক্তা নন। অন্যথায় قَائِلٌ بِالْفَصْلِ হওয়া সাব্যস্ত হতো। (এমন বলাটা গ্রহণ যোগ্য নয় কেননা) বমি এবং بَيْعٌ فَاسِدٌ উভয় মাসআলায় মতভেদের উৎস ভিন্ন ভিন্ন। বমির হুকুমের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন উসূল রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উসূল মতে خَارِجٌ اِلٰى غَيْرِ سَبِيْلَيْنِ (পেসাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া বহির্গমনকারী কোনো কিছুই) অজু ভঙ্গকারী নয়। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে خُرُوْجٌ مَنِىٌّ ও سَيَلَانُ دَمٍ (নাপাক বের হওয়াও রক্ত বেরিয়ে তা গড়িয়ে পড়া) অজু ভঙ্গকারী। আর بَيْعٌ فَاسِدٌ-এর ক্ষেত্রে এখতেলাফের ভিত্তি এ উসূলের উপর যে, হানাফীগণের মতে نَهْىٌ عَنْ تَصَرُّفَاتٍ شَرْعِيَّةٍ তার مَشْرُوْعِيَّتٌ-এর দাবিদার। শাফেয়ীগণের মতে مَشْرُوْعِيَّتٌ-এর দাবিদার নয়। (উল্লেখ্য যে, এ ধরনের اِسْتِدْلَالٌ শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।)

قَوْلُهُ وَبِمِثْلِ هٰذَا الْقَىْءُ الخ : মুসান্নিফ (র.) বলেন– দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ এভাবেও বলা যায় যে, বমি যেহেতু অজু ভঙ্গকারী, সুতরাং قَتْلُ عَمْدٍ (ইচ্ছাপূর্বক হত্যা) দ্বারা কিসাস ওয়াজিব হবে। কারণ উভয়ের মাঝে ভিন্নতার কেউ প্রবক্তা নন। যারা এর পক্ষে প্রবক্তা তারা উভয়েরই প্রবক্তা। অর্থাৎ বমিকেও অজু ভঙ্গকারী বলেন এবং قَتْلُ عَمْدٍ কেও কিসাস ওয়াজিবকারী বলেন। (যেমন– হানাফীগণ।) আর যারা এর প্রবক্তা নন তারা এ দুটোর কোনোটির প্রবক্তা নন। এভাবে এরূপ বলা যে, বমি যেহেতু অজু ভঙ্গকারী সুতরাং مَسُّ مَرْاَةٍ (নারীদেহ স্পর্শ) অজু ভঙ্গকারী হবে। অথবা এর বিপরীত হবে। কারণ উভয়ের মাঝে ভিন্নতার কেউ প্রবক্তা নন।

قَوْلُهُ وَهٰذَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ الخ : عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ-এর দ্বিতীয় প্রকার গ্রহণযোগ্য না হওয়ার দলিল : মুসান্নিফ (র.) বলেন– দ্বিতীয় প্রকার এ ইজমাটি দলিলযোগ্য নয়। কারণ এক মাসআলার হুকুম সহীহ হওয়ার দ্বারা অপর মাসআলার হুকুম সহীহ ওয়াহ জরুরি নয়। কেননা প্রত্যেকটির সবব ভিন্ন ভিন্ন এবং সববের ভিতর ত্রটিও থাকতে পারে। যেমন– বমি। সুতরাং

فَصْلٌ : اَلْوَاجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ طَلَبُ حُكْمِ الْحَادِثَةِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى ثُمَّ مِنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَرِيْحِ النَّصِّ اَوْ دَلَالَتِهِ عَلٰى مَا مَرَّ ذِكْرُهُ فَاِنَّهُ لَا سَبِيْلَ اِلَى الْعَمَلِ بِالرَّاْيِ مَعَ اِمْكَانِ الْعَمَلِ بِالنَّصِّ ـ وَلِهٰذَا اِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَاَخْبَرَهُ اَحَدٌ عَنْهَا لَا يَجُوْزُ لَهُ التَّحَرِّىْ وَلَوْ وَجَدَ مَاءً فَاَخْبَرَهُ عَدْلٌ اَنَّهُ نَجِسٌ لَا يَجُوْزُ لَهُ التَّوَضِّىْ بِهٖ بَلْ يَتَيَمَّمُ ـ وَعَلٰى اِعْتِبَارِ اَنَّ الْعَمَلَ بِالرَّاْيِ دُوْنَ الْعَمَلِ بِالنَّصِّ قُلْنَا اَنَّ الشُّبْهَةَ بِالْمَحَلِّ اَقْوٰى مِنَ الشُّبْهَةِ فِى الظَّنِّ حَتّٰى سَقَطَ اِعْتِبَارُ ظَنِّ الْعَبْدِ فِى الْفَصْلِ الْاَوَّلِ ـ

<u>সরল অনুবাদ :</u> অনুচ্ছেদ : সর্বাগ্রে কিতাবুল্লাহ হতে মাসআলার সমাধান খোঁজ করা মুজতাহিদের কর্তব্য। এরপর রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহ তথা স্পষ্ট হাদীসে খোঁজ করা, অথবা دَلَالَةُ النَّصِّ দ্বারা খোঁজ করা পূর্বে যার আলোচনা করা হয়েছে। কেননা نَصّ তথা স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান থাকা কালে কিয়াসের উপর আমল করার কোনো অবকাশ নেই। এ কারণে যখন কারো নিকট কেবলা সন্দেহজনক হয়, আর কোনো এক ব্যক্তি তাকে কেবলার সংবাদ দেয়, তাহলে তাহাররী তথা নিজের চিন্তা-ভাবনা মাফিক নামাজ পড়া বৈধ নয়। এভাবে কেউ যদি পানি পায়, আর কোনো নিষ্ঠাবান ধার্মিক (আদিল) ব্যক্তি তাকে পানী নাপাক হওয়ার খবর দেয় তাহলে তার জন্যে উক্ত পানী দ্বারা অজু করা বৈধ হবে না; বরং সে তায়াম্মুম করবে।

আর কিয়াসের উপর আমল করাটা نَصّ -এর উপর আমল অপেক্ষা নিম্নমানের। এর ভিত্তিতে আমরা বলি যে, مَحَلّ (তথা স্থান) সম্পর্কে সন্দেহটা ধারণামূলক সন্দেহ অপেক্ষা শক্তিশালী, এমনকি প্রথম ক্ষেত্রে বান্দার ধারণার গ্রহণযোগ্যতা ধর্তব্য নয়।

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> فَصْلٌ অনুচ্ছেদ اَلْوَاجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ মুজতাহিদের কর্তব্য طَلَبُ حُكْمِ الْحَادِثَةِ মাসআলার সমাধান খোঁজ করা مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى কিতাবুল্লাহ হতে ثُمَّ مِنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ এরপর রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহ বা হাদীসে খোঁজ করা بِصَرِيْحِ النَّصِّ স্পষ্ট নস দ্বারা اَوْ دَلَالَتِهٖ অথবা দালালতে নস দ্বারা খোঁজ করা عَلٰى مَا مَرَّ ذِكْرُهُ পূর্বে যার আলোচনা করা হয়েছে فَاِنَّهُ কেননা لَا سَبِيْلَ اِلَى الْعَمَلِ আমল করার কোনোই অবকাশ নেই بِالرَّاْيِ কিয়াসের উপর مَعَ اِمْكَانِ الْعَمَلِ بِالنَّصِّ স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান থাকা কালে وَلِهٰذَا এ কারণে اِذَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ যখন কারো নিকট কেবলা সন্দেহ জনক হয় فَاَخْبَرَهُ اَحَدٌ عَنْهَا আর কোনো ব্যক্তি তাকে কেবলার সংবাদ দেয় لَا يَجُوْزُ لَهُ التَّحَرِّىْ তাহলে নিজের চিন্তা-ভাবনা মাফিক নামাজ পড়া বৈধ নয় وَلَوْ وَجَدَ مَاءً এভাবে যদি পানি পায় فَاَخْبَرَهُ عَدْلٌ আর কোনো নিষ্ঠাবান ব্যক্তি তাকে খবর দেয় اَنَّهُ نَجِسٌ তা নাপাক لَا يَجُوْزُ بِهِ التَّوَضِّىْ بِهٖ তবে তার জন্য উক্ত পানির দ্বারা অজু করা বৈধ হবে না بَلْ يَتَيَمَّمُ বরং সে তায়াম্মুম করবে وَعَلٰى اِعْتِبَارِ এরই ভিত্তিতে اَنَّ الْعَمَلَ بِالرَّاْيِ কিয়াসের উপর আমল করাটা دُوْنَ الْعَمَلِ بِالنَّصِّ নস-এর উপর আমল করা অপেক্ষা নিম্নমানের قُلْنَا আমরা বলি যে, اَنَّ الشُّبْهَةَ بِالْمَحَلِّ স্থান সম্পর্কে সন্দেহটা اَقْوٰى অধিক শক্তিশালী مِنَ الشُّبْهَةِ فِى الظَّنِّ ধারণামূলক সন্দেহ অপেক্ষা حَتّٰى سَقَطَ এমনকি ধর্তব্য নয় اِعْتِبَارُ ظَنِّ الْعَبْدِ বান্দার গ্রহণ যোগ্যতা فِى الْفَصْلِ الْاَوَّلِ প্রথম ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلُ الخ : এই পরিচ্ছেদটি কিয়াসের আলোচনা পূর্ব ভূমিকা স্বরূপ। এ পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিয়াসের শর্তগুলো বর্ণনা করে দেওয়া। ফুকাহা তথা ইসলামি আইন শাস্ত্রের পরিভাষায় ইজতেহাদ হচ্ছে শরিয়তের বিধানাবলির সাথে যার كُلِّيَات -এর আঞ্জামই কিতাব ও সুন্নত এবং ইজমা ও কিয়াস অর্জন করার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করবে। এভাবে এর চেয়ে অতিরিক্ত মেহনত করা দলিল নেওয়া তার শক্তির বাইরে হয়। জমহুর ফুকাহা এবং হাদীসের ইমামদের নিকট মুজতাহিদগণের জন্য পাঁচটি বিষয়ের উপর পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জন করা শর্ত। (১) শরিয়তের মাসায়েল সংক্রান্ত যে পরিমাণ কুরআনের আয়াত রয়েছে তাদের বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা। (২) সকল বিধানাবলি সংক্রান্ত হাদীসগুলো যথাযথ জ্ঞান থাকা। (৩) সালাফের মাযহাব তথা পূর্ববর্তী ফকীহ গণের যত মতামত রয়েছে এ সব গুলোর সম্পর্কে অবগত হওয়া। (৪) ইলমে লোগাত এবং আরবি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জিত হওয়া। (৫) কেয়াসের যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে সবগুলো সম্পর্কে পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করা। কারো মধ্যে যদি উল্লিখিত পাঁচটি গুণাবলি হতে কোনো একটিতে সামান্যতম কমতি থাকে তবে সে মুজতাহিদ নয়; বরং তাকে তাকলীদ করতে হবে।

قَوْلُهُ اَلْوَاجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ الخ : মুজতাহিদ যখন কোনো বিষয়ের বিধান জানতে চায় তখন তার জন্য সর্ব প্রথম কুরআনে তার বিধান অন্বেষণ করা জরুরি। এরপর সেই মাসআলা হাদীসের মধ্যে খোঁজ করতে হবে। যদি কিতাব ও সুন্নতের ইবারাতুন নস, ইশারাতুন নস, দালালাতুন নস ও ইকতেযাউন নস দ্বারা হুকুম জানা যায় তখন সেই ব্যাপারে কিয়াস করা বৈধ নয়। যেমন কেবলার ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ার সুরতে কেউ যদি কিবলার দিক সম্বন্ধে বলে দেয় তবে চিন্তা ভাবনা করে কিবলা নির্বাচন করা ঠিক হবে না, তদ্রূপ যদি কোনো পানি সম্পর্কে কোনো ন্যায় নীতিবান ব্যক্তি অপবিত্রতার কথা বলে দেয় তবে সে পানি দ্বারা অজু করা যাবে না; বরং তায়াম্মুম করতে হবে। মোটকথা যতক্ষণ পর্যন্ত نَصّ -এর উপর আমল করা সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়াসের উপর আমল করা যাবে না।

قَوْلُهُ وَعَلَى اِعْتِبَارِ اَنَّ الْعَمَلَ بِالرَّاْيِ الخ : উল্লেখ্য যে, شُبْهَة বলতে বুঝায় যা সাব্যস্ত বা প্রমাণিত নয় তবে সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। شُبْهَة দু'প্রকার ক. شُبْهَةٌ فِى الْمَحَلِّ খ. شُبْهَةٌ فِعْلِ الظَّنِّ কোনো বস্তু হালাল বা হারাম হওয়ার প্রমাণ থাকা সত্ত্বে বিশেষ কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে যে হুকুম প্রযোজ্য হয় না তাকে شُبْهَة فِى الْمَحَلِّ বলে। কারণ এ ক্ষেত্রে স্পষ্টকারে হালাল বা হারাম ঘোষিত না হলেও তা হালাল বা হারাম হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি করে। আর বাস্তবে দলিল নয় এমন কোনো কিছুকে দলিল মনে করাকে شُبْهَةٌ فِى الظَّنِّ বলে। شُبْهَه فِى الْمَحَلِّ -এর মধ্যে সন্দেহটা মানুষের মনে সৃষ্টি হওয়া জরুরি নয়। তবে شُبْهَةٌ فِى الظَّنِّ -এর মধ্যে জরুরি।

وَمِثَالُهُ فِيْمَا اِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ اِبْنِهِ لَا يُحَدُّ وَاِنْ قَالَ عَلِمْتُ اَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيَّ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ لِاَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لَهُ تَثْبُتُ بِالنَّصِّ فِيْ مَالِ الْاِبْنِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ فَسَقَطَ اِعْتِبَارُ ظَنِّهِ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ فِيْ ذٰلِكَ وَلَوْ وَطِئَ الْاِبْنُ جَارِيَةَ اَبِيْهِ يُعْتَبَرُ ظَنُّهُ فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ حَتّٰى لَوْ قَالَ ظَنَنْتُ اَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ يَجِبُ الْحَدُّ وَلَوْ قَالَ ظَنَنْتُ اَنَّهَا عَلَيَّ حَلَالٌ لَا يَجِبُ الْحَدُّ لِاَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ فِيْ مَالِ الْاَبِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بِالنَّصِّ فَاعْتُبِرَ رَاْيُهُ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ وَاِنِ ادَّعَاهُ ـ

<u>সরল অনুবাদ :</u> এর উদাহরণ এ মাসআলায় যে, কেউ নিজ পুত্রের বাঁদীর সাথে সঙ্গম করে সে দণ্ডযোগ্য হবে না। যদিও সে বলে যে, আমি জানি যে, সে (বাদী) আমার উপর হারাম। এ সঙ্গম দ্বারা সন্তান ভূমিষ্ট হলে উক্ত পিতার থেকেই তার বংশ সাব্যস্ত হবে। কারণ এ ক্ষেত্রে পিতার জন্যে نَصّ -এর দ্বারা (পুত্রের মালে) মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার সন্দেহ রয়ে গেছে। যেমন নবী করীম ﷺ এরশাদ করেছেন– اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ (তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার)। অতএব মহল হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে তার ধারণা ধর্তব্য হওয়া রহিত হয়ে গেছে। আর পুত্র যদি পিতার বাঁদীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে হালাল ও হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে পুত্রের ধারণা ধর্তব্য হবে। সুতরাং সে যদি বলে আমি ধারণা করেছিলাম পিতার বাঁদী আমার জন্যে হারাম। তাহলে তার উপর হদ (কার্যকর করা) ওয়াজিব হবে। আর যদি বলে আমি ধারণা করেছিলাম যে, আমার উপর সে হালাল তাহলে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না। কেননা পিতার মালে পুত্রের মালিকানার সন্দেহ نَصّ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। অতএব এ ব্যাপারে তার রায় (বা ধারণা) ধর্তব্য হবে। আর পুত্রের থেকে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে না যদিও সে তার দাবি করে।

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَمِثَالُهُ فِيْمَا এর উদাহরণ এ মাসআলায় اِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ اِبْنِهِ যখন কেউ নিজ পুত্রের বাঁদীর সাথে সঙ্গম করে لَا يُحَدُّ সে দণ্ডযোগ্য হবে না وَاِنْ قَالَ যদিও সে বলে عَلِمْتُ আমি জানি اَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيَّ যে, সে আমার উপর হারাম وَيَثْبُتُ এবং সাব্যস্ত হবে نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ এ সঙ্গম দ্বারা সন্তান ভূমিষ্ট হলে উক্ত পিতার থেকেই তার বংশ لِاَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لَهُ কারণ এ ক্ষেত্রে পিতার জন্য মালিকানার সন্দেহ تَثْبُتُ بِالنَّصِّ নস দ্বারা সাব্যস্ত হয় فِيْ مَالِ الْاِبْنِ পুত্রের মালে قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ তুমিও ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার فَسَقَطَ কাজেই রহিত হয়ে গেছে اِعْتِبَارُ ظَنِّهِ তার ধারণা ধর্তব্য হওয়া فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ হালাল ও হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে فِيْ ذٰلِكَ এ ব্যাপারে وَلَوْ وَطِئَ الْاِبْنُ আর পুত্র যদি সঙ্গম করে جَارِيَةَ اَبِيْهِ পিতার বাঁদীর সাথে يُعْتَبَرُ ظَنُّهُ তবে ধর্তব্য হবে পুত্রের ধারণা فِي الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ হালাল ও হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে حَتّٰى لَوْ قَالَ সুতরাং সে যদি বলে ظَنَنْتُ اَنَّهَا আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে (পিতার বাদী) عَلَيَّ حَرَامٌ আমার জন্য হারাম يَجِبُ الْحَدُّ তাহলে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে وَلَوْ قَالَ আর যদি বলে ظَنَنْتُ اَنَّهَا আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে عَلَيَّ حَلَالٌ আমার উপর হালাল لَا يَجِبُ الْحَدُّ তবে তার উপর হদ ওয়াজিব হবে না لِاَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ কেননা মালিকানার সন্দেহ فِيْ مَالِ الْاَبِ পিতার মালে لَمْ يَثْبُتْ لَهُ পুত্রের জন্য সাব্যস্ত নয় بِالنَّصِّ নস দ্বারা فَاعْتُبِرَ رَاْيُهُ কাজেই তার ধারণা ধর্তব্য হবে وَلَا يَثْبُتُ আর সাব্যস্ত হবে না نَسَبُ الْوَلَدِ সন্তানের বংশ (পুত্রের থেকে) وَاِنِ ادَّعَاهُ যদিও সে তার দাবি করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِثَالُهُ فِيْمَا اِذَا وَطِئَ الخ : مِثَالُهُ-এর যমীরের মারজা' হলো شُبْهَه فِى الْمَحَلِّ ও شُبْهَه فِى الظَّنِّ - যেমন কেউ ছেলের বাঁদীর সাথে যিনা করলে তার উপর হদ আরোপ হবে না। যদিও এটা হারাম হওয়া সম্পর্কে তার জানা থাকে। এর কারণ এই যে, اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ দ্বারা পুত্রের মালে পিতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ায় পুত্রের বাঁদী পিতার জন্যে হালাল হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়। অথচ বাস্তবে সে হালাল নয়। এ সন্দেহের কারণে তার উপর হদ বর্তাবে না।

উল্লেখ্য যে, শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে যেহেতু এ সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং তার হারাম হওয়ার ইলম থাকলেও তা ধর্তব্য নয়। আর وَطْئٌ بِالشُّبْهَةِ দ্বারা যেহেতু وَاطِئْ (সঙ্গমকারী) থেকে বাচ্চার বংশ প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও বাচ্চার বংশ প্রমাণিত হবে।

قَوْلُهُ وَلَوْ وَطِئَ الْاِبْنُ جَارِيَةَ اَبِيْهِ الخ : এ ক্ষেত্রে যেহেতু পিতার জীবদ্দশায় তার মালে পুত্রের অধিকারের ব্যাপারে কোনো نَصٌّ (স্পষ্ট ভাষ্য) বিদ্যমান। এ কারণে পিতার বাঁদী তার জন্যে হালাল বা হারাম জানার ক্ষেত্রে তার ধারণা বা شُبْه গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং পুত্র যদি বলে আমার ধারণায় বাঁদী আমার জন্যে হালাল এ কারণে তার সাথে সঙ্গম করেছি। তাহলে তার উপর হদ বর্তাবে না। কেননা اَلْحُدُوْدُ وَالْقِصَاصُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ আর যদি সে স্বীকার করে যে, হারাম জানা সত্ত্বেও সঙ্গম করেছি তাহলে তার উপর হদ আরোপ হবে। উভয় ক্ষেত্রে তার থেকে সন্তানের বংশ প্রমাণিত হবে না। কারণ উভয় ক্ষেত্রে এটা যিনা সাব্যস্ত হবে। আর যিনার দ্বারা কখনো বংশ স্বীকৃত হয় না; বরং সন্তান তার মার দিকে সম্বন্ধিত হবে।

ثُمَّ إِذَا تَعَارَضَ الدَّلِيْلَانِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ فَإِنْ كَانَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ يَمِيْلُ إِلَى السُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ السُّنَّتَيْنِ يَمِيْلُ إِلَى أثَارِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ وَالْقِيَاسُ الصَّحِيْحُ ثُمَّ إِذَا تَعَارَضَ الْقِيَاسَانِ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ يَتَحَرّٰى وَيَعْمَلُ بِأَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ دُوْنَ الْقِيَاسِ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ يُصَارُ إِلَيْهِ ـ

সরল অনুবাদ : দু'টি দলিলের মাঝে تَعَارُض হলে কর্তব্য : যখন মুজতাহিদের নিকট দু'টি দলিল পাস্পরিক সাংঘর্ষিক হবে তখন সংঘর্ষ (দ্বন্দ্ব) যদি দু'টি আয়াতের মধ্যে হয় তাহলে (তা নিরসনের জন্যে) সুন্নাহর প্রতি ধাবিত হতে হবে। আর যদি দু'টি হাদীসের মধ্যে تَعَارُض হয় তাহলে সাহাবায়ে কেরামের আছর তথা উক্তি বা আমল এবং কিয়াসের প্রতি রুজু করতে হবে। এরপর যদি মুজতাহিদের নিকট দু'টি কিয়াসের মধ্যে تَعَارُض (দ্বন্দ্ব) দেখা দেয় তাহলে তিনি নিজেই চিন্তা-ভাবনা করে কোনো একটির উপর আমল করবেন। কারণ কিয়াসের নীচে এমন কোনো দলিল নেই যার প্রতি রুজু করা যায়।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ إِذَا تَعَارَضَ الدَّلِيْلَانِ অতঃপর যখন দু'টি দলিল পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হবে عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ মুজতাহিদের নিকট فَإِنْ كَانَ التَّعَارُضُ তখন সংঘর্ষ যদি হয় بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ দু'টি আয়াতের মাঝে يَمِيْلُ إِلَى السُّنَّةِ তাহলে সুন্নাহর প্রতি ধাবিত করা হবে وَإِنْ كَانَ بَيْنَ السُّنَّتَيْنِ আর যদি দুটি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় يَمِيْلُ إِلَى أثَارِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ তাহলে সাহাবায়ে কেরামের উক্তি বা আমলের প্রতি রুজু করতে হবে وَالْقِيَاسُ الصَّحِيْحُ আর কিয়াসের প্রতি ثُمَّ إِذَا تَعَارَضَ الْقِيَاسَانِ এরপর যদি দু'টি কেয়াসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ মুজতাহিদের নিকট يَتَحَرّٰى তাহলে তিনি নিজেই চিন্তা ভাবনা করে وَيَعْمَلُ بِأَحَدِهِمَا কোনো একটির উপর আমল করবে لِأَنَّهُ لَيْسَ কারণ নেই دُوْنَ الْقِيَاسِ কিয়াসের নিচে دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ কোনো শরয়ী দলিল يُصَارُ إِلَيْهِ যার দিকে রুজু' করা যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ إِذَا تَعَارَضَ الدَّلِيْلَانِ الخ : تَعَارُض অর্থাৎ এক দলিল কোনো একটা বিষয় প্রমাণ করতে চায়। আর দ্বিতীয় দলিল সেটাকে نَفِي করতে চায়। আর تَعَارُض -এর জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে- (১) مُتَعَارِضَيْنِ তথা দ্বন্দ্বমুখর বিষয় দু'টির জমানা এক হতে হবে। অন্যথায় تَعَارُض হবে না। যথা- ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদ্যপান হালাল ছিল পরবর্তীতে তা হারাম হয়ে গেছে। এটা تَعَارُض নয়। (২) উভয়ের মহল এক হতে হবে। অন্যথায় تَعَارُض হবে না। যথা- বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী হালাল হয় শাশুড়ি হারাম হয়ে যায়। এটা দ্বন্দ্ব নয়। (৩) জাত-এর মধ্যে সমতা থাকতে হবে, অন্যথায় تَعَارُض হবে না। (৪) গুণাবলিতে সমতা থাকতে হবে। অন্যথায় تَعَارُض হবে না (৫) শক্তির মধ্যে সমতা থাকতে হবে অন্যথায় تَعَارُض হবে না। (৬) ضُعْف তথা দুর্বলতার ক্ষেত্রে সমতা থাকতে হবে অন্যথায় تَعَارُض হবে না।

দুই আয়াতের মধ্যে দ্বন্দ্বের উদাহরণ হলো- আল্লাহর বাণী فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এবং আল্লাহর বাণী فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا প্রথম আয়াত দ্বারা ইমাম, মুক্তাদি ও মুনফারিদ সকলের উপর কেরাত পাঠ করা সাব্যস্ত হয়। আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা মুক্তাদির চুপ থাকার ফরজিয়্যত সাব্যস্ত হয়, এজন্য আমরা হাদীসের দিকে ফিরে যাই। আর তা হলো হযরত জাবের (রা.) হতে মারফূ' হাদীস বর্ণিত مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ এই হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, প্রথমোক্ত আয়াত দ্বারা ইমাম ও মুনফারিদ -এর জন্য কেরাত পাঠ করা ফরজ, মুক্তাদির জন্য নয়।

আর হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্বের উদাহরণ হলো- সালাতুল কুসূফের ক্ষেত্রে হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত যে, প্রত্যেক রাকাতে এক রুকু ও দুই সেজদা। আর হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রতি রাকাতে দু'টি রুকু ও দু'টি সেজদা রয়েছে। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত রেওয়ায়েত বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। তাই আমরা কিয়াসের মুখাপেক্ষী হয়ে প্রথম রেওয়ায়েতকে (হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত) প্রাধান্য দিয়েছি।

وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا كَانَ مَعَ الْمُسَافِرِ اِنَاءَانِ طَاهِرٌ وَنَجِسٌ لَا يَتَحَرّٰى بَيْنَهُمَا بَلْ يَتَيَمَّمُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ طَاهِرٌ وَنَجِسٌ لَا يَتَحَرّٰى بَيْنَهُمَا لِاَنَّ لِلْمَاءِ بَدَلًا وَهُوَ التُّرَابُ وَلَيْسَ لِلثَّوْبِ بَدَلٌ يُصَارُ اِلَيْهِ فَثَبَتَ بِهٰذَا اَنَّ الْعَمَلَ بِالرَّاْيِ اِنَّمَا يَكُوْنُ عِنْدَ اِنْعِدَامِ دَلِيْلٍ سِوَاهُ شَرْعًا ـ

সরল অনুবাদ : আর এ কারণেই (অর্থাৎ যখন কিয়াস ছাড়া অন্য কোনো শরয়ী দলিল না পাওয়া যাবে কেবল তখনই কিয়াস ও রায়ের উপর আমল বৈধ হবে। আমরা হানাফীরা বলে থাকি যে, যখন মুসাফিরের কাছে দু'টি পাত্র থাকে। তার একটি পাক আরেকটি নাপাক, তাহলে পাত্র দু'টির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে একটিকে পাক-নাপাক স্থির করবে না; বরং সে তায়াম্মুম করবে। যদি কারো কাছে দু'টি কাপড় থাকে যার একটি পাক অপরটি নাপাক তাহলে সে উভয়ের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে। কারণ পানির ক্ষেত্রে তার বদল (স্থলাভিষিক্ত) রয়েছে, আর তাহলো মাটি। কিন্তু কাপড়ের এমন কোনো বদল নেই যার প্রতি রুজু করবে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রায় বা কিয়াসের উপর আমল ঐ সময় কর্তব্য যখন তা ছাড়া শরয়ী কোনো দলিল থাকবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا এ কারণেই আমরা হানাফীরা বলে থাকি اِذَا كَانَ مَعَ الْمُسَافِرِ যখন মুসাফিরের কাছে থাকে اِنَاءَانِ দু'টি পাত্র طَاهِرٌ وَنَجِسٌ তার একটি পাক আরেকটি নাপাক لَا يَتَحَرّٰى بَيْنَهُمَا তাহলে পাত্র দু'টির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে একটিকে পাক স্থির করবে না بَلْ يَتَيَمَّمُ বরং তায়াম্মুম করবে وَلَوْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ আর যদি কারো কাছে দু'টি কাপড় থাকে طَاهِرٌ وَ نَجِسٌ যার একটি পাক অপরটি নাপাক لَا يَتَحَرّٰى بَيْنَهُمَا তাহলে সে উভয়ের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করবে না لِاَنَّ لِلْمَاءِ بَدَلًا কারণ পানির ক্ষেত্রে তার স্থলাভিষিক্ত রয়েছে وَهُوَ التُّرَابُ আর তা হলো মাটি وَلَيْسَ لِلثَّوْبِ بَدَلٌ কিন্তু কাপড়ের কোনো বদল নেই يُصَارُ اِلَيْهِ যার প্রতি রুজু করবে فَثَبَتَ بِهٰذَا এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, اَنَّ الْعَمَلَ بِالرَّاْيِ কিয়াসের উপর আমল اِنَّمَا يَكُوْنُ ঐসময় কর্তব্য عِنْدَ اِنْعِدَامِ دَلِيْلٍ سِوَاهُ شَرْعًا যখন তা ছাড়া শরয়ী কোনো দলিল থাকবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَثَبَتَ بِهٰذَا الخ : এর দ্বারা জানা গেল যে, কিয়াস এবং রায়ের উপর ঐ সময়ই আমল করা হবে যখন কিয়াস বা রায় ব্যতীত অন্যকোনো শরয়ী দলিল পাওয়া না যায়। এরই উপর ভিত্তি করে আমরা বলব যে, মুসাফিরের নিকট যদি দুই ঘটি পানি থাকে যার একটিতে পবিত্র পানি রয়েছে আর অপরটিতে অপবিত্র পানি। অথচ এটা জানানেই যে, কোনটা পবিত্র আর কোনটা অপবিত্র এবং মুসাফির পান করারও মুখাপেক্ষী আর তৃতীয় কোনো পানিও তার কাছে নেই তখন তার জন্য তাহাররী (চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া) করা যথোপযুক্ত কেননা পান করার জন্য পানির কোনোই বিকল্প নেই।

ثُمَّ إِذَا تَحَرَّى وَتَأَكَّدَ تَحَرِّيْهِ بِالْعَمَلِ لَا يَنْتَقِضُ ذٰلِكَ بِمُجَرَّدِ التَّحَرِّيْ وَبَيَانُهُ فِيْمَا إِذَا تَحَرَّى بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ وَصَلَّى الظُّهْرَ بِأَحَدِهِمَا ثُمَّ وَقَعَ تَحَرِّيْهِ عِنْدَ الْعَصْرِ عَلَى الثَّوْبِ الْاٰخَرِ لَا يَجُوْزُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ بِالْاٰخَرِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ تَأَكَّدَ بِالْعَمَلِ فَلَا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ التَّحَرِّيْ ـ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا تَحَرَّى فِي الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَدَّلَ رَأْيُهُ وَ وَقَعَ تَحَرِّيْهِ عَلٰى جِهَةٍ أُخْرٰى تَوَجَّهَ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْقِبْلَةَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْاِنْتِقَالَ فَأَمْكَنَ نَقْلُ الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ نَسْخِ النَّصِّ وَعَلٰى هٰذَا مَسَائِلُ جَامِعِ الْكَبِيْرِ فِيْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ وَتَبَدُّلِ رَأْيِ الْعَبْدِ كَمَا عُرِفَ ـ

সরল অনুবাদ : এরপর যখন চিন্তা-ভাবনা করে তার উপর আমল দ্বারা একটাকে প্রাধান্য দিবে তখন পরবর্তী সময়ে শুধু চিন্তা-ভাবনা দ্বারা পূর্বেরটা বিনষ্ট বা পরিবর্তন করা জায়েজ হবে না। এর ব্যাখ্যা এই যে, যখন দু'টি কাপড়ের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে তার কোনো একটি দ্বারা জোহরের নামাজ পড়ে তারপর আছরের সময় চিন্তা-ভাবনায় অপর কাপড়টি পাক সাব্যস্ত হয় তাহলে তার জন্যে ঐ পরবর্তী স্থিরকৃত কাপড় পরিধান করে আসরের নামাজ পড়া জায়েজ হবে না। কারণ প্রথমটি আমলের দ্বারা গুরুত্বারোপিত (মজবুত) হয়ে গেছে। অতএব শুধু চিন্তা-ভাবনা দ্বারা তা বাতিল হবে না। এটা কেবলার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে একদিককে প্রাধান্য দেওয়ার পর তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে অপর দিকের ব্যাপারে পতিত হলে সে সেদিক ফিরেই নামাজ আদায় করার বিপরীত। কেননা কেবলাটা এমন বস্তু যা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং বিধান পরিবর্তনের ও সম্ভাবনা রাখবে। এটা نَصّ মানসূখ হওয়ার ন্যায়। আর এ উসূলের উপরই ঈদের নামাজের তাকবীরের ব্যাপারে এবং মানুষের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জামে কবীরের মাসআলা রয়েছে। যেমনটি উল্লিখিত হলো।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ إِذَا تَحَرَّى এরপর যখন চিন্তা-ভাবনা করে وَتَأَكَّدَ تَحَرِّيْهِ بِالْعَمَلِ তার উপর আমল দ্বারা এটাকে প্রাধান্য দিবে لَا يَنْتَقِضُ ذٰلِكَ তখন পরবর্তী সময় পূর্বেরটা বিনষ্ট বা পরিবর্তন করা জায়েজ হবে না بِمُجَرَّدِ التَّحَرِّيْ শুধু চিন্তা-ভাবনা দ্বারা وَبَيَانُهُ এর ব্যাখ্যা এই যে, فِيْمَا إِذَا تَحَرَّى যখন চিন্তা-ভাবনা করে بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ দু'টি কাপড়ের ব্যাপারে وَصَلَّى الظُّهْرَ এবং জোহরের নামাজ পড়ে بِأَحَدِهِمَا কোনো একটি দ্বারা ثُمَّ وَقَعَ تَحَرِّيْهِ তারপর তার চিন্তা-ভাবনায় সাব্যস্ত হয় عِنْدَ الْعَصْرِ আসরের সময় عَلَى الثَّوْبِ الْاٰخَرِ অপর কাপড়টি পাক لَا يَجُوْزُ জায়েজ হবে না أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ আসরের নামাজ পড়া بِالْاٰخَرِ ঐ পরবর্তী স্থিরকৃত কাপড় পরিধান করে لِأَنَّ الْأَوَّلَ কারণ প্রথমটি تَأَكَّدَ بِالْعَمَلِ আমলের দ্বারা গুরুত্বারোপিত হয়ে গেছে فَلَا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ التَّحَرِّيْ অতএব শুধু চিন্তা-ভাবনা দ্বারা তা বাতিল হবে না وَهٰذَا بِخِلَافِ এটা বিপরীত مَا إِذَا تَحَرَّى فِي الْقِبْلَةِ কেবলার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে এক দিককে প্রাধান্য দেওয়ার পর ثُمَّ تَبَدَّلَ رَأْيُهُ তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে وَوَقَعَ تَحَرِّيْهِ عَلٰى جِهَةٍ أُخْرٰى অপর দিকের ব্যাপারে পতিত হলে تَوَجَّهَ إِلَيْهِ সে সেদিকেই ফিরে নামাজ আদায় করবে لِأَنَّ الْقِبْلَةَ কেননা কেবলা এমন বস্তু مِمَّا يَحْتَمِلُ الْاِنْتِقَالَ যা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রাখে فَأَمْكَنَ نَقْلُ الْحُكْمِ সুতরাং বিধান পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা রাখবে بِمَنْزِلَةِ نَسْخِ النَّصِّ এটা নস মানসূখ হওয়ার ন্যায় وَعَلٰى هٰذَا এ উসূলের উপরেই مَسَائِلُ جَامِعِ الْكَبِيْرِ জামে' কাবীরের মাসআলা রয়েছে فِيْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ ঈদের তাকবীরের

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَنْتَقِضُ الخ : কেননা যে তাহাররী (ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা) আমল করার যোগ্যতা অর্জিত হবে শরয়ী দৃষ্টিকোণ হতে এর উপর আমল করা বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং তা সঠিক দলিলে পরিণত হয়ে গেছে। এটা এমন তাহাররীর উপর প্রাধান্য পাবে যার আমল করার যোগ্যতা অর্জিত হয়নি। কাজেই এটা প্রথম প্রকারের মোকাবিলা করতে পারে না। আর যেটা তার মোকাবিলাই করতে পারে না। সেটা কিভাবে তাকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে। আর এ কারণেই আহনাফের নিকট কোনো মুজতাহিদ যদি ইজমা এবং ইজতেহাদ সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর রুজু করে তথা ঐ ইজমা বা ইজতেহাদ হতে ফিরে যায়। তবে এর কারণে প্রথম ইজতিহাদ ভেঙ্গে যাবে না।

قَوْلُهُ وَهٰذَا بِخِلَافِ مَا الخ : **একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :**

প্রশ্ন : কেবলা সম্পর্কে সন্দিহানের ক্ষেত্রে কেউ যদি চিন্তা-ভাবনার পর এক দিককে প্রাধান্য দিয়ে নামাজ আদায় করে, এরপর তার মত পাল্টে যায়। তাহলে তখন পরের দিকে ফিরেই নামাজ আদায় করবে। সুতরাং এটা পূর্বের উসূলকে চিন্তা ভাবনার পর তার উপর আমল করার দ্বারা مُؤَكَّدٌ হয়ে যায়। সুতরাং পরবর্তী চিন্তা ভাবনা দ্বারা পূর্বের مُؤَكَّدٌ (গুরুত্বারোপিত) টা বাতিল হবে কেন?

উত্তর : মুসান্নিফ (র.) এর উত্তর দিচ্ছেন যে, কেবলা ও কাপড়ের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার মধ্যে পার্থক্য আছে। কেননা কেবলা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রাখে। যেমন প্রথম কেবলা ছিল কা'বা, এরপর ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস, পুনরায় আবার কা'বাকেই বহাল রাখা হয়। সুতরাং এ পরিবর্তনটা মানসূখের ন্যায় হলো। আর মানসূখের উপর আমল করা বৈধ নয়। ঠিক এভাবে চিন্তা-ভাবনা করে পরবর্তীতে সাব্যস্ত কেবলাটি নাসিখ, আর পূর্বেরটি হলো মানসূখের পর্যায়ের। কাজেই মানসূখের উপর আমল করা বৈধ হবে না। কিন্তু কাপড়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এরূপ নয়। কেননা এক কাপড়ে নাপাক প্রবিষ্ট হওয়ার পর তা অন্য কাপড়ের প্রতি স্থানান্তরিত হতে পারে না। সুতরাং পরবর্তীতে স্থিরকৃত কাপড়টি নাসিখ, আর পূর্বেরটি মানসূখের পর্যায়ে গণ্য হবে না। এ কারণে পরবর্তীটার উপর আমল ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ فِيْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ وَتَبَدُّلَ الخ : অর্থাৎ পরিবর্তন বা স্থানান্তরযোগ্য বস্তুর মধ্যে হুকুম ও পরিবর্তন বা স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এ উসূলের উপর ভিত্তি করে জামে' সগীরে ঈদের নামাজের তাকবীর ও বান্দার সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের মাসআলা বের করা হয়েছে।

প্রথম মাসআলা : কেউ যদি ঈদের নামাজে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতের অনুসরণ করে প্রথম রাকাত অতিরিক্ত তিন তাকবীরসহ আদায় করে, আর দ্বিতীয় রাকাতে তার মত পাল্টে গিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মত যদি প্রাধান্য পায় তাহলে অতিরিক্ত পাঁচ তাকবীর সহ আদায় করবে। অথবা এর বিপরীত মত অবলম্বন করলে সে অনুযায়ী আমল করবে।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

১। اِجْمَاعٌ কাকে বলে? এর হুকুম কি? উহা কত প্রকার ও কি কি? বিশদভাবে বর্ণনা কর।

২। اِجْمَاعٌ مُرَكَّبٌ কাকে বলে? এর হুকুম কি উদাহরণ সহ বিস্তারিত লিখ।

৩। اِجْمَاعٌ غَيْرُ مُرَكَّبٍ কাকে বলে? এর হুকুম কি? উদাহরণ সহ বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৪। عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ কি? হুকুমসহ এর প্রকারভেদসম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। মাসআলার সমাধান ও দ্বন্দ্ব বা تَعَارُضٌ কি? এ ব্যাপারে মুজতাহিদগণের কি করণীয় রয়েছে। বিশদভাবে আলোচনা কর।

৬। নিম্নোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর–

وَالْفَسَادُ مُتَوَهَّمُ الطَّرَفَيْنِ لِجَوَازِ اَنْ يَّكُوْنَ اَبُوْحَنِيْفَةَ مُصِيْبًا فِيْ مَسْئَلَةِ الْمَسِّ مُخْطِئًا فِيْ مَسْئَلَةِ الْقَيْءِ وَالشَّافِعِيُّ مُصِيْبًا فِيْ مَسْئَلَةِ الْقَيْءِ وَمُخْطِئًا فِيْ مَسْئَلَةِ الْمَسِّ فَلَا يُؤَدِّيْ هٰذَا اِلٰى بِنَاءِ وُجُوْدِ الْاِجْمَاعِ عَلَى الْبَاطِلِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْاِجْمَاعِ •

اَلْبَحْثُ الرَّابِعُ فِى الْقِيَاسِ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কিয়াস প্রসঙ্গে

فَصْلٌ : اَلْقِيَاسُ حُجَّةٌ مِنْ حُجَجِ الشَّرْعِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ اِنْعِدَامِ مَا فَوْقَهُ مِنَ الدَّلِيْلِ فِى الْحَادِثَةِ وَقَدْ وَرَدَ فِى ذٰلِكَ الْاَخْبَارِ وَالْاٰثَارِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ بِمَ تَقْضِىْ يَا مُعَاذُ قَالَ بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ اَجْتَهِدُ بِرَاْئِىْ فَصَوَّبَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلٰى مَا يُحِبُّ وَيَرْضَاهُ ـ

<u>সরল অনুবাদ :</u> অনুচ্ছেদ : কিয়াস শরয়ী দলিলসমূহের মধ্য হতে একটি দলিল। কোনো বিষয়ে তার উপরের কোনো দলিলের অবর্তমানে কিয়াসের উপর আমল করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস ও আছর (সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও আমল) বিদ্যমান রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) কে যখন ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন তখন তাকে বলেন– হে মু'আয! তুমি কিসের দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রদান করবে? হযরত মু'আয (রা.) উত্তরে বললেন আমি কিতাবুল্লাহ দ্বারা সিদ্ধান্ত দেব। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন– যদি কিতাবুল্লাহর মধ্যে না পাও? বললেন, তাহলে আল্লাহর রাসূলের হাদীস দ্বারা, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন– যদি হাদীসেও না পাও? হযরত মু'আয (রা.) বললেন, তাহলে আমার রায় (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান) -এর মাধ্যমে কিয়াস করবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর কথাকে সঠিক স্থির করলেন এবং বললেন– সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রেরীত দূতকে তার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টিজনক কাজের তৌফিক দান করেছেন?

<u>**শাব্দিক অনুবাদ :**</u> فَصْلٌ অনুচ্ছেদ اَلْقِيَاسُ حُجَّةٌ কেয়াস একটি দলিল مِنْ حُجَجِ الشَّرْعِ শরিয়তের দলিল সমূহের মধ্য হতে يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ কিয়াসের উপর আমল করা ওয়াজিব عِنْدَ اِنْعِدَامِ অবর্তমানে مَا فَوْقَهُ مِنَ الدَّلِيْلِ তার উপরের কোনো দলিলের فِى الْحَادِثَةِ কোনো বিষয়ের وَقَدْ وَرَدَ فِىْ ذَالِكَ এ বিষয়ে বিদ্যমান রয়েছে الْاَخْبَارِ বিভিন্ন হাদীস وَالْاٰثَارِ এবং সাহাবায়ে কেরামের উক্তি ও আমল قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ যখন তাকে ইয়ামনের গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন بِمَ تَقْضِىْ يَا مُعَاذُ হে মু'আয তুমি কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে? قَالَ তিনি বললেন بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى কিতাবুল্লাহ দ্বারা সিদ্ধান্ত দিব قَالَ রাসূল জিজ্ঞেস করলেন فَاِنْ لَمْ تَجِدْ যদি কিতাবুল্লাহর মধ্যে না পাও? قَالَ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ বললেন তাহলে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর হাদীস দ্বারা قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ তিনি জিজ্ঞেস করলে যদি হাদীসেও না পাও? قَالَ اَجْتَهِدُ بِرَاْئِىْ হযরত মু'আয (রা.) বললেন আমার রায়ের মাধ্যমে কিয়াস করব فَصَوَّبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ রাসূল ﷺ তার কথাকে সঠিক স্থির করলেন فَقَالَ এবং বললেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর الَّذِىْ وَفَّقَ যিনি তৌফিক দান করলেন رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ আল্লাহর রাসূলের প্রেরীত দূতকে مَا يُحِبُّ وَيَرْضَاهُ তার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টি জনক কাজের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَعْنَى الْقِيَاسِ لُغَةً وَ اِصْطِلَاحًا :

কিয়াসের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ : قِيَاسٌ এর শাব্দিক অর্থ হলো- اَلتَّقْدِيْرُ তথা অনুমান বা তুলনা করা। তথা قِسِ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ অর্থাৎ এক জুতাকে অপর জুতার সাথে অনুমান বা তুলনা কর। আল্লামা ইবনে হাজিব (র.)-এর মতে قِيَاسٌ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- সমান সমান হওয়া, একই পর্যায়ের হওয়া। যথা- فُلَانٌ يَقِيْسُ فُلَانًا অমুক অমুকের সমান। কারো কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে- ওজন করা, পরিমাপ করা। যথা- قِسْتُ الْاَرْضَ بِالْقَصَبَةِ অর্থাৎ আমি বাশ দ্বারা পরিমাপ করেছি।

قِيَاسٌ -এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- আল মানার গ্রন্থকারের মতে تَقْدِيْرُ الْفَرْعِ بِالْاَصْلِ فِى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ অর্থাৎ ইল্লত ও হুকুমের মধ্যে فَرْع তথা শাখাকে আসলের সাথে তুলনা করা।

কতিপয় আলিমের মতে هُوَتَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْاَصْلِ اِلَى الْفَرْعِ অর্থাৎ হুকুমকে اَصْل হতে فَرْع -এর দিকে স্থানান্তরিত করা।

কারো কারো মতে- تَقْدِيْرُ الْفَرْعِ مَعَ الْاَصْلِ فِى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ অর্থাৎ اَصْل -এর সাথে فَرْع কে ইল্লত ও হুকুমের মধ্যে অনুমান করা।

কতপিয়ের মতে تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْاَصْلِ اِلَى الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ بَيْنَهُمَا অর্থাৎ اَصْل (মূল) থেকে فَرْع (শাখা) এর মধ্যে হুকুমকে স্থানান্তরিত করা উভয়ের মাঝে একই ইল্লতের ভিত্তিতে।

কারো মতে- اَلْقِيَاسُ هُوَ اِبَانَةُ مِثْلِ حُكْمِ اَصْلِ الْمَذْكُوْرَيْنِ بِمِثْلِ عِلَّتِهِ فِى الْاَصْلِ অর্থাৎ فَرْع -এর মধ্যে اَصْل -এর অনুরূপ ইল্লত থাকার কারণে আসলের অনুরূপ হুকুম فَرْع -এর মধ্যে প্রকাশ করাকে কিয়াস বলে।

কারো মতে, هُوَ اَخْذُ حُكْمِ الْفَرْعِ مِنَ الْاَصْلِ অর্থাৎ اَصْل থেকে فَرْع -এর হুকুম গ্রহণ করাকে কিয়াস বলে।

উল্লেখ্য যে, কিয়াসের জন্য চারটি জিনিস জরুরি। ১. مَقِيْس ২. مَقِيْس عَلَيْه ৩. عِلَّتْ ও ৪. حُكْم

مَقِيْس বা فَرْع : যাকে কিয়াস করা হয়।

مَقِيْس عَلَيْه বা اَصْل : যার উপর কিয়াস করা হয়।

عِلَّة : مَقِيْس ও مَقِيْس عَلَيْه -এর মাঝের বিশেষ সূত্র।

حُكْم : اَلْاَثَرُ الْمُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ তথা عِلَّتْ -এর ক্রিয়া ও প্রভাব।

قِيَاسٌ -এর প্রয়োজনীয়তা : ইসলাম চিরন্তন ধর্ম, রাসূল ﷺ -এর পরে আর কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটবে না। অপর দিকে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এমন নিত্য নতুন সমস্যা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার যার সুস্পষ্ট সমাধান কুরআন সুন্নাহতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এমন ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর আলোকে ঘটমান সমস্যাবলির স্পষ্ট সমাধান বের করা অপরিহার্য। অবশ্য তা সকলের কাজ নয়; বরং উম্মতের বিচক্ষণ মুজতাহিদ ওলামায়ে কেরামের কাজ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এর অনুমোদন এবং যথার্থতা বিদ্যমান থাকার জন্য কিয়াসের গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য।

قِيَاسٌ শরয়ী দলিল হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ : ক. জমহুরে উম্মত তথা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের অধিকাংশের মতে কিয়াস শরয়ী হুজ্জাত বা দলিল।

খ. রাফেযী, খারেজী এবং কিছু সংখ্যক মু'তাযিলা ও যাহেরে মতাবলম্বীদের মতে কিয়াস শরয়ী দলিল নয়।

اَدِلَّةُ الْمُخَالِفِيْنَ (কিয়াস বিরোধীদের দলিল) : ১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ আমি আপনার উপর কিতাব নাজিল করেছি যাতে সব জিনিসের বর্ণনা রয়েছে এবং لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ শুষ্ক ও ভিজা সব কিছুই আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত আছে।

২. নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– এক কাল পর্যন্ত বনী ইসরাইল সঠিক দীনের উপর ছিল, বিভিন্ন দেশ বিজয়ের ফলে যখন তাদের মধ্যে বন্দিদের বংশ বৃদ্ধি পেল তখন তারা বর্তমানের বিধানের উপর অবর্তমানের বিধানকে কিয়াস করতে শুরু করল। ফলে তারাও গোমরাহ হলো এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ করল।

৩. কিয়াসের ভিত্তি হলো যুক্তির উপর। আর যুক্তির উৎসের মধ্যে সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। কারণ, যাকে উৎস বা ইল্লত মনে করা হয় বাস্তবে তার বিপরীতটিও হতে পারে।

অতএব উপরোক্ত প্রমাণসমূহের ভিত্তিতে কিয়াস নিষ্প্রয়োজন এবং তা শরয়ী দলিল হতে পারে না।

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ (বিরুদ্ধবাদীদের দলিলের উত্তর) :

প্রথম দলিলের উত্তর : কিয়াস দ্বারা নতুন কোনো হুকুম সাব্যস্ত করা হয় না; বরং কুরআনের অস্পষ্ট হুকুমকে জাহির করা হয় মাত্র।

দ্বিতীয় দলিলের উত্তর : বনী ইসরাইলের কিয়াস ছিল ধর্মের বিরোধিতা ও নাফরমানীমূলক এ কারণে তাকে মন্দ বলা হয়েছে। এর দ্বারা ধর্মের অনুকূলে এবং ধর্মকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে কিয়াস করা দোষণীয় নয়।

তৃতীয় দলিলের উত্তর : ইল্লতের মধ্যে সন্দেহ থাকায় আমল ওয়াজিব হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়।

دَلِيْلُ جُمْهُوْرِ الْاَئِمَّةِ (কিয়াস শরয়ী দলিলের পক্ষে জমহুরে উম্মতের দলিল) :

১. আয়াতে কুরআনী– فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَلْبَابِ এ ধরনের কতিপয় আয়াতে উল্লিখিত اِعْتَبِرُوْا শব্দের দ্বারা কিয়াসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ اِعْتَبِرُوْا শব্দটি اِعْتِبَارٌ মাসদার হতে গঠিত। আর اِعْتِبَارٌ অর্থ হলো কোনো বস্তুকে তার অনুরূপ এর সাথে মিলানো বা তুলনা করা। আর এরই অর্থ হলো কিয়াস।

২. হাদীসে নববী ﷺ এ মর্মে মুসান্নিফ (র.) এর মূল ইবারতে উল্লিখিত ৪টি হাদীস যথেষ্ট।

وَرُوِىَ اَنَّ اِمْرَاَةً خَثْعَمِيَّةً اَتَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنَّ اَبِىْ كَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا اَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَلَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَيُجْزِئُنِىْ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَرَاَيْتَ لَوْكَانَ عَلٰى اَبِيْكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ اَمَا كَانَ يُجْزِئُكَ فَقَالَتْ بَلٰى فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْلٰى، اَلْحَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْحَجَّ فِىْ حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانِىْ بِالْحُقُوْقِ الْمَالِيَةِ وَاَشَارَ اِلٰى عِلَّةٍ مُؤَثِّرَةٍ فِى الْجَوَازِ وَهِىَ الْقَضَاءُ وَهٰذَا هُوَ الْقِيَاسُ ـ

<u>সরল অনুবাদ :</u> অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, খুস'আম গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে বলল– আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ, তার উপর হজ ফরজ হয়েছে। কিন্তু তিনি সোয়ারীতে বসতে সক্ষম নন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ করলে যথেষ্ট হবে? রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন– আচ্ছা? বলো দেখি– যদি তোমার পিতার উপর ঋণ থাকে আর তুমি তা পরিশোধ কর তাহলে কি তা যথেষ্ট হবে না? মহিলা বলল, অবশ্যই যথেষ্ট হবে। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর ঋণ আরো বেশি হকদার। এখানে আল্লাহর রাসূল ﷺ অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে হজকে সম্পদগত অধিকার (حُقُوْق مَالِيَةْ) এর সাথে তুলনা করলেন। আর পরিশোধ জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে যে ইল্লত ক্রিয়াশীল তাহলো আদায় হওয়া। এর প্রতিই তিনি ইশারা করেছেন। আর এটাই হলো কিয়াস।

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَرُوِىَ অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে اَنَّ اِمْرَاَةً خَثْعَمِيَّةً খুসআম গোত্রের এক মহিলা اَتَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে হাজির হয়ে فَقَالَتْ বলল اِنَّ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ اَدْرَكَهُ الْحَجُّ তার উপর হজ ফরজ হয়েছে وَلَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ কিন্তু তিনি সওয়ারিতে বসতে সক্ষম নন اَفَيُجْزِئُنِىْ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ এখন আমি তারপক্ষ থেকে হজ করলে যথেষ্ট হবে? قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন اَرَاَيْتَ আচ্ছা বলতো দেখি لَوْ كَانَ عَلٰى اَبِيْكَ دَيْنٌ যদি তোমার পিতার উপর ঋণ থাকে فَقَضَيْتَهُ আর তুমি তা পরিশোধ কর اَمَا كَانَ يُجْزِئُكَ তাহলে কি তা যথেষ্ট হবে না? فَقَالَتْ بَلٰى মহিলা বলল, অবশ্যই যথেষ্ট হবে فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ বললেন فَدَيْنُ اللّٰهِ তাহলে আল্লাহর ঋণ اَحَقُّ وَاَوْلٰى আদায়ের ক্ষেত্রে আরো বেশি হকদার اَلْحَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ রাসূল ﷺ তুলনা করলেন اَلْحَجَّ হজকে فِىْ حَقِّ شَيْخِ الْفَانِىْ অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে بِالْحُقُوْقِ الْمَالِيَةِ সম্পদগত অধিকারের সাথে وَاَشَارَ ইশারা করেছেন اِلٰى عِلَّةٍ مُؤَثِّرَةٍ ক্রিয়াশীল ইল্লত প্রতি فِى الْجَوَازِ জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে وَهِىَ الْقَضَاءُ তা হলো আদায় হওয়া وَهٰذَا هُوَ الْقِيَاسُ আর এটাই হলো কিয়াস।

وَرَوٰى اِبْنُ الصَّبَّاغِ وَهُوَ مِنْ سَادَاتِ اَصْحَابِ الشَّافِعِىِّ فِىْ كِتَابِهِ الْمُسَمّٰى بِالشَّامِلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَاَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَا تَرٰى فِىْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا تَوَضَّاَ فَقَالَ هَلْ هُوَ اِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ وَهٰذَا هُوَ الْقِيَاسُ وَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عَمَّنْ تَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا وَقَدْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ فَاسْتَمْهَلَ شَهْرًا ثُمَّ قَالَ اَجْتَهِدُ فِيْهِ بِرَاْئِىْ فَاِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللّٰهِ وَاِنْ كَانَ خَطَاًءً فَمِنْ اِبْنِ اُمِّ عَبْدٍ فَقَالَ اَرٰى لَهَا مَهْرَ مِثْلِ نِسَائِهَا لَا وَكَسَ فِيْهَا وَلَا شَطَطَ ـ

<u>সরল অনুবাদ :</u> ইমাম শাফেয়ী (র.) এর বিশিষ্ট শিষ্য ইবনে সাব্বাগ (র.) তাঁর সংকলিত 'শামিল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, কায়স ইবনে ত্বালক ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত– বেদুঈন (গ্রাম্য) প্রকৃতির এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলো হে আল্লাহর নবী! মানুষ অজু করে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার ক্ষেত্রে আপনার রায় কি? রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন– 'তা তো শরীরেরই একটি অংশ' বস্তুতঃ এটাই কিয়াস। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যে কোনো মহিলাকে মোহর উল্লেখ ছাড়াই বিবাহ করলো ও সহবাসের আগেই তার স্বামী মারা গেল। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) তার ব্যাপারে এক মাসের অবকাশ চাইলেন। এরপর তিনি বলেন– আমি এ প্রসঙ্গে কিয়াস করবো। যদি তা সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ হতে। আর যদি ভুল হয় তাহলে তা ইবনে উম্মে আবদ -এর পক্ষ হতে। এরপর বললেন– উক্ত মহিলার জন্য مَهْرِ مِثْل ধার্য হবে। তার কমও নয় বেশিও নয়।

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَرَوٰى اِبْنُ الصَّبَّاغِ ইবনে সাব্বাগ বর্ণনা করেছেন যে, وَهُوَ مِنْ سَادَاتِ اَصْحَابِ الشَّافِعِىِّ তিনি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য فِىْ كِتَابِهِ الْمُسَمّٰى بِالشَّامِلِ তার সংকলিত 'শামিল' গ্রন্থে عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ কায়স ইবনে ত্বালক ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত جَاءَ رَجُلٌ এক ব্যক্তি হাজির হয়ে اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ এর খেদমতে كَاَنَّهُ بَدَوِيٌّ বেদুঈন প্রকৃতির فَقَالَ আরজ করল يَا نَبِيَّ اللّٰهِ হে আল্লাহর নবী مَاتَرٰى আপনার রায় কি فِىْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ মানুষ তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার ক্ষেত্রে بَعْدَ مَا تَوَضَّاَ অজু করে فَقَالَ রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন هَلْ هُوَ اِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ তা তো শরীরেরই একটি অংশ وَهٰذَا هُوَ الْقِيَاسُ আর এটাই হলো কিয়াস وَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো عَمَّنْ تَزَوَّجَ الْمَرْاَةَ ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে কোনো মহিলাকে বিবাহ করল وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا মোহর উল্লেখ ছাড়াই وَقَدْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا তার স্বামী মারা গেল قَبْلَ الدُّخُوْلِ সহবাসের পূর্বেই فَاسْتَمْهَلَ شَهْرًا হযরত ইবনে মাসউদ তার ব্যাপারে এক মাসের অবকাশ চাইলেন قَالَ اَجْتَهِدُ فِيْهِ بِرَاْئِىْ এরপর তিনি বললেন আমি এ প্রসঙ্গে কিয়াস করব فَاِنْ كَانَ صَوَابًا যদি তা সঠিক হয় فَمِنَ اللّٰهِ তবে তা আল্লাহর পক্ষ হতে وَاِنْ كَانَ خَطَاًءً আর যদি ভুল হয় فَمِنْ اِبْنِ اُمِّ عَبْدٍ তবে তা ইবনে উম্মে আবদের পক্ষ হতে فَقَالَ এরপর বললেন اَرٰى لَهَا مَهْرَ مِثْلِ نِسَائِهَا উক্ত মহিলার জন্য মহরে মিছিল ধার্য হবে لَا وَكَسَ فِيْهَا وَلَا شَطَطَ তার কম ও নয় বেশিও নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْاَوَّلُ الخ : نَصّ দ্বারা উদ্দেশ্য আয়াত, হাদীস বা কোনো সাহাবীর উক্তি। কেননা نَصّ হলো قَطْعِيْ আর কিয়াস হলো ظَنِّيْ সুতরাং قَطْعِيْ -এর মোকাবিলায় ظَنِّيْ গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ اَلثَّانِيْ الخ : যেমন نَصّ -এর দ্বারা যদি মুতলাক হুকুম সাব্যস্ত হয় তাহলে কিয়াস দ্বারাও তাই হতে হবে। মুকায়্যাদ হুকুম সাব্যস্ত হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهُ اَلثَّالِثُ الخ : অর্থাৎ যে হুকুম মাকীস থেকে মাকীস আলায়হির দিকে ধাবিত হবে সেটা খেলাফে কিয়াস না হতে হবে। যেমন নামাজের রাকাত, যাকাতের নিসাব ইত্যাদি নস দ্বারা খেলাফে কিয়াস সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এর উপর অন্য কিছুকে কিয়াস করা যাবে না।

قَوْلُهُ اَلرَّابِعُ الخ : অর্থাৎ নস থেকে ইল্লত বের করার উদ্দেশ্য হবে কোনো শরয়ী বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করা। কেননা, কিয়াস দ্বারা مَسَائِلُ لُغَوِيَّةٌ (আভিধানিক কোনো বিষয়) সাব্যস্ত হয় না।

قَوْلُهُ اَلْخَامِسُ الخ : এর জন্য শর্ত হচ্ছে– যদি فَرْع সম্পর্কে কোনো ধরনের নস বিদ্যমান থাকে তবে তার দুই অবস্থা– (১) হয়তো তা (قِيَاس) نَصّ -এর বিপরীত হবে (২) অথবা তার সমর্থক হবে। যদি বিপরীত হয় তবে কিয়াস দ্বারা নসকে রহিত করণ আবশ্যক হয়, আর এটা বাতিল। আর যদি সমর্থক হয় তবে এটা অহেতুক। কেননা, নস পাওয়া গেলে কেয়াসের আর কোনোই প্রয়োজন থাকে না।

فَصْلٌ : شُرُوطُ صِحَّةِ الْقِيَاسِ خَمْسَةٌ اَحَدُهَا اَنْ لَّايَكُوْنَ فِىْ مُقَابَلَةِ النَّصِّ وَالثَّانِىْ اَنْ لَّا يَتَضَمَّنَ تَغْيِيْرَ حُكْمٍ مِنْ اَحْكَامِ النَّصِّ وَالثَّالِثُ اَنْ لَّا يَكُوْنَ الْمُعَدّٰى حُكْمًا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ وَالرَّابِعُ اَنْ يَّقَعَ التَّعْلِيْلُ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَا لِاَمْرٍ لَغْوِيٍّ وَالْخَامِسُ اَنْ لَّايَكُوْنَ الْفَرْعُ مَنْصُوْصًا عَلَيْهِ ـ

সরল অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : কিয়াস সঠিক হওয়ার শর্ত ৫টি। ১. نَصّ (কুরআন সুন্নাহর ভাষ্য) এর বিপরীত না হওয়া। ২. نَصّ -এর বিধানে পরিবর্তন সাধিত হয় এমন বিধান বিশিষ্ট না হওয়া। ৩. যে বিধানকে مَقِيْس عَلَيْهِ থেকে مَقِيْس -এর দিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে তা অযৌক্তিক বিষয় না হওয়া। ৪. কিয়াসের জন্য ইল্লত বা উৎস বের করাটা শরয়ী বিধানের জন্য হওয়া, আভিধানিক বিষয়ের জন্য না হওয়া। ৫. فَرْع (مَقِيْس) -এর ব্যাপারে কোনো نَصّ বা স্পষ্ট বর্ণনা না থাকা।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ অনুচ্ছেদ شُرُوْطُ صِحَّةِ الْقِيَاسِ خَمْسَةٌ কিয়াস সঠিক হওয়ার শর্ত ৫টি। اَحَدُهَا প্রথমটি হলো اَنْ لَايَكُوْنَ فِىْ مُقَابَلَةِ النَّصِّ কুরআন সুন্নাহর ভাষ্যের বিপরীত না হওয়া وَالثَّانِىْ দ্বিতীয়টি হলো اَنْ لَايَتَضَمَّنَ এমন বিধান বিশিষ্ট না হওয়া تَغْيِيْرَ حُكْمٍ مِنْ اَحْكَامِ النَّصِّ নসের বিধানে পরিবর্তন সাধিত হয় এমন وَالثَّالِثُ তৃতীয় হলো اَنْ لَايَكُوْنَ الْمُعَدّٰى حُكْمًا যে বিধান مَقِيْس عَلَيْه থেকে مَقِيْس এর দিকে প্রয়োগ করা হয় তা না হওয়া لَايُعْقَلُ مَعْنَاهُ অযৌক্তিক وَالرَّابِعُ চতুর্থ হলো اَنْ يَّقَعَ التَّعْلِيْلُ কিয়াসের জন্য ইল্লত বের করাটা হওয়া لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ শরয়ী বিধানের জন্য لَا لِاَمْرٍ لَغْوِيٍّ আভিধানিক বিষয়ের জন্য না হওয়া وَالْخَامِسُ পঞ্চম হলো اَنْ لَّايَكُوْنَ الْفَرْعُ মাকীসের ব্যাপারে না থাকা مَنْصُوْصًا عَلَيْهِ কোনো স্পষ্ট বর্ণনা।

وَمِثَالُ الْقِيَاسِ فِىْ مُقَابَلَةِ النَّصِّ فِيمَا حُكِىَ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ زِيَادٍ سُئِلَ عَنِ الْقَهْقَهَةِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ اِنْتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ بِهَا قَالَ السَّائِلُ لَوْ قَذَفَ مُحْصَنَةً فِى الصَّلٰوةِ لَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْوُضُوْءُ مَعَ اَنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ اَعْظَمُ جِنَايَةً فَكَيْفَ يَنْتَقِضُ بِالْقَهْقَهَةِ هِىَ دُوْنَ فَهٰذَا قِيَاسٌ فِىْ مُقَابَلَةِ النَّصِّ وَهُوَ حَدِيْثُ الْاَعْرَابِىِّ الَّذِىْ فِىْ عَيْنِهٖ سُوْءٌ ـ

সরল অনুবাদ : نَصّ এর বিপরীতে কিয়াসের উদাহরণ : বর্ণিত আছে যে, হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-কে নামাজের মধ্যে অট্টহাসি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, তিনি বললেন– এর দ্বারা অজু বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রশ্নকারী বলল, যদি নামাজের মধ্যে কেউ সতীসাধ্বী নারীকে যিনার অপবাদ দেয় তাহলে কি অজু বিনষ্ট হবে? তিনি জবাব দিলেন– এতে অজু নষ্ট হবে না। অথচ সতী নারীকে যিনার অববাদ দেওয়া আরো জঘন্য অপরাধ। সুতরাং হাসির ক্ষেত্রে অজু নষ্ট হবে কেন? যা তার চেয়ে নিম্নস্তরের অপরাধ? এটাই হলো نَصّ -এর বিপরীতে কিয়াস। আর তা হলো ঐ বেদুঈন ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস যার দৃষ্টি শক্তিতে ত্রুটি ছিলো।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثَالُ الْقِيَاسِ কিয়াসের উদাহরণ فِىْ مُقَابَلَةِ النَّصِّ নসের বিপরীতে فِيمَا حُكِىَ বর্ণিত আছে اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ زِيَادٍ سُئِلَ হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) -কে প্রশ্ন করা হলো عَنِ الْقَهْقَهَةِ অট্টহাসি সম্পর্কে فِى الصَّلٰوةِ নামাজের মধ্যে فَقَالَ তিনি বললেন اِنْتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ بِهَا এর দ্বারা অজু বিনষ্ট হয়ে যায় قَالَ السَّائِلُ প্রশ্নকারী বলল لَوْ قَذَفَ যদি কেউ যিনার অপবাদ দেয় مُحْصَنَةً সতীসাধবী নারীকে فِى الصَّلٰوةِ নামাজের মধ্যে لَا يَنْتَقِضُ بِهِ الْوُضُوْءُ এতে অজু নষ্ট হবে না مَعَ اَنَّ قَذْفَ الْمُحْصَنَةِ অথচ সতীসাধবী নারীকে যিনার অপবাদ দেওয়া اَعْظَمُ جِنَايَةً জঘন্য অপরাধ فَكَيْفَ يَنْتَقِضُ কেন অজু নষ্ট হবে بِالْقَهْقَهَةِ হাসির ক্ষেত্রে هِىَ دُوْنَ যা তার চেয়ে নিম্নস্তরের অপরাধ فَهٰذَا قِيَاسٌ এটাই হলো কিয়াস فِىْ مُقَابَلَةِ النَّصِّ নসের বিপরীতে وَهُوَ حَدِيْثُ الْاَعْرَابِىِّ আর তা হলো ঐ বেদুঈন ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস الَّذِىْ فِىْ عَيْنِهٖ سُوْءٌ যার দৃষ্টি শক্তিতে ত্রুটি ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهُوَ حَدِيْثُ الْاَعْرَابِىِّ الخ : অর্থাৎ নামাজে অট্টহাসি অজু ভঙ্গকারী হওয়ার নস এটা এক গ্রাম্য অন্ধ সাহাবীর ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত। উক্ত সাহাবী গর্তের মধ্যে পড়ে যান। তখন নবী করীম ﷺ এবং কিছু সাহাবী নামাজে ছিলেন। নামাজের মধ্যেই দু'একজন এ দেখে হেসে ফেলেন। নবী করীম ﷺ নামাজের পরে তাদেরকে অজু ও নামাজ উভয় দোহরানোর নির্দেশ দেন। যেহেতু এটা হাদীসে প্রমাণিত। এ কারণে এর উপর সতী সাধ্বী নারীকে যিনার অপবাদ দেওয়ার গোনাহ যদিও হাসির চেয়ে মারাত্মক তথাপি তা দ্বারা অজু বিনষ্ট হওয়াকে কিয়াস করা যাবে না।

وَكَذَالِكَ اِذَا قُلْنَا جَازَ حَجُّ الْمَرْاَةِ مَعَ الْمَحْرَمِ فَيَجُوْزُ مَعَ الْاَمِيْنَاتِ كَانَ هٰذَا قِيَاسًا بِمُقَابَلَةِ النَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَحِلُّ لِامْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا اِلَّا وَمَعَهَا اَبُوْهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْ ذُوْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ـ وَمِثَالُ الثَّانِىْ وَهُوَ مَا يَتَضَمَّنُ تَغْيِيْرَ حُكْمٍ مِنْ اَحْكَامِ النَّصِّ مَا يُقَالُ اَلنِّيَّةُ شَرْطٌ فِى الْوُضُوْءِ بِالْقِيَاسِ عَلَى التَّيَمُّمِ فَاِنَّ هٰذَا يُوْجِبُ تَغْيِيْرَ اٰيَةِ الْوُضُوْءِ مِنَ الْاِطْلَاقِ اِلَى التَّقْيِيْدِ ـ وَكَذٰلِكَ اِذَا قُلْنَا اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ بِالْخَبَرِ فَيُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ كَالصَّلٰوةِ كَانَ هٰذَا قِيَاسًا يُوْجِبُ تَغْيِيْرَ نَصِّ الطَّوَافِ مِنَ الْاِطْلَاقِ اِلَى التَّقْيِيْدِ ـ

<u>সরল অনুবাদ :</u> এরূপে আমরা যখন বলি যে, মাহরাম পুরুষের সাথে যেহেতু হজ করা জায়েজ, সুতরাং (এর উপর কিয়াস করে বলা যায় যে, দীনদার বিশ্বস্ত পুরুষের সাথে নারীদের হজ করাও জায়েজ। যেমন শাফেয়ীগণ বলেন। তাহলে এটা نَصّ -এর মোকাবিলায় কিয়াস করা সাব্যস্ত হবে। উক্ত نَصّ টি হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস–

لَا يَحِلُّ لِامْرَئَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا اِلَّا وَمَعَهَا اَبُوْهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوْ ذُوْرَحِمٍ مَحْرَمٍ ـ

'যে মহিলা আল্লাহ এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য জায়েজ নেই তিন দিন ও তিন রাতের উপরে সফর করা তার সাথে তার পিতা, স্বামী বা মাহরাম পুরুষ ছাড়া।'

দ্বিতীয় শর্তের উদাহরণ : দ্বিতীয় প্রকার শর্ত তথা نَصّ -এর বিধান পরিবর্তন না হওয়ার উদাহরণ যেমন বলা হয় যে, তায়াম্মুমের উপর কিয়াস করে অজুর মধ্যে নিয়ত করা শর্ত। কেননা এতে অজু সম্পর্কিত আয়াতকে মুতলাক থেকে মুকায়্যাদ করার দ্বারা পরিবর্তন করা আবশ্যক করে।

অনুরূপ যখন আমরা বলি যে, হাদীসের নির্দেশ মতে খানায়ে কা'বার তওয়াফ করা নামাজের অন্তর্ভুক্ত কাজেই তাতেও নামাজের ন্যায় অজু ও সতর ঢাকা শর্ত হবে এ কেয়াম ও তওয়াফের নসকে মুতলাক হতে মুকায়্যাদ -এর দিকে পরিবর্তন করে দেয়।

<u>**শাব্দিক অনুবাদ :**</u> وَكَذَالِكَ এরূপে اِذَا قُلْنَا যখন আমরা বলি جَازَ حَجُّ الْمَرْاَةِ مَعَ الْمَحْرَمِ মাহরাম পুরুষের সাথে যেহেতু নারীদের হজ করা জায়েজ فَيَجُوْزُ مَعَ الْاَمِيْنَاتِ সুতরাং দীনদার বিশ্বস্ত পুরুষের সাথেও নারীদের হজ করা জায়েজ كَانَ هٰذَا তাহলে এটা কেয়াস করা সাব্যস্ত হবে بِمُقَابَلَةِ النَّصِّ নসের মোকাবিলায় قِيَاسًا وَهُوَ قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ উক্ত নসটি হলো রাসূল ﷺ এর হাদীস لَا يَحِلُّ জায়েজ নেই لِامْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ যে মহিলা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এবং শেষ দিনের প্রতি اَنْ تُسَافِرَ সফর করা فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا তিন দিন ও তিন রাতের উপর اِلَّا ছাড়া وَمَعَهَا اَبُوْهَا তার সাথে তার পিতা اَوْزَوْجُهَا অথবা তার স্বামী اَوْذُوْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ অথবা মাহরাম পুরুষ وَمِثَالُ الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় শর্তের উদাহরণ وَهُوَ مَا يَتَضَمَّنُ যা অন্তর্ভুক্ত করে تَغْيِيْرَ حُكْمٍ مِنْ اَحْكَامِ النَّصِّ নস-এর বিধান পরিবর্তন হওয়ার مَا يُقَالُ যা বলা হয় اَلنِّيَّةُ شَرْطٌ নিয়ত শর্ত فِى الْوُضُوْءِ অজুর মধ্যে بِالْقِيَاسِ কিয়াস দ্বারা عَلَى التَّيَمُّمِ তায়াম্মুমের উপর فَاِنَّ هٰذَا কেননা এতে يُوْجِبُ আবশ্যক করে تَغْيِيْرَ اٰيَةِ الْوُضُوْءِ অজু সম্পর্কিত আয়াতকে পরিবর্তন করা مِنَ الْاِطْلَاقِ اِلَى التَّقْيِيْدِ মুতলাক থেকে মুকায়্যাদ করার দ্বারা وَكَذٰلِكَ অনুরূপ اِذَا قُلْنَا যখন আমরা বলি যে اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ খানায়ে কাবার তওয়াফ করা صَلٰوةٌ بِالْخَبَرِ হাদীসের নির্দেশনা মতে নামাজ فَيُشْتَرَطُ কাজেই শর্ত করা হবে اَلطَّهَارَةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ অজু ও সতর ঢাকা كَالصَّلٰوةِ নামাজের ন্যায় كَانَ هٰذَا قِيَاسًا এ কেয়াসও يُوْجِبُ تَغْيِيْرَ نَصِّ الطَّوَافِ তওয়াফের নসকে পরিবর্তন করে দেয় ... মুতলাককে মুকায়্যাদের দিকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِامْرَأَةٍ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের জন্য হজে গমন করা বৈধ যদি কাফেলার সাথে হয় এবং সেই কাফেলার গ্রহণীয় মহিলারা থাকে। এটা উক্ত হাদীস (নস)-এর বিপরীত। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) যদিও কুরআনের আয়াত وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -এর عُمُوْم দ্বারা ইস্তেদলাল করেছেন যাতে শুধুমাত্র মতলক হজের কথা বলা হয়েছে। তাতে পুরুষ মহিলার কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু এভাবে اِسْتِدْلَالْ করা نُصُوْص -এর বিপরীতে হওয়ায় তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে এসেছে যে, মহানবী ﷺ মহিলাদেরকে মাহরাম ব্যাতীত হজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন। মুসান্নিফ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ব্যতীত আরো কতিপয় এমন রেওয়ায়েত নিম্নে বর্ণিত হলো যা উক্ত মতের সমর্থন করে–

১। দারে কুতনীতে রয়েছে لَاتَحُجَّنَّ اِمْرَأَةٌ اِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ الخ

২। অন্য বর্ণনায় এসেছে–

لَا تَحُجَّ اِمْرَأَةٌ اِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَامْرَأَتِىْ حَاجَّةٌ قَالَ اِرْجِعْ فَحُجَّ مَعَهَا ـ

قَوْلُهُ اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ الخ : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ এখানে যদিও তওয়াফকে সালাত বলা হয়েছে তথাপি অন্যান্য নামাজের উপর কিয়াস করে তওয়াফের জন্য অজু ও সতর ঢাকাকে শর্ত বলা যাবে না। কেননা, এর দ্বারা وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -এর মুতলাক হুকুমকে মুকায়্যাদ করা সাব্যস্ত হয়, যা নাজায়েজ। অতএব এখানে কিয়াস পরিত্যাজ্য হবে।

وَمِثَالُ الثَّالِثِ هُوَ مَالَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ فِى حَقِّ جَوَازِ التَّوَضِّىْ بِنَبِيْذِ التَّمْرِ فَاِنَّهُ لَوْ قَالَ جَازَ بِغَيْرِهِ مِنَ الْاَنْبِذَةِ بِالْقِيَاسِ عَلٰى نَبِيْذِ التَّمْرِ اَوْ قَالَ لَوْ شُجَّ فِى صَلٰوةٍ اَوْ اِحْتَلَمَ يَبْنِى عَلٰى صَلٰوتِهِ بِالْقِيَاسِ عَلٰى مَا اِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ لَا يَصِحُّ لِاَنَّ الْحُكْمَ فِى الْاَصْلِ لَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ فَاسْتَحَالَ تَعْدِيَتُهُ اِلَى الْفَرْعِ ـ وَبِمِثْلِ هٰذَا قَالَ اَصْحَابُ الشَّافِعِىِّ قُلَّتَانِ نَجِسَتَانِ اِذَا اجْتَمَعَتَا صَارَتَا طَاهِرَتَيْنِ فَاِذَا افْتَرَقَتَا بَقِيَتَا عَلَى الطَّهَارَةِ بِالْقِيَاسِ عَلٰى مَا اِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِى الْقُلَّتَيْنِ لِاَنَّ الْحُكْمَ لَوْ ثَبَتَ فِى الْاَصْلِ كَانَ غَيْرَ مَعْقُوْلٍ مَعْنَاهُ ـ

__সরল অনুবাদ :__ তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ : তৃতীয় প্রকার শর্ত অর্থাৎ مَقِيْس عَلَيْهِ টা অযৌক্তিক না হওয়া এর উদাহরণ যেমন– نَبِيْذ تَمْر (খেজুর ভিজানো পানি) দ্বারা অজু করা জায়েজ। সুতরাং نَبِيْذ تَمْر -এর উপর কিয়াস করে যদি অন্যান্য নবীয দ্বারা অজু করাকে জায়েজ বলা হয়, বা কেউ বলে যে, কেউ নামাজের মধ্যে আহত হলে বা স্বপ্নদোষ হলে সে উক্ত নামাজের উপর বেনা করবে। আর সে নামাজের মধ্যে অজু নষ্ট হওয়ার বিধানকে এর উপর কিয়াস করে (তাহলে এ কিয়াস ধর্তব্য হবে না)। কেননা مَقِيْس عَلَيْه -এর বিধানটি অযৌক্তিক। অতএব তার বিধানকে مَقِيْس -এর মধ্যে প্রয়োগ অসম্ভব। এরূপে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুসারী আলিমগণ বলেন– 'যখন দু'মটকা নাপাক পানি পরস্পর মিলিত হবে তখন তা পাক হয়ে যাবে। এরপর আবার পৃথক করলে তা পাকই থেকে যাবে। এটাকে তারা একত্রিত দু'মটকা পরিমাণ পানির উপর কিয়াস করেন। (এ কিয়াস যথার্থ নয়) কারণ যদিও বিধানটি مَقِيْس عَلَيْه -এর মধ্যে বহাল রয়েছে তবে তা যুক্তিসঙ্গত নয়।

__শাব্দিক অনুবাদ :__ مِثَالُ الثَّالِثِ তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ مَالَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ অযৌক্তিক না হওয়া فِى حَقِّ جَوَازِ التَّوَضِّىْ অজু জায়েজ হওয়া بِنَبِيْذِ التَّمْرِ খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা فَاِنَّهُ لَوْقَالَ যদি বলা হয় جَازَ জায়েজ بِغَيْرِهِ مِنَ الْاَنْبِذَةِ অন্যান্য নবীয দ্বারা অজু করা بِالْقِيَاسِ عَلٰى نَبِيْذِ التَّمْرِ খেজুর ভেজানো পানির উপর কেয়াস করে اَوْ قَالَ অথবা বলে لَوْشُجَّ فِى صَلٰوةٍ কেউ নামাজের মধ্যে আহত হলে اَوِ احْتَلَمَ বা স্বপ্ন দোষ হলে يَبْنِىْ عَلٰى صَلٰوتِهِ সে উক্ত নামাজের উপর বেনা করবে بِالْقِيَاسِ কেয়াস করে عَلٰى مَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ নামাজের মধ্যে অজু বিনষ্ট হওয়ার বিধানকে এর উপর لَايَصِحُّ তাহলে এ কেয়াস ধর্তব্য হবে না لِاَنَّ الْحُكْمَ فِى الْاَصْلِ কেননা মাকীস আলাইহির বিধানটি لَمْ يُعْقَلْ مَعْنَاهُ অযৌক্তিক فَاسْتَحَالَ কাজেই অসম্ভব تَعْدِيَتُهُ এর প্রয়োগ اِلَى الْفَرْعِ মাকীস এর মধ্যে وَبِمِثْلِ هٰذَا এরূপে قَالَ اَصْحَابُ الشَّافِعِىِّ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অনুসারী আলিমগণ বলেন قُلَّتَانِ نَجِسَتَانِ দু'মটকা নাপাক পানি اِذَا اجْتَمَعَا যখন পরস্পর মিলিত হবে صَارَتَا طَاهِرَتَيْنِ তখন তা পাক হয়ে যাবে فَاِذَا افْتَرَقَتَا এরপর আবার যখন পৃথক করবে بَقِيَتَا عَلَى الطَّهَارَةِ তা পাকই থেকে যাবে بِالْقِيَاسِ কিয়াস করে عَلٰى مَا এর উপর اِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ যখন নাপাক পতিত হয় فِى الْقُلَّتَيْنِ দু' মটকা পানিতে لِاَنَّ الْحُكْمَ কারণ বিধানটি لَوْثَبَتَ যদিও বহাল রয়েছে فِى الْاَصْلِ মাকীস আলাইহির মধ্যে كَانَ غَيْرَ مَعْقُوْلٍ مَعْنَاهُ তবে তা যুক্তি সঙ্গত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَى نَبِيْذِ التَّمْرِ الخ : نَبِيْذ تَمْر অর্থ খেজুর ভিজানো পানি, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ আর مَاءٌ طَهُوْرٌ দ্বারা অজু জায়েজ। এর উপর কিয়াস করে কোনো কোনো আলিম অন্যান্য নবীয দ্বারাও অজু জায়েজ বলেছে। আহনাফের মতে এ কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, কিয়াসের জন্য শর্ত হলো মাকীস আলায়হি খেলাফে কিয়াস হওয়া, আর এটা প্রকৃত পানি নয় এবং এর দ্বারা পিপাসা নিবারণ হওয়া, পানির ন্যায় দীর্ঘ দিন এক অবস্থায় বহাল থাকা ইত্যাদি বিচারে পানির হুকুমেও শামিল নয়।

قَوْلُهُ لَوْشُجَّ الخ : অর্থাৎ যদি কারো নামাজরত অবস্থায় মাথা জখম হয়ে রক্ত বের হয় অথবা অধিক ঘুমের কারণে বীর্য পাত হয়ে যায়, তখন বায়ু বের হওয়ার উপর কিয়াস করে উপরোক্ত উভয় অবস্থাতে পূর্ব নামাজের উপর বেনা করা ঠিক হবে না। কেননা বায়ু বের হওয়ার ক্ষেত্রে আকলের মাধ্যমে জানা যায় না। কেননা অজু ভঙ্গ হওয়া مُنَافِىْ صَلٰوة এর অন্তর্ভুক্ত। আর পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ আদায় করা সম্ভব নয়। কোনো বস্তু স্বীয় মুখালেফ এবং مُنَافِىْ -এর সাথে বাকি থাকতে পারে না। আর যে বস্তু খেলাফে কিয়াস সাব্যস্ত হয়েছে তার উপর অন্যটা কিয়াস করা যায় না বরং যে ক্ষেত্রে এ ধরনের নস রয়েছে তার সাথে নির্দিষ্ট এর সীমাবদ্ধ থাকবে।

قَوْلُهُ قُلَّتَانِ نَجِسَتَانِ الخ : অর্থাৎ খেলাফে কিয়াস বিষয়ের উপর অন্যকে কিয়াস করা বৈধ না হওয়ার আরেকটি উদাহরণ হলো এই– ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন দু'মটকা (মাটির বড় পাত্র, মাইট বা হাড়া) পানি হলো– مَاءٌ كَثِيْر আর مَاءٌ كَثِيْر এর মধ্যে নাপাক পতিত হলে তা নাপাক হয় না। এ মর্মে দলিল হলো اَلْمَاءُ اِذَا بَلَغَ الْقُلَّتَانِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ অর্থাৎ পানি দু'মটকা পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না। এর উপর কিয়াস করে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– ভিন্ন ভিন্ন দু'মটকা নাপাক পানি একত্র করলে তা পাক হয়ে যাবে। তারপর পুনরায় ভিন্ন করলে তা পাক থেকে যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন– حَدِيْثُ قُلَّتَيْنِ যদি সহীহ স্বীকৃত হয় তথাপি খেলাফে কিয়াস হওয়ার কারণে তার উপর অন্য কিছুকে কিয়াস করা যাবে না। খেলাফে কিয়াস এ জন্য যে, পানিতে নাপাক পড়লে তা নাপাক হওয়াই যুক্তিযুক্ত। নাপাক না হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

উপরন্তু قُلَّتَيْنِ -এর হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। আল্লামা হাফেজ ইবনে আব্দুল বার, কাযী ইসমাঈল ইবনে আবী ইসহাক (র.), শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম বায়হাকী ও গাযালী (র.) প্রমুখ আলিমগণ এটাকে যয়ীফ বলেছেন। তা ছাড়া শব্দের মধ্যেও ইযতিরাব রয়েছে। সুতরাং কোনো দিক দিয়ে হাদীসটি প্রমাণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَثْبُتْ فِى الْاَصْلِ الخ : অর্থাৎ اَصْل -এর মধ্যে হুকুম সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে تَامُّلْ রয়েছে। কেননা এ ব্যাপারে যে সকল রেওয়ায়েত এসেছে অর্থাৎ اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ এটা ضَعِيْف এবং مُضْطَرِبْ আর اِضْطِرَابْ ও অত্যন্ত কঠিন পর্যায়ের অর্থাৎ সনদ, মতন, মরফূ', মওকূফ এবং অর্থগত সকল দিক থেকেই اِضْطِرَابْ রয়েছে।

আর এ সনদের মূলে রয়েছে ওয়ালীদ ইবনে কাছীর। কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে عَنْ وَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ আবার কোথাও রয়েছে عَنْ وَلِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ আবার কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে الْوَلِيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ আবার কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ -

আবার মতনের দিক থেকে কোথাও রয়েছে اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ আবার কোথাও রয়েছে قَدْرَ قُلَّتَيْنِ اَوْثَلٰثْ لَمْ يَنْجَسْ এটা আহমদ এবং দারে কুতনীর রেওয়ায়েত। আবার অপর বর্ণনায় রয়েছে اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّةً আবার অন্য বর্ণনায় রয়েছে اَرْبَعِيْنَ قُلَّةً অপর বর্ণনায় রয়েছে غَرْب আবার অপর [illegible] আবার অন্য বর্ণনায় রয়েছে قُلَّتَانِ।

মরফূ' এবং মাওকূফ হওয়ার দিক থেকে কোনো বর্ণনায় মারফূ' হিসেবে বর্ণিত রয়েছে। আবার কেউ কেউ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উপর মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুনানে আবূ দাউদে এ হাদীসটি দু'টি সনদে বর্ণিত রয়েছে। একটি হলো وَلِيْدُ بْنُ كَثِيْر হতে আর এই ব্যক্তি ছিল আয়াজী তথা খারেজী। আর অন্য সনদটিতে রয়েছে مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ আর এ ব্যক্তি সম্পর্কে ইমাম মালেক (র.) বলেন– সে দাজ্জাল ছিল। কেউ কেউ বলেন সে كَذَّابٌ ছিল।

আর অর্থগত দিক থেকে إِضْطِرَابٌ হলো– قُلَّة শব্দটির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে (১) মশক (২) মটকা (৩) পাহাড়ের চূড়া (৪) মানুষের দেহ (৫) বোতল সারাহী (৬) উট যা গ্রহণ করে (৭) উঁচু জিনিস।

উল্লেখ্য যে, এতো إِضْطِرَابٌ সত্ত্বেও না এর অর্থ নির্দিষ্ট রয়েছে না তার উপর আমল করা সহজবোধ্য হবে। এ কারণে ইবনে আবদিল বার اَلتَّمْهِيْد এ বলেছেন–

مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيْثِ الْقُلَّتَيْنِ مَذْهَبٌ ضَعِيْفٌ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ - وَمِمَّنْ ضَعَّفَهُ أَبُوْدَاوُدَ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيْ وَأَبُوْبَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيْ الْمَالِكِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ غَيْرُ قَوِيٍّ وَتَرَكَهُ الْغَزَالِيْ وَالرُّوْيَانِيْ مَعَ شِدَّةِ إِتِّبَاعِهِمْ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِضَعْفِ وَتَفْصِيْلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ يَجِيْئُ فِيْ عِلْمِ الْحَدِيْثِ إِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

মুসান্নেফের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমতঃ উল্লেখিত কারণের উপর ভিত্তি করে أَصْل-এর মধ্যে হুকুম সাব্যস্ত করা মশকিল। যদি সাব্যস্ত মেনেও নেওয়া হয় তবে যে বিধান আসলে রয়েছে অর্থাৎ নাপাক পতিত হওয়ার ফলে এ পরিমাণ পানির নাপাক না হওয়া এটা غَيْرُ مَعْقُوْلِ الْمَعْنٰى জ্ঞানের বুঝে আসে না যে, এ পরিমাণ সামান্য পানি নাজাসাত পড়ার পরও কিভাবে পবিত্র থাকে। আসলের এই বিধান তার فَرْع-এর মধ্যে সংক্রামিত হবে না।

وَمِثَالُ الرَّابِعِ وَهُوَ مَا يَكُوْنُ التَّعْلِيْلُ لِاَمْرٍ شَرْعِيٍّ لَا لِاَمْرٍ لَغَوِيٍّ فِىْ قَوْلِهِمْ اَلْمَطْبُوْخُ الْمُنَصَّفُ خَمْرٌ لِاَنَّ الْخَمْرَ اِنَّمَا كَانَ خَمْرًا لِاَنَّهُ يُخَامِرُ الْعَقْلَ اَيْضًا فَيَكُوْنُ خَمْرًا بِالْقِيَاسِ وَالسَّارِقُ اِنَّمَا كَانَ سَارِقًا لِاَنَّهُ اَخَذَ مَالَ الْغَيْرِ بِطَرِيْقِ الْخُفْيَةِ وَقَدْ شَارَكَهُ النَّبَّاشُ فِىْ هٰذَا الْمَعْنٰى فَيَكُوْنُ سَارِقًا بِالْقِيَاسِ، فَهٰذَا قِيَاسٌ فِى اللُّغَةِ مَعَ اِعْتِرَافِهِ اَنَّ الْاِسْمَ لَمْ يُوْضَعْ لَهُ فِى اللُّغَةِ فَهٰذَا قِيَاسٌ فِى اللُّغَةِ مَعَ اِعْتِرَافِهِ اَنَّ الْاِسْمَ لَمْ يُوْضَعْ لَهُ فِى اللُّغَةِ ـ

সরল অনুবাদ : **চতুর্থ প্রকারের উদাহরণ :** চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ কিয়াসের ইল্লত (উৎস) বের করাটা শরয়ী বিষয়ে হতে হবে, আভিধানিক বিষয় নয় তার দৃষ্টান্ত শাফেয়ীগণের এ উক্তিতে– যে আঙ্গুরের শিরা (রস) কে জ্বালিয়ে অর্ধেক বানানো হয়েছে তা خَمْر (মদ)। কেননা خَمْر কে এজন্যে خَمْر বলা হয় যে, তা মানুষের বিবেককে ঢেকে ফেলে। আর প্রকৃত মদ (আঙ্গুরের কাচা রস) ছাড়াও যা মানুষের বিবেককে ঢেকে ফেলে কিয়াস অনুযায়ী সেটাও خَمْر হবে। এভাবে سَارِقٌ (চোর)-কে سَارِقٌ এ জন্য বলা হয় যে, সে গোপনভাবে মানুষের মাল নিয়ে নেয়। এ অর্থে কাফন চোর (نَبَّاشٌ) ও তার সাথে শরিক। অতএব কিয়াস অনুযায়ী সেও চোর হিসেবে গণ্য হবে। এটা হলো আভিধানিক বিষয়ে কিয়াস করা। অথচ এটা স্বীকৃত যে, অভিধানে চোরের জন্যে سَارِقٌ শব্দটি গঠিত, نَبَّاشٌ তথা কাফন চোরের জন্যে গঠিত নয়। এটা হলো আভিধানিক বিষয়ে কিয়াস করা। অথচ এটা স্বীকৃত যে, অভিধানে চোরের জন্যে سَارِقٌ শব্দটি গঠিত, نَبَّاشٌ তথা কাফন চোরের জন্যে গঠিত নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثَالُ الرَّابِعِ চতুর্থ প্রকারের উদাহরণ هُوَ مَا يَكُوْنُ হতে হবে التَّعْلِيْلُ ইল্লত বের করাটা لِاَمْرٍ شَرْعِيٍّ শরয়ী বিষয়ে لَا لِاَمْرٍ لَغَوِيٍّ আভিধানিক বিষয় নয় فِىْ قَوْلِهِمْ তার দৃষ্টান্ত শাফেয়ীগণের এ উক্তিতে اَلْمَطْبُوْخُ الْمُنَصَّفُ যে আঙ্গুরের শিরাকে জ্বালিয়ে অর্ধেক বানানো হয়েছে خَمْرٌ তা মদ لِاَنَّ الْخَمْرَ اِنَّمَا كَانَ خَمْرًا কারণ خَمْر কে এ জন্য خَمْر বলা হয় যে لِاَنَّهُ يُخَامِرُ الْعَقْلَ اَيْضًا কেননা, তা মানুষের বিবেককে ঢেকে ফেলে فَيَكُوْنُ خَمْرًا بِالْقِيَاسِ আর কিয়াস অনুযায়ী সেটা ও خَمْر হবে وَالسَّارِقُ اِنَّمَا كَانَ سَارِقًا আর চোরকে এ জন্য سَارِقٌ বলা হয় যে, لِاَنَّهُ اَخَذَ مَالَ الْغَيْرِ কেননা, সে অন্যের মাল নিয়ে নেয় بِطَرِيْقِ الْخُفْيَةِ গোপনভাবে وَقَدْ شَارَكَهُ النَّبَّاشُ আর কাফন চোর তার সাথে শরিক فِىْ هٰذَا الْمَعْنٰى এ অর্থে فَيَكُوْنُ سَارِقًا بِالْقِيَاسِ অতএব কেয়াস অনুযায়ী সেও চোর গণ্য হবে فَهٰذَا এটা হলো قِيَاسٌ فِى اللُّغَةِ আভিধানিক বিষয়ে কেয়াস করা مَعَ اِعْتِرَافِهِ অথচ এটা স্বীকৃত اَنَّ الْاِسْمَ لَمْ يُوْضَعْ لَهُ যে, سَارِقٌ শব্দটি কে نَبَّاشٌ বা কাফন চোরের জন্য গঠন করা হয়নি فِى اللُّغَةِ অভিধানে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قِيَاسٌ فِى اللُّغَةِ الخ : এটা لُغَةٌ -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ শরয়ী বিধানের সাথে এর কোনো সম্পর্কে নেই। কাজেই এই কিয়াসটা হলো ফাসেদ কিয়াস, এমনিভাবে قِيَاسٌ فِى اللُّغَةِ -এর দ্বিতীয় উদাহরণও ফাসেদ। কেননা, শরিয়তের সাথে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। আর বিরুদ্ধবাদীরাও এ কথা অকপটে স্বীকার করেন যে, অভিধানে কাফন চোরকে سَارِقٌ বলা হয় না; বরং তাকে نَبَّاشٌ বলা হয়ে থাকে।

وَالدَّلِيْلُ عَلٰى فَسَادِ هٰذَا النَّوْعِ مِنَ الْقِيَاسِ اَنَّ الْعَرَبَ يُسَمِّى الْفَرَسَ اَدْهَمَ لِسَوَادِهٖ وَكُمَيْتًا لِحُمْرَتِهٖ لَا يُطْلَقُ هٰذَا الْاِسْمُ عَلَى الزَّنْجِيِّ وَالثَّوْبِ الْاَحْمَرِ وَلَوْ جَرَتِ الْمُقَايَسَةُ فِى الْاَسَامِى اللُّغَوِيَّةِ لَجَازَ ذٰلِكَ لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ وَلِاَنَّ هٰذَا يُؤَدِّىْ اِلٰى اِبْطَالِ الْاَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ، وَذٰلِكَ لِاَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ السَّرِقَةَ سَبَبًا لِنَوْعٍ مِنَ الْاَحْكَامِ فَاِذَا عَلَّقْنَا الْحُكْمَ بِمَا هُوَ اَعَمُّ مِنَ السَّرِقَةِ وَهُوَ اَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلٰى طَرِيْقِ الْخُفْيَةِ تَبَيَّنَ اَنَّ السَّبَبَ كَانَ فِى الْاَصْلِ مَعْنًى هُوَ غَيْرُ السَّرِقَةِ وَكَذٰلِكَ جَعَلَ شُرْبَ الْخَمْرِ سَبَبًا لِنَوْعٍ مِنَ الْاَحْكَامِ فَاِذَا عَلَّقْنَا الْحُكْمَ بِاَمْرٍ اَعَمَّ مِنَ الْخَمْرِ تَبَيَّنَ اَنَّ الْحُكْمَ كَانَ فِى الْاَصْلِ مُتَعَلِّقًا بِغَيْرِ الْخَمْرِ -

<u>সরল অনুবাদ :</u> এ প্রকারের কিয়াস সঠিক না হওয়ার দলিল এই যে, আরবরা ঘোড়া কাল হওয়া সত্ত্বেও তাকে اَدْهَمَ (কাল) এবং লাল ঘোড়াকে كُمَيْتٌ বলে। এরপর এ শব্দগুলোকে কখনো হাবশী বা লাল কাপড়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে না। যদি আভিধানিক নামের মধ্যে কিয়াস প্রযোজ্য হতো তাহলে ইল্লত পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে এরূপ শব্দ ব্যবহার বৈধ হতো। এ কিয়াসটা এ কারণে বাতিল যে, এটা শরয়ী সববকে বাতিল করার মাধ্যম হয়। কেননা, শরিয়তে চোরকে এক ধরনের বিধানের সবব স্থির করেছে। অতএব আমরা যখন চুরির চেয়ে ব্যাপক বিষয়ের সাথে উক্ত বিধানকে সংশ্লিষ্ট করি আর তা হলো 'গোপনভাবে অন্যের মাল গ্রহণ করা' তাহলে এটা সাব্যস্ত হবে যে, মূল বস্তুর মধ্যে সববটি চুরি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়। এভাবে মদপান করাকে এক ধরনের বিধানের জন্য সবব স্থির করা হয়েছে। আর আমরা যখন মদের চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক বস্তুর সাথে হুকুমকে সংশ্লিষ্ট করবো তখন এটা সুস্পষ্ট হবে যে, হুকুমটি মূলত মদ ছাড়া অন্য কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট।

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَالدَّلِيْلُ আর দলিল হলো عَلٰى فَسَادِ সঠিক না হওয়ার هٰذَا النَّوْعِ مِنَ الْقِيَاسِ এ প্রকারের কিয়াস اَنَّ الْعَرَبَ يُسَمِّى আরবগণ বলে الْفَرَسَ اَدْهَمَ لِسَوَادِهٖ ঘোড়া কালো হওয়া সত্ত্বেও তাকে اَدْهَمْ (কাল) বলে وَكُمَيْتًا لِحُمْرَتِهٖ এবং ঘোড়া লাল হওয়াকে كُمَيْتٌ বলে لَا يُطْلَقُ هٰذَا الْاِسْمُ এরপর এ শব্দগুলোকে ব্যবহার করে না الزَّنْجِيِّ হাবশীর ক্ষেত্রে وَالثَّوْبِ الْاَحْمَرِ এবং লাল কাপড়ের ক্ষেত্রে وَلَوْ جَرَتْ যদি প্রযোজ্য হতো الْمُقَايَسَةُ কিয়াস فِى الْاَسَامِى اللُّغَوِيَّةِ আভিধানিক নামের মধ্যে لَجَازَ ذٰلِكَ তবে এরূপ শব্দ ব্যবহার বৈধ হতো لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ ইল্লত পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে لِاَنَّ هٰذَا কেননা এটা يُؤَدِّىْ মাধ্যম হয় اِلٰى اِبْطَالِ الْاَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ শরয়ী সবব বাতিল করার وَذٰلِكَ এটা এ জন্য যে, لِاَنَّ الشَّرْعَ শরিয়ত جَعَلَ السَّرِقَةَ চোরকে স্থির করেছে سَبَبًا لِنَوْعٍ مِنَ الْاَحْكَامِ এক ধরনের বিধানের সবব فَاِذَا عَلَّقْنَا الْحُكْمَ অতএব আমরা যখন উক্ত বিধানকে সংশ্লিষ্ট করি بِمَا هُوَ اَعَمُّ مِنَ السَّرِقَةِ চুরির চেয়ে ব্যাপক বিষয়ের সাথে وَهُوَ তা হলো اَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ অন্যের মাল গ্রহণ করা عَلٰى طَرِيْقِ الْخُفْيَةِ গোপনভাবে تَبَيَّنَ তাহলে এটা সাব্যস্ত হবে যে اَنَّ السَّبَبَ كَانَ فِى الْاَصْلِ মূল বস্তুর মধ্যে সববটি مَعْنًى هُوَ غَيْرُ السَّرِقَةِ চুরি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে وَكَذٰلِكَ এভাবে شُرْبَ الْخَمْرِ মদ পান করাকে سَبَبًا لِنَوْعٍ مِنَ الْاَحْكَامِ এক ধরনের বিধানের জন্য সবব স্থির করা হয়েছে فَاِذَا عَلَّقْنَا الْحُكْمَ আর যখন আমরা হুকুমকে সংশ্লিষ্ট করবো بِاَمْرٍ اَعَمَّ مِنَ الْخَمْرِ মদের চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক বস্তুর সাথে تَبَيَّنَ اَنَّ الْحُكْمَ তখন এটা সুস্পষ্ট হবে যে, হুকুমটি كَانَ فِى الْاَصْلِ মূলত مُتَعَلِّقًا بِغَيْرِ الْخَمْرِ মদ ছাড়া অন্য কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট।

وَمِثَالُ الشَّرْطِ الْخَامِسِ هُوَ مَا لَا يَكُوْنُ الْفَرْعُ مَنْصُوْصًا عَلَيْهِ كَمَا يُقَالُ اِعْتَاقُ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ فِىْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ وَالظِّهَارِ وَلَا يَجُوْزُ بِالْقِيَاسِ عَلٰى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَلَوْ جَامَعَ الْمُظَاهِرُ فِىْ خِلَالِ الْاِطْعَامِ لَيَسْتَانِفُ الْاِطْعَامَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الصَّوْمِ وَيَجُوْزُ لِلْمُحْصَرِ اَنْ يَتَحَلَّلَ بِالصَّوْمِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَالْمُتَمَتِّعُ اِذَا لَمْ يَصُمْ فِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ يَصُوْمُ بَعْدَهَا بِالْقِيَاسِ عَلٰى قَضَاءِ رَمَضَانَ -

সরল অনুবাদ : **পঞ্চম প্রকার শর্তের উদাহরণ :** অর্থাৎ مَقِيْس -এর ব্যাপারে কোনো প্রকার نَصّ না থাকতে হবে। এর উদাহরণ– যেমন বলা হয়ে থাকে যে, কসম এবং যিহারের কাফ্ফারায় কাফের গোলাম আজাদ করা, কতলের কাফ্ফারার উপর কিয়াস করে, এটা জায়েজ নয়। যিহারকারী যদি কাফ্ফারা স্বরূপ ৬০ মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর মাঝে সহবাস করে তাহলে রোজার উপর কিয়াস করে নতুনভাবে ৬০ জনকে খাওয়ানো শুরু করতে হবে। মুহসার (হজ আদায়ে বাধা প্রাপ্ত) ব্যক্তির জন্য তামাত্তু হজ আদায়কারীর উপর কিয়াস করে রোজার দ্বারা হালাল হয়ে যাওয়া জায়েজ। আর তামাত্তু আদায়কারী আইয়ামে তাশরীকে যদি রোজা না রাখে তাহলে রমজানের কাযা আদায়ের উপর কিয়াস করে সে পরবর্তীতে রোজা রাখবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثَالُ الشَّرْطِ الْخَامِسِ পঞ্চম প্রকার শর্তের উদাহরণ هُوَ مَا لَا يَكُوْنُ الْفَرْعُ مَنْصُوْصًا عَلَيْهِ মাকীস-এর ব্যাপারে কোনো প্রকার নস না থাকতে হবে كَمَا يُقَالُ যেমন বলা হয় اِعْتَاقُ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ কাফের গোলাম আজাদ করা فِىْ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ وَالظِّهَارِ কসম এবং যিহারের কাফফারায় وَلَا يَجُوْزُ জায়েজ নয় بِالْقِيَاسِ কেয়াস করে عَلٰى كَفَّارَةِ الْقَتْلِ কতলের কাফফারার উপর وَلَوْ جَامَعَ الْمُظَاهِرُ আর যদি যিহারকারী সহবাস করে فِىْ خِلَالِ الْاِطْعَامِ ষাট মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর মাঝে لَيَسْتَانِفُ الْاِطْعَامَ নতুনভাবে ৬০ জনকে খাওয়ানো শুরু করতে হবে بِالْقِيَاسِ عَلَى الصَّوْمِ রোজার উপর কিয়াস করে وَيَجُوْزُ لِلْمُحْصَرِ আর হজ্ব আদায়ে বাধা প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য জায়েজ اَنْ يَتَحَلَّلَ بِالصَّوْمِ রোজার দ্বারা হালাল হয়ে যাওয়া بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ তামাত্তু হজ আদায়কারীর উপর কিয়াস করে وَالْمُتَمَتِّعُ اِذَا لَمْ يَصُمْ আর তামাত্তু আদায়কারী যদি রোজা না রাখে فِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ আইয়ামে তাশরীকে يَصُوْمُ بَعْدَهَا তাহলে সে পরবর্তীতে রোজা রাখবে بِالْقِيَاسِ عَلٰى قَضَاءِ رَمَضَانَ রমজানের কাজা আদায়ের উপর কেয়াস করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِثَالُ الشَّرْطِ الْخَامِسِ الخ : মুসান্নিফ (র.) পঞ্চম শর্তের ৪টি উদাহরণ এনেছেন।

প্রথম উদাহরণ : উল্লেখ্য যে, কুরআন হাদীসে কতল, কসম ও যিহারের কাফফারার কথা ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করা হয়েছে। কতলের কাফফারার ক্ষেত্রে فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ কসমের কাফফারার ক্ষেত্রে اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ এবং যিহারের কাফফারায় فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ বলা হয়েছে। নিচের দুটিতে মু'মিনদের কয়েদ লাগানো হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী (র.) কতলের কাফ্ফারার উপর কিয়াস করে কসম এবং যিহারের কাফ্ফারায়ও মুমিন গোলাম হওয়ার শর্তারোপ করেন। আহনাফের মতে এটা সহীহ নয়। কেননা, কিয়াসের জন্য শর্ত হলো উক্ত ব্যাপারে কোনো নস না থাকা অথচ এখানে কসমের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন নস রয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَوْ جَامَعَ الْمُظَاهِرُ الخ : **দ্বিতীয় উদাহরণ :** রোজার কাফ্ফারার ক্ষেত্রে ইরশাদ হয়েছে– فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا এখানে সহবাসের পূর্বে দু'মাস রোজা রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু ৬০ মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর ক্ষেত্রে مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا তথা সহবাসের পূর্বের শর্তারোপ করা হয়নি। সুতরাং আহনাফের মতে প্রত্যেকটি নস স্বঅবস্থায় বহাল থাকবে। রোজার উপর কিয়াস করে খানা খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সহবাসের পূর্বের শর্তারোপ করা সহীহ হবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে নস বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) রোজার উপর কিয়াস করে খানা খাওয়ানোর ক্ষেত্রে এ শর্তারোপ করে থাকেন। অতএব ৬০ মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর মাঝে সহবাস করলে তাঁর মতে নতুন করে ৬০ জনকে খানা খাওয়ানো শুরু করতে হবে। আহনাফের মতে নতুন করে খাওয়ানো শুরু করতে হবে না।

তৃতীয় উদাহরণ : আহনাফের মতে مُحْرِمْ তথা ইহরাম বাঁধার পর পথিমধ্যে যে কোনো কারণে হজের প্রতিবন্ধকতায় আটকে যাওয়া ব্যক্তির হুকুম হলো– সে হারাম শরীফে হাদী (কুরবানির পশু) পাঠাবে। যখন তা জবাই হয়ে যাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে তখন মাথা মুণ্ডন করে হালাল (ইহরাম মুক্ত) হবে। আর হাদী পাঠাতে সক্ষম না হলে সে মুহরিম থেকে যাবে। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– হজের ক্ষেত্রে কেউ হাদী পাঠাতে সক্ষম না হলে যেরূপ তখন তিন রোজা এবং বাড়ি ফেরার পর সাত রোজা রেখে ইহরামমুক্ত হয় তদ্রূপ তার উপর কিয়াস করে মুহসার ব্যক্তি (বাধাগ্রস্ত) হাদী পাঠাতে সক্ষম না হলে রোজা রেখে ইহরামমুক্ত হবে। আহনাফের মতে এ কিয়াস সহীহ নয়। কারণ মুহসারের ব্যাপারে وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ নস বিদ্যমান রয়েছে।

চতুর্থ উদাহরণ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হজের ইহরামধারী হাদী পাঠাতে সক্ষম না হলো ৭, ৮ ও ৯ তারিখে তিনটি রোজা ও পরে আরো সাতটি রোজা রাখবে। উক্ত তারিখে ৩ রোজা রাখতে না পারলে পরে তার কাযা আদায় করলে যথেষ্ট হবে না বরং তখন দম (কুরবানি) ওয়াজিব হবে। কারণ এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করার পর হযরত ওমর (রা.) বলেন– عَلَيْكَ الْهَدْىُ এতে লোকটি অক্ষমতা জানালে তিনি বললেন– سَلْ عِنْدَ قَوْمِكَ তোমার কওমের কাছে চাও। লোকটি তার কোনো কওম না থাকার কথা বললে তখন তিনি বললেন ছাগলের মূল্য পরিমাণ সদকা করে দাও। বুঝা গেল এ ক্ষেত্রে পরে রোজার কোনো অবকাশ নেই।

অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) রমজানের রোজার কাজা যেরূপ পরবর্তী রমজানের পরেও রাখা যায় তার উপর এটাকে কিয়াস করে বলেন পরে এর কাযা আদায় করে হালাল হয়ে যাবে। হানাফীগণের মতে এ কিয়াস সহীহ নয়। কারণ, এ ক্ষেত্রে নস বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ لِلْمُحْصَرِ الخ : **অর্থাৎ শাফেয়ীগণের** নিকট এমন مُحْصَرْ হাজীর জন্য এটা বৈধ, যে হাজী হজের দিনগুলোতে কুরবানি করার প্রতি সক্ষম হলো না। তখন সে مُتَمَتِّعْ -এর উপর কিয়াস করে হজের পূর্বে তিনদিন রোজা রাখবে এবং হজের পরে সাত দিন রোজা রাখবে এবং হালাল হয়ে যাবে। আর مُتَمَتِّعْ এবং مُحْصَرْ -এর একত্রিকরণের মধ্যে অক্ষমতা রয়েছে। আমরা বলব যে, مُتَمَتِّعْ-এর উপর مُحْصَرْ -এর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা مُحْصَرْ -এর জন্য পৃথক نَصّ বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো মুতলাক। আল্লাহর বাণী وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ

قَوْلُهُ وَالْمُتَمَتِّعُ اِذَا لَمْ يَجِدْ الخ : এমনিভাবে শাফেয়ীদের নিকট যদি হজ্জে তামাত্তু'কারী আইয়ামে তাশরীকে রোজা না রাখে তাহলে রমজানের কাজা রোজার উপর কিয়াস করে আইয়ামে তাশরীকের পরে রেখে নিবে। উভয়ের ক্ষেত্রে جَامِعْ তথা একত্রকারী বিষয়টি হচ্ছে– উভয়টি صَوْم مُؤَقَّتْ তথা নির্দিষ্ট একটি সময়ের রোজা আর উভয়টিকেই স্বীয় নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা হয়নি। এই কিয়াস বৈধ নয়। কেননা فَرْع তথা تَمَتُّعْ -এর রোজার কাজা مَنْصُوْص এবং مُطْلَقْ যে যখন নির্দিষ্ট সময়ে রোজা রাখা হয়নি তখন পুনরায় কুরবানিই করতে হবে। রোজার কাজা আসবেনা। যেমনটি হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে। আর এ সকল ক্ষেত্রে اَلْاَثَرْ হলো اَلْخَبَرْ এর মতো, কারণ এগুলো سِمَاعْ -এর উপর নির্ভরশীল।

قَوْلُهُ وَلَوْ جَامَعَ الْمُظَاهِرُ الخ : দ্বিতীয় উদাহরণ : রোজার কাফ্ফারার ক্ষেত্রে ইরশাদ হয়েছে– فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا এখানে সহবাসের পূর্বে দু'মাস রোজা রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু ৬০ মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর ক্ষেত্রে مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا তথা সহবাসের পূর্বের শর্তারোপ করা হয়নি। সুতরাং আহনাফের মতে প্রত্যেকটি নস স্বঅবস্থায় বহাল থাকবে। রোজার উপর কিয়াস করে খানা খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সহবাসের পূর্বের শর্তারোপ করা সহীহ হবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে নস বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) রোজার উপর কিয়াস করে খানা খাওয়ানোর ক্ষেত্রে এ শর্তারোপ করে থাকেন। অতএব ৬০ মিসকিনকে খানা খাওয়ানোর মাঝে সহবাস করলে তাঁর মতে নতুন করে ৬০ জনকে খানা খাওয়ানো শুরু করতে হবে। আহনাফের মতে নতুন করে খাওয়ানো শুরু করতে হবে না।

তৃতীয় উদাহরণ : আহনাফের মতে مُحْرِمْ তথা ইহরাম বাঁধার পর পথিমধ্যে যে কোনো কারণে হজের প্রতিবন্ধকতায় আটকে যাওয়া ব্যক্তির হুকুম হলো– সে হারাম শরীফে হাদী (কুরবানির পশু) পাঠাবে। যখন তা জবাই হয়ে যাওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে তখন মাথা মুণ্ডন করে হালাল (ইহরাম মুক্ত) হবে। আর হাদী পাঠাতে সক্ষম না হলে সে মুহরিম থেকে যাবে। অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– হজের ক্ষেত্রে কেউ হাদী পাঠাতে সক্ষম না হলে যেরূপ তখন তিন রোজা এবং বাড়ি ফেরার পর সাত রোজা রেখে ইহরামমুক্ত হয় তদ্রূপ তার উপর কিয়াস করে মুহসার ব্যক্তি (বাধাগ্রস্ত) হাদী পাঠাতে সক্ষম না হলে রোজা রেখে ইহরামমুক্ত হবে। আহনাফের মতে এ কিয়াস সহীহ নয়। কারণ মুহসারের ব্যাপারে وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ নস বিদ্যমান রয়েছে।

চতুর্থ উদাহরণ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হজের ইহ্রামধারী হাদী পাঠাতে সক্ষম না হলো ৭, ৮ ও ৯ তারিখে তিনটি রোজা ও পরে আরো সাতটি রোজা রাখবে। উক্ত তারিখে ৩ রোজা রাখতে না পারলে পরে তার কাযা আদায় করলে যথেষ্ট হবে না বরং তখন দম (কুরবানি) ওয়াজিব হবে। কারণ এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করার পর হযরত ওমর (রা.) বলেন– عَلَيْكَ الْهَدْىُ এতে লোকটি অক্ষমতা জানালে তিনি বললেন– سَلْ عِنْدَ قَوْمِكَ তোমার কওমের কাছে চাও। লোকটি তার কোনো কওম না থাকার কথা বললে তখন তিনি বললেন ছাগলের মূল্য পরিমাণ সদকা করে দাও। বুঝা গেল এ ক্ষেত্রে পরে রোজার কোনো অবকাশ নেই।

অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) রমজানের রোজার কাজা যেরূপ পরবর্তী রমজানের পরেও রাখা যায় তার উপর এটাকে কিয়াস করে বলেন পরে এর কাযা আদায় করে হালাল হয়ে যাবে। হানাফীগণের মতে এ কিয়াস সহীহ্ নয়। কারণ, এ ক্ষেত্রে নস বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ لِلْمُحْصَرِ الخ : অর্থাৎ শাফেয়ীগণের নিকট এমন مُحْصَرْ হাজীর জন্য এটা বৈধ, যে হাজী হজের দিনগুলোতে কুরবানি করার প্রতি সক্ষম হলো না। তখন সে مُتَمَتِّعْ-এর উপর কিয়াস করে হজের পূর্বে তিনদিন রোজা রাখবে এবং হজের পরে সাত দিন রোজা রাখবে এবং হালাল হয়ে যাবে। আর مُتَمَتِّعْ এবং مُحْصَرْ -এর একত্রিকরণের মধ্যে অক্ষমতা রয়েছে। আমরা বলব যে, مُتَمَتِّعْ-এর উপর مُحْصَرْ -এর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা مُحْصَرْ -এর জন্য পৃথক نَصّ বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো মুতলাক। আল্লাহর বাণী وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ

قَوْلُهُ وَالْمُتَمَتِّعُ اِذَا لَمْ يَجِدْ الخ : এমনিভাবে শাফেয়ীদের নিকট যদি হজ্জে তামাত্তু'কারী আইয়ামে তাশরীকে রোজা না রাখে তাহলে রমজানের কাজা রোজার উপর কিয়াস করে আইয়ামে তাশরীকের পরে রেখে নিবে। উভয়ের ক্ষেত্রে جَامِعْ তথা একত্রকারী বিষয়টি হচ্ছে– উভয়টি صَوْم مُوَقَّتْ তথা নির্দিষ্ট একটি সময়ের রোজা আর উভয়টিকেই স্বীয় নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা হয়নি। এই কিয়াস বৈধ নয়। কেননা فَرْع তথা تَمَتُّع -এর রোজার কাজা مَنْصُوْص এবং مُطْلَقْ যে যখন নির্দিষ্ট সময়ে রোজা রাখা হয়নি তখন পুনরায় কুরবানিই করতে হবে। রোজার কাজা আসবেনা। যেমনটি হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে। আর এ সকল ক্ষেত্রে اَلْاَثَرْ হলো اَلْخَبَرْ এর মতো, কারণ এগুলো سِمَاعْ -এর উপর নির্ভরশীল।

فَصْلٌ : اَلْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ هُوَ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ فِىْ غَيْرِ الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ عَلٰى مَعْنًى هُوَ عِلَّةٌ لِذٰلِكَ الْحُكْمِ فِى الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْرَفُ كَوْنُ الْمَعْنٰى عِلَّةً بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَّةِ وَبِالْاِجْمَاعِ وَبِالْاِجْتِهَادِ وَالْاِسْتِنْبَاطِ، فَمِثَالُ الْعِلَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالْكِتَابِ كَثْرَةُ الطَّوَافِ فَاِنَّهَا جُعِلَتْ عِلَّةً لِسُقُوْطِ الْحَرَجِ فِى الْاِسْتِيْذَانِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ اَسْقَطَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ نَجَاسَةِ سُؤْرِ الْهِرَّةِ بِحُكْمِ هٰذِهِ الْعِلَّةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ فَاِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ، فَقَاسَ اَصْحَابُنَا جَمِيْعَ مَا يَسْكُنُ فِى الْبُيُوْتِ كَالْفَارَةِ وَالْحَيَّةِ عَلَى الْهِرَّةِ بِعِلَّةِ الطَّوَافِ ـ

সরল অনুবাদ : অনুচ্ছেদ قِيَاسْ شَرْعِىْ প্রসঙ্গ : قِيَاسْ شَرْعِىْ এর সংজ্ঞা– যে বিষয়ে কোনো নস বিদ্যমান আছে উক্ত নসের হুকুমের ইল্লত নস বিহীন কোনো মাসআলায় প্রাপ্তি সাপেক্ষে তার উপর (একই) হুকুম প্রযোজ্য করা কে কিয়াসে শরয়ী' বলে।

مَعْنٰى তথা বিশেষ বিষয়টি ইল্লত হওয়ার পরিচয়টা জানা যাবে কিতাবুল্লাহ, সুন্নতে রাসূল ﷺ ইজমা, ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাতের মাধ্যমে।

কিতাবুল্লাহ দ্বারা ইল্লত পরিচিতির উদাহরণ : كَثْرَتِ طَوَافْ তথা বেশি আসা যাওয়া, (ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে) বাড়িতে প্রবেশের অনুমতির প্রার্থনার কষ্ট রহিত হওয়ার ব্যাপারে এটাকে ইল্লত সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী– لَيْسَ عَلَيْكُمْ ...... طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ (তোমাদের উপর কোনো দোষ নেই, কারণ তোমরা একে অন্যের সামনে বেশি বেশি যাতায়াত কারী। এরপর রাসূল ﷺ বিড়ালের নাপাক হওয়ার অসুবিধাকে বেশি বেশি যাতায়াতের ইল্লতের ভিত্তিতে রহিত করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন– বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়। কেননা, এরা বেশি মাত্রায় ঘোরাঘুরীকারী। আমাদের ওলামায়ে আহনাফ (র.) ঘরে বসবাসকারী সকল কীট পতঙ্গ যেমন ইঁদুর সাপ ইত্যাদিকে طَوَافْ (ঘোরাঘুরি)-এর ইল্লতের কারণে বিড়ালের উপর কিয়াস করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ অনুচ্ছেদ اَلْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ কিয়াসে শরয়ী هُوَ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ হুকুম প্রযোজ্য করা فِىْ غَيْرِ الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ عَلٰى مَعْنًى নস বিহীন কোনো মাসআলায় প্রাপ্তি সাপেক্ষে তার উপর هُوَ عِلَّةٌ لِذٰلِكَ الْحُكْمِ উক্ত নসের হুকুমের ইল্লত فِى الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ যে বিষয়ে কোনো নস বিদ্যমান আছে ثُمَّ يُعْرَفُ অতঃপর পরিচয় জানা যাবে كَوْنُ الْمَعْنٰى عِلَّةً বিশেষ বিষয়টি ইল্লত হওয়ার بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে وَبِالسُّنَّةِ সুন্নতে রাসূল ﷺ দ্বারা وَبِالْاِجْمَاعِ ইজমার মাধ্যমে وَبِالْاِجْتِهَادِ ইজতিহাদের মাধ্যমে وَالْاِسْتِنْبَاطِ ইস্তিম্বাতের মাধ্যমে فَمِثَالُ الْعِلَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ দ্বারা ইল্লত পরিচিতির উদাহরণ كَثْرَةُ الطَّوَافِ বেশি আসা যাওয়া فَاِنَّهَا جُعِلَتْ عِلَّةً এটাকে ইল্লত সাব্যস্ত করা হয়েছে لِسُقُوْطِ الْحَرَجِ কষ্ট রহিত হওয়ার ব্যাপারে فِى الْاِسْتِيْذَانِ প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনার فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى

আল্লাহর বাণী لَيْسَ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর নেই وَلَا عَلَيْهِمْ এবং তাদের উপর جُنَاحٌ কোনো দোষ بَعْدَهُنَّ এরপর ثُمَّ اَسْقَطَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ তোমরা একে অন্যের সামনে বেশি বেশি যাতায়াতকারী طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ এরপর রাসূল ﷺ রহিত করেছেন نَجَاسَةَ سُؤْرِ الْهِرَّةِ বিড়ালের নাপাক হওয়ার অসুবিধাকে بِحُكْمِ هٰذِهِ الْعِلَّةِ বেশি বেশি যাতায়াতের এ ইল্লতের ভিত্তিতে فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ তিনি ﷺ ইরশাদ করেছেন اَلْهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয় فَاِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ কেননা এরা বেশি মাত্রায় ঘোরাঘুরিকারী فَقَاسَ اَصْحَابُنَا ওলামায়ে আহনাফ কেয়াস করেছেন جَمِيْعَ مَا يَسْكُنُ فِى الْبُيُوْتِ ঘরে বসবাসকারী সকল কীটপতঙ্গ كَالْفَارَةِ وَالْحَيَّةِ যেমন ইঁদুর সাপ ইত্যাদিকে عَلَى الْهِرَّةِ বিড়ালের উপর بِعِلَّةِ الطَّوَافِ ঘুরাঘুরির ইল্লতের কারণে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْقِيَاسُ الشَّرْعِىُّ الخ : অর্থাৎ نَصْ -এর মধ্যে হুকুমের জন্য যেটাকে ইল্লত বর্ণনা করা হয় হুবহু ঐ ইল্লতই নসবিহীন কোনো বিষয়ের মধ্যে পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে তার উপর ঐ হুকুম প্রয়োগ করাকে কিয়াসে শরয়ী বলে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, কিয়াসের ভিত্তি হলো ইল্লতের উপর, যা মাকীস ও মাকীস আলাইহির মাঝে শরিক থাকে। ঐ ইল্লতের কারণেই হুকুম সাব্যস্ত হয় নসের কারণে নয়। এটা মাশায়িখে সমরকন্দ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) এর অভিমত। আর মাশায়িখে ইরাক এর মতে মূল নসের কারণেই হুকুম সাব্যস্ত হয় ইল্লতের কারণে নয়। মাকীস আলাইহির মধ্যে হুকুম আরোপের জন্যেই কেবল ইল্লত গঠিত। মুসান্নিফ (র.)-এর মতে প্রথম মতটিই অগ্রগণ্য। আর নস দ্বারা ফায়েদা হলো হুকুমের পরিচয় লাভ করা।

قَوْلُهُ لِسُقُوْطِ الْحَرَجِ فِى الْاِسْتِئْذَانِ : কেননা গোলাম বা ভৃত্যের উপর বাড়ির বিভিন্ন কাজ থাকে। প্রতিবার প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে কষ্টে নিপতিত করা হয়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তিন সময় ছাড়া বাকী সময়ে অনুমতি প্রার্থনা কে জরুরি সাব্যস্ত করেন নি। উক্ত সময় তিনটি হলো– (১) ফজরের নামাজের পূর্বে, (২) দুপুরে, ও (৩) ইশার নামাজের পরে। কারণ এ তিন সময় সাধারণত শরীর তুলনামূলক কম আবৃত থাকে। সারকথা এ আয়াতে এবং বিড়ালের ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীসে كَثْرَةُ طَوَافٍ (বেশি বেশি আসা-যাওয়া) কে ইল্লত সাব্যস্ত করে অনুমতি প্রার্থনা না করার এবং বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক না হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। ঠিক এটাকেই ইঁদুর, সাপ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ইল্লত ধরে তাদের উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

وَكَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ بَيَّنَ الشَّرْعُ اَنَّ الْاِفْطَارَ لِلْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ لِتَيْسِيْرِ الْاَمْرِ عَلَيْهِمْ لِيَتَمَكَّنُوْا مِنْ تَحْقِيْقِ مَا يَتَرَجَّحُ فِىْ نَظْرِهِمْ مِنَ الْاِتْيَانِ بِوَظِيْفَةِ الْوَقْتِ اَوْ تَاخِيْرِهِ اِلٰى اَيَّامٍ اُخَرَ -

সরল অনুবাদ : এভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী- يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ .... (আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতার ইচ্ছা করেন। তোমাদেরকে কষ্টে নিপতিত করতে চান না।) এর দ্বারা শরিয়তে এ মাসআলা বর্ণনা করেছে যে, রুগ্ণ ব্যক্তি ও মুসাফিরের রোজা না রাখার অনুমতি তাদের ব্যাপারটিকে সহজ করার জন্য দেওয়া হয়েছে। যাতে তাদের দৃষ্টিতে যা প্রাধান্যযোগ্য যথাসময়ে রোজার ফরজ আদায় করা বা অন্য দিনের প্রতি তাকে বিলম্বিত করার সুযোগ লাভ হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى এভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ আল্লাহ তোমাদের প্রতি সহজতার ইচ্ছা করেন وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ তোমাদেরকে কষ্টে নিপতিত করতে চাননা بَيَّنَ الشَّرْعُ শরিয়ত এর দ্বারা এ মাসআলা বর্ণনা করেছে যে, اَنَّ الْاِفْطَارَ রোজা না রাখার অনুমতি لِلْمَرِيْضِ রুগ্ণ ব্যক্তি وَالْمُسَافِرِ ও মুসাফিরের لِتَيْسِيْرِ الْاَمْرِ عَلَيْهِمْ তাদের ব্যাপারটিকে সহজ করার জন্য দেওয়া হয়েছে لِيَتَمَكَّنُوْا যাতে তাদের সুযোগ লাভ হয় مِنْ تَحْقِيْقِ مَا يَتَرَجَّحُ প্রাধান্যযোগ্য সময়ে فِىْ نَظْرِهِمْ তাদের দৃষ্টিতে مِنَ الْاِتْيَانِ আদায় করা بِوَظِيْفَةِ الْوَقْتِ যথাসময়ে রোজার ফরজ اَوْ تَاخِيْرِهِ اِلٰى اَيَّامٍ اُخَرَ বা অন্য দিনের প্রতি তাকে বিলম্বিত করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَيَّنَ الشَّرْعُ الخ : এটা عِلَّتْ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنَ الْكِتَابِ -এর দ্বিতীয় উপমা। যাতে পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, রুগ্ণ এবং মুসাফির ব্যক্তির সহজতার জন্য রমজানের রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে। এর উপর কিয়াস করে ইমাম আযম (র.) বলেন, মুসাফির যখন রমজানের দিবসে অন্য কোনো রোজার নিয়ত করে তবে তার সে নিয়ত বৈধ হবে। কিন্তু সাহেবাইনের নিকট এই নিয়ত বৈধ হবে না। কেননা যেভাবে রমজানের রোজা শহরে অবস্থানকারী হিসেবে মুকিমের উপর আবশ্যক হয়ে যায়। তদ্রূপ মুসাফিরের ক্ষেত্রে তা অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু শুধুমাত্র তার শান্তির জন্য সফরের অবস্থায় তাকে রোজা ভাঙ্গার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। যখন তিনি এই অনুমতি হতে উপকৃত হলেন না। তখন তা রহিত হয়ে আসলের দিকেই হুকুম ফিরে যাবে।

وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ الْمُسَافِرُ اِذَا نَوٰى فِىْ اَيَّامِ رَمَضَانَ وَاجِبًا اٰخَرَ يَقَعُ عَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ لِاَنَّهٗ لَمَّا ثَبَتَ لَهُ التَّرَخُّصُ بِمَا يَرْجِعُ اِلٰى مَصَالِحِ بَدَنِهٖ وَهُوَ الْاِفْطَارُ فَلِاَنْ يَّثْبُتَ لَهٗ ذٰلِكَ بِمَا يَرْجِعُ اِلٰى مَصَالِحِ دِيْنِهٖ وَهُوَ اِخْرَاجُ النَّفْسِ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ اَوْلٰى - وَمِثَالُ الْعِلَّةِ الْمَعْلُوْلَةِ بِالسُّنَّةِ فِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ قَائِمًا اَوْ قَاعِدًا اَوْ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا اِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَاِنَّهٗ اِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهٗ -

<u>সরল অনুবাদ :</u> আর (রুখসত স্বরূপ রোগীও মুসাফির থেকে রোজা রহিত হয়ে যায়) এ কথার উপর ভিত্তি করে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন– কোনো মুসাফির যদি রমজান মাসে অন্য কোনো ওয়াজিব রোজার নিয়ত করে তাহলে তা দ্বারা উক্ত ওয়াজিবই আদায় হবে। কেননা যখন বান্দার শারীরিক মঙ্গলের লক্ষ্যে তার জন্য রুখসত (সাময়িক অব্যাহতি) অর্থাৎ ইফতার এর সুযোগ লাভ হয়েছে। সুতরাং যা দ্বারা তার জন্য ধর্মীয় মঙ্গল তথা ওয়াজিব দায়িত্ব হতে মুক্তি লাভ হয় তা আরো উত্তমরূপে সাব্যস্ত হওয়া উচিত।

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ইল্লতের উদাহরণ : রাসূল ﷺ-এর বাণী– لَيْسَ الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ ...... অর্থ– তার জন্য অজু দোহরানো জরুরি নয়, যে দাঁড়িয়ে, বসে বা রুকু সাজদারত অবস্থায় ঘুমায় বরং তার উপর অজু জরুরি যে শুয়ে ঘুমায়। কেননা যখন শুয়ে ঘুমায় তখন তার গ্রন্থীসমূহ ঢিলা হয়ে যায়। (ফলে বায়ু নির্গত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।)

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَبِاعْتِبَارِ هٰذَا الْمَعْنٰى আর এ কথার উপর ভিত্তি করে قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন اَلْمُسَافِرُ اِذَا نَوٰى মুসাফির যখন নিয়ত করে فِىْ اَيَّامِ رَمَضَانَ রমজান মাসে وَاجِبًا اٰخَرَ অন্য কোনো ওয়াজিব রোজার يَقَعُ عَنْ وَاجِبٍ اٰخَرَ তাহলে তা দ্বারা উক্ত ওয়াজিবই আদায় হবে لِاَنَّهٗ لَمَّا ثَبَتَ لَهُ কেননা যখন তার জন্য সুযোগ লাভ হয়েছে التَّرَخُّصُ সাময়িক অব্যাহতি بِمَا يَرْجِعُ اِلٰى مَصَالِحِ بَدَنِهٖ বান্দার শারীরিক মঙ্গলের লক্ষ্যে وَهُوَ الْاِفْطَارُ আর তা হলো ইফতার فَلِاَنْ يَّثْبُتَ لَهٗ ذٰلِكَ সুতরাং তার জন্য সাব্যস্ত হওয়া উচিত بِمَا يَرْجِعُ اِلٰى مَصَالِحِ دِيْنِهٖ যা তার জন্য ধর্মীয় মঙ্গল وَهُوَ اِخْرَاجُ النَّفْسِ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ আর তা হলো ওয়াজিব দায়িত্ব হতে মুক্তি লাভ করা اَوْلٰى আরো উত্তম وَمِثَالُ الْعِلَّةِ الْمَعْلُوْلَةِ بِالسُّنَّةِ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ইল্লতের উদাহরণ فِىْ قَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ -এর বাণী لَيْسَ الْوُضُوْءُ তার অজু দোহরানো জরুরি নয় عَلٰى مَنْ نَامَ যে ঘুমায় قَائِمًا দাঁড়িয়ে اَوْ قَاعِدًا অথবা বসে اَوْ رَاكِعًا অথবা রুকূ' অবস্থায় اَوْ سَاجِدًا অথবা সেজদার অবস্থায় اِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلٰى বরং তার উপর অজু জরুরি مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا যে শুয়ে ঘুমায় فَاِنَّهٗ اِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا কেননা যখন যে শুয়ে ঘুমায় اِسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهٗ তখন তার গ্রন্থীসমূহ ঢিলা হয়ে যায়।

جَعَلَ اِسْتِرْخَاءَ الْمَفَاصِلِ عِلَّةً فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ اِلَى النَّوْمِ مُسْتَنِدًا اَوْ مُتَّكِئًا اِلَى شَيْءٍ لَوْ اُزِيْلَ عَنْهُ لَسَقَطَ وَكَذٰلِكَ يَتَعَدَّى الْحُكْمُ بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ اِلَى الْاِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ . وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّئِيْ وَصَلِّيْ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ قَطْرًا فَاِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ اِنْفَجَرَ جَعَلَ اِنْفِجَارَ الدَّمِ عِلَّةً فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ اِلَى الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ .

সরল অনুবাদ : এ হাদীসে অজু নষ্ট হওয়ার ইল্লত বর্ণনা করা হয়েছে– اِسْتِرْخَاءُ مَفَاصِلِ তথা শরীরের গ্রন্থিসমূহ ঢিলা হওয়াকে। সুতরাং বালিশে বা কোনো বস্তুর সাথে হেলান দিয়ে কেউ যদি এমনভাবে ঘুমায় যে, তা সরিয়ে ফেললে নিশ্চিত সে পড়ে যাবে তাহলে তার অজু বিনষ্ট হওয়ার প্রতি একই ইল্লতের ভিত্তিতে অজু নষ্টের হুকুম আরোপ করা হবে। এভাবে এ ইল্লতের দ্বারা বেহুঁশ ও মাতালের উপরও এ হুকুম প্রয়োগ করা হবে।

হাদীসের দ্বারা ইল্লত পরিচিতির উদাহরণ : এভাবে রাসূল ﷺ -এর বাণী– অজু কর ও নামাজ পড় যদিও বিছানায় রক্ত ঝরে। কেননা ওটা শিরাবাহিত রক্ত। নবী করীম ﷺ এতে রক্ত প্রবাহিত হওয়াকে ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন। অতএব ঐ ইল্লত দ্বারা শিঙ্গা লাগানো এবং ক্ষৌরকার্যের উপর হুকুম আরোপিত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : جَعَلَ বর্ণনা করা হয়েছে اِسْتِرْخَاءَ الْمَفَاصِلِ গ্রন্থিসমূহ ঢিলা হওয়াকে عِلَّةً ইল্লত فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ সুতরাং একই ইল্লতের ভিত্তিতে অজু নষ্টের হুকুম আরোপ করা হবে اِلَى النَّوْمِ مُسْتَنِدًا কেউ যদি হেলান দিয়ে ঘুমায় اَوْ مُتَّكِئًا اِلَى شَيْءٍ অথবা এমন কোনো জিনিসের দিকে টেক লাগিয়ে لَوْ اُزِيْلَ عَنْهُ যদি তা সরিয়ে ফেলে لَسَقَطَ তবে নিশ্চিত সে পড়ে যাবে وَكَذٰلِكَ يَتَعَدَّى الْحُكْمُ এভাবে প্রয়োগ করা হবে بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ এ ইল্লতের দ্বারা اِلَى الْاِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ বেহুঁশ ও মাতালের উপর وَكَذٰلِكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ এভাবে রাসূল ﷺ -এর বাণী تَوَضَّئِيْ وَصَلِّيْ তুমি অজু কর ও নামাজ পড় وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ قَطْرًا যদিও বিছানায় রক্ত ঝরে فَاِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ اِنْفَجَرَ কেননা এটা শিরাবাহিত রক্ত جَعَلَ اِنْفِجَارَ الدَّمِ عِلَّةً নবী করীম ﷺ এতে রক্ত প্রবাহিত হওয়াকে ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন فَتَعَدَّى الْحُكْمُ بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ অতএব ঐ ইল্লত দ্বারা হুকুম আরোপিত হবে اِلَى الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ শিঙ্গা লাগানো ও ক্ষৌরকার্যের উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ جَعَلَ اِسْتِرْخَاءَ الْمَفَاصِلِ الخ : এই হাদীসে রাসূল ﷺ জোড়া সমূহের ঢিলা হয়ে যাওয়াকে অজু ভাঙ্গার ইল্লত স্বীকৃতি দিয়েছেন। কাজেই এই ইল্লতের কারণে এই হুকুম اِسْتِنَادٌ এবং اِتِّكَاءٌ -এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

اِسْتِنَادٌ বলা হয় এমন ভাবে ঘুমানোকে যে, স্বীয় বাহুদ্বয়ের উপর রেখে কিংবা উভয় হাতের উপর রেখে কিংবা এক পার্শ্বের উপর ঘুমানো যাতে নিতম্ব জমিন হতে পৃথক থাকে, আর اِتِّكَاءٌ -এর অর্থ হচ্ছে– কোনো জিনিসের উপর টেক লাগিয়ে শয়ন করা যদি ঐ জিনিসটাকে সরিয়ে ফেলা হয় তবে নিদ্রিত ব্যক্তি পড়ে যাবে। সুতরাং যেভাবে পার্শ্ব হেলান দিয়ে বা চিত হয়ে শয়ন করলে জোড়াগুলো ঢিলা হয়ে যায় অনুরূপভাবে উল্লেখিত উভয় সুরতে শয়ন করলেও ঢিলা হয়ে যায়। তাই সেখানে যেভাবে অজু ভেঙ্গে যাবে অনুরূপভাবে এখানেও অজু ভেঙ্গে যাবে। ঐ দুই সুরতে অজু ভঙ্গের ইল্লত সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ .... اِلَى الْاِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ : কেননা বেহুঁশি ও মাতলামি অবস্থায়ও মানুষের শরীরের গ্রন্থি ঢিলা হয়ে যায়। শরীর অসাড় হয়ে যায়। ফলে বায়ু নির্গত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে। এ কারণে এ অবস্থার উপরই অজু নষ্টের হুকুম আরোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ جَعَلَ اِنْفِجَارَ الدَّمِ الخ : অর্থাৎ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত ইল্লতের উদাহরণ যেমন– রাসূল ﷺ এ হাদীসে রক্ত প্রবাহিত হওয়াকে অজু ভঙ্গের ইল্লত সাব্যস্ত করেছেন। অতএব শিঙ্গা লাগানো ও ক্ষৌরকার্য করতে গিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলে সেখানেও

وَمِثَالُ الْعِلَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالْاِجْمَاعِ فِيْمَا قُلْنَا الصِّغَرُ عِلَّةٌ لِوِلَايَةِ الْاَبِ فِىْ حَقِّ الصَّغِيْرِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ فِىْ حَقِّ الصَّغِيْرَةِ لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ وَالْبُلُوْغُ عَنْ عَقْلٍ عِلَّةٌ لِزَوَالِ وِلَايَةِ الْاَبِ فِىْ حَقِّ الْغُلَامِ فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ اِلَى الْجَارِيَةِ بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ وَانْفِجَارُ الدَّمِ عِلَّةٌ لِانْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ فِىْ حَقِّ الْمُسْتَحَاضَةِ فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ اِلٰى غَيْرِهَا لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ ـ

সরল অনুবাদ : ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত ইল্লতের উদাহরণ : যেমন আমরা বলে থাকি– নাবালেগের ক্ষেত্রে صِغَرْ তথা নাবালেগ হওয়া হলো পিতার অভিভাবকত্বের ইল্লত। সুতরাং এ ইল্লত প্রাপ্তির কারণে নাবালেগা বালিকার ক্ষেত্রেও একই হুকুম সাব্যস্ত হবে। আর ছেলের ক্ষেত্রে সুস্থ মস্তিষ্কের সাথে সাথে বালেগ হওয়া তার উপর পিতার অভিভাবকত্ব দূরীভূত হওয়ার ইল্লত। সুতরাং এ ইল্লত প্রাপ্তির কারণে নাবালিকার ক্ষেত্রে একই হুকুম সাব্যস্ত হবে এবং জ্ঞানের সাথে বালেগ হওয়া ছেলের ক্ষেত্রে পিতার অভিভাবকত্ব দূরীভূত হওয়ার কারণ বা ইল্লত। কাজেই এই বিধান ঐ ইল্লতের কারণে প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর ক্ষেত্রেও আরোপিত হবে। মুস্তাহাযা মহিলার ক্ষেত্রে রক্ত প্রবাহিত হওয়া অজু ভঙ্গের ইল্লত। সুতরাং অন্যের মধ্যেও এ ইল্লত বিদ্যমান থাকলে এ হুকুম আরোপিত হবে।

ফায়েদা : ইল্লতের সংজ্ঞা : ইল্লত হুকুমের এমন مُعَرِّفْ (পরিচায়ক বস্তু) কে বলে যার উপর মা'লূলের অস্তিত্ব মওকূফ থাকে, প্রকৃত পক্ষে ইল্লতে মুওয়াসসির (হুকুম সাব্যস্তকারী) নয় বরং আল্লাহ তা'আলাই মুওয়াস্‌সির।

ইল্লত ও আলামতের মধ্যে পার্থক্য : আলামতের উপর হুকুমের অস্তিত্ব মওকূফ থাকে না। কিন্তু ইল্লতের উপর হুকুম মওকূফ থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثَالُ الْعِلَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالْاِجْمَاعِ ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত ইল্লতের উদাহরণ فِيْمَا قُلْنَا যেমন আমরা বলে থাকি الصِّغَرُ عِلَّةٌ নাবালেগ হওয়া ইল্লত لِوِلَايَةِ الْاَبِ পিতার অভিভাবকত্বের فِىْ حَقِّ الصَّغِيْرِ নাবালেগের ক্ষেত্রে فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ সুতরাং একই হুকুম সাব্যস্ত হবে فِىْ حَقِّ الصَّغِيْرَةِ নাবালিকার ক্ষেত্রে لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ ইল্লত প্রাপ্তির কারণে وَالْبُلُوْغُ عَنْ عَقْلٍ عِلَّةٌ আর জ্ঞানের সাথে বালেগ হওয়া ইল্লত لِزَوَالِ وِلَايَةِ الْاَبِ পিতার অভিভাবকত্ব দূরীভূত হওয়ার فِىْ حَقِّ الْغُلَامِ ছেলের ক্ষেত্রে فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ কাজেই এই বিধান আরোপিত হবে اِلَى الْجَارِيَةِ প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর ক্ষেত্রেও بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ এই ইল্লতের কারণে وَانْفِجَارُ الدَّمِ আর রক্ত প্রবাহিত হওয়া عِلَّةٌ لِانْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ অজু ভঙ্গের ইল্লত فِىْ حَقِّ الْمُسْتَحَاضَةِ মুস্তাহাযাহ মহিলার ক্ষেত্রে فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ সুতরাং এ হুকুম আরোপিত হবে اِلٰى غَيْرِهَا অন্যের মধ্যেও لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ এ ইল্লত বিদ্যমান থাকলে।

ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ نَقُوْلُ اَلْقِيَاسُ عَلٰى نَوْعَيْنِ اَحَدُهُمَا اَنْ يَّكُوْنَ الْحُكْمُ الْمُعَدّٰى مِنْ نَوْعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ فِى الْاَصْلِ وَالثَّانِىْ اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ جِنْسِهٖ ـ مِثَالُ الْاِتِّحَادِ فِى النَّوْعِ مَا قُلْنَا اِنَّ الصِّغَرَ عِلَّةٌ لِوَلَايَةِ الْاِنْكَاحِ فِىْ حَقِّ الْغُلَامِ فَيَثْبُتُ وَلَايَةُ الْاِنْكَاحِ فِىْ حَقِّ الْجَارِيَةِ لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ فِيْهَا وَبِهٖ ثَبَتَ الْحُكْمُ فِى الثَّيِّبِ الصَّغِيْرَةِ وَكَذٰلِكَ قُلْنَا اَلطَّوَافُ عِلَّةُ سُقُوْطِ نَجَاسَةِ السُّؤْرِ فِىْ سُؤْرِ الْهِرَّةِ فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ اِلٰى سُؤْرِ سَوَاكِنِ الْبُيُوْتِ لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ وَبُلُوْغُ الْغُلَامِ عَنْ عَقْلٍ عِلَّةُ زَوَالِ وَلَايَةِ الْاِنْكَاحِ فَيَزُوْلُ الْوَلَايَةُ عَنِ الْجَارِيَةِ بِحُكْمِ هٰذِهِ الْعِلَّةِ ـ

অনুবাদ : (অন্যত্র হুকুম আরোপিত হওয়ার দিক দিয়ে কিয়াসের প্রকারভেদ) : অতঃপর এ আলোচনা চলার পর আমরা বলব যে, কিয়াস দু'প্রকার। (১) فَرْع -এর প্রতি ধাবিত হুকুমটা আসলের ভেতর সাব্যস্ত হুকুমের একই نَوْع বা শ্রেণীগত হবে। (২) অথবা একই জাতীয় বা জিনসের হবে। একই نَوْع বা শ্রেণীগত হওয়ার উদাহরণ– (ক) যেমন আমরা হানাফীগণ বলে থাকি যে, নাবালেগ ছেলেকে বিবাহ করানোর অধিকার পিতার আছে। সুতরাং নাবালেগ মেয়ের মধ্যে ঐ ইল্লত পাওয়া যাওয়ার কারণে তাকে বিবাহ দেওয়ার অধিকারও তার থাকবে। এর দ্বারা ثَيِّبَهْ صَغِيْرَهْ (কুমারিত্বহীন নাবালিকা মেয়ের)-এর হুকুম ও সাব্যস্ত হয়। (খ) এরূপে আমরা বলে থাকি-বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক না হওয়ার ইল্লত হলো طَوَاف (বেশি বেশি ঘোরাফেরা)। অতএব ঘরে বাসকারী কীটপতঙ্গের উচ্ছিষ্টের প্রতি এই ইল্লত পাওয়া যাওয়ার কারণে উক্ত হুকুম ধাবিত হবে। (গ) ছেলে সাবালক ও সুবোধ হওয়া তার উপর পিতার অভিভাকত্বের অধিকার দূরীভূত হওয়ার ইল্লত। অতএব সাবালিকা মেয়ের ক্ষেত্রেও একই ইল্লতে পিতার অধিকার খর্ব হয়ে যাবে। (উপরোক্ত তিনটি উদাহরণেই মাকীস ও মাকীস আলাইহির ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন তবে হুকুমের نَوْع বা শ্রেণী একই।)

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ بَعْدَ ذَالِكَ نَقُوْلُ এরপর আমরা বলব اَلْقِيَاسُ عَلٰى نَوْعَيْنِ কিয়াস দু'প্রকার اَحَدُهُمَا একটি হলো اَنْ يَّكُوْنَ حُكْمُ الْمُعَدّٰى ফরা'-এর প্রতি ধাবিত হুকুমটা হবে فِى الْاَصْلِ مِنْ نَوْعِ الْحُكْمِ الثَّابِتِ আসলের ভিতর সাব্যস্ত হুকুমের একই শ্রেণীগত وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয়টি اَنْ يَّكُوْنَ مِنْ جِنْسِهٖ একই জাতীয় বা জিনসের হবে مِثَالُ الْاِتِّحَادِ فِى النَّوْعِ একই শ্রেণীগত হওয়ার উদাহরণ مَا قُلْنَا যেমন আমরা হানাফীগণ বলে থাকি اِنَّ الصِّغَرَ عِلَّةٌ নাবালেগ হওয়া ইল্লত لِوَلَايَةِ الْاِنْكَاحِ বিবাহ করানোর অধিকার فِىْ حَقِّ الْغُلَامِ নাবালেগ ছেলের ক্ষেত্রে فَيَثْبُتُ وَلَايَةُ الْاِنْكَاحِ সুতরাং বিবাহ করানোর অধিকার থাকবে فِىْ حَقِّ الْجَارِيَةِ নাবালেগা মেয়ের মধ্যে لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ فِيْهَا ঐ ইল্লত পাওয়া যাওয়ার কারণে وَبِهٖ ثَبَتَ الْحُكْمُ এর দ্বারা হুকুমও সাব্যস্ত হয় فِى الثَّيِّبِ الصَّغِيْرَةِ কুমারিত্বহীন নাবালিকা মেয়ের وَكَذَالِكَ قُلْنَا এরূপে আমরা বলে থাকি اَلطَّوَافُ عِلَّةٌ বেশি বেশি ঘোরাফেরা করা ইল্লত سُقُوْطُ نَجَاسَةِ السُّؤْرِ উচ্ছিষ্ট নাপাক না হওয়ার فِىْ سُؤْرِ الْهِرَّةِ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট فَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ কাজেই হুকুম ধাবিত হবে اِلٰى سُؤْرِ سَوَاكِنِ الْبُيُوْتِ ঘরে বসবাসকারী কীট পতঙ্গের উচ্ছিষ্টের প্রতি لِوُجُوْدِ الْعِلَّةِ এই ইল্লত পাওয়া যাওয়ার কারণে وَبُلُوْغُ الْغُلَامِ عَنْ عَقْلٍ আর ছেলে সাবালক ও

সুবোধ হওয়া عِلَّةٌ ইল্লত زَوَالُ وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ তার উপর পিতার বিবাহের অভিভাবকত্বের অধিকার দূরীভূত হওয়ার فَيَزُوْلُ بِحُكْمِ هٰذِهِ الْعِلَّةِ الْوِلَايَةُ অতএব অবিভাবকত্বের অধিকার দূরীভূত হয়ে যাবে عَنِ الْجَارِيَةِ সাবলিকা মেয়ের ক্ষেত্রেও একই ইল্লত হওয়ায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ الخ : কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা জ্ঞাত তিন প্রকার ইল্লত বর্ণনা করার পর বর্ণনা করছেন যে, فَرْع এর হুকুম হয়তো আসলের হুকুমের نَوْع দ্বারা হয় অথবা جِنْس দ্বারা হয়। অথচ এখানে জায়গা এটাই ছিল যে, ঐ ইল্লত বর্ণনা করবে যা ইজতেহাদ ও ইস্তেম্বাত দ্বারা জানা যায়। কিন্তু এই বর্ণনার কারণ হচ্ছে– ইল্লতের তৃতীয় প্রকারের উদাহরণে যে মাসআলা এসেছে তা إِتِّحَادٌ فِى النَّوْعِ-এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই কথার ধারাকে এদিক ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

قَوْلُهُ مِنْ نَوْعِ الْحُكْمِ الخ : إِتِّحَادٌ فِى النَّوْعِ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– فَرْع -এর হুকুম হুবহু আসলের অনুরূপ হওয়া। তবে মহলের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন হয়ে যায়। যথা পিতার জন্য ছেলে-মেয়ে উভয়ের উপর বিবাহের অভিভাবকত্ব অর্জিত হয়। অনুরূপ ভাবে বিড়ালের ঝুটা এবং ঘরে অবস্থানকারী প্রাণীর ঝুটা উভয়ের ঝুটা পবিত্র। তদ্রূপ পিতার জন্য ছেলে মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর উভয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব দূর হয়ে যায়। উল্লেখিত তিনটি মাসআলায় আসলের হুকুম হুবহু فَرْع -এর হুকুম। যথা ছোট ছেলের উপর পিতার জন্য বিবাহের অভিভাবকত্ব হলো আসল। আর ছোট মেয়ের ক্ষেত্রে এটা فَرْع কাজেই ছেলে ও মেয়ে হওয়ার কারণে মহলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এর উপরে বাকি উদাহরণগুলো কিয়াস করে নাও।

قَوْلُهُ فِى الثَّيِّبِ الصَّغِيْرَةِ الخ : জেনে রাখ যে, ছোট ছেলে এবং মেয়েকে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার স্বাধীনতাকে শরিয়তের পরিভাষায় وِلَايَةُ إِجْبَار বলা হয়, আর পিতার জন্য অপ্রাপ্ত ছেলের ক্ষেত্রে এটা সর্ব সম্মতিক্রমে বৈধ। তবে অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর নিকট যেহেতু وِلَايَتْ-এর ইল্লত بَكَارَتْ বা কুমারিত্ব তাই ثَيِّبَة তথা যার কুমারিত্ব শেষ হয়ে গেছে চাই সে প্রাপ্ত বয়স্কা হোক বা অপ্রাপ্তা তার জন্য وِلَايَتْ إِجْبَارْ নেই।

ইমাম আযম (র.)-এর নিকট وِلَايَتْ إِجْبَارْ এর ইল্লত হলো অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। এ কারণেই অপ্রাপ্ত বয়স্কা চাই بَاكِرَةٌ হোক বা ثَيِّبَةٌ তার জন্য পিতার وِلَايَتْ إِجْبَارْ থাকবে। আর প্রাপ্ত বয়স্কার ক্ষেত্রে বাকেরা হলেও وِلَايَتْ إِجْبَارْ থাকবে না। সুতরাং وِلَايَتْ إِجْبَار এর এই ইল্লত যেভাবে غُلَامٌ -এর মধ্যে পাওয়া যায় অনুরূপভাবে جَارِيَةٌ -এর মধ্যেও পাওয়া যায়। আর উভয়টি مُتَّحِدْ فِى النَّوْعِ

وَمِثَالُ الْاِتِّحَادِ فِى الْجِنْسِ مَا يُقَالُ كَثْرَةُ الطَّوَافِ عِلَّةُ سُقُوطِ حَرَجِ الْاِسْتِيْذَانِ فِى حَقِّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُنَا فَيَسْقُطُ حَرَجُ نَجَاسَةِ السُّوْرِ بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ فَاِنَّ هٰذَا الْحَرَجَ مِنْ جِنْسِ ذٰلِكَ الْحَرَجِ لَا مِنْ نَوْعِهٖ ـ وَكَذٰلِكَ الصِّغَرُ عِلَّةُ وَلَايَةِ التَّصَرُّفِ لِلْاَبِ فِى الْمَالِ فَيَثْبُتُ وَلَايَةُ التَّصَرُّفِ فِى النَّفْسِ بِحُكْمِ هٰذِهِ الْعِلَّةِ، وَاِنَّ بُلُوْغَ الْجَارِيَةِ عَنْ عَقْلٍ عِلَّةُ زَوَالِ وَلَايَةِ الْاَبِ فِىْ حَقِّ الْمَالِ فَيَزُوْلُ وَلَايَتُهٗ فِىْ حَقِّ النَّفْسِ بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ ـ

অনুবাদ : ২. জিনস বা জাতি এক হওয়ার উদাহরণ– ক. যেমন বলা হয়ে থাকে গোলাম, বাঁদীর অনুমতি চাওয়ার অসুবিধা রহিত হওয়ার ইল্লত হলো كَثْرَتْ طَوَافْ (অধিক ঘোরাফেরা), সুতরাং বিড়াল ইত্যাদির উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে সৃষ্ট অসুবিধা রহিত হবে এ ইল্লতের দ্বারাই। কেননা উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা তা অনুমতি চাওয়ার অসুবিধার সমজাতীয় তথা এক জিনসের। (এক نَوْع বা শ্রেণী এর নয়।)
খ. এভাবে নাবালক হওয়া সন্তানের মালে পিতার অধিকার চর্চার ক্ষমতা থাকার ইল্লত। অতএব তার সত্তার ব্যাপারে অধিকার চর্চার ক্ষমতা সাব্যস্ত হবে এ ইল্লতের দ্বারাই।
গ. এভাবে মেয়ে সাবালিকা ও বুঝ সম্পন্ন হওয়া তার মালে পিতার হস্তক্ষেপের অধিকার খর্ব হওয়ার ইল্লত। অতএব তার সত্তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার এ ইল্লত দ্বারা খর্ব হবে।
(উপরোক্ত তিনটি উদাহরণে মাকীস ও মাকীস আলাইহি ভিন্ন ভিন্ন জিনসের। কিন্তু হুকুম (অসুবিধা দূর করা ও অধিকার চর্চা) উভয়টিতে এক।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمِثَالُ الْاِتِّحَادِ فِى الْجِنْسِ আর জাতি এক হওয়ার উদাহরণ مَا يُقَالُ যেমন বলা হয়ে থাকে كَثْرَةُ الطَّوَافِ অধিক ঘোরাফেরা করা عِلَّةُ ইল্লত سُقُوطِ حَرَجِ الْاِسْتِيْذَانِ অনুমতি পাওয়ার অসুবিধা রহিত হওয়ার عَلٰى حَقِّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُنَا গোলাম বাদীর ক্ষেত্রে فَيَسْقُطُ সুতরাং রহিত হবে حَرَجُ نَجَاسَةِ السُّوْرِ বিড়াল ইত্যাদির উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়ার ক্ষেত্রে بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ এ ইল্লতের দ্বারা فَاِنَّ هٰذَا الْحَرَجَ কেননা উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা مِنْ جِنْسِ ذَالِكَ الْحَرَجِ তা অনুমতি চাওয়ার অসুবিধার সমজাতীয় তথা এক জিনসের لَامِنْ نَوْعِهٖ এক শ্রেণীর নয় وَكَذَالِكَ الصِّغَرُ এভাবে নাবালক হওয়া عِلَّةُ وَلَايَةِ التَّصَرُّفِ لِلْاَبِ পিতার অধিকার চর্চার ক্ষমতা থাকার ইল্লত فِىْ حَقِّ الْمَالِ সন্তানের মালে فَيَثْبُتُ وَلَايَةُ التَّصَرُّفِ অতএব অধিকার চর্চার ক্ষমতা সাব্যস্ত হবে فِى النَّفْسِ সত্তার ব্যাপারে بِحُكْمِ هٰذِهِ الْعِلَّةِ এ ইল্লতের দ্বারাই وَاِنَّ بُلُوْغَ الْجَارِيَةِ عَنْ عَقْلٍ এভাবে মেয়ে সাবালিকা ও বুঝ সম্পন্ন হওয়া عِلَّةُ زَوَالِ وَلَايَةِ الْاَبِ পিতার হস্তক্ষেপের অধিকার খর্ব হওয়ার ইল্লত فِىْ حَقِّ الْمَالِ তার মালে فَيَزُوْلُ وَلَايَتُهٗ অতএব হস্তক্ষেপের অধিকার খর্ব হবে فِىْ حَقِّ النَّفْسِ তার সত্তার ব্যাপারে بِهٰذِهِ الْعِلَّةِ এই ইল্লত দ্বারা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْاِتِّحَادُ فِى الْجِنْسِ الخ : জিনসের মধ্যে مُتَّحِدْ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুটি হুকুম। যথা– এক. وَصْف এর মধ্যে অংশীদার হবে এবং অন্য وَصْف-এর মধ্যে বিভিন্ন হবে। আর جِنْس যে পরিমাণ নিকটবর্তী হয় কিয়াস সে পরিমাণই শক্তিশালী হয়। যথা– নফসের অভিভাবকত্ব এবং মালের অভিভাকত্ব। এই উভয়টি نَفْس وَلَايَتْ-এর মধ্যে مُشْتَرَكْ যা جِنْس-এর স্থানে। কাজেই كَثْرَتْ طَوَافْ তথা অধিক আগমন-এর ইল্লতের কারণে مَمْلُوْكَهْ غُلَامْ থেকে বার বার অনুমতি নেওয়ার বিধান রহিত করে দেওয়া হয়েছে। আর এই ইল্লতের মাধ্যমেই বিড়ালের ঝুটা নাপাক হওয়ার বিধান রহিত করা হয়েছে। আর এই উভয় হুকুম হরজের ক্ষেত্রে মুশতারিক। অর্থাৎ অনুমতির হরজ এবং নাজাসাতের হরজ। একস্থানে বার বার অনুমতি নেওয়ার কষ্ট আর অন্যত্র নাপাক হয়ে যাওয়ার কষ্ট। কাজেই এই উভয়টি حُكْمِ جِنْس-এর ক্ষেত্রে একই রকম। আর نَوْع-এর ক্ষেত্রে ভিন্নতর। এমনিভাবে تَصَرُّفْ فِى النَّفْسِ وَتَصَرُّفْ فِى الْمَالِ لِلْاَبِ عَلٰى وَلَدِهِ الصَّغِيْرِ আর এই

ثُمَّ لَابُدَّ فِىْ هٰذَا النَّوْعِ مِنَ الْقِيَاسِ مِنْ تَجْنِيْسِ الْعِلَّةِ بِاَنْ نَقُوْلَ اِنَّمَا يَثْبُتُ وَلَايَةُ الْاَبِ فِىْ مَالِ الصَّغِيْرَةِ لِاَنَّهَا عَاجِزَةٌ عَنِ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهَا فَاَثْبَتَ الشَّرْعُ وَلَايَةَ الْاَبِ كَيْلَا يَتَعَطَّلَ مَصَالِحُهَا الْمُتَعَلِّقَةُ بِذٰلِكَ وَقَدْ عَجَزَتْ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ فِىْ نَفْسِهَا فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِوَلَايَةِ الْاَبِ عَلَيْهَا وَعَلٰى هٰذَا نَظَائِرُهٗ ـ

অনুবাদ : অতঃপর কিয়াসের এ প্রকারের মধ্যে تَجْنِيْسِ عِلَّتْ (মাকীসটা ইল্লতের জিনসের হওয়া) আবশ্যক। তা এভাবে যে, আমরা বলব নাবালিকার মালে পিতার অভিভাবকত্ব (বেলায়াত) এ জন্য সাব্যস্ত হয় যে, সে নিজের ব্যাপারে অধিকার চর্চা করতে অপারগ। এ কারণে শরিয়ত পিতার অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করেছে যাতে তার মাল সংশ্লিষ্ট কল্যাণ হাতছাড়া না হয়। সে নিজ সত্তার ক্ষেত্রেও যেহেতু অধিকার চর্চা করতে অক্ষম এ কারণে তার সত্তার ব্যাপারে পিতার অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হওয়ার প্রবক্তা হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ لَابُدَّ অতঃপর আবশ্যক فِىْ هٰذَا النَّوْعِ مِنَ الْقِيَاسِ কিয়াসের এ প্রকারের মধ্যে مِنْ تَجْنِيْسِ الْعِلَّةِ মাকীসটা ইল্লতের জিনস হওয়া بِاَنْ نَقُوْلَ তা এভাবে যে, আমরা বলব وَلَايَةُ الْاَبِ পিতার অভিভাবকত্ব فِىْ مَالِ الصَّغِيْرَةِ নাবালিকার মালে لِاَنَّهَا عَاجِزَةٌ এজন্য যে, সে অপারগ عَنِ التَّصَرُّفِ অধিকার চর্চা করতে بِنَفْسِهَا নিজের ব্যাপারে فَاَثْبَتَ الشَّرْعُ এ কারণে শরিয়ত সাব্যস্ত করেছে وَلَايَةَ الْاَبِ পিতার অভিভাবকত্ব كَيْلَا يَتَعَطَّلَ যাতে হাত ছাড়া না হয় مَصَالِحُهَا তার কল্যাণ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذٰلِكَ মাল সংশ্লিষ্ট وَقَدْ عَجَزَتْ আর সে অক্ষম عَنِ التَّصَرُّفَاتِ অধিকার চর্চা করতে فَوَجَبَ الْقَوْلُ এ কারণে প্রবক্তা হওয়া আবশ্যক হয়ে যায় بِوَلَايَةِ الْاَبِ পিতার অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হওয়ার عَلَيْهَا তার নিজ সত্তার ব্যাপারে وَعَلٰى هٰذَا نَظَائِرُهٗ আর এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ تَجْنِيْسُ الْعِلَّةِ الخ : অর্থাৎ ইল্লত হলো جِنْس عَامّ যা مَنْصُوْص এবং غَيْر مَنْصُوْص উভয়কেই শামিল করে, যাতে করে مَنْصُوْص -এর হুকুম غَيْر مَنْصُوْص -এর মধ্যে আমল করতে পারে। যা গ্রন্থকারের প্রদত্ত উদাহরণ দ্বারা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ যেভাবে عِجْز عَنِ التَّصَرُّف অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলের মধ্যে রয়েছে অনুরূপভাবে অপ্রাপ্তা বয়স্কা মেয়ের মধ্যেও রয়েছে এবং যেভাবে উভয়ের মালের মধ্যে রয়েছে, অনুরূপভাবে নফসের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণে পিতা অপ্রাপ্তা বয়স্কা নারীর মাল ও নফস উভয়ের ক্ষেত্রে তাসাররুফ করার অধিকারী হবে।

وَحُكْمُ الْقِيَاسِ الْاَوَّلِ اَنْ لَّا يَبْطُلَ بِالْفَرْقِ لِاَنَّ الْاَصْلَ مَعَ الْفَرْعِ لَمَّا اِتَّحَدَ فِى الْعِلَّةِ وَجَبَ اِتِّحَادُهُمَا فِى الْحُكْمِ وَاِنِ افْتَرَقَا فِىْ غَيْرِ هٰذِهِ الْعِلَّةِ وَحُكْمُ الْقِيَاسِ الثَّانِىْ فَسَادُهٗ بِمُمَانَعَةِ التَّجْنِيْسِ وَالْفَرْقُ الْخَاصُّ هُوَ بَيَانُ اَنَّ تَاثِيْرَ الصِّغَرِ فِىْ وَلَايَةِ التَّصَرُّفِ فِى الْمَالِ فَوْقَ تَاثِيْرِهٖ فِىْ وَلَايَةِ التَّصَرُّفِ فِى النَّفْسِ ـ

অনুবাদ : প্রথম প্রকার কিয়াসের হুকুম : এর হুকুম এই যে, (মুতলাক) পার্থক্যের বর্ননার দ্বারা তা বাতিল হয় না। কেননা أَصْل ও فَرْع যখন ইল্লতের ক্ষেত্রে এক তখন হুকুমের ক্ষেত্রেও এক হওয়া আবশ্যক। যদিও অন্য ইল্লতের ক্ষেত্রে উভয়টি পৃথক পৃথক হয়।

দ্বিতীয় প্রকার কিয়াসের হুকুম : مُمَانَعَتْ تَجْنِيْس (এক জাতীয় না হওয়া) ও বিশেষ পার্থক্য দ্বারা হুকুম বিনষ্ট হয়ে যায়। আর তা এভাবে বর্ণনা করা (যেমন) মালের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব চর্চার নাবালিকার আছর (ক্রিয়া) নিজের ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব চর্চার তুলনায় নিম্নমানের। (সুতরাং একটাকে আরেকটার উপর কিয়াস করা সহীহ নয়।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَحُكْمُ الْقِيَاسِ الْاَوَّلِ আর প্রথম প্রকার কিয়াসের হুকুম এই যে اَنْ لَا يَبْطُلَ তা বাতিল হয় না بِالْفَرْقِ পার্থক্যের বর্ণনার দ্বারা لِاَنَّ الْاَصْلَ مَعَ الْفَرْعِ কেননা আসল ফরা'-এর সাথে لَمَّا اِتَّحَدَ فِى الْعِلَّةِ যখন ইল্লতের ক্ষেত্রে এক وَجَبَ اِتِّحَادُهُمَا فِى الْحُكْمِ তখন হুকুমের ক্ষেত্রেও এক হওয়া আবশ্যক وَاِنِ افْتَرَقَا যদিও উভয়টি পৃথক পৃথক হয় فِىْ غَيْرِ هٰذِهِ الْعِلَّةِ অন্য ইল্লতের ক্ষেত্রে وَحُكْمُ الْقِيَاسِ الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় প্রকার কিয়াসের হুকুম فَسَادُهٗ হুকুম বিনষ্ট হয়ে যায় بِمُمَانَعَةِ التَّجْنِيْسِ এক জাতীয় না হওয়া وَالْفَرْقُ الْخَاصُّ বিশেষ পার্থক্য দ্বারা وَهُوَ بَيَانُ আর তা এভাবে বর্ণনা করা اَنَّ تَاثِيْرَ الصِّغَرِ নাবালিকার আছর فِىْ وَلَايَةِ التَّصَرُّفِ অভিভাবকত্ব চর্চার فِى الْمَالِ মালের ক্ষেত্রে فَوْقَ تَاثِيْرِهٖ فِىْ وَلَايَةِ التَّصَرُّفِ فِى النَّفْسِ নিজ সত্তার ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব চর্চার তুলনায় নিম্নমানের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَحُكْمُ الْقِيَاسِ الْاَوَّلِ الخ : অর্থাৎ কেউ যদি মাকীস ও মাকীস আলাইহের মাঝে কোনো ক্ষেত্রে পার্থক্য প্রমাণ করে তথাপিও হুকুম বাতিল হবে না। কারণ কিয়াসের জন্য সর্বক্ষেত্রে এক হওয়া জরুরী নয়। বিশেষ কোনো ইল্লত এক হওয়া হুকুম প্রযোজ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

قَوْلُهٗ فَسَادُهٗ بِمُمَانَعَةِ التَّجْنِيْسِ الخ : অর্থাৎ কেউ যদি মাকীস ও মাকীস আলাইহির মাঝে বিশেষ কোনো পার্থক্য প্রমাণ করে তাহলে উক্ত কিয়াস ফাসেদ হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ فَوْقَ تَاثِيْرِهٖ الخ : নাবালকের মালে অভিভাবকত্ব প্রয়োগের বেশি প্রয়োজন পড়ে। কারণ তার থাকা, খাওয়া, পরা, চিকিৎসা, লেখাপড়া শেখানো প্রভৃতির জরুরত হয়। এসব ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তেরও দরকার হয় কিন্তু নাবালক শিশু এসব ক্ষেত্রে অপারগ। অপরদিকে তার সত্তার ক্ষেত্রে পিতার যে অভিভাবকত্ব রয়েছে তার মধ্যে নাবালকত্বের প্রভাব কম। অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তার বিবাহ-শাদীর বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয় না। এ কারণে তার মধ্যে অধিকার চর্চার জরুরত হয় না। সুতরাং উভয়ের মাঝে এ পার্থক্য থাকার কারণে তার মালের উপর সত্তার কিয়াস করা ঠিক হবে না।

وَبَيَانُ الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَهُوَ الْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ بِالرَّأْيِ وَالْاِجْتِهَادِ ظَاهِرٌ وَتَحْقِيْقُ ذٰلِكَ إِذَا وَجَدْنَا وَصْفًا مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ وَهُوَ بِحَالٍ يُوْجِبُ ثُبُوْتَ الْحُكْمِ وَيَتَقَاضَاهُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ قَدْ اِقْتَرَنَ بِهِ الْحُكْمُ فِيْ مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ يُضَافُ الْحُكْمُ إِلَيْهِ لِلْمُنَاسَبَةِ لَا لِشَهَادَةِ الشَّرْعِ بِكَوْنِهِ عِلَّةً.

وَنَظِيْرُهُ إِذَا رَأَيْنَا شَخْصًا أَعْطٰى فَقِيْرًا دِرْهَمًا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْإِعْطَاءَ لِدَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيْرِ وَتَحْصِيْلِ مَصَالِحِ الثَّوَابِ.

অনুবাদ : তৃতীয় প্রকার কিয়াসের বর্ণনা : তৃতীয় প্রকার কিয়াস হলো যুক্তি ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে সাব্যস্ত ইল্লতটা স্পষ্ট বিষয়। এর ব্যাখ্যা এই যে, আমরা যখন হুকুমের যোগ্য কোনো বিশেষ গুণ পাবো যা হুকুম সাব্যস্ত হওয়াকে জরুরি করে এবং জাহিরের প্রতি দৃষ্টি করে এর চাহিদাও রাখে। আর ইজমার ক্ষেত্রে এর দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে মাকীস ও মাকীস আলাইহির মাঝে সম্পর্কের দরুন উক্তগুণের প্রতি হুকুম সম্বন্ধিত হবে। (অর্থাৎ ঐ وَصْف বা গুণটিই হুকুমের ইল্লত হবে।) শরিয়ত কর্তৃক তাকে ইল্লত হওয়ার সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে নয়।

এর উদাহরণ : যখন আমরা কাউকে দেখলাম যে, সে একজন দরিদ্রকে একটি দেরহাম দিল। তাহলে স্বাভাবিক ধারণা এ হবে যে, সে গরীবের অভাব দূর করার এবং ছওয়াবের জন্য এটি দিয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : بَيَانُ الْقِسْمِ الثَّالِثِ তৃতীয় প্রকার কিয়াসের বর্ণনা وَهُوَ الْقِيَاسُ তাহলো এমন কিয়াস بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ সাব্যস্ত ইল্লতটা بِالرَّأْيِ وَالْاِجْتِهَادِ যুক্তি ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে ظَاهِرٌ স্পষ্ট বিষয় وَتَحْقِيْقُ ذٰلِكَ এর ব্যাখ্যা এই যে, إِذَا وَجَدْنَا আমরা যখন পাবো وَصْفًا কোনো বিশেষ গুনকে مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ হুকুমের যোগ্য وَهُوَ بِحَالٍ يُوْجِبُ ثُبُوْتَ الْحُكْمِ যা হুকুম সাব্যস্ত হওয়াকে জরুরি করে وَيَتَقَاضَاهُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ এবং জাহিরের প্রতি দৃষ্টি করে এর চাহিদা রাখে قَدْ اِقْتَرَنَ بِهِ الْحُكْمُ এর দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয় فِيْ مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ ইজমার ক্ষেত্রে يُضَافُ الْحُكْمُ إِلَيْهِ উক্ত গুণের প্রতি হুকুম সম্বন্ধিত হবে لِلْمُنَاسَبَةِ মাকীস আলাইহির মাঝে সম্পর্কের দরুন لَا لِشَهَادَةِ الشَّرْعِ بِكَوْنِهِ عِلَّةً শরিয়ত কর্তৃক তাকে ইল্লত হওয়ার সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে নয় وَنَظِيْرُهُ এর উদাহরণ إِذَا رَأَيْنَا شَخْصًا যখন আমরা কাউকে দেখলাম أَعْطٰى فَقِيْرًا دِرْهَمًا সে একজন দরিদ্রকে একটি দেরহাম দিল غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ তাহলে স্বাভাবিক ধারণা এই হবে যে, أَنَّ الْإِعْطَاءَ এটি দিয়েছে لِدَفْعِ الْحَاجَةِ الْفَقِيْرِ দরিদ্রের অভাব দূর করার জন্য وَتَحْصِيْلِ مَصَالِحِ الثَّوَابِ এবং ছওয়ার অর্জনের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الْقِسْمُ الثَّالِثُ الخ : মুসান্নিফ (র.) কিয়াসের তৃতীয় প্রকারের সম্পর্কে যে আলোচনা ছেড়ে গিয়েছিলেন। এখান থেকে সে আলোচনা শুরু করেছেন। কিয়াসের প্রথম প্রকার ছিল যার ইল্লতের উপর نَصّ রয়েছে। অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নত দ্বারা দলিল জানা গেছে। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো– যার ইল্লতের উপর ইজমা দলিল হয়েছে। আর তৃতীয় প্রকার হলো উপরোক্ত দু'টির মুকাবিল। তাতে ইল্লত, রায় এবং ইজতেহাদের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।

اِذَا عُرِفَ هٰذَا فَنَقُوْلُ اِذَا رَاَيْنَا وَصْفًا مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ وَقَدْ اِقْتَرَنَ بِهِ الْحُكْمُ فِىْ مَوْضَعِ الْاِجْمَاعِ يَغْلِبُ الظَّنُّ بِاِضَافَةِ الْحُكْمِ اِلٰى ذٰلِكَ الْوَصْفِ وَغَلَبَةُ الظَّنِّ فِى الشَّرْعِ تُوْجِبُ الْعَمَلَ عِنْدَ اِنْعِدَامِ مَا فَوْقَهَا مِنَ الدَّلِيْلِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ اِذَا غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهٖ اَنَّ بِقُرْبِهٖ مَاءً لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ وَعَلٰى هٰذَا مَسَائِلُ التَّحَرِّىْ ـ

অনুবাদ : এ ভূমিকা জানার পর আমরা বলব যে, যখন আমরা হুকুমের যোগ্য কোনো وَصْف (গুণ) দেখবো আর উক্ত وَصْف এর দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে কোথাও হুকুম সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে হুকুমটা উক্ত وَصْف -এর প্রতি সম্বন্ধিত হওয়ার প্রবল ধারণা জন্মে। আর শরিয়তে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে তার উপরোস্থ কোনো দলিল না থাকার ক্ষেত্রে তা আমলকে ওয়াজিব করে। যেমন মুসাফিরের যখন তার নিকটবর্তী পানি থাকার প্রবল ধারণা হয় তখন তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েজ হয় না। এভাবে কেবলা নির্ণয়ের মাসআলা এর উপর ভিত্তি করেই বের করা হয়েছে। অর্থাৎ কেবলার দিক সঠিক নির্ণয় করতে না পারলে যে দিকে প্রবল ধারণা জন্মাবে সেদিকে ফিরেই নামাজ আদায় করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : اِذَا عُرِفَ هٰذَا এ ভূমিকা জানার পর نَقُوْلُ বলছি اِذَا رَاَيْنَا যখন আমরা দেখবো وَصْفًا مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ হুকুমের যোগ্য কোনো গুণ وَقَدِ اقْتَرَنَ بِهِ الْحُكْمُ উক্ত গুণ দ্বারা কোথাও হুকুম সাব্যস্ত হয়ে থাকে فِىْ مَوْضَعِ الْاِجْمَاعِ সর্বসম্মতিক্রমে يَغْلِبُ الظَّنُّ তাহলে প্রবল ধারণা জন্মে بِاِضَافَةِ الْحُكْمِ হুকুমটা সম্বন্ধ হওয়ার اِلٰى ذٰلِكَ الْوَصْفِ উক্ত গুণের প্রতি وَغَلَبَةُ الظَّنِّ فِى الشَّرْعِ আর শরিয়তের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে تُوْجِبُ الْعَمَلَ আমলকে ওয়াজিব করে عِنْدَ اِنْعِدَامِ না থাকার ক্ষেত্রে مَا فَوْقَهَا مِنَ الدَّلِيْلِ তার উপরোস্থ কোনো দলিল بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ যেমন মুসাফিরের اِذَا غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهٖ যখন তার প্রবল ধারণা হয় যে, اَنَّ بِقُرْبِهٖ مَاءً যে তার নিকটে পানি রয়েছে لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ তখন তার জন্য তায়াম্মুম জায়েজ হয় না وَعَلٰى هٰذَا এর উপর ভিত্তি করেই বের করা হয়েছে مَسَائِلُ التَّحَرِّىْ কেবলা নির্ণয়ের মাসআলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَعَلٰى هٰذَا مَسَائِلُ التَّحَرِّىْ الخ : অর্থাৎ যে সকল মাসআলার মধ্যে শরিয়ত হতে অনুমান করা এবং প্রবল ধারণার উপর আমল করার বিধান আছে তা এরই অন্তর্গত। যথা– যখন অন্ধকার রজনীতে কিবলার দিক সন্দেহ যুক্ত হয়ে পড়ে। তখন অনুমান করা ওয়াজিব। অনুমান যেদিকে হুকুম দিবে সেদিকে ফিরে নামাজ আদায় করবে। সুতরাং এটা এমন বিধান যে, শরিয়ত তাকে অনুমান করার উপর মওকুফ রেখেছে।

وَحُكْمُ هٰذَا الْقِيَاسِ اَنْ يَّبْطُلَ بِالْفَرْقِ الْمُنَاسِبِ لِاَنَّ عِنْدَهٗ يُوْجَدُ مُنَاسِبٌ سِوَاهُ فِىْ صُوْرَةِ الْحُكْمِ فَلَا يَبْقَى الظَّنُّ بِاِضَافَةِ الْحُكْمِ اِلَيْهِ فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِهٖ لِاَنَّهٗ كَانَ بِنَاءً عَلٰى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَقَدْ بَطَلَ ذٰلِكَ بِالْفَرْقِ وَعَلٰى هٰذَا كَانَ الْعَمَلُ بِالنَّوْعِ الْاَوَّلِ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ بَعْدَ تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ وَتَعْدِيْلِهٖ وَالنَّوْعِ الثَّانِىْ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ ظُهُوْرِ الْعَدَالَةِ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ وَالنَّوْعِ الثَّالِثِ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ الْمَسْتُوْرِ ـ

অনুবাদ : এ (তৃতীয়) প্রকার কিয়াসের হুকুম : মাকীস ও মাকীস আলাইহির মাঝে হুকুমযোগ্য ওয়াসফের মধ্যে যদি পার্থক্য প্রমাণ করে দেওয়া হয় তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এ সময় হুকুমের জন্যে তা ছাড়া অন্য ওয়াসফ বিদ্যমান থাকে না। অতএব পূর্বে ওয়াসফের প্রতি হুকুম সম্বন্ধিত হওয়ার ধারণা বাকী থাকে না। কাজেই তার দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হবে না। কারণ হুকুমের ভিত্তিই ছিল প্রবল ধারণার উপর। আর পার্থক্য বর্ণনা দ্বারা তা বাতিল হয়ে গেল।

(তিন প্রকার কিয়াসের মধ্যে পার্থক্য) এরই ভিত্তিতে প্রথম প্রকার কিয়াসের দৃষ্টান্ত সাক্ষীর নিষ্ঠা ও নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হওয়ার পর তার সাক্ষ্য দ্বারা রায় ঘোষণার ন্যায়। (সুতরাং কোনোক্রমে এটা বাতিল হবে না।) আর দ্বিতীয় প্রকার কিয়াস সাক্ষীর নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হওয়ার পূর্বেই প্রবল ধারণার ভিত্তিতে রায় ঘোষণার ন্যায়। (এর উপর আমল ওয়াজিব) আর তৃতীয় প্রকার কিয়াস অজ্ঞাত পরিচয় সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা রায় ঘোষণার ন্যায়। (এর উপরও আমল ওয়াজিব তবে পরবর্তীতে সে সাক্ষীযোগ্য না হওয়া প্রমাণিত হলে যেরূপ তা বাতিল হয়ে যায় তদ্রূপ মুজতাহিদের সাব্যস্তকৃত ইল্লত প্রকৃতপক্ষে ইল্লত না হওয়া প্রমাণিত হলে হুকুম বাতিল হয়ে যাবে।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَحُكْمُ هٰذَا الْقِيَاسِ এ (তৃতীয়) প্রকার কিয়াসের হুকুম اَنْ يَّبْطُلَ বাতিল হয়ে যাবে بِالْفَرْقِ মাকীস ও মাকীস আলাইহ-এর মাঝে হুকুম যোগ্য ওয়াসফের মধ্যে যদি পার্থক্য প্রমাণ করে দেওয়া হয় لِاَنَّ عِنْدَهٗ الْمُنَاسِبِ কেননা এসময় পাওয়া যায় يُوْجَدُ হুকুমের জন্য তা ছাড়া অন্য ওয়াসফ مُنَاسِبٌ سِوَاهُ فِىْ صُوْرَةِ الْحُكْمِ فَلَا يَبْقَى الظَّنُّ অতএব ধারণা বাকি থাকে না بِاِضَافَةِ الْحُكْمِ اِلَيْهِ পূর্বের ওয়াসফের প্রতি হুকুম সম্বন্ধিত হওয়ার فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِهٖ কাজেই তার দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হবে না لِاَنَّهٗ كَانَ بِنَاءً কারণ হুকুমের ভিত্তিই ছিল عَلٰى غَلَبَةِ الظَّنِّ প্রবল ধারণার উপর وَقَدْ بَطَلَ ذٰلِكَ আর তা বাতিল হয়ে গেল بِالْفَرْقِ পার্থক্য বর্ণনা দ্বারা وَعَلٰى هٰذَا এরই ভিত্তিতে كَانَ الْعَمَلُ بِالنَّوْعِ الْاَوَّلِ প্রথম প্রকার কিয়াসের দৃষ্টান্ত بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ রায় ঘোষণার ন্যায় بِالشَّهَادَةِ সাক্ষ্যর দ্বারা بَعْدَ تَزْكِيَةِ الشَّاهِدِ وَتَعْدِيْلِهٖ সাক্ষীর নিষ্ঠা ও নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হওয়ার পর وَالنَّوْعِ الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় প্রকার কিয়াস بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ রায় ঘোষণার ন্যায় الشَّهَادَةِ সাক্ষ্যের عِنْدَ ظُهُوْرِ الْعَدَالَةِ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হওয়ার পূর্বেই وَالنَّوْعِ الثَّالِثِ আর তৃতীয় প্রকার কিয়াস بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ الْمَسْتُوْرِ অজ্ঞাত পরিচয় সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা রায় ঘোষণার ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَحُكْمُ هٰذَا الْقِيَاسِ الخ : অর্থাৎ যে কিয়াসের ইল্লত মুজতাহিদের চিন্তা গবেষণা দ্বারা বের করা হয়েছে– তার হুকুম এই যে, যদি مَقِيْس ও مَقِيْس عَلَيْه -এর মাঝে যে وَصْف টি হুকুমের জন্য উপযোগী ছিল যদি তার মধ্যে পার্থক্য সাব্যস্ত করে দেওয়া হয়। তাহলে উক্ত কিয়াসটি বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ পূর্বের وَصْف ছাড়া যদি দ্বিতীয় কোনো وَصْف পাওয়া যায় তাহলে পূর্বেরটা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা প্রথম وَصْف -এর ক্ষেত্রে আগে যে ظَنّ غَالِبْ (প্রবল ধারণা) ছিল– দ্বিতীয়টির কারণে তা আর বহাল নেই। এ কারণে তার উপর প্রতিষ্ঠিত হুকুমও বাতিল হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَعَلٰى هٰذَا كَانَ الْعَمَلُ الخ : **তিন প্রকার কিয়াসের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য :** মুসান্নিফ (র.) বলেন– **প্রথম প্রকারের** কিয়াস অর্থাৎ নস দ্বারা যার ইল্লত সাব্যস্ত হয়েছে তার দৃষ্টান্ত সাক্ষীর নিষ্কলুষতা ও নিষ্ঠা প্রমাণিত হওয়ার পর তার উপর ভিত্তি করে রায় ঘোষণার ন্যায়। সুতরাং সেটা যেমন বাতিল হওয়া সম্ভব নয় এটাও তদ্রূপ। আর **দ্বিতীয়টির** অর্থাৎ ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত ইল্লতটি স্বাক্ষীর নিষ্ঠা প্রমাণিত হওয়ার পর তার নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হওয়ার আগে তার সাক্ষ্য দ্বারা রায় ঘোষণার ন্যায়। সুতরাং এর উপরও আমল করা ওয়াজিব। আর তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ কিয়াস দ্বারা সাব্যস্ত ইল্লতের মাধ্যমে সাব্যস্ত হুকুমটি অপরিচিত অজ্ঞাত সাক্ষের দ্বারা রায় ঘোষণার ন্যায়। যদি পরবর্তীতে পূর্বেরটি হুকুমের ইল্লত না হয় অন্য কোনো وَصْف ইল্লত সাব্যস্ত হয় তাহলে তা وَاجِبُ الْعَمَلِ থাকে না।

قَوْلُهُ وَالنَّوْعُ الثَّالِثُ بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ الْمَسْتُوْرِ : যদি কেউ বলে যে, কিয়াসের তৃতীয় প্রকারের উপর আমল করা ওয়াজিব। যেমনটি মুসান্নিফ (র.) উপরে বলেছেন যে, প্রবল ধারণা আমল ওয়াজিবকারী। আর এখানে এটা বলা যে, তার উপর আমল করা এরূপ যেমন কোনো مَسْتُوْرُ الْحَالِ ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর আমল করা। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এরূপ কেয়াসের উপর আমল করা ওয়াজিব নয়; কিন্তু জায়েজ। তবে এর জবাব হচ্ছে– وَصْف مُنَاسِبْ -এর উপর ঐ সময় আমল করা ওয়াজিব হয় যখন ইজমার স্থানে তার সাথে হুকুম মিলিত হয়, আর এ অবস্থায় কেয়াসের তৃতীয় প্রকার দ্বিতীয় প্রকারের মর্যাদায় পৌছে যাবে।

فَصْلٌ : اَلْاَسْئِلَةُ الْمُتَوَجِّهَةُ عَلَى الْقِيَاسِ ثَمَانِيَةٌ : اَلْمُمَانَعَةُ وَالْقَوْلُ بِمُوْجِبِ الْعِلَّةِ وَالْقَلْبُ وَالْعَكْسُ وَفَسَادُ الْوَضْعِ وَالْفَرْقُ وَالنَّقْضُ وَالْمُعَارَضَةُ ـ اَمَّا الْمُمَانَعَةُ فَنَوْعَانِ : اَحَدُهُمَا مَنْعُ الْوَصْفِ وَالثَّانِىْ مَنْعُ الْحُكْمِ وَمِثَالُهٗ فِىْ قَوْلِهِمْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَجَبَتْ بِالْفِطْرِ فَلَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهٖ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ وُجُوْبَهَا بِالْفِطْرِ بَلْ عِنْدَنَا تَجِبُ بِرَأْسٍ يَمُوْنُهٗ وَيَلِىْ عَلَيْهِ وَكَذٰلِكَ اِذَا قِيْلَ قَدْرُ الزَّكٰوةِ وَاجِبٌ فِى الذِّمَّةِ فَلَا يَسْقُطُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ كَالدَّيْنِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ اَنَّ قَدْرَ الزَّكٰوةِ وَاجِبٌ فِى الذِّمَّةِ بَلْ اَدَائُهٗ وَاجِبٌ وَلَئِنْ قَالَ الْوَاجِبُ اَدَائُهٗ فَلَا يَسْقُطُ بِالْهَلَاكِ كَالدَّيْنِ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ قُلْنَا لَانُسَلِّمُ اَنَّ الْاَدَاءَ وَاجِبٌ فِىْ صُوْرَةِ الدَّيْنِ بَلْ حَرُمَ الْمَنْعُ حَتّٰى يَخْرُجَ عَنِ الْعُهْدَةِ بِالتَّخْلِيَةِ مِنْ قَبِيْلِ مَنْعِ الْحُكْمِ ـ

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : কিয়াসের উপর আরোপিত অভিযোগসমূহ : কিয়াসের উপর আরোপিত অভিযোগ আটটি। ১. مُمَانَعَة ২. قَوْلٌ بِمُوْجِبِ عِلَّة ৩. قلب ৪. عَكْس ৫. فَسَاد وَضع ৬. فَرْق ৭. نَقْض ৮. مُعَارَضَه

مُمَانَعَة -এর প্রকারভেদ ও উদাহরণ : مُمَانَعَة দু'প্রকার ক. مَنْعُ الْوَصْفِ (তথা ওয়াস্‌ফকে অস্বীকার করা) খ. مَنْعُ الْحُكْمِ (হুকুম অস্বীকার করা) **প্রথম প্রকারের উদাহরণ–** ক. যেমন শাফেয়ীগণের উক্তি– সদকায়ে ফিতর রোজা শেষ হওয়ার কারণে ওয়াজিব হয়। অতএব ঈদের রাতে মৃত্যুর দ্বারা তা জিম্মা হতে রহিত হবে না। আমরা হানাফীগণ বলে থাকি– আমরা রোজা শেষ হওয়ার দ্বারা ফিতরা ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকার করি না; বরং আমাদের মতে এমন মানুষ থাকা যার সে খরচ বহন করে এবং তার দায়িত্ববান হয়। খ. তদ্রূপ এমন বলা যে, যাকাতের পরিমাণ জিম্মায় ওয়াজিব হয়। যদি (ইমাম শাফেয়ী (র.) এ কথা বলেন যে, যাকাত আদায় করা যেহেতু ওয়াজিব কাজেই তা জিম্মা থেকে রহিত হবে না। যেমন ঋণের তাগাদার পর তা রহিত হয় না। আমরা এর উত্তরে বলবো যে, ঋণের ক্ষেত্রে আদায় ওয়াজিব হওয়াকে আমরা স্বীকার করি না বরং নিজের (দায়িত্বে) আটকে রাখা হারাম। ঋণ গ্রহীতার জিম্মা হতে পাওনাদারকে অর্পণ করার মাধ্যমে জিম্মা মুক্ত হওয়া ওয়াজিব। এটা হুকুম অস্বীকারের অন্তর্গত মাসআলা।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ অনুচ্ছেদ اَلْاَسْئِلَةُ الْمُتَوَجِّهَةُ আরোপিত অভিযোগসমূহ عَلَى الْقِيَاسِ কিয়াসের উপর ثَمَانِيَةٌ আটটি اَلْمُمَانَعَةُ মুমানেয়াত وَالْقَوْلُ بِمُوْجِبِ الْعِلَّةِ কাওল বিমোজেবে ইল্লত وَالْقَلْبُ আল কালবু وَالْعَكْسُ আকস وَفَسَادُ الْوَضْعِ ফাসাদে ওয়াযা وَالْفَرْقُ ফরক وَالنَّقْضُ এবং নকয وَالْمُعَارَضَةُ এবং মু'আরাযাহ اَمَّا الْمُمَانَعَةُ সুতরাং মুমানা'আত فَنَوْعَانِ দু'প্রকার اَحَدُهُمَا একটি হলো مَنْعُ الْوَصْفِ ওয়াসফকে অস্বীকার করা وَالثَّانِىْ مَنْعُ الْحُكْمِ দ্বিতীয় হলো হুকুম অস্বীকার করা وَمِثَالُهٗ প্রথম প্রকারের উদাহরণ فِىْ قَوْلِهِمْ শাফেয়ীগণের উক্তি صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَجَبَتْ بِالْفِطْرِ সদকায়ে ফিতির রোজা শেষ হওয়ার দ্বারা ওয়াজিব হয় فَلَا تَسْقُطُ অতএব রহিত হবে না بِمَوْتِهٖ لَيْلَةَ الْفِطْرِ

ঈদের রাতে মৃত্যুর দ্বারা قُلْنَا আমরা বলে থাকি لَا نُسَلِّمُ আমরা স্বীকার করি না وُجُوْبَهَا ওয়াজিব হওয়া بِالْفِطْرِ রোজা শেষ হওয়ার দ্বারা بَلْ عِنْدَنَا বরং আমাদের মতে تَجِبُ بِرَأْسٍ يَمُوْنُهُ এমন মানুষ থাকা যার খরচ সে বহন করে وَيَلِيْ عَلَيْهِ এবং তার দায়িত্ববান হয় وَكَذَالِكَ তদ্রূপ إِذَا قِيْلَ এমন বলা اِنَّ قَدْرَ الزَّكَاةِ وَاجِبٌ যাকাতের পরিমাণ ওয়াজিব হয় فِى الذِّمَّةِ জিম্মায় بَلْ اَدَائُهُ وَاجِبٌ বরং তার আদায় কর ওয়াজিব وَلَئِنْ قَالَ যদি তিনি একথা বলেন যে, اَلْوَاجِبُ اَدَائُهُ ধ্বংসের দ্বারা তা জিম্মা থেকে রহিত হবে না كَالدَّيْنِ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ যেমন ঋণের তাগাদার পর তা রহিত হয় না قُلْنَا আমরা এর উত্তরে বলব لَا نُسَلِّمُ আমরা স্বীকার করি না اَنَّ الْاَدَاءَ وَاجِبٌ আদায় ওয়াজিব হওয়াকে فِىْ صُوْرَةِ الدَّيْنِ ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে بَلْ حَرُمَ الْمَنْعُ বরং নিজের দায়িত্বে আটকে রাখা হারাম حَتّٰى يَخْرُجَ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত عَنِ الْعُهْدَةِ ঋণ গ্রহীতার জিম্মা হতে بِالتَّخْلِيَةِ পাওনাদারকে অর্পন করার মাধ্যমে مِنْ قَبِيْلِ مَنْعِ الْحُكْمِ এটা হুকুম অস্বীকারের অন্তর্গত মাসআলা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَجَبَتْ الخ : ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে সূর্যাস্তের দ্বারা ইফতার বা রোজা ভঙ্গের সাথে সাথে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। সুতরাং রাতে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়ে যায়। হানাফীগণ এ ওয়াস্‌ফ বা ইল্লতকে অস্বীকার করে বলেন– আমাদের মতে এর ইল্লত হলো ঈদের দিনের সুবহে সাদিকের পূর্বে এমন মাথা বা ব্যক্তির অস্তিত্ব পাওয়া যাওয়া যার উপর খরচ করা হয় এবং তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা হয়। সুতরাং রাতে মৃত্যুবরণকারীর পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয়।

قَوْلُهُ قَدْرُ الزَّكٰوةِ وَاجِبٌ الخ : অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জিম্মায় যাকাতের পরিমাণ বাকি থাকায় তা আদায় করা ওয়াজিব। আমাদের আহনাফের মতে এ ইল্লত স্বীকৃত নয়। বরং আমাদের মতে যাকাতের পরিমাণ মাল আদায় করাটা ইল্লত। আর মাল নষ্ট হওয়ায় আদায়ের কোনো উপায় বাকি না থাকায় তা জিম্মা হতে রহিত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ بَلْ حَرُمَ الْمَنْعُ الخ : অর্থাৎ ঋণদাতা যদি ঋণ-গ্রহীতার মাল হতে তার ঋণ পরিমাণ মাল নেওয়ার ইচ্ছা করে তাহলে ঋণ গ্রহীতার জন্য তাকে নিষেধ করার অধিকার থাকবে না; বরং তাকে এ সুযোগ করে দিয়ে তার জিম্মা মুক্ত হওয়া ওয়াজিব। এ মাসআলায় প্রশ্নকারী ঋণ পরিশোধকে হুকুম সাব্যস্ত করেছিল কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করে মাল গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া (تَخْلِيَة) কে হুকুম স্থির করেছি। সুতরাং এটা مَنْعِ حُكْم -এর অন্তর্গত হলো। (এটা মূলত مَنْعِ حُكْم একটি উদাহরণ)।

وَكَذٰلِكَ اِذَا قَالَ الْمَسْحُ رُكْنٌ فِى بَابِ الْوُضُوْءِ فَلْيُسَنَّ تَثْلِيْثُهُ كَالْغَسْلِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ اَنَّ التَّثْلِيْثَ مَسْنُوْنٌ فِى الْغَسْلِ بَلْ اِطَالَةُ الْفِعْلِ فِىْ مَحَلِّ الْفَرْضِ زِيَادَةً عَلَى الْمَفْرُوْضِ كَاِطَالَةِ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ فِىْ بَابِ الصَّلٰوةِ غَيْرَ اَنَّ الْاِطَالَةَ فِىْ بَابِ الْغَسْلِ لَا تَتَصَوَّرُ اِلَّا بِالتَّكْرَارِ لِاِسْتِيْعَابِ الْفِعْلِ كُلَّ الْمَحَلِّ وَبِمِثْلِهِ نَقُوْلُ فِىْ بَابِ الْمَسْحِ بِاَنَّ الْاِطَالَةَ مَسْنُوْنٌ بِطَرِيْقِ الْاِسْتِيْعَابِ وَكَذٰلِكَ يُقَالُ التَّقَابُضُ فِىْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ شَرْطٌ كَالنُّقُوْدِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ اَنَّ التَّقَابُضَ شَرْطٌ فِىْ بَابِ النُّقُوْدِ بَلِ الشَّرْطُ تَعْيِيْنُهَا كَيْلَا يَكُوْنَ بَيْعَ النَّسِيْئَةِ بِالنَّسِيْئَةِ غَيْرَ اَنَّ النَّقْدَ لَا تَتَعَيَّنُ اِلَّا بِالْقَبْضِ عِنْدَنَا ـ

অনুবাদ : তদ্রূপ এ কথা বলা যে, অজুর মধ্যে মাথা মাসেহ একটি রুকন, সুতরাং (অন্যান্য অঙ্গ) তিনবার ধোয়ার ন্যায় মাসাহ ও তিনবার করতে হবে। আমরা বলে থাকি যে, ধোয়ার ক্ষেত্রে মূলত তিনবার সুন্নত (এ হুকুম) আমরা স্বীকার করি না। বরং ফরজের জায়গায় ফে'ল বা কাজকে ফরজ অংশের উপর প্রলম্বিত করা সুন্নত। যেমন নামাজের মধ্যে কিয়াম ও কেরাতকে দীর্ঘায়িত করা সুন্নত। তবে ধোয়ার মধ্যে একাধিকবার ছাড়া তা কল্পনা করা যায় না। কারণ মূল ফে'ল (ক্রিয়া) টা পূর্ণ অঙ্গ পরিবেষ্টিত। এভাবে আমরা মাসহের ক্ষেত্রে বলে থাকি যে, সম্পূর্ণ মাথা মাসহের মাধ্যমে মাসাহকে প্রলম্বিত করা সুন্নত।

তদ্রূপ বলা হয় যে, খাদ্যের পরিবর্তে খাদ্য বেচা-কেনার ক্ষেত্রে করায়ত্ব করা শর্ত। যেমন টাকা পয়সা বা মুদ্রা বেচা-কেনার মধ্যে করায়ত্ব করা শর্ত। আমরা বলি যে, মুদ্রা বেচা-কেনার মধ্যে করায়ত্ব করা শর্ত নয়; বরং উভয়ের প্রাপ্য নির্দিষ্ট করা শর্ত। যাতে بَيْعُ النَّسِيْئَةِ بِالنَّسِيْئَةِ (বাকির বিনিময় বাকি) না হয়ে যায়, তবে আমাদের মতে অর্থ কড়ি করায়ত্ব ছাড়া নির্দিষ্ট হয় না (এজন্য তা করায়ত্ব করা শর্ত স্থির করা হয়েছে। আর খাদ্য দ্রব্য ইশারার মাধ্যমেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় এ জন্য করায়ত্ব শর্ত নয়।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذٰلِكَ اِذَا قَالَ তদ্রূপ একথা বলা اَلْمَسْحُ رُكْنٌ মাসাহ একটি রুকন فِىْ بَابِ الْوُضُوْءِ অজুর মধ্যে فَلْيُسَنَّ تَثْلِيْثُهُ সুতরাং অন্যান্য অঙ্গ তিনবার ধোয়ার ন্যায় মাসা ও তিনবার করতে হবে كَالْغَسْلِ ধৌত করার ন্যায় قُلْنَا আমরা বলে থাকি لَا نُسَلِّمُ আমরা স্বীকার করি না اَنَّ التَّثْلِيْثَ مَسْنُوْنٌ যে তিনবার সুন্নত فِى الْغَسْلِ ধোয়ার ক্ষেত্রে بَلْ اِطَالَةُ الْفِعْلِ বরং কাজকে প্রলম্বিত করা فِىْ مَحَلِّ الْفَرْضِ ফরজের জায়গায় زِيَادَةً عَلَى الْمَفْرُوْضِ ফরজ অংশের উপর كَاِطَالَةِ الْقِيَامِ যেমন কেয়ামকে দীর্ঘায়িত করা সুন্নত وَالْقِرَاءَةِ এবং কেরাতকে فِىْ بَابِ الصَّلٰوةِ নামাজের মধ্যে غَيْرَ اَنَّ الْاِطَالَةَ فِىْ بَابِ الْغَسْلِ কিন্তু ধোয়ার মধ্যে দীর্ঘায়িত করা لَا تَتَصَوَّرُ اِلَّا بِالتَّكْرَارِ একাধিকবার করা ছাড়া কল্পনা করা যায় না। لِاِسْتِيْعَابِ الْفِعْلِ كُلَّ الْمَحَلِّ কারণ মূল ফে'লটা পূর্ণ অঙ্গ বেষ্টিত وَبِمِثْلِهِ نَقُوْلُ এভাবে আমরা বলে থাকি فِىْ بَابِ الْمَسْحِ মাসাহ-এর ক্ষেত্রে بِاَنَّ الْاِطَالَةَ দীর্ঘায়িত করা مَسْنُوْنٌ সুন্নত بِطَرِيْقِ الْاِسْتِيْعَابِ সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ এর মাধ্যমে

اَلطَّعَامِ بِالطَّعَامِ খাদ্যের পরিবর্তে খাদ্য فِىْ بَيْعِ বেচাকেনার ক্ষেত্রে اَلتَّقَابُضُ করায়ত্ব করা وَكَذَالِكَ يُقَالُ তদ্রূপ বলা হয় لَانُسَلِّمُ اَنَّ التَّقَابُضَ شَرْطٌ করায়ত্ব করা শর্ত নয় قُلْنَا আমরা বলি كَالنُّقُوْدِ যেমন মুদ্রা বেচাকেনার মধ্যে শর্ত شَرْطٌ শর্ত بَلِ الشَّرْطُ تَعْيِيْنُهُمَا বরং উভয়ের প্রাপ্য নির্দিষ্ট করা শর্ত كَيْلَا يَكُوْنَ যাতে না فِىْ بَابِ النُّقُوْدِ মুদ্রা বেচাকেনার ক্ষেত্রে غَيْرَ اَنَّ النَّقْدَ لَايَتَعَيَّنُ অর্থকড়ি নির্দিষ্ট হয় না اِلَّا بِالْقَبْضِ বাকীকে بِالنَّسِيْئَةِ বাকির বিনিময় بَيْعَ النَّسِيْئَةِ হয়ে যায় عِنْدَنَا আমাদের নিকট করায়ত্ব ছাড়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَلْ اِطَالَةُ الْفِعْلِ الخ : অর্থাৎ ধোয়ার ক্ষেত্রে তিনবারের হুকুম সুন্নত এটা আমাদের নিকট স্বীকৃত নয়; বরং ফরজ অঙ্গের চেয়ে বেশি স্থানে কাজটি প্রলম্বিত ও পূর্ণাঙ্গরূপে করা সুন্নত। যাতে মূল ফরজে ত্রুটি না থাকে। তবে ধোয়ার ক্ষেত্রে যাতে এক চুল পরিমাণ জায়গাও বাদ না পড়ে এ জন্য উক্ত অঙ্গই বারবার ধোয়ার দ্বারা ধোয়ার ফে'ল পূর্ণাঙ্গ হয়। আর মাসহের ক্ষেত্রে ফরজ অংশ তথা কোনো অঙ্গ যাতে বাদ না পড়ে এ জন্য সম্পূর্ণ মাথা মাসহের দ্বারা তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়. তিনবার দ্বারা নয়।

২. قَوْلُهُ وَبِمِثْلِهِ نَقُوْلُ الخ : এমনিভাবে মাসহের ক্ষেত্রে আমরা বলব, উহার মধ্যে লম্বা করা اِسْتِيْعَابُ-এর পদ্ধতিতে সুন্নত কিন্তু তাতে আমল দীর্ঘ করার ক্ষেত্রে اِسْتِيْعَابُ-এর পদ্ধতি তিনবার মাসেহ্ করার প্রয়োজন নেই। কেননা এখানে মহলের মধ্যে অবকাশ রয়েছে। কাজেই মহলের اِسْتِيْعَابُ এর দ্বারা ফরজের পূর্ণতা অর্জন হয়ে যায়। যেহেতু ইমাম আযম (র) এর নিকট মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ করা ফরজ এর ভিত্তিতে এক চতুর্থাংশের তিন সমপরিমাণ মিলানোর দ্বারা اِسْتِيْعَابُ হাছিল হয়ে যাবে। আর যেহেতু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট মাথার একটি বা দু'টি চুল মাসাহ করার দ্বারাই ফরজ আদায় হয়ে যায়। তখন সে সুরতে তিন সমপরিমাণ হতে বেশিকে ফরজের সাথে মিলানোর দ্বারা اِسْتِيْعَابُ হাছিল হয়ে যায়।

আর تَثْلِيْث-এর জন্য মহল এক হওয়া জরুরি নয়। তবে তাকরারের জন্য মহল এক হওয়া জরুরি। তবে আশ্চর্যের কথা হলো যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট একটি বা দু'টি চুল মাসাহ করা ফরজ। অথচ তিনি সমস্ত মাথাকে তিনবার মাসাহ করাকে সুন্নত বলেন। এই উদাহরণটি مَنْعُ الْحُكْمِ-এর উপমা।

৩. قَوْلُهُ بَيْعُ النَّسِيْئَةِ بِالنَّسِيْئَةِ : نُقُوْد তথা স্বর্ণ রৌপ্য এবং মুদ্রা ব্যবসার মধ্যে নগদ লেন-দেন জরুরি, আর মুদ্রা বা টাকা পয়সা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না এজন্য করায়ত্ব করা শর্ত। বাকিতে লেন-দেন করা নিষিদ্ধ।

وَاَمَّا الْقَوْلُ بِمُوْجَبِ الْعِلَّةِ فَهُوَ تَسْلِيْمُ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً وَبَيَانُ اَنَّ مَعْلُوْلَهَا غَيْرَ مَا ادَّعَاهُ الْمُعَلِّلُ وَمِثَالُهُ اَنَّ الْمِرْفَقَ حَدٌّ فِىْ بَابِ الْوُضُوْءِ فَلَايَدْخُلُ تَحْتَ الْغَسْلِ لِاَنَّ الْحَدَّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمَحْدُوْدِ قُلْنَا اَلْمِرْفَقُ حَدُّ السَّاقِطِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ حُكْمِ السَّاقِطِ لِاَنَّ الْحَدَّ لَا يَدْخُلُ فِى الْمَحْدُوْدِ وَكَذٰلِكَ يُقَالُ صَوْمُ رَمَضَانَ صَوْمُ فَرْضٍ فَلَا يَجُوْزُ بِدُوْنِ التَّعْيِيْنِ كَالْقَضَاءِ -

অনুবাদ : ২. بِمُوْجَبِ عِلَّةٍ -এর পরিচয় ও উদাহরণ : بِمُوْجَبِ عِلَّةٍ হলো وَصْفٌ কে ইল্লত জেনে নিয়ে مُعَلِّلٌ (বা দলিল পেশকারী)-এর দাবীকৃত مَعْلُوْلٌ (হুকুম)-কে ভিন্ন বর্ণনা করা।

উদাহরণ : ক. অজুর মধ্যে কনুই হলো ধোয়ার সীমা। সুতরাং তা ধোয়ার হুকুমে শামিল হবে না। কেননা হদ (সীমা) মাহদূদের (সীমা বর্ণিত বস্তুর হুকুমের) মধ্যে দাখিল থাকে না।

আমরা বলি কনুই হলো سَاقِطٌ -এর সীমা। কাজেই তা سَاقِطٌ -এর অধীনে দাখেল হবে না, কেননা সীমা বা حَدٌّ মাহদূদ বা সীমা বর্ণিত হুকুম -এর মধ্যে দাখেল হয় না।

এভাবে বলা হয় যে, রমজানের রোজা হলো ফরজ, সুতরাং নিয়ত নির্দিষ্ট করণ ছাড়া তা শুদ্ধ হবে না। যেমন– কাযা রোজা (নিয়ত ছাড়া শুদ্ধ) শুদ্ধ হয় না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا الْقَوْلُ بِمُوْجَبِ الْعِلَّةِ আর কওল বিমূজাবি ইল্লত হলো فَهُوَ تَسْلِيْمُ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً ওয়াসফকে ইল্লত জেনে নিয়ে وَبَيَانُ اَنَّ مَعْلُوْلَهَا غَيْرَ مَا ادَّعَاهُ الْمُعَلِّلُ দলিল পেশকারীর দাবিকৃত হুকুমকে ভিন্ন বর্ণনা করা وَمِثَالُهُ এর উদাহরণ হলো اَنَّ الْمِرْفَقَ কনুই হলো حَدٌّ সীমা فِىْ بَابِ الْوُضُوْءِ অজুর মধ্যে فَلَا يَدْخُلُ কাজেই তা শামিল হবে না تَحْتَ الْغَسْلِ ধোয়ার হুকুমে لِاَنَّ الْحَدَّ কেননা সীমা لَايَدْخُلُ দাখিল থাকে না تَحْتَ الْمَحْدُوْدِ সীমা বর্ণিত বস্তুর হুকুমের মধ্যে قُلْنَا আমরা বলি اَلْمِرْفَقُ حَدُّ السَّاقِطِ কনুই হলো سَاقِطٌ -এর সীমা فَلَايَدْخُلُ কাজেই দাখেল হবে না تَحْتَ حُكْمِ السَّاقِطِ সাকেত এর অধীনে لِاَنَّ الْحَدَّ কেননা সীমা لَايَدْخُلُ فِى الْمَحْدُوْدِ মাহদূদের মধ্যে দাখেল হয় না وَكَذٰلِكَ يُقَالُ এভাবে বলা হয় صَوْمُ رَمَضَانَ রমজানের রোজা হলো صَوْمُ فَرْضٍ ফরজ فَلَا يَجُوْزُ শুদ্ধ হবে না بِدُوْنِ التَّعْيِيْنِ নিয়ত ছাড়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمِرْفَقُ حَدٌّ فِىْ بَابِ الخ : জমহুরের মতে কনুই ধোয়ার হুকুমে শামিল। ইমাম যুফর (র.) এর মতে শামিল নয়। তাঁর দলিল এই যে, কনুই হলো হদ। আর হদ মাহদূদের মধ্যে দাখিল থাকে না। এর উত্তরে জমহুর বলেন– কনুই হদ হওয়াকে আমরাও স্বীকার করি। তবে ধোয়ার বিধানের হদ নয়; বরং কনুই ছাড়া হাতের বাকি অংশকে এ বিধান থেকে খারিজ করার হদ। অন্যথায় বগল পর্যন্ত ধোয়া জরুরি হতো। ফকীহগণ একে غَايَتِ اِسْقَاطٍ বলে থাকেন।

قُلْنَا صَوْمُ الْفَرْضِ لَايَجُوزُ بِدُوْنِ التَّعْيِيْنِ اِلَّا اَنَّهُ وُجِدَ التَّعْيِيْنُ هٰهُنَا مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَلَئِنْ قَالَ صَوْمُ رَمَضَانَ لَا يَجُوْزُ بِدُوْنِ التَّعْيِيْنِ مِنَ الْعَبْدِ كَالْقَضَاءِ قُلْنَا لَا يَجُوْزُ الْقَضَاءُ بِدُوْنِ التَّعْيِيْنِ اِلَّا اَنَّ التَّعْيِيْنَ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ فِى الْقَضَاءِ فَلِذٰلِكَ يَشْتَرِطُ تَعْيِيْنُ الْعَبْدِ وَهُنَا وُجِدَ التَّعْيِيْنُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ فَلَا يَشْتَرِطُ تَعْيِيْنُ الْعَبْدِ ـ

অনুবাদ : আমরা বলবো– ফরজ রোজা নির্দিষ্ট করা ছাড়া শুদ্ধ হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্দিষ্টতা পাওয়া যায় (এ জন্য বান্দার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা জরুরি নয়)। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– রমজানের রোজা বান্দার থেকে নির্দিষ্ট করা ছাড়া শুদ্ধ হবে না। যেমন, কাযা রোজা শুদ্ধ হয় না। তাহলে আমরা বলব– কাযা রোজা (বান্দার) নির্দিষ্ট করা ছাড়া শুদ্ধ হবে না। কারণ এক্ষেত্রে শরিয়তের পক্ষ হতে (দিনের) নির্দিষ্টতা নেই। এ জন্য বান্দার পক্ষ থেকে নিয়ত দ্বারা নির্দিষ্ট করা জরুরি। আর এখানে (রমজানের ক্ষেত্রে) শরিয়তের পক্ষ হতে নির্দিষ্টতা রয়েছে বিধায় বান্দার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : قُلْنَا আমরা বলি صَوْمُ الْفَرْضِ ফরজ রোজা لَايَجُوزُ শুদ্ধ হয় না بِدُوْنِ التَّعْيِيْنِ নির্দিষ্ট করা ছাড়া اِلَّا اَنَّهُ وُجِدَ التَّعْيِيْنُ কিন্তু নির্দিষ্টতা পাওয়া যায় هٰهُنَا এ ক্ষেত্রে مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ শরিয়তের পক্ষ থেকে وَلَئِنْ قَالَ যদি বলে صَوْمُ رَمَضَانَ রমজানের রোজা لَايَجُوْزُ শুদ্ধ হবে না بِدُوْنِ التَّعْيِيْنِ নির্দিষ্ট করা ছাড়া مِنَ الْعَبْدِ বান্দার পক্ষ থেকে كَالْقَضَاءِ যেমন কাজা রোজা শুদ্ধ হয় না قُلْنَا আমরা বলি لَايَجُوْزُ الْقَضَاءُ কাজা শুদ্ধ হবে না بِدُوْنِ التَّعْيِيْنِ নির্দিষ্ট করা ছাড়া اِلَّا اَنَّ التَّعْيِيْنَ لَمْ يَثْبُتْ কারণ নির্দিষ্টতা নেই مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ শরিয়তের পক্ষ হতে فِى الْقَضَاءِ কাজার ক্ষেত্রে فَلِذٰلِكَ আর এ জন্য يَشْتَرِطُ জরুরি تَعْيِيْنُ الْعَبْدِ বান্দার পক্ষ থেকে وَهُنَا وُجِدَ আর এখানে রয়েছে التَّعْيِيْنُ নির্দিষ্টতা مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ শরিয়তের পক্ষ হতে فَلَا يَشْتَرِطُ تَعْيِيْنُ الْعَبْدِ তাই বান্দার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهٰهُنَا وُجِدَ التَّعْيِيْنُ الخ : যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– اِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ اِلَّا عَنْ رَمَضَانَ শা'বান মাস শেষ হলে রমজান ছাড়া অন্য কোনো রোজা নেই।

وَاَمَّا الْقَلْبُ فَنَوْعَانِ اَحَدُهُمَا اَنْ يَجْعَلَ مَا جَعَلَ الْمُعَلِّلُ عِلَّةً لِلْحُكْمِ مَعْلُوْلاً لِذٰلِكَ الْحُكْمِ وَمِثَالُهُ فِى الشَّرْعِيَّاتِ جَرَيَانُ الرِّبٰوا فِى الْكَثِيْرِ يُوْجِبُ جَرَيَانَهُ فِى الْقَلِيْلِ كَالْاَثْمَانِ فَيَحْرُمُ بَيْعُ الْحَفْنَةِ مِنَ الطَّعَامِ بِالْحَفْنَتَيْنِ مِنْهُ -

অনুবাদ : قَلْب এর প্রকারভেদ ও উদাহরণ : قَلْب দু'প্রকার– (১) مُعَلِّلْ বা দলিল পেশকারী যাকে হুকুমের জন্য ইল্লত স্থির করেন তাকে উক্ত হুকুমের মা'লুল সাব্যস্ত করা। শরিয়তে এর উদাহরণ এই যে, বেশির মধ্যে রিবা (সুদ) প্রযোজ্য হওয়া অল্পের মধ্যেও রিবা হওয়াকে ওয়াজিব করে। যেমন– সোনা-রূপা বেচা-কেনার ক্ষেত্রে (কম-বেশিতে কোনো পার্থক্য নেই)। সুতরাং এক আজলা খাদ্য দু'আজলার বিনিময় বিক্রি করা হারাম হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا الْقَلْبُ فَنَوْعَانِ কলব দু'প্রকার اَحَدُهُمَا প্রথমটি হলো اَنْ يَجْعَلَ সাব্যস্ত করা مَا جَعَلَ الْمُعَلِّلُ দলিল পেশকারী থাকে স্থির করেন عِلَّةً لِلْحُكْمِ হুকুমের জন্য ইল্লত مَعْلُوْلاً তাকে মা'লূল সাব্যস্ত করা لِذَالِكَ الْحُكْمِ উক্ত হুকুমের وَمِثَالُهُ فِى الشَّرْعِيَّاتِ শরিয়তে এর উদাহরণ এই যে, جَرَيَانُ الرِّبٰو সুদ প্রযোজ্য হওয়া فِى الْكَثِيْرِ বেশির মধ্যে يُوْجِبُ ওয়াজিব করে جَرَيَانَهُ প্রযোজ্য হওয়াকে فِى الْقَلِيْلِ অল্পের মধ্যেও كَا لْاَثْمَانِ যেমন সোনা রূপা বেচাকেনার ক্ষেত্রে فَيَحْرُمُ কাজেই হারাম হবে بَيْعُ الْحَفْنَةِ এক আজলা مِنَ الطَّعَامِ খাদ্য হতে بِالْحَفْنَتَيْنِ مِنْهُ দু' আজলার বিনিময়ে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْقَلْبُ الخ : قَلْب -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ : قَلْب এর শাব্দিক অর্থ পরিবর্তন করা, পাল্টে ফেলা, উপরের বস্তুকে নীচের বস্তুতে পরিণত করা। পারিভাষিক অর্থ-বস্তুর অবস্থাকে তার বিপরীত করে দেওয়া।

উসূল বিদগণের নিকট قَلْب দু'প্রকার (১) যে বস্তুকে مُعَلِّلْ হুকুমের ইল্লত বানিয়েছে তাকে হুকুমের মা'লূল বানিয়ে দিবে। এখানে এ ধারণা না করা উচিত যে, ইল্লত مَعْلُول হয়ে যাবে এবং مَعْلُول ইল্লত হয়ে যাবে। তখন শরিয়তে تَنَاقُض আবশ্যক হয়ে যাবে। কেননা عِلَّت مُؤَثِّرَه -এর মধ্যে পরিবর্তন শুধুমাত্র মুজতাহিদের ধারণাতে হয়ে থাকে। এটা নয় যে, বাস্তবিকই عِلَّت টা এরূপ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ جَرَيَانُ الرِّبٰوا فِى الْكَثِيْرِ الخ : শাফেয়ীগণের অভিমত : শাফেয়ীগণের মতে সোনা-রূপা উভয়টিতে সুদ হারাম। সুতরাং সোনারূপার মধ্যে যেমন সুদ হারাম খাদ্যের মধ্যে ও অদ্রূপ সুদ হারাম– অর্থাৎ তাদের মতে বেশির মধ্যে সুদ হওয়া ইল্লত, আর সামান্যের মধ্যে সুদ হওয়া মা'লূল বা হুকুম।

হানাফীগণ বলেন, ব্যাপারটি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ফসল মাপের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো অর্ধ সা'। অতএব তার কম বিক্রির ক্ষেত্রে সমান লেন-দেন শর্ত হবে না।

قُلْنَا لَا بَلْ جَرَيَانُ الرِّبٰوا فِى الْقَلِيْلِ يُوْجِبُ جَرَيَانَهُ فِى الْكَثِيْرِ كَالْاَثْمَانِ وَكَذٰلِكَ فِىْ مَسْئَلَةِ الْمُلْتَجِىْ بِالْحَرَمِ حُرْمَةُ اِتْلَافِ النَّفْسِ يُوْجِبُ حُرْمَةَ اِتْلَافِ الطَّرْفِ كَالصَّيْدِ قُلْنَا بَلْ حُرْمَةُ اِتْلَافِ الطَّرْفِ يُوْجِبُ حُرْمَةَ اِتْلَافِ النَّفْسِ كَالصَّيْدِ فَاِذَا جُعِلَتْ عِلَّتُهُ مَعْلُوْلًا لِذٰلِكَ الْحُكْمِ لَا يَبْقٰى عِلَّةً لَهُ لِاِسْتِحَالَةِ اَنْ يَّكُوْنَ الشَّئُ الْوَاحِدُ عِلَّةً لِلشَّئِ وَمَعْلُوْلًا لَهُ

অনুবাদ : আমরা হানাফীগণ বলবো– আপনাদের উক্ত ইল্লত ও মা'লূলকে আমরা মানতে পারি না; বরং অল্পের মধ্যে রিবা প্রযোজ্য হওয়া বেশির মধ্যে রিবা প্রযোজ্য হওয়াকে ওয়াজিব করে। যেমন– সোনা রূপার ক্ষেত্রে। তদ্রূপ হরম শরীফে আশ্রয় গ্রহণকারীর মাসআলায় জীবন নাশ করা হারাম হওয়ায় অঙ্গহানী করা হারাম হওয়াকে ওয়াজিব করে। যেমন– শিকারের ক্ষেত্রে আমরা বলবো; বরং অঙ্গহানী করা হারাম হওয়ায় জীবন নাশ করা হারাম হওয়াকে ওয়াজিব করে। যেমন শিকারের ক্ষেত্রে। সুতরাং যখন প্রতিপক্ষের ইল্লতকে তার হুকুমের মা'লূল সাব্যস্ত করা হলো তখন তা উক্ত হুকুমের জন্য ইল্লত থাকল না। কেননা একই বস্তু এক জিনিসের ইল্লতও হবে এবং তার মা'লূলও হবে এটা অসম্ভব।

শাব্দিক অনুবাদ : قُلْنَا لَا আমরা (হানাফীগণ) বলব আপনাদের উক্ত ইল্লত ও মা'লূলকে আমরা মানতে পারি না بَلْ জَرَيَانُ الرِّبٰوا বরং রিবা প্রযোজ্য হওয়া فِى الْقَلِيْلِ অল্পের মধ্যে يُوْجِبُ ওয়াজিব করে جَرَيَانَهُ প্রযোজ্য হওয়াকে فِى الْكَثِيْرِ বেশির মধ্যে كَالْاَثْمَانِ যেমন সোনা রূপার ক্ষেত্রে وَكَذٰلِكَ তদ্রূপ فِىْ مَسْئَلَةِ الْمُلْتَجِىْ بِالْحَرَمِ হরম শরীফে আশ্রয় গ্রহণকারীর মাসআলায় حُرْمَةُ اِتْلَافِ النَّفْسِ জীবন নাশ করা হারাম হওয়ার يُوْجِبُ ওয়াজিব করে حُرْمَةَ اِتْلَافِ الطَّرْفِ অঙ্গহানী করা হারাম হওয়াকে كَالصَّيْدِ যেমন শিকারের ক্ষেত্রে قُلْنَا আমরা বলব بَلْ حُرْمَةُ اِتْلَافِ الطَّرْفِ বরং অঙ্গহানী করা হারাম হওয়ায় يُوْجِبُ ওয়াজিব করে حُرْمَةَ اِتْلَافِ النَّفْسِ জীবন নাশ করা হারাম হওয়াকে كَالصَّيْدِ যেমন শিকারের ক্ষেত্রে فَاِذَا جُعِلَتْ عِلَّتُهُ مَعْلُوْلًا সুতরাং যখন প্রতিপক্ষের ইল্লতকে মা'লূল সাব্যস্ত করা হলো لِذٰلِكَ الْحُكْمِ তার হুকুমের জন্য لَا يَبْقٰى عِلَّةً لَهُ তখন তা উক্ত হুকুমের জন্য ইল্লত থাকল না لِاِسْتِحَالَةِ কেননা এটা অসম্ভব اَنْ يَّكُوْنَ الشَّئُ الْوَاحِدُ একই বস্তু হবে عِلَّةً لِلشَّئِ কোনো জিনিসের ইল্লত ومعلولا له এবং তার মা'লূল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَسْئَلَةِ الْمُلْتَجِىْ اِلَخ : কেউ কিসাসযোগ্য অপরাধ করে যদি হরম শরীফে আশ্রয় নেয় তাহলে শাফেয়ীগণের মতে হরমে তার কিসাস নেওয়া জায়েজ। আহনাফের মতে নাজায়েজ। তবে তাকে বের হতে বাধ্য করে হরমের বাইরে এনে তার কিসাস নিতে হবে। কেউ যদি কারো অঙ্গহানী করে হরমে আশ্রয় নেয় তাহলে সবার মতে সেখানেই তার কিসাস নেওয়া জায়েজ।

শাফেয়ীগণ বলেন– জীবননাশ করা হারাম হওয়া অঙ্গহানী হারাম হওয়াকে ওয়াজিব করে, যেমন হরমে কোনো শিকারী মেরে ফেলাও হারাম, তার অঙ্গহানী করাও হারাম। আর হরমে মানুষের অঙ্গহানীকে যখন আপনারা জায়েজ বলেন– সুতরাং কিসাস গ্রহণকেও জায়েজ বলা উচিত।

হানাফীগণ বলেন– শিকারের অঙ্গহানী হারাম হওয়ার ইল্লত তার জীবননাশ করা হারাম হওয়াকে ওয়াজিব করে। তবে মানুষের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। কারণ হরমে শরয়ী কারণে মানুষের অঙ্গহানী নাজায়েজ নয়। কিন্তু জীবন নাশ করা হারাম। যেমন– وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

وَالنَّوْعُ الثَّانِيْ مِنَ الْقَلْبِ اَنْ يَّجْعَلَ السَّائِلُ مَاجَعَلَهُ الْمُعَلِّلُ عِلَّةً لِمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْحُكْمِ عِلَّةً لِضِدِّ ذٰلِكَ الْحُكْمِ فَيَصِيْرُ حُجَّةً لِلسَّائِلِ بَعْدَ اَنْ كَانَ حُجَّةً لِلْمُعَلِّلِ مِثَالُهُ صَوْمُ رَمَضَانَ صَوْمُ فَرْضٍ فَيَشْتَرِطُ التَّعْيِيْنُ لَهُ كَالْقَضَاءِ قُلْنَا لَمَّا كَانَ الصَّوْمُ فَرْضًا لَا يَشْتَرِطُ التَّعْيِيْنُ لَهُ بَعْدَ مَا تَعَيَّنَتِ الْيَوْمُ لَهُ كَالْقَضَاءِ ـ

অনুবাদ : قَلْب এর দ্বিতীয় প্রকারের পরিচয় ও উদাহরণ : অভিযোগকারী (مُعَلِّل) যাকে হুকুমের ইল্লত বানিয়েছিল তাকে উক্ত হুকুমের বিপরীত সাব্যস্ত করবে। ফলে তা مُعَلِّل -এর পক্ষে দলিল না হয়ে বরং অভিযোগকারীর পক্ষে দলিল হবে। উাহরণ : যেমন রমজানের রোজা ফরজ। অতএব কাজা রোজার ন্যায় তা (নিয়ত দ্বারা) নির্দিষ্ট করা শর্ত। আমরা বলবো– রমজানের রোজা যেহেতু ফরজ। সুতরাং তার জন্য (শরিয়তের পক্ষ থেকে) দিন নির্দিষ্ট থাকার কারণে (বান্দার জন্য) নির্দিষ্ট করা শর্ত নয়। যেমন কাজা রোজা (শুরুর দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়ার পর নিয়ত নির্দিষ্ট করা জরুরি হয় না)

শাব্দিক অনুবাদ : اَلنَّوْعُ الثَّانِيْ مِنَ الْقَلْبِ কলবের দ্বিতীয় প্রকার اَنْ يَّجْعَلَ السَّائِلُ অভিযোগকারীর সাব্যস্ত করা مَاجَعَلَهُ الْمُعَلِّلُ মুআল্লিল যাকে বানিয়ে ছিল عِلَّةً لِمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْحُكْمِ হুকুমের ইল্লত عِلَّةً لِضِدِّ ذٰلِكَ الْحُكْمِ উক্ত হুকুমের বিপরীত সাব্যস্ত করবে فَيَصِيْرُ الْحُجَّةُ لِلسَّائِلِ কাজেই তা হুবহু প্রশ্ন কর্তার জন্য হুজ্জত হবে بَعْدَ اَنْ كَانَ حُجَّةً لِلْمُعَلِّلِ মু'আল্লিলের জন্য হুজ্জত হওয়ার পর مِثَالُهُ উহার উদাহরণ صَوْمُ رَمَضَانَ صَوْمُ فَرْضٍ রমজানের রোজা ফরজ فَيَشْتَرِطُ التَّعْيِيْنُ لَهُ অতএব নিয়ত দ্বারা নির্দিষ্ট করা শর্ত كَالْقَضَاءِ কাজা রোজার ন্যায় قُلْنَا আমরা বলব لَمَّا كَانَ الصَّوْمُ فَرْضًا রমজানের রোজা যেহেতু ফরজ لَايَشْتَرِطُ التَّعْيِيْنُ لَهُ সুতরাং তার জন্য নির্দিষ্ট করা শর্ত নয় بَعْدَ مَا تَعَيَّنَتِ الْيَوْمُ لَهُ শরিয়তের পক্ষ থেকে দিনটি নির্দিষ্ট থাকার কারণে كَالْقَضَاءِ যেমন কাজা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَعْدَ مَا تَعَيَّنَ الْيَوْمُ لَهُ الخ : এ মাসআলায় শাফেয়ী (র.) কাজা রোজার উপর কিয়াস করে রোজা ফরজ হওয়াকে নিয়ত নির্দিষ্ট করার ইল্লত বানিয়েছিলেন– আমরা এই ফরজ হওয়াকেই নিয়ত নির্দিষ্ট না করার ইল্লত বানালাম।

قَوْلُهُ قُلْنَا لَوْ كَانَ الخ : আহনাফের এ কথায় পরিধেয় কাপড়ের ন্যায় নারী পুরুষ উভয়ের অলংকারের যাকাত ওয়াজিব হওয়া চাই অথচ তাঁরা তা স্বীকার করেন না। সুতরাং এখন উভয়ের বিধানে পার্থক্যের কারণ বর্ণনা করা জরুরি হয়ে গেল।

وَاَمَّا الْعَكْسُ فَنَعْنِىْ بِهٖ اَنْ يَّتَمَسَّكَ السَّائِلُ بِاَصْلِ الْمُعَلِّلِ عَلٰى وَجْهٍ يَكُوْنَ الْمُعَلِّلُ مُضْطَرًّا اِلٰى وَجْهِ الْمُفَارَقَةِ بَيْنَ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ وَمِثَالُهُ الْحُلِىُّ اُعِدَّتْ لِلْاِبْتِذَالِ فَلَا يَجِبُ فِيْهَا الزَّكٰوةُ كَثِيَابِ الْبَذْلَةِ قُلْنَا لَوْ كَانَ الْحُلِىُّ بِمَنْزِلَةِ الثِّيَابِ فَلَا تَجِبُ الزَّكٰوةُ فِىْ حُلِىِّ الرِّجَالِ كَثِيَابِ الْبَذْلَةِ.

অনুবাদ : عَكْس-এর পরিচয় ও উদাহরণ : عَكْس দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রশ্নকারী মুআল্লিলের উসূলের ভিত্তিতে এমনভাবে দলিল পেশ করবে যাতে মুআল্লিল মাকীস ও মাকীস আলাইহির মাঝে পার্থক্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়। **উদাহরণ :** যেমন– শাফেয়ীগণের মতে অলংকার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমন পরিধেয় কাপড়ের যাকাত দিতে হয় না। আমরা বলি– অলংকার যদি কাপড়ের পর্যায়ে হয় তাহলে পুরুষের (ব্যবহৃত) অলংকারে যাকাত ওয়াজিব হবে না। যেমন পরিধেয় কাপড়ে যাকাত ওয়াজিব হয় না।

وَاَمَّا فَسَادُ الْوَضْعِ فَالْمُرَادُ بِهٖ اَنْ يُّجْعَلَ الْعِلَّةُ وَصْفًا لَا يَلِيْقُ بِذٰلِكَ الْحُكْمِ. مِثَالُهُ فِىْ قَوْلِهٖ فِىْ اِسْلَامِ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ اِخْتِلَافُ الدِّيْنِ طَرَءَ عَلَى النِّكَاحِ فَيُفْسِدُهٗ.

فَسَاد وَضْع-এর পরিচয় ও উদাহরণ : وَضْع দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইল্লতকে এমন গুণ বা وَصْف সাব্যস্ত করা যা (দলিল পেশকারীর) হুকুমের জন্য ইল্লত হওয়ার যোগ্য না থাকে। **উদাহরণ :** ক. যেমন শাফেয়ীগণের উক্তি স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজনের মুসলমান হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মের ভিন্নতা তাদের বিবাহের উপর আরোপিত হওয়ায় বিবাহকে বিনষ্ট করে দেয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا الْعَكْسُ আর আকস হলো فَنَعْنِىْ بِهٖ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَنْ يَّتَمَسَّكَ السَّائِلُ প্রশ্নকারী দলিল পেশ করবে بِاَصْلِ الْمُعَلِّلِ মুআল্লিলের উসূলের ভিত্তিতে عَلٰى وَجْهٍ এমনভাবে يَكُوْنَ الْمُعَلِّلُ মুআল্লিল হবে مُضْطَرًّا বাধ্য اِلٰى وَجْهِ الْمُفَارَقَةِ পার্থক্য স্বীকার করতে بَيْنَ الْاَصْلِ وَالْفَرْعِ মাকীস ও আকীস আলাইহির মাঝে وَمِثَالُهُ তার উদাহরণ الْحُلِىُّ اُعِدَّتْ অলংকার প্রস্তুত করা হয় لِلْاِبْتِذَالِ ব্যবহারের জন্য فَلَا يَجِبُ فِيْهَا الزَّكٰوةُ সুতরাং তাতে জাকাত ওয়াজিব হবে না كَثِيَابِ الْبَذْلَةِ যেমন পরিধেয় কাপড়ের যাকাত দিতে হয় না قُلْنَا আমরা বলি لَوْ كَانَ الْحُلِىُّ অলংকার যদি হয় بِمَنْزِلَةِ الثِّيَابِ কাপড়ের ন্যায় فَلَا تَجِبُ الزَّكٰوةُ তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না فِىْ حُلِىِّ الرِّجَالِ পুরুষের ব্যবহৃত অলংকারে كَثِيَابِ الْبَذْلَةِ যেমন পরিধেয় কাপড়ের যাকাত দিতে হয় না وَاَمَّا فَسَادُ الْوَضْعِ আর ফাসাদে ওয়াদা فَالْمُرَادُ بِهٖ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَنْ يُّجْعَلَ الْعِلَّةُ وَصْفًا ইল্লতকে এমন গুণ সাব্যস্ত করা لَا يَلِيْقُ بِذٰلِكَ الْحُكْمِ যা হুকুমের জন্য ইল্লত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না مِثَالُهُ এর উদাহরণ فِىْ قَوْلِهٖ শাফেয়ীগণের উক্তি فِىْ اِسْلَامِ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ স্বামী স্ত্রী কোনো একজন মুসলমান হওয়ার ক্ষেত্রে اِخْتِلَافُ الدِّيْنِ ধর্মের ভিন্নতা طَرَءَ عَلَى النِّكَاحِ তাদের বিবাহের উপর আরোপিত হওয়ায় يُفْسِدُهٗ তাদের বিবাহ কে নষ্ট করে দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِثَالُهُ الْحُلِيُّ الخ : অর্থাৎ عَكْس -এর উদাহরণ হলো– শাফেয়ীদের নিকট মহিলাদের ব্যবহৃত অলংকারে জাকাত নেই। যেমনিভাবে তাদের ব্যবহৃত কাপড়ে জাকাত ওয়াজিব নয়। আহনাফ এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন– যদি অলংকারাদি পোষাকের মতো হয় তবে পুরুষের অলংকারাদিতে জাকাত না হওয়া উচিত। কেননা তাদের কাপড়েও জাকাত ওয়াজিব নয়। যদি পুরুষেরা অলংকার বানিয়ে ব্যবহার করে তবে তাতে জাকাত ওয়াজিব হয়। এই প্রশ্নের পর শাফেয়ীদের জন্য উভয় প্রকার অলংকারের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে হবে। আর তা এভাবে যে, পুরুষদের নিকট ব্যবহারের অলংকার থাকতে পারে না। কেননা তাদের জন্য অলংকার ব্যবহার করা জায়েজ নয়। মহিলাদের হুকুম এর বিপরীত কেননা তাদের জন্য অলংকার ব্যবহার বৈধ। শাফেয়ীদের উপর عَكْس -এর ভিত্তিতে এ প্রশ্ন করা হয়েছে। কেননা عَكْس দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে مُسْتَدِل -এর مَقِيْس عَلَيْه দ্বারা মাসআলা এভাবে اِسْتِدْلَال করা যে مُسْتَدِل মাকীস এবং মাকীস আলাইহির মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করতে বাধ্য হয়।

قَوْلُهُ وَاَمَّا فَسَادُ الْوَضْعِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– এমন وَصْف কে ইল্লত স্বীকৃতি দেওয়া হবে যা ঐ হুকুমের উপযুক্ত এবং মুনাসিব না হয়। যথা– শাফেয়ীগণ বলেন– যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে কাফের হয় এবং একজন মুসলমান হয়ে যায় তখন ধর্মের বিচ্ছেদের প্রভাব বিবাহের উপর পড়বে ফলে বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। এখানে তারা বিবাহের মালিকানা রহিত হওয়ার ইল্লত ইসলাম বলেছে। যেমনিভাবে উভয়ের কোনো একজন মুরতাদ হওয়ার দ্বারা বিবাহের মালিকানা দূর হয়ে যায়।

ওলামায়ে আহনাফ এর জবাবে বলেন– ইসলাম গ্রহণ করা বিবাহের মালিকানা রক্ষাকারী। ইসলাম مِلْك نِكَاح দূরীভূতকারী নয়; বরং প্রথমে একজন মুসলমান হলে অপরজনের নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য আবেদন করা হবে। যদি সে মুসলমান হয়ে যায়। তবে প্রথম বিবাহ রয়ে যাবে। আর যদি সে ইসলাম গ্রহণের অস্বীকৃতি জানায় এবং কুফরিতে অটল থাকে তবে তাদের মধ্যে পৃথক করে দেওয়া হবে।

মোটকথা مِلْك نِكَاح রহিতকরণের ইল্লত ইসলাম নয়; বরং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনই হলো مِلْك نِكَاح রহিত করণের ইল্লত। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, শাফেয়ীগণের কিয়াস তার মূল ভিত্তিতেই গলদ রয়ে গেছে।

قَوْلُهُ اِخْتِلَافُ الدِّيْنِ طَرَء الخ : অর্থাৎ বিবাহের পরে ইসলাম পাওয়া যাওয়ায় তা বিবাহকে বিচ্ছেদ করে দেওয়া যেভাবে মুরতাদ হওয়ায় বিচ্ছেদ করে দেয়। এ মাসআলায় শাফেয়ীগণের মতে ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর আহনাফের মতে অপরজনের নিকট ইসলাম পেশ করার পর যদি সে তা কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায় তখন বিবাহ বিচ্ছিন্ন হবে। এ ক্ষেত্রে তারা مِلْك يُضْعَف বিনষ্টের ইল্লত সাব্যস্ত করেন ইসলামকে।

كَارْتِدَادِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْإِسْلَامَ عِلَّةً لِزَوَالِ الْمِلْكِ قُلْنَا الْإِسْلَامُ عُهِدَ عَاصِمًا لِلْمِلْكِ فَلَا يَكُوْنُ مُؤَثِّرًا فِيْ زَوَالِ الْمِلْكِ وَكَذٰلِكَ فِيْ مَسْئَلَةِ طَوْلِ الْحُرَّةِ إِنَّهُ حُرٌّ قَادِرٌ عَلَى النِّكَاحِ فَلَا يَجُوْزُ لَهُ الْأَمَةُ كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ قُلْنَا وَصْفُ كَوْنِهِ حُرًّا قَادِرًا يَقْتَضِيْ جَوَازَ النِّكَاحِ فَلَا يَكُوْنُ مُؤَثِّرًا فِيْ عَدَمِ الْجَوَازِ ـ

অনুবাদ : যেমন- স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজনের মুরতাদ হওয়ার দ্বারা বিচ্ছেদ করে দেয়। এখানে প্রতিপক্ষ ইসলাম গ্রহণকে মালিকানা বিনষ্টের ইল্লত সাব্যস্ত করেছিলেন। আমরা বলি যে, ইসলামকে মূলত মালিকানা সংরক্ষণকারী বানানো হয়েছে। অতএব মালিকানা বিনষ্টের ব্যাপারে ক্রিয়াশীল হবে না। এরূপে স্বাধীনা নারী বিবাহের ক্ষমতা থাকার মাসআলায় একথা বলা যে, যেহেতু সে স্বাধীন পুরুষ বিবাহে সক্ষম। অতএব তার জন্য বাঁদী বিবাহ করা জায়েজ হবে না। যেমন তার অধীনে স্ত্রী স্বাধীনা থাকা কালে বাঁদী বিবাহ জায়েজ নয়। আমরা বলবো তার স্বাধীন ও সক্ষম হওয়ার গুণটা বিবাহ জায়েজ হওয়ার দাবি করে। কাজেই জায়েজ না হওয়ার ক্ষেত্রে এটা ক্রিয়াশীল হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : كَارْتِدَادِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ যেমন স্বামী স্ত্রীর কোনো একজন মুরতাদ হওয়ার দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেয় فَإِنَّهُ جَعَلَ الْإِسْلَامَ عِلَّةً এখানে প্রতিপক্ষ ইসলাম গ্রহণকে ইল্লত সাব্যস্ত করেছিলেন لِزَوَالِ الْمِلْكِ মালিকানা বিনষ্টের قُلْنَا আমরা বলি যে الْإِسْلَامُ عُهِدَ ইসলামকে বানানো হয়েছে عَاصِمًا لِلْمِلْكِ মালিকানা সংরক্ষণকারী فَلَا يَكُوْنُ مُؤَثِّرًا অতএব ক্রিয়াশীল হবে না فِيْ زَوَالِ الْمِلْكِ মালিকান বিনষ্টের ব্যাপারে وَكَذٰلِكَ এরূপে فِيْ مَسْئَلَةِ طَوْلِ الْحُرَّةِ স্বাধীনা নারী বিবাহের ক্ষমতা থাকার মাসআলায় إِنَّهُ حُرٌّ যেহেতু সে স্বাধীন পুরুষ قَادِرٌ عَلَى النِّكَاحِ বিবাহে সক্ষম فَلَا يَجُوْزُ لَهُ অতএব তার জন্য জায়েজ হবে না الْأَمَةُ বাঁদী বিবাহ كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ যেমন তার অধীনে স্বাধীনা স্ত্রী থাকা কালে বাঁদী বিবাহ জায়েজ নয় قُلْنَا আমরা বলি وَصْفُ كَوْنِهِ حُرًّا قَادِرًا তার স্বাধীন ও সক্ষম হওয়ার গুণটি يَقْتَضِيْ দাবি করে جَوَازَ النِّكَاحِ বাঁদী বিবাহ জায়েজ হওয়ার فَلَا يَكُوْنُ مُؤَثِّرًا কাজেই এটা ক্রিয়াশীল হবে না فِيْ عَدَمِ الْجَوَازِ জায়েজ না হওয়ার ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قُلْنَا الْإِسْلَامُ الخ : অর্থাৎ শাফেয়ীগণের যুক্তির উত্তরে হানাফীগণ বলেন- ইসলাম তো মালিকানা বিনষ্ট করে না বরং সুদৃঢ় করে। যেমন দারুল হরবে মুসলমান হলে তার জান-মাল ইজ্জত সব কিছুই নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব তাদের এ ইল্লতের মধ্যেই ফ্যাসাদ সাব্যস্ত হলো। হানাফীগণের মতে এর ইল্লত إِبَاءٌ عَنِ الْإِسْلَامِ তথা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানো।

قَوْلُهُ قُلْنَا وَصْفُ كَوْنِهِ حُرًّا الخ : কেননা সক্ষমতাটা বাঁদী বা স্বাধীনা যে কোনোটি ইচ্ছা বিবাহ করার অধিকার থাকার দাবি করে। সুতরাং সক্ষমতাকে বাঁদী বিবাহ করা নাজায়েজ হওয়ার ইল্লত সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।

وَاَمَّا النَّقْضُ فَمِثْلُ مَا يُقَالُ اَلْوُضُوْءُ طَهَارَةٌ فَيَشْتَرِطُ لَهُ النِّيَّةُ كَالتَّيَمُّمِ قُلْنَا يَنْتَقِضُ بِغَسْلِ الثَّوْبِ وَ الْاِنَاءِ وَاَمَّا الْمُعَارَضَةُ فَمِثْلُ مَا يُقَالُ اَلْمَسْحُ رُكْنٌ فِى الْوُضُوْءِ فَلْيُسَنَّ تَثْلِيْثُهُ كَالْغَسْلِ قُلْنَا اَلْمَسْحُ رُكْنٌ فَلَايُسَنُّ تَثْلِيْثُهُ كَمَسْحِ الْخُفِّ وَالتَّيَمُّمِ ـ

অনুবাদ : نَقْض-এর পরিচয় ও উদাহরণ : ইল্লত বিদ্যমান সত্ত্বেও হুকুম বিদ্যমান না হওয়াকে نَقْض বলা হয়। উদাহরণ : যেমন– বলা হয় অজু হলো পবিত্রতা, সুতরাং এর জন্য নিয়ত শর্ত। যেমন– তায়াম্মুম। আমরা বলবো আপনাদের এ যুক্তি কাপড় ও পাত্র পবিত্র করার মাসআলার দ্বারা খণ্ডন হয়ে যায়। (কারণ এটাও পবিত্রতা বিষয়ক)

مُعَارَضَة-এর পরিচয় ও উদাহরণ : (দলিল পেশকারী তার দাবির স্বপক্ষে কোনো وَصْف কে ইল্লত রূপে পেশ করার পর প্রতিপক্ষ কর্তৃক তা এমনভাবে পরিবর্তন করে দেওয়া যদ্দারা তার অনুকূলের পরিবর্তে প্রতিকূলে চলে যায় একে مُعَارَضَة বলে। উদাহরণ : যেমন– শাফেয়ী (র.)-এর পক্ষ হতে বলা হয় যে, অজুর মধ্যে মাসাহ করা একটি রুকন। সুতরাং অন্যান্য রুকনের ন্যায় এটাও তিনবার সুন্নত হবে। আমরা বলবো– মাসাহ যেহেতু রুকন। সুতরাং তিনবার করা সুন্নত হবে না। যেমন মোজা মাসাহ করা ও তায়াম্মুম করা।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا النَّقْضُ আর নকয হলো فَمِثْلُ مَا يُقَالُ যেমন বলা হয় اَلْوُضُوْءُ طَهَارَةٌ অজু হলো পবিত্রতা فَيَشْتَرِطُ لَهُ النِّيَّةُ সুতরাং এর জন্য নিয়ত শর্ত كَالتَّيَمُّمِ যেমন তায়াম্মুম قُلْنَا আমরা বলবো يَنْتَقِضُ আপনাদের এ যুক্তি খণ্ডন হয়ে যায় بِغَسْلِ الثَّوْبِ وَالْاِنَاءِ কাপড় ও পাত্র পবিত্র করার মাসআলা দ্বারা وَاَمَّا الْمُعَارَضَةُ আর মুআরাযা হলো فَمِثْلُ مَا يُقَالُ যেমন বলা হয় اَلْمَسْحُ رُكْنٌ فِى الْوُضُوْءِ অজুর মধ্যে মাসাহ করা একটি রুকন فَلْيُسَنَّ تَثْلِيْثُهُ সুতরাং এটাও তিনবার সুন্নত হবে كَالْغَسْلِ ধৌত করার (অঙ্গের) ন্যায় قُلْنَا আমরা বলি اَلْمَسْحُ رُكْنٌ মাসাহ রুকন فَلَا يُسَنُّ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْمُعَارَضَةُ الخ : مُعَارَضَه দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– سَائِل مُسْتَدِل-এর বিরুদ্ধে দলিল উপস্থাপন করা। نَقْض এবং مُعَارَضَة-এর মধ্যে পার্থক্য হলো– نَقْض এটা نَفْس دَلِيْل-এর বাতিল হওয়াকে আবশ্যক করে। আর مُعَارَضَه শুধু মাত্র হুকুমকে নিষেধ করে। مُعَارَضَه-এর উপমা হচ্ছে– مُسْتَدِل বলল, মাথা মাসাহ করা অজুর রোকন, কাজেই এটাকে তিনবার করা সুন্নত হবে। যেমনিভাবে অন্যান্য ধৌত করার অঙ্গগুলোকে তিনবার ধোয়া সুন্নত। তবে এটাকে তিনবার করা সুন্নত নয়। যেমনি এর সমকক্ষ মোজার মাসাহ করা ও তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে তিনবার মাসাহ করা সুন্নত নয়।

فَصْلٌ : اَلْحُكْمُ يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِهٖ وَيَثْبُتُ بِعِلَّتِهٖ وَيُوْجَدُ عِنْدَ شَرْطِهٖ فَالسَّبَبُ مَا يَكُوْنُ طَرِيْقًا اِلَى الشَّيْءِ بِوَاسِطَةٍ كَالطَّرِيْقِ فَاِنَّهٗ سَبَبٌ لِلْوُصُوْلِ اِلَى الْمَقْصَدِ بِوَاسِطَةِ الْمَشْيِ وَالْحَبْلَ سَبَبٌ اِلَى الْمَاءِ بِالْاِدْلَاءِ فَعَلٰى هٰذَا كُلُّ مَا كَانَ طَرِيْقًا اِلَى الْحُكْمِ بِوَاسِطَةٍ يُسَمّٰى سَبَبًا لَهٗ شَرْعًا وَيُسَمَّى الْوَاسِطَةُ عِلَّةً.

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : হুকুম বা বিধান সদা তার সবাবের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় এবং ইল্লতের দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়। আর শর্ত প্রাপ্তিতে তা পাওয়া যায়।

سَبَبٌ এর পরিচয় : সবাব হলো যা কোনো মাধ্যমের ভিত্তিতে কোনো বস্তুর পথ নির্দেশক হয়। **যেমন** রাস্তা গন্তব্যে পৌছানোর সবব হলো হাঁটার মাধ্যমে. রশি পানি পর্যন্ত পৌছনোর সবব অবতরণ করানোর মাধ্যমে, এভাবে যেসব বস্তু বা বিষয় কোনো কিছুর মাধ্যমে হুকুম পর্যন্ত পৌছানোর উপায় হয় শরিয়তে তাকে سَبَبٌ বলে। আর وَاسِطَه বা মাধ্যমকে عِلَّتٌ বলে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ اَلْحُكْمُ يَتَعَلَّقُ হুকুম সদা সংশ্লিষ্ট হয় بِسَبَبِهٖ তার সববের সাথে وَيَثْبُتُ بِعِلَّتِهٖ এবং ইল্লতের দ্বারা তা সাব্যস্ত হয় وَيُوْجَدُ عِنْدَ شَرْطِهٖ আর শর্ত প্রাপ্তিতে তা পাওয়া যায় فَالسَّبَبُ সবব হলো مَا يَكُوْنُ طَرِيْقًا যা পথ নির্দেশক হয় اِلَى الشَّيْءِ কোনো বস্তুর দিকে بِوَاسِطَةٍ কোনো মাধ্যমে كَالطَّرِيْقِ যেমন রাস্তা فَاِنَّهٗ سَبَبٌ لِلْوُصُوْلِ এটা পৌছানোর সবব اِلَى الْمَقْصَدِ গন্তব্যে بِوَاسِطَةِ الْمَشْيِ হাটার মাধ্যমে وَالْحَبْلَ سَبَبٌ আর রশি সবব اِلَى الْمَاءِ পানি পর্যন্ত পৌছানোর بِالْاِدْلَاءِ অবতরণ করানোর মাধ্যমে فَعَلٰى هٰذَا এভাবে كُلُّ مَا كَانَ طَرِيْقًا যে সব বস্তু উপায় হয় اِلَى الْحُكْمِ হুকুম পর্যন্ত بِوَاسِطَةٍ কোনো কিছুর মাধ্যমে يُسَمّٰى سَبَبًا শরিয়তে তাকে সবব বলে وَيُسَمَّى الْوَاسِطَةُ عِلَّةً আর মাধ্যমকে ইল্লত বলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْحُكْمُ يَتَعَلَّقُ الخ : উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত اَدِلَّة اَرْبَعَة তথা কুরআন হাদীস, ইজমা, ও কিয়াস প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর মুসান্নেফ (র.) দলিল দ্বারা সাব্যস্ত শরয়ী বিধানের বর্ণনা আরম্ভ করেছেন এবং ঐ সকল জিনিসকে যাদের সাথে শরয়ী বিধান সম্পর্কিত। অর্থাৎ আসবাব, ইলাল, শরুত। আর হুকুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– মুকাল্লাফের ঐ সকল গুণাবলি এবং কাইফিয়াত যা শরিয়তের খেতাবের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পর মুকাল্লাফের কাজের জন্য সাব্যস্ত হয়। যথা– উজূব, নুদুব, ফরজিয়্যত, আযীমত, রুখসত, حِلَّت , হুরমত, জাওয়াজ, ফাসাদ এবং কারাহাত। হুকুম যা শরিয়তের খেতাবের অর্থে তা اِيْجَاب। তাহরীম ইত্যাদি। আর খেতাবের আছর অজুব, হুরমত ইত্যাদি এবং এগুলোর সাথে عَبْد مُتَّصِف فِعْل হলো এবং হাকিম আল্লাহ তা'আলা। আকল এবং রায় হাকিম হতে পারে না। এ সকল বিষয় اَدِلَّة اَرْبَعَة দ্বারা সাব্যস্ত হয়। যদিও কিয়াস দ্বারা কোনো বিধান সব্যস্ত হয় না; বরং فَرْع -এর মধ্যে তার কারণে হুকুম প্রকাশ পায়। কিন্তু এই প্রকাশ পাওয়াও এক ধরনের সাব্যস্ত হওয়ার মর্যাদা রাখে। এজন্য কিয়াস ও হুকুমের ফায়দা দেওয়ার জন্য اَدِلَّة اَرْبَعَة -এর অন্তর্ভুক্ত।

مِثَالُهُ فَتْحُ بَابِ الْاِصْطَبْلِ وَالْقَفَصِ وَحَلُّ قَيْدِ الْعَبْدِ فَاِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّلَفِ بِوَاسِطَةٍ تُوْجَدُ مِنَ الدَّابَّةِ وَالطَّيْرِ وَالْعَبْدِ ـ وَالسَّبَبُ مَعَ الْعِلَّةِ اِذَا اجْتَمَعَا يُضَافُ الْحُكْمُ اِلَى الْعِلَّةِ دُوْنَ السَّبَبِ اِلَّا اِذَا تَعَذَّرَتِ الْاِضَافَةُ اِلَى الْعِلَّةِ فَيُضَافُ اِلَى السَّبَبِ حِيْنَئِذٍ وَعَلٰى هٰذَا قَالَ اَصْحَابُنَا اِذَا دَفَعَ السِّكِّيْنَ اِلٰى صَبِيٍّ فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ سَقَطَ مِنْ يَدِ الصَّبِيِّ فَجَرَحَهُ يَضْمَنُ ـ

অনুবাদ : **উদাহরণ :** যেমন গোয়ালের দরজা ও পাখির খাঁচা খোলা, গোলামের বেড়ি খোলা। কেননা খুলে দেওয়াটা বিনষ্টের (হারানোর) সবব হলো– পশু পাখি ও গোলামের থেকে পাওয়া যাওয়ার মাধ্যমে।

উসূল : ইল্লতের সাথে সবব একত্র হলে ইল্লতের দিকে হুকুম সম্বন্ধিত হবে, সববের দিকে নয়। তবে ইল্লতের প্রতি সম্বন্ধিত হওয়া অসম্ভব হলে তখন সববের প্রতি সম্বন্ধিত হবে। এ উসূলের উপর ভিত্তি করে আমাদের হানাফী আলিমগণ বলেন– কেউ কোনো বালকের হাতে ছুরি দেওয়ার পর সে যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে সে এর জামিন হবে না। (বা তার উপর দায়ভার বর্তাবে না।) আর যদি ছুরি বালকের হাত থেকে পড়ে গিয়ে সে আহত হয় তাহলে লোকটি এর জামিন হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : مِثَالُهُ তার উদাহরণ فَتْحُ بَابِ الْاِصْطَبْلِ গোয়ালের দরজা খোলা وَالْقَفَصِ এবং পাখির খাঁচা খোলা وَحَلُّ قَيْدِ الْعَبْدِ গোলামের বেড়ি খোলা فَاِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّلَفِ কেননা খুলে দেওয়াটা বিনষ্টের সবব بِوَاسِطَةٍ মাধ্যমে تُوْجَدُ مِنَ الدَّابَّةِ وَالطَّيْرِ وَالْعَبْدِ চতুষ্পদ প্রাণী এবং পাখি এবং গোলামের থেকে পাওয়া যাওয়ার মাধ্যমে وَالسَّبَبُ مَعَ الْعِلَّةِ ইল্লতের সাথে সবব اِذَا اجْتَمَعَا একত্রিত হলে الْحُكْمُ اِلَى الْعِلَّةِ হুকুম ইল্লতের দিকে সম্বন্ধিত হবে دُوْنَ السَّبَبِ সববের দিকে নয় اِلَّا اِذَا تَعَذَّرَتِ الْاِضَافَةُ তবে সম্বন্ধিত হওয়া অসম্ভব হলে اِلَى الْعِلَّةِ ইল্লতের প্রতি فَيُضَافُ اِلَى السَّبَبِ حِيْنَئِذٍ তখন সববের প্রতি সম্বন্ধিত হবে وَعَلٰى هٰذَا এ উসূলের উপর ভিত্তি করে قَالَ اَصْحَابُنَا আমাদের হানাফী আলেমগণ বলেন اِذَا دَفَعَ السِّكِّيْنَ কেউ ছুরি দেওয়ার পর اِلٰى صَبِيٍّ কোনো বালকের হাতে فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ সে যদি কাউকে হত্যা করে لَا يَضْمَنُ তাহলে সে এর জামিন হবে না وَلَوْ سَقَطَ আর যদি ছুরি পড়ে গিয়ে مِنْ يَدِ الصَّبِيِّ বালকের হাত থেকে فَجَرَحَهُ সে আহত হয় يَضْمَنُ তাহলে লোকটি এর জামিন হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّلَفِ الخ : এসব নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে দরজা খোলা হলো সবব, আর বের হওয়া হলো ইল্লত। আর হুকুম যেহেতু ইল্লতের প্রতি সম্বন্ধিত হয়। এ কারণে লোকটির উপর নষ্টের দায়ভার বর্তাবে না।

قَوْلُهُ اِذَا دَفَعَ السِّكِّيْنَ الخ : এ ক্ষেত্রে লোকটির উপর দায়ভার না বর্তানোর কারণ এই যে, ছুরি দেওয়া হলো সবব আর হত্যা করা হলো ইল্লত, উভয়টি একত্রিত হয়েছে। সুতরাং ইল্লতের উপরই (দিয়তের) হুকুম বর্তাবে। আর বালকের হাত থেকে ছুরি পড়ে সে আহত হওয়ার ক্ষেত্রে তার হাতে ছুরি দেওয়া হলো ইল্লত। এখানে কোনো মাধ্যম নেই, এ কারণে লোকটির উপর দায়ভার বর্তাবে।

وَلَوْ حَمَلَ الصَّبِيَّ عَلٰى دَابَّةٍ فَسَيَّرَهَا فَجَالَتْ يُمْنَةً وَيُسْرَةً فَسَقَطَ وَمَاتَ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ دَلَّ إِنْسَانًا عَلٰى مَالِ الْغَيْرِ فَسَرَقَهُ أَوْ عَلٰى نَفْسِهٖ فَقَتَلَهُ أَوْ عَلٰى قَافِلَةٍ فَقَطَعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيْقَ لَايَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الدَّالِّ. وَهٰذَا بِخِلَافِ الْمُوْدِعِ إِذَا دَلَّ السَّارِقَ عَلَى الْوَدِيْعَةِ فَسَرَقَهَا أَوْ دَلَّ الْمُحْرِمُ غَيْرَهُ عَلٰى صَيْدِ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ. لِأَنَّ وُجُوْبَ الضَّمَانِ عَلَى الْمُوْدِعِ بِاِعْتِبَارِ تَرْكِ الْحِفْظِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَا بِالدَّلَالَةِ

অনুবাদ : যদি কেউ কোনো বালককে সোয়ারীর উপর বসিয়ে দেয়। আর বালকটি তাকে তাড়াতে থাকে এমন সময় ডানে বায়ে লাফালাফির ফলে সে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে লোকটির উপর দায়ভার বর্তাবে না। কেউ যদি কাউকে অন্যের মালের পথ নির্দেশ করে আর সে তা চুরি করে, বা কারো সন্ধান দেওয়ার ফলে সে তাকে হত্যা করে, অথবা কোনো কাফেলার সন্ধান দেওয়ার পর সে তাদের মাল লুটপাট করে তাহলে সন্ধান দাতার উপর ক্ষতিপূরণ (দায়ভার) বর্তাবে না। এটা আমানত রক্ষিতার মাসআলার বিপরীত। অর্থাৎ যার নিকট আমানত (অদীআত) রাখা হয় সে যদি চোরকে তার নিকট রক্ষিত মালের সন্ধান দেয়, ফলে চোর তা চুরি করে বা মুহরিম ব্যক্তি কাউকে হরম শরীফে শিকারের সন্ধান দেওয়ার ফলে তাকে হত্যা করে (তাহলে সন্ধানদাতার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে।) কেননা আমানত রক্ষকের উপর তার নিকট রক্ষিত আমানত হেফাজত করা ওয়াজিব ছিল। সে তা করেনি বিধায় তার উপর দায়ভার বর্তাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَوْحَمَلَ الصَّبِيَّ যদি কেউ কোনো বালককে বসিয়ে দেয় عَلٰى دَابَّةٍ সাওয়ারির উপর فَجَالَتْ يُمْنَةً وَيُسْرَةً ডানে বামে লাফালাফির ফলে فَسَقَطَ সে পড়ে গিয়ে وَمَاتَ মৃত্যু বরণ করে لَايَضْمَنُ তাহলে লোকটির উপর দায়ভার বর্তাবে না وَلَوْ دَلَّ إِنْسَانًا কেউ যদি কাউকে পথ নির্দেশ করে عَلٰى مَالِ الْغَيْرِ অন্যের মালের فَسَرَقَهُ আর সে তা চুরি করে أَوْ عَلٰى نَفْسِهٖ অথবা কোনো ব্যক্তির সন্ধান দেওয়ার ফলে فَقَتَلَهُ ফলে সে তাকে হত্যা করে أَوْ عَلٰى قَافِلَةٍ অথবা কোনো কাফেলার সন্ধান দেয় فَقَطَعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيْقَ ফলে সে তাদের মালামাল লুটপাট করে لَايَجِبُ الضَّمَانُ তাহলে ক্ষতিপূরণ বর্তাবেনা عَلَى الدَّالِّ সন্ধান দাতার উপর وَهٰذَا بِخِلَافِ الْمُوْدِعِ এটা আমানত রক্ষিতার মাসআলার বিপরীত أَوْ إِذَا دَلَّ السَّارِقَ সে যদি চোরকে সন্ধান দেয় عَلَى الْوَدِيْعَةِ তার নিকট রক্ষিত মালের فَسَرَقَهَا ফলে চোর তা চুরি করে دَلَّ الْمُحْرِمُ غَيْرَهُ অথবা মুহরিম ব্যক্তি কাউকে সন্ধান দেয় عَلٰى صَيْدِ الْحَرَمِ হরম শরীফের শিকারের فَقَتَلَهُ ফলে তাকে হত্যা করে لِأَنَّ وُجُوْبَ الضَّمَانِ কেননা আমানত রক্ষা করা ওয়াজিব ছিল عَلَى الْمُوْدِعِ আমানত রক্ষকের উপর بِاِعْتِبَارِ এ হিসেবে যে, تَرْكِ الْحِفْظِ সংরক্ষণ ছেড়ে দেওয়া الْوَاجِبِ عَلَيْهِ যা তার উপর ওয়াজিব ছিল لَا بِالدَّلَالَةِ শুধু পথ নির্দেশের কারণে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ حَمَلَ الصَّبِيَّ عَلٰى الخ : এ ক্ষেত্রে লোকটির সোয়ারীর উপর বসিয়ে দেওয়া তার পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করার সবব। আর তাড়ানো হলো ইল্লত। এ কারণে লোকটি জামিন হবে না। এভাবে সামনের মাসআলাগুলোতেও সন্ধান দেওয়া হলো সবব। আর চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন এসব হলো ইল্লত। এ কারণে সন্ধানদাতার উপর দায়ভার বর্তাবে না।

قَوْلُهُ هٰذَا بِخِلَافِ الْمُوْدِعِ الخ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। উহ্য প্রশ্নটি হচ্ছে উপরোক্ত মাসায়েল দ্বারা জানা গিয়েছিল যে, সবব এবং হুকুমের মাঝে যখন فَاعِل مُخْتَار -এর فِعْل পতিত হয় তখন হুকুম উহার সববের দিকে মুযাফ হয় না অথচ তোমরা দু'টি স্থানে হুকুম কে সববের দিকে ইযাফত করেছে, প্রথমটি হলো– আমানত রক্ষিতা যখন চোরকে আমানতকৃত মালের সন্ধান দেয় তখন ফায়দা অনুপাতে আমানতদারের উপর ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা সে তো مُسَبِّب অথচ তোমরা তার উপর ক্ষতিপূরণের বিধান দিচ্ছেন।

وَعَلَى الْمُحْرِمِ بِاعْتِبَارِ اَنَّ الدَّلَالَةَ مَحْظُوْرُ اِحْرَامِهٖ بِمَنْزِلَةِ مَسِّ الطِّيْبِ وَلُبْسِ الْمَخِيْطِ فَيَضْمَنُ بِارْتِكَابِ الْمَحْظُوْرِ لَا بِالدَّلَالَةِ اِلَّا اَنَّ الْجِنَايَةَ اِنَّمَا تَقَرَّرَ بِحَقِيْقَةِ الْقَتْلِ فَاَمَّا قَبْلَهٗ فَلَا حُكْمَ لَهٗ لِجَوَازِ اِرْتِفَاعِ اَثَرِ الْجِنَايَةِ بِمَنْزِلَةِ الْاِنْدِمَالِ فِىْ بَابِ الْجِرَاحَةِ ـ

অনুবাদ : আর মুহরিমের উপর দায়ভার বর্তাবে এ কারণে যে, ইহরাম অবস্থায় শিকার করার ন্যায় শিকারের সন্ধান দেওয়াও নিষিদ্ধ। যেমন সুগন্ধি ব্যবহার ও সেলাইকৃত কাপড় পরা নিষিদ্ধ। সুতরাং নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়িত হওয়ার কারণে তার উপর দায়ভার বর্তাবে এ কারণে যে, ইহরাম অবস্থায় শিকার করার ন্যায় শিকারের সন্ধান দেওয়াও নিষিদ্ধ। যেমন সুগন্ধি ব্যবহার ও সেলাইকৃত কাপড় পরা নিষিদ্ধ। সুতরাং নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়িত হওয়ার কারণে তার উপর দায়ভার বর্তাবে। সন্ধান দেওয়ার কারণে নয়। তবে জেনায়াত (ক্ষতিপূরণ) প্রকৃত হত্যার পর আরোপিত হবে। হত্যার পূর্বে হুকুম আরোপিত হবে না। (শিকার পালিয়ে গিয়ে) জেনায়েতের আছর দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনার করণে। এটা ক্ষত আরোগ্য হয়ে আছর দূরীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়ার ন্যায়।

وَقَدْ يَكُوْنُ السَّبَبُ بِمَعْنَى الْعِلَّةِ فَيُضَافُ الْحُكْمُ اِلَيْهِ وَمِثَالُهٗ فِيْمَا يَثْبُتُ الْعِلَّةُ بِالسَّبَبِ فَيَكُوْنُ السَّبَبُ فِىْ مَعْنَى الْعِلَّةِ لِاَنَّهٗ لَمَّا ثَبَتَ الْعِلَّةُ بِالسَّبَبِ فِىْ مَعْنَى عِلَّةِ الْعِلَّةِ فَيُضَافُ الْحُكْمُ اِلَيْهِ ـ

عِلَّتْ অর্থে سَبَبْ-এর ব্যবহার : কখনো সববটি ইল্লত অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন হুকুম সববের প্রতিই সম্বন্ধিত হয়। **উদাহরণ :** এর উদাহরণ ঐ মাসআলায় পাওয়া যায় যেখানে ইল্লত সবব দ্বারা সাব্যস্ত হয়। ফলে সবব টা ইল্লতের অর্থে গণ্য হয়। কেননা ইল্লত যখন সববের দ্বারা সাব্যস্ত হয় তখন সববটা ইল্লতের ইল্লত হয়। আর হুকুম তার প্রতি সম্বন্ধিত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلَى الْمُحْرِمِ আর মুহরিমের উপর দায়ভার বর্তাবে بِاعْتِبَارِ এ কারণে যে, اَنَّ الدَّلَالَةَ مَحْظُوْرُ اِحْرَامِهٖ ইহরাম অবস্থায় শিকার করার ন্যায় শিকারে সন্ধান দেওয়াও নিষিদ্ধ بِمَنْزِلَةِ مَسِّ الطِّيْبِ এটা সুগন্ধি ব্যবহার وَلُبْسِ الْمَخِيْطِ এবং সেলাইকৃত কাপড় পরিধানের ন্যায় فَيَضْمَنُ তার উপর দায়ভার বর্তাবে بِارْتِكَابِ الْمَحْظُوْرِ নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়িত হওয়ার কারণে لَا بِالدَّلَالَةِ সন্ধান দেওয়ার কারণে নয় اِلَّا اَنَّ الْجِنَايَةَ তবে জেনায়াত বা ক্ষতিপূরণ اِنَّمَا تَقَرَّرَ بِحَقِيْقَةِ الْقَتْلِ প্রকৃত হত্যারপর আরোপত হবে فَاَمَّا قَبْلَهٗ فَلَا حُكْمَ হত্যার পূর্বে হুকুম আরোপিত হবে না لِجَوَازِ সম্ভাবনার কারণে اِرْتِفَاعِ اَثَرِ الْجِنَايَةِ জেনায়েতের আছর দূরীভূত হওয়ার بِمَنْزِلَةِ الْاِنْدِمَالِ فِىْ بَابِ الْجِرَاحَةِ এটা ক্ষত আরোগ্য হয়ে আছর দূরীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব না হওয়ার ন্যায় وَقَدْ يَكُوْنُ السَّبَبُ কখনো সববটি ব্যবহৃত হয় بِمَعْنَى الْعِلَّةِ ইল্লত অর্থে فَيُضَافُ الْحُكْمُ اِلَيْهِ তখন হুকুম সববের প্রতিই সম্মন্ধিত হয় وَمِثَالُهٗ এর উদাহরণ হলো فِيْمَا يَثْبُتُ الْعِلَّةُ যেখানে ইল্লত সাব্যস্ত হয় بِالسَّبَبِ সবব দ্বারা فَيَكُوْنُ السَّبَبُ ফলে সববটা গণ্য হয় فِىْ مَعْنَى الْعِلَّةِ ইল্লতের অর্থে لِاَنَّهٗ لَمَّا ثَبَتَ যখন সাব্যস্ত হয় الْعِلَّةُ بِالسَّبَبِ ইল্লত সববের দ্বারা فِىْ مَعْنَى عِلَّةِ الْعِلَّةِ তখন সববটা ইল্লতের ইল্লত হয় فَيُضَافُ الْحُكْمُ اِلَيْهِ আর হুকুম তার প্রতি সম্মন্ধিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلَى الْمُحْرِمِ بِاعْتِبَارِ الخ : দ্বিতীয়টি হলো– মুহরিম ব্যক্তি যদি কোনো غَيْر مُحْرِمْ কে শীকারের দিকে পথ দেখিয়ে দেয় তখন কায়দানুপাতে মুহরিমের উপর جِنَايَتْ তথা ক্ষতিপূরণ না হওয়া উচিত। কেননা সেতো سَبَب مَحْض এবং فَاعِل مُخْتَارْ -এর فِعْل অর্থাৎ হালাল মানুষের শীকার তার মধ্যে حَائِل হয়েছে। অথচ তোমরা তার উপরও জেনায়াতের ফয়সালা করে থাক।

উত্তর : ১ম মাসআলার জবাব হলো– مُوْدَع এর উপর যে ক্ষতিপূরণ আসে এটা এর কারণে নয় যে, তা سَبَب مَحْض এবং হুকুম সববের দিকে ফিরেছে; বরং এ কারণে যে, তিনি وَدِيْعَتْ -এর উপর جِنَايَتْ করেছে আর কায়দা হলো– যদি مُوْدَع অদিয়তের সাথে অতিরিক্ততা করে এবং সেই মাল ধ্বংস হয়ে যায় তখন ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয়। এজন্য চোরকে বলে দেওয়া অদিয়তের মুনাফী হওয়ার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়ে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে।

আর দ্বিতীয় মাসআলার জবাব হলো– মুহরিমের উপর জেনায়াতের যে বিধান আরোপ করা হয় তা এ কারণে যে, সে حُدُوْدِ اِحْرَامْ হতে অতিক্রম করেছে এবং ইহরাম বিরোধী কাজ করেছে। এ কারণে নয় যে, তা سَبَب مَحْض এবং হুকুম তার দিকে ফিরেছে।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنَّ الْجِنَايَةَ الخ : এটা দ্বিতীয় জবাবের উপর একটি প্রশ্ন হয় তার প্রতি উত্তর। প্রশ্নটি হলো– যদি পথ দেখিয়ে দেওয়া বা দালালত ইহরামের জেনায়েত হয়। আর এ কারণেই তাকে জেনায়াতের শাস্তি প্রদান করা হয়। তবে نَفْس دَلَالَتْ এর সাথেই তার উপর জেনায়েত আবশ্যক হওয়া উচিত। চাই মানুষ তা শীকার করুক বা না করুক।

মুসান্নেফ (র.) এর জবাব দিতে গিয়ে বলেন এই জেনায়াত সে সময়ই সাব্যস্ত হবে যখন শীকারটি নিহত হয়ে যাবে। কেননা শিকারের নিরাপত্তা দূর হওয়ার কারণে জেনায়াত এসেছে আর যখন সে শিকারই করল না তখন তার নিরাপত্তাও দূর হলো না। তাই জেনায়াতও হলো। অথবা যেন শিকার চোখের আন্তরালে চলে গেল বা তাকে ধরে ছেড়ে দিল বা নিশানা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো। তখন এটা এমন হলো যেন মুহরিম শিকার ধরে ছেড়ে দিল আর এ সূরতে কিছুই হবে না; বরং এটা বুঝা যাবে اِنْكَارْ বিদ্যমান রয়েছে।

وَلِهٰذَا قُلْنَا اِذَا سَاقَ دَابَّةً فَاَتْلَفَ شَيْئًا ضَمِنَ السَّائِقُ وَالشَّاهِدُ اِذَا اَتْلَفَ بِشَهَادَتِهٖ مَالًا فَظَهَرَ بُطْلَانُهَا بِالرُّجُوْعِ ضَمِنَ . لِاَنَّ سَيْرَ الدَّابَّةِ يُضَافُ اِلَى السَّوْقِ وَقَضَاءُ الْقَاضِىْ يُضَافُ اِلَى الشَّهَادَةِ لِمَا اَنَّهٗ لَا يَسَعُهٗ تَرْكُ الْقَضَاءِ بَعْدَ ظُهُوْرِ الْحَقِّ بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ عِنْدَهٗ فَصَارَ كَالْمَجْبُوْرِ فِىْ ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَهِيْمَةِ بِفِعْلِ السَّائِقِ .

অনুবাদ : এ কারণে আমরা বলে থাকি যে, যখন কেউ কোনো প্রাণীকে তাড়ানোর ফলে সে যদি কোনো কিছু বিনষ্ট করে তাহলে যে তাড়িয়েছে সে ঐর ক্ষতিপূরণ দিবে। কোনো সাক্ষী যদি তার সাক্ষ্য দ্বারা কারো মাল নষ্ট করে এরপর রুজু করার দ্বারা তার সাক্ষ্য বাতিল প্রমাণিত হয় তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। কেননা, প্রাণীর চলাটা তাড়ানোর প্রতি সম্বন্ধিত হয় এবং বিচারকের বিচার সাক্ষ্যের প্রতি সম্বন্ধিত হয়। কারণ আদলতে আদিল (নিষ্ঠাবান) ব্যক্তির সাক্ষ্যের পর রায় ঘোষণা না করে বিচারকের কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি বাধ্যকৃতের ন্যায় যেমন প্রাণীকে তাড়ানোর ফলে সে চলতে বাধ্য হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِهٰذَا قُلْنَا এ কারণে আমরা বলে থাকি اِذَا سَاقَ دَابَّةً যখন কেউ কোনো প্রাণীকে তাড়ানোর ফলে فَاَتْلَفَ شَيْئًا যদি সে কোনো কিছু নষ্ট করে ضَمِنَ السَّائِقُ তাহলে যে তাড়িয়েছে সে এর ক্ষতি পূরণ দিবে وَالشَّاهِدُ اِذَا اَتْلَفَ কোনো সাক্ষী যখন নষ্ট করে بِشَهَادَتِهٖ مَالًا তার সাক্ষ্য দ্বারা কারো মাল فَظَهَرَ بُطْلَانُهَا এরপর তার সাক্ষ্য বাতিল প্রমাণিত হয় بِالرُّجُوْعِ রুজু করা দ্বারা ضَمِنَ তাহলে তার উপর ক্ষতি পূরণ বর্তাবে لِاَنَّ سَيْرَ الدَّابَّةِ কেননা প্রাণীর চলাটা يُضَافُ اِلَى السَّوْقِ তাড়ানোর প্রতি সম্বন্ধিত হয় لِمَا اَنَّهٗ কারণ لَا يَسَعُهٗ উপায় থাকে না تَرْكُ الْقَضَاءِ বিচার ছেড়ে দেওয়া بَعْدَ ظُهُوْرِ الْحَقِّ সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর بِشَهَادَةِ الْعَدْلِ নিষ্ঠাবান ব্যক্তির সাক্ষ্যের পর عِنْدَهٗ তার নিকট فَصَارَ كَالْمَجْبُوْرِ তিনি বাধ্যকৃতের ন্যায় হয়ে গেলেন فِىْ ذٰلِكَ এ ব্যাপারে بِمَنْزِلَةِ الْبَهِيْمَةِ بِفِعْلِ السَّائِقِ যেমন প্রাণীকে তাড়ানোর ফলে সে চলতে বাধ্য হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اِذَا سَاقَ دَابَّةً الخ : এ মাসআলায় মাল বিনষ্টের প্রকৃত ইল্লত হলো পশুর চলা, তবে যেহেতু তা তাড়ানোর ফলে সূচিত হয়েছে এ কারণে এটি ইল্লতের অর্থে (বা পর্যায়ে) হয়েছে। এ কারণে হুকুম তার প্রতি সম্বন্ধিত হবে। এভাবে সাক্ষীর রুজু (সাক্ষ্য প্রত্যাহার) দ্বারা বিবাদীর মাল বিনষ্টের প্রকৃত ইল্লত যদিও বিচারকের রায়। আর সাক্ষ্য হলো এর সবব। তবে সাক্ষ্যের পর কাজী রায় ঘোষণায় বাধ্য। (যেমন পশু চলতে বাধ্য) এ কারণে সাক্ষ্যই ইল্লতের অর্থে গণ্য হয়ে সাক্ষীর উপর বিবাদীর মালের ক্ষতিপূরণ বর্তাবে।

ثُمَّ السَّبَبُ قَدْ يُقَامُ مَقَامَ الْعِلَّةِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْاِطِّلَاعِ عَلٰى حَقِيْقَةِ الْعِلَّةِ تَيْسِيْرًا لِلْاَمْرِ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَيَسْقُطُ بِهٖ اِعْتِبَارُ الْعِلَّةِ وَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى السَّبَبِ وَمِثَالُهٗ فِى الشَّرْعِيَّاتِ اَلنَّوْمُ الْكَامِلُ فَاِنَّهٗ لَمَّا اُقِيْمَ مَقَامَ الْحَدَثِ سَقَطَ اِعْتِبَارُ حَقِيْقَةِ الْحَدَثِ وَيُدَارُ الْاِنْتِقَاضُ عَلٰى كَمَالِ النَّوْمِ وَكَذٰلِكَ الْخَلْوَةُ الصَّحِيْحَةُ لَمَّا اُقِيْمَتْ مَقَامَ الْوَطْئِ سَقَطَ اِعْتِبَارُ حَقِيْقَةِ الْوَطْئِ فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلٰى صِحَّةِ الْخَلْوَةِ فِىْ حَقِّ كَمَالِ الْمَهْرِ وَلُزُوْمِ الْعِدَّةِ ـ

অনুবাদ : سَبَبْ ইল্লতের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বর্ণনা : سَبَبْ ইল্লতের স্থলাভিষিক্ত হয় যখন প্রকৃত ইল্লত সম্পর্কে অবগতি লাভ করা অসম্ভব হয় যাতে মুকাল্লাফ (শরিয়তের হুকুম বর্তিত) ব্যক্তির মোআমালা সহজ করা যায়। এর দ্বারা ইল্লতের জরুরত রহিত হয়ে সববের উপর হুকুম আরোপিত হবে। শরিয়তে এর উদাহরণ যেমন– প্রবল ঘুম, কেননা ঘুমকে যখন হদসের (অজু ভঙ্গ) স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে তখন প্রকৃত হদস পাওয়া যাওয়ার জরুরত রহিত হয়ে যাবে এবং অজু ভঙ্গের হুকুম প্রবল নিদ্রার উপর বর্তাবে। এভাবে خَلْوَت صَحِيْحَة (স্বামী-স্ত্রীর নির্জনবাস)-কে যখন সঙ্গমের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে তখন প্রকৃত সঙ্গমের অস্তিত্ব ধর্তব্য হওয়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং স্ত্রীর পূর্ণ মোহরের অধিকার এবং ইদ্দত ওয়াজিব হওয়াকে خَلْوَت صَحِيْحَه -এর উপর বর্তানো হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ السَّبَبُ قَدْيُقَامُ অতঃপর সবব স্থলাভিষিক্ত হয় مَقَامَ الْعِلَّةِ ইল্লতের عِنْدَ تَعَذُّرِ الْاِطِّلَاعِ যখন অবগতি লাভ করা অসম্ভব হয় عَلٰى حَقِيْقَةِ الْعِلَّةِ প্রকৃত ইল্লত সম্পর্কে تَيْسِيْرًا لِلْاَمْرِ عَلَى الْمُكَلَّفِ যাতে মুকাল্লাফ ব্যক্তির মো'আমাল সহজ হয়ে যায় وَيَسْقُطُ بِهٖ এর দ্বারা রহিত হয় اِعْتِبَارُ الْعِلَّةِ ইল্লতের জরুরত وَيُدَارُ الْحُكْمُ আর হুকুম আরোপিত হবে عَلَى السَّبَبِ সববের উপর وَمِثَالُهٗ فِى الشَّرْعِيَّاتِ শরিয়তে এর উদাহরণ হলো اَلنَّوْمُ الْكَامِلُ প্রবল ঘুম فَاِنَّهٗ لَمَّا اُقِيْمَ مَقَامَ الْحَدَثِ কেননা যখন ঘুমকে হদসের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে سَقَطَ রহিত হয়ে যাবে اِعْتِبَارُ حَقِيْقَةِ الْحَدَثِ প্রকৃত হদস পাওয়া যাওয়ার জরুরত وَيُدَارُ الْاِنْتِقَاضُ আর অজু ভঙ্গে হুকুম বর্তাবে عَلٰى كَمَالِ النَّوْمِ প্রবল ঘুমের উপর وَكَذٰلِكَ অনুরূপভাবে الْخَلْوَةُ الصَّحِيْحَةُ স্বামী স্ত্রীর নির্জন বাসকে لَمَّا اُقِيْمَتْ مَقَامَ الْوَطْئِ যখন সঙ্গমের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে سَقَطَ তখন রহিত হয়ে গেছে اِعْتِبَارُ حَقِيْقَةِ الْوَطْئِ প্রকৃত সঙ্গমের অস্তিত্ব ধর্তব্য হওয়ার বিধান فَيُدَارُ الْحُكْمُ সুতরাং হুকুম বর্তানো হবে عَلٰى صِحَّةِ الْخَلْوَةِ নির্জন বাসের উপর فِىْ حَقِّ كَمَالِ الْمَهْرِ স্ত্রীর পূর্ণ মহরের অধিকার وَلُزُوْمِ الْعِدَّةِ এবং ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ مِثَالُهٗ فِى الشَّرْعِيَّاتِ الخ : এর উপমা হলো– পূর্ণাঙ্গ নিদ্রা যাওয়া পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সবব। আর এটাকে ইল্লতের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে নিয়েছেন। আর নিদ্রিত অবস্থায় অজু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে অবগত হওয়া দুষ্কর। আর নিদ্রারত অবস্থায় জোড়াসমূহে ঢিলাভাব এসে যায়। এ কারণে তা হদস ওয়াজিব হওয়ার দায়ী। কাজেই হদসের উজূব নিদ্রার দ্বারা حَادِثْ হয়ে যাবে। এ কারণেই سَبَب دَاعِى কে مَدْعُو -এর স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে নিয়েছে আর سَبَب دَاعِى হলো নিদ্রা আর مَدْعُو হলো তাহারাত চলে যাওয়া তথা হদস হওয়া।

قَوْلُهٗ اَلْخَلْوَةُ الصَّحِيْحَةُ الخ : অর্থাৎ خَلْوَة صَحِيْحَه এমন একাকীত্বের নাম যা حِسِّىْ এবং شَرْعِى প্রতিবন্ধক মুক্ত হয়। রোজা রাখা হলো শরয়ী প্রতিবন্ধক। আর অসুস্থতা طَبْعِى বা স্বভাবগত প্রতিবন্ধক। আবার حَيْض তথা মাসিক ঋতুস্রাব এটা স্বভাবগত ও শরিয়তগত প্রতিবন্ধক। কাজেই এ জাতীয় নির্জনতা বা خَلْوَت সহবাসে স্থলাভিষিক্ত। এর মধ্যে বাস্তবিক সহবাসের اِعْتِبَارْ করা হয় না। মোহর আবশ্যক হওয়া, ইদ্দত আবশ্যক হওয়া ইত্যাদি সকল বিধান এর উপরই

وَكَذَالِكَ السَّفَرُ لَمَّا اُقِيمَ مَقَامَ الْمُشَقَّةِ فِى حَقِّ الرُّخْصَةِ سَقَطَ اِعْتِبَارُ حَقِيقَةِ الْمُشَقَّةِ يُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى نَفْسِ السَّفَرِ حَتَّى اَنَّ السُّلْطَانَ لَوْ طَافَ فِى اَطْرَافِ مَمْلَكَتِهٖ يُقْصَدُ بِهٖ مِقْدَارَ السَّفَرِ كَانَ لَهُ الرُّخْصَةُ فِى الْاِفْطَارِ وَالْقَصْرِ وَقَدْ يُسَمَّى غَيْرُ السَّبَبِ سَبَبًا مَجَازًا

অনুবাদ : এরূপে সফরকে যখন নামাজ রোজার রুখসতের ক্ষেত্রে কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে তখন প্রকৃত কষ্ট ধর্তব্য হওয়া রহিত হয়েগেছে। ফলে মূল সফরের উপর হুকুম আরোপ করা হবে। এমনকি কোনো প্রেসিডেন্ট যদি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফরের পরিমাণ দূরত্বে (আনন্দ) ভ্রমণ করে তথাপি তার জন্য রোজা না রাখার এবং নামাজ কছর করার রুখসত সাব্যস্ত হবে।

غَيْرِ سَبَبْ কে سَبَبْ নির্ধারণ : কখনো রূপক (مَجَازْ..) অর্থে যা সবব নয় তাকেও সবাব গণ্য করা হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذَالِكَ السَّفَرُ এরূপ সফরকে لَمَّا اُقِيمَ যখন স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে مَقَامَ الْمُشَقَّةِ কষ্টের স্থলে فِى حَقِّ الرُّخْصَةِ রোজার রুখসতের ক্ষেত্রে سَقَطَ রহিত হয়েগেছে اِعْتِبَارُ حَقِيقَةِ الْمُشَقَّةِ প্রকৃত কষ্ট ধর্তব্য হওয়া فَيُدَارُ الْحُكْمُ ফলে হুকুম আরোপ করা হবে عَلَى نَفْسِ السَّفَرِ মূল সফরের উপর حَتَّى اَنَّ السُّلْطَانَ এমনকি কোনো প্রেসিডেন্ট لَوْطَافَ فِى اَطْرَافِ مَمْلَكَتِهٖ যদি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে يُقْصَدُ بِهٖ مِقْدَارَ السَّفَرِ সফরের পরিমাণ দূরত্বে كَانَ لَهُ الرُّخْصَةُ فِى الْاِفْطَارِ وَالْقَصْرِ তবে তার জন্য রোজা নয় রাখার ও নামাজ কসর করার রুখসত সাব্যস্ত হবে وَقَدْ يُسَمَّى কখনো গণ্য করা হয় غَيْرُ السَّبَبِ سَبَبًا যা সবব নয় তাকেও সবব مَجَازًا রূপক অর্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذَالِكَ السَّفَرُ لَمَّا الخ : সফরে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের কষ্ট হয়। হাদীসে আছে যে, اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ (সফর হলো দোজখের অংশ বিশেষ) এ কারণে মহান করুণাময় আল্লাহ বান্দার কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে মুসাফিরের জন্যে নামাজ রোজার রুখসত (সহজতা) দান করছেন। এখন কারো যদি সফরে কোনোরূপ কষ্ট না হয় তথাপি সে এ সুবিধাভোগ করবে। কেননা, কষ্ট হওয়া না হওয়া নিরূপণ করা জটিল ব্যাপার। এ জন্য শরিয়তে সফরকেই কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এখন কেউ যদি ইকামত তথা বাড়িতে থাকার চেয়ে সফরে আরো আরামে কাটায় তথাপি সে এ রুখসত লাভ করবে।

قَوْلُهُ وَكَذَالِكَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ الخ : অর্থাৎ শর্তের সাথে হুকুমকে গ্রথিত করাকে মাজায স্বরূপ সবব বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে শর্তটা সবব নয়। কারণ উদাহরণ স্বরূপ তালাক মুয়াল্লাক হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া গেলে তালাকের হুকুম হয়। আর শর্ত পাওয়া গেলে তা'লীক শেষ হয়ে যায়। অথচ প্রকৃতার্থে مُسَبَّبْ পাওয়া গেলে سَبَبْ শেষ হয় না। সুতরাং وُجُوْد شَرْط টাই মূল সবব।

قَوْلُهُ وَقَدْ يُسَمَّى غَيْرُ السَّبَبِ الخ : এটা একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হচ্ছে– প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছিল যে, سبب হলো যা مُفْضِىْ اِلَى الْحُكْمِ হয়। তাহলে يَمِيْن কে কাফফারার সবব না বলা উচিত। কেননা يَمِيْن টা مُفْضِىْ اِلَى الْكَفَّارَة হয় না; বরং কাফফারার সবব حِنْث হয়ে থাকে। অথচ তোমরা يَمِيْن কে সবব বলে থাকো। আর এ কারণেই কাফফারাকে يَمِيْن -এর দিকে ইযাফত করে থাকো। ফলে كَفَّارَه يَمِيْن বলে থাকো। অনুরূপভাবে তালাক এবং عِتَاق এর সবব تَعْلِيْق طَلَاق এবং تَعْلِيْق عِتَاق কে বলে থাকো। অথচ তালাক এবং عِتَاق -এর মধ্যে দূরত্ব রয়েছে।

জবাবের সার হলো– এ বিষয় গুলোকে مَجَازًا সবব বলা হয়েছে حَقِيْقَةً এগুলো সবব নয়। মনে হয় যেন مَجَاز مَايَؤُل হিসেবে এগুলোকে সবব বলে দেওয়া হয়েছে।

كَالْيَمِيْنِ يُسَمَّى سَبَبًا لِلْكَفَّارَةِ وَانَّهَا لَيْسَتْ بِسَبَبٍ فِى الْحَقِيْقَةِ فَإِنَّ السَّبَبَ لَا يُنَافِى وُجُودَ الْمُسَبَّبِ وَالْيَمِيْنُ يُنَافِى وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ وَبِهِ يَنْتَهِى الْيَمِيْنُ وَكَذَالِكَ تَعْلِيْقُ الْحُكْمِ بِالشَّرْطِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ يُسَمَّى سَبَبًا مَجَازًا وَانَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ فِى الْحَقِيْقَةِ لِأَنَّ الْحُكْمَ إِنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ وَالتَّعْلِيْقُ يَنْتَهِى بِوُجُودِ الشَّرْطِ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا مَعَ وُجُودِ التَّنَافِى بَيْنَهُمَا ـ

যেমন– ইয়ামীন (প্রতিজ্ঞা)-কে কাফফারার সবব বলা হয়। অথচ প্রকৃত পক্ষে তা সবব নয়। কারণ সবব কখনো মুসাব্বাবের পরিপন্থি হয় না। অথচ ইয়ামীন কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থি। কেননা কাফফারা ওয়াজিব হয় ইয়ামীন দ্বারা নয় বরং তা ভঙ্গের দ্বারা। আর এতে ইয়ামীন শেষ হয়ে যায়। এভাবে কোনো হুকুমকে শর্তের সাথে ঝুলন্ত রাখা, যেমন তালাক ও ইতাক (আজাদকরণ)-কে রূপক অর্থে সবব বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে সবব নয়। কেননা শর্ত পাওয়ার পর হুকুম সাব্যস্ত হয় অথচ শর্তের অস্তিত্বের দ্বারা তা'লীক (ঝুলিয়ে রাখা) শেষ হয়ে যায়। সুতরাং উভয়ের মাঝে বৈপরীত্ব বিদ্যমান থাকায় তা সবব হতে পারে না।

শাব্দিক অনুবাদ : كَالْيَمِيْنِ যেমন প্রতিজ্ঞা يُسَمَّى سَبَبًا لِلْكَفَّارَةِ ইয়ামীনকে কাফফারার সবব বলা হয় وَانَّهَا لَيْسَتْ بِسَبَبٍ فِى الْحَقِيْقَةِ অথচ প্রকৃত পক্ষে তা সবব নয় فَإِنَّ السَّبَبَ لَا يُنَافِى وُجُودَ السَّبَبِ কারণ সবব কখনো মুসাব্বাবের পরিপন্থি হয় না وَالْيَمِيْنُ يُنَافِى وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ অথচ ইয়ামীন কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থি فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ কেননা কাফফারা إِنَّمَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ ভঙ্গের দ্বারা ওয়াজিব হয় وَبِهِ يَنْتَهِى الْيَمِيْنُ আর এতে ইয়ামীন শেষ হয়ে যায় وَكَذَالِكَ এভাবে تَعْلِيْقُ الْحُكْمِ بِالشَّرْطِ হুকুমকে শর্তের সাথে ঝুলন্ত রাখা كَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ যেমন তালাক ও ইতাককে يُسَمَّى سَبَبًا مَجَازًا রূপক অর্থে সবব বলা হয় وَانَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ অথচ তা সবব নয় فِى الْحَقِيْقَةِ প্রকৃত পক্ষে لِأَنَّ الْحُكْمَ إِنَّمَا يَثْبُتُ কেননা হুকুম সাব্যস্ত হয় عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ শর্ত পাওয়া যাওয়ার পর وَالتَّعْلِيْقُ يَنْتَهِى অথচ তা'লীক শেষ হয়ে যায় بِوُجُودِ الشَّرْطِ শর্তের অস্তিত্বের দ্বারা فَلَا يَكُونُ سَبَبًا সুতরাং তা সবব হতে পারে না مَعَ وُجُودِ التَّنَافِى بَيْنَهُمَا উভয়ের মাঝে বৈপরীত্ব বিদ্যমান থাকায়।

فَصْلٌ : اَلْاَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ يَتَعَلَّقُ بِاَسْبَابِهَا وَذَالِكَ لِاَنَّ الْوُجُوْبَ غَائِبٌ عَنَّا فَلَابُدَّ مِنْ عَلَامَةٍ يَعْرِفُ بِهَا الْعَبْدُ وُجُوْبَ الْحُكْمِ وَبِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ اُضِيْفَ الْاَحْكَامُ اِلَى الْاَسْبَابِ فَسَبَبُ وُجُوْبِ الصَّلٰوةِ الْوَقْتُ -

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : শরয়ী বিধান সবব সংশ্লিষ্ট হয়। কেননা ওয়াজিব হওয়াটা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে। অতএব এমন আলামত থাকা আবশ্যক যা দ্বারা বান্দা হুকুম ওয়াজিব হওয়াকে জানতে পারে। এ দৃষ্টিকোণেই হুকুম সববের প্রতি সম্বন্ধিত হয়। যেমন– নামাজ ওয়াজিবের সবব হলো সময়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ অনুচ্ছেদ اَلْاَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ শরয়ী বিধান يَتَعَلَّقُ بِاَسْبَابِهَا স্বীয় সবব সংশ্লিষ্ট হয় وَذَالِكَ আর এটা لِاَنَّ الْوُجُوْبَ কেননা ওয়াজিব হওয়াটা غَائِبٌ عَنَّا আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে فَلَابُدَّ مِنْ عَلَامَةٍ অতএব এমন আলামত থাকা আবশ্যক يَعْرِفُ بِهَا الْعَبْدُ যা দ্বারা বান্দা জানতে পারে وُجُوْبَ الْحُكْمِ হুকুম ওয়াজিব হওয়াকে وَبِهٰذَا الْاِعْتِبَارِ এ দৃষ্টিকোণেই اُضِيْفَ الْاَحْكَامُ হুকুম সম্বন্ধিত হয় اِلَى الْاَسْبَابِ সববের প্রতি فَسَبَبُ وُجُوْبِ الصَّلٰوةِ যেমন নামাজ ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো اَلْوَقْتُ সময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَنَّ الْوُجُوْبَ غَيْبٌ : অর্থাৎ শরয়ী চার দলিল দ্বারা সাব্যস্ত বিধানসমূহ কোনো না কোনো সববের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা বিধান প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলা ওয়াজিব করেন। তবে এটা বান্দার দৃষ্টির বাইরে। এ কারণে বান্দার সামনে এর সবব থাকা জরুরি, যাতে বান্দা তা ওয়াজিব হওয়ার বাহ্যিক কারণ বুঝতে পারে।

قَوْلُهُ فَسَبَبُ وُجُوْبِ الصَّلٰوةِ الخ : জেনে রাখা দরকার যে, উজূব দুই প্রকার– (১) نَفْسِ وُجُوْب (২) وُجُوْبِ اَدَاء আর উভেয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো– نَفْسِ وُجُوْب হলো مُوْجَبْ-এর সবব। আর وُجُوْبِ اَدَاء হলো مُوْجَبْ-এর خِطَاب তথা সম্বোধন। আবার কোনো কোনো ওলামা বলেছেন– শারীরিক ইবাদতের ক্ষেত্রে نَفْسِ وُجُوْب এবং وُجُوْبِ اَدَاء-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে ইবাদতে মালীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আবার কোনো কোনো মুহাক্কিকীন এভাবে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যেহনীভাবে জিম্মাদারী ওয়াজিব হয়ে যাওয়াকে نَفْسِ وُجُوْب দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর ঐ فِعْل টাকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনাকে وُجُوْبِ اَدَاء দ্বারা ব্যক্ত করা হবে। আর মূল হলো– فِعْل -এর দুটি অর্থ রয়েছে। (১) মাসদারী অর্থ। যাকে اِيْقَاع বলা হয়। (২) হাছেলে মা'নায়ে মাসদার। আর এটা একটি বিশেষ অবস্থা। আর যদি এ হালতের لُزُوْم وُقُوْع এর ছাবেত হতে থাকে তবে তাকে نَفْسِ وُجُوْب বলবে। আর যদি তার اِيْقَاع জরুরি এবং আশ্যক হয় তবে তাকে وُجُوْبِ اَدَاء বলা হবে। এ ভূমিকা আমার পর বুঝতে হবে যে, নামাজের نَفْسِ وُجُوْب-এর সবব নামাজের সময় এবং সময়ের ঐ অংশটাই সবব যা নামাজ আরম্ভ করার পূর্বে হয়ে থাকে। কাজেই এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, যখন সময়ই সবব হলো আর সবব مُقَدَّم হয় কাজেই নামাজ ওয়াক্তের পরে হওয়া উচিত। যখন اِنْقِضَاء وَقْت-এর পরে হবে তখন নামাজ কাজা হয়ে যাবে। এজন্য যে, وُجُوْبِ اَدَاء-এর মূল সবব হলো আল্লাহর খেতাব আর সময়তো শুধু মাত্র এর পরিচয় দানকারী ঐ সময় খেতাব হয়েছে।

بِدَلِيْلِ اَنَّ الْخِطَابَ بِاَدَاءِ الصَّلٰوةِ لَا يَتَوَجَّهُ قَبْلَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ وَاِنَّمَا يَتَوَجَّهُ بَعْدَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ، وَالْخِطَابُ مُثْبِتٌ لِوُجُوْبِ الْاَدَاءِ وَمُعَرِّفٌ لِلْعَبْدِ اَنَّ سَبَبَ الْوُجُوْبِ قَبْلَهٗ وَهٰذَا كَقَوْلِنَا اَدِّ ثَمَنَ الْمَبِيْعِ وَاَدِّ نَفَقَةَ الْمَنْكُوْحَةِ وَلَا مَوْجُوْدٌ يُعَرِّفُهُ الْعَبْدُ هٰهُنَا اِلَّا دُخُوْلَ الْوَقْتِ فَتَبَيَّنَ اَنَّ الْوُجُوْبَ يَثْبُتُ بِدُخُوْلِ الْوَقْتِ وَلِاَنَّ الْوُجُوْبَ ثَابِتٌ عَلٰى مَنْ لَا يَتَنَاوَلُهُ الْخِطَابُ كَالنَّائِمِ وَالْمُغْمٰى عَلَيْهِ ـ وَلَا وُجُوْبَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَكَانَ ثَابِتًا بِدُخُوْلِ الْوَقْتِ ـ

অনুবাদ : এর দলিল এই যে, নামাজের আদায় সম্বোধন বা নির্দেশ সময় আসার পূর্বে বান্দার প্রতি আরোপিত হয় না। বরং সময় আসার পরেই তা বান্দার প্রতি আরোপিত হয়। সম্বোধন বা নির্দেশ হলো আদায় ওয়াজিবকারী এবং তার পূর্বে বান্দার জন্যে ওয়াজিব হওয়ার সবব নির্দেশক। এর উদাহরণ যেমন আমরা বলে থাকি اَدِّ ثَمَنَ الْمَبِيْعِ .... পণ্যের দাম দিয়ে দাও। বিবাহিতার ভরণ-পোষণ আদায় করে দাও ইত্যাদি। এখানে সময় আসা ছাড়া এমন কোনো বস্তু নেই যা বান্দাকে ওয়াজিব হওয়াটা জানিয়ে দিবে। সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ওয়াজিব হওয়াটা সময় আসার দ্বারা সাব্যস্ত হয়। আর ওয়াজিব হওয়াটা যেহেতু ঐ সব ব্যক্তির উপর ও সাব্যস্ত হয় যাদেরকে সম্বোধনে শামিল করে না। যেমন নিদ্রিত ও বেহুঁশ ব্যক্তি। আর সময়ের পূর্বে ওয়াজিব হয় না বিধায় সময় আসার দ্বারা তা সাব্যস্ত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : بِدَلِيْلِ এর দলিল এই যে, اَنَّ الْخِطَابَ بِاَدَاءِ الصَّلٰوةِ নামাজের আদায় সম্বোধন لَا يَتَوَجَّهُ قَبْلَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ সময় আসার পূর্বে বান্দার প্রতি আরোপিত হয়না وَاِنَّمَا يَتَوَجَّهُ বরং আরোপিত হয় بَعْدَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ সময় আসার পরেই وَالْخِطَابُ مُثْبِتٌ আর সম্বোধন হলো সাব্যস্তকারী لِوُجُوْبِ الْاَدَاءِ আদায় ওয়াজিবকারীর জন্য وَمُعَرِّفٌ لِلْعَبْدِ এবং বান্দার জন্য নির্দেশক اَنَّ سَبَبَ الْوُجُوْبِ قَبْلَهٗ তার পূর্বে ওয়াজিব হওয়ার সবব وَهٰذَا كَقَوْلِنَا যেমন আমরা বলে থাকি اَدِّ ثَمَنَ الْمَبِيْعِ পণ্যের দাম দিয়ে দাও وَاَدِّ نَفَقَةَ الْمَنْكُوْحَةِ বিবাহিতার ভরণ পোষণ আদায় করে দাও وَلَا مَوْجُوْدٌ এমন কোনো বস্তু নেই يُعَرِّفُهُ الْعَبْدُ বান্দাকে ওয়াজিব হওয়াটা জানিয়ে দিবে هٰهُنَا এখানে اِلَّا دُخُوْلَ الْوَقْتِ ওয়াজিব হওয়াটা সাব্যস্ত হয় بِدُخُوْلِ الْوَقْتِ সময় আসার দ্বারা وَلِاَنَّ الْوُجُوْبَ ثَابِتٌ আর ওয়াজিব হওয়াটা যেহেতু ঐ ব্যক্তির উপর সাব্যস্ত হয় عَلٰى مَنْ لَا يَتَنَاوَلُهُ الْخِطَابُ যাদেরকে সম্বোধন শামিল করে না كَالنَّائِمِ যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি وَالْمُغْمٰى عَلَيْهِ বেহুঁশ ব্যক্তি وَلَا وُجُوْبَ قَبْلَ الْوَقْتِ আর সময়ে পূর্বে ওয়াজিব হয় না فَكَانَ ثَابِتًا بِدُخُوْلِ الْوَقْتِ বিধায় সময় আসার দ্বারা তা সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْخِطَابُ مُثْبِتٌ : এর দ্বারা মুসান্নিফ (র.) এ বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সময় যেহেতু উজূবের সবব সুতরাং اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এ জাতীয় নির্দেশ দ্বারা ফায়েদা কি?

قَوْلُهٗ اَدِّ ثَمَنَ الْمَبِيْعِ الخ : অর্থাৎ আকদ দ্বারাই যেমন মূল উজূব সাব্যস্ত হয়। আর তাগাদা দ্বারা তা পরিশোধ করা সাব্যস্ত হয় তদ্রূপ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ দ্বারা আদায়ের তাগাদা, আর ওয়াক্ত দ্বারা উজূব সাব্যস্ত হয়।

وَبِهٰذَا ظَهَرَ اَنَّ الْجُزْءَ الْاَوَّلَ سَبَبٌ لِلْوُجُوْبِ ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ طَرِيْقَانِ اَحَدُهُمَا نَقْلُ السَّبَبِيَّةِ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ اِلَى الثَّانِىْ اِذَا لَمْ يُؤَدِّ فِى الْجُزْءِ الْاَوَّلِ ثُمَّ اِلَى الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ اِلٰى اَنْ يَّنْتَهِىْ اِلٰى اٰخِرِ الْوَقْتِ فَيَتَقَرَّرُ الْوُجُوْبُ حِيْنَئِذٍ وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْعَبْدِ فِىْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذٰلِكَ الْجُزْءِ –

অনুবাদ : এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নামাজের সময়ের প্রথম অংশ হলো উজূবের সবব। এরপর দু'টি পদ্ধতি থাকে। প্রথম পদ্ধতি : সববটা প্রথম অংশ হতে দ্বিতীয় অংশের প্রতি স্থানান্তর হওয়া। যখন বান্দা প্রথম অংশে তা আদায় না করে। এরপর তৃতীয়, চতুর্থ এমনিভাবে ওয়াক্তের শেষাংশ পর্যন্ত সর্বশেষে তা জিম্মায় ওয়াজিব অবস্থায় বহাল থাকে। আর উক্ত অংশে বান্দার অবস্থা ধর্তব্য হয়। এবং (পূর্ণাঙ্গ বা ত্রুটিপূর্ণের ক্ষেত্রে) উক্ত অংশের সিফত (বৈশিষ্ট্য) ধর্তব্য হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَبِهٰذَا ظَهَرَ এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল اَنَّ الْجُزْءَ الْاَوَّلَ নামাজের সময়ের প্রথম অংশ سَبَبٌ لِلْوُجُوْبِ উজূবের সবব ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ طَرِيْقَانِ এরপর দু'টি পদ্ধতি থাকে اَحَدُهُمَا প্রথমটি نَقْلُ السَّبَبِيَّةِ সববটা স্থানান্তর হওয়া مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ اِلَى الثَّانِىْ প্রথম অংশ হতে দ্বিতীয় অংশের প্রতি اِذَا لَمْ يُؤَدِّ فِى الْجُزْءِ الْاَوَّلِ বান্দা প্রথম অংশে তা আদায় করে না ثُمَّ اِلَى الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ এরপর তৃতীয় ও চতুর্থ اِلٰى اَنْ يَّنْتَهِىْ اِلٰى اٰخِرِ الْوَقْتِ এমনিভাবে ওয়াক্তের শেষাংশ পর্যন্ত فَيَتَقَرَّرُ الْوُجُوْبُ حِيْنَئِذٍ সর্বশেষে তা জিম্মায় ওয়াজিব থাকাবস্থায় বহাল থাকে وَيُعْتَبَرُ আর ধর্তব্য হয় حَالُ الْعَبْدِ বান্দার অবস্থা فِىْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ উক্ত অংশে وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذٰلِكَ الْجُزْءِ এবং উক্ত অংশের সিফত ধর্তব্য হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَبِهٰذَا ظَهَرَ الخ : অর্থাৎ যখন এটা বর্ণনা করা হলো যে, সময় নামাজ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শুধুমাত্র ظَرْف -ই নয় বরং এর সববও, এ জন্য উহার تَقْدِيْم ওয়াজিব। আর مُتَجَدِّد -এর تَعَاقُبْ বা বদলিয়্যাতের দাখেল হওয়া সবব এটা নয় যে, পূর্ণ نَفْسِ وَقْت টাই সবব নয়। উল্লেখিত দলিল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, প্রথম অংশ উজূবের সবব, কাজেই উজূবটা পূর্ণ সময়ের উপর মওকুফ হবে না। আর যদি এরূপ না হয় তবে উজূব সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু সময় চলে যাওয়ার পরে। কাজেই সময়ের মধ্যে নামাজ পড়া مُتَصَوَّر হতে পারে না। কেননা তখন مُسَبَّبْ-এর সবব এর উপর অগ্রগামী হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর এটা নাজায়েজ। অথচ সবব টা مُسَبَّبْ-এর উপর অগ্রগামী হওয়া জরুরি।

وَبَيَانُ اِعْتِبَارِ حَالِ الْعَبْدِ فِيْهِ اَنَّهُ لَوْكَانَ صَبِيًّا فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ بَالِغًا فِىْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ اَوْ كَانَ كَافِرًا فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ مُسْلِمًا فِىْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ اَوْ كَانَ حَائِضًا اَوْ نُفَسَاءَ فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ طَاهِرَةً فِىْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ وَجَبَتِ الصَّلٰوةُ وَعَلٰى هٰذَا جَمِيْعُ صُوَرِ حُدُوْثِ الْاَهْلِيَّةِ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ، وَعَلَى الْعَكْسِ بِاَنْ يَحْدُثَ حَيْضٌ اَوْ نِفَاسٌ اَوْ جُنُوْنٌ مُسْتَوْعِبٌ اَوْ اِغْمَاءٌ مُمْتَدٌّ فِىْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلٰوةُ وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ مُقِيْمًا فِىْ اٰخِرِهٖ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا وَلَوْ كَانَ مُقِيْمًا فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ مُسَافِرًا فِىْ اٰخِرِهٖ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ .

অনুবাদ : বান্দার অবস্থা ধর্তব্য হওয়ার উদ্দেশ্য : এর উদ্দেশ্য এই যে, সময়ের প্রথম অংশে যদি কেউ নাবালক থাকে, আর শেষাংশে সাবালক হয়ে যায় অথবা প্রথম অংশে কাফের থাকে আর শেষাংশে মুসলমান হয়, অথবা প্রথমাংশে হায়েজ বা নিফাস থাকে আর শেষাংশে পবিত্র হয়ে যায় তাহলে তার উপর নামাজ ওয়াজিব হয়ে যাবে। এভাবে শেষাংশে উজূবের যোগ্যতা সৃষ্টির সকল ক্ষেত্রে (নামাজ ওয়াজিব হবে)। এর বিপরীতে যদি শেষাংশে হায়েয, নিফাস, এক দিবস রাত ব্যাপৃত উম্মাদনা বা উক্ত সময় পর্যন্ত দীর্ঘায়িত বেহুঁশি সূচিত হয় তাহলে তার জিম্মা থেকে নামাজ রহিত হয়ে যাবে। যদি কেউ ওয়াক্তের শুরুতে মুসাফির থাকে আর শেষাংশে মুকিম হয়ে যায় তাহলে সে চার রাকাত আদায় করবে। এর বিপরীতে যদি প্রথম ওয়াক্তে মুকিম থাকে আর শেষাংশে মুসাফির হয় তাহলে দু'রাকাত আদায় করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَبَيَانُ اِعْتِبَارِ حَالِ الْعَبْدِ فِيْهِ আর বান্দার অবস্থা ধর্তব্য হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, اَنَّهُ لَوْ كَانَ صَبِيًّا فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ সময়ের প্রথম অংশে যদি কেউ নাবালক থাকে بَالِغًا فِىْ ذَالِكَ الْجُزْءِ শেষাংশে সাবালক হয়ে যায় اَوْ كَانَ كَافِرًا অথবা কাফের ছিল فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ প্রথম অংশে مُسْلِمًا فِىْ ذَالِكَ الْجُزْءِ আর শেষাংশে মুসলমান হয় اَوْ كَانَ حَائِضًا اَوْ نُفَسَاءَ অথবা হায়েজ বা নেফাস থাকে فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ প্রথম অংশে طَاهِرَةً فِىْ ذَالِكَ الْجُزْءِ শেষাংশে পবিত্র হয়ে যায় وَجَبَتِ الصَّلٰوةُ তাহলে তার উপর নামাজ ওয়াজিব হয়ে যাবে وَعَلٰى هٰذَا এভাবে جَمِيْعُ صُوَرِ حُدُوْثِ শেষাংশে وَعَلَى الْعَكْسِ -এর বিপরীত بِاَنْ يَحْدُثَ حَيْضٌ اَوْ نِفَاسٌ সূচিত হয় হায়েজ নেফাস اَوْ جُنُوْنٌ উম্মাদনা مُسْتَوْعِبٌ এক দিবস রাত ব্যাপৃত اَوْ اِغْمَاءٌ مُمْتَدٌّ অথবা উক্ত সময় পর্যন্ত দীর্ঘায়িত বেহুঁশী فِىْ ذَالِكَ الْجُزْءِ শেষাংশে سَقَطَ عَنْهُ الصَّلٰوةُ তাহলে তার জিম্মা থেকে নামাজ রহিত হয়ে যাবে وَلَوْ كَانَ مُسَافِرًا আর যদি কেউ মুসাফির থাকে فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ ওয়াক্তের শুরুতে مُقِيْمًا فِىْ اٰخِرِهٖ আর শেষাংশে মুকীম হয়ে যায় يُصَلِّىْ اَرْبَعًا তাহলে সে চার রাকাত আদায় করবে وَلَوْ كَانَ مُقِيْمًا فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ এর বিপরীতে যদি প্রথম ওয়াক্তে মুকিম থাকে مُسَافِرًا فِىْ اٰخِرِهٖ শেষাংশে মুসাফির يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ তাহলে দু'রাকাত আদায় করবে।

وَبَيَانُ اِعْتِبَارِ صِفَةِ ذٰلِكَ الْجُزْءِ اِنْ كَانَ كَامِلًا تَقَرَّرَ الْوَظِيْفَةُ كَامِلَةً فَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ بِاَدَائِهَا فِى الْاَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ وَمِثَالُهُ فِيْمَا يُقَالُ اِنَّ اٰخِرَ الْوَقْتِ فِى الْفَجْرِ كَامِلٌ وَاِنَّمَا يَصِيْرُ الْوَقْتُ فَاسِدًا بِطُلُوْعِ الشَّمْسِ وَذٰلِكَ بَعْدَ خُرُوْجِ الْوَقْتِ فَيَتَقَدَّرُ الْوَاجِبُ بِوَصْفِ الْكَمَالِ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِىْ اَثْنَاءِ الصَّلٰوةِ بَطَلَ الْفَرْضُ -

অনুবাদ : সময়ের অবস্থা ধর্তব্য হওয়ার উদ্দেশ্য: শেষাংশের সিফত (অবস্থা) ধর্তব্য হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত অংশ যদি পূর্ণাঙ্গ হয় তাহলে ফরজ পূর্ণাঙ্গ সাব্যস্ত হবে। সুতরাং ত্রুটিপূর্ণ তথা মাকরূহ ওয়াক্তে উক্ত ফরজ আদায় করলে জিম্মামুক্ত হবে না। যেমন– বলা হয় ফজরের শেষাংশ হলো পূর্ণাঙ্গ। আর সূর্যোদয়ের মাধ্যমে ওয়াক্ত ফাসেদ হয়ে যায়। আর এ ফাসাদটা ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ার পরে হয় সুতরাং ওয়াজিব وَصْف كَمَال (পূর্ণাঙ্গের গুণ) এর সাথে সাব্যস্ত হবে। অতএব নামাজের মধ্যে সূর্যোদয় হলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَبَيَانُ اِعْتِبَارِ صِفَةِ ذَالِكَ الْجُزْءِ সময়ের অবস্থা ধর্তব্য হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, اِنْ كَانَ كَامِلًا যদি উক্ত অংশ পূর্ণাঙ্গ হয় تَقَرَّرَتِ الْوَظِيْفَةُ كَامِلَةً তাহলে ফরজ পূর্ণাঙ্গ সাব্যস্ত হবে فَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ সুতরাং জিম্মামুক্ত হবে না بِاَدَائِهَا উক্ত ফরজ আদায় করলে فِى الْاَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ মাকরূহ ওয়াক্তে وَمِثَالُهُ فِيْمَا يُقَالُ যেমন বলা হয় اِنَّ اٰخِرَ الْوَقْتِ فِى الْفَجْرِ ফজরের শেষাংশ হলো كَامِلٌ পূর্ণাঙ্গ وَاِنَّمَا يَصِيْرُ الْوَقْتُ فَاسِدًا আর ওয়াক্ত ফাসেদ হয়ে যায় بِطُلُوْعِ الشَّمْسِ সূর্যোদয়ের মাধ্যমে وَذَالِكَ بَعْدَ خُرُوْجِ الْوَقْتِ তবে এটা ওয়াক্ত পেরিয়ে যাওয়ার পরে হয় فَيَتَقَدَّرُ الْوَاجِبُ সুতরাং ওয়াজিব সাব্যস্থ হবে بِوَصْفِ الْكَمَالِ পূর্ণাঙ্গ গুণের সাথে فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ অতএব সূর্যোদয় হলে فِىْ اَثْنَاءِ الصَّلٰوةِ নামাজের মধ্যে بَطَلَ الْفَرْضُ তাহলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنْ كَانَ كَامِلًا الخ : অর্থাৎ আখেরী ওয়াক্ত কামেল হলে নামাজ কামেলভাবে আদায় করা ওয়াজিব। আর নাকেস হলে নাকেস ওয়াক্তে আদায় করার দ্বারা জিম্মামুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং জহুরের পূর্ণ ওয়াক্ত যেহেতু কামেল। অতএব নামাজের মাঝে সূর্যোদয় হলে নামাজ সহীহ হবে না। আর আসরের শেষাংশ যেহেতু নাকেস সময়। এ কারণে নামাজ আদায়কালে সূর্যোদয় হলে নামাজ সহীহ হবে না। আর আসরের শেষাংশ যেহেতু নাকেস সময়। এ কারণে নামাজ আদায়কালে সূর্যোদয় হলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে।

আসরের শেষাংশ নাকেস এ কারণে যে, এ সময়টা হলো সূর্য লাল হওয়ার সময়। ঐ সময় কাফেররা সূর্যকে পূজা করে থাকে। অতএব এ সময় নামাজ ফরজ হলে তা ত্রুটি পূর্ণরূপে ফরজ হয়।

قَوْلُهُ بَطَلَ الْفَرْضُ الخ : যদি ফজরের নামাজরত থাকা অবস্থায় সূর্য উঠে যা তখন কতেক ফকীহগণের নিকট নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এমতাবস্থায় نُقْصَانْ ব্যতিরেকে নামাজ পূর্ণ করা সম্ভব নয়। আর এভাবে نُقْصَانْ পৌছানো ও বৈধ নয়। আবার কতিপয় ফকীহ বলে সূর্য উঠার কারণে নামাজের ফরজিয়্যত বাতিল হয়ে তা নফল নামাজে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। উভয় অবস্থাতেই ফরজকে পুনরায় আদায় করতে হবে। কিন্তু হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বুখারী শরীফে বিপরীত

রেওয়ায়েত রয়েছে। তা হলো– مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ فَقَدْأَدْرَكَ الْعَصْرَ এর দ্বারা জানা যায় যে, ফজরের নামাজ আদায়রত অবস্থায় যদি সূর্য উঠে যায় বা আসর নামাজ আদায়রত অবস্থায় সূর্য ডুবে যায় তবে নামাজ ফাসেদ হয় না। কাজেই মুসান্নেফ (র.)-এর উক্তি فَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ করা কিভাবে সহীহ হলো?

আহনাফের পক্ষ হতে এর জবাবে বলা হয় অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদীস এ বর্ণনার বিপরীতে রয়েছে। যার মধ্য হতে কয়েকটি হলো–

(١) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) رَفَعَهُ لَا صَلٰوةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلٰوةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

(٢) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) رَفَعَهُ كَانَ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ وَاَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ تَقُوْمَ الظَّهِيْرَةُ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تُضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

এ সকল হাদীস গুলো হতে মাকরূহ সময়ে নামাজ আদায় করার অবৈধতা প্রমাণিত হয়। এ কারণে প্রথম বর্ণনার সাথে দ্বন্দ্ব হয়ে গেছে। আর যখন দুই হাদীসের দ্বন্দ্ব হলো তখন কেয়াস সকালের নামাজ বিনষ্ট হওয়া এবং আসরের নামাজ বৈধ হওয়াকে প্রাধান্য দিল। কেননা ফজরের নামাজের সময় হলো কামেল বা পূর্ণাঙ্গ। আসরের নামাজের বিপরীত কেননা তাতে اِصْفِرَار وَقْت হলো মাকরূহ। কাজেই তা প্রথম থেকেই নাকেস ছিল। এরপর ঐ ফাসাদের কারণে তাতে কোনো খারাবী লাযেম আসেনি।

لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إِتْمَامُ الصَّلٰوةِ إِلَّا بِوَصْفِ النُّقْصَانِ بِاعْتِبَارِ الْوَقْتِ وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ الْجُزْءُ نَاقِصًا كَمَا فِي صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ اٰخِرَ الْوَقْتِ وَقْتُ إِحْمِرَارِ الشَّمْسِ وَالْوَقْتُ عِنْدَهُ فَاسِدٌ فَتَتَقَرَّرَتِ الْوَظِيْفَةُ بِصِفَةِ النُّقْصَانِ وَلِهٰذَا وَجَبَ الْقَوْلُ بِالْجَوَازِ عِنْدَهُ مَعَ فَسَادِ الْوَقْتِ وَالطَّرِيْقُ الثَّانِيْ أَنْ يُّجْعَلَ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ سَبَبًا لَا عَلٰى طَرِيْقِ الْإِنْتِقَالِ فَإِنَّ الْقَوْلَ بِهٖ قَوْلٌ بِإِبْطَالِ السَّبَبِيَّةِ الثَّابِتَةِ بِالشَّرْعِ .

কেননা তখন ক্রটিপূর্ণ ছাড়া নামাজ পূর্ণ করা সম্ভব নয়। আর এ অংশ যদি অপূর্ণাঙ্গ হয় যেমন আসরের ক্ষেত্রে। কেননা আসরের শেষসময় হলো সূর্য লাল হওয়ার সময়। ঐ সময়টা হলো ফাসেদ সময়। তাহলে নামাজ ক্রটিপূর্ণভাবে সাব্যস্ত হবে এ কারণে সূর্য লাল হওয়ার সময় ওয়াক্ত ফাসেদ হওয়া সত্ত্বে নামাজ জায়েজ হওয়ার প্রবক্তা হওয়া আবশ্যিক হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : এই যে, ওয়াক্তের প্রত্যেক অংশকে স্থানান্তরের পদ্ধতি ছাড়াই সবাব সাব্যস্ত করা হবে। কেননা سَبَبِيَّتْ স্থানান্তরের প্রবক্তা হওয়ার দ্বার سَبَبِيَّتْ বাতিল করার প্রবক্তা হওয়া সাব্যস্ত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ কেননা তখন সম্ভব নয় إِتْمَامُ الصَّلٰوةِ নামাজকে পূর্ণ করা إِلَّا بِوَصْفِ النُّقْصَانِ ক্রটি পূর্ণ ছাড়া بِاعْتِبَارِ الْوَقْتِ সময়ের হিসেবে وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ الْجُزْءُ نَاقِصًا আর এ অংশ যদি অপূর্ণাঙ্গ হয় كَمَا فِيْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ যেমন আছরের নামাজ فَإِنَّ اٰخِرَ الْوَقْتِ কেননা আসরের শেষ সময় হলো وَقْتُ إِحْمِرَارِ الشَّمْسِ সূর্য লাল হওয়ার সময় وَالْوَقْتُ عِنْدَهُ فَاسِدٌ আর ঐ সময়টা হলো ফাসেদ সময় فَتَتَقَرَّرُ الْوَظِيْفَةُ بِصِفَةِ النُّقْصَانِ তাহলে নামাজ ক্রটিপূর্ণভাবে সাব্যস্ত হবে وَلِهٰذَا এর কারণে وَجَبَ الْقَوْلُ প্রবক্তা হওয়া আবশ্যিক হয় بِالْجَوَازِ عِنْدَهُ নামাজ জায়েজ হওয়ার مَعَ فَسَادِ الْوَقْتِ ওয়াক্ত ফাসেদ হওয়া সত্ত্বেও وَالطَّرِيْقُ الثَّانِيْ আর দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, أَنْ يُّجْعَلَ সাব্যস্ত করা হবে كُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ ওয়াক্তের প্রত্যেক অংশকে لَا عَلٰى طَرِيْقِ الْإِنْتِقَالِ স্থানান্তরের পদ্ধতি ছাড়াই فَإِنَّ الْقَوْلَ بِهٖ কেননা سَبَبِيَّتْ এর স্থানান্তরের প্রবক্তা হওয়ার দ্বারা قَوْلٌ بِإِبْطَالِ السَّبَبِيَّةِ সববিয়্যত বাতিল করার প্রবক্তা হওয়া সাব্যস্ত হয় الثَّابِتَةِ بِالشَّرْعِ শরিয়তের দ্বারা প্রমাণিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ الْجُزْءُ نَاقِصًا الخ : এবং নাকেস হওয়ার কারণ হাদীসে মশহুরে এসেছে যে, শয়তানের উভয় শিংয়ের মাঝে সূর্য অস্ত যায়। আর এ কারণেই তোমরা সে সময়ে সেজদা কর না। কেননা শয়তান মনে করে যে, এতে করে তারই উপাসনা করা হচ্ছে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে– এ সময় ইবাদত করা সূর্য পূজারীদের সদৃশ হয়ে যায়। তাই এ সময়ে নামাজ আদায় করতে কারণ করা হয়েছে।

وَلَا يَلْزَمُ عَلٰى هٰذَا تَضَاعُفُ الْوَاجِبِ فَإِنَّ الْجُزْءَ الثَّانِيْ إِنَّمَا اَثْبَتَ عَيْنَ مَا اَثْبَتَهُ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ فَكَانَ هٰذَا مِنْ بَابِ تَرَادُفِ الْعِلَلِ وَكَثْرَةِ الشُّهُوْدِ فِيْ بَابِ الْخُصُوْمَاتِ وَسَبَبُ وُجُوْبِ الصَّوْمِ شُهُوْدُ الشَّهْرِ لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ عِنْدَ شُهُوْدِ الشَّهْرِ وَاِضَافَةِ الصَّوْمِ اِلَيْهِ

অনুবাদ : এর দ্বারা ওয়াজিবের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া অবধারিত হয় না। কেননা দ্বিতীয় অংশ হুবহু ঐটাকে সাব্যস্ত করে যা প্রথম অংশে করে। সুতরাং এটা تَرَادُف عِلَل (একের পর এক ইল্লতের অস্তিত্ব) এবং মামলায় বহু সংখ্যক সাক্ষী থাকার অন্তর্গত হবে।

শরয়ী আহকাম সবব সংশ্লিষ্ট হওয়ার আরো কতিপয় দৃষ্টান্ত : রোজা ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো চাঁদ দেখা, চাঁদ দেখার দ্বারা বান্দার প্রতি রোজার নির্দেশ আরোপিত হয়। আর রোজা চাঁদের প্রতি সম্বন্ধিত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا يَلْزَمُ عَلٰى هٰذَا এর দ্বারা অবধারিত হয় না تَضَاعُفُ الْوَاجِبِ ওয়াজিবের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া فَإِنَّ الْجُزْءَ الثَّانِيْ কেননা দ্বিতীয় অংশ إِنَّمَا اَثْبَتَ عَيْنَ হুবহু ঐটাকে সাব্যস্ত করে مَا اَثْبَتَهُ الْجُزْءُ الْاَوَّلُ যা প্রথম অংশে সাব্যস্ত করে فَكَانَ هٰذَا সুতরাং এটা হবে مِنْ بَابِ تَرَادُفِ الْعِلَلِ একের পর এক ইল্লতের অস্তিত্ব-এর অন্তর্গত وَكَثْرَةِ الشُّهُوْدِ এবং বহু সংখ্যক সাক্ষী থাকার অন্তর্গত فِيْ بَابِ الْخُصُوْمَاتِ মামলা মকদ্দমায় وَسَبَبُ وُجُوْبِ الصَّوْمِ রোজা ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো شُهُوْدُ الشَّهْرِ চাঁদ দেখা لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ عِنْدَ شُهُوْدِ الشَّهْرِ চাঁদ দেখার দ্বারা বান্দার প্রতি নির্দেশ আরোপিত হয় وَاِضَافَةِ الصَّوْمِ اِلَيْهِ আর রোজা চাঁদের প্রতি সম্বন্ধিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ عَلٰى هٰذَا الخ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব : প্রশ্ন এই যে, ওয়াক্তের প্রত্যেক অংশ দ্বারা যদি ভিন্ন ভিন্নরূপে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় তাহলে এতে একাধিক নামাজ ফরজ হওয়া বুঝা যায়। উদাহরণত এক ওয়াক্তের যদি চারটি অংশ হয় আর চারোটি ভিন্ন সবব হয় তাহলে চার বার নামাজ ফরজ হওয়া সাব্যস্ত হয়। মুসান্নিফ (র.) وَلَا يَلْزَمُ দ্বারা এর উত্তর দিচ্ছেন যে, হুবহু পূর্বের অংশের নামাজই পরবর্তী অংশ দ্বারা সাব্যস্ত হয়। যেমন একই হুকুমের বিভিন্ন ইল্লত বা একই কেসের বহু সাক্ষী দ্বারা একই হুকুম বা রায় সাব্যস্ত হয় তদ্রূপ।

قَوْلُهُ شُهُوْدِ الشَّهْرِ الخ : যেমন فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এবং صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ দ্বারা প্রমাণিত।

وَسَبَبُ وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ مِلْكُ النِّصَابِ النَّامِىْ حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا وَبِاعْتِبَارِ وُجُوْدِ السَّبَبِ جَازَ التَّعْجِيْلُ فِىْ بَابِ الْاَدَاءِ وَسَبَبُ وُجُوْبِ الْحَجِّ الْبَيْتُ لِاِضَافَتِهٖ اِلَى الْبَيْتِ وَعَدَمُ تَكْرَارِ الْوَظِيْفَةِ فِى الْعُمْرِ ـ وَعَلٰى هٰذَا لَوْ حَجَّ قَبْلَ وُجُوْدِ اِسْتِطَاعَةِ يَنُوْبُ ذٰلِكَ عَنْ حُجَّةِ الْاِسْلَامِ، لِوُجُوْدِ السَّبَبِ وَبِهٖ فَارَقَ اَدَاءَ الزَّكٰوةِ قَبْلَ وُجُوْدِ النِّصَابِ لِعَدَمِ السَّبَبِ ـ

অনুবাদ : যাকাত ওয়াজিবের সবব হলো বর্ধনশীল নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া। চাই তা প্রকৃত (حَقِيْقِىْ) হোক বা বিধানগত (حُكْمِىْ)। আর সববের অস্তিত্বের দিক দিয়ে অগ্রিম যাকাত আদায় জায়েজ। হজ ওয়াজিবের সবব হলো বায়তুল্লাহ। কেননা হজকে বায়তুল্লাহর প্রতি সম্বন্ধ করা হয়। আর সম্বন্ধ (اِضَافَتْ) سَبَبِيَّتْ-এর আলামত, জীবনে এ ফরজ বারংবার হয় না। এ কারণে হজের সঙ্গতির পূর্বেই কেউ হজ করলে (সঙ্গতি লাভের পরে আর ফরজ হয় না বরং) তা ইসলামে ফরজ হজের স্থলাভিষিক্ত হয় সবব পাওয়া যাওয়ার কারণে। এর দ্বারা নিসাবের মালিক হওয়ার পূর্বে সবব না থাকায় যাকাত আদায়ের মাসআলার সাথে হজের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَسَبَبُ وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো مِلْكُ النِّصَابِ النَّامِىْ বর্ধনশীল নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া حَقِيْقَةً চাই তা প্রকৃত হোক اَوْ حُكْمًا অথবা বিধান গত وَبِاعْتِبَارِ وُجُوْدِ السَّبَبِ আর সববের অস্তিত্বের جَازَ التَّعْجِيْلُ فِىْ بَابِ الْاَدَاءِ অগ্রীম জাকাত আদায় জায়েজ وَسَبَبُ وُجُوْبِ الْحَجِّ আর হজ ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো مِلْكُ النِّصَابِ النَّامِىْ বর্ধনশীল নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া حَقِيْقَةً চাই তা প্রকৃত হোক اَوْ حُكْمًا অথবা বিধানগত وَبِاعْتِبَارِ وُجُوْدِ السَّبَبِ আর সববের অস্তিত্বের جَازَ التَّعْجِيْلُ فِىْ بَابِ الْاَدَاءِ অগ্রীম জাকাত আদায় জায়েজ وَسَبَبُ وُجُوْبِ الْحَجِّ আর হজ ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো اَلْبَيْتُ বায়তুল্লাহ لِاِضَافَتِهٖ اِلَى الْبَيْتِ কেননা হজকে বায়তুল্লাহর প্রতি সম্বন্ধিত করা হয় وَعَدَمُ تَكْرَارِ الْوَظِيْفَةِ فِى الْعُمْرِ জীবনে এ ফরজ বারংবার হয় না وَعَلٰى هٰذَا এরই উপর ভিত্তি করে لَوْ حَجَّ কেউ হজ করলে قَبْلَ وُجُوْبِ اِسْتِطَاعَةِ হজের সঙ্গতির পূর্বেই يَنُوْبُ ذٰلِكَ عَنْ حُجَّةِ الْاِسْلَامِ তা ইসলামের ফরজ হজের স্থলাভিষিক্ত হয় لِوُجُوْدِ السَّبَبِ সবব পাওয়া যাওয়ার কারণে وَبِهٖ فَارَقَ এর দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে গেল اَدَاءَ الزَّكٰوةِ যাকাত আদায়ের মাসআলার সাথে হজের পার্থক্য قَبْلَ وُجُوْدِ النِّصَابِ নিসাবের মালিক হওয়ার পূর্বে لِعَدَمِ السَّبَبِ সবব না থাকায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلنَّامِىْ الخ : প্রকৃত বর্ধনশীল যেমন ব্যবসার মাল, আর বিধানগত বা হুকমী বর্ধনশীল যেমন সোনা-রূপা ইত্যাদি। বছর অতিক্রান্ত হওয়ার দ্বারা এসবে যাকাতের হুকুম আরোপিত হয়।

قَوْلُهٗ عَدَمُ تَكْرَارِ الْوَظِيْفَةِ الخ : কেননা হজ ওয়াজিবের সবব হলো বায়তুল্লাহ। আর এর মধ্যে تَكْرَارْ সম্ভব নয়। এ কারণে জীবনে একবারই হজ ফরজ হয়।

قَوْلُهٗ وَبِهٖ فَارَقَ الخ : কেননা হজের ক্ষেত্রে সঙ্গতির পূর্বেও সবব (বায়তুল্লাহ) বিদ্যমান থাকে। সুতরাং ফরজ আদায় হবে। কিন্তু যাকাতের সবব হলো নিসাব, তা বিদ্যমান না থাকায় ফরজ আদায় হবে না।

وَسَبَبُ وُجُوْبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ رَأْسٌ يَمُوْنُهُ وَيَلِي عَلَيْهِ وَبِاعْتِبَارِ السَّبَبِ يَجُوْزُ التَّعْجِيْلُ حَتّٰى جَازَ اَدَائُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ وَسَبَبُ وُجُوْبِ الْعُشْرِ الْاَرَاضِىُ النَّامِيَةُ حَقِيْقَةُ الرِّيْعِ وَسَبَبُ وُجُوْبِ الْخَرَاجِ الْاَرَاضِىُ الصَّالِحَةُ لِلزِّرَاعَةِ فَكَانَتْ نَامِيَةً حُكْمًا، وَسَبَبُ وُجُوْبِ الْوُضُوْءِ الصَّلٰوةُ عِنْدَ الْبَعْضِ وَلِهٰذَا وَجَبَ الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَلَا وُضُوْءَ عَلٰى مَنْ لَا صَلٰوةَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْبَعْضُ سَبَبُ وُجُوْبِهِ الْحَدَثُ وَ وُجُوْبُ الصَّلٰوةِ شَرْطٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مُحَمَّدٍ (رحـ) ذٰلِكَ نَصًّا وَسَبَبُ وُجُوْبِ الْغُسْلِ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْجَنَابَةُ ـ

অনুবাদ : সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিবের সবব হলো এমন মাথা (ব্যক্তি) যার সে খরচ বহন করে ও জিম্মাদারী গ্রহণ করে। এ সবব (আগ থেকেই বিদ্যমান থাকায়) ঈদুল ফিতরের আগেই ফিতরা আদায় করা জায়েজ। উশর ওয়াজিবের সবব হলো ফসলের জন্যে উর্বর ভূমি, ট্যাক্স ওয়াজিবের সবব আবাদযোগ্য ভূমি, সুতরাং বিধানগত-ভাবে এটি বর্ধনশীল। অজু ওয়াজিবের সবব কারো কারো মতে নামাজ, এ কারণে যার উপর নামাজ ওয়াজিব তার উপর অজু ওয়াজিব। আর যার উপর নামাজ ওয়াজিব নয় তার উপর অজু ওয়াজিব নয়। কারো মতে অজু ওয়াজিবের সবব হলো হদস (অপবিত্র হওয়া) আর নামাজ ওয়াজিব হওয়া হলো শর্ত। যেমন ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে এটা বর্ণিত রয়েছে। আর গোসল ওয়াজিবের সবব হলো হায়েজ-নিফাস ও জানাবাত।

فَصْلٌ : قَالَ الْقَاضِىُ الْاِمَامُ اَبُوْ زَيْدٍ اَلْمَوَانِعُ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ : مَانِعٌ يَمْنَعُ اِنْعِقَادَ الْعِلَّةِ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ تَمَامَهَا وَمَانِعٌ يَمْنَعُ اِبْتِدَاءَ الْحُكْمِ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ دَوَامَهُ ـ

অনুচ্ছেদ : مَوَانِعْ-এর প্রকারভেদ : কাযী ইমাম আবূ যায়েদ (র.) বলেন مَوَانِعْ (প্রতিবন্ধক) চার প্রকার। ১. ইল্লতে শরয়ীর ইল্লত হওয়ার প্রতিবন্ধক, ২. ইল্লত পূর্ণ হওয়ার প্রতিবন্ধক, ৩. ইল্লতের হুকুম পূর্ণ হওয়ার প্রতিবন্ধক ও ৪. ইল্লত স্থায়ী হওয়ার প্রতিবন্ধক।

শাব্দিক অনুবাদ : وَسَبَبُ وُجُوْبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো رَأْسٌ এমন মাথা يَمُوْنُهُ যার খরচ সে বহন করে وَيَلِي عَلَيْهِ এবং জিম্মাদারী গ্রহণ করে وَبِاعْتِبَارِ السَّبَبِ এ সবব আগ থেকে বিদ্যমান থাকায় يَجُوْزُ التَّعْجِيْلُ ত্বরিৎ আদায় করা জায়েজ حَتّٰى جَازَ اَدَائُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ ঈদুল ফিতরের আগেই ফিতরা আদায় করা জায়েজ وَسَبَبُ وُجُوْبِ الْعُشْرِ আর ওশর ওয়াজিবের সবব হলো الْاَرَاضِىُ النَّامِيَةُ حَقِيْقَةُ الرِّيْعِ ফসলের জন্য উর্বর ভূমি وَسَبَبُ وُجُوْبِ الْخَرَاجِ আর ট্যাক্স ওয়াজিবের সবব الْاَرَاضِىُ الصَّالِحَةُ لِلزِّرَاعَةِ আবাদযোগ্য ভূমি فَكَانَتْ نَامِيَةً حُكْمًا সুতরাং বিধানগতভাবে এটি বর্ধনশীল وَسَبَبُ وُجُوْبِ الْوُضُوْءِ অজু ওয়াজিবের সবব الصَّلٰوةُ عِنْدَ الْبَعْضِ কারো কারো মতে নামাজ وَلِهٰذَا এ কারণে وَجَبَ الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ এমন ব্যক্তির উপর অজু ওয়াজিব وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ যার উপর নামাজ ওয়াজিব وَلَا وُضُوْءَ عَلٰى مَنْ আর তার উপর অজু ওয়াজিব নয় لَا صَلٰوةَ عَلَيْهِ যার উপর নামাজ ওয়াজিব নয় وَقَالَ

وَوُجُوْبُ الصَّلٰوةِ شَرْطٌ আর নামাজ ফরজ হওয়া অজুর ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত سَبَبُ وُجُوْبِهِ الْحَدَثُ অজু ওয়াজিবের সবব হলো অপবিত্র হওয়া কারো মতে الْبَعْضُ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مُحَمَّدٍ ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত ذٰلِكَ نَصًّا প্রকাশ্য ভাবে وَسَبَبُ وُجُوْبِ الْغُسْلِ আর গোসল ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো الْحَيْضُ হায়েজ وَالنِّفَاسُ নেফাস وَالْجَنَابَةُ এবং জানাবাত فَصْلٌ অনুচ্ছেদ قَالَ الْقَاضِىُّ الْاِمَامُ اَبُوْ زَيْدٍ কাযী ইমাম আবূ যায়েদ বলেন اَلْمَوَانِعُ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ প্রতিবন্ধক চার প্রকার مَانِعٌ يَمْنَعُ اِنْعِقَادَ الْعِلَّةِ ইল্লতে শরয়ীর ইল্লত হওয়ার প্রতিবন্ধক وَمَانِعٌ يَمْنَعُ تَمَامَهَا ইল্লত পূর্ণ হওয়ার প্রতিবন্ধক وَمَانِعٌ يَمْنَعُ اِبْتِدَاءَ الْحُكْمِ ইল্লতের হুকুম পূর্ণ হওয়ার প্রতিবন্ধক وَمَانِعٌ يَمْنَعُ دَوَامَهُ ইল্লত স্থায়ী হওয়ার প্রতিবন্ধক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَسَبَبُ وُجُوْبِ صَدَقَةِ الخ : অর্থাৎ সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার সবব হলো এমন মাথা তথা ব্যক্তির উপস্থিতি যার সে খরচ বহন করে এবং অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে। যেমন যায়েদ সে তার নিজের এবং নিজ নাবালক সন্তানাদি ও দাস-দাসীর খরচ বহন করে এবং অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে। অতএব রোজা শেষ হওয়ার পর সুবহে সাদিকের সময় তার উপর তার নিজের এবং তাদের পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর দেওয়া ওয়াজিব; অবশ্য রোজা শেষ হওয়ার আগেও তা প্রদান করা জায়েজ। কারণ যাদের পক্ষ হতে সাদকা দেওয়া হচ্ছে তারা আগেও বিদ্যমান আছে। আর এ কারণে সুবহে সাদিকের পর ভূমিষ্ট সন্তানের পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয়। এ মর্মে হাদীসে এসেছে যে, اَدُّوْا عَمَّنْ تَمُوْنُوْنَ অর্থাৎ যাদের প্রতিপালন তোমার উপর ওয়াজিব তাদের পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর আদায় কর।

মোটকথা এর দ্বারা জানা গেল যে, সদকায়ে ফিতর ওয়াজিবের সবব হলো رَأْسٌ তথা অভিভাবকত্ব গৃহীত মানুষ বিদ্যমান থাকা। অবশ্য আদায় ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো রোজা শেষ হওয়া। এ কারণে মাজায (রূপক) অর্থে তাকে صَدَقَةُ الْفِطْرِ (রোজা ভঙ্গের সদকা) বলা হয়।

অপরদিকে ইমাম শাফেয়ী (র.) فِطْرٌ রোজা শেষ হওয়াকেই সদকা ওয়াজিবের সবব বলেন।

قَوْلُهُ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مُحَمَّدٍ الخ : যদিও ইমাম মোহাম্মদ (র.) হতে স্পষ্টই এ কথা নকল করা হয়েছে, কিন্তু এ কথা সহীহ নয়। কেননা কোনো বস্তুর সবব ঐ জিনিসই হয়ে থাকে যার দিকে তা পৌঁছে দাতা হয়। আর অজু ভেঙ্গে যাওয়া অজুর সবব কিভাবে হতে পারে?

قَوْلُهُ مَوَانِعُ : مَوَانِعُ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সকল বস্তু যা শরয়ী ইল্লত ও হুকুমের জন্যে প্রতিবন্ধক। এগুলোর সংখ্যার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। গ্রন্থকার ৪টির কথা বলেছেন। কেউ কেউ ৫টির কথা বলেন, উল্লিখিত ৪টি ব্যতীত ৫ম টি হচ্ছে– যা হুকুমকে পরিপূর্ণ হতে বারণ করে। যথা– خِيَارُ رُؤْيَاتٍ কারো কারো মতে ৬টি। আর ৬ষ্ঠ টি হচ্ছে– যা دَوَامِ عِلَّتْ-কে বারণ করে, তবে বিশুদ্ধ মত হলো ৪টি যা গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন। কারণ ৬ নং প্রকারটি ৪র্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত । আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র তিনটি কথা বলেন (১) مَانِعِ اِنْعِقَادِ عِلَّتْ (২) مَانِعِ تَمَامِ عِلَّتْ (৪) مَانِعِ اِبْقَاءِ حُكْمٍ এবং চারের দাবিদারগণ ৪র্থ প্রকার مَانِعِ دَوَامِ عِلَّتْ বলেন। আর ৫টির প্রবক্তাগণ دَوَامِ حُكْمٍ কে বৃদ্ধি করেন।

نَظِيْرُ الْاَوَّلِ بَيْعُ الْحُرِّ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ فَاِنَّ عَدَمَ الْمَحَلِّيَّةِ يَمْنَعُ اِنْعِقَادَ التَّصَرُّفِ عِلَّةً لِاِفَادَةِ الْحُكْمِ وَعَلٰى هٰذَا سَائِرُ التَّعْلِيْقَاتِ عِنْدَنَا فَاِنَّ التَّعْلِيْقَ يَمْنَعُ اِنْعِقَادَ التَّصَرُّفِ عِلَّةً قَبْلَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ عَلٰى مَا ذَكَرْنَاهُ وَلِهٰذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُطَلِّقُ اِمْرَاَتَهٗ فَعَلَّقَ طَلَاقَ اِمْرَاَتِهٖ بِدُخُوْلِ الدَّارِ لَا يَحْنَثُ وَمِثَالُ الثَّانِىْ هَلَاكُ النِّصَابِ فِىْ اَثْنَاءِ الْحَوْلِ وَامْتِنَاعُ اَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَرَدُّ شَطْرِ الْعَقْدِ ـ

প্রথম প্রকারের উদাহরণ : যেমন স্বাধীন মানুষ, মৃত প্রাণী ও রক্ত বিক্রি করা, কেননা এগুলোতে বিক্রির ক্ষেত্র না থাকা বিক্রি চুক্তি হুকুমের ফায়েদা দেওয়ার জন্যে ইল্লত হিসেবে সম্পাদিত হওয়া থেকে প্রতিবন্ধক হচ্ছে। (অর্থাৎ ক্ষেত্র না থাকায় ইল্লত হওয়ার প্রতিবন্ধক হচ্ছে।) আমাদের মতে এর উপর ভিত্তি করে সকল তালীক তথা শর্তের সাথে ঝুলন্ত মাসআলার হুকুম বের হয়। কেননা তা'লীক (ঝুলন্ত রাখা) উপরোক্ত বর্ণনা মতে (মুকাল্লাফ ব্যক্তির) অধিকার চর্চা (বিক্রি) কে শর্তের অস্তিত্বের পূর্বে ইল্লতরূপে সম্পাদিত হওয়ার প্রতিবন্ধক হচ্ছে। এ কারণে যদি কেউ শপথ করে যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিবে না এরপর তার তালাককে ঘরে প্রবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট করে তাহলে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ : বছরের মাঝে নিসাব নষ্ট হয়ে যাওয়া, দু'সাক্ষীর একজনের সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃতি জানানো এবং চুক্তির এক অংশকে প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদি।

শাব্দিক অনুবাদ : نَظِيْرُ الْاَوَّلِ প্রথম প্রকারের উদাহরণ بَيْعُ الْحُرِّ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ স্বাধীন মানুষ মৃত প্রাণীও রক্ত বিক্রি করা فَاِنَّ عَدَمَ الْمَحَلِّيَّةِ কেননা এগুলোতে বিক্রির ক্ষেত্র না থাকা يَمْنَعُ প্রতি বন্ধক হচ্ছে اِنْعِقَادَ التَّصَرُّفِ عِلَّةً ইল্লত হিসেবে সম্পাদিত হওয়া থেকে لِاِفَادَةِ الْحُكْمِ বিক্রি চুক্তি হুকুমের ফায়দা দেওয়ার জন্য وَعَلٰى هٰذَا এরই উপর ভিত্তি করে سَائِرُ التَّعْلِيْقَاتِ সকল শর্তের সাথে ঝুলন্ত মাসআলার হুকুম বের হয় عِنْدَنَا আমাদের মতে فَاِنَّ التَّعْلِيْقَ কেননা তা'লীক (ঝুলন্ত রাখা) يَمْنَعُ প্রতি বন্ধক হচ্ছে اِنْعِقَادَ التَّصَرُّفِ অধিকার চর্চাকে عِلَّةً ইল্লতরূপে সম্পাদিত হওয়ার قَبْلَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ শর্তের অস্তিত্বের পূর্বে عَلٰى مَا ذَكَرْنَاهُ উপরিউক্ত বর্ণনা মতে وَلِهٰذَا এ কারণে لَوْ حَلَفَ যদি কেউ শপথ করে لَا يُطَلِّقُ اِمْرَاَتَهٗ সে তার স্ত্রীকে তালাক দিবে না فَعَلَّقَ طَلَاقَ اِمْرَاَتِهٖ এরপর তার তালাককে সংশ্লিষ্ট করে بِدُخُوْلِ الدَّارِ ঘরে প্রবেশের সাথে لَا يَحْنَثُ তবে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না وَمِثَالُ الثَّانِىْ দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ هَلَاكُ النِّصَابِ নেসাব নষ্ট হয়ে যাওয়া فِىْ اَثْنَاءِ الْحَوْلِ বছরের মাঝে وَامْتِنَاعُ অস্বীকৃতি জানানো اَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ দু সাক্ষীর একজনের عَنِ الشَّهَادَةِ সাক্ষ্য দিতে وَرَدُّ شَطْرِ الْعَقْدِ এবং চুক্তির এক অংশকে প্রত্যাখান করা।

وَمِثَالُ الثَّالِثِ اَلْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَبَقَاءُ الْوَقْتِ فِىْ حَقِّ صَاحِبِ الْعُذْرِ وَمِثَالُ الرَّابِعِ خِيَارُ الْبُلُوْغِ وَالْعِتْقِ وَالرُّؤْيَةِ وَعَدَمِ الْكِفَاءَةِ وَالْاِنْدِمَالُ فِىْ بَابِ الْجِرَاحَاتِ عَلٰى هٰذَا الْاَصْلِ وَهٰذَا عَلٰى اِعْتِبَارِ تَخْصِيْصِ الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ فَاَمَّا عَلٰى قَوْلِ مَنْ لَا يَقُوْلُ بِجَوَازِ تَخْصِيْصِ الْعِلَّةِ فَالْمَانِعُ عِنْدَهُ ثَلٰثَةُ اَقْسَامٍ : مَانِعٌ يَمْنَعُ اِبْتِدَاءَ الْعِلَّةِ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ تَمَامَهَا وَمَانِعٌ يَمْنَعُ دَوَامَ الْحُكْمِ وَاَمَّا عِنْدَ تَمَامِ الْعِلَّةِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ لَا مُحَالَةَ وَعَلٰى هٰذَا كُلُّ مَا جَعَلَهُ الْفَرِيْقُ الْاَوَّلُ مَانِعًا لِثُبُوْتِ الْحُكْمِ جَعَلَهُ الْفَرِيْقُ الثَّانِىْ مَانِعًا لِتَمَامِ الْعِلَّةِ وَعَلٰى هٰذَا الْاَصْلِ يَدُوْرُ الْكَلَامُ بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ ـ

অনুবাদ : তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ : খিয়ারে শর্ত সাপেক্ষে বিক্রি করা মা'যূরের ক্ষেত্রে ওয়াক্ত বাকি থাকা ইত্যাদি।

চতুর্থ প্রকারের উদাহরণ : খেয়ারে বুলূগ, খেয়ারে ইত্ক, খেয়ারের রুইয়াত এবং বিবাহে কুফু না হওয়া এবং ক্ষত আরোগ্য হয়ে নিশ্চিহ্ন হওয়া। এগুলোর ভিত্তি এ উসূলের উপর। প্রতিবন্ধক চার প্রকারের বিভক্ত হওয়াটা মূলত শরয়ী ইল্লত নির্দিষ্ট করণের বৈধতার দিক দিয়ে। যাঁরা ইল্লত খাছ করার প্রবক্তা নন তাঁদের মতে প্রতিবন্ধক (مَانِعٌ) তিন প্রকার। (১) এ ইল্লত সূচনার প্রতিবন্ধক, (২) ইল্লত পূর্ণ হওয়ার প্রতিবন্ধক ও (৩) হুকুম স্থায়ী হওয়ার প্রতিবন্ধক। ইল্লত পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিত হুকুম সাব্যস্ত হয়। এর উপর ভিত্তি করে প্রথম পক্ষ যাকে হুকুম সাব্যস্তের ইল্লত বানান দ্বিতীয় পক্ষ তাকে ইল্লত পূর্ণ হওয়ার প্রতিবন্ধক বানান। ফলে উভয় পক্ষের মাঝে মতভেদ চলতে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : مِثَالُ الثَّالِثِ তৃতীয় প্রকারের উদাহরণ اَلْبَيْعُ বিক্রি করা بِشَرْطِ الْخِيَارِ খিয়ারে শর্ত সাপেক্ষে وَبَقَاءُ الْوَقْتِ এবং ওয়াক্ত বাকি থাকা فِىْ حَقِّ صَاحِبِ الْعُذْرِ মা'যূরের ক্ষেত্রে وَمِثَالُ الرَّابِعِ চতুর্থ প্রকারের উদাহরণ خِيَارُ الْبُلُوْغِ খেয়ারে বুলূগ وَالْعِتْقِ এবং খিয়ারে ইতক وَالرُّؤْيَةِ এবং খেয়ারে রুয়ত وَعَدَمِ الْكِفَاءَةِ এবং বিবাহে কুফু না হওয়া وَالْاِنْدِمَالُ فِىْ بَابِ الْجِرَاحَاتِ এবং ক্ষত আরোগ্য হয়ে নিশ্চিহ্ন হওয়া عَلٰى هٰذَا الْاَصْلِ এগুলোর ভিত্তি এ উসূলের উপর وَهٰذَا প্রতিবন্ধক চার প্রকারে বিভক্ত হওয়াটা মূলত عَلٰى اِعْتِبَارِ বৈধতার দিক দিয়ে تَخْصِيْصِ নির্দিষ্ট করণের الْعِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ শরয়ী ইল্লত فَاَمَّا عَلٰى قَوْلِ مَنْ لَا يَقُوْلُ যারা প্রবক্তা নন بِجَوَازِ تَخْصِيْصِ الْعِلَّةِ ইল্লত খাছ করার فَالْمَانِعُ عِنْدَهُ তাদের মতে প্রতিবন্ধক ثَلٰثَةُ اَقْسَامٍ তিন প্রকার مَانِعٌ প্রতিবন্ধক يَمْنَعُ اِبْتِدَاءَ الْعِلَّةِ এ ইল্লত সূচনার يَمْنَعُ تَمَامَهَا ইল্লত পূর্ণ হওয়ার প্রতিবন্ধক مَانِعٌ يَمْنَعُ دَوَامَ الْحُكْمِ হুকুম স্থায়ী হওয়ার প্রতিবন্ধক وَاَمَّا عِنْدَ تَمَامِ الْعِلَّةِ ইল্লতপূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ لَا مُحَالَةَ নিশ্চিত হুকুম সাব্যস্ত হয় وَعَلٰى هٰذَا এর উপর ভিত্তি করে كُلُّ مَا جَعَلَهُ الْفَرِيْقُ الْاَوَّلُ প্রথম পক্ষ যাকে বানান مَانِعًا প্রতিবন্ধক لِثُبُوْتِ الْحُكْمِ হুকুম সাব্যস্তের جَعَلَ الْفَرِيْقُ الثَّانِىْ দ্বিতীয় পক্ষ তাকে বানান مَانِعًا لِتَمَامِ الْعِلَّةِ ইল্লত পূর্ণ হওয়ার প্রতি বন্ধক وَعَلٰى هٰذَا الْاَصْلِ এ উসূলে ভিত্তিতে/ফলে يَدُوْرُ الْكَلَامُ মতভেদ চলতে بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ উভয় পক্ষের মাঝে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ الخ : কেননা খেয়ারে শর্তের চুক্তি সম্পাদিত হলে শরিয়তে খেয়ার রহিত না করা পর্যন্ত মালিকানা সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং এটা হুকুমের প্রতিবন্ধক হলো।

قَوْلُهُ بَقَاءُ الْوَقْتِ الخ : মাসআলা এই যে, যার সবসময় পেসাব বা রক্ত ঝরে এমন কোনো মা'যূর ব্যক্তি নামাজ আদায়ের জন্যে অজু করলে ওয়াক্ত থাকা পর্যন্ত তা বাকি থাকে। অথচ তার থেকে অজু ভঙ্গের কারণ সবসময় পাওয়া যাচ্ছে। তথাপি ওয়াক্ত বাকি থাকায় তার উপর হুকুম আরোপিত হওয়ার প্রতিবন্ধক হচ্ছে।

قَوْلُهُ خِيَارُ الْبُلُوْغِ الخ : বিভিন্ন খিয়ারের পরিচয়– নাবালক ছেলে মেয়েকে যদি ওলি ছাড়া অন্য কেউ বিবাহ করায় তাহলে সে বিবাহ সহীহ হয়ে যায়। তবে বালেগ হওয়ার সাথে সাথে তাদের উক্ত বিবাহ ছিন্ন করার যে অধিকার থাকে তাকে খেয়ারে বুলূগ বলে। সুতরাং বালেগ হওয়াটা বিবাহ স্থায়ী হওয়ার প্রতিবন্ধক হচ্ছে। এভাবে মনিব যদি বাঁদীকে কারো সাথে বিবাহ করায় তাহলে আজাদ হওয়ার সাথে সাথে তার উক্ত বিবাহ বহাল রাখা না রাখার অধিকার থাকাকে খিয়ারে ইত্‌ক বলে। এ ক্ষেত্রেও খেয়ারটা হুকুম স্থায়ী হওয়ার প্রতিবন্ধক হলো। না দেখে কোনো বস্তু ক্রয়ের দ্বারা ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায় তবে দেখার পর পছন্দ না হলে ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকে। একে খেয়ারে রূইয়াত বলে।

قَوْلُهُ وَعَدَمِ الْكَفَائَةِ : অর্থাৎ সাবালক মেয়ে যদি কুফুহীন তথা শরিয়তের দৃষ্টিতে অযোগ্য এমন পাত্রের সাথে বিবাহ করে তাহলে ওলির (অভিভাবকের) জন্যে বিবাহ ছিন্ন করার অধিকার থাকে। এ ক্ষেত্রেও কুফু না হওয়াটা হুকুম স্থায়ী হওয়ার প্রতিবন্ধক হচ্ছে।

قَوْلُهُ وَالْاِنْدِمَالُ فِىْ الخ : কেউ কাউকে আঘাত করার পর তা যদি আরোগ্য হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে আঘাতকারীর উপর দিয়ত ওয়াজিব থাকে না। সুতরাং এ নিশ্চিহ্ন হওয়াটা دَوَام حُكْم-এর প্রতিবন্ধক হলো। যেমন কেউ কাউকে আহত করল। তখন যখমের শেষ পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখা হবে। যদি জখমের কারণে সে মারা যায়। তবে আহত কারীর উপর কিসাস আসবে। আর যদি ক্ষত ভাল হয়ে যায় এবং কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট না থাকে তবে দিয়তের ব্যাপারে কোনো অধিকার থাকবে না। যদিও ইমাম আযম (র.)-এর تَعْزِير এর ব্যাপারে এর إِعْتِبَار বাকি থাকবে। আর কাজি আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট দাবি করা ওয়াজিব। ইমাম মোহাম্মদ (র.)-এর নিকট ব্যান্ডেজের খরচ, ডাক্তারের ভিজিট, অপারেশনের ফিস ঔষধের মূল্য ওয়াজিব হবে। কাজেই এই উপমাগুলোতে خِيَار এবং تَوَقُّق এর কারণে এ জাতীয় বিধানের دوام হয় না। যাতে করে এ বিধান প্রথমেই সাব্যস্ত হয় কিন্তু এর بَقَاء এবং دَوَام হয় না।

فَصْلٌ : اَلْفَرْضُ لُغَةً هُوَ التَّقْدِيْرُ وَمَفْرُوْضَاتُ الشَّرْعِ مُقَدَّرَاتُهُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ وَفِى الشَّرْعِ مَا ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ لَا شُبْهَةَ فِيْهِ وَحُكْمُهُ لُزُوْمُ الْعَمَلِ وَالْاِعْتِقَادِ بِهٖ

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : فَرْض-এর আভিধানিক অর্থ অনুমান করা, مَفْرُوْضَاتُ الشَّرْعِ-এর অর্থ শরিয়ত নির্ধারিত এমন বিষয়াদি যা কম-বেশির সম্ভাবনা রাখে না। শরিয়তের পরিভাষায় যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত।

হুকুম : ফরজের হুকুম হলো তার উপর আমল ও বিশ্বাস আবিশ্যক হওয়া।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ অনুচ্ছেদ اَلْفَرْضُ لُغَةً ফরজ-এর আভিধানিক অর্থ هُوَ التَّقْدِيْرُ অনুমান করা وَمَفْرُوْضَاتُ الشَّرْعِ আর মাফরুয়াতে শারা'এর অর্থ مُقَدَّرَاتُهُ بِحَيْثُ শরিয়ত নির্ধারিত এমন বিষয়াদি لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ যা কম-বেশির সম্ভাবনা রাখে না وَفِى الشَّرْعِ আর শরিয়তের পরিভাষায় مَا ثَبَتَ যা প্রমাণিত بِدَلِيْلٍ قَطْعِيٍّ অকাট্য দলিল দ্বারা لَا شُبْهَةَ فِيْهِ এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত وَحُكْمُهُ তার হুকুম হলো لُزُوْمُ الْعَمَلِ وَالْاِعْتِقَادِ بِهٖ তার উপর আমল ও বিশ্বাস অবশ্যিক হওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْفَرْضُ الخ : ফরজ চার প্রকার– (১) যার মধ্যে কোনো ক্রমেই কমবেশি হতে পারে না, যথা– হদ সমূহ, রাকাতের সংখ্যা, যাকাতের পরিমাণ ইত্যাদি। (২) যার মধ্যে কম-বেশির تَغْيِيْر নেই। যথা– আল্লাহর مُقَدَّرَات এবং মানুষের আমল, মৃত্যু ইত্যাদি।

(৩) যার মধ্যে অতিরিক্ততা তো হতে পারে না; তবে কম হতে পারে যথা– خِيَار شَرْط তিন দিনের বেশি হতে পারে না তবে কম হতে পারে।

(৪) যার মধ্যে কম হতে পারে না; তবে বেশি হতে পারে। যথা– সফরের দূরত্ব ৪৮ মাইলের (৭৮ কি. মি.) কম হতে পারে না। তবে বেশি হতে পারে এবং এর কোনো সীমা নেই।

قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ الخ : ফরজের হুকুমতো হলো উহার উপর আমল করা এবং তার বিশ্বাস রাখা লাযেম বা অবশ্যই জরুরি। উহার অস্বীকারকারীর কাফির হওয়া লাযেম আসে। আর কোনো ওজর ছাড়া তা ছেড়ে দিলে সে ফাসেক হয়ে যায়। আর কোনো ওজর ব্যতীত ছোট নিকৃষ্ট মনে ছেড়ে দেওয়া ও কুফরি। তবে মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ প্রত্যেক ফরজের আকীদাহ দিল দ্বারা না রাখার কারণে কুফর লাযেম আসে না; বরং যে ফরজ এরূপ যে, যার ফরজিয়্যাতের ব্যাপারে মুহাম্মাদী ﷺ শরিয়তে প্রত্যেক مُحِقّ এবং مُبْطِل কে بَدِيْهِى ভাবে জানা গেছে তার ইনকার দ্বারা কুফর লাযেম আসে। আর যা এরূপ নয় এবং কিন্তু এরপরও তার সাব্যস্তের ব্যাপারে কোনোরূপ সংশয় নেই। এরূপ ফরজের ইনকার তাবীলের সাথে করে যদিও তাবিল সূক্ষ্ম হয় তবে সে কাফের হবে না; বরং ফাসেক হবে। আর যে ফরজের ফরজিয়্যত সাব্যস্তের ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। তবে ঐ সন্দেহ কোনো দলিলের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় ফরজের ইনকারকারী তাবীল ও ইজতেহাদের সাথে ইনকার করে তবে তবে সে কাফেরও নয় আবার ফাসেকও নয় বরং সে خَاطِئٌ তথা ভুলকারী। হ্যাঁ, যদি তার তাবিল ও ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকে তবে সে নিশ্চিতরূপে ফাসিক, কিন্তু কখনো কাফের হতে পারে না।

ফায়েদা : ফরজ ও ওয়াজিবের উপরোক্ত পার্থক্য ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ওয়াজিব নামে ভিন্ন কোনো হুকুম নেই। তবে তিনি ফরজ কে দু'ভাগে বিভক্ত করেন ক. অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত ফরজ। এর উপর আমল ও এ'তেকাদ উভয় অপরিহার্য খ. সন্দেহজনক দলিল দ্বারা প্রমাণিত ফরজ। এর উপর আমল অপরিহার্য তবে এ'তেকাদ অপরিহার্য নয়।

হানাফীগণের পরিভাষায় : ফরজ ও ওয়াজিব মাজায স্বরূপ একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হয়। তবে হাকীকী অর্থে ওয়াজিবকে ফরজ বলা যায় না।

وَالْوُجُوبُ هُوَ السُّقُوطُ يَعْنِيْ مَا يَسْقُطُ عَلَى الْعَبْدِ بِلَا اِخْتِيَارٍ مِنْهُ وَقِيْلَ هُوَ مِنَ الْوَجَبَةِ وَهُوَ الْاِضْطِرَابُ سُمِّيَ الْوَاجِبُ بِذٰلِكَ لِكَوْنِهِ مُضْطَرِبًا بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ فَصَارَ فَرْضًا فِيْ حَقِّ الْعَمَلِ حَتّٰى لَا يَجُوْزُ تَرْكُهُ وَنَفْلًا فِيْ حَقِّ الْاِعْتِقَادِ فَلَا يَلْزَمُنَا الْاِعْتِقَادُ بِهٖ جَزْمًا وَفِي الشَّرْعِ هُوَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ فِيْهِ شُبْهَةٌ كَالْاٰيَةِ الْمُأَوَّلَةِ وَالصَّحِيْحِ مِنَ الْاٰحَادِ ـ وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَا ـ

অনুবাদ : وُجُوْب-এর অর্থ : وُجُوْب-এর শাব্দিক অর্থ سُقُوْط (পতিত বা রহিত হওয়া) অর্থাৎ যা বান্দার এখতিয়ার ছাড়াই বান্দার উপর পতিত ও আরোপিত) হয়। কারো মতে وُجُوْب, শব্দটি وَجَبَة অর্থ اِضْطِرَابْ (দোদুল্যমান) হওয়া থেকে গঠিত এ অর্থে وَاجِبْ কে وَاجِبْ বলা হয় এ কারণে যে, তা ফরজ ও সুন্নতের মাঝে দোদুল্যমান থাকে সুতরাং আমলের ব্যাপারে তা ফরজ। এ কারণে তা তরক করা জায়েজ নয়। আর এ'তেকাদের নফল নফল, অতএব তার উপর অকাট্য একীন রাখা আমাদের জন্যে ওয়াজিব নয়।

পারিভাষিক অর্থ : শরিয়াতের পরিভাষায় যে বিধান সন্দেহজনক দলিল দ্বারা প্রমাণিত তাকে ওয়াজিব বলে। যেমন তাবীলকৃত আয়াতসমূহ এবং সহীহ খবরে ওয়াহেদসমূহ এর হুকুম এটাই যা উল্লেখ করলাম। অর্থাৎ আমলের ক্ষেত্রে নফলের ন্যায়।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْوُجُوْبُ আর উজুবের অর্থ হলো هُوَ السُّقُوْطُ পতিত বা রহিত হওয়া يَعْنِيْ مَا يَسْقُطُ অর্থাৎ যা পতিত হয় عَلَى الْعَبْدِ বান্দার উপর بِلَا اِخْتِيَارٍ مِنْهُ বান্দার এখতিয়ার ছাড়াই وَقِيْلَ কারো মতে هُوَ مِنَ الْوَجَبَةِ উজুব শব্দটি وَجَبَة হতে وَهُوَ الْاِضْطِرَابُ অর্থ দোদুল্যমান سُمِّيَ الْوَاجِبُ بِذٰلِكَ এ অর্থে ওয়াজিবকে এ কারণে ওয়াজিব বলা হয় لِكَوْنِهِ مُضْطَرِبًا بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّقْلِ তা ফরজ ও সুন্নতের মাঝে দোদুল্যমান থাকে فَصَارَ فَرْضًا فِيْ حَقِّ الْعَمَلِ সুতরাং আমলের ব্যাপারে তা ফরজ حَتّٰى لَا يَجُوْزُ تَرْكُهُ এ কারণে তা তরক করা জায়েজ নয় وَنَفْلًا فِيْ حَقِّ الْاِعْتِقَادِ আর এ'তেকাদের ক্ষেত্রে নফল فَلَا يَلْزَمُنَا الْاِعْتِقَادُ بِهٖ جَزْمًا অতএব তার উপর অকাট্য একীন রাখা আমাদের জন্য ওয়াজিব وَفِي الشَّرْعِ শরিয়তের পরিভাষায় هُوَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيْلٍ فِيْهِ شُبْهَةٌ যে বিধান সন্দেহজনক দলিল দ্বারা প্রমাণিত كَالْاٰيَةِ الْمُأَوَّلَةِ যেমন তাবীলকৃত আয়াত وَالصَّحِيْحِ مِنَ الْاٰحَادِ এবং সহীহ খবরে ওয়াহিদ সমূহ وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَا আর এর হুকুম এটাই যা উল্লেখ করলাম।

وَالسُّنَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ الطَّرِيْقَةِ الْمَسْلُوْكَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِىْ بَابِ الدِّيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِىْ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ـ وَحُكْمُهَا اَنْ يُطَالَبَ الْمَرْءُ بِاِحْيَائِهَا وَيَسْتَحِقُّ الْمَلَامَةَ بِتَرْكِهَا اِلَّا اَنْ يَتْرُكَهَا بِعُذْرٍ ـ

অনুবাদ : সুন্নত হলো এমন পছন্দনীয় পদ্ধতি যার উপর দীনের ব্যাপারে লোকেরা অবলম্বন করে থাকে। চাই তা মহানবী ﷺ থেকে সাব্যস্ত হোক বা কোনো সাহাবা থেকে সাব্যস্ত হোক। রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার সুন্নত আকড়ে ধর এবং আমার পরে আমার খলীফাদের রীতি নীতিকে আকড়ে ধর উহাকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর। এর বিধান হচ্ছে– মানুষদের থেকে তা জিন্দা করার কামনা করা হবে। এটাকে বিনা ওজরে ছেড়ে দিলে তিরস্কারের উপযুক্ত হবে।

وَالنَّفْلُ عِبَارَةٌ عَنِ الزِّيَادَةِ وَالْغَنِيْمَةُ تُسَمّٰى نَفْلًا لِاَنَّهَا زِيَادَةٌ عَلٰى مَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْجِهَادِ وَفِى الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَمَّا هُوَ زِيَادَةٌ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَحُكْمُهُ اَنْ يُثَابَ الْمَرْءُ عَلٰى فِعْلِهٖ وَلَا يُعَاقَبَ بِتَرْكِهٖ وَالنَّفْلُ وَالتَّطَوُّعُ نَظِيْرَانِ ـ

نَفْل-এর পরিচয় : نَفْل অর্থ অতিরিক্ত, গনিমতের মাল। **গনিমতের মালকে নফল বলা হয়** এ জন্যে যে, **তা জিহাদের মূল উদ্দেশ্য (আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা) থেকে অতিরিক্ত। শরিয়তের পরিভাষায় যে** ইবাদত ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত তাকে নফল বলে।

হুকুম : নফল পালনের দ্বারা মানুষের ছওয়াব লাভ হয় এবং উহাকে পরিত্যাগ করার কারণে সে শাস্তিযোগ্য হয় না। نَفْل এবং تَطَوُّع সমার্থ বোধক শব্দ।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالسُّنَّةُ আর সুন্নত عِبَارَةٌ عَنِ الطَّرِيْقَةِ এমন পদ্ধতি الْمَسْلُوْكَةِ যার উপর অবলম্বন করে الْمَرْضِيَّةِ পছন্দনীয় فِىْ بَابِ الدِّيْنِ দীনের ব্যাপারে سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ চাই তা মহানবী ﷺ থেকে সাব্যস্ত হোক اَوْ مِنَ الصَّحَابَةِ বা অন্য কোনো সাহাবা থেকে সাব্যস্ত হোক قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ রাসূল ﷺ বলেছেন عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ তোমরা আমার সুন্নতকে আকড়ে ধর وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ এবং খলীফাদের রীতি নীতিকে আকড়ে ধর مِنْ بَعْدِىْ আমার পরে عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ তোমরা উহাকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর وَحُكْمُهَا এর বিধান হচ্ছে اَنْ يُطَالَبَ الْمَرْءُ মানুষদের থেকে কামনা করা হবে بِاِحْيَائِهَا তা জিন্দা করার وَيَسْتَحِقُّ الْمَلَامَةَ তিরস্কারের উপযুক্ত হবে بِتَرْكِهَا এটাকে ছেড়ে দিলে اِلَّا اَنْ يَتْرُكَهَا بِعُذْرٍ তবে ওজর বশতঃ ছেড়ে দিলে তিরস্কারের যোগ্য হবে না وَالنَّفْلُ عِبَارَةٌ عَنِ الزِّيَادَةِ নফলের অর্থ হলো অতিরিক্ত وَالْغَنِيْمَةُ تُسَمّٰى نَفْلًا আর গণিমতের মালকে নফল বলা হয় لِاَنَّهَا زِيَادَةٌ কেননা তা অতিরিক্ত مَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنَ الْجِهَادِ জিহাদের মূল উদ্দেশ্য وَفِى الشَّرْعِ শরিয়তে পরিভাষায় عِبَارَةٌ عَمَّا هُوَ زِيَادَةٌ যে ইবাদত অতিরিক্ত عَلَى الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ ফরজ ও ওয়াজিবের وَحُكْمُهُ এর হুকুম হলো اَنْ يُثَابَ الْمَرْءُ মানুষের ছওয়াব লাভ হয় عَلٰى فِعْلِهٖ নফল পালনের দ্বারা وَلَا يُعَاقَبَ সে শাস্তি যোগ্য হয় না بِتَرْكِهٖ উহাকে পরিত্যাগ করার কারণে وَالنَّفْلُ وَالتَّطَوُّعُ نَظِيْرَ আর নফল এবং তাতাবব‘ সমার্থ বোধক শব্দ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالسُّنَّةُ الخ : ইমাম আযম (র.)-এর নিকট সুন্নত শব্দটিকে مُطْلَقًا উল্লেখ করা হয় অর্থাৎ কোনো বর্ণনাকারী এভাবে বলল যে, এটা সুন্নত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তখন এর দ্বারা মহানবী ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম উভয়ের প্রদর্শিত পন্থা অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মতলক সুন্নত বললে উভয় রীতি নীতিই অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যখন সুন্নত শব্দটি مُطْلَقًا উল্লেখ করা হবে তখন শুধু মহানবী ﷺ এর রীতি নীতিকেই বুঝানো হবে সাহাবায়ে কেরামের রীতি নীতিকে নয়। কেননা مُطْلَقْ বলার দ্বারা فَرْد كَامِلْ উদ্দেশ্য হয়। আর সকল তরীকার মধ্যে সুন্নতে রাসূল ﷺ ই হলো– فَرْد كَامِلْ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিল হলো, সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.) বলেছেন, مَادُوْنَ الثُّلُثِ مِنَ الدِّيَةِ لَايُنْصَفُ وَهُوَ السُّنَّةُ এখানে সুন্নত দ্বারা সুন্নতে নববী উদ্দেশ্য।

শাফেয়ীগণের প্রথম দলিলের উত্তর হলো– এটাতো সহীহ যে, مُطْلَقْ স্বীয় اِطْلَاقْ-এর উপর জারি হয় এবং দলিল ব্যতীত مُقَيَّدْ হয় না। আর কোনো ফরদের কামেল হওয়া دَلِيْل تَقْيِيْد-এর মধ্য হতে নয়। কাজেই سُنَّت مُطْلَقَه দ্বারা মহানবী ﷺ -এর রীতিনীতি এবং সাহবায়ে কেরামের রীতি নীতি উভয়টিই বুঝা যাবে। আর দ্বিতীয় দলিলের জবাব হচ্ছে– হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র.)-এর কথায় সুন্নতে নববী উদ্দেশ্য নেওয়া অসম্ভব। কেননা كِفَايَة দ্বারা জানা যায় যে, এখানে সুন্নত দ্বারা হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর সুন্নত উদ্দেশ্য। যিনি এই উক্তিতে হযরত সাঈদ (র.)-এর ইমাম।

দ্বিতীয়ত যদি আমরা এটাকে মেনেও নেই যে এর দ্বারা সুন্নতে নববী উদ্দেশ্য তবে তা اِطْلَاقْ এর কারণে নয়; বরং اِقْتِضَاء مَقَام -এর কারণে।

আহনাফের পক্ষে দলিল হচ্ছে–

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ - اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِىْ (رض)

এখানে সুন্নত শব্দের প্রয়োগ নিঃসন্দেহ عَامْ যা প্রতিটি মানুষকে শামিল করে।

قَوْلُهُ رَحِمَهُ الخ : নফলের বিধান হচ্ছে এটা আদায়কারী ছওয়াবের অধিকারী হবেন। আর না করলে শাস্তি হবে না। যদি কেউ বলে মুসাফির ব্যক্তি যখন দু'রাকাতের স্থানে চার রাকাত আদায় করে ফেলে তখন যদি সে প্রথম বৈঠক করে থাকে তবে দু'রাকাত ফরজ ও দু'রাকাত নফল হয়ে যাবে। কিন্তু ফকীহগণ বলেন, এরূপ করলে গোনাহগার হবে। এটা কি করে হবে? অথচ আপনারা বলেন যে, নফল আদায় না করলে গোনাহ হবে না?

এর জবাব হলো– এ পাপ দু'রাকাতের কারণে হয় না। কেননা নামাজ فِىْ نَفْسِهٖ ইবাদত; বরং সালাম ফিরাতে বিলম্ব করায় এবং আল্লাহর সদকা গ্রহণ করায় এবং ফরজের সাথে নফলকে মিলিয়ে ফেলার কারণে এ গোনাহ হয়। অন্যথা সে যে দু রাকাত আদায় করল তা নফল হয়ে যাবে। আর যদি প্রথম বৈঠক না করে তবে সে নামাজের ফরজিয়্যত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা মুসাফিরের উপর প্রথম বৈঠক ফরজ। কারণ মুসাফিরের ক্ষেত্রে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম বৈঠকই শেষ বৈঠক।

فَصْلٌ : اَلْعَزِيْمَةُ هِىَ الْقَصْدُ اِذَا كَانَ فِىْ نِهَايَةِ الْوَكَادَةِ ـ وَلِهٰذَا قُلْنَا اِنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْوَطْئِ عَوْدٌ فِىْ بَابِ الظِّهَارِ لِاَنَّهُ كَالْمَوْجُوْدِ فَجَازَ اَنْ يُّعْتَبَرَ مَوْجُوْدًا عِنْدَ قِيَامِ الدَّلَالَةِ وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ اَعْزِمُ يَكُوْنُ حَالِفًا وَفِى الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَمَّا لَزِمَنَا مِنَ الْاَحْكَامِ اِبْتِدَاءً سُمِّيَتْ عَزِيْمَةً لِاَنَّهَا فِىْ غَايَةِ الْوَكَادَةِ لِوَكَادَةِ سَبَبِهَا وَهُوَ كَوْنُ الْاَمِرِ مُفْتَرِضَ الطَّاعَةِ بِحُكْمِ اَنَّهُ اِلٰهُنَا وَنَحْنُ عَبِيْدُهُ

অনুবাদ : عَزِيْمَتْ-এর শাব্দিক অর্থ : আযীমাত ঐ ইচ্ছা বা সংকল্পকে বলে যা সর্বোচ্চ দৃঢ়তাপূর্ণ হয়। এ কারণে আমরা বলে থাকি যে, যিহারের ক্ষেত্রে সহবাসের দৃঢ় সংকল্প যিহার প্রত্যাহারের শামিল। কেননা তা অস্তিত্ব লাভের পর্যায়ে গণ্য। অতএব তা বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্পকে বাস্তবায়িত গণ্য করার বৈধ কারীনা পাওয়া যাওয়ার সময়। এ কারণে কেউ যদি বলে– আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি তাহলে তাকে প্রতিজ্ঞাকারী গণ্য করা হয়।

শরয়ী' বা পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় এমন ইবাদতকে আযীমাত বলে যা সূচনা থেকেই আবশ্যক হয়। একে আযীমত নাম রাখার কারণ এই যে তার সবব দৃঢ় হওয়ার কারণে তা সীমাতিরিক্ত দৃঢ় হয়। মূল সববটি হলো নির্দেশদাতা শারে'। তিনি আমাদের একমাত্র উপাস্য এবং আমরা তার বান্দা হওয়ায় তিনি আনুগত্যযোগ্য সত্তা।

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ অনুচ্ছেদ اَلْعَزِيْمَةُ هِىَ الْقَصْدُ আযীমত ঐ ইচ্ছা বা সংকল্পকে বলে اِذَا كَانَ فِىْ نِهَايَةِ الْوَكَادَةِ যা সর্বোচ্চ দৃঢ়তাপূর্ণ হয় وَلِهٰذَا قُلْنَا এ কারণে আমরা বলে থাকি اِنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْوَطْئِ সহবাসের দৃঢ় সংকল্প عَوْدٌ فِىْ بَابِ الظِّهَارِ যিহার প্রত্যাহারের শামিল لِاَنَّهُ كَالْمَوْجُوْدِ কেননা তা অস্তিত্ব লাভের পর্যায়ে গণ্য فَجَازَ اَنْ يُّعْتَبَرَ مَوْجُوْدًا অতএব তা বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্পকে বাস্তবায়িত গণ্য করা বৈধ عِنْدَ قِيَامِ الدَّلَالَةِ করীনা পাওয়া যাওয়ার সময় وَلِهٰذَا لَوْ قَالَ এ কারণে যদি কেউ বলে اَعْزِمُ আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি يَكُوْنُ حَالِفًا তাহলে তাকে প্রতিজ্ঞাকারী গণ্য করা হবে وَفِى الشَّرْعِ আর এর শরয়ী অর্থ عِبَارَةٌ عَمَّا لَزِمَنَا مِنَ الْاَحْكَامِ اِبْتِدَاءً এমন ইবাদতকে বলে যা সূচনা থেকেই আবশ্যক হয় سُمِّيَتْ عَزِيْمَةً لِاَنَّهَا একে আযীমত নাম রাখার কারণ এই যে, فِىْ غَايَةِ الْوَكَادَةِ তা সীমাতিরিক্ত দৃঢ় হয় لِوَكَادَةِ سَبَبِهَا তার সবব দৃঢ় হওয়ার কারণে وَهُوَ كَوْنُ الْاَمِرِ আর তাহলো নির্দেশ দাতা শারে' مُفْتَرِضَ الطَّاعَةِ আনুগত্য যোগ্য সত্তা بِحُكْمِ এজন্য যে, اَنَّهُ اِلٰهُنَا তিনি আমাদের একমাত্র উপাস্য وَنَحْنُ عَبِيْدُهُ আর আমরা তাঁর বান্দা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْعَزِيْمَةُ هِىَ الخ : অর্থাৎ আভিধানিক অর্থে প্রত্যেক গুরুত্বারোপিত বা দৃঢ় সংকল্পকে আযীমত বলা হয়। এ কারণে কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে চির হারাম মহিলার সাথে তুলনা করে এবং পরে তার সাথে সঙ্গমের দৃঢ় সংকল্প করে তাহলে তাকে এ সংকল্পের দ্বারাই যিহার থেকে রুজূকারী সাব্যস্ত করা হয় এবং বাস্তবে সঙ্গমের দ্বারা যেরূপ কাফফারা ওয়াজিব হয় দৃঢ় সংকল্পের দ্বারাও কাফফারা ওয়াজিব হয়। এভাবে কোনো কাজ করা না করার দৃঢ় সংকল্প বা প্রতিজ্ঞার পর তা না করলে তার কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব হয়।

وَاَقْسَامُ الْعَزِيْمَةِ مَا ذَكَرْنَا الْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ .

وَاَمَّا الرُّخْصَةُ فَعِبَارَةٌ عَنِ الْيُسْرِ وَالسُّهُوْلَةِ وَفِى الشَّرْعِ صَرْفُ الْاَمْرِ مِنْ عُسْرٍ اِلٰى يُسْرٍ بِوَاسِطَةِ عُذْرٍ فِى الْمُكَلَّفِ وَاَنْوَاعُهَا مُخْتَلِفَةٌ لِاخْتِلَافِ اَسْبَابِهَا وَهِىَ اَعْذَارُ الْعِبَادِ فِى الْعَاقِبَةِ تَئُوْلُ اِلٰى نَوْعَيْنِ

অনুবাদ : عَزِيْمَتْ -এর প্রকারভেদ : আযীমাত দু'প্রকার– ক. ফরজ এবং খ. ওয়াজিব।

رُخْصَةٌ-এর পরিচয় : রুখসত অর্থ সহজতা, **পারিভাষিক অর্থ– শরিয়তের পরিভাষায় মুকাল্লাফ** বান্দার ওজরের কারণে তাকে কষ্ট থেকে সহজের প্রতি আনয়ন করা। সবব বিভিন্নরূপ থাকার কারণে এর শ্রেণীও বিভিন্ন ধরনের। আর ঐসব সবাব হলো বান্দার বিভিন্নরূপ ওযর। তবে প্রকৃতপক্ষে রুখসত দু'প্রকারে সন্নিবেশিত।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَقْسَامُ الْعَزِيْمَةِ আর আযীমতের প্রকারভেদ مَا ذَكَرْنَا যা আমরা উল্লেখ করেছি اَلْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ ফরজ এবং ওয়াজিব اَمَّا الرُّخْصَةُ আর রুখসতের অর্থ হলো فَعِبَارَةٌ عَنِ الْيُسْرِ وَالسُّهُوْلَةِ সহজতা وَفِى الشَّرْعِ শরিয়তের পরিভাষায় صَرْفُ الْاَمْرِ مِنْ عُسْرٍ اِلٰى يُسْرٍ কোনো বিষয়কে কষ্ট থেকে সহজের প্রতি আনয়ন করা بِوَاسِطَةِ عُذْرٍ فِى الْمُكَلَّفِ মুকাল্লাফ বান্দার ওজরের কারণে وَاَنْوَاعُهَا مُخْتَلِفَةٌ এর শ্রেণীও বিভিন্ন ধরনের لِاخْتِلَافِ اَسْبَابِهَا সবব বিভিন্নরূপ থাকার কারণে وَهِىَ اَعْذَارُ الْعِبَادِ তা হলো বান্দার বিভিন্নরূপ ওজর فِى الْعَاقِبَةِ প্রকৃত পক্ষে تَئُوْلُ اِلٰى نَوْعَيْنِ রুখসত দু'প্রকারে সন্নিবেশিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَقْسَامُ الْعَزِيْمَةِ الخ : যদি কেউ বলে যে, সুন্নত ও নফল– আযীমতের প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি ইমাম ফখরুল ইসলাম এবং তাঁর অনুসারীদের অভিমত। এরপর মুসান্নেফ (র.) ফরজ এবং ওয়াজিবের সাথে সুন্নত এবং নফলের নাম কেন নেননি।

এর জবাব হলো– কতিপয় আহলে তাহ্কীকের নিকট নফল ও সুন্নত আযীমতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, নফলতো এ জন্য যে, ফরজের মধ্যে কোনো অপূর্ণতা থেকে গেলে নফল দ্বারা তা পূর্ণ করা হয়। আর সুন্নত ও ফরজের পূর্ণতার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। আর এরই অধীনে এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানা গেল যে, মুসান্নেফ (র.) ঐ কতিপয় আহলে তাহকীকের অনুকরণ করেছেন। এ কারণেই আযীমতের সংজ্ঞাতেও বলেছেন যে, যে বিধান শুরুতেই আমাদের জিম্মায় আবশ্যক হয়েছে। আর সুন্নত ও নফল লাযিম হওয়া বস্তুর অন্তর্গত নয়।

অথবা, এর জবাব এভাবে দেওয়া যায় যে, উহ্য ইবারত এরূপ হবে– مَاذَكَرْنَا مِنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ وَغَيْرِهِمَا

আর যদি কেউ বলে যে, হারাম ও মাকরূহ ও আযীমতের প্রকারের অন্তর্ভুক্ত তখন حَصْر কিভাবে ঠিক হবে?

এর জবাব হলো– এখানে হারাম ফরজ বা ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত। আর মাকরূহ সুন্নত বা মানদূবের মধ্যে শামিল। কেননা, যদি হারাম এমন দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হবে যার মধ্যে সন্দেহ আছে তবে তা থেকে বাঁচা ওয়াজিব হবে। যথা– গুই সাপের গোশত খাওয়া। আর যে জিনিস মাকরূহ হয় তার বিপরীতটা হয়তো সুন্নত হবে নতুবা মানদূব হবে।

أَحَدُهُمَا رُخْصَةُ الْفِعْلِ مَعَ بَقَاءِ الْحُرْمَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَفْوِ فِى بَابِ الْجِنَايَةِ وَذٰلِكَ نَحْوُ إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ مَعَ اِطْمِيْنَانِ الْقَلْبِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ وَسَبُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِتْلَافُ مَالِ الْمُسْلِمِ وَقَتْلُ النَّفْسِ ظُلْمًا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَوْ صَبَرَ حَتّٰى قُتِلَ يَكُوْنُ مَاجُوْرًا لِاِمْتِنَاعِهِ عَنِ الْحَرَامِ تَعْظِيْمًا لِنَهْيِ الشَّارِعِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ

অনুবাদ : প্রথম প্রকার : এক ধরনের রুখসত হলো হারাম বহাল থাকা সত্ত্বেও কাজ জায়েজ হওয়া। এটা জেনায়তের ক্ষেত্রে অপরাধ ক্ষমা করার ন্যায়। এর উদাহরণ যেমন কারো জোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্তর ঠিক রেখে মুখে কুফরি কথা উচ্চারণ করা, নবী করীম ﷺ কে গালি দেওয়া, মুসলমানের মাল বিনষ্ট করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ইত্যাদি।

হুকুম : চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেউ যদি সংযম অবলম্বন করে (এসবে লিপ্ত না হয়) ফলে তাকে হত্যা করা হয় তাহলে শারে' আলাইহিস সালামের নিষেধাজ্ঞার মর্যাদা রক্ষার্থে হারামে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকার কারণে সে ছওয়াব প্রাপ্ত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : أَحَدُهُمَا এক ধরনের রুখসত হলো رُخْصَةُ الْفِعْلِ কাজ জায়েজ হওয়া مَعَ بَقَاءِ الْحُرْمَةِ হারাম বহাল থাকা সত্ত্বেও بِمَنْزِلَةِ الْعَفْوِ এটা অপরাধ ক্ষমা করার ন্যায় فِى بَابِ الْجِنَايَةِ জেনায়েতের ক্ষেত্রে وَذٰلِكَ نَحْوُ এর উদাহরণ যেমন إِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ কুফরি কথা উচ্চারণ করা عَلَى اللِّسَانِ মুখে مَعَ اِطْمِيْنَانِ الْقَلْبِ অন্তর ঠিক রেখে عِنْدَ الْإِكْرَاهِ জোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে وَسَبُّ النَّبِيِّ মহানবী ﷺ কে গালি দেওয়া وَاِتْلَافُ مَالِ الْمُسْلِمِ মুসলমানের মাল বিনষ্ট করা وَقَتْلُ النَّفْسِ ظُلْمًا অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা وَحُكْمُهُ এর বিধান হচ্ছে أَنَّهُ لَوْ صَبَرَ যদি সে সংযম অবলম্বন করে حَتّٰى قُتِلَ ফলে তাকে হত্যা করা হয় يَكُوْنُ مَاجُوْرًا তবে সে ছওয়াব প্রাপ্ত হবে لِاِمْتِنَاعِهِ عَنِ الْحَرَامِ হারামে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকার কারণে تَعْظِيْمًا لِنَهْيِ الشَّارِعِ عَلَيْهِ السَّلَامُ শারে' আলাইহিস সালামের নিষেধাজ্ঞার মর্যাদা রক্ষার্থে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ رُخْصَةُ الْفِعْلِ الخ : অর্থাৎ মূল কাজ হারাম থেকে সাময়িকভাবে তাতে লিপ্ত হওয়া মোবাহ হওয়া। যেমন জেনায়াত তথা কারো আঘাত করা, অঙ্গহানী করা ইত্যাদি এগুলো হারাম তবে মালিক বা গর্জিয়ান যদি কাউকে মাফ করে দেয় তাহলে সে গোনাহ থেকে রক্ষা পাবে। তাই বলে উক্ত কাজ হালাল হয়ে যাবে না; বরং পূর্বের ন্যায় তা হারামই থেকে যাবে।

قَوْلُهُ وَقَتْلُ النَّفْسِ ظُلْمًا الخ : إِكْرَاه-এর অবস্থায় জবরদস্তকারীর অনুমতিতে কাউকে হত্য করা। এতে হত্যাকারী গোনাহগার হবে তবে তার থেকে কেসাস নেওয়া হবে না; বরং জবরদস্তকারীর থেকে কেসাস নেওয়া হবে। কেননা মূলতঃ সে নিজেই হত্যাকারী। আর হত্যাকারী ব্যক্তি তার অস্ত্রের ন্যায় মাত্র। এ কারণেই হত্যার কর্মকে জবরদস্তকারীর প্রতি নিসবত করা হবে। ইমাম মোহাম্মদ এবং যুফার (র.)-এর নিকট হত্যাকারীর থেকে কেসাস নেওয়া হবে। কেননা, সেই হত্যাকারী যদিও নির্দেশদাতা অপর কেউ হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট উভয়ের উপর কেসাস আসবে। জবরদস্তকারীর উপর এ জন্য যে, সে ভয়ভীতি দেখিয়ে এরূপ করিয়েছে। আর হত্যাকারীর উপর এজন্য কেসাস হবে যে, সে হত্যাকর্ম নিজেই করেছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট কারোরই কেসাস আসবে না। কেননা, এখানে সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর সন্দেহের কারণে কেসাস রহিত হয়ে গেছে।

وَالنَّوْعُ الثَّانِىْ تَغْيِيْرُ صِفَةِ الْفِعْلِ بِاَنْ يَّصِيْرَ مُبَاحًا فِىْ حَقِّهٖ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ وَذَالِكَ نَحْوَ الْاِكْرَاهِ عَلٰى اَكْلِ الْمَيْتَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَحُكْمُهٗ اَنَّهٗ لَوِامْتَنَعَ عَنْ تَنَاوُلِهٖ حَتّٰى قُتِلَ يَكُوْنُ اٰثِمًا بِاِمْتِنَاعِهٖ عَنِ الْمُبَاحِ وَصَارَ كَقَاتِلِ نَفْسِهٖ ـ

অনুবাদ : দ্বিতীয় প্রকার : রুখসতের দ্বিতীয় প্রকার হলো কাজের সিফত বা অবস্থা পরিবর্তন করে দেওয়া। ফলে বান্দার ক্ষেত্রে হারাম কাজ হালাল হয়ে যাওয়া। যেমন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন فَمَنِ اضْطُرَّ الخ যে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয়। এটা মৃত প্রাণী ভক্ষণে বা মদ পানে কাউকে বাধ্য করার ন্যায়। (এ সময় তার জন্য তা গ্রহণ করা মোবাহ।)

হুকুম : এর হুকুম এই যে, এমন ক্ষেত্রে যদি কেউ তা পানাহার করা থেকে বিরত থাকে ফলে তাকে হত্যা করা হয় তাহলে সে মোবাহ কাজ থেকে বিরত থাকার করণে গোনাহগার হবে এবং আত্মহত্যার পর্যায়ে গণ্য হবে।

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَالنَّوْعُ الثَّانِىْ রুখসতের দ্বিতীয় প্রকার হলো تَغْيِيْرُ صِفَةِ الْفِعْلِ কাজের সিফাত বা অবস্থা পরিবর্তন করে দেওয়া, بِاَنْ يَّصِيْرَ مُبَاحًا فِىْ حَقِّهٖ ফলে বান্দার ক্ষেত্রে হারাম কাজ হালাল হয়ে যাওয়া قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ যে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয় وَذَالِكَ نَحْوَ الْاِكْرَاهِ আর এটা কাউকে বাধ্য করার ন্যায় عَلٰى اَكْلِ الْمَيْتَةِ মৃতপ্রাণী ভক্ষণে وَشُرْبِ الْخَمْرِ এবং মদ পানে وَحُكْمُهٗ এর হুকুম এই যে, اَنَّهٗ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ تَنَاوُلِهٖ এমন ক্ষেত্রে কেউ যদি পানাহার থেকে বিরত থাকে حَتّٰى قُتِلَ ফলে তাকে হত্যা করা হয় يَكُوْنُ اٰثِمًا সে গোনাহগার হবে بِاِمْتِنَاعِهٖ عَنِ الْمُبَاحِ মুবাহ কাজ থেকে বিরত থাকার কারণে وَصَارَ كَقَاتِلِ نَفْسِهٖ এবং সে আত্ম হত্যার পর্যায়ে গণ্য হবে।

فَصْلٌ : اَلْاِحْتِجَاجُ بِلَا دَلِيْلٍ اَنْوَاعٌ مِنْهَا الْاِسْتِدْلَالُ بِعَدَمِ الْعِلَّةِ عَلٰى عَدَمِ الْحُكْمِ مِثَالُهُ الْقَئُ غَيْرُ نَاقِضٍ لِاَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ وَالْاَخُ لَا يَعْتِقُ عَلَى الْاَخِ لِاَنَّهُ لَا وِلَادَ بَيْنَهُمَا وَسُئِلَ مُحَمَّدٌ اَيَجِبُ الْقِصَاصُ عَلٰى شَرِيْكِ الصَّبِيِّ قَالَ لَا لِاَنَّ الصَّبِيَّ رُفِعَ عَنْهُ. قَالَ السَّائِلُ فَوَجَبَ اَنْ يَّجِبَ عَلٰى شَرِيْكِ الْاَبِ لِاَنَّ الْاَبَ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُ الْقَلَمُ فَصَارَ التَّمَسُّكُ بِعَدَمِ الْعِلَّةِ عَلٰى عَدَمِ الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ مَا يُقَالُ لَمْ يَمُتْ فُلَانٌ لِاَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ مِنَ السَّطْحِ

অনুবাদ : অনুচ্ছেদ : দলিল বিহীন এস্তেদলাল (প্রমাণ পেশ) কয়েক প্রকার। যথা– ১. ইল্লত না থাকায় হুকুম সাব্যস্ত না হওয়ার দলিল পেশ করা। যেমন এরূপ বলা যে, বমি অজু ভঙ্গকারী নয়। কারণ, তা পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয় না। ভাই অপর ভাইয়ের মালিক হয়ে আজাদ হবে না। কারণ, উভয়ের মাঝে জন্মের সূত্র নেই।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট প্রশ্ন করা হলো যে, সাবালক ব্যক্তি যদি নাবালকের সাথে শরিক হয়ে কাউকে হত্যা করে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে কিনা? তিনি বলেন– না, কারণ নাবালকের থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রশ্নকারী বলল– এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় যে, পিতার সাথে কেউ শরিক হয়ে পুত্রকে খুন করলে কিসাস ওয়াজিব হবে। কারণ, পিতা مَرْفُوْعُ الْقَلَمِ নয়। অর্থাৎ তার ছওয়াব ও গোনাহ লেখা থেকে কলম উঠানো হয়নি। সুতরাং এগুলোতে ইল্লত না থাকায় হুকুম সাব্যস্ত না হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করা হয়েছে। এটা মূলত এ কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, অমুকে মরেনি কারণ সে ছাদ থেকে পড়েনি।

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> فَصْلٌ অনুচ্ছেদ اَلْاِحْتِجَاجُ بِلَا دَلِيْلٍ দলিল বিহীন প্রমাণ পেশ اَنْوَاعٌ কয়েক প্রকার مِنْهَا তন্মধ্য হতে একটি হলো اَلْاِسْتِدْلَالُ দলিল পেশ করা بِعَدَمِ الْعِلَّةِ ইল্লত না থাকায় عَلٰى عَدَمِ الْحُكْمِ হুকুম সাব্যস্ত না হওয়ার مِثَالُهُ যেমন এরূপ বলা اَلْقَئُ غَيْرُ نَاقِضٍ বমি অজু ভঙ্গকারী নয় لِاَنَّهُ يَخْرُجْ কারণ তা বের হয় না مِنَ السَّبِيْلَيْنِ পায়খানা পেশাবের রাস্তা দিয়ে وَالْاَخُ لَا يَعْتِقُ আর ভাই আজাদ হবে না عَلَى الْاَخِ অপর ভাইয়ের মালিক হয়ে لِاَنَّهُ لَا وِلَادَ بَيْنَهُمَا কারণ উভয়ের মাঝে জন্ম সূত্র নেই وَسُئِلَ مُحَمَّدٌ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো اَيَجِبُ الْقِصَاصُ কেসসা ওয়াজিব হবে কি عَلٰى شَرِيْكِ الصَّبِيِّ সাবালক যদি নাবালকের সাথে শরিক হয়ে কাউকে হত্যা করে قَالَ لَا তিনি বললেন না لِاَنَّ الصَّبِيَّ رُفِعَ عَنْهُ কারণ নাবালকের থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে قَالَ السَّائِلُ প্রশ্নকারী বলল فَوَجَبَ এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয় যে, اَنْ يَّجِبَ কিসাস ওয়াজিব হবে عَلٰى شَرِيْكِ الْاَبِ কেউ পিতার সাথে শরিক হয়ে পুত্রকে খুন করলে لِاَنَّ الْاَبَ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُ الْقَلَمُ কারণ পিতা مَرْفُوْعُ الْقَلَمِ নয় فَصَارَ التَّمَسُّكُ সুতরাং এগুলোতে দলিল পেশ করা হয়েছে بِعَدَمِ الْعِلَّةِ ইল্লত না থাকায় عَلٰى عَدَمِ الْحُكْمِ হুকুম সাব্যস্ত না হওয়ার ব্যাপারে بِمَنْزِلَةِ مَا يُقَالُ মূলতঃ একথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ لَمْ يَمُتْ فُلَانٌ অমুকে মরেনি لِاَنَّهُ কারণ সে لَمْ يَسْقُطْ مِنَ السَّطْحِ সে ছাদ থেকে পড়েনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْاِحْتِجَاجُ بِلَا دَلِيْلٍ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা দলিল নয় তাকে দলিল বানানো। যেমন ইল্লত না থাকাকে হুকুম সাব্যস্ত না হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করা। ফকীহগণের মতে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। মুসান্নিফ (র.) এ প্রকারের চারটি উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথম উদাহরণে বমি নাকিযে অজু না হওয়ার ব্যাপারে সাহেবাইন পেশাব পায়খানার রাস্তা দ্বারা বের না হওয়াকে দলিল বানিয়েছেন। অথচ তা ঠিক নয়। কারণ, নাকিযে অজু হওয়ার জন্য সাবিলাইন থেকে বের হওয়া শর্ত নয়; বরং প্রবাহিত রক্ত যে কোনো অঙ্গ থেকে বের হোক তা নাকিযে অজু।

এভাবে ভাই ভাই এর মালিক হলে আজাদ না হওয়ার ব্যাপারে عَدَمِ وِلَادْ (জন্মসূত্র না থাকা) কে দলিল বানানো হয়েছে এটাও ঠিক নয়। কারণ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ-এর দৃষ্টিতে রক্ত সম্বন্ধীয় আত্মীয়ের মালিক হলেই সে আজাদ হয়ে যাবে।

সর্বশেষে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট প্রশ্নকর্তা নাবালকের মারফুউল কলম হওয়ায় তার উপর কিসাস ওয়াজিব না হওয়ার দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, এর বিপরীতে পিতার সাথে শরিক হয়ে কেউ তাকে হত্যা করলে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে। কেননা, পিতা মারফূ'উল কলম নয়। এ ইস্তেদলাল ও সহীহ নয়। কারণ কিসাস ওয়াজিব না হওয়া মারফূউল কলম হওয়ার উপর মওকুফ নয়। অন্য সববও থাকতে পারে। যেমন ভুলবশত হত্যা করা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ الخ : এটা ইমাম শাফেয়ী (র.) اِسْتِدْلَال আর এটা ঠিক নয়। কেননা, অজু ভেঙ্গে যাওয়া কিছু এরূপ জিনিস দ্বারাও সংঘটিত হয় যা উক্ত দু'রাস্তা দ্বারা বের হয়নি। অজু ভাঙ্গার মধ্যে عِلَّتْ مُؤَثِّرَهْ হলো মতলক নাজাসাত বের হওয়া। চাই তার سَبِيْلَيْن দিয়ে বের হোক বা অন্য কোনো রাস্তা দিয়ে বের হউক আর বমি শরীরের رُطُوْبَتْ نَجْسِيَّهْ হতে খালি হয় না।

قَوْلُهُ لَا وِلَادَ بَيْنَهُمَا الخ : যদি এক ভাই অন্য ভাইয়ের মালিক হয় তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট তার আজাদ হওয়া আবশ্যক নয়। কেননা, উভয়ের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক নেই যা উসূল এবং فُرُوْع এর মধ্যে হয়ে থাকে। বরং তাদে নিকট হাকীকী ভাই চাচাতো ভাইয়ের মতো যাকাত দেওয়া এবং نِكَاحِ مُطَلَّقَه ইত্যাদির ব্যাপারে তবে তাদের দলিল দুর্বল। কেননা মুক্ত হওয়ার জন্য অন্য ইল্লতও হতে পারে যা عتق-এর ক্ষেত্রে موثر আর তা হলো– قَرَابَتْ مَحْرَمِيَّتْ যা সুলুকের তাকাযা, চাই তা উসূল এবং فُرُوْع হতে হোক বা না হউক। ইমাম শাফেয়ী (র.) যদি চাচাতো ভাইয়ের সাথে সাদৃশ্যতার কারণ বলেছেন। কিন্তু তার থেকে قَرَابَتْ مَحْرَمِيَّتْ-এর ইল্লতের উপর প্রাধান্য পেতে পারে না। এক কিয়াস অন্য কিয়াসের উপর অধিক ইল্লতের কারণে প্রাধান্য পায় না। যেমনিভাবে দু'জন আদিল পুরুষের উপর চার জন আদিল পুরুষের সাক্ষ্য প্রাধান্য পেতে পারে না।

إِلَّا إِذَا كَانَتْ عِلَّةُ الْحُكْمِ مُنْحَصِرَةً فِيْ مَعْنًى فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى لَازِمًا لِلْحُكْمِ فَيُسْتَدَلُّ بِانْتِفَائِهِ عَلٰى عَدَمِ الْحُكْمِ مِثَالُهُ مَارُوِىَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ وَلَدُ الْمَغْصُوْبَةِ لَيْسَ مَضْمُوْنٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَغْصُوْبٍ وَلَا قِصَاصَ عَلَى الشَّاهِدِ فِيْ مَسْئَلَةِ شُهُوْدِ الْقِصَاصِ إِذَا رَجَعُوْا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ وَذٰلِكَ لِأَنَّ الْغَصَبَ لَازِمٌ لِضَمَانِ الْغَصَبِ وَالْقَتْلُ لَازِمٌ لِوُجُوْدِ الْقِصَاصِ

অনুবাদ : তবে হুকুমের ইল্লত যদি কোনো বিষয়ে সীমিত হয় তাহলে তা হুকুমের জন্য জরুরি হবে। তখন উক্ত বিষয়টি না পাওয়ার দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত না হওয়ার উপর দলিল পেশ করা যবে। যেমন– ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন– অপহৃতার সন্তানের জরিমানা আরোপিত হবে না। কারণ, সন্তানকে অপহরণ করা হয়নি। অতএব কিসাসের সাক্ষীর (জুরী) মাসআলায় যদি তারা ফিরে যায় তাহলে সাক্ষীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে তার হত্যাকারী নয়। অপহরণের জরিমানার জন্য অপহরণ পাওয়া যাওয়া জরুরি এবং কিসাস ওয়াজিব হওয়ার জন্য হত্যা জরুরি। (সারকথা এক দু' মাসআলায় ইল্লত না হওয়ার দ্বারা হুকুম না হওয়ার উপর দলিল পেশ করা হয়েছে।)

শাব্দিক অনুবাদ : إِلَّا إِذَا كَانَتْ তবে যদি হয় عِلَّةُ الْحُكْمِ হুকুমের ইল্লত مُنْحَصِرَةً فِيْ مَعْنًى কোনো বিষয়ে সীমিত فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى তাহলে তা হবে لَازِمًا لِلْحُكْمِ হুকুমের জন্য জরুরি فَيُسْتَدَلُّ তখন দলিল পেশ করা যাবে بِانْتِفَائِهِ উক্ত জিনিসটি না পাওয়ার দ্বারা عَلٰى عَدَمِ الْحُكْمِ হুকুম সাব্যস্ত না হওয়ার مِثَالُهُ উহার উদাহরণ যেমন مَارُوِىَ عَنْ مُحَمَّدٍ যা ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত أَنَّهُ قَالَ তিনি বলেন وَلَدُ الْمَغْصُوْبَةِ অপহৃতার সন্তানের لَيْسَ مَضْمُوْنٌ জরিমানা আরোপিত হবে না لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَغْصُوْبٍ কারণ সন্তানকে অপহরণ করা হয়নি وَلَا قِصَاصَ عَلَى الشَّاهِدِ অতএব সাক্ষীর উপর কেসাস ওয়াজিব হবে না فِيْ مَسْئَلَةِ شُهُوْدِ الْقِصَاصِ কিসাসে সাক্ষীর মাসআলায় إِذَا رَجَعُوْا যখন তারা ফিরে যায় لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَاتِلٍ কেননা, সে তার হত্যাকারী নয় وَذٰلِكَ এটা এজন্য যে, لِأَنَّ الْغَصَبَ لَازِمٌ কেননা, অপহরণ পাওয়া যাওয়া জরুরি لِضَمَانِ الْغَصَبِ অহরণের জরিমানার জন্য وَالْقَتْلُ لَازِمٌ আর হত্যা জরুরি لِوُجُوْدِ الْقِصَاصِ কিসাস ওয়াজিব হওয়ার জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِسْتِصْحَابُ الْحَالِ الخ : ইসতেসহাবে হাল হলো– কোনো জিনিস তৎক্ষণাৎ সাব্যস্ত হওয়ার উপর এই দলিল দ্বারা হুকুম লাগানো হয় যে, এটা প্রথম থেকেই সাব্যস্ত। অর্থাৎ অতীত কালের وُجُوْد দ্বারা বর্তমান কালের وُجُوْد এর উপর দলিল পেশ করাই হলো إِسْتِصْحَاب حَال, কেননা, কোনো বিষয়ের বিদ্যমান হওয়া তা বাকি থাকার উপর দলিল যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো দলিল দ্বারা এর إِنْتِفَاء সাব্যস্ত না হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট إِسْتِصْحَاب হুজ্জত যে বিষয়ের অস্তিত্ব শরয়ী দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত। এরপর তার بَقَاء-এর মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হয় কিন্তু তার زَوَال বা عَدَم زَوَال-এর কোনো, দলিল প্রতিষ্ঠিত হয়নি তবে তা হুজ্জত হবে। কিন্তু জমহুর আহনাফের নিকট إِسْتِصْحَاب হুজ্জত নয়। কেননা, সাব্যস্তকারী বস্তু বাকি বানানেওয়ালা হয় না। কারণ مُثْبِتْ হয় এক জিনিস আর مُبْقِى হয় অন্যটি। কাজেই এটা লাযেম আসে না যে, যে দলিল শুরুতে অতীতকালে হুকুমকে ওয়াজিব করে এবং বর্তমান কালেও আহকাম কে বাকি রাখনেওয়ালা হয়। কেননা, بَقَاء হলো عَرْض حَادِث যা غَيْر وُجُوْد হয়ে থাকে। কাজেই তার জন্য ... দলিল হওয়া জরুরি।

وَكَذٰلِكَ التَّمَسُّكُ بِاِسْتِصْحَابِ الْحَالِ تَمَسُّكٌ بِعَدَمِ الدَّلِيْلِ اِذْ وُجُوْدُ الشَّيْءِ لَا يُوْجِبُ بَقَاءَهُ فَيَصْلَحُ لِلدَّفْعِ دُوْنَ الْاِلْزَامِ ـ وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا مَجْهُوْلُ النَّسَبِ لَوْ اِدَّعٰى عَلَيْهِ اَحَدٌ رِقًّا ثُمَّ جَنٰى عَلَيْهِ جِنَايَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهِ اَرْشُ الْحُرِّ لِاَنَّ اِيْجَابَ اَرْشِ الْحُرِّ اِلْزَامٌ فَلَا يَثْبُتُ بِلَا دَلِيْلٍ ـ

অনুবাদ : **اِسْتِصْحَاب حَالْ দ্বারা দলিল গ্রহণ** : এভাবে اِسْتِصْحَاب حَالْ দ্বারা দলিল গ্রহণ ও দলিল বিহীন প্রমাণ পেশ করার একটি। কেননা, কোনো বস্তুর অস্তিত্ব তার স্থায়ীত্বকে আবশ্যক করে না। এ কারণে এটা دَفْع তথা নিজের উপর কিছু আরোপিত হওয়াকে রোধ করার যোগ্য হয়। অন্যের উপর اِلْزَامْ আরোপ করার যোগ্য হয় না। এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলে থাকি– অজ্ঞাত বংশীয় বালক স্বাধীন গণ্য হবে। যদি কেউ তাকে তার গোলাম হওয়ার দাবি করে, এর পর দাবিকারী তার উপর কোনো জেনায়াত (অঙ্গহানী) করলে দাবিকারীর উপর স্বাধীনের দিয়ত (জরিমানা) আরোপিত হবে না। কেননা, স্বাধীনের দিয়ত ওয়াজিব হলো এলযাম (আরোপ করণ)। সুতরাং দলিল বিহীন তা সাব্যস্ত হবে না।

<u>শাব্দিক অনুবাদ :</u> وَكَذٰلِكَ অনুরূপভাবে التَّمَسُّكُ بِاِسْتِصْحَابِ الْحَالِ ইস্তেসহাবে হাল দ্বারা দলিল গ্রহণ تَمَسُّكٌ بِعَدَمِ الدَّلِيْلِ দলিল বিহীন প্রমাণ পেশ করার একটি اِذْ وُجُوْدُ الشَّيْءِ কেননা, কোনো বস্তুর অস্তিত্ব لَا يُوْجِبُ بَقَاءَهُ তার স্থায়িত্বকে আবশ্যক করে না فَيَصْلَحُ لِلدَّفْعِ এ কারণে এটা নিজের উপর কোনো কিছু আরোপিত হওয়াকে রোধ করার যোগ্য হয় دُوْنَ الْاِلْزَامِ অন্যের উপর ইলযাম আরোপ করার যোগ্য হয় না وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا এর উপর ভিত্তি করে আমরা বলে থাকি مَجْهُوْلُ النَّسَبِ অজ্ঞাত বংশীয় বালক স্বাধীন গণ্য হবে لَوْ اِدَّعٰى عَلَيْهِ اَحَدٌ رِقًّا কেউ যদি তার গোলাম হওয়ার দাবি করে ثُمَّ جَنٰى عَلَيْهِ جِنَايَةً এরপর দাবিকারী তার উপর কোনো অঙ্গহানী করলে لَا يَجِبُ عَلَيْهِ দাবিকারীর উপর আরোপিত হবে না اَرْشُ الْحُرِّ স্বাধীনের জরিমানা لِاَنَّ اِيْجَابَ اَرْشِ الْحُرِّ কেননা, স্বাধীনের দিয়ত ওয়াজিব হলো اِلْزَامٌ আরোপ করণ فَلَا يَثْبُتُ بِلَا دَلِيْلٍ সুতরাং তা দলিল বিহীন সাব্যস্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ دُوْنَ الْاِلْزَامِ : কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এলযাম তথা অন্যের উপর কিছু আরোপ করারও দলিল হতে পারে। বর্ণিত উদাহরণে বাদী যেহেতু বালকটিকে তার গোলাম হওয়ার দাবী করেছে। সুতরাং তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে বালকের স্বাভাবিক অবস্থা (স্বাধীন হওয়া) দ্বারা দলিল গ্রহণ করে তার উপর স্বাধীনের দিয়ত আরোপ করা যাবে না। কেননা, এতে দলিল বিহীন এলযাম সাব্যস্ত হয় আর তা সহীহ নয়।

وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا اِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشَرَةِ فِى الْحَيْضِ وَلِلْمَرْاَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ رُدَّتْ اِلٰى اَيَّامِ عَادَتِهَا وَالزَّائِدُ اِسْتِحَاضَةٌ لِاَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ اِسْتَصَلَ بِدَمِ الْحَيْضِ وَبِدَمِ الْاِسْتِحَاضَةِ فَاحْتَمَلَ الْاَمْرَيْنِ جَمِيعًا فَلَوْ حَكَمْنَا بِنَقْضِ الْعَادَةِ لَزِمَنَا الْعَمَلُ بِلَادَلِيْلٍ وَكَذَالِكَ اِذَا ابْتَدَاَتْ مَعَ بُلُوْغٍ مُسْتَحَاضَةً فَحَيْضُهَا عَشَرَةٌ لِاَنَّ مَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالْاِسْتِحَاضَةَ

অনুবাদ : "দলিল বিহীন হুকুম সাব্যস্ত হয় না"। এ উসূলের উপর ভিত্তি করে আমরা বলি– হায়েযের রক্ত যদি দশদিনের অতিরিক্ত হয়, আর মহিলার নির্দিষ্ট অভ্যাস বা মেয়াদ থাকে তাহলে তার নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রতি হুকুম রুজু হবে। আর অতিরিক্ত অংশ ইস্তিহাযা গণ্য হবে। কেননা, নির্দিষ্ট মেয়াদের অতিরিক্তটা হায়েজের রক্তের সাথে অথবা ইস্তিহাযার রক্তের সাথে মিলিত হয়েছে। অতএব উভয়টার সম্ভাবনা রাখে। এখন আমরা যদি তার অভ্যাস ভঙ্গের হুকুম দেই তাহলে এতে দলিল বিহীন আমল করা সাব্যস্ত হয়। এরূপে কোনো মহিলার যদি সাবালক হওয়ার সময় ইস্তিহাজাগ্রস্ত হয় তাহলে ১০ দিন তার হায়েয গণ্য হবে। কেননা, ১০ দিনের কম অংশ হায়েয ও ইস্তিহাজা উভয়ের সম্ভাবনা রাখে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَلٰى هٰذَا قُلْنَا এ উসূলের উপর ভিত্তি করে আমরা বলি اِذَا زَادَ الدَّمُ যখন রক্ত অতিরিক্ত হয় عَلَى الْعَشَرَةِ দশ দিনের فِى الْحَيْضِ হায়েজের وَلِلْمَرْاَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ আর মহিলার নির্দিষ্ট অভ্যাস বা মেয়াদ থাকে رُدَّتْ اِلٰى اَيَّامِ عَادَتِهَا তাহলে তার নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রতি হুকুম রুজু হবে وَالزَّائِدُ اِسْتِحَاضَةٌ আর অতিরিক্ত অংশ ইস্তেহাজা হবে لِاَنَّ الزَّائِدَ عَلَى الْعَادَةِ কেননা নির্দিষ্ট মেয়াদের অতিরিক্তটা হায়েযের রক্তের সাথে মিলিত হয়েছে وَبِدَمِ الْاِسْتِحَاضَةِ এবং ইস্তেহাযার রক্তের সাথে মিলিত হয়েছে فَاحْتَمَلَ الْاَمْرَيْنِ جَمِيعًا অতএব একই সাথে উভয়টার সম্ভাবনা রাখে فَلَوْ حَكَمْنَا এখন যদি আমরা হুকুম দেই بِنَقْضِ الْعَادَةِ অভ্যাস ভঙ্গের لَزِمَنَا الْعَمَلُ بِلَادَلِيْلٍ তাহলে এতে দলিল বিহীন আমল করা সাব্যস্ত হয় وَكَذَالِكَ এরূপে اِذَا ابْتَدَاَتْ مَعَ بُلُوْغٍ مُسْتَحَاضَةً কোনো মহিলা যদি সাবালক হওয়ার সময় ইস্তিহাজা গ্রস্ত হয় فَحَيْضُهَا عَشَرَةٌ তাহলে দশ দিন তার হায়েজ গণ্য হবে لِاَنَّ مَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ কেননা দশদিনের কম অংশ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ وَالْاِسْتِحَاضَةَ হায়েজ ও ইস্তেহাজাহ উভয়ের সম্ভাবনা রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِذَا زَادَ الدَّمُ الخ : দলিল বিহীন হুকুম সাব্যস্ত হয় না। এ উসূলের উপর ভিত্তি করে মুসান্নিফ (র.) এর দ্বারা আরেকটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।

মাসআলার বিবরণ : মহিলাদের হায়েজের সর্বোচ্চ সময়সীমা হলো ১০ দিন এবং সর্বনিম্ন ৩ দিন। এখন কোনো মহিলার যদি কোনো মাসে ১২ দিন রক্তস্রাব হয় তাহলে তার বিধান কি হবে? এ প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) বলেন– যদি মহিলাটির নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদ থাকে যেমন পূর্বে প্রতি মাসে তার ৭ দিন হায়েজ হতো। তাহলে এ ক্ষেত্রে ৭দিনই তার হায়েজ ধর্তব্য হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তিহাজা (রোগ) গণ্য হবে।

দলিল : এর দলিল বা যুক্তি এই যে, ৭ দিনের অতিরিক্তটি হায়েজ ও ইসিহাজা উভয়টির সম্ভাবনা রাখে। এখন যদি জানা যায় যে, তার অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে তাহলে দলিল বিহীন সিদ্ধান্ত হবে। অতএব تَعَارُضْ বা দ্বন্দ্বের কারণে উভয়টি রহিত হয়ে যাবে এবং পূর্বের অভ্যাসের দিকে রুজু করতে হবে।

فَلَوْ حَكَمْنَا بِارْتِفَاعِ الْحَيْضِ لَزِمَنَا الْعَمَلُ بِلَا دَلِيْلٍ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْعَشَرَةِ لِقِيَامِ الدَّلِيْلِ عَلَى اَنَّ الْحَيْضَ لَاتَزِيْدُ عَلَى الْعَشَرَةِ ـ وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى اَنَّ لَادَلِيْلَ فِيْهِ حُجَّةٌ لِلدَّفْعِ دُوْنَ الْاِلْزَامِ مَسْئَلَةُ الْمَفْقُوْدِ فَاِنَّهُ لَايَسْتَحِقُّ غَيْرُهُ مِيْرَاثَهُ وَلَوْ مَاتَ مِنْ اَقَارِبِهٖ حَالَ فَقْدِهٖ لَايَرِثُ هُوَ مِنْهُ فَانْدَفَعَ اِسْتِحْقَاقُ الْغَيْرِ بِلَا دَلِيْلٍ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْاِسْتِحْقَاقُ بِلَا دَلِيْلٍ ـ

অনুবাদ : এখন যদি হায়েজ শেষ হওয়ার হুকুম দেই তাহলে দলিল বিহীন আমল সাব্যস্ত হয়। কিন্তু ১০ দিনের উপরের অংশকে ইস্তিহাযার হুকুম দিলে তা দলিল বিহীন সাব্যস্ত হয় না। কেননা এ মর্মে দলিল বিদ্যমান আছে যে, হায়েজ ১০ দিনের অতিরিক্ত হয় না।

اِسْتِصْحَابِ حَالٍ টা دَلِيْلِ دَفْعٍ না হওয়ার এবং دَلِيْلِ اِلْزَامٍ না হওয়ার মাসআলা -এর উদাহরণ হলো হারানো ব্যক্তির মাসআলা। কেননা, হারানো ব্যক্তি থেকে অন্য কেউ তার মীরাসের মালিক হয় না। আর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ যদি তার হারানোর মেয়াদকালের মধ্যে মারা যায় তাহলে হারানো ব্যক্তিও তার মীরাছ পায় না। সুতরাং অন্যের হকদার হওয়াটা দলিল বিহীন دَفْعٍ (রহিত) হয়ে গেল এবং দলিল বিহীন তার হকদার হওয়া সাব্যস্ত হলো না।

শাব্দিক অনুবাদ : فَلَوْ حَكَمْنَا بِارْتِفَاعِ الْحَيْضِ এখন যদি আমরা হায়েজ শেষ হওয়ার হুকুম দেই لَزِمَنَا الْعَمَلُ بِلَا دَلِيْلٍ তাহলে দলিল বিহীন আমল সাব্যস্ত হয় بِخِلَافِ مَابَعْدَ الْعَشَرَةِ কিন্তু দশদিনের উপরের অংশকে ইস্তিহাজার হুকুম দিলে তা দলিল বিহীন সাব্যস্ত হয় না لِقِيَامِ الدَّلِيْلِ عَلَى কেননা এ মর্মে দলিল সাব্যস্ত আছে যে, اَنَّ الْحَيْضَ لَا تَزِيْدُ عَلَى الْعَشَرَةِ হায়েজ দশ দিনের অতিরিক্ত হয় না وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلَى اَنَّ لَادَلِيْلَ فِيْهِ حُجَّةٌ لِلدَّفْعِ دُوْنَ الْاِلْزَامِ ইস্তেসহাবে হালটা دَلِيْلِ دَفْعٍ না হওয়ার এবং دَلِيْلِ اِلْزَامٍ না হওয়ার মাসআলার উপমা হলো مَسْئَلَةُ الْمَفْقُوْدِ হারানো ব্যক্তির মাসআলা فَاِنَّهُ لَايَسْتَحِقُّ غَيْرُهُ مِيْرَاثَهُ কেননা হারানো ব্যক্তি থেকে কেউ তার মিরাসের মালিক হয় না وَلَوْمَاتَ যদি কেউ মারা যায় مِنْ اَقَارِبِهٖ তার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে حَالَ فَقْدِهٖ তার হারানোর মেয়াদ কালের মধ্যে لَايَرِثُ هُوَ مِنْهُ তাহলে হারানো ব্যক্তি তার মিরাস পায় না فَانْدَفَعَ اِسْتِحْقَاقُ الْغَيْرِ সুতরাং অন্যের হকদার হওয়াটা রহিত হয়ে গেল بِلَا دَلِيْلٍ দলিল বিহীন وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ তার জন্য সাব্যস্ত হলোনা الْاِسْتِحْقَاقُ হকদার হওয়া بِلَا دَلِيْلٍ দলিল বিহীন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَوْ حَكَمْنَا بِارْتِفَاعِ الْحَيْضِ الخ : অর্থাৎ তিন দিন তো হায়েজের জন্য নির্দিষ্ট। এরপর সাত দিন হায়েজ ও ইস্তেহাজা উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। কাজেই যদি আমরা উক্ত সাত দিনের উপর ইস্তেহাজার হুকুম লাগিয়ে দেই, তবে এই হুকুম দ্বারা হায়েজ দলিল ছাড়া সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেননা, এখানে দ্বিতীয় সম্ভাবনাও বিদ্যমান রয়েছে। তাই হায়েজ বন্ধ হওয়ার হুকুম আরোপ করার জন্য কোনো না কোনো দলিলের প্রয়োজন রয়েছে। আর যদি দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইস্তেহাজা বলা হয় তবে তার উপর দলিল রয়েছে। কেননা, হায়েজের রক্ত দশ দিনের অতিরিক্ত হয় না।

قَوْلُهُ مَسْئَلَةُ الْمَفْقُوْدِ الخ : মফকূদ তথা খোঁজ খবরহীন নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে স্বীয় হকের ব্যাপারে জীবিত মনে করা হবে এবং ওয়ারিসগণের সম্পদের ব্যাপারে মৃত মনে করা হবে। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত مِيْعَاد অতিক্রান্ত হয়ে না যায়। তার সম্পদ ঐ সময় পর্যন্ত বন্টন করা হবে না এবং সেও মিরাসী সম্পদের অংশ পাবে না। কেননা, তার জীবনের হুকুম নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত اِسْتِصْحَابِ حَالٍ-এর কারণে করা হয়। যা دَفْعِيَه-এর যোগ্যতা তো রাখে কিন্তু اِلْزَام-এর যোগ্যতা রাখে না। কাজেই এখানে دَفْعِيَه-এর যোগ্যতার ফায়দা এই হয় যে, কেউ তার নিজস্ব সম্পদের মালিক হতে পারে না। কেননা ইস্তেসহাব তার সম্পদে অন্যের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে দূর করে থাকে। আর অন্যের উপর اِلْزَام বিশুদ্ধ না হওয়ার ফল হলো- মফকূদকে তার مَوْرُوْث দের মালের ওয়ারিস এবং মালিক সাব্যস্ত করা যাবে না। কাজেই এ মাসআলা ঐ কথার দলিল হয়ে গেল যে, যেই বিধানের দলিল বিদ্যমান না থাকে তার জন্য [illegible] টা [illegible]-এর ক্ষেত্রে কাজে আসে। কিন্তু

فَإِنْ قِيلَ قَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ لَا خُمُسَ فِى الْعَنْبَرِ لِأَنَّ الْأَثَرَ لَمْ يَرِدْ بِهِ وَهُوَ التَّمَسُّكُ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ قُلْنَا إِنَّمَا ذَكَرَ ذٰلِكَ فِى بَيَانِ عُذْرِهِ فِى أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِالْخُمُسِ فِى الْعَنْبَرِ وَلِهٰذَا رُوِىَ أَنَّ مُحَمَّدًا سَأَلَهُ مِنَ الْخُمُسِ فِى الْعَنْبَرِ مَا بَالُ الْعَنْبَرِ لَا خُمُسَ فِيهِ قَالَ لِأَنَّهُ كَالسَّمَكِ فَقَالَ مَا بَالُ السَّمَكِ لَا خُمُسَ فِيهِ قَالَ لِأَنَّهُ كَالْمَاءِ وَلَا خُمُسَ فِيهِ ـ وَاللّٰهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ـ

অনুবাদ : কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন– আম্বরে খুমুস নেই। কারণ এ ব্যাপারে কোনো হাদীস বর্ণিত নেই। সুতরাং এটাতো দলিল বিহীন এস্তিদলাল হলো। আমরা এর উত্তরে বলবো যে, এটা তিনি এস্তিদলাল স্বরূপ বলেননি বরং তিনি একথা বলেছেন আম্বরে খুমুস ওয়াজিব না হওয়ার ওজর বর্ণনা স্বরূপ। এ কারণে ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁকে আম্বরে খুমুস ওয়াজিব না হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, এতে খুমুস ওয়াজিব নয় কেন? ইমাম আবূ হানীফা (র.) উত্তর দিলেন যে, যেহেতু তা মাছের ন্যায়। এরপর ইমাম মুহাম্মদ (র.) জিজ্ঞেস করলেন মাছে খুমুস ওয়াজিব নয় কেন? তিনি উত্তরে বলেন– যেহেতু মাছ পানির হুকুমে শামিল, আর পানিতে খুমুস ওয়াজিব নয়। সঠিক বিষয়ে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِنْ قِيلَ কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, قَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, أَنَّهُ قَالَ তিনি বলেছেন لَا خُمُسَ فِى الْعَنْبَرِ আম্বরে এক পঞ্চমাংশ বা খুমুস নেই لِأَنَّ الْأَثَرَ لَمْ يَرِدْ بِهِ কেননা এ ব্যাপারে কোনো হাদীস বর্ণিত নেই وَهُوَ التَّمَسُّكُ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ সুতরাং এটা দলিল বিহীন এস্তেদলাল হলো قُلْنَا আমরা এর উত্তরে বলব যে, إِنَّمَا ذَكَرَ ذٰلِكَ তিনি একথা বলেছেন فِى بَيَانِ عُذْرِهِ فِى أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِالْخُمُسِ فِى الْعَنْبَرِ আম্বরে খুমুস ওয়াজিব না হওয়ার ওজর বর্ণনা স্বরূপ। وَلِهٰذَا এ কারণে رُوِىَ أَنَّ مُحَمَّدًا ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, سَأَلَهُ مِنَ الْخُمُسِ فِى الْعَنْبَرِ তিনি তাকে আম্বরে খুমুস ওয়াজিব না হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে, مَا بَالُ الْعَنْبَرِ لَا خُمُسَ فِيهِ এতে খুমুস ওয়াজিব নয় কেন قَالَ তিনি বলেন لِأَنَّهُ كَالسَّمَكِ যেহেতু তা মাছের ন্যায় فَقَالَ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন مَا بَالُ السَّمَكِ لَا خُمُسَ فِيهِ মাছে খুমুস ওয়াজিব নয় কেন قَالَ তিনি উত্তরে বলেন لِأَنَّهُ كَالْمَاءِ যেহেতু মাছ পানির হুকুমে শামিল وَلَا خُمُسَ فِيهِ আর পানিতে খুমুস ওয়াজিব নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ الخ : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) দলিল বিহীন এস্তেদলাল সহীহ না হওয়ার উপর একটি প্রশ্নোত্তর বর্ণনা করেছেন। প্রশ্নটি এই যে, ইমাম সাহেব (র.) আম্বর (মাছ বিশেষ) এর মধ্যে খুসুম ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে কোনো হাদীস না থাকা দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা এটা সহীহ হওয়া প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ قُلْنَا الخ : মুসান্নিফ (র.) এর উত্তর দিচ্ছেন যে, ইমাম সাহেব (র.) এর উক্তি لِأَنَّ الْأَثَرَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ দলিল স্বরূপ নয়; বরং খুমুস ওয়াজিবের প্রবক্তা না হওয়ার ব্যাপারে ওজর স্বরূপ মাত্র। কেননা তিনি বলেছেন যে, আম্বরে খুমুস ওয়াজিব না হওয়া কিয়াসের দাবি। আর খেলাফে কিয়াস ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারেও কোনো হাদীস নেই। এ কারণে আমরা কিয়াসের উপর আমল করে খুমুস ওয়াজিব বলি না। এ ক্ষেত্রে কিয়াস এই যে, খুমুস ওয়াজিব হয় গনিমতের মাল নয়। সুতরাং এতে খুমুস ওয়াজিব নয়।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُ كَالسَّمَكِ الخ : এটা ঐ কিয়াসের বিস্তারিত বিবরণ যার عُذْر এর বর্ননায় বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু اَصْل قِيَاسْ -এর অবস্থা অস্পষ্ট ছিল। এজন্য ইমাম মোহাম্মদ (র.)-এর প্রশ্নের উপর ইমাম আযম (র.) তাকে খুলে বর্ণনা করেছেন যে, মাকীস আলাইহি মাছ এবং পানি, আর এর মধ্যে جَامِعْ হলো اَخْذُ مِنَ الْبَحْرِ তথা সমুদ্র হতে ধরা এবং عَدَمُ كَوْنِهٖ مِنَ الْغَنَائِمْ গনিমতের থেকে না হওয়া। এ বিধানই ঝিনুক, মুক্তা এবং অন্যান্য সামুদ্রিক বস্তুর। তাতেও এ ইল্লতের ভিত্তিতে খুমুস ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ اَلْعَنْبَرُ الخ : কামূস গ্রন্থে রয়েছে اَلْعَنْبَرُ হলো এক প্রকার সুগন্ধি যা সামুদ্রিক ভল্লুকের লেদা হতে হতে তৈরি।

* কেউ কেউ বলেন— আম্বর হলো— এক প্রকার সামুদ্রিক বৃহদাকার মৎস যার চামড়া দ্বারা ঢাল তৈরি করা হয়।

* আল্লামা আযহারী বলেন— এক জাতীয় মৎস যা গভীর সমুদ্রে বাস করে। এর দৈর্ঘ্য ৫০ (পঞ্চাশ) গজ। এটাকে بَالُ বলা হয়। এটা অনারবি শব্দ।

* ফাদার লোবাস মা'লূফ আল ঈসায়ীর মতে— আম্বর এক প্রকার মাছ যা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০ (ষাট) কদম, মাথা খুব মোটা তার অনেক গুলো দাঁত রয়েছে। এটা اَلْبَالُ-এর বিপরীত।

* কেউ কেউ বলেন— আম্বর হলো সুগন্ধি। আম্বর দ্বারা জাফরানকেও বুঝানো হয়ে থাকে।

* কেউ কেউ বলেন— সামুদ্রিক ভল্লুকের নিতম্বে জমাকৃত ময়লাকে আম্বর বলা হয়।

* কারো কারো মতে আম্বর হলো সামুদ্রিক ফেনা। যা ঢেউয়ের সাথে একত্রিত হয়ে জমাট হয়ে আম্বরে রূপ লাভ করে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ وَاِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَالُ.

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

১. قِيَاسْ কাকে বলে? قِيَاسْ কত প্রকার ও কি কি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২. قِيَاسْ-এর সংজ্ঞা দাও। এর হুকুম কি? قِيَاسْ শরয়ী দলিল কিনা? বুঝিয়ে লিখ।

৩. قِيَاسْ বৈধ হওয়া জন্য কয়টি শর্ত রয়েছে? তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

৪. قِيَاس شَرْعِيْ -এর পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর।

৫. অন্যত্র হুকুম ধাবিত হওয়ার দিক থেকে قِيَاسْ কত প্রকার? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৬. قِيَاسْ-এর উপর আরোপিত অভিযোগগুলো গুছিয়ে বর্ণনা কর।

৭. مَانِع قِيَاسْ কাকে বলে? এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দাও।

৮. مُمَانَعَةْ এবং عَكْس-এর পরিচয় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন কর।

৯. ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল কাকে বলে? এগুলোর হুকুম কি বিশদভাবে বর্ণনা কর।

১০. عَزِيْمَةْ ও رُخْصَةْ-এর পরিচয় উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখ?

১১. নিম্নোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর—

فَاِنْ قِيْلَ قَدْ رُوِىَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ اَنَّهُ لَا خُمُسَ فِى الْعَنْبَرِ لِاَنَّ الْاَثَرَ لَمْ يَرِدْ بِهٖ وَهُوَ التَّمَسُّكُ بِعَدَمِ الدَّلِيْلِ.